নতুন নিয়ম

সুচিপত্র

ম্যাথু

অধ্যায় 1

1 যীশু খ্রীষ্টের প্রজন্মের বই, দাউদের পুত্র, আব্রাহামের পুত্র৷
2 অব্রাহামের জন্ম ইসহাক; এবং ইসহাক ইয়াকুবের জন্ম দিলেন; এবং জ্যাকব জুডাস এবং তার ভাইদের জন্ম দিলেন;
3 আর যিহূদা থামারের ফরেস ও জারার জন্ম দিলেন; আর ফারেস এসরোমের জন্ম দিলেন; এবং ইস্রোম অরামের জন্ম দিল;
4 আর অরামের পুত্র আমিনাদব; এবং আমিনাদব নাসোনের জন্ম; এবং নাসন সালমনের জন্ম দিলেন;
5 আর সালমনের জন্ম হল রাচাবের বুস; আর বুজ রুথের ওবেদের জন্ম দিলেন; এবং ওবেদ জেশয়ের জন্ম দিল;
6 আর যিশই দায়ূদের রাজা হলেন; এবং দায়ূদ রাজা শলোমনের জন্ম দিলেন যে উরিয়ার স্ত্রী ছিলেন।
7 আর শলোমন রবিয়ামের জন্ম দিলেন; আর রবিয়াম অবিয়ার জন্ম দিলেন; আর অবিয়ার জন্ম হল আসা;
8 আর আসা যোসাফটের জন্ম দিলেন; আর যোসাফটের পুত্র যোরাম; এবং যোরামের জন্ম ওসিয়;
9 ওসিয়াস যোয়াথমের জন্ম দিলেন; যোয়াথমের পুত্র আখাস; এবং আখাসের জন্ম ইজিকিয়;
10 আর ইজেকিয় মানঃশির জন্ম দিলেন; মনঃশি আমোনের জন্ম দিলেন; আর আমোনের পুত্র যোশিয়;
11 আর যোশিয়ার জন্ম হল যিকোনিয়া ও তাঁর ভাইদের, যে সময়ে তাদের ব্যাবিলনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।
12 এবং তাদের ব্যাবিলনে আনার পরে, যিকোনিয়ার জন্ম হল সালথিয়েল৷ এবং সালথিয়েলের পুত্র জরোবাবেল;
13 আর জোরাবেলের জন্ম হল আবিউদের; আর আবিউদের পুত্র ইলিয়াকীম; ইলিয়াকীমের পুত্র আজোর|
14 আর আজোরের পুত্র সদোক; এবং সাদোক অচিমের জন্ম দিলেন; অচিম ইলিউদের জন্ম দিলেন;
15 আর ইলিউদ ইলিয়াসরের জন্ম দিলেন; ইলিয়াসর মথনের জন্ম দিলেন; আর মথন যাকোবের জন্ম দিলেন;
16 আর যাকোব মরিয়মের স্বামী যোষেফের জন্ম দিলেন, যার থেকে যীশুর জন্ম হয়েছিল, যাকে খ্রীষ্ট বলা হয়।
17 সুতরাং অব্রাহাম থেকে দায়ূদ পর্যন্ত সমস্ত প্রজন্ম হল চৌদ্দ প্রজন্ম; এবং দাউদ থেকে ব্যাবিলনে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত চৌদ্দ প্রজন্ম। এবং ব্যাবিলনে নিয়ে যাওয়া থেকে খ্রীষ্টের কাছে চৌদ্দ প্রজন্ম।
18 এখন যীশু খ্রীষ্টের জন্ম এই বুদ্ধিমত্তার উপর ছিল: যখন তাঁর মা মরিয়ম জোসেফের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তারা একত্রিত হওয়ার আগে, তিনি পবিত্র আত্মার সন্তানের সাথে পাওয়া গিয়েছিল।
19 তারপরে তার স্বামী জোসেফ, একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি এবং তাকে সর্বজনীন উদাহরণ করতে ইচ্ছুক না হওয়ায় তাকে গোপনে সরিয়ে দেওয়ার জন্য মনস্থ করা হয়েছিল।
20 কিন্তু তিনি যখন এসব ভাবছিলেন, তখন প্রভুর দূত স্বপ্নে তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, হে দায়ূদের পুত্র যোষেফ, তোমার স্ত্রী মরিয়মকে তোমার কাছে নিতে ভয় করো না, কারণ তার মধ্যে যা গর্ভধারণ করা হয়েছে তা হল৷ পবিত্র আত্মার.
21 এবং সে একটি পুত্রের জন্ম দেবে, এবং তুমি তার নাম যীশু রাখবে, কারণ তিনি তার লোকদের তাদের পাপ থেকে রক্ষা করবেন৷
22 এখন এই সব করা হল, যাতে প্রভুর সম্বন্ধে ভাববাদীর দ্বারা যা বলা হয়েছিল তা পূর্ণ হয়৷
23 দেখ, একজন কুমারী সন্তান প্রসব করবে এবং একটি পুত্র সন্তান প্রসব করবে, এবং তারা তার নাম রাখবে ইমানুয়েল, যার অর্থ হল, আমাদের সাথে ঈশ্বর৷
24 তারপর যোষেফ ঘুম থেকে উঠলেন এবং প্রভুর ফেরেশতা তাকে যেমন আজ্ঞা দিয়েছিলেন তেমনই করলেন এবং তাঁর স্ত্রীকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন।
25 এবং তিনি তার প্রথম পুত্রকে প্রসব না করা পর্যন্ত তাকে চিনতেন না, এবং তিনি তার নাম যীশু রাখলেন৷

অধ্যায় 2

1 রাজা হেরোদের সময়ে যীশু যখন যিহূদিয়ার বেথলেহেমে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন দেখ, পূর্ব দিক থেকে জ্ঞানী ব্যক্তিরা জেরুজালেমে এসেছিলেন,
2 বললেন, ইহুদীদের রাজা যিনি জন্মেছেন তিনি কোথায়? কারণ আমরা পূর্ব দিকে তাঁর তারা দেখেছি এবং তাঁকে উপাসনা করতে এসেছি৷
3 রাজা হেরোদ যখন এই সব কথা শুনলেন, তখন তিনি এবং সমস্ত জেরুজালেম তাঁর সঙ্গে চিন্তিত হলেন৷
4 এবং যখন তিনি সমস্ত প্রধান যাজক ও লোকদের ব্যবস্থার শিক্ষকদের একত্র করলেন, তখন তিনি তাদের কাছে খ্রীষ্টের জন্ম কোথায় হবে তা দাবি করলেন৷
5 তারা তাঁকে বলল, যিহূদিয়ার বেথলেহেমে, কারণ ভাববাদীর দ্বারা এই কথা লেখা আছে,
6 আর তুমি বেথলেহেম, যিহূদার দেশে, যিহূদার শাসনকর্তাদের মধ্যে ছোট নও; কারণ তোমার মধ্য থেকে একজন রাজ্যপাল আসবেন, যিনি আমার প্রজা ইস্রায়েলকে শাসন করবেন।
7 তারপর হেরোদ যখন জ্ঞানী লোকদের গোপনে ডেকেছিলেন, তখন তারা গভীরভাবে জানতে চেয়েছিলেন যে তারাটি কখন দেখা গেল৷
8 তারপর তিনি তাদের বেথেলহেমে পাঠিয়ে বললেন, "যাও এবং নিরলসভাবে শিশুটির খোঁজ কর; এবং যখন তোমরা তাকে খুঁজে পাবে, তখন আমাকে আবার বল, আমিও এসে তাঁর উপাসনা করতে পারি৷
9 রাজার কথা শুনে তারা চলে গেল; এবং, দেখ, তারা পূর্ব দিকে যে তারাটি দেখেছিল, তা তাদের সামনে এগিয়ে চলল, যতক্ষণ না তা এসে দাঁড়িয়েছিল যেখানে শিশুটি ছিল।
10 তারা যখন তারা দেখল, তখন তারা খুব আনন্দিত হয়ে উঠল৷
11 তারা ঘরে ঢুকে সেই শিশুটিকে তার মা মরিয়মের সঙ্গে দেখতে পেলেন এবং উপুড় হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন এবং তাদের ধনভান্ডার খুলে তাঁকে উপহার দিলেন৷ সোনা, লোবান এবং গন্ধরস।
12 আর হেরোদের কাছে ফিরে না যাওয়ার জন্য স্বপ্নে ঈশ্বরের কাছ থেকে সাবধান হয়ে তারা অন্য পথে নিজেদের দেশে চলে গেল।

13আর যখন তারা চলে গেল, দেখ, সদাপ্রভুর দূত স্বপ্নে যোষেফকে দেখালেন, বললেন, ওঠ, ছোট বাচ্চা ও তার মাকে নিয়ে মিসরে পালিয়ে যাও, আর আমি তোমাকে কথা না দেওয়া পর্যন্ত সেখানেই থাক। হেরোদ তাকে ধ্বংস করার জন্য শিশুটিকে খুঁজবে।
14তিনি উঠিয়া রাত্রে শিশুটিকে ও তাহার মাকে লইয়া মিসরে রওনা হইলেন।
15 এবং হেরোদের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন, যাতে প্রভুর সম্বন্ধে ভাববাদীর দ্বারা যা বলা হয়েছিল তা পূর্ণ হয়, 'মিসর থেকে আমি আমার ছেলেকে ডেকেছি।'
16তখন হেরোদ যখন দেখল যে, জ্ঞানী ব্যক্তিদের দ্বারা তাঁকে উপহাস করা হচ্ছে, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রোধিত হলেন, এবং তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন এবং বেথেলহেমে এবং তার সমস্ত উপকূলে, দু'বছর বা তার থেকে কম বয়সী সমস্ত শিশুকে হত্যা করলেন। যে সময় তিনি অধ্যবসায়ের সাথে জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন।
17 তারপর জেরেমি ভাববাদীর দ্বারা যা বলা হয়েছিল তা পূর্ণ হল,
18 রামের মধ্যে একটি রব শোনা গেল, বিলাপ, কান্নাকাটি, এবং মহান শোক, রাহেল তার সন্তানদের জন্য কাঁদছে, এবং সান্ত্বনা পাবে না, কারণ তারা নেই।
19কিন্তু হেরোদ যখন মারা গেলেন, দেখ, প্রভুর এক দূত স্বপ্নে মিশরে যোষেফের কাছে আবির্ভূত হলেন,
20 বললেন, উঠ, শিশুটিকে ও তার মাকে নিয়ে ইস্রায়েল দেশে যাও, কারণ তারা মারা গেছে যারা শিশুটির জীবন খুঁজছিল।
21 তারপর তিনি উঠে শিশুটিকে ও তার মাকে নিয়ে ইস্রায়েল দেশে এলেন।
22 কিন্তু যখন তিনি শুনলেন যে আর্কিলাউস তাঁর পিতা হেরোদের ঘরে যিহূদিয়াতে রাজত্ব করেছেন, তখন তিনি সেখানে যেতে ভয় পেলেন: যদিও স্বপ্নে ঈশ্বরের কাছ থেকে সতর্ক করা হয়েছিল, তিনি গালীলের অংশে চলে গেলেন:
23 আর তিনি এসে নাসরত নামক একটি নগরে বাস করতে লাগলেন, যাতে ভাববাদীদের দ্বারা যা বলা হয়েছিল তা পূর্ণ হয়, তাকে নাসরত বলা হবে।

অধ্যায় 3

1সেই দিনে বাপ্তিস্মদাতা যোহন এলেন, যিহূদিয়া প্রান্তরে প্রচার করতে লাগলেন।
2 আর বলছে, অনুতাপ কর, কারণ স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে।
3 কেননা ইনি সেই ব্যক্তি যাঁর সম্বন্ধে ভাববাদী যিশাইয় বলেছিলেন, 'মরুভূমিতে একজনের কণ্ঠস্বর, 'তোমরা প্রভুর পথ প্রস্তুত কর, তাঁর পথ সোজা কর।'
4 আর সেই যোহনের উটের লোমের পোশাক এবং কোমরে একটি চামড়ার কোমরবন্ধ ছিল; আর তার মাংস ছিল পঙ্গপাল ও বন্য মধু।
5তখন জেরুজালেম, সমস্ত যিহূদিয়া এবং জর্ডানের চারপাশের সমস্ত অঞ্চল তাঁর কাছে গেল।
6 এবং তাদের পাপ স্বীকার করে জর্ডানে তাঁর কাছে বাপ্তিস্ম নিয়েছিলেন।
7 কিন্তু তিনি যখন অনেক ফরীশী ও সদ্দূকীদের তাঁর বাপ্তিস্মের জন্য আসতে দেখলেন, তখন তিনি তাদের বললেন, ওহে সাপের বংশ, কে তোমাদেরকে সতর্ক করেছে যে, আসন্ন ক্রোধ থেকে পালিয়ে যাও?
8 তাই ফল আনুন অনুতাপের জন্য মিলিত হয়:
9 আর মনে মনে বলবেন না, 'আমাদের পিতা অব্রাহাম আছেন, কারণ আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বর এই পাথরগুলি থেকে অব্রাহামের জন্য সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম।'
10 এবং এখন গাছের গোড়ার কাছে কুড়াল রাখা হয়েছে, তাই যে গাছ ভাল ফল দেয় না, সেগুলিকে কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া হয়।
11 আমি সত্যিই তোমাকে অনুতাপের জন্য জলে বাপ্তিস্ম দিচ্ছি: কিন্তু যে আমার পরে আসবে সে আমার চেয়ে শক্তিশালী, যার জুতা আমি বহন করার যোগ্য নই: তিনি তোমাকে পবিত্র আত্মায় এবং আগুনে বাপ্তিস্ম দেবেন:
12 যার পাখা তার হাতে, এবং সে তার মেঝে পরিষ্কার করবে, এবং তার গম সংগ্রহ করবে; কিন্তু সে অদম্য আগুনে তুষ পুড়িয়ে ফেলবে।
13 এরপর যীশু গালীল থেকে জর্ডানে যোহনের কাছে আসেন, তাঁর কাছে বাপ্তিস্ম নিতে।
14 কিন্তু যোহন তাকে নিষেধ করে বললেন, তোমার কাছে আমার বাপ্তিস্ম নেওয়া দরকার, আর তুমি কি আমার কাছে আসবে?
15 এর উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, ' এখনই তাই হতে দাও। তারপর তাকে কষ্ট দেয়।
16 আর যীশু যখন বাপ্তিস্ম নিলেন, তখনই জল থেকে উঠে গেলেন, এবং দেখ, তাঁর জন্য স্বর্গ খুলে গেল, এবং তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে ঘুঘুর মতো নেমে এসে তাঁর ওপর আলো করতে দেখলেন।
17 এবং স্বর্গ থেকে একটি কণ্ঠস্বর দেখ, এই বলে, ইনি আমার প্রিয় পুত্র, যাঁর প্রতি আমি সন্তুষ্ট।

অধ্যায় 4

1 তখন যীশুকে আত্মার দ্বারা মরুভূমিতে নিয়ে যাওয়া হল যাতে শয়তান প্রলোভিত হয়।
2 আর তিনি চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত্রি উপবাস করলে পরে তিনি ক্ষুধার্ত হলেন।
3 আর প্রলুব্ধকারী তাঁর কাছে এসে বলল, 'তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তাহলে এই পাথরগুলোকে রুটি বানানোর নির্দেশ দাও।'
4 কিন্তু তিনি উত্তর দিয়ে বললেন, শাস্ত্রে লেখা আছে, মানুষ কেবল রুটিতেই বাঁচবে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখ থেকে নির্গত প্রতিটি কথার দ্বারা বাঁচবে।
5তখন শয়তান তাকে পবিত্র নগরে নিয়ে গেল এবং মন্দিরের চূড়ায় বসিয়ে দিল,
6 আর তাঁকে বললেন, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তাহলে নিজেকে নিচু করে দাও, কারণ লেখা আছে, তিনি তাঁর স্বর্গদূতদের তোমার বিষয়ে দায়িত্ব দেবেন: এবং তারা তোমাকে তাদের হাতে তুলে নেবে, পাছে যে কোনও সময় তোমার পা ছুঁড়ে ফেলবে। একটি পাথরের বিরুদ্ধে।

7 যীশু তাকে বললেন, আবার লেখা আছে, 'তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে পরীক্ষা করো না।'
8 আবার, শয়তান তাকে একটি অতি উচ্চ পর্বতে নিয়ে যায় এবং তাকে বিশ্বের সমস্ত রাজ্য এবং তাদের গৌরব দেখায়;
9 তিনি তাকে বললেন, 'তুমি যদি মাথা নিচু করে আমাকে উপাসনা করো তবে আমি তোমাকে এই সব দেবা'
10 তখন যীশু তাকে বললেন, ' এখান থেকে সরে যাও, শয়তান, কারণ লেখা আছে, 'তুমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উপাসনা করবে এবং কেবল তাঁরই সেবা করবো'
11 তারপর শয়তান তাকে ছেড়ে চলে গেল, আর দেখ, ফেরেশতারা এসে তার সেবা করছে।
12 যীশু যখন শুনলেন যে য়োহনকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে, তখন তিনি গালীলে চলে গেলেন।
13 নাসরত ছেড়ে তিনি এসে কফরনাহূমে বাস করতে লাগলেন, যা সমুদ্র উপকূলে, জাবুলন ও নেফথালিমের সীমানায়।
14 য়েন ভাববাদী যিশাইয় যা বলেছিলেন তা পূর্ণ হয়,
15 জাবুলন দেশ, এবং নেফথালিমের দেশ, সমুদ্রের ধারে, জর্ডানের ওপারে, অইহুদীদের গালীল;
16 যারা অন্ধকারে বসেছিল তারা মহান আলো দেখেছিল। এবং যারা এই অঞ্চলে বসেছিল তাদের কাছে মৃত্যুর আলো ফুটে উঠেছে।
17 সেই সময় থেকে যীশু প্রচার করতে শুরু করলেন এবং বলতে লাগলেন, অনুতাপ কর, কারণ স্বর্গরাজ্য নিকটে।
18 আর যীশু গালীল সাগরের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে দেখলেন, শিমোন নামক পিতর নামে দুই ভাই ও তাঁর ভাই আন্দ্রিয়কে সমুদ্রে জাল ফেলতে দেখলেন, কারণ তারা জেলে ছিল।
19 তখন তিনি তাদের বললেন, ' আমাকে অনুসরণ কর, আমি তোমাদেরকে মানুষের জেলে করবা'
20 তারা সঙ্গে সঙ্গে তাদের জাল ফেলে যীশুর পিছনে চলল।
21 সেখান থেকে এগিয়ে গিয়ে তিনি আরও দুই ভাইকে দেখতে পেলেন, জেবদিয়ের ছেলে যাকোব ও তাঁর ভাই যোহন, তাদের বাবা সিবদিয়ের সঙ্গে একটি জাহাজে তাদের জাল মেরামত করছেন। এবং তিনি তাদের ডাকলেন।
22 তারা তখনই জাহাজ ও তাদের বাবাকে ছেড়ে যীশুর পিছনে পিছনে চলল।
23 আর যীশু সমস্ত গালীলে ঘুরে বেড়ালেন, তাদের সমাজ-গৃহে শিক্ষা দিতেন, রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করতেন, এবং লোকেদের সমস্ত রকমের অসুস্থতা ও সমস্ত রকমের রোগ নিরাময় করতেন।
24 এবং তার খ্যাতি সমগ্র সিরিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে: এবং তারা তার কাছে সমস্ত অসুস্থ লোকদের নিয়ে এসেছিল যারা বিভিন্ন রোগ ও যন্ত্রণায় আক্রান্ত হয়েছিল, এবং যাদের শয়তান ছিল, এবং যারা পাগল ছিল এবং যারা পক্ষাঘাতগ্রস্ত ছিল; তিনি তাদের সুস্থ করলেন।
25 আর গালীল, ডেকাপলিস, জেরুজালেম, যিহূদিয়া ও জর্ডানের ওপার থেকে অনেক লোক তাঁর পিছনে পিছনে চলল।

অধ্যায় 5

1 আর লোকসমাগম দেখে তিনি একটা পাহাড়ে উঠে গেলেন, আর যখন তিনি বসলেন, তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁর কাছে আসলেন।
2 আর তিনি মুখ খুলে তাদের শিক্ষা দিলেন, বললেন,
3 ধন্য আত্মার দরিদ্ররা, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদের।
4 ধন্য তারা যারা শোক করে, কারণ তারা সান্ত্বনা পাবে।
5 ধন্য তারা নম্র, কারণ তারা পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে।
6 ধন্য তারা যারা ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত, কারণ তারা তৃপ্ত হবে।
7 ধন্য তারা করুণাময়, কারণ তারা করুণা পাবে।
8 ধন্য তারা যারা অন্তরে শুদ্ধ, কারণ তারা ঈশ্বরকে দেখতে পাবে।
9 ধন্য তারা শান্তি স্থাপনকারী, কারণ তাদের বলা হবে ঈশ্বরের সন্তান।
10 ধন্য তারা যারা ধার্মিকতার জন্য নির্যাতিত হয়, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদের।
11 ধন্য তোমরা, যখন লোকেরা আমার জন্য তোমাদের নিন্দা করবে, তোমাদের তাড়না করবে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলবে।
12 আনন্দ কর, এবং অতি আনন্দিত হও, কেননা স্বর্গে তোমার পুরস্কার মহান, কারণ তোমার পূর্বে যে ভাববাদীরা ছিলেন, তাদের তারা এভাবেই নির্যাতিত করেছিল।
13 তোমরা পৃথিবীর নুন। এখন থেকে তা আর কিছুর জন্যই ভালো নয়, কিন্তু বাইরে ফেলে দেওয়া এবং মানুষের পদতলে মাড়ানো।
14 তোমরা জগতের আলো। পাহাড়ের উপর স্থাপিত শহর লুকানো যায় না।
15 মানুষ মোমবাতি জ্বালিয়ে বুশেলের নীচে রাখে না, কিন্তু একটি মোমবাতিতে রাখে; এবং এটি ঘরের সকলকে আলো দেয়।
16 তোমাদের আলো মানুষের সামনে আলোকিত হোক, যাতে তারা তোমাদের ভালো কাজ দেখতে পারে এবং স্বর্গে থাকা তোমাদের পিতাকে মহিমান্বিত করতে পারে।
17 মনে করো না যে আমি আইন বা ভাববাদীদের ধ্বংস করতে এসেছি: আমি ধ্বংস করতে আসিনি, কিন্তু পূর্ণ করতে এসেছি।
18কারণ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যতক্ষণ না স্বর্গ ও পৃথিবী চলে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত কিছু পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আইনের একটি টোটকা বা একটি শিরোনাম কোনোভাবেই বাদ যাবে না।
19 অতএব যে কেউ এই ক্ষুদ্রতম আজ্ঞাগুলির মধ্যে একটি ভঙ্গ করবে এবং মানুষকে তা শিক্ষা দেবে, তাকে স্বর্গরাজ্যে সর্বনিম্ন বলা হবে: কিন্তু যে কেউ তা পালন করবে এবং শিক্ষা দেবে, তাকে স্বর্গরাজ্যে মহান বলা হবে।
20 কারণ আমি তোমাদের বলছি, যদি তোমাদের ধার্মিকতা ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীদের ধার্মিকতাকে ছাড়িয়ে না যায়, তবে তোমরা কোন অবস্থাতেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।
21 তোমরা শুনেছ যে, প্রাচীনকালের লোকরা বলেছিল, তোমরা হত্যা করো না। এবং যে কেউ হত্যা করবে সে বিচারের বিপদে পড়বে:

22কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ কারণ ছাড়াই তার ভাইয়ের উপর রাগ করে সে বিচারের বিপদে পড়বে: আর যে কেউ তার ভাইকে রাকা বলবে, সে পরিষদের বিপদে পড়বে: কিন্তু যে বলবে, তুমি বোকা। , জাহান্নামের আগুনের বিপদে পড়বে।

23 সেইজন্য যদি তুমি বেদীর কাছে তোমার উপহার নিয়ে আস এবং সেখানে মনে পড়ে যে তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভাইয়ের কর্তব্য আছে;

24 তোমার উপহার সেখানে বেদীর সামনে রেখে যাও, যাও। আগে তোমার ভাইয়ের সাথে মিলিত হও, তারপর এসে তোমার উপহার দাও।

25 তোমার প্রতিপক্ষের সাথে দ্রুত সম্মত হও, যখন তুমি তার সাথে পথে আছ; পাছে যে কোনো সময় প্রতিপক্ষ তোমাকে বিচারকের হাতে তুলে দেবে, আর বিচারক তোমাকে অফিসারের হাতে তুলে দেবে, আর তুমি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবে।

26 আমি তোমাকে সত্যি বলছি, তুমি কোনভাবেই সেখান থেকে বেরোতে পারবে না, যতক্ষণ না তুমি সর্বোচ্চ অর্থ পরিশোধ না করবে৷

27 তোমরা শুনেছ যে, প্রাচীনকাল থেকে তাদের বলা হয়েছিল, ব্যভিচার কোরো না।

28 কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ একজন স্ত্রীলোকের প্রতি লালসার দৃষ্টিতে তাকায় সে তার অন্তরে তার সঙ্গে ব্যভিচার করেছে৷

29 আর যদি তোমার ডান চোখ তোমাকে আঘাত করে, তবে তা উপড়ে ফেল এবং তোমার কাছ থেকে নিক্ষেপ কর, কারণ তোমার সমস্ত অঙ্গ নরকে নিক্ষিপ্ত না হয়ে তোমার একটি অঙ্গ বিনষ্ট হওয়া তোমার পক্ষে লাভজনক৷

30 আর যদি তোমার ডান হাত তোমাকে আঘাত করে, তবে তা কেটে ফেল এবং তোমার কাছ থেকে নিক্ষেপ কর, কারণ তোমার সমস্ত অঙ্গ নরকে নিক্ষিপ্ত না হয়ে তোমার একটি অঙ্গ বিনষ্ট হওয়া তোমার পক্ষে লাভজনক৷

31 বলা হয়েছে, যে কেউ তার স্ত্রীকে তালাক দেবে, সে তাকে তালাকের লিখা দেবে৷

32 কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ ব্যভিচারের কারণ ছাড়াই তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে, সে তাকে ব্যভিচারে বাধ্য করে৷

33 আবার, তোমরা শুনেছ যে, প্রাচীনকালের তাদের দ্বারা বলা হয়েছে, তুমি নিজেকে ত্যাগ করবে না, কিন্তু প্রভুর কাছে তোমার শপথ পালন করবে:

34 কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, কসম খাবেন না৷ স্বর্গ দ্বারা না; কারণ এটি ঈশ্বরের সিংহাসন:

35 পৃথিবীর নামেও নয়; কারণ এটা তার পায়ের ছাউনি; জেরুজালেমের কাছেও নয়; কারণ এটা মহান রাজার শহর।

36 আপনি আপনার মাথার নামে শপথ করবেন না, কারণ আপনি একটি চুল সাদা বা কালো করতে পারবেন না।

37 কিন্তু আপনার যোগাযোগ হতে দিন, হ্যাঁ, হ্যাঁ; না, না, কারণ এর চেয়ে বেশি যা কিছু আসে মন্দেরই আসে৷

38 তোমরা শুনেছ যে, বলা হয়েছে, চোখের বদলে চোখ আর দাঁতের বদলে দাঁত৷

39 কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, মন্দের প্রতিরোধ করিও না, কিন্তু যে তোমার ডান গালে আঘাত করিবে, অন্য গালেও তাহার দিকে ফিরিয়া যাও।

40 আর যদি কেউ আইনে তোমার বিরুদ্ধে মামলা করে তোমার জামাটা কেড়ে নেয়, তাকে তোমার জামাটাও দিতে দাও৷

41 আর যে তোমাকে এক মাইল যেতে বাধ্য করবে, তার সাথে দু'জন যাও।

42 যে তোমার কাছে চায় তাকে দাও, আর যে তোমার কাছ থেকে ধার চায় তাকে তুমি ফিরিয়ে দিও না।

43 তোমরা শুনেছ যে বলা হয়েছে, 'তুমি তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসবে এবং তোমার শত্রুকে ঘৃণা করবে৷'

44 কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমাদের শত্রুদের ভালোবাসো, যারা তোমাকে অভিশাপ দেয় তাদের আশীর্বাদ করো, যারা তোমাকে ঘৃণা করে তাদের ভালো করো, এবং যারা তোমাকে ব্যবহার করেও অত্যাচার করে তাদের জন্য প্রার্থনা করো৷

45 যাতে তোমরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হতে পার৷ কারণ তিনি তাঁর সূর্য মন্দ ও ভালোর উপরে উদিত করেন এবং ধার্মিক ও অন্যায়ের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন৷

46 কারণ যাঁরা তোমাদের ভালবাসে, যদি তোমরা তাদের ভালবাস, তবে তোমাদের কি পুরস্কার আছে? এমনকি কর আদায়কারীরাও কি একই রকম নয়?

47 আর যদি তোমরা কেবল তোমাদের ভাইদেরই অভিবাদন জানাও, তবে অন্যদের চেয়ে বেশি কী? কর আদায়কারীরাও কি তাই না?

48 তাই তোমরা সিদ্ধ হও, যেমন তোমাদের স্বর্গের পিতা সিদ্ধ৷

অধ্যায় 6

1 সাবধান থেকো যেন লোকেদের সামনে তোমাদের ভিক্ষা করো না৷

2 সেইজন্য যখন তুমি দান কর, তখন তোমার সামনে শিঙা বাজবে না, যেমন ভণ্ডেরা সমাজগৃহে এবং রাস্তায় মানুষের মহিমা পায়৷ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তাদের পুরস্কার আছে৷

3 কিন্তু যখন তুমি দান কর, তখন তোমার ডান হাত কি করে তা তোমার বাম হাত যেন না জানে৷

4 যাতে তোমার দান গোপনে থাকে এবং তোমার পিতা যিনি গোপনে দেখেন তিনি তোমাকে প্রকাশ্যে পুরস্কৃত করবেন৷

5 আর তুমি যখন প্রার্থনা কর, তখন ভণ্ডদের মতো হবে না, কারণ তারা সমাজগৃহে ও রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতে ভালবাসে, যাতে তারা লোকেদের দেখা যায়৷ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তাদের পুরস্কার আছে৷

6 কিন্তু তুমি যখন প্রার্থনা করবে তখন তোমার কক্ষে প্রবেশ করবে এবং দরজা বন্ধ করে তোমার পিতার কাছে প্রার্থনা করবে যা গোপনে আছে৷ আর তোমার পিতা যিনি গোপনে দেখেন তিনি প্রকাশ্যেই তোমাকে পুরস্কৃত করবেন৷

7 কিন্তু যখন তোমরা প্রার্থনা কর, তখন নিরর্থক পুনরাবৃত্তি ব্যবহার করো না, বিধর্মীরা করে, কারণ তারা মনে করে যে তাদের অনেক কথা বলার জন্য তাদের শোনা হবে৷

8 তাই তোমরা তাদের মত হয়ো না, কারণ তোমাদের পিতা জানতে চান যে তোমাদের কি কি প্রয়োজন, তাঁর কাছে চাওয়ার আগেই৷
9 তাই এই পদ্ধতির পরে তোমরা প্রার্থনা কর: আমাদের স্বর্গের পিতা, তোমার নাম পবিত্র হোক৷
10 তোমার রাজ্য আসুক। তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও পূর্ণ হোক।
11 এই দিন আমাদের প্রতিদিনের রুটি দিন।
12 এবং আমাদের ঋণ ক্ষমা করুন, যেমন আমরা আমাদের ঋণী ক্ষমা করুন।
13 এবং আমাদের প্রলোভনের মধ্যে নিয়ে যাবেন না, কিন্তু আমাদের মন্দ থেকে উদ্ধার করুন: আপনার রাজ্য, শক্তি এবং মহিমা চিরকালের জন্য। আমীন।
14কারণ যদি তোমরা মানুষকে তাদের অপরাধ ক্ষমা কর, তবে তোমাদের স্বর্গীয় পিতাও তোমাদের ক্ষমা করবেন৷
15 কিন্তু যদি তোমরা মানুষের অপরাধ ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের পিতাও তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন না৷
16 তাছাড়া যখন তোমরা উপবাস কর, তখন ভণ্ডদের মতো করুণ চেহারার হয়ে যেও না, কারণ তারা তাদের মুখ বিকৃত করে, যাতে তারা মানুষের কাছে উপবাস করতে দেখা যায়৷ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তাদের পুরস্কার আছে৷
17 কিন্তু আপনি, যখন আপনি উপবাস করেন, আপনার মাথায় অভিষেক করুন এবং আপনার মুখ ধুয়ে নিন;
18 যেন আপনি মানুষের কাছে উপবাসের জন্য প্রতীয়মান হন না, কিন্তু আপনার পিতার কাছে যিনি গোপনে আছেন, এবং আপনার পিতা, যিনি গোপনে দেখেন, তিনি আপনাকে প্রকাশ্যে পুরস্কৃত করবেন৷
19 পৃথিবীতে নিজেদের জন্য ধন সঞ্চয় করো না, যেখানে পতঙ্গ ও মরিচা নষ্ট করে এবং যেখানে চোরেরা ভেঙ্গে চুরি করে৷
20 কিন্তু স্বর্গে নিজেদের জন্য ধন সঞ্চয় কর, যেখানে পতঙ্গ বা মরিচা নষ্ট করে না এবং যেখানে চোরেরা ভেঙ্গে পড়ে না বা চুরি করে না৷
21 কারণ যেখানে তোমার ধন সেখানে তোমার হৃদয়ও থাকবে৷
22 দেহের আলো হল চোখ; তাই যদি তোমার চোখ একক থাকে, তবে তোমার সমস্ত শরীর আলোয় পূর্ণ হবে৷
23 কিন্তু যদি তোমার চোখ খারাপ হয়, তবে তোমার সমস্ত শরীর অন্ধকারে পূর্ণ হবে৷ তাই তোমার মধ্যে যে আলো আছে তা যদি অন্ধকার হয়, তবে সেই অন্ধকার কত বড়!
24 কেউ দুই প্রভুর দাসত্ব করতে পারে না, কারণ হয় সে একজনকে ঘৃণা করবে আর অন্যজনকে ভালোবাসবে৷ অন্যথায় সে একটিকে ধরে রাখবে এবং অন্যটিকে তুচ্ছ করবে৷ আপনি ঈশ্বর এবং অর্থের সেবা করতে পারেন না.
25 তাই আমি তোমাদের বলছি, তোমরা কি খাবে বা কি পান করবে তা নিয়ে তোমাদের জীবন নিয়ে চিন্তা করো না৷ বা এখনও আপনার শরীরের জন্য, আপনি কি পরতে হবে. জীবন কি মাংসের চেয়ে বেশি আর শরীর কি পোশাকের চেয়ে বেশি নয়?
26 আকাশের পাখী দেখ, কারণ তারা বীজ বপন করে না, কাটে না বা শস্যাগারে জড়ো করে না; তবুও তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তাদের খাওয়ান৷ তোমরা কি তাদের চেয়ে অনেক ভালো নও?
27 তোমাদের মধ্যে কে চিন্তা করে তার উচ্চতায় এক হাত বাড়াতে পারে?
28 আর পোশাকের কথা ভাবছ কেন? ক্ষেতের লিলিগুলি বিবেচনা করুন, তারা কীভাবে বৃদ্ধি পায়; তারা পরিশ্রম করে না, তারা ঘূর্ণায় না।
29 তবুও আমি তোমাদের বলছি, শলোমনও তাঁর সমস্ত মহিমায় এদের মধ্যে একটির মতো সাজাননি৷
30 তাই, ঈশ্বর যদি মাঠের ঘাসকে এমনভাবে সাজান, যা আজ আছে এবং আগামীকাল উনুনে ফেলা হবে, তবে হে অল্প বিশ্বাসের লোকেরা, তিনি কি তোমাদের আরও বেশি পোশাক দেবেন না?
31 তাই ভাববেন না, 'আমরা কি খাব?' অথবা, আমরা কি পান করব? অথবা, আমরা কি পরিধান করব?
32 (কারণ অইহুদীরা এই সব কিছুর খোঁজ করে:) কারণ তোমাদের স্বর্গীয় পিতা জানেন যে তোমাদের এই সমস্ত কিছুর প্রয়োজন আছে৷
33 কিন্তু তোমরা প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁর ধার্মিকতার খোঁজ কর৷ এবং এই সমস্ত জিনিস আপনার জন্য যোগ করা হবে.
34 তাই আগামীকালের জন্য চিন্তা করবেন না, কারণ আগামীকাল নিজের জিনিসের জন্য চিন্তা করবে৷ দিনের অমঙ্গলই যথেষ্ট।

অধ্যায় 7

1 বিচার করো না, যাতে তোমাদের বিচার না হয়৷
2 কেননা যে বিচারে তোমরা বিচার করবে, তোমাদের বিচার করা হবে;
3 আর কেন তুমি তোমার ভাইয়ের চোখে সেই কুটকুটটি দেখছ, কিন্তু তোমার নিজের চোখে যে রশ্মি আছে তা কি তুমি বিবেচনা কর না?
4 অথবা তুমি কি করে তোমার ভাইকে বলবে, আমাকে তোমার চোখের কুটকুটটা বের করতে দাও; আর দেখ, তোমার নিজের চোখে একটা রশ্মি আছে?
5 হে ভণ্ড, আগে তোমার নিজের চোখের মণি বের করে দাও; তখন তুমি তোমার ভাইয়ের চোখ থেকে কুটকুট বের করে দিতে স্পষ্ট দেখতে পাবে।
6 কুকুরকে যা পবিত্র তা দিও না, শুয়োরের সামনে তোমার মুক্তো নিক্ষেপ করো না, পাছে তারা তাদের পায়ের তলায় মাড়িয়ে আবার ঘুরে ফিরে তোমাকে ছিঁড়ে ফেলবে৷
7 চাও, তোমাকে দেওয়া হবে; খুঁজো, তুমি পাবে; ধাক্কা দাও, এবং এটি তোমাদের জন্য খুলে দেওয়া হবে:
8 কারণ যে কেউ চায় সে পায়; আর যে খোঁজ করে সে খুঁজে পায়; এবং যে ধাক্কা দেয় তার জন্য তা খুলে দেওয়া হবে৷
9তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যার ছেলে রুটি চাইলে সে কি তাকে পাথর দেবে?
10 অথবা যদি সে একটি মাছ চায়, সে কি তাকে একটি সাপ দেবে?
11 তাই যদি তোমরা মন্দ হয়েও তোমাদের সন্তানদের ভালো জিনিস দিতে জান, তাহলে তোমাদের স্বর্গের পিতা যারা তাঁর কাছে চান তাদের কত ভালো জিনিস দেবেন?

12 তাই তোমরা যা চাও যে মানুষ তোমাদের প্রতি যা করুক, তোমরাও তাদের প্রতি তা-ই কর, কারণ এটাই হল আইন ও ভাববাদী৷
13 স্ট্রেট গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ কর: কারণ দরজাটি প্রশস্ত এবং প্রশস্ত পথ, যা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় এবং সেখানে অনেক লোক প্রবেশ করে৷
14 কারণ স্ট্রেট হল দরজা, এবং সরু পথ, যা জীবনের দিকে নিয়ে যায়, এবং খুব কম লোকই তা খুঁজে পায়৷
15 মিথ্যা ভাববাদীদের থেকে সাবধান, যারা ভেড়ার পোষাকে তোমাদের কাছে আসে, কিন্তু অন্তরে তারা নেকড়ে নেকড়ে।
16 তোমরা তাদের ফল দ্বারা তাদের চিনবে৷ মানুষ কি কাঁটাগাছের আঙ্গুর বা কাঁটা গাছের ডুমুর সংগ্রহ করে?
17 তেমনি প্রত্যেকটি ভাল গাছ ভাল ফল দেয়; কিন্তু নষ্ট গাছে মন্দ ফল ধরে।
18 ভালো গাছ মন্দ ফল দিতে পারে না, খারাপ গাছও ভালো ফল দিতে পারে না।
19 যে গাছ ভাল ফল দেয় না তা কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া হয়৷
20 তাই তাদের ফলের দ্বারাই তোমরা তাদের চিনবে৷
21 যে কেউ আমাকে বলে, প্রভু, প্রভু, স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে না; কিন্তু যে আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে।
22 সেই দিন অনেকেই আমাকে বলবে, প্রভু, প্রভু, আমরা কি আপনার নামে ভাববাণী বলিনি? আর তোমার নামে শয়তানদের তাড়িয়েছ? এবং তোমার নামে অনেক আশ্চর্য কাজ করেছি?
23 এবং তারপর আমি তাদের কাছে স্বীকার করব, আমি তোমাদের কখনোই চিনতাম না: তোমরা যারা অন্যায় কাজ কর, আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাও।
24 অতএব যে কেউ আমার এই কথাগুলি শুনে এবং সেগুলি পালন করে, আমি তাকে একজন জ্ঞানী ব্যক্তির সাথে তুলনা করব, যিনি একটি পাথরের উপর তার বাড়ি তৈরি করেছিলেন:
25 এবং বৃষ্টি নামল, বন্যা এল, এবং বাতাস বয়ে গেল এবং সেই বাড়ির উপর আঘাত করল৷ এবং তা পড়েনি, কারণ এটি একটি পাথরের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল৷
26আর প্রত্যেকে যে আমার এই কথাগুলি শোনে এবং সেগুলি পালন করে না, তাকে একজন মূর্খ লোকের সাথে তুলনা করা হবে, যে বালির উপরে তার বাড়ি তৈরি করেছিল:
27 এবং বৃষ্টি নামল, বন্যা এল, এবং বাতাস বয়ে গেল এবং সেই বাড়ির উপর আঘাত করল; এবং এটি পড়ে গেল: এবং এটির পতন ছিল দুর্দান্ত৷
28 আর এমন হল, যীশু যখন এই কথাগুলো শেষ করলেন, তখন লোকেরা তাঁর মতবাদে আশ্চর্য হয়ে গেল:
29 কারণ তিনি তাদের শিক্ষা দিতেন একজন কর্তৃত্বের অধিকারী হিসাবে, এবং ব্যবস্থার শিক্ষকদের মতো নয়৷

অধ্যায় 8

1যখন তিনি পাহাড় থেকে নেমে এলেন, তখন অনেক লোক তাঁর পিছনে পিছনে চলল।
2আর দেখ, একজন কুষ্ঠরোগী আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, প্রভু, আপনি ইচ্ছা করিলে আমাকে শুদ্ধ করিতে পারেন।
3 তখন যীশু তাঁর হাত বাড়িয়ে তাঁকে স্পর্শ করে বললেন, আমি চাই৷ তুমি পরিষ্কার হও। আর সঙ্গে সঙ্গে তার কুষ্ঠরোগ শুদ্ধ হয়ে গেল।
4 যীশু তাকে বললেন, ' দেখ, তুমি কাউকে বলো না৷ কিন্তু যাও, যাজকের কাছে নিজেকে দেখাও এবং তাদের কাছে সাক্ষ্যের জন্য মোশি যে উপহার দিয়েছিলেন তা নিবেদন কর৷
5 যীশু যখন কফরনাহূমে প্রবেশ করলেন, তখন একজন সেনাপতি তাঁর কাছে এসে অনুরোধ করলেন,
6 আর বললেন, প্রভু, আমার ভৃত্য পলসি রোগে আক্রান্ত হয়ে বাড়িতে শুয়ে আছে, ভীষণভাবে যন্ত্রণা পেয়েছে৷
7 যীশু তাকে বললেন, আমি এসে তাকে সুস্থ করব৷
8 সেনাপতি উত্তর দিয়ে বললেন, 'প্রভু, আমি যোগ্য নই যে আপনি আমার ছাদের নীচে আসবেন, কিন্তু শুধু কথা বলুন, তাহলে আমার দাস সুস্থ হয়ে যাবে৷'
9 কারণ আমি একজন কর্তৃত্বের অধীনে একজন মানুষ, আমার অধীনে সৈন্য রয়েছে৷ আর একজনকে, এসো, আর সে আসবে৷ এবং আমার দাসকে, এটা কর, আর সে তা করবে৷
10 যীশু তা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং যাঁরা অনুসরণ করেছিলেন তাদের বললেন, ' আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমি ইস্রায়েলে এত বড় বিশ্বাস খুঁজে পাইনি৷
11 এবং আমি তোমাদের বলছি, পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে অনেকে আসবেন এবং স্বর্গরাজ্যে অব্রাহাম, ইসহাক এবং জ্যাকবের সাথে বসবেন৷
12 কিন্তু রাজ্যের সন্তানদের বাইরের অন্ধকারে ফেলে দেওয়া হবে: সেখানে কান্নাকাটি ও দাঁতে দাঁত ঘষতে হবে৷
13 তখন যীশু সেনাপতিকে বললেন, যাও! আর তুমি যেমন বিশ্বাস করেছ, তোমার প্রতিও তাই হোক। এবং তার দাস নিজেই একই সময়ে সুস্থ হয়েছিল.
14 যীশু পিতরের বাড়িতে এসে দেখলেন, তাঁর স্ত্রীর মা শুয়ে আছেন এবং জ্বরে আক্রান্ত৷
15 আর তিনি তার হাত স্পর্শ করলেন, আর তার জ্বর চলে গেল, আর সে উঠে তাদের সেবা করল৷
16 সন্ধ্যে হলে তারা অনেক ভূতগ্রস্ত লোককে তাঁর কাছে নিয়ে এল৷ আর তিনি তাঁর কথায় আত্মাদের তাড়িয়ে দিলেন এবং অসুস্থ সকলকে সুস্থ করলেন৷
17 যেন ভাববাদী যিশাইয়র দ্বারা যা বলা হয়েছিল তা পূর্ণ হয়৷
18 যীশু যখন তাঁর চারপাশে প্রচুর ভিড় দেখতে পেলেন, তখন তিনি অন্য দিকে যেতে আদেশ দিলেন৷
19 তখন একজন লেখক এসে তাঁকে বললেন, 'গুরু, আপনি যেখানেই যাবেন আমিও আপনাকে অনুসরণ করব৷'
20 যীশু তাঁকে বললেন, ' শেয়ালের গর্ত আছে আর আকাশের পাখিদের বাসা আছে৷ কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মাথা রাখার জায়গা নেই৷
21 আর তাঁর শিষ্যদের মধ্যে আর একজন তাঁকে বললেন, 'প্রভু, প্রথমে আমাকে যেতে দিন এবং আমার বাবাকে কবর দিতে দিন৷'

22 কিন্তু যীশু তাকে বললেন, ' আমাকে অনুসরণ কর। এবং মৃতদের তাদের মৃত কবর দিতে দিন.
23 তিনি যখন জাহাজে উঠলেন, তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে অনুসরণ করলেন।
24 আর দেখ, সাগরে একটা প্রচণ্ড ঝড় উঠল, এতটা যে জাহাজটা ঢেউয়ে ঢেকে গেল; কিন্তু তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন।
25 তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁর কাছে এসে তাঁকে জাগিয়ে বললেন, 'প্রভু, আমাদের রক্ষা করুন, আমরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি।'
26 তখন তিনি তাদের বললেন, ' হে অল্প বিশ্বাসের লোকেরা, তোমরা ভয় পাচ্ছ কেন? তখন তিনি উঠে বাতাস ও সমুদ্রকে ধমক দিলেন। এবং একটি মহান শান্ত ছিল.
27 কিন্তু লোকেরা আশ্চর্য হয়ে বলল, এ কেমন মানুষ যে, বাতাস ও সমুদ্রও তার কথা মেনে চলে!
28 আর তিনি যখন ওপারে গের্গিসেনিদের দেশে এলেন, সেখানে তাঁর সঙ্গে দু'জন ভূতগ্রস্ত লোকের দেখা হল।
29 আর দেখ, তারা চিৎকার করে বলল, 'ঈশ্বরের পুত্র যীশু, তোমার সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক? তুমি কি সময়ের আগেই আমাদের কষ্ট দিতে এখানে এসেছ?
30 এবং তাদের কাছ থেকে অনেক শুয়োরের পাল চরাবার পথ ছিল।
31তখন শয়তানরা তাঁকে অনুনয় করে বলল, 'আপনি যদি আমাদের তাড়িয়ে দেন তবে আমাদেরকে শূকরের পালে যেতে দিন।'
32 তিনি তাদের বললেন, ' যাও।' পরে তারা বেরিয়ে এসে শুয়োরের পালের মধ্যে গেল; আর দেখ, সমস্ত শুয়োরের পাল প্রচণ্ডভাবে দৌড়ে সমুদ্রের খাড়া জায়গায় নেমে গেল এবং জলে মারা গেল।
33 আর যারা তাদের রক্ষা করেছিল তারা পালিয়ে গেল, এবং শহরে চলে গেল এবং সমস্ত কিছু এবং শয়তানদের দখলে থাকা লোকদের সব কথা জানাল।
34আর দেখ, সমস্ত নগর যীশুর সঙ্গে দেখা করিতে বাহির হইয়া আসিল; এবং তাহাকে দেখিলে, তাহারা মিনতি করিল, যেন তিনি তাহাদের উপকূল হইতে চলে যান।

অধ্যায় 9

1 আর তিনি একটা জাহাজে উঠলেন, আর পার হয়ে নিজের শহরে এলেন।
2 আর দেখ, তারা এক পঙ্গু রোগীকে বিছানায় শুয়ে তাঁর কাছে নিয়ে এল। যীশু তাদের বিশ্বাস দেখে সেই পক্ষাঘাতী লোকটিকে বললেন। পুত্র, ভাল হও; তোমার পাপ ক্ষমা করা হোক।
3 আর দেখ, কয়েকজন ব্যবস্থার শিক্ষক নিজেদের মধ্যে বললেন, 'এই লোক নিন্দা করছে।'
4 যীশু তাদের মনের কথা জানতে পেরে বললেন, ' তোমরা মনে মনে মন্দ ভাবছ কেন?
5 তোমার পাপ ক্ষমা করা হোক, বলা সহজ কি না; অথবা বলতে, উঠো, হেঁটে যাও?
6 কিন্তু যাতে তোমরা জানতে পার যে মানবপুত্রের পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা পৃথিবীতে আছে, (তখন তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্তকে বললেন,) ওঠ, তোমার বিছানা তুলে নিয়ে তোমার বাড়িতে যাও।
7 তারপর তিনি উঠে নিজের বাড়িতে চলে গেলেন।
8 কিন্তু লোকেরা তা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল এবং ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করল, যিনি মানুষকে এমন ক্ষমতা দিয়েছেন।
9 যীশু যখন সেখান থেকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি ম্যাথিউ নামে একজনকে শুল্কের রশিদে বসে থাকতে দেখলেন। তিনি তাকে বললেন, আমার অনুসরণ কর। তখন সে উঠে তাকে অনুসরণ করল।
10 আর এমন হল, যীশু যখন বাড়িতে খেতে বসেছিলেন, তখন দেখ, অনেক কর আদায়কারী ও পাপী এসে তাঁর ও তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে খেতে বসল।
11 ফরীশীরা তা দেখে যীশুর শিষ্যদের বলল, 'তোমাদের প্রভু কর আদায়কারী ও পাপীদের সঙ্গে কেন খাচ্ছেন?
12 কিন্তু যীশু একথা শুনে তাদের বললেন, ' যারা সুস্থ আছে তাদের চিকিৎসকের প্রয়োজন নেই, কিন্তু যারা অসুস্থ তাদেরই।
13 কিন্তু তোমরা যাও এবং এর অর্থ কী তা জান, আমি করুণা করব, বলিদান নয়, কারণ আমি ধার্মিকদের ডাকতে আসিনি, কিন্তু পাপীদের অনুতাপ করতে এসেছি।
14 তখন যোহনের শিষ্যরা তাঁর কাছে এসে বললেন, আমরা ও ফরীশীরা প্রায়ই উপবাস করি, কিন্তু আপনার শিষ্যরা কেন উপোস করে না?
15 যীশু তাদের বললেন, ' বর যতক্ষণ না তাদের সঙ্গে থাকবে ততক্ষণ বরের ছেলেরা কি শোক করতে পারে? কিন্তু এমন দিন আসবে যখন তাদের কাছ থেকে বর কেড়ে নেওয়া হবে, তারপর তারা উপবাস করবে।
16 কেউ পুরানো জামায় নতুন কাপড়ের টুকরো রাখে না, কারণ এটি পূরণ করার জন্য যা রাখা হয় তা জামা থেকে কেড়ে নেয় এবং খাঁজ আরও খারাপ হয়।
17 কেউই পুরানো বোতলে নতুন দ্রাক্ষারস রাখে না; অন্যথায় বোতলগুলি ভেঙ্গে যায়, এবং দ্রাক্ষারস ফুরিয়ে যায় এবং বোতলগুলি নষ্ট হয়ে যায়; কিন্তু তারা নতুন মদ নতুন বোতলে রাখে এবং উভয়ই সংরক্ষণ করা হয়।
18 তিনি যখন তাদের কাছে এইসব কথা বলছিলেন, সেই সময় একজন শাসক এসে তাঁকে প্রণাম করে বললেন, 'আমার মেয়ে এখন মারা গেছে, কিন্তু এসে তার গায়ে হাত দাও, তাহলে সে বাঁচবে।'
19 তখন যীশু উঠে তাঁকে অনুসরণ করলেন এবং তাঁর শিষ্যরাও।
20আর দেখ, একজন স্ত্রীলোক, যে বারো বছর ধরে রক্তাক্ত রোগে ভুগছিল, তাঁহার পিছনে আসিয়া তাঁহার বস্ত্রের গোড়া স্পর্শ করিল।
21 কেননা সে মনে মনে বলল, আমি যদি তার জামাটা ছুঁতে পারি, তবে আমি সুস্থ হয়ে যাব।
22 কিন্তু যীশু তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাকে দেখে বললেন, কন্যা, ভালো হও। তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করেছে। সেই সময় থেকে মহিলাটি সুস্থ হয়ে উঠল।
23 যীশু যখন শাসনকর্তার বাড়ীতে প্রবেশ করলেন, এবং মিস্ত্রি ও লোকেদের আওয়াজ করতে দেখলেন,
24 তিনি তাদের বললেন, জায়গা দাও, কারণ দাসী মরেনি, কিন্তু ঘুমিয়ে আছে। এবং তারা তাকে উপহাস করতে হাসল।
25 কিন্তু লোকদের বের করে দেওয়া হলে, তিনি ভিতরে গিয়ে তার হাত ধরে নিলেন, আর দাসী উঠল।

26 আর এখানকার খ্যাতি সেই সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়ল৷
27 যীশু যখন সেখান থেকে চলে গেলেন, তখন দু'জন অন্ধ তাঁকে অনুসরণ করে চিৎকার করে বলতে লাগল, হে দায়ূদের পুত্র, আমাদের প্রতি দয়া করুন৷
28 তিনি যখন ঘরে ঢুকলেন, তখন অন্ধ লোকেরা তাঁর কাছে এল৷ যীশু তাদের বললেন, ' তোমরা বিশ্বাস কর যে আমি এটা করতে পারব? তারা তাঁকে বলল, হ্যাঁ, প্রভু৷
29 তারপর তিনি তাদের চোখ ছুঁয়ে বললেন, তোমাদের বিশ্বাস অনুসারেই হোক৷
30 আর তাদের চোখ খুলে গেল; যীশু তাদের কড়া হুকুম দিয়ে বললেন, ' দেখ, কেউ যেন তা না জানে৷'
31 কিন্তু তারা চলে গেলে, সমস্ত দেশে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল৷
32 তারা যখন বাইরে যাচ্ছিল, তখন দেখ, তারা একজন বোবা লোককে যীশুর কাছে নিয়ে এল যাকে ভূতগ্রস্ত করা হয়েছিল৷
33 আর যখন শয়তানকে তাড়িয়ে দেওয়া হল, তখন বোবা কথা বলল, আর লোকেরা আশ্চর্য হয়ে বলল, ইস্রায়েলে এমন কখনও দেখা যায়নি৷
34 কিন্তু ফরীশীরা বলল, 'সে ভূতদের রাজপুত্রের মাধ্যমে ভূত তাড়ায়৷'
35 আর যীশু সমস্ত শহর ও গ্রামে ঘুরে বেড়ালেন, তাদের সমাজগৃহে শিক্ষা দিলেন, রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করলেন এবং লোকদের মধ্যে সমস্ত অসুস্থতা ও সমস্ত রোগ নিরাময় করলেন৷
36 কিন্তু লোকদের দেখে তিনি তাদের প্রতি করুণা পেয়েছিলেন, কারণ তারা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল এবং মেষপালকহীন ভেড়ার মতো ছড়িয়ে পড়েছিল৷
37 তারপর তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, ' শস্য সত্যিই প্রচুর, কিন্তু মজুর কম৷
38 অতএব তোমরা ফসলের প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর, তিনি যেন তাঁর ফসল কাটাতে মজুর পাঠান৷

অধ্যায় 10

1 আর তিনি যখন তাঁর বারোজন শিষ্যকে তাঁর কাছে ডেকেছিলেন, তখন তিনি তাদের অশুচি আত্মার বিরুদ্ধে ক্ষমতা দিয়েছিলেন, তাদের তাড়িয়ে দেওয়ার এবং সমস্ত রকমের অসুস্থতা ও সমস্ত রকমের রোগ নিরাময় করার জন্য৷
2 এখন সেই বারোজন প্রেরিতের নাম হল; প্রথম, শিমোন, যাকে পিটার বলা হয় এবং তার ভাই আন্দ্রিয়৷ জেবদিয়ের ছেলে যাকোব এবং তার ভাই যোহন;
3 ফিলিপ, এবং বার্থলোমিউ; থমাস, এবং ম্যাথিউ কর আদায়কারী; আলফাইয়ের পুত্র জেমস, এবং লেবেয়াস, যার উপাধি ছিল থাডাইউস;
4 কনানীয় শিমোন, এবং যিহূদা ইসক্যারিওত, যারা তাকে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।
5 এই বারোজনকে যীশু পাঠালেন এবং তাদের এই আদেশ দিলেন, অইহুদীদের পথে যেও না এবং শমরীয়দের কোন শহরেও প্রবেশ করো না৷
6 বরং ইস্রায়েল পরিবারের হারানো মেষের কাছে যাও।
7আর যাবার সময় প্রচার কর, বল, স্বর্গরাজ্য আসন্ন।
8 অসুস্থদের নিরাময় করুন, কুষ্ঠরোগীদের শুদ্ধ করুন, মৃতদের জীবিত করুন, শয়তানদের তাড়িয়ে দিন: আপনি বিনামূল্যে পেয়েছেন, বিনামূল্যে দান করুন।
9তোমার মানিব্যাগে সোনা, রূপা বা পিতল দিও না,
10 না তোমার যাত্রার জন্য স্ক্রিপ্ট, না দুটি কোট, না জুতা, না এখনও লাঠি; কারণ শ্রমিক তার মাংসের যোগ্য৷
11 আর যে কোন শহরে বা শহরে প্রবেশ করবে, সেখানে যোগ্য কে আছে, খোঁজ নিয়ে দেখ; এবং সেখান থেকে না যাওয়া পর্যন্ত সেখানেই থাক।
12 আর যখন তোমরা কোন গৃহে প্রবেশ কর, তখন তাকে অভিবাদন জানাও৷
13 আর গৃহটি যদি যোগ্য হয় তবে তাতে তোমার শান্তি আসুক, কিন্তু যদি তা যোগ্য না হয়, তবে শান্তি তোমার কাছে ফিরে আসুক৷
14 আর যে কেউ আপনাকে গ্রহণ করবে না বা আপনার কথা শুনবে না, যখন আপনি সেই বাড়ি বা শহর থেকে বেরিয়ে যাবেন, তখন আপনার পায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেলুন।
15 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, বিচারের দিনে সেই শহরের চেয়ে সদোম ও গমোরা দেশের জন্য আরও সহনীয় হবে৷
16 দেখ, আমি তোমাদিগকে নেকড়েদের মধ্যে ভেড়ার মত পাঠাচ্ছি; অতএব তোমরা সাপের মত জ্ঞানী হও এবং ঘুঘুর মত নিরীহ হও।
17 কিন্তু লোকদের থেকে সাবধান, কারণ তারা তোমাকে পরিষদের হাতে তুলে দেবে এবং তাদের সমাজগৃহে তোমাকে চাবুক মারবে৷
18 এবং আমার জন্য তোমাদের রাজ্যপাল ও রাজাদের সামনে হাজির করা হবে, তাদের এবং অইহুদীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যের জন্য৷
19 কিন্তু যখন তারা তোমাকে ধরিয়ে দেবে, তখন ভাববে না কীভাবে বা কী বলবে, কারণ সেই সময়েই তোমাকে দেওয়া হবে তুমি কি বলবে৷
20 কারণ তোমরা কথা বল না, কিন্তু তোমাদের পিতার আত্মা তোমাদের মধ্যে কথা বলে৷
21 এবং ভাই ভাইকে এবং পিতা সন্তানকে হত্যার জন্য সমর্পণ করবে; এবং শিশুরা তাদের পিতামাতার বিরুদ্ধে উঠবে এবং তাদের হত্যা করবে।
22 আর আমার নামের জন্য সমস্ত লোক তোমাদের ঘৃণা করবে, কিন্তু যে শেষ পর্যন্ত স্থির থাকবে সে রক্ষা পাবে৷
23 কিন্তু যখন তারা এই শহরে তোমাদের অত্যাচার করবে, তখন তোমরা অন্য শহরে পালিয়ে যাও৷
24 শিষ্য তার প্রভুর উপরে নয়, ভৃত্য তার প্রভুর উপরে নয়।
25 শিষ্যের জন্য যথেষ্ট যে সে তার গুরুর মত এবং দাস তার প্রভুর মত। যদি তারা বাড়ির কর্তাকে বেলজেবুব বলে থাকে, তবে তারা কত বেশি তাদের বাড়ির লোক বলে ডাকবে?
26 তাই তাদের ভয় কোরো না, কারণ এমন কিছুই ঢেকে নেই যা প্রকাশ করা হবে না৷ এবং লুকিয়ে রাখলে, তা জানা যাবে না৷
27 আমি অন্ধকারে তোমাদের যা বলি, তা তোমরা আলোতে বল এবং যা কানে শোনো, তা বাড়ির ছাদে প্রচার কর৷

28 আর যারা দেহকে হত্যা করে, কিন্তু আত্মাকে হত্যা করতে পারে না তাদের ভয় করো না, বরং তাকে ভয় করো যে নরকে আত্মা ও দেহ উভয়কেই ধ্বংস করতে পারে।
29 দুটো চড়ুই কি এক টাকায় বিক্রি হয় না? এবং তাদের একজন আপনার পিতা ছাড়া মাটিতে পড়বে না।
30 কিন্তু তোমার মাথার সব চুলই গুনে দেওয়া আছে।
31 তাই ভয় পেয়ো না, অনেক চড়ুই পাখির চেয়েও তোমরা মূল্যবান।
32 তাই যে কেউ মানুষের সামনে আমাকে স্বীকার করবে, আমিও আমার স্বর্গের পিতার সামনে তাকে স্বীকার করব।
33 কিন্তু যে কেউ আমাকে মানুষের সামনে অস্বীকার করবে, আমিও তাকে আমার স্বর্গস্থ পিতার সামনে অস্বীকার করব।
34 মনে করো না যে আমি পৃথিবীতে শান্তি পাঠাতে এসেছি: আমি শান্তি পাঠাতে আসিনি, কিন্তু তলোয়ার নিয়ে এসেছি।
35 কারণ আমি একজন পুরুষকে তার পিতার বিরুদ্ধে, কন্যাকে তার মায়ের বিরুদ্ধে এবং পুত্রবধূকে তার শাশুড়ির বিরুদ্ধে বিরোধ করতে এসেছি।
36 আর একজন মানুষের শত্রু হবে তার নিজের পরিবারের লোকেরা।
37 যে আমার চেয়ে বাবা বা মাকে বেশি ভালবাসে সে আমার যোগ্য নয়; আর যে আমার চেয়ে ছেলে বা মেয়েকে বেশি ভালবাসে সে আমার যোগ্য নয়।
38 আর যে তার ক্রুশ না নিয়ে আমাকে অনুসরণ করে, সে আমার যোগ্য নয়।
39 যে তার জীবন পায় সে তা হারাবে, আর যে আমার জন্য তার জীবন হারায় সে তা পাবে।
40 যে তোমাদের গ্রহণ করে, সে আমাকে গ্রহণ করে, আর যে আমাকে গ্রহণ করে, সে আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তাকে গ্রহণ করে।
41 যে একজন ভাববাদীকে একজন ভাববাদীর নামে গ্রহণ করে সে একজন ভাববাদীর পুরস্কার পাবে। এবং যে একজন ধার্মিক লোককে একজন ধার্মিক ব্যক্তির নামে গ্রহণ করে সে একজন ধার্মিক ব্যক্তির পুরস্কার পাবে।
42 এবং যে কেউ এই ছোটদের একজনকে শুধুমাত্র একজন শিষ্যের নামে এক কাপ ঠান্ডা জল পান করাবে, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সে কোনভাবেই তার পুরস্কার হারাবে না।

অধ্যায় 11

1 আর এমন হল, যীশু তাঁর বারোজন শিষ্যকে আদেশ দেওয়ার পর সেখান থেকে তাদের শহরে শিক্ষা ও প্রচার করার জন্য চলে গেলেন।
2 যোহন যখন কারাগারে খ্রীষ্টের কাজ শুনেছিলেন, তখন তিনি তাঁর দুজন শিষ্যকে পাঠালেন।
3 আর তাকে বললেন, তুমিই কি সেই ব্যক্তি যাকে আসতে হবে, না আমরা অন্য একজনকে খুঁজছি?
4 যীশু উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, যাও এবং যা যা তোমরা শুনছ ও যা দেখছ তা য়োহনকে আবার দেখাও।
5 অন্ধরা তাদের দৃষ্টি পায়, এবং খোঁড়ারা হাঁটে, কুষ্ঠরোগীরা শুচি হয়, এবং বধিররা শোনে, মৃতরা জীবিত হয় এবং দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচারিত হয়।
6 আর ধন্য সেই ব্যক্তি, যে আমার দ্বারা অসন্তুষ্ট হবে না।
7 তারা চলে যাবার সময় যীশু যোহনের বিষয়ে জনতাকে বলতে লাগলেন, তোমরা মরুভূমিতে কি দেখতে গিয়েছিলে? একটা খাগড়া কি বাতাসে কাঁপছে?
8 কিন্তু তোমরা কি দেখতে গিয়েছিলে? নরম পোশাক পরা একজন মানুষ? দেখ, যারা নরম পোশাক পরে তারা রাজার বাড়িতে থাকে।
9 কিন্তু তোমরা কি দেখতে গিয়েছিলে? একজন নবী? হ্যাঁ, আমি তোমাদের বলছি, আর একজন ভাববাদীর চেয়েও বেশি।
10 কেননা ইনিই সেই ব্যক্তি, যাঁর বিষয়ে লেখা আছে, 'দেখ, আমি আমার বার্তাবাহককে তোমার সামনে পাঠাচ্ছি, সে তোমার আগে তোমার পথ প্রস্তুত করবে।'
11 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, মহিলাদের থেকে যারা জন্মেছে তাদের মধ্যে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের চেয়ে বড় কেউ উঠেনি, যদিও স্বর্গরাজ্যে যিনি সবচেয়ে ছোট তিনি তাঁর চেয়ে বড়।
12 এবং যোহন ব্যাপটিস্টের দিন থেকে এখন পর্যন্ত স্বর্গরাজ্য সহিংসতা ভোগ করে, এবং হিংস্ররা জোর করে তা দখল করে।
13কারণ যোহন পর্যন্ত সমস্ত ভাববাদী ও আইন ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।
14 আর যদি তোমরা তা গ্রহণ কর, তবে ইনিই ইলিয়াস, যাঁর আসার কথা ছিল।
15 যার শোনার কান আছে, সে শুনুক।
16 কিন্তু এই প্রজন্মের সাথে আমি কোথায় তুলনা করব? এটা এমন বাচ্চাদের মত যে বাজারে বসে তাদের সঙ্গীদের ডাকছে,
17 এবং বললেন, আমরা তোমাদের কাছে পাইপ বাজালাম, কিন্তু তোমরা নাচো নি। আমরা তোমাদের জন্য শোক করেছি, কিন্তু তোমরা বিলাপ কর নি।
18 কারণ যোহন না খেয়ে না পান করে এসেছেন, আর তারা বলে, তার ভূত আছে।
19 মনুষ্যপুত্র খাইতে-পান করিতে আসিল, আর তাহারা বলিল, দেখ, একজন পেটুক ও মদখোর, কর আদায়কারী ও পাপীদের বন্ধু। কিন্তু প্রজ্ঞা তার সন্তানদের জন্য ন্যায়সঙ্গত।
20 তারপর তিনি সেই শহরগুলিকে নিন্দা করতে শুরু করলেন যেখানে তাঁর বেশিরভাগ শক্তিশালী কাজ করা হয়েছিল, কারণ তারা অনুতপ্ত হয়নি।
21 ধিক্ তোমাকে, চোরাজিন! ধিক্ তোমাকে, বেথসৈদা! কারণ তোমাদের মধ্যে যে সব মহৎ কাজ করা হয়েছিল, তা যদি সোর ও সীডনে করা হত, তবে তারা অনেক আগেই চট ও ছাই পরে অনুশোচনা করত।
22 কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, বিচারের দিনে সোর ও সীডনের জন্য তা তোমাদের চেয়ে বেশি সহনীয় হবে।
23 আর তুমি, কফরনাহূম, যাকে স্বর্গে উন্নীত করা হয়েছে, তাকে নরকে নামিয়ে দেওয়া হবে: কারণ তোমার মধ্যে যে সব মহৎ কাজ করা হয়েছে, তা যদি সদোমে করা হত, তবে তা আজ পর্যন্ত থাকত।
24কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, বিচারের দিনে তোমার চেয়ে সদোম দেশের পক্ষে এটা বেশি সহনীয় হবে।

25 সেই সময় যীশু উত্তর দিয়ে বললেন, হে পিতা, স্বর্গ ও
পৃথিবীর প্রভু, আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই, কারণ তুমি
জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানদের কাছ থেকে এই জিনিসগুলি লুকিয়ে
রেখেছ এবং বাচ্চাদের কাছে প্রকাশ করেছ৷
26 তবুও, পিতা: আপনার দৃষ্টিতে তাই ভাল বলে মনে
হয়েছিল।
27 আমার পিতার কাছ থেকে আমার কাছে সব কিছু অর্পণ
করা হয়েছে৷ পিতা ছাড়া পুত্রকে কেউ জানে না৷ পুত্র
ব্যতীত পিতাকে কেউ জানে না এবং পুত্র যাকে প্রকাশ
করবেন তিনিই জানেন৷
28 তোমরা যারা পরিশ্রম কর এবং ভারাক্রান্ত হও, আমার
কাছে এস, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব৷
29 আমার জোয়াল তোমার উপর নাও, আমার সম্বন্ধে শিখ;
কারণ আমি নম্র ও নম্র হৃদয়ে আছি৷ আর তোমরা
তোমাদের আত্মার বিশ্রাম পাবে৷
30 কারণ আমার জোয়াল সহজ, আমার বোঝা হালকা।

অধ্যায় 12

1 সেই সময় বিশ্রামবারে যীশু শস্যের মধ্য দিয়ে গেলেন৷
তাঁর শিষ্যরা ক্ষুধার্ত হয়ে শস্যের কান ছিঁড়ে খেতে শুরু
করলেন৷
2 কিন্তু ফরীশীরা তা দেখে তাঁকে বলল, 'দেখুন, আপনার
শিষ্যরা বিশ্রামবারে যা করা বিধিসম্মত নয় তা করে৷
3 কিন্তু তিনি তাদের বললেন, ' দাউদ ও তাঁর সঙ্গীরা যখন
ক্ষুধার্ত ছিলেন, তখন তিনি কী করেছিলেন তা কি তোমরা
পড় নি?
4 কিভাবে তিনি ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করলেন এবং সেই
শেউরুটি খেয়ে ফেললেন, যা তাঁর পক্ষে খাওয়া বৈধ ছিল না,
যাঁরা তাঁর সঙ্গী ছিল তাদের জন্যও নয়, কেবল যাজকদের
জন্য?
5 অথবা তোমরা কি বিধি-ব্যবস্থা পড় নি যে, বিশ্রামবারে
মন্দিরের যাজকেরা বিশ্রামবারকে অপবিত্র করে এবং
নির্দোষ?
6 কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, এই জায়গায় মন্দিরের
চেয়েও মহান একজন আছে৷
7 কিন্তু যদি তোমরা জানতে যে এর অর্থ কী, আমি করুণা
করব, বলিদান নয়, তোমরা নির্দোষদের দোষী হতে পারতে
না৷
8কারণ মনুষ্যপুত্র বিশ্রামবারেরও প্রভু৷
9 সেখান থেকে চলে গিয়ে তিনি তাদের সমাজ-গৃহে
গেলেন৷
10 আর দেখ, সেখানে একজন লোক ছিল যার হাত
শুকিয়ে গিয়েছিল৷ তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'বিশ্রামবারে
সুস্থ করা কি বিধিসম্মত?' যাতে তারা তাকে অভিযুক্ত
করতে পারে।
11 তখন তিনি তাদের বললেন, ' তোমাদের মধ্যে এমন
কোন লোক থাকবে যার একটি ভেড়া থাকবে, আর যদি
বিশ্রামবারে তা গর্তে পড়ে যায়, তবে সে কি তা ধরে রেখে
বের করবে না?
12 তাহলে একজন মানুষ ভেড়ার চেয়ে কতটা ভালো? তাই
বিশ্রামবারে ভাল করা বৈধ৷
13 তারপর তিনি লোকটিকে বললেন, তোমার হাত বাড়াও৷
আর তিনি তা প্রসারিত করলেন; এবং এটি সম্পূর্ণরূপে
পুনরুদ্ধার করা হয়, অন্য মত.
14 তখন ফরীশীরা বাইরে গিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে একটি সভা
করল যে, কীভাবে তাঁকে ধ্বংস করা যায়৷
15 কিন্তু যীশু যখন তা জানতে পারলেন, তখন তিনি
সেখান থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন, এবং অনেক লোক
তাঁর পিছনে পিছনে চলল এবং তিনি তাদের সবাইকে সুস্থ
করলেন৷
16 এবং তাদের নির্দেশ দিলেন যে তারা যেন তাকে প্রকাশ
না করে৷
17 যেন ভাববাদী যিশাইয় যা বলেছিলেন তা পূর্ণ হয়,
18 দেখ, আমার দাস, যাকে আমি মনোনীত করেছি; আমার
প্রিয়, যাঁর প্রতি আমার প্রাণ সন্তুষ্ট৷ আমি আমার আত্মা তাঁর
উপরে রাখব, এবং তিনি অইহুদীদের বিচার করবেন৷
19 সে লড়াই করবে না, কাঁদবে না; রাস্তায় কেউ তার
কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে না।
20 একটি ক্ষতবিক্ষত নল সে ভাঙবে না, এবং ধূমপান করা
শণ সে নিভবে না, যতক্ষণ না সে বিজয়ের জন্য বিচার
পাঠায়।
21 আর অইহুদীরা তাঁর নামে বিশ্বাস করবে৷
22 তারপর একজন অন্ধ ও বোবা শয়তানে আক্রান্ত
একজনকে তাঁর কাছে আনা হল এবং তিনি তাকে
এমনভাবে সুস্থ করলেন যে, অন্ধ ও বোবা উভয়েই কথা
বলতে ও দেখে৷
23তখন সকলে আশ্চর্য হইয়া বলিল, ইনি কি দাউদের পুত্র
নন?
24 কিন্তু ফরীশীরা একথা শুনে বলল, 'এই লোকটি ভূত
তাড়ায় না, কিন্তু ভূতদের রাজপুত্র বেলজেবুবের দ্বারা ভূত
তাড়ায়৷'
25তখন যীশু তাদের মনের কথা জানতে পেরে তাদের
বললেন, ' যে রাজ্যই নিজেদের বিরুদ্ধে বিভক্ত, তা ধ্বংস
হয়ে যায়৷ এবং প্রত্যেকটি শহর বা বাড়ি নিজেদের বিরুদ্ধে
বিভক্ত হবে না।
26 আর শয়তান যদি শয়তানকে তাড়িয়ে দেয়, তবে সে
নিজের বিরুদ্ধে বিভক্ত হয়৷ তাহলে তার রাজ্য কেমন করে
দাঁড়াবে?
27আর আমি যদি বেলজেবুবের দ্বারা ভূত তাড়াই, তবে
তোমার সন্তানেরা কার দ্বারা তাড়াবে? তাই তারা তোমাদের
বিচারক হবে।
28 কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা শয়তানদের
তাড়াই, তবে ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছে এসেছে৷
29 না হলে একজন শক্তিশালী লোকের বাড়িতে ঢুকে তার
জিনিসপত্র লুট করবে, যদি সে প্রথমে শক্তিশালী
লোকটিকে বেঁধে না রাখে? এবং তারপর সে তার ঘর লুট
করবে।
30 যে আমার সঙ্গে নেই সে আমার বিরুদ্ধে৷ আর যে
আমার সাথে জড়ো করে না সে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে।
31 সেইজন্য আমি তোমাদের বলছি, সমস্ত রকমের পাপ ও
ধর্মনিন্দা মানুষের কাছে ক্ষমা করা হবে, কিন্তু পবিত্র
আত্মার বিরুদ্ধে নিন্দা করা মানুষের কাছে ক্ষমা করা হবে
না৷

32 আর যে কেউ মনুষ্যপুত্রের বিরুদ্ধে কথা বলে, তাকে ক্ষমা করা হবে, কিন্তু যে কেউ পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে কথা বলে, তাকে ক্ষমা করা হবে না, এই জগতেও নয়, ভবিষ্যতেও হবে না।
33 হয় গাছকে ভাল কর, তার ফল ভাল কর; অন্যথায় গাছকে কলুষিত করুন এবং তার ফলকেও কলুষিত করুন, কারণ গাছ তার ফলের দ্বারা পরিচিত হয়।
34 হে সাপের বংশ, তোমরা মন্দ হয়ে কি করে ভালো কথা বলতে পার? কারণ হৃদয়ের প্রাচুর্যের কথা মুখ দিয়ে বলে।
35 একজন ভাল মানুষ হৃদয়ের ভাল ভান্ডার থেকে ভাল জিনিস বের করে, আর একজন মন্দ লোক মন্দ ভান্ডার থেকে মন্দ জিনিস বের করে।
36 কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, লোকে যে সমস্ত অসার কথা বলিবে, তাহারা বিচারের দিনে তাহার হিসাব দিবে।
37 কেননা তোমার কথার দ্বারা তুমি ধার্মিক প্রতিপন্ন হইবে, এবং তোমার বাক্য দ্বারাই তোমাকে দোষী করা হইবে।
38 তখন ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীদের মধ্যে কয়েকজন উত্তরে বললেন, 'গুরু, আমরা আপনার কাছ থেকে একটি চিহ্ন দেখতে চাই।'
39 কিন্তু তিনি উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, ' একজন দুষ্ট ও ব্যভিচারী প্রজন্ম একটি চিহ্ন খোঁজে। এবং সেখানে কোন চিহ্ন দেওয়া হবে না, কিন্তু নবী জোনাসের চিহ্ন:
40 কারণ জোনাস যেমন তিন দিন তিন রাত তিমির পেটে ছিলেন; তাই মানবপুত্র তিন দিন তিন রাত পৃথিবীর বুকে থাকবেন।
41 নিনেভের লোকেরা এই প্রজন্মের সাথে বিচারে উঠবে এবং তাদের দোষী সাব্যস্ত করবে: কারণ তারা জোনাসের প্রচারে অনুতপ্ত হয়েছিল; এবং, দেখ, জোনাসের চেয়েও মহান একজন এখানে আছেন।
42 দক্ষিণের রাণী বিচারের দিনে এই প্রজন্মের সাথে উঠবেন এবং তাকে দোষী সাব্যস্ত করবেন, কারণ তিনি শলোমনের জ্ঞান শুনতে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে এসেছিলেন; আর দেখ, শলোমনের চেয়েও মহান একজন এখানে আছেন।
43 মানুষের মধ্য থেকে অশুচি আত্মা বের হয়ে গেলে সে বিশ্রামের খোঁজে শুকনো জায়গায় হেঁটে বেড়ায়, কিন্তু কিছু পায় না।
44 তারপর তিনি বললেন, আমি যেখান থেকে বের হয়ে এসেছি সেই ঘরেই ফিরে যাব; এবং যখন তিনি আসেন, তিনি দেখতে পান খালি, ঝাড়ু দেওয়া এবং সাজানো।
45 তারপর সে গিয়ে নিজের চেয়ে আরও দুষ্ট আরও সাতটি আত্মাকে সঙ্গে নিয়ে যায়, এবং তারা সেখানে প্রবেশ করে এবং সেখানে বাস করে, এবং সেই ব্যক্তির শেষ অবস্থা প্রথমটির চেয়ে খারাপ হয়। এই দুষ্ট প্রজন্মের কাছেও তাই হবে।
46 তিনি যখন লোকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন দেখ, তাঁর মা ও ভাইয়েরা বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলেন।
47 তখন একজন তাঁকে বলল, 'দেখ, তোমার মা ও ভাইয়েরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।'
48 কিন্তু তিনি উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, ' কে আমার মা?' এবং আমার ভাই কারা?
49 আর তিনি তাঁর শিষ্যদের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, দেখ আমার মা ও আমার ভাইয়েরা!
50 কারণ যে কেউ আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সে আমার ভাই, বোন এবং মা।

অধ্যায় 13

1সেই দিন যীশু ঘর থেকে বের হয়ে সমুদ্রের ধারে বসলেন।
2 আর অনেক লোক তাঁর কাছে একত্রিত হল, যাতে তিনি একটি জাহাজে গিয়ে বসলেন। এবং সমস্ত জনতা তীরে দাঁড়িয়ে ছিল।
3 আর তিনি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তাদের কাছে অনেক কথা বললেন, ' দেখুন, একজন বীজ বপন করতে বের হলেন।
4আর তিনি যখন বপন করলেন, তখন কিছু বীজ পথের ধারে পড়ল, আর পাখিরা এসে সেগুলো খেয়ে ফেলল।
5 কেউ কেউ পাথরের জায়গায় পড়েছিল, যেখানে তাদের খুব বেশি মাটি ছিল না; এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা ফুটে উঠল, কারণ তাদের মাটির গভীরতা ছিল না।
6 সূর্য উঠলে তারা পুড়ে গেল; আর শিকড় না থাকায় তারা শুকিয়ে গেল।
7 আর কিছু কাঁটাঝোপের মধ্যে পড়ল; এবং কাঁটা গজিয়ে উঠল এবং তাদের দম বন্ধ করে দিল।
8 কিন্তু অন্যগুলো ভালো জমিতে পড়ল এবং ফল দিল, কেউ শতগুণ, কেউ ষাটগুণ, কেউ ত্রিশগুণ।
9 যার শোনার কান আছে, সে শুনুক।
10 তখন শিষ্যরা এসে তাঁকে বললেন, 'কেন তুমি তাদের কাছে দৃষ্টান্তে কথা বলছ?
11 তিনি উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, কারণ স্বর্গরাজ্যের রহস্য জানার ক্ষমতা তোমাদের দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের দেওয়া হয়নি।
12 কারণ যার আছে, তাকে দেওয়া হবে এবং তার আরও প্রাচুর্য থাকবে, কিন্তু যার নেই, তার যা আছে তাও কেড়ে নেওয়া হবে।
13 তাই আমি তাদের কাছে দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছি, কারণ তারা দেখতে পায় না। তারা শুনেও শোনে না, বোঝে না।
14 এবং তাদের মধ্যে ইশাইয়ের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়, যা বলে, তোমরা শুনলে শুনবে কিন্তু বুঝবে না। আর দেখবে দেখবে, বুঝবে না।
15কারণ এই লোকদের হৃদয় স্থূল, এবং তাদের কান শ্রবণশক্তিহীন, এবং তাদের চোখ বন্ধ হয়ে গেছে; পাছে যে কোন সময় তারা তাদের চোখ দিয়ে দেখতে পারে, এবং তাদের কান দিয়ে শুনতে পারে, এবং তাদের হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারে, এবং ধর্মান্তরিত হয়, এবং আমি তাদের সুস্থ করতে পারি।
16 কিন্তু ধন্য তোমাদের চোখ, কারণ তারা দেখে, আর তোমাদের কান, কারণ তারা শোনে।
17 কারণ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, অনেক ভাববাদী ও ধার্মিক লোক তোমরা যা দেখছ তা দেখতে চেয়েছিল, কিন্তু সেগুলি দেখেনি। আর সেই সব কথা শোনার জন্য যা তোমরা শুনছ কিন্তু শোনো নি।
18 তাই তোমরা বীজ বোনার দৃষ্টান্ত শোন।

19 যখন কেউ রাজ্যের কথা শোনে এবং বুঝতে পারে না, তখন সেই দুষ্ট এসে তার হৃদয়ে যা বপন করেছিল তা কেড়ে নেয়৷ এই যে পথের পাশে বীজ পেয়েছি.
20 কিন্তু যে বীজ পাথুরে জায়গায় গ্রহন করে, সেই সেই লোক যে বাক্য শোনে এবং আনন্দের সাথে তা গ্রহণ করে।
21 তথাপি তিনি নিজের মধ্যে শিকড় রাখেন নি, তবে কিছু সময়ের জন্য স্থির থাকেন: কারণ যখন শব্দের কারণে ক্লেশ বা তাড়না দেখা দেয়, তখন সে অসন্তুষ্ট হয়৷
22 কাঁটাঝোপের মধ্যে যে বীজ পেয়েছিল তিনিই সেই বাক্য শোনেন৷ এবং এই জগতের যত্ন এবং ধন-সম্পদের ছলনা, শব্দকে শ্বাসরোধ করে, এবং সে নিষ্ফল হয়।
23 কিন্তু যে ভাল জমিতে বীজ গ্রহন করে সে হল সেই কথা যে শোনে এবং বোঝে৷ কোনটি শতগুণ, কোনটি ষাট, কোনটি ত্রিশগুণ ফল দেয় এবং ফল দেয়৷
24 তিনি তাদের কাছে আর একটি দৃষ্টান্ত দিলেন, তিনি বললেন, স্বর্গরাজ্য এমন একজন ব্যক্তির সাথে তুলনা করা হয়েছে যে তার জমিতে ভাল বীজ বপন করেছিল৷
25কিন্তু লোকেরা যখন ঘুমাচ্ছিল, তখন তার শত্রু এসে গমের মধ্যে শ্যামল বপন করে চলে গেল।
26 কিন্তু যখন ফলক ফুটে উঠল এবং ফল ধরেছিল, তখন শ্যামাও দেখা দিল৷
27 তখন গৃহকর্তার চাকররা এসে তাঁকে বলল, 'মহাশয়, আপনি কি আপনার জমিতে ভাল বীজ বপন করেননি? তাহলে তা কোথা থেকে ঝরেছে?
28 তিনি তাদের বললেন, একজন শত্রু এই কাজ করেছে৷ চাকরেরা তাঁকে বলল, 'তাহলে কি আমরা গিয়ে তাদের জড়ো করব?
29 কিন্তু তিনি বললেন, না; পাছে শ্যাষ কুড়াতে গিয়ে তাদের সঙ্গে গমও উপড়ে ফেলবে৷
30 ফসল কাটা পর্যন্ত উভয়ই একসাথে বেড়ে উঠুক: এবং ফসল কাটার সময় আমি কাটনকারীদের বলব, তোমরা আগে শ্যামা সংগ্রহ কর এবং পুড়িয়ে দেবার জন্য সেগুলোকে থোকায় থোকায় বেঁধে রাখ; কিন্তু গম আমার শস্যাগারে জড়ো কর।
31 তিনি তাদের কাছে আর একটি দৃষ্টান্ত দিলেন, বললেন, স্বর্গরাজ্য হল সরিষার দানার মতো, যা একজন লোক নিয়ে তার জমিতে বপন করেছিল৷
32 যেটি প্রকৃতপক্ষে সমস্ত বীজের মধ্যে সর্বনিম্ন; কিন্তু যখন এটি জন্মায়, তখন এটি ভেষজ উদ্ভিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হয় এবং একটি গাছে পরিণত হয়, যাতে আকাশের পাখিরা এসে তার ডালে বাস করে৷
33 তিনি তাদের কাছে আর একটি দৃষ্টান্ত বললেন৷ স্বর্গরাজ্য খামিরের মতো, যা একজন মহিলা নিয়েছিল এবং তিন মাপের খাবারের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল, যতক্ষণ না পুরোটা খামির হয়ে গিয়েছিল।
34 এই সব কথা যীশু লোকদের কাছে দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বললেন৷ এবং তিনি তাদের সাথে কোন দৃষ্টান্ত ছাড়া কথা বলেননি৷
35 য়েন ভাববাদী যা বলেছিলেন তা পূর্ণ হয়, 'আমি দৃষ্টান্তে মুখ খুলব৷ আমি এমন সব কথা বলবো যা জগতের ভিত্তি থেকে গোপন রাখা হয়েছে।
36 তখন যীশু লোকদের বিদায় করে বাড়িতে গেলেন৷ আর তাঁর শিষ্যরা তাঁর কাছে এসে বললেন, 'ক্ষেতের শ্যাষের দৃষ্টান্তটি আমাদের বলুন৷'
37 তিনি উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, ' যে ভাল বীজ বপন করেন তিনিই মানবপুত্র৷
38 ক্ষেত্র হল পৃথিবী; ভালো বীজ হল রাজ্যের সন্তান; কিন্তু শ্যামল দুষ্টের সন্তান;
39 যে শত্রু তাদের বীজ বপন করেছিল সে হল শয়তান; ফসল হল বিশ্বের শেষ; এবং ফসল কাটানোর জন্য দেবদূত.
40 সেইজন্য যেমন শ্যামল জড়ো হয় এবং আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়; এই পৃথিবীর শেষ সময়েও তাই হবে।
41 মনুষ্যপুত্র তাঁর স্বর্গদূতদের পাঠাবেন, এবং তারা তাঁর রাজ্য থেকে সমস্ত কিছুকে জড়ো করবে যা অপরাধ করে এবং যারা অন্যায় করে;
42 এবং তাদের আগুনের চুল্লিতে নিক্ষেপ করবে; সেখানে কান্নাকাটি ও দাঁতে দাঁত ঘষতে হবে।
43 তখন ধার্মিকরা তাদের পিতার রাজ্যে সূর্যের মতো আলোকিত হবে৷ যার শোনার কান আছে, সে শুনুক।
44 আবার, স্বর্গরাজ্য মাঠে লুকিয়ে রাখা ধন-সম্পদর মতো; যখন একজন মানুষ খুঁজে পায়, সে লুকিয়ে রাখে, এবং আনন্দের জন্য যায় এবং তার যা আছে তা বিক্রি করে এবং সেই ক্ষেতটি কিনে নেয়।
45 আবার, স্বর্গরাজ্য একজন বণিকের মতো, ভালো মুক্তা খুঁজছে:
46 তিনি যখন একটি মহামূল্যের মুক্তা পেয়েছিলেন, তখন তিনি গিয়ে তাঁর যা কিছু ছিল সব বিক্রি করে তা কিনলেন৷
47 আবার, স্বর্গরাজ্য একটি জালের মতো, যা সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, এবং সমস্ত রকমের জড়ো হয়েছিল৷
48 যখন তা পূর্ণ হল, তখন তারা তীরে এসে বসল এবং ভাল জিনিসগুলিকে পাত্রে জড়ো করল, কিন্তু খারাপগুলি ফেলে দিল৷
49 পৃথিবীর শেষ সময়েও তাই হবে: ফেরেশতারা আসবেন, এবং ধার্মিকদের মধ্য থেকে দুষ্টদের বিচ্ছিন্ন করবেন,
50 এবং তাদের আগুনের চুল্লিতে নিক্ষেপ করবে: সেখানে কান্নাকাটি ও দাঁতে দাঁত ঘষবে৷
51 যীশু তাদের বললেন, ' তোমরা কি এই সব বুঝতে পেরেছ? তারা তাঁকে বলে, হ্যাঁ, প্রভু৷
52 তখন তিনি তাদের বললেন, ' অতএব প্রত্যেক লেখক যাকে স্বর্গরাজ্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সে একজন গৃহকর্তার মতো, যে তার ভাণ্ডার থেকে নতুন এবং পুরানো জিনিস বের করে৷
53 যীশু এই দৃষ্টান্তগুলি শেষ করে সেখান থেকে চলে গেলেন৷
54 তিনি নিজের দেশে এসে তাদের সমাজ-গৃহে এমন শিক্ষা দিলেন যে, তারা আশ্চর্য হয়ে গেল৷
55 এ কি কাঠমিস্ত্রির ছেলে নয়? তার মাকে কি মরিয়ম বলা হয় না? এবং তার ভাই, যাকোব, জোসেস, এবং সাইমন এবং জুডাস?
56 আর তার বোনেরা, তারা সবাই কি আমাদের সঙ্গে নেই? তাহলে কোথা থেকে এই লোকের এতসব?
57 আর তারা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হল৷ কিন্তু যীশু তাদের বললেন, ' একজন ভাববাদী সম্মানহীন হয় না, নিজের দেশে এবং নিজের বাড়িতে ছাড়া৷

58 তাদের অবিশ্বাসের জন্য তিনি সেখানে অনেক শক্তিশালী কাজ করেননি।

অধ্যায় 14

1 সেই সময় রাজা হেরোদ যীশুর খ্যাতির কথা শুনলেন,
2 তিনি তাঁর দাসদের বললেন, 'ইনি বাপ্তিস্মদাতা জন। তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন; আর সেইজন্য তাঁর মধ্যে পরাক্রমশালী কাজগুলি নিজেদের প্রকাশ করে।
3 কারণ হেরোদ যোহনকে ধরেছিলেন এবং বেঁধেছিলেন এবং তাঁর ভাই ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়াসের জন্য তাঁকে কারাগারে রেখেছিলেন।
4 কারণ যোহন তাঁকে বলেছিলেন, 'ওকে রাখা তোমার পক্ষে বৈধ নয়।'
5 এবং যখন তিনি তাকে হত্যা করতে চান, তখন তিনি লোকদের ভয় করতেন, কারণ তারা তাকে ভাববাদী বলে গণ্য করেছিল।
6 কিন্তু যখন হেরোদের জন্মদিন পালন করা হল, তখন হেরোদিয়ার কন্যা তাদের সামনে নেচে হেরোদকে খুশি করলেন।
7 তখন তিনি শপথ করে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে সে যা চাইবে তাই দেবে।
8 আর তার মায়ের নির্দেশ পাওয়ার আগেই সে বলল, 'এখানে জন ব্যাপটিস্টের মাথাটা একটা চার্জারে দাও।'
9এবং রাজা দুঃখিত হলেন: তবুও শপথের খাতিরে এবং যাঁরা তাঁর সঙ্গে খেতে বসেছিলেন, তিনি তাকে তা দিতে আদেশ করলেন।
10 তিনি লোক পাঠিয়ে কারাগারে যোহনের শিরশ্ছেদ করলেন।
11 এবং তার মাথা একটি চার্জারে এনে মেয়েটিকে দেওয়া হল, এবং সে তা তার মায়ের কাছে নিয়ে এল।
12 তখন তাঁর শিষ্যরা এসে মৃতদেহ তুলে নিয়ে কবর দিলেন এবং গিয়ে যীশুকে বললেন।
13 যীশু এই কথা শুনে সেখান থেকে জাহাজে করে এক মরুভূমিতে চলে গেলেন। লোকেরা তা শুনে শহর থেকে পায়ে হেঁটে তাঁকে অনুসরণ করল।
14 আর যীশু বেরিয়ে গেলেন, এবং অনেক লোককে দেখলেন, এবং তাদের প্রতি করুণা অনুভব করলেন, এবং তিনি তাদের অসুস্থদের সুস্থ করলেন।
15 সন্ধ্যা হলে তাঁর শিষ্যরা তাঁর কাছে এসে বললেন, এটা মরুভূমি, আর সময় শেষ হয়ে গেছে। লোকদের বিদায় দাও, যাতে তারা গ্রামে গিয়ে নিজেদের জন্য খাবার কিনতে পারে।
16 কিন্তু যীশু তাদের বললেন, ' তাদের চলে যাওয়ার দরকার নেই। তাদের খেতে দাও।
17 তারা তাঁকে বলল, 'এখানে আমাদের কাছে পাঁচটি রুটি আর দুটি মাছ আছে।'
18তিনি বললেন, ওদের আমার কাছে নিয়ে এস।
19 এবং তিনি লোকদের ঘাসের উপর বসতে আদেশ করলেন, এবং পাঁচটি রুটি এবং দুটি মাছ নিলেন, এবং স্বর্গের দিকে তাকিয়ে আশীর্বাদ করলেন, এবং টুকরো টুকরো করে রুটিগুলি তাঁর শিষ্যদের এবং শিষ্যরা ভিড়কে দিলেন। .
20 আর তারা সকলে খেয়ে তৃপ্ত হল; আর যে টুকরোগুলো অবশিষ্ট ছিল তা থেকে তারা বারোটি ঝুড়ি ভর্তি করে নিল।
21 আর যাঁরা ভোজন করেছিলেন তাঁরা মহিলা ও শিশু ছাড়া প্রায় পাঁচ হাজার পুরুষ ছিলেন।
22 আর যীশু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিষ্যদের একটি জাহাজে উঠতে এবং তাঁর আগে অন্য প্রান্তে যেতে বাধ্য করলেন, যখন তিনি জনতাকে বিদায় দিলেন।
23 লোকদের বিদায় করে তিনি প্রার্থনা করার জন্য আলাদা একটা পাহাড়ে উঠে গেলেন এবং সন্ধ্যা হলে তিনি সেখানে একাই ছিলেন।
24 কিন্তু জাহাজটি এখন সমুদ্রের মাঝখানে ছিল, ঢেউয়ে আছড়ে পড়েছিল, কারণ বাতাস বিপরীত ছিল।
25 রাতের চতুর্থ প্রহরে যীশু সমুদ্রের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তাদের কাছে গেলেন।
26 শিষ্যেরা তাঁকে সমুদ্রের উপর দিয়ে হাঁটতে দেখে চিন্তিত হয়ে বললেন, 'এটা একটা আত্মা। তারা ভয়ে চিৎকার করে উঠল।
27 কিন্তু যীশু সঙ্গে সঙ্গে তাদের বললেন, ' উৎসাহ থেকো! এটা আমি; ভয় পাবেন না
28 এর উত্তরে পিতর তাঁকে বললেন, 'প্রভু, যদি আপনিই হন তবে আমাকে জলের উপর দিয়ে আপনার কাছে আসতে বলুন।'
29 তিনি বললেন, এস। পিতর জাহাজ থেকে নেমে এসে যীশুর কাছে যাওয়ার জন্য জলের ওপর দিয়ে হেঁটে গেলেন।
30 কিন্তু তিনি বাতাসকে উচ্ছ্বসিত দেখে ভয় পেলেন। এবং ডুবতে শুরু করে, তিনি চিৎকার করে বললেন, প্রভু, আমাকে রক্ষা করুন।
31 তখনই যীশু তাঁর হাত বাড়িয়ে তাঁকে ধরে বললেন, ওহে অল্প বিশ্বাসী, কেন সন্দেহ করলে?
32 তারা যখন জাহাজে উঠল, তখন বাতাস থেমে গেল।
33 তখন যারা জাহাজে ছিল তারা এসে তাঁকে প্রণাম করে বলল, সত্যই আপনি ঈশ্বরের পুত্র।
34 তারপর তারা পার হয়ে গেনেসারেত দেশে এলেন।
35 সেই জায়গার লোকেরা যখন তাঁকে চিনতে পেরেছিল, তখন তারা চারপাশের সমস্ত দেশে লোক পাঠিয়ে অসুস্থ সকলকে তাঁর কাছে নিয়ে এল।
36 আর তাঁকে অনুরোধ করলেন যেন তারা কেবল তাঁর পোশাকের গোড়ায় স্পর্শ করতে পারে, আর যতগুলো স্পর্শ করেছিল তারা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছিল।

অধ্যায় 15

1 তারপর যিরূশালেমের ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীরা যীশুর কাছে এসে বলল,
2 কেন তোমার শিষ্যরা প্রাচীনদের ঐতিহ্য লঙ্ঘন করে? কারণ তারা রুটি খাওয়ার সময় তাদের হাত ধোয় না।
3 কিন্তু তিনি উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, ' তোমরা কেন তোমাদের ঐতিহ্য অনুসারে ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করছ?
4 কারণ ঈশ্বর আদেশ দিয়েছিলেন, 'তোমার পিতা ও মাতাকে সম্মান কর, এবং যে পিতা বা মাতাকে অভিশাপ দেয়, সে যেন মৃত্যুবরণ করে।

5 কিন্তু তোমরা বল, যে কেউ তার পিতা বা মাতাকে বলবে, এটি একটি উপহার, যা দিয়ে আমার দ্বারা তোমার লাভ হতে পারে৷
6 আর তার পিতা বা মাতাকে সম্মান করো না, সে স্বাধীন হবে। এইভাবে তোমরা তোমাদের ঐতিহ্যের দ্বারা ঈশ্বরের আদেশকে নিষ্ফল করেছ৷
7 হে ভন্ডগণ, ইশাইয় তোমাদের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে,
8 এই লোকেরা তাদের মুখ দিয়ে আমার কাছে আসে এবং তাদের ঠোঁট দিয়ে আমাকে সম্মান করে; কিন্তু তাদের হৃদয় আমার থেকে অনেক দূরে।
9কিন্তু বৃথাই তারা আমার উপাসনা করে, তত্ত্বের জন্য মানুষের আজ্ঞা শিক্ষা দেয়।
10 তখন তিনি জনতাকে ডেকে বললেন, শোন ও বুঝ৷
11 যা মুখে যায় তা মানুষকে কলুষিত করে না; কিন্তু মুখ থেকে যা বের হয় তা মানুষকে নাপাক করে।
12 তখন তাঁর শিষ্যরা এসে তাঁকে বললেন, 'তুমি কি জানো যে ফরীশীরা এই কথা শুনে বিরক্ত হয়েছিল?
13 কিন্তু তিনি উত্তর দিয়ে বললেন, ' আমার স্বর্গের পিতা যা রোপণ করেননি, সেই সব গাছই উপড়ে ফেলা হবে৷'
14 তাদের একা থাকতে দাও: তারা অন্ধদের অন্ধ নেতা। আর যদি অন্ধ অন্ধকে নেতৃত্ব দেয়, তবে উভয়েই খাদে পড়ে যাবে।
15 তখন পিতর উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, এই দৃষ্টান্তটি আমাদের বলুন৷
16 যীশু বললেন, তোমরাও কি এখনও বোঝে না?
17 তোমরা কি এখনও বুঝতে পারছ না যে, মুখ দিয়ে যা ঢোকে তা পেটের মধ্যে যায় এবং খরায় ফেলে দেওয়া হয়?
18 কিন্তু মুখ থেকে যা বের হয় তা অন্তর থেকে আসে৷ এবং তারা লোকটিকে অপবিত্র করে।
19কারণ অন্তর থেকে মন্দ চিন্তা, খুন, ব্যভিচার, ব্যভিচার, চুরি, মিথ্যা সাক্ষ্য, নিন্দার উদ্রেক হয়৷
20 এগুলিই মানুষকে অশুচি করে, কিন্তু হাত না ধুয়ে খাওয়া মানুষকে নাপাক করে না৷
21 তারপর যীশু সেখান থেকে চলে গেলেন এবং সোর ও সীদোনের উপকূলে চলে গেলেন৷
22 আর দেখ, সেই একই উপকূল থেকে একজন কনানের স্ত্রীলোক বেরিয়ে এসে তাঁকে চিৎকার করে বলল, হে প্রভু, দায়ূদের পুত্র, আমার প্রতি দয়া করুন৷ আমার মেয়ে একটি শয়তানের সাথে ভীষণভাবে বিরক্ত।
23 কিন্তু তিনি তাকে একটি কথারও উত্তর দিলেন না৷ তখন তাঁর শিষ্যরা এসে তাঁকে অনুরোধ করে বললেন, 'ওকে বিদায় কর৷ কারণ সে আমাদের পিছনে কাঁদছে।
24 কিন্তু তিনি উত্তর দিয়ে বললেন, আমি ইস্রায়েল পরিবারের হারানো মেষদের কাছে প্রেরিত নই৷
25 তখন সে এসে তাঁকে প্রণাম করে বলল, 'প্রভু, আমাকে সাহায্য করুন৷'
26 কিন্তু তিনি উত্তর দিয়ে বললেন, বাচ্চাদের রুটি নিয়ে কুকুরের কাছে ফেলা ঠিক নয়৷
27 সে বলল, সত্য, প্রভু, তবুও কুকুরেরা তাদের মনিবের টেবিল থেকে পড়ে থাকা টুকরো টুকরো খায়৷
28 তখন যীশু উত্তর দিয়ে তাকে বললেন, ' হে নারী, তোমার বিশ্বাস মহান, তুমি যেমন চাও তেমনই হউক৷' আর সেই দিন থেকেই তার মেয়ে সুস্থ হয়ে উঠল।
29 আর যীশু সেখান থেকে চলে গেলেন এবং গালীল সাগরের কাছে এলেন৷ তারপর একটা পাহাড়ে উঠে বসল।
30 আর অনেক লোক যীশুর কাছে এল, যাঁরা খোঁড়া, অন্ধ, বোবা, পঙ্গু এবং আরও অনেক লোককে নিয়ে যীশুর পায়ে ফেলে দিল৷ এবং তিনি তাদের সুস্থ করলেন:
31 এতটাই যে, লোকেরা আশ্চর্য হয়ে গেল, যখন তারা বোবাকে কথা বলতে দেখে, পঙ্গুরা সুস্থ, খোঁড়ারা হাঁটতে পারে এবং অন্ধরা দেখতে পায়, এবং তারা ইস্রায়েলের ঈশ্বরের প্রশংসা করেছিল৷
32 তখন যীশু তাঁর শিষ্যদের তাঁর কাছে ডেকে বললেন, ' লোকদের প্রতি আমার করুণা হচ্ছে, কারণ তারা এখন তিন দিন ধরে আমার সঙ্গে আছে, তাদের কাছে কিছু খাওয়ার নেই৷ আমি তাদের উপবাসে বিদায় করব না, পাছে তারা পথে অজ্ঞান হয়ে পড়বে৷'
33 তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বললেন, 'মরুভূমিতে এত রুটি কোথা থেকে পাওয়া যাবে যে এত বিশাল জনসমাগম হবে?
34 যীশু তাদের বললেন, ' তোমাদের কাছে কয়টি রুটি আছে? তারা বলল, সাতটি এবং কয়েকটি ছোট মাছ৷
35 তারপর তিনি লোকদের মাটিতে বসতে আদেশ করলেন৷
36 তখন তিনি সেই সাতটি রুটি ও মাছ নিয়ে ধন্যবাদ জানালেন, ভেঙে টুকরো টুকরো করে তাঁর শিষ্যদের দিলেন এবং শিষ্যরা লোকেদেরকে দিলেন৷
37 আর তারা সকলে খেয়ে তৃপ্ত হল, এবং সাত ঝুড়ি ভর্তি ভাঙা মাংস তুলে নিল৷
38 আর যারা ভোজন করত তারা ছিল চার হাজার পুরুষ, নারী ও শিশু ছাড়া।
39 তিনি লোকদের বিদায় করে জাহাজে করে মগডালার উপকূলে এলেন৷

অধ্যায় 16

1 ফরীশীরাও সদ্দূকীদের সঙ্গে এসে যীশুকে প্রলুব্ধ করতে লাগল, যেন তিনি তাদের স্বর্গ থেকে একটি চিহ্ন দেখান৷
2 তিনি উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, ' সন্ধ্যা হলে তোমরা বলছ, আবহাওয়া ভালো হবে, কারণ আকাশ লাল।
3 এবং সকালে, এটা আজ খারাপ আবহাওয়া হবে: কারণ আকাশ লাল এবং নীচু হয়. হে মুনাফিকরা, তোমরা আকাশের মুখ দেখতে পারো; কিন্তু কালের চিহ্ন কি তোমরা বুঝতে পার না?
4 একটি দুষ্ট ও ব্যভিচারী প্রজন্ম একটি চিহ্ন খোঁজে; এবং সেখানে কোন চিহ্ন দেওয়া হবে না, কিন্তু নবী জোনাস এর চিহ্ন. তিনি তাদের ছেড়ে চলে গেলেন৷
5 আর তাঁর শিষ্যরা যখন ওপারে এলেন, তারা রুটি নিতে ভুলে গেলেন৷
6 তখন যীশু তাদের বললেন, সাবধান, ফরীশী ও সদ্দূকীদের খামির থেকে সাবধান!
7 তারা নিজেদের মধ্যে তর্ক করে বলল, 'আমরা রুটি খাইনি বলেই এটা হয়েছে৷'

8 যীশু যখন বুঝতে পারলেন, তখন তিনি তাদের বললেন, '
ওহে অল্পবিশ্বাসী, তোমরা কেন রুটি নিয়ে আনোনি বলে
নিজেদের মধ্যে তর্ক করছ?
9 তোমরা কি এখনও বুঝতে পারছ না, সেই পাঁচ হাজার
লোকের পাঁচটি রুটি আর কত ঝুড়ি নিয়েছিলে তা কি মনে
নেই?
10 চার হাজারের সাতটি রুটিও নয়, আর কত ঝুড়ি
নিয়েছিলে?
11 তোমরা কি করে বুঝতে পারছ না যে আমি
তোমাদেরকে রুটির বিষয়ে বলিনি, ফরীশী ও সদ্দূকীদের
খামির থেকে সাবধান থাকবেন?
12 তখন তারা বুঝতে পারলেন যে, তিনি তাদের রুটির
খামির থেকে সাবধান না হয়ে ফরীশী ও সদ্দূকীদের মতবাদ
থেকে সাবধান হন৷
13 যীশু যখন সিজারিয়া ফিলিপীর উপকূলে এলেন, তখন
তিনি তাঁর শিষ্যদের জিজ্ঞেস করলেন, ' মানুষের পুত্র আমি
কাকে বলে?
14 তারা বলল, কেউ কেউ বলে যে আপনি বাপ্তিস্মদাতা
যোহন: কেউ কেউ ইলিয়াস; এবং অন্যরা, Jeremias, অথবা
একজন ভাববাদী।
15 তিনি তাদের বললেন, কিন্তু তোমরা বল যে আমি কে?
16 শিমোন পিতর উত্তর দিয়ে বললেন, তুমিই খ্রীষ্ট, জীবন্ত
ঈশ্বরের পুত্র৷
17 যীশু উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, ' তুমি ধন্য, শিমোন
বারজোনা, কারণ মাংস ও রক্ত তোমার কাছে তা প্রকাশ
করেনি, কিন্তু আমার স্বর্গের পিতাই তা প্রকাশ করেছেন৷'
18 আর আমিও তোমাকে বলছি, তুমি পিতর, আর এই
পাথরের উপরেই আমি আমার গির্জা নির্মাণ করব; এবং
জাহান্নামের দরজা তার বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে না।
19 এবং আমি তোমাকে স্বর্গরাজ্যের চাবিগুলি দেব: এবং
তুমি পৃথিবীতে যা কিছু বাঁধবে তা স্বর্গে আবদ্ধ থাকবে: আর
তুমি পৃথিবীতে যা কিছু খুলবে তা স্বর্গে খুলে দেওয়া হবে৷
20 তারপর তিনি তাঁর শিষ্যদের আদেশ করলেন যে, তারা
যেন কাউকে না বলে যে তিনিই যীশু খ্রীষ্ট।
21 সেই সময় থেকে যীশু তাঁর শিষ্যদের জানাতে শুরু
করলেন যে, কীভাবে তাঁকে জেরুজালেমে যেতে হবে, এবং
প্রাচীনদের, প্রধান যাজকদের ও ব্যবস্থার শিক্ষকদের
অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে, এবং নিহত হতে হবে এবং
তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হতে হবে৷
22 তখন পিতর তাঁকে ধরে ধমক দিতে লাগলেন, 'প্রভু, এটা
আপনার কাছ থেকে দূরে থাক, এটা আপনার জন্য হবে
না৷'
23 কিন্তু তিনি ফিরে গিয়ে পিতরকে বললেন, শয়তান, তুমি
আমার থেকে দূরে সরে যাও, তুমি আমার কাছে অপরাধী,
কারণ তুমি ঈশ্বরের জিনিস নয়, কিন্তু যা মানুষের কাছ
থেকে সেগুলিই উপভোগ কর৷
24 তখন যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, ' যদি কেউ আমার
পিছনে আসতে চায়, তবে সে নিজেকে অস্বীকার করুক
এবং তার কুরুশ তুলে নিয়ে আমাকে অনুসরণ করুক৷'
25 কারণ যে তার জীবন বাঁচাতে চায় সে তা হারাবে, আর
যে আমার জন্য তার জীবন হারায় সে তা পাবে৷
26 একজন মানুষ যদি সমস্ত জগৎ লাভ করে এবং নিজের
প্রাণ হারায় তবে তার কি লাভ? অথবা একজন মানুষ তার
আত্মার বিনিময়ে কি দেবে?
27 কারণ মানবপুত্র তাঁর পিতার মহিমায় তাঁর স্বর্গদূতদের
সঙ্গে আসবেন৷ তারপর তিনি প্রত্যেককে তার কাজের
জন্য পুরস্কৃত করবেন৷
28 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এখানে কিছু লোক
দাঁড়িয়ে আছে, যারা মানবপুত্রকে তার রাজ্যে আসতে না
দেখলে মৃত্যুর স্বাদ পাবে না৷

অধ্যায় 17

1 আর ছয় দিন পর যীশু পিতর, যাকোব ও তাঁর ভাই
যোহনকে নিয়ে এক উঁচু পাহাড়ে নিয়ে গেলেন৷
2 এবং তাদের সামনে রূপান্তরিত হল: এবং তার মুখ সূর্যের
মত উজ্জ্বল, এবং তার পোশাক আলোর মত সাদা ছিল.
3 আর দেখ, মূসা ও ইলিয়াস তাঁহার সহিত কথা বলছিলেন।
4 তখন পিতর উত্তর দিয়ে যীশুকে বললেন, 'প্রভু, এখানে
থাকা আমাদের জন্য ভাল৷ আপনি যদি চান তবে আসুন
আমরা এখানে তিনটি তাঁবু তৈরি করি৷ একটি তোমার জন্য,
একটি মোশির জন্য এবং একটি ইলিয়াসের জন্য৷
5 তিনি যখন কথা বলছিলেন, তখন দেখ, একটি উজ্জ্বল
মেঘ তাদের ঢেকে ফেলল; আর সেই মেঘের মধ্য থেকে
একটি রব এল, যা বলছে, 'ইনি আমার প্রিয় পুত্র, যাঁর প্রতি
আমি সন্তুষ্ট৷ তার কথা শুনুন।
6 শিষ্যরা তা শুনে মুখ থুবড়ে পড়লেন এবং ভয় পেলেন৷
7 যীশু এসে তাদের স্পর্শ করে বললেন, ওঠ, ভয় পেয়ো না৷
8 তারা যখন চোখ তুলে তাকালো, তখন কেবল যীশু ছাড়া
আর কাউকে দেখতে পেল না৷
9 তারা পর্বত থেকে নেমে আসার সময় যীশু তাদের হুকুম
দিয়ে বললেন, মানবপুত্র মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত না
হওয়া পর্যন্ত এই দর্শন কাউকে বলবেন না৷
10 তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে
কেন ব্যবস্থার শিক্ষকরা বলছেন যে ইলিয়াসকে প্রথমে
আসতে হবে?
11 যীশু উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, ইলিয়াস সত্যিই প্রথমে
আসবেন এবং সবকিছু ফিরিয়ে আনবেন৷
12 কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, ইলিয়াস ইতিমধ্যেই
এসেছেন, এবং তারা তাকে চিনতে পারেনি, কিন্তু তারা যা
বলেছিল তাই করেছে৷ একইভাবে মনুষ্যপুত্রও তাদের কষ্ট
ভোগ করবেন৷
13 তখন শিষ্যরা বুঝতে পারলেন যে তিনি তাদের কাছে
বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কথা বলেছেন৷
14তাঁরা যখন জনতার কাছে এলেন, তখন একজন লোক
তাঁর কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বলল,
15 প্রভু, আমার ছেলের প্রতি দয়া করুন: কারণ সে পাগল
এবং ক্ষিপ্ত, কারণ সে প্রায়ই আগুনে, আবার অনেকবার
জলে পড়ে।
16 এবং আমি তাকে আপনার শিষ্যদের কাছে নিয়ে এসেছি,
কিন্তু তারা তাকে সুস্থ করতে পারেনি৷
17 তখন যীশু উত্তর দিয়ে বললেন, হে অবিশ্বাসী ও বিকৃত
প্রজন্ম, আর কতকাল আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব?

কতদিন তোমাকে কষ্ট দিব? তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।
18 আর যীশু শয়তানকে ধমক দিলেন; এবং তিনি তার কাছ থেকে চলে গেলেন এবং সেই মুহূর্তে শিশুটি সুস্থ হয়ে উঠল৷
19 তখন শিষ্যরা আলাদা হয়ে যীশুর কাছে এসে বললেন, আমরা তাকে তাড়িয়ে দিতে পারলাম না কেন?
20 যীশু তাদের বললেন, ' তোমাদের অবিশ্বাসের জন্য, কারণ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যদি তোমাদের সরিষার দানার মতোও বিশ্বাস থাকে, তবে তোমরা এই পর্বতকে বলবে, এখান থেকে অন্য জায়গায় যাও৷ এবং এটি অপসারণ করা হবে; এবং আপনার পক্ষে কিছুই অসম্ভব হবে না।
21 যদিও এই ধরনের প্রার্থনা এবং উপবাস ছাড়া বের হয় না.
22 তারা যখন গালীলে অবস্থান করছিলেন, তখন যীশু তাদের বললেন, মানবপুত্রকে মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হবে৷
23 আর তারা তাকে হত্যা করবে এবং তৃতীয় দিনে সে পুনরুত্থিত হবে৷ এবং তারা খুব দুঃখিত ছিল.
24 তারা কফরনাহূমে এলে যারা কর আদায় করত তারা পিতরের কাছে এসে বলল, তোমার প্রভু কি খাজনা দেন না?
25 তিনি বললেন, হ্যাঁ। যীশু যখন ঘরে ঢুকলেন, তখন যীশু তাকে বাধা দিয়ে বললেন, শিমোন, তুমি কি মনে কর? পৃথিবীর রাজারা কাদের কাছ থেকে প্রথা বা সম্মানী গ্রহণ করেন? তাদের নিজের সন্তানের, নাকি অপরিচিতদের?
26 পিতর তাঁকে বললেন, 'অপরিচিতদের থেকে৷' যীশু তাকে বললেন, তাহলে ছেলেমেয়েরা মুক্ত হয়েছে৷
27 তবুও, পাছে আমরা তাদের বিরক্ত না করি, আপনি সমুদ্রের কাছে যান এবং একটি হুক ছুঁড়ে ফেলুন এবং প্রথম যে মাছটি উঠে আসবে তা তুলে নিন। এবং আপনি যখন তার মুখ খুলবেন, তখন আপনি এক টুকরো টাকা পাবেন: যা নিন এবং আমার এবং আপনার জন্য তাদের দিয়ে দিন।

অধ্যায় 18

1 সেই সময় শিষ্যরা যীশুর কাছে এসে বললেন, স্বর্গরাজ্যে কে শ্রেষ্ঠ?
2 আর যীশু একটি ছোট শিশুকে ডেকে তাদের মাঝখানে বসিয়ে দিলেন৷
3 এবং বললেন, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যদি তোমরা রূপান্তরিত না হও এবং ছোট বাচ্চাদের মতো না হও, তবে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না৷
4অতএব যে কেউ নিজেকে এই ছোট্ট শিশুর মতো নত করবে, সে স্বর্গরাজ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ৷
5 আর যে আমার নামে এমন একটি ছোট শিশুকে গ্রহণ করবে সে আমাকে গ্রহণ করবে৷
6কিন্তু এই ছোটদের মধ্যে যারা আমাকে বিশ্বাস করে তাদের একজনকে যে অসন্তুষ্ট করবে, তার জন্য ভাল ছিল যে তার গলায় একটি চাঁতির পাথর ঝুলিয়ে তাকে সমুদ্রের গভীরে ডুবিয়ে দেওয়া হত৷
7 অপরাধের জন্য জগতের জন্য ধিক্! কারণ এটা অবশ্যই হওয়া উচিত যে অপরাধ আসে; কিন্তু ধিক সেই লোককে যার দ্বারা অপরাধ আসে!
8 সেইজন্য যদি তোমার হাত বা পা তোমাকে আঘাত করে, তবে সেগুলি কেটে ফেল এবং তোমার কাছ থেকে ফেলে দাও: দু'হাত বা দু'পা অনন্ত আগুনে ফেলার চেয়ে থেমে বা পঙ্গু হয়ে জীবনে প্রবেশ করা তোমার পক্ষে ভাল।
9 আর যদি তোমার চোখ তোমাকে অসন্তুষ্ট করে, তবে তা উপড়ে ফেলো এবং তোমার কাছ থেকে তা ফেলে দাও: দুই চোখ নিয়ে নরকের আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে এক চোখ দিয়ে জীবনে প্রবেশ করা তোমার পক্ষে ভাল।
10 সাবধান! কারণ আমি তোমাদের বলছি, স্বর্গে তাদের ফেরেশতারা সর্বদা আমার স্বর্গের পিতার মুখ দেখেন৷
11কারণ মানবপুত্র এসেছেন তা রক্ষা করতে যা হারিয়ে গেছে৷
12 কেমন মনে হয়? যদি একজন মানুষের একশটি ভেড়া থাকে, এবং তার মধ্যে একটি বিপথগামী হয়, তবে সে কি নিরানব্বইটিকে ছেড়ে পাহাড়ে গিয়ে পথভ্রষ্টের সন্ধান করবে না?
13 এবং যদি তাই হয় যে সে এটি খুঁজে পায়, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সে সেই নিরানব্বইটি মেষের চেয়ে বেশি আনন্দিত হয় যা বিপথে যায় নি৷
14 তবুও তোমাদের স্বর্গের পিতার ইচ্ছা নয় যে, এই ছোটদের মধ্যে একজন বিনষ্ট হোক৷
15 তাছাড়া যদি তোমার ভাই তোমার বিরুদ্ধে অন্যায় করে, তবে তাকে গিয়ে তোমার এবং তার মধ্যে তার দোষ বল, যদি সে তোমার কথা শোনে তবে তুমি তোমার ভাইকে লাভ করেছ৷
16 কিন্তু যদি সে তোমার কথা না শোনে, তবে তোমার সাথে আরও দু-একজন নিয়ে যাও, যাতে দু-তিনজন সাক্ষীর মুখে প্রতিটা কথা স্থির হয়৷
17 এবং যদি সে তাদের কথা শুনতে অবহেলা করে, তবে গির্জাকে বলুন: কিন্তু যদি সে মন্ডলীর কথা শুনতে অবহেলা করে, তবে সে আপনার কাছে একজন বিধর্মী মানুষ এবং একজন কর আদায়কারী হিসাবে থাকুক৷
18 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, পৃথিবীতে যা কিছু তোমরা বাঁধবে তা স্বর্গে বাঁধা থাকবে৷
19 আমি আবার তোমাদের বলছি, তোমাদের মধ্যে দুজন যদি পৃথিবীতে একমত হন যে তারা যে কোন জিনিসকে স্পর্শ করতে চান, তা আমার স্বর্গের পিতার কাছ থেকে তাদের জন্য করা হবে৷
20 কারণ যেখানে আমার নামে দু'জন বা তিনজন একত্রিত হয়, সেখানে আমি তাদের মধ্যে আছি৷
21 তখন পিতর তাঁর কাছে এসে বললেন, 'প্রভু, কতবার আমার ভাই আমার বিরুদ্ধে পাপ করবে, আমি তাকে ক্ষমা করব? সাত বার পর্যন্ত?
22 যীশু তাকে বললেন, আমি তোমাকে বলছি না, সাত বার পর্যন্ত, কিন্তু সত্তর বার সাত বার পর্যন্ত৷
23 তাই স্বর্গরাজ্যকে একজন নির্দিষ্ট রাজার সাথে তুলনা করা হয়েছে, যে তার দাসদের হিসাব নেবে৷
24 এবং যখন তিনি গণনা করা শুরু করলেন, তখন একজনকে তাঁর কাছে আনা হল, যে তার কাছে দশ হাজার তালন্ত ঋণী ছিল৷

25 কিন্তু যেহেতু তাকে টাকা দিতে হয় নি, তাই তার প্রভু তাকে এবং তার স্ত্রী, সন্তানদের এবং তার যা কিছু আছে সব বিক্রি করে দিতে এবং অর্থ প্রদানের আদেশ দেন।
26সেই ভৃত্যটি উপুড় হয়ে তাঁকে প্রণাম করে বলল, 'প্রভু, আমার সঙ্গে ধৈর্য্য ধরুন, আমি আপনার সব টাকা দেবো'
27তখন সেই দাসের মনিব মমতায় আপ্লুত হয়ে তাকে ছেড়ে দিলেন এবং তার ঋণ মাফ করলেন।
28 কিন্তু সেই চাকরটি বাইরে গিয়ে তার সহকর্মীদের মধ্যে একজনকে দেখতে পেল, যে তার কাছে একশো পেন্সি পাওনা ছিল। সে তার গায়ে হাত রেখে তাকে গলা ধরে বলল, তুমি যা পাও, আমাকে শোধ কর।
29 তখন তাঁর সহকর্মী তাঁর পায়ের কাছে পড়ে তাঁকে অনুনয় করে বললেন, আমার সঙ্গে ধৈর্য ধর, আমি তোমার সব টাকা দেব।
30 কিন্তু সে রাজি হল না, কিন্তু গিয়ে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করল, যতক্ষণ না সে ঋণ পরিশোধ করবে।
31তখন তাঁহার সহকর্মীরা যাহা হইয়াছে তা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল, এবং যাহা হইয়াছিল, তাহারা আসিয়া তাহাদের মনিবের কাছে সমস্ত কথা বলিল।
32 তখন তার প্রভু তাকে ডাকার পর তাকে বললেন, ওরে দুষ্ট দাস, আমি তোমার সমস্ত ঋণ মাফ করে দিলাম, কারণ তুমি আমাকে চাও।
33 আমি যেমন তোমার প্রতি করুণা করেছি, তেমনি তোমার সহকর্মীর প্রতিও কি তোমার মমতা করা উচিত ছিল না?
34 এবং তার প্রভু ক্রুদ্ধ হলেন, এবং তাকে যন্ত্রণাদাতাদের হাতে তুলে দিলেন, যতক্ষণ না তিনি তার সমস্ত পাওনা পরিশোধ করেন।
35 আমার স্বর্গীয় পিতাও তোমাদের প্রতি একইভাবে করবেন, যদি তোমরা প্রত্যেকে তার ভাইকে তাদের অপরাধ ক্ষমা না কর।

অধ্যায় 19

1 যীশু এই সব কথা শেষ করে গালীল থেকে চলে গেলেন এবং জর্ডানের ওপারে যিহূদিয়ার উপকূলে এলেন।
2 আর বহু জনতা তাঁকে অনুসরণ করল। সেখানে তিনি তাদের সুস্থ করলেন।
3 ফরীশীরাও যীশুর কাছে এসে তাঁকে প্রলোভন দেখিয়ে বললেন, একজন পুরুষের পক্ষে কি তার স্ত্রীকে সব কারণে ত্যাগ করা বৈধ?
4তিনি উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, তোমরা কি পড়নি যে, যিনি শুরুতে তাদের তৈরি করেছিলেন তিনিই তাদের পুরুষ ও নারী করেছেন?
5 আর বললেন, এই কারণে একজন মানুষ বাবা-মাকে ছেড়ে তার স্ত্রীর সাথে আঁকড়ে থাকবে, আর তারা দুজনে এক মাংস হবে?
6 তাই তারা আর দ্বৈত নয়, কিন্তু এক মাংস। তাই ঈশ্বর যা একত্রিত করেছেন, মানুষ তা বিচ্ছিন্ন না করুক।
7তারা তাঁকে বলল, 'তাহলে মূসা কেন তাকে তালাক দেওয়ার এবং তাকে ত্যাগ করার আদেশ দিলেন?
8তিনি তাদের বললেন, ' তোমাদের হৃদয়ের কঠোরতার জন্য মোশি তোমাদের স্ত্রীদের ত্যাগ করতে দিয়েছিলেন, কিন্তু শুরু থেকে তা হয়নি।
9 আর আমি তোমাদের বলছি, ব্যভিচার ছাড়া যে কেউ তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে এবং অন্যকে বিয়ে করে, সে ব্যভিচার করে।
10 তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বললেন, স্ত্রীর সঙ্গে যদি পুরুষের অবস্থা এমন হয় তবে বিয়ে করা ভাল নয়।
11 কিন্তু তিনি তাদের বললেন, ' সকল লোকই এই কথা গ্রহণ করতে পারে না, যাঁদের দেওয়া হয়েছে তা ছাড়া।
12 কারণ কিছু নপুংসক আছে, যারা তাদের মায়ের গর্ভ থেকে এমনভাবে জন্ম নিয়েছে: এবং কিছু নপুংসক আছে, যারা পুরুষদের নপুংসক হয়েছে: এবং কিছু নপুংসক আছে, যারা স্বর্গের রাজ্যের জন্য নিজেদেরকে নপুংসক করেছে। যে এটি গ্রহণ করতে সক্ষম, সে গ্রহণ করুক।
13 তখন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের তাঁর কাছে আনা হল, যেন তিনি তাদের গায়ে হাত রেখে প্রার্থনা করেন।
14 কিন্তু যীশু বললেন, ' ছোট বাচ্চাদের কষ্ট দাও, আমার কাছে আসতে তাদের নিষেধ করো না, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।'
15 তিনি তাদের গায়ে হাত রেখে সেখান থেকে চলে গেলেন।
16আর, দেখ, একজন আসিয়া তাঁহাকে কহিল, উত্তম গুরু, অনন্ত জীবন পাবার জন্য আমি কি ভাল কাজ করব?
17 তিনি তাকে বললেন, ' তুমি আমাকে ভালো বলছ কেন? এক, অর্থাৎ ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ নেই।
18 তিনি তাকে বললেন, কোনটি? যীশু বললেন, তুমি খুন করবে না, ব্যভিচার করবে না, চুরি করবে না, মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না।
19 তোমার পিতা ও মাতাকে সম্মান কর এবং তোমার প্রতিবেশীকে তোমার মত ভালবাস।
20 যুবকটি তাকে বলল, 'আমি আমার যৌবনকাল থেকে এই সব কিছু বজায় রেখেছি, আমার এখনও কিসের অভাব?
21 যীশু তাকে বললেন, ' তুমি যদি নিখুঁত হতে চাও, যাও যা তোমার আছে তা বিক্রি করে দরিদ্রদের দিয়ে দাও, তাহলে তোমার স্বর্গে ধন থাকবে। আর এসে আমার অনুসরণ করো।'
22 কিন্তু যুবকটি এই কথা শুনে দুঃখিত হয়ে চলে গেল, কারণ তার প্রচুর সম্পত্তি ছিল।
23 তখন যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, ' আমি তোমাদের সত্যি বলছি, একজন ধনী ব্যক্তি স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।'
24 আবার আমি তোমাদের বলছি, একজন ধনী লোকের ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে উটের পক্ষে সুচের ছিদ্র দিয়ে যাওয়া সহজ।
25 তা শুনে তাঁর শিষ্যরা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে বললেন, তাহলে কে উদ্ধার পাবে?
26 কিন্তু যীশু তাদের দেখে বললেন, ' মানুষের পক্ষে এটা অসম্ভব। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে সবই সম্ভব।
27 তখন পিতর উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, 'দেখুন, আমরা সব ত্যাগ করে তোমাকে অনুসরণ করেছি। তাই আমাদের কি হবে?

28 যীশু তাদের বললেন, ' আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা যারা আমাকে অনুসরণ করেছ, পুনর্জন্মের সময় যখন মানবপুত্র তাঁর মহিমার সিংহাসনে বসবেন, তখন তোমরাও বারোটি সিংহাসনে বসবে এবং বারোটি গোষ্ঠীর বিচার করবে৷ ইজরায়েল।
29 আর যে কেউ আমার নামের জন্য ঘরবাড়ি, ভাই, বোন, বাবা, মা, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে বা জমি পরিত্যাগ করেছে, সে একশো গুণ পাবে এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হবে৷
30 কিন্তু যারা প্রথম তারা অনেক শেষ হবে৷ এবং শেষ প্রথম হবে.

অধ্যায় 20

1 কারণ স্বর্গরাজ্য একজন গৃহকর্তার মতো, যে খুব ভোরে তার দ্রাক্ষা ক্ষেতে মজুর নিয়োগ করতে বেরিয়েছিল৷
2 আর তিনি মজুরদের সঙ্গে একদিনের এক পয়সা সম্মত হয়ে তাদের আংগুর ক্ষেতে পাঠালেন৷
3পরে তিনি প্রায় তিন ঘণ্টার মধ্যে বাইরে গেলেন, আর দেখলেন অন্যরা বাজারে অলস দাঁড়িয়ে আছে৷
4 আর তাদের বললেন; তোমরাও আংগুর ক্ষেতে যাও, আর যা ঠিক তাই আমি তোমাদের দেব৷ এবং তারা তাদের পথে চলে গেল।
5 তিনি আবার প্রায় ষষ্ঠ এবং নবম ঘন্টার বাইরে গেলেন এবং একইভাবে করলেন৷
6 এবং প্রায় এগারো ঘন্টা তিনি বাইরে গিয়ে অন্যদের অলস দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাদের বললেন, কেন তোমরা এখানে সারাদিন অলস দাঁড়িয়ে আছ?
7 তারা তাঁকে বলল, কারণ কেউ আমাদের ভাড়া করে নি৷ তিনি তাদের বললেন, তোমরাও দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাও৷ আর যা সঠিক, তাই পাবে৷
8 সন্ধ্যা হলেই আংগুর ক্ষেতের মালিক তার কর্মচারীকে বললেন, মজুরদের ডেকে তাদের বেতন দাও, শেষ থেকে শুরু করে প্রথম পর্যন্ত৷
9 এবং যখন তারা এগারো ঘন্টার মধ্যে যারা ভাড়া করা হয়েছিল, তারা প্রত্যেকে একটি করে টাকা পেল৷
10 কিন্তু যখন প্রথম এল, তখন তারা মনে করেছিল যে তাদের আরও পাওয়া উচিত ছিল৷ এবং তারা একইভাবে প্রত্যেককে একটি করে পয়সা পেল৷
11আর তা পেয়ে তারা বাড়ির লোকের বিরুদ্ধে বিড়বিড় করল,
12 বলছিলেন, এই শেষেরা মাত্র এক ঘন্টা কাজ করেছে, এবং আপনি তাদের আমাদের সমান করেছেন, যারা দিনের বোঝা এবং তাপ বহন করেছে।
13 কিন্তু তিনি তাদের একজনকে উত্তর দিয়ে বললেন, বন্ধু, আমি তোমার কোন অন্যায় করিনি: তুমি কি আমার সাথে এক পয়সাও রাজি হওনি?
14 তোমার যা আছে তা নাও, তোমার পথে যাও: আমি তোমার মত এই শেষকেও দেব।
15 আমার নিজের দ্বারা যা ইচ্ছা তাই করা কি আমার পক্ষে বৈধ নয়? আমি ভালো বলে তোমার চোখ কি খারাপ?
16 তাই শেষ যারা হবে তারা প্রথম হবে এবং প্রথমটি শেষ হবে৷
17 আর যীশু জেরুজালেমের দিকে যাচ্ছিলেন, পথে সেই বারোজন শিষ্যকে আলাদা করে নিয়ে গিয়ে বললেন,
18দেখ, আমরা জেরুজালেমে যাচ্ছি; আর মনুষ্যপুত্রকে প্রধান যাজকদের ও ব্যবস্থার শিক্ষকদের কাছে ধরিয়ে দেওয়া হবে এবং তারা তাকে মৃত্যুদণ্ড দেবে৷
19 এবং তাকে উপহাস করতে, চাবুক মারার জন্য এবং ক্রুশে দেবার জন্য অইহুদীদের হাতে তুলে দেবেন, এবং তৃতীয় দিনে তিনি পুনরুত্থিত হবেন৷
20 তারপর সিবদিয়ের সন্তানদের মা তার ছেলেদের নিয়ে তাঁর কাছে এসে তাঁকে প্রণাম করলেন এবং তাঁর কাছে কিছু কামনা করলেন৷
21 তিনি তাকে বললেন, তুমি কি চাও? সে তাকে বলল, 'আমার এই দুই ছেলেকে তোমার রাজ্যে বসতে দাও, একজন তোমার ডানদিকে আর অন্যজন বাঁদিকে৷'
22 কিন্তু যীশু উত্তর দিয়ে বললেন, তোমরা কি চাও তা জান না৷ আমি যে পানপাত্রে পান করব তা থেকে কি তোমরা পান করতে পারবে এবং আমি যে বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম নিচ্ছি তাতে বাপ্তিস্ম নিতে পারবে? তারা তাকে বলে, আমরা সক্ষম।
23 তিনি তাদের বললেন, ' তোমরা অবশ্যই আমার পানপাত্র থেকে পান করবে এবং আমি যে বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম নিয়েছি, তাতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করবে৷ কিন্তু আমার ডানদিকে বা বাঁ দিকে বসতে পারা আমার নয়, কিন্তু তা হবে৷ আমার পিতা যাদের জন্য এটি প্রস্তুত করেছেন তাদের দেওয়া হয়েছে৷
24 আর দশজন শিষ্য একথা শুনে সেই দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে রেগে গেল৷
25 কিন্তু যীশু তাদের কাছে ডেকে বললেন, ' তোমরা জানো যে, অইহুদীদের শাসনকর্তারা তাদের উপর কর্তৃত্ব করে এবং যারা বড় তারা তাদের উপর কর্তৃত্ব করে।
26 কিন্তু তোমাদের মধ্যে তা হবে না৷
27 আর যে তোমাদের মধ্যে প্রধান হতে চায়, সে যেন তোমাদের দাস হয়।
28 যেমন মনুষ্যপুত্র এসেছিলেন পরিচর্যা করতে নয়, পরিচর্যা করতে এবং অনেকের মুক্তির মূল্য দিতে এসেছিলেন৷
29 তারা যখন জেরিকো থেকে চলে যাচ্ছিল, তখন এক বিরাট জনতা তাঁকে অনুসরণ করল৷
30 আর দেখ, দু'জন অন্ধ পথের ধারে বসে আছে, যখন তারা শুনল যে যীশু পাশ দিয়ে যাচ্ছেন, তখন চিৎকার করে বললেন, হে প্রভু, দাউদের পুত্র, আমাদের প্রতি দয়া করুন৷
31 এবং জনতা তাদের ধমক দিল, কারণ তারা তাদের শান্ত থাকুক, কিন্তু তারা আরও চিৎকার করে বলল, হে প্রভু, দাউদের পুত্র, আমাদের প্রতি দয়া করুন৷
32তখন যীশু স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, আমি তোমাদের কি করিব?
33 তারা তাঁকে বলল, 'প্রভু, আমাদের চোখ খুলে যাবে৷'
34তখন যীশু তাদের প্রতি করুণা করলেন, এবং তাদের চোখ ছুঁলেন; আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের চোখ দেখা গেল এবং তারা তাঁকে অনুসরণ করল৷

অধ্যায় 21

1আর তারা যখন জেরুজালেমের কাছাকাছি এসে জৈতুন
পাহাড়ের কাছে বেথফগে এলো, তখন যীশুকে দুজন শিষ্য
পাঠালেন,
2 তাদের বললেন, ' তোমাদের সামনের গ্রামে যাও, আর
সঙ্গে সঙ্গে দেখবে একটা গাধা বাঁধা আছে আর একটা গাধা
তার সঙ্গে আছে; সেগুলো খুলে দাও এবং আমার কাছে
নিয়ে আস।'
3 আর যদি কেউ তোমাদেরকে কিছু বলে, তবে বলবে,
প্রভুর তাদের প্রয়োজন আছে। এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাদের
পাঠাবেন।
4 এই সব করা হল, যেন ভাববাদীর দ্বারা যা বলা হয়েছিল
তা পূর্ণ হয়।
5 তোমরা সিয়োনের কন্যাকে বলো, দেখ, তোমার রাজা
তোমার কাছে আসছেন, নম্র, এবং একটি গাধার উপরে
বসে আছে, এবং একটি গাধার বাচ্চা।
6তখন শিষ্যরা গিয়া যীশুর আজ্ঞা অনুসারেই করিলেন।
7 এবং গাধাটি ও গাধাটিকে নিয়ে এসে তাদের গায়ে তাদের
কাপড় পরিয়ে দিল এবং তারা তাকে তার উপরে বসিয়ে
দিল।
8 আর এক বিরাট জনতা তাদের জামাকাপড় রাস্তায়
ছড়িয়ে দিল। অন্যরা গাছের ডাল কেটে পথের মধ্যে
খড়কুটো করে।
9 আর যে জনতা আগে ও পিছনে যাচ্ছিল তারা চিৎকার
করে বলে উঠল, 'দায়ূদের পুত্রের জন্য হোসানা: ধন্য তিনি
যিনি প্রভুর নামে আসছেন। সর্বোচ্চে হোসান্না।
10 আর তিনি যখন জেরুজালেমে এলেন, তখন সমস্ত
শহর আন্দোলিত হয়ে বলল, 'ইনি কে?
11 তখন লোকে বলল, 'ইনি গালীলের নাসরতের ভাববাদী
যীশু।'
12 আর যীশু ঈশ্বরের মন্দিরে গেলেন, এবং মন্দিরে যারা
বেচা-কেনা করত তাদের সবাইকে তাড়িয়ে দিলেন, এবং
টাকা বদলকারীদের টেবিল এবং যারা ঘুঘু বিক্রি করত
তাদের আসন উল্টে দিলেন,
13 আর তাদের বললেন, শাস্ত্রে লেখা আছে, আমার ঘরকে
প্রার্থনার ঘর বলা হবে। কিন্তু তোমরা এটাকে চোরের
আস্তানা বানিয়েছ।
14 আর অন্ধ ও খোঁড়ারা মন্দিরে তাঁর কাছে এল। তিনি
তাদের সুস্থ করলেন।
15 আর যখন প্রধান যাজকরা ও ব্যবস্থার শিক্ষকেরা
দেখলেন যে, তিনি যা করতেন সেই সব আশ্চর্য কাজ, এবং
মন্দিরে ছেলেমেয়েরা কান্নাকাটি করছে এবং বলছে,
'দায়ূদের পুত্রকে হোসান্না'। তারা খুব অসন্তুষ্ট ছিল,
16 তিনি তাকে বললেন, এরা কি বলে তুমি কি শুনছ? যীশু
তাদের বললেন, হ্যাঁ; তোমরা কি কখনও পড় নি, বাল্য ও
দুধের বাচ্চাদের মুখ থেকে প্রশংসা নিখুঁত করেছ?
17 পরে তিনি তাদের ছেড়ে নগর থেকে বেথানিয়াতে
গেলেন; এবং তিনি সেখানে অবস্থান করলেন।
18 সকালবেলা তিনি শহরে ফিরতে ফিরতে ক্ষুধার্ত হলেন।
19 পথের মধ্যে একটা ডুমুর গাছ দেখে সে তার কাছে
আসল, আর তাতে শুধু পাতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে
পেল না, আর বলল, ' এখন থেকে আর চিরকাল তোমার
গায়ে ফল না পড়ুক।' এবং বর্তমানে ডুমুর গাছটি শুকিয়ে
গেছে।
20 শিষ্যরা তা দেখে আশ্চর্য হয়ে বললেন, ডুমুর গাছটা কত
তাড়াতাড়ি শুকিয়ে গেল!
21 যীশু উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, আমি তোমাদের সত্যি
বলছি, যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে এবং সন্দেহ না কর,
তবে ডুমুর গাছের প্রতি যা করা হয়েছে তা শুধু করবে না,
কিন্তু যদি তোমরা এই পর্বতকে বল, 'তুমি সরে যাও'। , এবং
তুমি সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হও; এটা করা হবে
22 আর বিশ্বাস করে প্রার্থনায় যা কিছু চাইবে, সবই পাবে।
23 তিনি যখন মন্দিরে প্রবেশ করলেন, তখন প্রধান
যাজকেরা এবং লোকদের প্রাচীনরা যখন তিনি শিক্ষা
দিচ্ছিলেন তখন তাঁর কাছে এসে বললেন, আপনি কোন
অধিকারে এসব করছেন? কে তোমাকে এই ক্ষমতা দিয়েছে?
24 তখন যীশু তাদের বললেন, ' আমিও তোমাদের একটা
কথা জিজ্ঞেস করব, যদি তোমরা আমাকে বল, আমিও
ঠিক সেইভাবে তোমাদের বলবো যে আমি কোন ক্ষমতায়
এসব করছি।
25 যোহনের বাপ্তিস্ম, কোথা থেকে হয়েছিল? স্বর্গ থেকে, না
মানুষের? তারা নিজেদের মধ্যে তর্ক করে বলল, 'যদি
আমরা বলি, 'স্বর্গ থেকে!' তিনি আমাদের বলবেন, তাহলে
কেন তোমরা তাঁকে বিশ্বাস করনি?
26 কিন্তু আমরা যদি বলি, মানুষের কাছ থেকে; আমরা
মানুষকে ভয় করি; সকলেই যোহনকে একজন নবী হিসাবে
ধরে রেখেছেন।
27 তারা যীশুকে উত্তর দিয়ে বলল, আমরা বলতে পারব না।
তখন তিনি তাদের বললেন, ' আমিও তোমাদের বলব না
কোন্ অধিকারে আমি এসব করছি।'
28 কিন্তু তোমরা কি মনে কর? এক ব্যক্তির দুটি পুত্র ছিল;
তিনি প্রথমটির কাছে এসে বললেন, 'বাছা, আজ আমার
দ্রাক্ষা ক্ষেতে গিয়ে কাজ কর।'
29 তিনি উত্তর দিয়ে বললেন, আমি দেব না; কিন্তু পরে
তিনি অনুতপ্ত হয়ে চলে গেলেন।
30 আর তিনি দ্বিতীয়জনের কাছে এসে একইভাবে বললেন।
তিনি উত্তর দিয়ে বললেন, আমি যাচ্ছি, স্যার, কিন্তু গেল না।
31 তাদের দুজনের মধ্যে কি তার পিতার ইচ্ছা পালন
করেছে? তারা তাকে বলে, প্রথম। যীশু তাদের বললেন,
আমি তোমাদের সত্যি বলছি, কর আদায়কারী ও বেশ্যারা
তোমাদের আগে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করবে।
32 কারণ যোহন ধার্মিকতার পথে তোমাদের কাছে
এসেছিলেন, কিন্তু তোমরা তাঁকে বিশ্বাস করনি। কিন্তু কর
আদায়কারীরা ও বেশ্যারা তাঁকে বিশ্বাস করেছিল। আর
তোমরা তা দেখেও পরে অনুতপ্ত হলে না, যাতে তোমরা
তাঁকে বিশ্বাস করতে পার।
33 আর একটি দৃষ্টান্ত শুনুন: একজন গৃহকর্তা ছিলেন, তিনি
একটি আংগুর ক্ষেত রোপণ করেছিলেন, এবং তার
চারপাশে হেলিয়েছিলেন, এবং তাতে একটি দ্রাক্ষারস খনন
করেছিলেন এবং একটি টাওয়ার তৈরি করেছিলেন এবং তা
কৃষকদের কাছে দিয়েছিলেন এবং দূর দেশে চলে
গিয়েছিলেন।
34 ফলের সময় ঘনিয়ে এলে তিনি তাঁর দাসদের চাষীদের
কাছে পাঠালেন, যেন তারা ফল পান।

35 আর চাষীরা তাঁর দাসদের ধরে নিয়ে একজনকে পিটিয়ে হত্যা করল, আর একজনকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলল।
36 আবার, তিনি প্রথমের চেয়ে আরও বেশি দাস পাঠালেন, এবং তারা তাদের প্রতি একই রকম ব্যবহার করল।
37 কিন্তু সব শেষে তিনি তাঁর ছেলেকে তাদের কাছে পাঠিয়ে বললেন, তারা আমার ছেলেকে সম্মান করবে।
38 কিন্তু চাষীরা ছেলেটিকে দেখে নিজেদের মধ্যে বলল, 'ইনিই উত্তরাধিকারী। আসুন, আমরা তাকে হত্যা করি এবং তার উত্তরাধিকার দখল করি।
39 তারা তাকে ধরে আংগুর ক্ষেতের বাইরে ফেলে মেরে ফেলল।
40 তাই আংগুর ক্ষেতের মালিক যখন আসবেন, তখন তিনি সেই চাষীদের কি করবেন?
41 তারা তাকে বলল, তিনি সেই দুষ্ট লোকদের খুব খারাপভাবে ধ্বংস করবেন, এবং তার দ্রাক্ষাক্ষেত্র অন্য চাষীদের কাছে ছেড়ে দেবেন, যা তাকে তাদের ঋতুতে ফল দেবে।
42 যীশু তাদের বললেন, ' তোমরা কি ধর্মগ্রন্থে কখনও পড় নি, যে পাথরটি নির্মাণকারীরা প্রত্যাখ্যান করেছে, সেই পাথরটিই কোণার মাথা হয়ে গেছে: এটি প্রভুর কাজ এবং আমাদের চোখে এটি বিস্ময়কর?
43 সেইজন্য আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে এবং সেই জাতিকে দেওয়া হবে যারা তার ফল দেবে।
44 আর যে কেউ এই পাথরের উপর পড়বে সে ভেঙ্গে যাবে, কিন্তু যার গায়ে পড়বে, তাকে গুঁড়ো করে ফেলবে।
45 প্রধান যাজকরা ও ফরীশীরা তাঁর দৃষ্টান্ত শুনে বুঝতে পারলেন যে তিনি তাদের বিষয়েই বলছেন।
46 কিন্তু যখন তারা তাঁকে ধরতে চাইল, তখন তারা লোকদের ভয় পেল, কারণ তারা তাঁকে ভাববাদী বলে গ্রহণ করেছিল।

অধ্যায় 22

1 যীশু উত্তর দিলেন এবং দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তাদের আবার বললেন,
2 স্বর্গরাজ্য হল একজন নির্দিষ্ট রাজার মত, যে তার ছেলের জন্য বিয়ে করেছিল,
3 আর যাঁদের বিয়েতে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল তাদের ডাকতে তাঁর দাসদের পাঠালেন, কিন্তু তারা আসবে না।
4 আবার, তিনি অন্য দাসদের পাঠিয়ে বললেন, যাদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে তাদের বল, দেখ, আমি আমার রাতের খাবার প্রস্তুত করেছি: আমার গরু ও মোটা বাচ্চাগুলো মেরে ফেলা হয়েছে, এবং সবকিছু প্রস্তুত রয়েছে: বিয়েতে এসো।
5 কিন্তু তারা এটাকে আলোকিত করে তাদের পথ চলে গেল, একজন তার খামারে, অন্যজন তার ব্যবসায়ের দিকে।
6 আর অবশিষ্ট লোকেরা তাঁর দাসদের ধরে নিয়ে তাদের প্রতি কৃপণতা করে তাদের মেরে ফেলল।
7 কিন্তু রাজা তা শুনে রেগে গেলেন, এবং তিনি তার সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে সেই হত্যাকারীদের ধ্বংস করলেন এবং তাদের শহর পুড়িয়ে দিলেন।
8 তারপর তিনি তাঁর দাসদের বললেন, 'বিয়ের প্রস্তুত, কিন্তু যাদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল তারা যোগ্য ছিল না।
9 তাই তোমরা রাজপথে যাও, আর যতজনকে পাবে, বিয়ে করতে দাও।
10 সেইজন্য সেই চাকরেরা রাজপথে বেরিয়ে গেল, এবং খারাপ ও ভাল উভয়েই যতজনকে পেয়েছিল, তাদের সবাইকে জড়ো করল; এবং বিবাহ অতিথিদের সাথে সজ্জিত হল।
11 রাজা অতিথিদের দেখতে এসে সেখানে একজন লোককে দেখতে পেলেন যার গায়ে বিয়ের পোশাক ছিল না।
12 তিনি তাকে বললেন, 'বন্ধু, বিয়ের পোশাক না পরে এখানে কীভাবে এলে? আর সে বাকরুদ্ধ হয়ে গেল।
13 তারপর রাজা দাসদের বললেন, তার হাত পা বেঁধে তাকে নিয়ে যাও এবং বাইরের অন্ধকারে ফেলে দাও। সেখানে কান্নাকাটি ও দাঁত কিড়মিড় করা হবে।
14কেননা ডাকা হয় অনেক, কিন্তু মনোনীত হয় অল্প সংখ্যক।
15 তখন ফরীশীরা গিয়ে মন্ত্রণা করতে লাগলেন কীভাবে তাঁকে তাঁর কথাবার্তায় জড়ানো যায়।
16 আর তারা হেরোদীয়দের সঙ্গে তাদের শিষ্যদের তাঁর কাছে পাঠিয়ে বলল, 'গুরু, আমরা জানি যে আপনি সত্য, এবং আপনি সত্যে ঈশ্বরের পথ শিক্ষা দেন, আপনি কারোরই পরোয়া করেন না, কারণ আপনি মানুষের ব্যক্তিকে গুরুত্ব দেন না।
17 তাই বলুন, আপনি কি মনে করেন? সিজারের কাছে খাজনা দেওয়া কি বৈধ, নাকি না?
18 কিন্তু যীশু তাদের দুষ্টতা বুঝতে পেরে বললেন, হে ভণ্ডেরা, কেন আমাকে পরীক্ষা করছ?
19 খাজনার টাকা আমাকে দেখাও। তারা তার কাছে একটি পয়সা নিয়ে এল।
20 তখন তিনি তাদের বললেন, ' এই মূর্তি ও লেখা কার?
21 তারা তাঁকে বলল, সিজারের। তখন তিনি তাদের বললেন, ' অতএব যা সিজারের তা সিজারকে দাও। এবং ঈশ্বরের কাছে ঈশ্বরের জিনিস.
22 এই কথা শুনে তাঁরা আশ্চর্য হয়ে তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন।
23সেই দিন সেই সদ্দূকীরা তাঁর কাছে এসে বলল, যারা বলে যে পুনরুত্থান নেই, তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল,
24 কহিলেন, প্রভু, মূসা কহিলেন, যদি কোন লোক মারা যায়, যদি তার কোন সন্তান না থাকে, তবে তার ভাই তার স্ত্রীকে বিয়ে করবে এবং তার ভাইয়ের জন্য বংশ বৃদ্ধি করবে।
25 এখন আমাদের সাথে সাত ভাই ছিল: এবং প্রথমটি, যখন তিনি একটি স্ত্রীকে বিয়ে করেছিলেন, তখন তিনি মারা গিয়েছিলেন, এবং কোন সমস্যা না থাকায়, তার স্ত্রীকে তার ভাইয়ের কাছে রেখে গিয়েছিলেন।
26 একইভাবে দ্বিতীয়টি এবং তৃতীয়টি সপ্তম পর্যন্ত।
27 আর সবার শেষে স্ত্রীলোকটিও মারা গেল।
28 সুতরাং পুনরুত্থানে সে সাতজনের মধ্যে কার স্ত্রী হবে? কারণ তাদের সকলেরই তাকে ছিল।
29 এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, ' তোমরা ভুল করছ, না শাস্ত্র, না ঈশ্বরের শক্তি জানা।

30 কারণ পুনরুত্থানে তারা বিয়েও করে না, বিয়েও করা হয়
না, কিন্তু তারা স্বর্গে ঈশ্বরের ফেরেশতাদের মতো থাকে।
31 কিন্তু মৃতদের পুনরুত্থানকে স্পর্শ করার মতো, ঈশ্বরের
দ্বারা তোমাদের কাছে যা বলা হয়েছিল, তোমরা কি তা পাঠ
করনি,
32 আমি অব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর এবং
যাকোবের ঈশ্বর? ঈশ্বর মৃতদের ঈশ্বর নন, কিন্তু
জীবিতদের ঈশ্বর।
33 এই কথা শুনে লোকেরা তাঁর শিক্ষায় আশ্চর্য হল৷
34 কিন্তু ফরীশীরা যখন শুনল যে, তিনি সদ্দূকীদের চুপ
করে দিয়েছেন, তখন তারা একত্র হল৷
35তখন তাদের মধ্যে একজন, যিনি একজন আইনজীবী
ছিলেন, তাঁকে একটি প্রশ্ন করলেন, তাঁকে প্রলোভন দেখিয়ে
বললেন,
36 প্রভু, বিধি-ব্যবস্থার মহান আজ্ঞা কোনটি?
37 যীশু তাকে বললেন, ' তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার
সমস্ত প্রাণ এবং তোমার সমস্ত মন দিয়ে তোমার ঈশ্বর
প্রভুকে ভালবাসবে৷
38 এই প্রথম এবং মহান আদেশ.
39 এবং দ্বিতীয়টি এর মত হল, তুমি তোমার প্রতিবেশীকে
নিজের মতো ভালবাসবে৷
40 এই দুটি আদেশের উপর সমস্ত আইন ও ভাববাদীরা
ঝুলে আছে৷
41 ফরীশীরা যখন একত্র হল, তখন যীশু তাদের জিজ্ঞাসা
করলেন,
42 তোমরা খ্রীষ্টের বিষয়ে কি মনে কর? সে কার ছেলে?
তারা তাঁকে বলে, 'দায়ূদের পুত্র৷'
43 তিনি তাদের বললেন, তাহলে দায়ূদ কীভাবে আত্মায়
তাঁকে প্রভু বলে ডাকেন?
44 প্রভু আমার প্রভুকে বললেন, যতক্ষণ না আমি তোমার
শত্রুদের তোমার পায়ের তলায় না রাখি ততক্ষণ তুমি
আমার ডানদিকে বসো?
45 দায়ূদ যদি তাঁকে প্রভু বলে ডাকেন, তবে তিনি কেমন
করে তাঁর পুত্র?
46 আর কেউই তাঁকে একটি কথার উত্তর দিতে সক্ষম হল
না, সেই দিন থেকে কেউ তাঁকে আর প্রশ্ন করার সাহস
করল না৷

অধ্যায় 23

1 তারপর যীশু লোকদের কাছে এবং তাঁর শিষ্যদের কাছে
বললেন,
2 বললেন, ব্যবস্থার শিক্ষকরা এবং ফরীশীরা মোশির
আসনে বসে আছেন:
3 তাই তারা আপনাকে যা কিছু পালন করতে বলে, সেগুলি
পালন করুন এবং করুন৷ কিন্তু তোমরা তাদের কাজের
অনুসরণ করো না, কারণ তারা বলে, কিন্তু করে না৷
4 কারণ তারা বহন করার জন্য ভারী বোঝা বেঁধে রাখে এবং
পুরুষদের কাঁধে রাখে; কিন্তু তারা নিজেরা তাদের এক
আঙুল দিয়ে নড়াচড়া করবে না।
5কিন্তু তাদের সমস্ত কাজই তারা করে যাতে তারা
লোকেদের দেখা যায়: তারা তাদের ফিলাকট্রিগুলি প্রশস্ত
করে এবং তাদের পোশাকের সীমানা বড় করে,
6আর ভোজের উপরের কক্ষগুলি এবং সমাজগৃহের প্রধান
আসনগুলিকে ভালবাস,
7 এবং বাজারে অভিবাদন, এবং পুরুষদের, রাব্বি, রাব্বি
বলা হবে.
8 কিন্তু তোমাদের রব্বি বলে ডাকো না, কারণ একজনই
তোমাদের প্রভু, এমনকি খ্রীষ্টও৷ আর তোমরা সবাই ভাই
ভাই৷
9 আর পৃথিবীতে কাউকে তোমার পিতা বলবেন না, কারণ
একজনই তোমাদের পিতা, যিনি স্বর্গে আছেন৷
10 তোমাদের গুরু বলা হবে না, কারণ একজনই তোমাদের
প্রভু, এমনকি খ্রীষ্ট৷
11 কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে সর্বশ্রেষ্ঠ সে হবে তোমাদের
দাস৷
12 আর যে নিজেকে বড় করবে সে অপমানিত হবে; আর
যে নিজেকে নত করবে সে উঁচু হবে৷
13 কিন্তু ধিক্ তোমাদের, ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীরা, ভণ্ড!
কারণ তোমরা স্বর্গরাজ্যকে মানুষের বিরুদ্ধে বন্ধ করে
রেখেছ৷
14 ধিক্ তোমাদের, ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীরা, ভণ্ড!
কারণ তোমরা বিধবাদের বাড়ি গ্রাস কর এবং ছলনা করে
দীর্ঘ প্রার্থনা কর৷
15 ধিক্ তোমাদের, ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীরা, ভণ্ড!
কেননা তোমরা সমুদ্র ও স্থল পরিক্রমা করে একজনকে
ধর্মান্তরিত করতে, এবং যখন সে তৈরি হয়, তখন তোমরা
তাকে নিজেদের চেয়ে দ্বিগুণ বেশি নরকের সন্তান বানাও।
16 ধিক্ তোমাদের, হে অন্ধ পথপ্রদর্শকরা, যারা বলে, যে
কেউ মন্দিরের নামে শপথ করে, তা কিছুই নয়৷ কিন্তু যে
কেউ মন্দিরের সোনার নামে শপথ করে, সে ঋণী!
17 হে মূর্খ ও অন্ধ, কেননা বড় কি সোনা, না মন্দির যে
সোনাকে পবিত্র করে?
18 আর, যে বেদির নামে শপথ করে, তা কিছুই নয়; কিন্তু
যে কেউ তার উপরে থাকা উপহারের নামে শপথ করে, সে
দোষী।
19 হে মূর্খ ও অন্ধ, কেননা বড় কি উপহার, না বেদি যে
উপহারকে পবিত্র করে?
20 সেইজন্য যে বেদীর নামে শপথ করে, সে তার ও তার
ওপরের সমস্ত কিছুর শপথ করে৷
21 আর যে মন্দিরের নামে শপথ করে, সে তার এবং
সেখানে যে বাস করে তার নামে শপথ করে৷
22 আর যে স্বর্গের নামে শপথ করে, সে ঈশ্বরের
সিংহাসনের এবং যে তাতে বসে আছে তার নামে শপথ
করে৷
23 ধিক্ তোমাদের, ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীরা, ভণ্ড!
কারণ আপনি পুদিনা, মৌরি এবং জিরার দশমাংশ দেন
এবং আইন, বিচার, করুণা এবং বিশ্বাসের গুরুত্বপূর্ণ
বিষয়গুলি বাদ দিয়েছেন: এইগুলি আপনার করা উচিত
ছিল এবং অন্যটিকে বাতিল না করা উচিত।
24 হে অন্ধ পথপ্রদর্শকগণ, যারা ভুতুকে চাপা দিয়ে উট
গিলে খায়।
25 ধিক্ তোমাদের, ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীরা, ভণ্ড!
কারণ তোমরা পানপাত্র ও থালার বাইরের অংশ পরিষ্কার
কর, কিন্তু ভিতরে সেগুলো চাঁদাবাজি ও বাড়াবাড়িতে
পরিপূর্ণ।

26 হে অন্ধ ফরীশী, আগে পেয়ালা ও থালার মধ্যে যা আছে তা পরিষ্কার কর, যেন বাইরের অংশও পরিষ্কার হয়।
27 ধিক্ তোমাদের, ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীরা, ভণ্ড! কারণ তোমরা শুভ্র সমাধির মত, যেগুলো বাহ্যিকভাবে সুন্দর দেখায়, কিন্তু ভিতরে মৃত মানুষের হাড় ও সমস্ত অশুচিতায় পূর্ণ।
28 এমনিভাবে তোমরাও বাহ্যিকভাবে মানুষের কাছে ধার্মিক দেখাও, কিন্তু ভিতরে তোমরা ভণ্ডামি ও পাপাচারে পরিপূর্ণ।
29 ধিক্ তোমাদের, ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীরা, ভণ্ড! কারণ তোমরা ভাববাদীদের সমাধি তৈরি কর এবং ধার্মিকদের সমাধিগুলিকে সজ্জিত কর,
30 আর বলুন, আমরা যদি আমাদের পূর্বপুরুষদের সময়ে থাকতাম, তাহলে ভাববাদীদের রক্তে তাদের সঙ্গে অংশীদার হতাম না।
31 সেইজন্য তোমরা নিজেদের কাছে সাক্ষী থাকো যে, তোমরা তাদেরই সন্তান যারা ভাববাদীদের হত্যা করেছিল।
32 তোমাদের পূর্বপুরুষদের পরিমাপ তোমরা পূরণ কর।
33 হে সর্প, হে সাপের প্রজন্ম, তোমরা কিভাবে নরকের শাস্তি থেকে বাঁচতে পার?
34 সেইজন্য, দেখ, আমি তোমাদের কাছে ভাববাদী, জ্ঞানী লোক এবং ব্যবস্থার শিক্ষকদের পাঠাচ্ছি: এবং তাদের মধ্যে কয়েকজনকে তোমরা হত্যা করবে এবং ক্রুশে দেবে। এবং তাদের মধ্যে কয়েকজনকে তোমরা তোমাদের সমাজগৃহে চাবুক মারবে এবং নগর থেকে শহরে তাদের তাড়না করবে।
35 যাতে ধার্মিক হেবলের রক্ত থেকে শুরু করে বারাখিয়ার ছেলে জাকারিয়ার রক্ত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত ধার্মিক রক্তপাত হয়েছে, তা আপনার উপর আসতে পারে, যাকে তোমরা মন্দির ও বেদীর মাঝখানে হত্যা করেছিলে।
36 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এই প্রজন্মের ওপর এই সব ঘটনা ঘটবে।
37 হে জেরুজালেম, জেরুজালেম, তুমি যে ভাববাদীদের হত্যা কর এবং তোমার কাছে প্রেরিত তাদেরকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেল, যেমন একটি মুরগি তার মুরগিকে তার ডানার নিচে জড়ো করে, তেমনি আমি তোমার সন্তানদেরকে কতবার একত্র করতাম, কিন্তু তুমি তা কর না!
38 দেখ, তোমার ঘর তোমার জন্য উজাড় হয়ে গেছে।
39 কারণ আমি তোমাদের বলছি, তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না, যতক্ষণ না তোমরা বলবে, ধন্য তিনি যিনি প্রভুর নামে আসছেন।

অধ্যায় 24

1 তখন যীশু মন্দির থেকে বেরিয়ে গেলেন, আর তাঁর শিষ্যরা তাঁকে মন্দিরের দালানগুলো দেখানোর জন্য তাঁর কাছে এলেন।
2 যীশু তাদের বললেন, ' তোমরা এই সব দেখছ না? আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এখানে একটি পাথরের ওপর আরেকটি পাথর থাকবে না, যাকে ফেলে দেওয়া হবে না।
3 আর তিনি যখন জলপাই পর্বতে বসেছিলেন, তখন শিষ্যরা একান্তে তাঁর কাছে এসে বললেন, আমাদের বলুন, এসব কখন হবে? এবং তোমার আগমন এবং জগতের শেষের চিহ্ন কি হবে?
4 যীশু উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, ' সাবধান থেকো, কেউ যেন তোমাদের প্রতারণা না করে।
5 কারণ অনেকে আমার নামে আসবে, বলবে, আমিই খ্রীষ্ট। এবং অনেককে প্রতারিত করবে।
6 আর তোমরা যুদ্ধ ও যুদ্ধের গুজব শুনতে পাবে। তোমরা যাতে বিচলিত না হও তা দেখো।
7 কারণ জাতি জাতির বিরুদ্ধে এবং রাজ্য রাজ্যের বিরুদ্ধে উঠবে: এবং বিভিন্ন জায়গায় দুর্ভিক্ষ, মহামারী এবং ভূমিকম্প হবে।
8 এ সবই দুঃখের শুরু।
9তখন তারা তোমাকে কষ্টের জন্য সমর্পণ করবে এবং তোমাকে মেরে ফেলবে এবং আমার নামের জন্য সমস্ত জাতি তোমাকে ঘৃণা করবে।
10 এবং তখন অনেকে অসন্তুষ্ট হবে, এবং একে অপরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং একে অপরকে ঘৃণা করবে।
11 এবং অনেক মিথ্যা ভাববাদী উঠবে এবং অনেককে প্রতারিত করবে।
12 আর পাপাচার বেশী হবে বলে অনেকের ভালবাসা ঠান্ডা হয়ে যাবে।
13 কিন্তু যে শেষ পর্যন্ত সহ্য করবে, সে রক্ষা পাবে।
14 এবং রাজ্যের এই সুসমাচার সমস্ত জাতির কাছে সাক্ষ্যের জন্য সমস্ত বিশ্বে প্রচার করা হবে; এবং তারপর শেষ হবে.
15 তাই যখন তোমরা ধ্বংসের ঘৃণ্য জিনিস দেখবে, যা দানিয়েল ভাববাদীর দ্বারা বলা হয়েছে, তখন পবিত্র স্থানে দাঁড়াবে, (যে পাঠ করবে সে বুঝুক:)
16তখন যারা যিহূদিয়াতে থাকে তারা পাহাড়ে পালিয়ে যাক।
17 যে ঘরের ছাদে আছে সে যেন তার ঘর থেকে কিছু নিতে না আসে।
18 যে ক্ষেতে আছে সে তার কাপড় নিতে ফিরে আসবে না।
19 আর ধিক্ তাদের জন্য যারা গর্ভবতী এবং সেই দিনগুলিতে যারা স্তন্যপান করে!
20কিন্তু প্রার্থনা কর যেন তোমাদের পলায়ন শীতকালে না হয়, বিশ্রামবারেও না হয়।
21 কারণ তখন মহাক্লেশ হবে, যেমন জগতের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত হয়নি, হবেও না।
22 আর সেই দিনগুলিকে সংক্ষিপ্ত করা না হলে, কোন মাংস রক্ষা করা উচিত নয়; কিন্তু নির্বাচিতদের জন্য সেই দিনগুলি ছোট করা হবে।
23 তারপর যদি কেউ তোমাদেরকে বলে, দেখ, খ্রীষ্ট এখানে আছেন বা সেখানে আছেন। বিশ্বাস করো না
24 কারণ সেখানে মিথ্যা খ্রীষ্ট এবং মিথ্যা ভাববাদীরা উঠবেন, এবং মহান চিহ্ন ও আশ্চর্য কাজ দেখাবেন। এতটা যে, যদি সম্ভব হয়, তাহলে তারা নির্বাচিতদের প্রতারণা করবে।
25দেখ, আমি আগেও তোমাদের বলেছি।
26 তাই যদি তারা তোমাকে বলে, দেখ, সে মরুভূমিতে আছে; বাইরে যাও না, দেখ, সে গুপ্ত কক্ষে আছে; বিশ্বাস করো না
27 কারণ বিদ্যুত যেমন পূর্ব দিক থেকে আসে এবং পশ্চিমে আলোকিত হয়; মানবপুত্রের আগমনও তাই হবে।

28 কারণ মৃতদেহ যেখানেই থাকুক না কেন, সেখানে ঈগলরা একত্রিত হবে৷
29 সেই দিনগুলির ক্লেশের পরপরই সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে, এবং চাঁদ তার আলো দেবে না, এবং তারাগুলি স্বর্গ থেকে পড়ে যাবে, এবং আকাশের শক্তিগুলি কেঁপে উঠবে:
30 এবং তারপর স্বর্গে মানবপুত্রের চিহ্ন প্রদর্শিত হবে: এবং তখন পৃথিবীর সমস্ত জাতি শোক করবে, এবং তারা মানবপুত্রকে স্বর্গের মেঘে শক্তি ও মহিমা নিয়ে আসতে দেখবে৷
31 আর তিনি তাঁর ফেরেশতাদের পাঠাবেন একটি শিঙার শব্দের সাথে, এবং তারা স্বর্গের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চার বায়ু থেকে তাঁর নির্বাচিতদের একত্রিত করবে।
32 এখন ডুমুর গাছের একটি দৃষ্টান্ত শিখুন; যখন তার ডাল কোমল থাকে এবং পাতা বের করে, তখন তোমরা জান যে গ্রীষ্মকাল ঘনিয়ে এসেছে।
33 একইভাবে তোমরাও যখন এই সব কিছু দেখবে, তখন জানবে যে এটা কাছে, এমনকী দরজার কাছে৷
34 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যতক্ষণ না এই সমস্ত কিছু পূর্ণ হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই প্রজন্ম শেষ হবে না৷
35 স্বর্গ ও পৃথিবী লোপ পাবে, কিন্তু আমার কথা লোপ পাবে না।
36 কিন্তু সেই দিন ও ঘণ্টার কথা কেউ জানে না, না, স্বর্গের ফেরেশতারা জানে না, কেবল আমার পিতাই জানে৷
37 কিন্তু নোয়ের দিন যেমন ছিল, মানবপুত্রের আগমনও তেমনই হবে৷
38কারণ বন্যার আগেকার দিনে যেমন নোয়া জাহাজে ঢোকার দিন পর্যন্ত তারা ভোজন পান করত, বিয়ে করত ও বিয়ে করত।
39 বন্যা এসে তাদের সবাইকে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত জানত না৷ মানবপুত্রের আগমনও তাই হবে৷
40 তখন দুজন মাঠে থাকবে; একজনকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং অন্যটিকে ছেড়ে দেওয়া হবে৷
41 দু'জন মহিলা চাকিতে পিষতে থাকবে; একজনকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং অন্যটিকে ছেড়ে দেওয়া হবে৷
42 তাই জেগে থাক, কারণ তোমাদের প্রভু কখন আসবেন তা তোমরা জান না৷
43কিন্তু একথা জেনে রেখো, চোর কোন প্রহরে আসবে তা যদি বাড়ির কর্তা জানতেন, তবে তিনি সজাগ থাকতেন, আর তাঁর বাড়ি ভাঙতে দিতেন না৷
44 সেইজন্য তোমরাও প্রস্তুত থাকো, কারণ যখন তোমরা ভাববেও না তখন মানবপুত্র আসবেন৷
45 তাহলে এমন একজন বিশ্বস্ত ও জ্ঞানী দাস কে, যাকে তার প্রভু তার পরিবারের শাসনকর্তা করেছেন, তাদের যথাসময়ে মাংস দেওয়ার জন্য?
46 ধন্য সেই দাস, যাকে তার মনিব এসে এমন করতে দেখবেন৷
47 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সে তাকে তার সমস্ত জিনিসপত্রের শাসনকর্তা করবে৷
48 কিন্তু সেই দুষ্ট ভৃত্য যদি মনে মনে বলে, আমার প্রভু তার আসতে দেরি করছেন৷
49 এবং তার সহকর্মীদের আঘাত করতে শুরু করবে, এবং মাতালদের সাথে খাওয়া-দাওয়া শুরু করবে;
50 সেই ভৃত্যের প্রভু এমন দিনে আসবেন যেদিন সে তার খোঁজ করবে না, এবং এমন এক ঘন্টায় যে সে জানে না,
51 এবং তাকে বিচ্ছিন্ন করবে এবং ভণ্ডদের সাথে তার অংশ নিযুক্ত করবে: সেখানে কাঁদবে এবং দাঁতে ঘষবে৷

অধ্যায় 25

1 তখন স্বর্গরাজ্যকে দশটি কুমারীর সাথে তুলনা করা হবে, যারা তাদের প্রদীপ নিয়ে বরের সাথে দেখা করতে গিয়েছিল৷
2 আর তাদের মধ্যে পাঁচজন ছিল জ্ঞানী, আর পাঁচজন মূর্খ৷
3 যারা মূর্খ ছিল তারা তাদের প্রদীপ নিল, তেল সঙ্গে নেয় নি৷
4 কিন্তু জ্ঞানীরা তাদের প্রদীপ সহ তাদের পাত্রে তেল নিল৷
5বর যখন দেরি করছিল, তারা সবাই ঘুমিয়ে পড়ল এবং ঘুমিয়ে পড়ল৷
6 আর মাঝরাতে চিৎকার শোনা গেল, দেখ, বর আসছে৷ তুমি তার সাথে দেখা করতে যাও।
7 তখন সেই সব কুমারী উঠে তাদের প্রদীপ ছেঁটে ফেলল৷
8 আর মূর্খরা জ্ঞানীদের বলল, 'তোমার তেল আমাদের দাও৷ কারণ আমাদের প্রদীপ নিভে গেছে।
9 কিন্তু জ্ঞানীরা বললেন, 'তাই নয়; পাছে আমাদের ও তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে না৷ কিন্তু তোমরা বরং যারা বিক্রি করে তাদের কাছে যাও এবং নিজেদের জন্য কিন৷
10 তারা যখন কিনতে গেল, তখন বর এল৷ আর যাঁরা প্রস্তুত ছিল তারা তাঁর সঙ্গে বিয়েতে প্রবেশ করল৷ দরজা বন্ধ হয়ে গেল৷
11 পরে অন্য কুমারীরাও এসে বলল, প্রভু, প্রভু, আমাদের জন্য উন্মুক্ত করুন৷
12 কিন্তু তিনি উত্তর দিয়ে বললেন, আমি তোমাকে সত্যি বলছি, আমি তোমাকে চিনি না।
13 তাই জেগে থাক, কারণ মানবপুত্র যেদিন আসবেন, সেই দিন বা সময়টাও জানেন না৷
14 কারণ স্বর্গরাজ্য হল একজন লোকের মতো যা দূর দেশে ভ্রমণ করে, যে তার নিজের দাসদের ডেকে তাদের কাছে তার জিনিসপত্র তুলে দিল৷
15 আর একজনকে তিনি পাঁচ তালন্ত, অন্যজনকে দুইটি এবং অন্যজনকে এক তালন্ত দিলেন৷ প্রত্যেক মানুষকে তার বিভিন্ন সামর্থ্য অনুযায়ী; এবং অবিলম্বে তার যাত্রা শুরু.
16 তারপর যে পাঁচ তালন্ত পেয়েছিল সে গিয়ে সেই টাকা দিয়ে ব্যবসা করল এবং আরও পাঁচ তালেন্ট করল৷
17 আর একইভাবে যে দু'টি পেয়েছিল, সে আরও দু'টি লাভ করল৷
18 কিন্তু যে একজন পেয়েছিল সে গিয়ে মাটি খুঁড়ে তার প্রভুর টাকা লুকিয়ে রাখল৷
19 অনেকদিন পর সেই দাসদের প্রভু এসে তাদের হিসাব নিলেন৷
20 আর তাই যে পাঁচ তালেন্ট পেয়েছিল সে এসে আরও পাঁচ তালন্ত নিয়ে এসে বলল, 'প্রভু, আপনি আমাকে পাঁচ তালন্ত দিয়েছিলেন: দেখুন, আমি তাদের পাশে আরও পাঁচ তালন্ত লাভ করেছি৷'
21 তার প্রভু তাকে বললেন, শাবাশ, তুমি ভাল এবং বিশ্বস্ত দাস: তুমি কিছু বিষয়ে বিশ্বস্ত হয়েছ, আমি তোমাকে

অনেক বিষয়ে শাসক করব: তুমি তোমার প্রভুর আনন্দে
প্রবেশ কর।
22 যে দুই তালন্ত পেয়েছিল সেও এসে বলল, 'প্রভু, আপনি
আমাকে দুটি তালন্ত দিয়েছেন: দেখ, আমি তাদের ছাড়াও
আরও দুটি তালন্ত অর্জন করেছি।'
23 তার প্রভু তাকে বললেন, 'শাবাশ, ভালো ও বিশ্বস্ত দাস!
আপনি কয়েকটি বিষয়ে বিশ্বস্ত ছিলেন, আমি আপনাকে
অনেক কিছুর উপর শাসক করব: আপনি আপনার প্রভুর
আনন্দে প্রবেশ করুন।
24তখন যে এক তালন্ত পেয়েছিল সে এসে বলল, 'প্রভু,
আমি জানতাম যে, আপনি একজন কঠোর মানুষ, যেখানে
আপনি বীজ বপন করেননি সেখানে কাটান এবং যেখানে
আপনি খড় করেননি সেখানে সংগ্রহ করেন৷
25 আমি ভয় পেয়ে গিয়ে তোমার প্রতিভা মাটিতে লুকিয়ে
রেখেছিলাম: দেখ, তোমার যা আছে তা সেখানেই আছে।
26 তার প্রভু তাকে উত্তর দিয়ে বললেন, তুমি দুষ্ট ও অলস
দাস, তুমি জান যে আমি যেখানে বপন করিনি সেখানেই
কাটব এবং যেখানে আমি খড় দেইনি সেখানে সংগ্রহ করি৷
27 তাই আপনার উচিত ছিল আমার টাকা এক্সচেঞ্জারদের
কাছে রেখে দেওয়া, এবং তারপরে আমার আসার সময়
সুদের সাথে আমার নিজের পাওয়া উচিত ছিল।
28 তাই তার কাছ থেকে তালন্ত নাও এবং যার দশ তালন্ত
আছে তাকে দাও৷
29 কারণ যার আছে তাকে দেওয়া হবে এবং তার প্রাচুর্য
থাকবে, কিন্তু যার নেই তার থেকে যা আছে তাও কেড়ে
নেওয়া হবে৷
30 আর অলাভজনক দাসকে বাইরের অন্ধকারে ফেলে
দাও; সেখানে কান্নাকাটি ও দাঁতে দাঁত ঘষতে হবে৷
31 যখন মানবপুত্র তাঁর মহিমায় আসবেন, এবং সমস্ত
পবিত্র ফেরেশতারা তাঁর সাথে আসবেন, তখন তিনি তাঁর
মহিমার সিংহাসনে বসবেন:
32 এবং তাঁর সামনে সমস্ত জাতিকে জড়ো করা হবে, এবং
তিনি তাদের একে অপরের থেকে আলাদা করবেন, যেমন
একজন মেষপালক তার মেষকে ছাগল থেকে বিভক্ত
করে।
33 আর সে মেষদের তার ডানদিকে রাখবে, কিন্তু ছাগলকে
বাঁদিকে রাখবে৷
34 তারপর রাজা তাঁর ডানদিকে তাদের বলবেন, এসো,
আমার পিতার আশীর্বাদপুষ্ট, জগতের ভিত্তি থেকে
তোমাদের জন্য প্রস্তুত রাজ্যের উত্তরাধিকারী হও৷
35কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, আর তোমরা আমাকে মাংস
দিয়েছিলে; আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম, আর তোমরা আমাকে
পানি দিয়েছিলে; আমি একজন অপরিচিত ছিলাম, আর
তোমরা আমাকে গ্রহণ করেছিলে৷
36 নগ্ন, এবং তোমরা আমাকে পোশাক পরিয়েছিলে: আমি
অসুস্থ ছিলাম, এবং তোমরা আমাকে দেখতে এসেছ: আমি
কারাগারে ছিলাম, এবং তোমরা আমার কাছে এসেছ৷
37 তখন ধার্মিকরা কি উত্তর দেবে, 'প্রভু, কখন আমরা
আপনাকে ক্ষুধার্ত দেখে খেতে দিয়েছি? অথবা তৃষ্ণার্ত, এবং
আপনাকে পান করালেন?
38 আমরা কখন তোমাকে একজন অপরিচিত দেখেছিলাম
এবং তোমাকে নিয়ে গিয়েছিলাম? না উলঙ্গ, এবং তোমাকে
কাপড় পরা?
39 আমরা কখন তোমাকে অসুস্থ বা কারাগারে দেখে
তোমার কাছে এসেছি?
40 এবং রাজা উত্তর দেবেন এবং তাদের বলবেন, আমি
তোমাদের সত্যি বলছি, আমার এই ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে
ছোটোজনের একজনের প্রতি যেমন করেছ, তেমনি
আমার প্রতি তা করেছ৷
41 তারপর তিনি তাদের বাম দিকেও বলবেন, আমার কাছ
থেকে চলে যাও, তোমরা অভিশপ্ত, চিরস্থায়ী আগুনে যা
শয়তান ও তার ফেরেশতাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে৷
42কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, আর তোমরা আমাকে মাংস
দাওনি; আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম, আর তোমরা আমাকে পান
করনি৷
43 আমি একজন অপরিচিত ছিলাম, এবং তোমরা আমাকে
উলঙ্গ অবস্থায় নিয়ে যাওনি, এবং তোমরা আমাকে পোশাক
পরাও নি: অসুস্থ, কারাগারে, এবং তোমরা আমাকে
দেখতেও না৷
44 তখন তারাও কি উত্তরে তাঁকে বলবে, 'প্রভু, কখন
আমরা আপনাকে ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, বা বিদেশী, নগ্ন, অসুস্থ
বা কারাগারে দেখেছি এবং আপনার সেবা করিনি?
45 তখন তিনি তাদের উত্তরে বলবেন, 'আমি তোমাদের
সত্যি বলছি, যদিও তোমরা এদের মধ্যে ছোটদের
একজনের জন্যও তা করোনি, আমার সঙ্গে তা করোনি৷
46 আর এরা চিরকালের শাস্তিতে চলে যাবে, কিন্তু ধার্মিকরা
অনন্ত জীবনে যাবে৷

অধ্যায় 26

1 যীশু যখন এই সমস্ত কথা শেষ করলেন, তখন তিনি তাঁর
শিষ্যদের বললেন,
2 তোমরা জানো যে দুদিন পর নিস্তারপর্বের উৎসব, আর
মানবপুত্রকে ক্রুশবিদ্ধ করার জন্য ধরিয়ে দেওয়া হবে৷
3 তারপর প্রধান যাজকদের, ব্যবস্থার শিক্ষকদের এবং
লোকদের প্রাচীনদের একত্র করে মহাযাজকের প্রাসাদে,
যাকে কায়াফা বলা হত,
4 তারা যীশুকে কৌশলে ধরে হত্যা করার জন্য পরামর্শ
করল৷
5 কিন্তু তারা বলল, উৎসবের দিনে নয়, পাছে লোকেদের
মধ্যে গোলমাল না হয়৷
6 যীশু যখন বৈথনিয়াতে কুষ্ঠরোগী শিমোনের বাড়িতে
ছিলেন,
7 একজন স্ত্রীলোক তাঁর কাছে এসেছিলেন, যার কাছে
একটি অতি মূল্যবান আতরের বাক্স ছিল এবং তিনি তা তাঁর
মাথায় ঢেলে দিলেন, যখন তিনি খেতে বসেছিলেন৷
8কিন্তু তা দেখে তাঁর শিষ্যরা রেগে গিয়ে বললেন, এই
অপচয় কিসের জন্য?
9 কারণ এই মলম অনেক দামে বিক্রি হয়ে গরীবদের
দেওয়া যেত৷
10 যীশু তা বুঝতে পেরে তাদের বললেন, ' স্ত্রীকে কেন কষ্ট
দিচ্ছ? কারণ সে আমার ওপর একটা ভালো কাজ করেছে৷
11 কারণ গরীবরা সর্বদা তোমাদের সাথে থাকে; কিন্তু আমি
সবসময় না.
12 কারণ সে আমার শরীরে এই মলম ঢেলেছে, আমার
কবর দেওয়ার জন্যই করেছে৷

13 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সারা পৃথিবীতে যেখানেই এই সুসমাচার প্রচার করা হবে, সেখানে এই মহিলা যা করেছে তাও তার স্মরণার্থে বলা হবে৷
14তখন সেই বারো জনের মধ্যে একজন, যাকে যিহূদা ইসকারিওত বলা হয়, প্রধান যাজকদের কাছে গেলেন,
15 তিনি তাদের বললেন, 'তোমরা আমাকে কি দেবে এবং আমি তাকে তোমাদের হাতে তুলে দেব? এবং তারা ত্রিশ রৌপ্য টুকরা জন্য তার সঙ্গে চুক্তি.
16 সেই সময় থেকে সে তাকে ধরিয়ে দেবার সুযোগ খুঁজছিল৷
17 খামিরবিহীন রুটির পর্বের প্রথম দিনে শিষ্যরা যীশুর কাছে এসে বললেন, 'আপনি কোথায় চান যে আমরা আপনার জন্য নিস্তারপর্ব খাওয়ার জন্য প্রস্তুত করব?
18 তখন তিনি বললেন, ' শহরে অমুকের কাছে যাও এবং তাকে বল, গুরু বলছেন, আমার সময় ঘনিয়ে এসেছে৷ আমি আমার শিষ্যদের সঙ্গে তোমার বাড়িতে নিস্তারপর্ব পালন করব৷
19 শিষ্যরা যীশুর মতই কাজ করলেন৷ তারা নিস্তারপর্ব প্রস্তুত করল৷
20 সন্ধ্যা হলে তিনি সেই বারো জনের সঙ্গে বসলেন৷
21 তারা যখন খাচ্ছিল, তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে ধরিয়ে দেবে৷
22 তখন তারা খুবই দুঃখিত হল এবং প্রত্যেকে তাঁকে বলতে লাগল, 'প্রভু, আমিই কি?'
23 উত্তরে তিনি বললেন, যে আমার সঙ্গে থালায় হাত ডুবিয়ে দেবে, সে আমাকে ধরিয়ে দেবে৷
24 মনুষ্যপুত্র যাবেন যেমন তাঁর বিষয়ে লেখা আছে৷ সেই মানুষটির জন্ম না হলে ভালো হতো৷
25তখন যিহূদা, যে তাকে ধরিয়ে দিয়েছিল, সে উত্তর দিয়ে বলল, গুরু, আমিই কি? তিনি তাকে বললেন, তুমি বলেছ।
26 তারা যখন খাচ্ছিল, তখন যীশু রুটি নিয়ে আশীর্বাদ করলেন এবং তা ভেঙ্গে শিষ্যদের দিয়ে বললেন, নাও, খাও৷ এই আমার শরীর.
27 তারপর তিনি পেয়ালাটি নিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে তাদের দিয়ে বললেন, ' তোমরা সবাই এর থেকে পান কর৷
28 কারণ এটি আমার নতুন নিয়মের রক্ত, যা অনেকের পাপের ক্ষমার জন্য প্রবাহিত হয়৷
29 কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, আমি এখন থেকে এই দ্রাক্ষালতার ফল থেকে পান করব না, যতক্ষণ না আমি আমার পিতার রাজ্যে তোমাদের সঙ্গে এটি পান করব৷
30 এবং তারা একটি স্তোত্র গাইলে, তারা জলপাই পাহাড়ে চলে গেলেন৷
31 তখন যীশু তাদের বললেন, ' আজ রাতে আমার জন্য তোমরা সকলে অসন্তুষ্ট হবে৷ কেননা লেখা আছে, আমি রাখালকে আঘাত করব এবং পালের মেষরা ছড়িয়ে পড়বে৷'
32 কিন্তু আমি পুনরুত্থিত হওয়ার পর তোমাদের আগে গালীলে যাব৷
33 পিতর উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, 'যদিও তোমার কারণে সমস্ত মানুষ অসন্তুষ্ট হবে, তবুও আমি কখনও অসন্তুষ্ট হব না৷
34 যীশু তাকে বললেন, আমি তোমাকে সত্যি বলছি, আজ রাতে মোরগ ডাকার আগে তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে৷
35 পিতর তাঁকে বললেন, 'যদিও তোমার সঙ্গে আমার মৃত্যু হয়, তবুও আমি তোমাকে অস্বীকার করব না৷' একইভাবে সব সাহাবীও বলেছেন।
36 তারপর যীশু তাদের সঙ্গে গেৎসেমানী নামক জায়গায় এসে শিষ্যদের বললেন, ' আমি ওদিকে গিয়ে প্রার্থনা করার সময় তোমরা এখানে বসো৷'
37 আর তিনি পিতর ও সিবদিয়ের দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন এবং খুব দুঃখিত ও ভারী হতে লাগলেন।
38 তারপর তিনি তাদের বললেন, ' আমার প্রাণ খুব দুঃখিত, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত;
39 আর একটু এগিয়ে গিয়ে তিনি মুখের উপর উপুড় হয়ে প্রার্থনা করে বললেন, হে আমার পিতা, যদি সম্ভব হয়, এই পানপাত্র আমার কাছ থেকে চলে যাক, তবুও আমার ইচ্ছামত নয়, কিন্তু তোমার ইচ্ছা মত।
40 পরে তিনি শিষ্যদের কাছে এসে তাঁদের ঘুমিয়ে থাকতে দেখে পিতরকে বললেন, ' কী, তুমি আমার সঙ্গে এক ঘণ্টাও জেগে থাকতে পারলে না?
41 জেগে থাক এবং প্রার্থনা কর, যাতে তোমরা প্রলোভনে না পড়ো৷ আত্মা সত্যিই ইচ্ছুক, কিন্তু দেহ দুর্বল৷
42 তিনি আবার দ্বিতীয়বার চলে গেলেন এবং প্রার্থনা করে বললেন, হে আমার পিতা, আমি পান না করলে যদি এই পানপাত্র আমার কাছ থেকে চলে না যায়, তবে আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হবে৷
43 আর তিনি এসে তাদের আবার ঘুমিয়ে দেখতে পেলেন, কারণ তাদের চোখ ভারী হয়ে গিয়েছিল৷
44 তিনি তাদের ছেড়ে আবার চলে গেলেন এবং একই কথা বলে তৃতীয়বার প্রার্থনা করলেন৷
45 এরপর তিনি তাঁর শিষ্যদের কাছে এসে বললেন, ' এখন ঘুমাও এবং বিশ্রাম নাও৷ দেখ, সময় ঘনিয়ে এসেছে, আর মানবপুত্রকে পাপীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে৷'
46 ওঠ, চল আমরা যাই; দেখ, সে আমার কাছে বিশ্বাসঘাতকতা করছে।
47 তিনি যখন কথা বলছিলেন, দেখ, সেই বারো জনের মধ্যে একজন যিহূদা এল, এবং প্রধান যাজক ও লোকদের প্রাচীনদের কাছ থেকে তলোয়ার ও লাঠি হাতে তাঁর সঙ্গে এক বিরাট জনতা৷
48 এখন যে তাকে ধরিয়ে দিয়েছিল সে তাদের একটা চিহ্ন দিয়ে বলল, 'আমি যাকে চুম্বন করব, সে-ই হল, তাকে শক্ত করে ধর৷'
49 সঙ্গে সঙ্গে সে যীশুর কাছে এসে বলল, 'হে গুরু! এবং তাকে চুম্বন.
50 যীশু তাকে বললেন, বন্ধু, তুমি কেন এসেছ? তখন তারা এসে যীশুর গায়ে হাত বুলিয়ে নিয়ে গেল৷
51 আর দেখ, যীশুর সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন তাঁর হাত বাড়িয়ে তলোয়ার বের করে মহাযাজকের এক ভৃত্যকে আঘাত করে তাঁর কান কেটে ফেললেন৷
52 তখন যীশু তাকে বললেন, ' তোমার তলোয়ার তার জায়গায় আবার রাখ, কারণ যারা তলোয়ার নেয় তারা সবাই তরবারির আঘাতে ধ্বংস হবে৷'

53 আপনি কি মনে করেন যে আমি এখন আমার পিতার কাছে প্রার্থনা করতে পারি না, এবং তিনি এখন আমাকে ফেরেশতার বারোটিরও বেশি সৈন্য দেবেন?

54 কিন্তু কি করে শাস্ত্রের কথা পূর্ণ হবে, যে তা অবশ্যই হবে?

55সেই সময়ে যীশু লোকদের উদ্দেশে বললেন, ' তোমরা কি চোরের বিরুদ্ধে তলোয়ার ও লাঠি নিয়ে আমাকে ধরতে এসেছ? আমি প্রতিদিন মন্দিরে তোমাদের সঙ্গে বসে শিক্ষা দিতাম, কিন্তু তোমরা আমাকে ধরলে না।

56 কিন্তু এই সবই করা হয়েছিল যাতে ভাববাদীদের শাস্ত্র পূর্ণ হয়। তখন সমস্ত শিষ্যরা তাঁকে পরিত্যাগ করে পালিয়ে গেল।

57 আর যারা যীশুকে ধরে রেখেছিল, তারা তাঁকে মহাযাজক কায়াফার কাছে নিয়ে গেল, যেখানে ব্যবস্থার শিক্ষকরা ও প্রাচীনরা একত্র হয়েছিল।

58 কিন্তু পিতর অনেক দূর থেকে তাঁকে অনুসরণ করে মহাযাজকের প্রাসাদে গেলেন এবং ভিতরে গিয়ে দাসদের সঙ্গে বসলেন, শেষটা দেখতে।

59 এখন প্রধান যাজকরা, প্রাচীনরা এবং সমস্ত মহাসভা যীশুর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে চাইল, যাতে তাকে হত্যা করা যায়।

60 কিন্তু কেউই খুঁজে পেল না। হ্যাঁ, অনেক মিথ্যা সাক্ষী এসেও কাউকে পেল না। শেষ পর্যন্ত দুজন মিথ্যা সাক্ষী এলো,

61 তিনি বললেন, এই লোকটি বলেছে, আমি ঈশ্বরের মন্দির ধ্বংস করতে এবং তিন দিনের মধ্যে তৈরি করতে পারি।

62 তখন মহাযাজক উঠে তাঁকে বললেন, 'তুমি কি কিছুর জবাব দিচ্ছ না? তোমার বিরুদ্ধে এরা কি সাক্ষ্য দিচ্ছে?

63 কিন্তু যীশু শান্ত হলেন। তখন মহাযাজক উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, আমি তোমাকে জীবন্ত ঈশ্বরের নামে শপথ করছি, তুমি আমাদের বল যে তুমি খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র কি না।

64 যীশু তাঁকে বললেন, ' তুমিই বলেছ, তবুও আমি তোমাদের বলছি, এরপর থেকে তোমরা মানবপুত্রকে পরাক্রমের ডানদিকে বসে থাকতে এবং আকাশের মেঘে আসতে দেখবে।

65 তখন মহাযাজক তার কাপড় ছিঁড়ে বললেন, 'তিনি নিন্দা করেছেন। আমাদের আর সাক্ষীর কি দরকার আছে? দেখ, এখন তোমরা তাঁর নিন্দা শুনেছ।

66 আপনি কি মনে করেন? তারা উত্তর দিয়ে বলল, সে মৃত্যুর জন্য দোষী।

67 তারপর তারা তার মুখে থুথু দিল এবং তাকে মারল; এবং অন্যরা তাকে তাদের হাতের তালু দিয়ে আঘাত করেছিল,

68 বললেন, হে খ্রীষ্ট, আমাদের কাছে ভাববাণী বল, কে তোমাকে আঘাত করেছে?

69 তখন পিতর রাজপ্রাসাদে বাইরে বসে ছিলেন, আর একজন মেয়ে তাঁর কাছে এসে বলল, 'তুমিও গালীলের যীশুর সঙ্গে ছিলে।'

70 কিন্তু তিনি তাদের সকলের সামনে অস্বীকার করে বললেন, আপনি কি বলছেন আমি জানি না।

71 তিনি যখন বারান্দায় গেলেন, তখন আর একজন দাসী তাঁকে দেখে সেখানে যারা ছিল তাদের বলল, 'এই লোকটিও নাসরতীয় যীশুর সঙ্গে ছিল।'

72 তিনি আবার শপথ করে অস্বীকার করলেন, আমি লোকটিকে চিনি না।

73 কিছুক্ষণ পর যাঁরা পাশে দাঁড়িয়েছিল তারা তাঁর কাছে এসে পিতরকে বলল, 'নিশ্চয়ই তুমিও তাদের একজন। কেননা তোমার কথা তোমাকে প্রতারিত করে।

74 তারপর সে অভিশাপ দিতে ও শপথ করে বলতে লাগল, আমি সেই লোকটিকে চিনি না। আর সাথে সাথে মোরগ দল।

75 আর পিতরের মনে পড়ল যীশুর সেই কথা, যা তাঁকে বলেছিলেন, 'মোরগ ডাকার আগে তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে।' তখন তিনি বাইরে গিয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন।

অধ্যায় 27

1 যখন ভোর হল, তখন সমস্ত প্রধান যাজক ও লোকদের প্রাচীনরা যীশুকে হত্যা করার জন্য মন্ত্রণা করল।

2 তারা তাঁকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে রাজ্যপাল পন্তিয়াস পীলাতের হাতে তুলে দিল।

3তখন যিহূদা, যে তাকে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, যখন সে দেখল যে তাকে দোষী করা হয়েছে, তখন তিনি অনুতপ্ত হলেন এবং ত্রিশটি রূপোর টুকরো প্রধান যাজকদের ও প্রাচীনদের কাছে নিয়ে আসলেন,

4 এই বলে, আমি পাপ করেছি যে আমি নির্দোষ রক্তের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। তারা বলল, এটা আমাদের কি? আপনি যে দেখুন.

5 আর তিনি রৌপ্যের টুকরোগুলি মন্দিরে ফেলে দিলেন, এবং চলে গেলেন এবং গিয়ে আত্মহত্যা করলেন।

6তখন প্রধান যাজকরা সেই রৌপ্যের টুকরাগুলি লইয়া কহিলেন, ভাণ্ডারে রাখা বিধিসম্মত নয়, কারণ ইহা রক্তের মূল্য।

7 তারা পরামর্শ করল এবং তাদের সাথে কুম্ভকারের ক্ষেত ক্রয় করল, যাতে অপরিচিত লোকদের কবর দেওয়া যায়।

8 সেইজন্য সেই মাঠকে আজ অবধি রক্তের মাঠ বলা হয়।

9 তখন জেরেমি ভাববাদীর দ্বারা যা বলা হয়েছিল তা পূর্ণ হল, এবং তারা ত্রিশটি রূপার টুকরো নিয়েছিল, যার মূল্য ছিল তার মূল্য, ইস্রায়েলীয়রা যাকে মূল্য দিয়েছিল;

10 প্রভু যেমন আমাকে নিযুক্ত করেছিলেন, তেমনি কুম্ভকারের ক্ষেতের জন্য সেগুলো দিয়েছিলেন।

11 তখন যীশু রাজ্যপালের সামনে দাঁড়ালেন, আর রাজ্যপাল তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি ইহুদীদের রাজা?' যীশু তাকে বললেন, ' তুমিই বলো।'

12 আর যখন প্রধান যাজক ও প্রাচীনদের বিরুদ্ধে তাঁকে অভিযুক্ত করা হল, তখন তিনি কিছুই উত্তর দিলেন না।

13 তখন পীলাত তাঁকে বললেন, 'তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না যে তারা তোমার বিরুদ্ধে কত সাক্ষ্য দিচ্ছে?

14 তখন তিনি তাকে উত্তর দিলেন যে, তিনি কোন কথা না বললেন। এতটা যে গভর্নর ব্যাপকভাবে বিস্মিত.

15 এখন সেই ভোজে রাজ্যপাল জনগণের কাছে একজন বন্দীকে মুক্তি দিতে চাইছিলেন, যাকে তারা চাইবে।

16 তখন তাদের কাছে বারাব্বা নামে একজন উল্লেখযোগ্য বন্দী ছিল।

17 তাই তারা একত্রিত হলে পীলাত তাদের বললেন, আমি তোমাদের জন্য কাকে ছেড়ে দেব? বারাব্বা, না যীশু যাকে খ্রীষ্ট বলা হয়?
18 কারণ তিনি জানতেন যে ঈর্ষার জন্য তারা তাকে উদ্ধার করেছে।
19 যখন তিনি বিচারের আসনে বসলেন, তখন তাঁর স্ত্রী তাঁকে এই বলে পাঠালেন, 'ওই ন্যায়পরায়ণ লোকটির সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই, কারণ আমি আজ স্বপ্নে তার জন্য অনেক কষ্ট পেয়েছি।'
20 কিন্তু প্রধান যাজকরা ও প্রাচীনরা জনতাকে বোঝালেন যে তারা বারাব্বাকে জিজ্ঞাসা করুন এবং যীশুকে ধ্বংস করুন।
21 রাজ্যপাল উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, আমি তোমাদের জন্য যে দু'জনকে ছেড়ে দেব, তোমরা কি সেই দু'জনকে ছেড়ে দেবে? তারা বলল, বারাব্বাস।
22 পীলাত তাদের বললেন, 'তাহলে যীশু যাকে খ্রীষ্ট বলা হয় তাকে নিয়ে আমি কি করব? তারা সবাই তাকে বলল, তাকে ক্রুশে দেওয়া হোক।
23 তখন রাজ্যপাল বললেন, কেন, সে কি মন্দ কাজ করেছে? কিন্তু তারা আরও চিৎকার করে বলল, তাকে ক্রুশে দেওয়া হোক।
24 পীলাত যখন দেখলেন যে তিনি কিছুতেই জয়ী হতে পারবেন না, বরং গোলমাল হচ্ছে, তখন তিনি জল নিয়ে জনতার সামনে হাত ধুয়ে বললেন, আমি এই ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির রক্ত থেকে নির্দোষ।
25 তখন সমস্ত লোকের উত্তরে তিনি বললেন, তাঁর রক্ত আমাদের ও আমাদের সন্তানদের ওপর বর্তাবে।
26 তারপর তিনি বারাব্বাকে তাদের কাছে ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং যীশুকে চাবুক মেরে ক্রুশে দেবার জন্য তাঁকে তুলে দিয়েছিলেন।
27 তারপর রাজ্যপালের সৈন্যরা যীশুকে সাধারণ হলের মধ্যে নিয়ে গেল এবং সমস্ত সৈন্যদলকে তাঁর কাছে জড়ো করল।
28 তারা তাকে খুলে ফেলল এবং তাকে একটা লাল রঙের পোশাক পরিয়ে দিল।
29 এবং তারা কাঁটার মুকুট প্রলেপ দিয়ে তা তাঁর মাথায় রাখল এবং তাঁর ডান হাতে একটি নল রাখল। তারা তাঁর সামনে হাঁটু অবনত করে তাঁকে ঠাট্টা করে বলেছিল, হে ইহুদীদের রাজা!
30 তারা তার ওপর থুথু দিল এবং নলটি নিয়ে তার মাথায় আঘাত করল।
31 তারপর তারা তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার পর, তাঁর কাছ থেকে পোশাকটি খুলে ফেলল এবং তাঁর নিজের পোশাক তাঁকে পরিয়ে দিল এবং তাঁকে ক্রুশে দেবার জন্য নিয়ে গেল।
32 তারা যখন বাইরে বের হল, তখন তারা সাইমন নামে কুরিনীর একজন লোককে দেখতে পেল, তাকে তারা তার ক্রুশ বহন করতে বাধ্য করেছিল।
33 এবং যখন তারা গলগথা নামক জায়গায়, অর্থাৎ খুলির জায়গাতে পৌঁছল,
34 তারা তাকে পিত্ত মিশ্রিত ভিনেগার পান করার জন্য দিল, কিন্তু সে তা খেয়ে সে পান করল না।
35 এবং তারা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করল, এবং গুলি ছুঁড়ে তাঁর জামাকাপড় ভাগ করল, যাতে ভাববাদী যে কথা বলেছিলেন তা পূর্ণ হয়, তারা আমার পোশাক তাদের মধ্যে ভাগ করেছিল এবং আমার পোশাকের উপরে তারা গুলি ছুঁড়েছিল।
36 তারা সেখানে বসে তাঁকে দেখছিল।
37 এবং তার মাথার উপরে তার অভিযোগ লেখা ছিল, ইনি ইহুদীদের রাজা যীশু।
38 তখন তাঁর সঙ্গে দু'জন চোরকে ক্রুশে দেওয়া হল, একজনকে ডানদিকে আর একজনকে বাঁ দিকে।
39 আর যাঁরা পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তারা মাথা নাড়তে নাড়তে তাঁকে তিরস্কার করল।
40 আর বললেন, 'তুমি যে মন্দির ধ্বংস করে তিন দিনের মধ্যে বানাও, নিজেকে বাঁচাও।' তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, ক্রুশ থেকে নেমে এসো।
41 একইভাবে প্রধান যাজকেরা, ব্যবস্থার শিক্ষক ও প্রাচীনরা তাঁকে ঠাট্টা করে বললেন,
42 তিনি অন্যদের রক্ষা করেছেন; সে নিজেকে বাঁচাতে পারে না। তিনি যদি ইস্রায়েলের রাজা হন, তবে তিনি এখন ক্রুশ থেকে নেমে আসুন, এবং আমরা তাকে বিশ্বাস করব।
43 সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছিল; সে এখন তাকে উদ্ধার করুক, যদি সে তাকে পায়, কারণ সে বলেছিল, আমি ঈশ্বরের পুত্র।
44 চোরেরাও, যাঁরা তাঁর সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিলেন, তাঁরাও তা তাঁর দাঁতে মেরেছিলেন।
45 এখন ষষ্ঠ প্রহর থেকে নবম ঘন্টা পর্যন্ত সমস্ত দেশে অন্ধকার ছিল।
46 প্রায় নবম ঘণ্টা যীশু জোরে চিৎকার করে বললেন, এলি, এলি, লামা সবাকথানি? অর্থাৎ, হে আমার ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর, কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করলে?
47 যারা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ একথা শুনে বলল, 'এই লোকটি ইলিয়াসকে ডাকছে।'
48 আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের একজন দৌড়ে গিয়ে একটা স্পঞ্জ নিয়ে সিরকায় পূর্ণ করে একটা নলের ওপর রেখে তাকে পান করতে দিল।
49 বাকিরা বলল, যাক, দেখা যাক ইলিয়াস তাকে বাঁচাতে আসবে কি না।
50 যীশু আবার উচ্চস্বরে চিৎকার করে প্রেতাত্মা ত্যাগ করলেন।
51 আর দেখ, মন্দিরের ঘোমটা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত দুই টুকরো হয়ে গেছে; আর পৃথিবী কেঁপে উঠল, আর পাথর ফেটে গেল;
52 আর কবরগুলো খুলে গেল; এবং ঘুমিয়ে থাকা সাধুদের অনেক মৃতদেহ উঠল,
53 এবং তাঁর পুনরুত্থানের পরে কবর থেকে বেরিয়ে এসে পবিত্র শহরে গিয়ে অনেকের কাছে দেখা দিলেন।
54 সেনাপতি ও তাঁর সংগে যাঁরা যীশুকে দেখছিলেন, তারা ভূমিকম্প ও যা ঘটছিল তা দেখে খুব ভয় পেয়ে বললেন, 'সত্যিই ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।'
55 এবং অনেক মহিলা সেখানে দূর থেকে দেখছিলেন, যাঁরা গালীল থেকে যীশুকে অনুসরণ করতেন, তাঁর সেবা করছিলেন।

56 তাদের মধ্যে ছিলেন মরিয়ম মগ্দলীনী, যাকোব ও জোসেসের মা মরিয়ম এবং জেবদিয়ের সন্তানদের মা।
57 সন্ধ্যে হলে অরিমাথিয়ার একজন ধনী লোক এল, যার নাম ইউসুফ, তিনি নিজেও যীশুর শিষ্য ছিলেন।
58 তিনি পীলাতের কাছে গিয়ে যীশুর মৃতদেহের জন্য অনুরোধ করলেন। তারপর পীলাত মৃতদেহ তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।
59আর যোষেফ মৃতদেহটি গ্রহণ করে একটি পরিষ্কার লিনেন কাপড়ে মুড়ে দিলেন।
60 এবং এটি তার নিজের নতুন সমাধিতে রাখলেন, যা তিনি পাথরে খোদাই করেছিলেন। এবং তিনি সমাধির দরজার কাছে একটি বড় পাথর গড়িয়ে দিয়ে চলে গেলেন।
61 সেখানে মরিয়ম ম্যাগডালিন ও অন্য মরিয়ম সমাধির সামনে বসে ছিলেন।
62 আর পরের দিন, অর্থাৎ প্রস্তুতির দিন, প্রধান যাজকরা ও ফরীশীরা পীলাতের কাছে একত্র হলেন।
63 বললেন, মহাশয়, আমাদের মনে আছে যে সেই প্রতারক জীবিত থাকতেই বলেছিল, তিন দিন পর আমি আবার উঠব।
64 তাই আদেশ করুন যে সমাধিটি তৃতীয় দিন পর্যন্ত নিশ্চিত করুন, পাছে তার শিষ্যরা রাতে এসে তাকে চুরি করে নিয়ে যায় এবং লোকদেরকে বলে, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন: তাই শেষের ভুলটি প্রথমটির চেয়ে খারাপ হবে।
65 পীলাত তাদের বললেন, 'তোমাদের হাতে ঘড়ি আছে, যাও, যতটা পারো তা নিশ্চিত করো।'
66 তাই তারা গিয়ে সমাধিটিকে নিশ্চিত করল, পাথরটি সিল করে এবং পাহারা বসিয়ে দিল।

অধ্যায় 28

1 বিশ্রামবার শেষে, সপ্তাহের প্রথম দিন ভোর হতে শুরু করলে, মরিয়ম ম্যাগডালিন ও অন্য মরিয়ম সমাধি দেখতে এলেন।
2 আর দেখ, প্রচণ্ড ভূমিকম্প হল, কারণ প্রভুর ফেরেশতা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিলেন এবং এসে দরজা থেকে পাথরটি সরিয়ে নিয়ে তার ওপর বসলেন।
3তাঁর মুখ বিদ্যুতের মত এবং তাঁর পোশাক তুষার মত সাদা।
4আর তার ভয়ে রক্ষকরা কাঁপতে কাঁপতে মৃত মানুষের মত হয়ে গেল।
5 আর স্বর্গদূত উত্তর দিয়ে মহিলাদের বললেন, 'ভয় পেয়ো না, কারণ আমি জানি তোমরা যীশুকে খুঁজছ, যাকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল।
6 তিনি এখানে নেই, কারণ তিনি যেমন বলেছিলেন, তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন। এসো, প্রভুর শুয়ে থাকা স্থানটি দেখুন।
7 আর তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁর শিষ্যদের বল যে তিনি মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন। আর দেখ, তিনি তোমাদের আগে গালীলে যাচ্ছেন। সেখানে তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে। দেখ, আমি তোমাদের বলেছি।
8 তারা ভয়ে ও মহা আনন্দে কবর থেকে দ্রুত চলে গেল। এবং তাঁর শিষ্যদের কথা আনতে দৌড়ে গেল।
9 তারা যখন তাঁর শিষ্যদের বলতে গেল, তখন যীশু তাদের সঙ্গে দেখা করলেন এবং বললেন, সকলকে অভিনন্দন। তখন তাঁরা এসে তাঁর পা ধরে তাঁকে প্রণাম করলেন।
10 তখন যীশু তাদের বললেন, ' ভয় পেয়ো না, যাও আমার ভাইদের বল যে তারা গালীলে যাবে, সেখানে তারা আমাকে দেখতে পাবে।'
11 তারা যখন যাচ্ছিল, তখন দেখ, কয়েকজন প্রহরী নগরে এসে প্রধান যাজকদের যা যা করা হয়েছে তা দেখাল।
12 এবং যখন তারা প্রবীণদের সাথে জড়ো হয়ে পরামর্শ নিল, তখন তারা সৈন্যদের কাছে প্রচুর টাকা দিল,
13 তিনি বললেন, বলুন, রাতে তাঁর শিষ্যরা এসে তাঁকে চুরি করে নিয়ে গেল যখন আমরা ঘুমাচ্ছিলাম।
14 আর যদি এই কথা গভর্নরের কানে আসে, আমরা তাকে রাজি করিয়ে দেব এবং তোমাকে নিরাপদ করব।
15 তাই তারা সেই টাকা নিয়েছিল এবং তাদের যা শেখানো হয়েছিল তা-ই করল এবং এই কথাটি ইহুদীদের মধ্যে আজ অবধি প্রচলিত আছে।
16 তারপর এগারোজন শিষ্য গালীলে, যীশু তাদের নিযুক্ত করা পাহাড়ে চলে গেলেন।
17 তারা তাঁকে দেখে প্রণাম করল, কিন্তু কেউ কেউ সন্দেহ করল।
18 তখন যীশু এসে তাদের কাছে বললেন, স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হয়েছে।
19 অতএব তোমরা যাও এবং সমস্ত জাতিকে শিক্ষা দাও, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের বাপ্তিস্ম দাও।
20 আমি তোমাদের যা যা আদেশ দিয়েছি তা পালন করতে তাদের শিক্ষা দাও: এবং দেখ, আমি সর্বদা তোমাদের সাথে আছি, এমনকি পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত। আমীন।

মার্কের গসপেল

অধ্যায় 1

1 ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের শুরু;
2 ভাববাদীদের মধ্যে যেমন লেখা আছে, দেখ, আমি তোমার সামনে আমার দূত পাঠাচ্ছি, সে তোমার আগে তোমার পথ প্রস্তুত করবে।
3 প্রান্তরে একজনের কণ্ঠস্বর, প্রভুর পথ প্রস্তুত কর, তাঁর পথ সোজা কর।
4 জন মরুভূমিতে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন এবং পাপের ক্ষমার জন্য অনুতাপের বাপ্তিস্ম প্রচার করেছিলেন।
5 আর যিহূদিয়ার সমস্ত দেশ ও জেরুজালেমের লোকেরা তাঁর কাছে গেল এবং সকলেই তাদের পাপ স্বীকার করে জর্ডান নদীতে তাঁর কাছে বাপ্তিস্ম নিল।
6 আর যোহন উটের লোমের পোশাক পরেছিলেন এবং তাঁর কোমরে চামড়ার কোমর বেঁধেছিলেন। তিনি পঙ্গপাল ও বন্য মধু খেয়েছিলেন;
7 এবং প্রচার করে বললেন, আমার পরে আমার চেয়ে শক্তিশালী একজন আসছেন, যাঁর জুতার ফিতা আমি নিচু করে খোলার যোগ্য নই।
8 আমি তোমাকে জলে বাপ্তিস্ম দিয়েছি, কিন্তু তিনি তোমাকে পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম দেবেন।
9 সেই দিনগুলিতে যীশু গালীলের নাসরত থেকে এসে জর্ডানে যোহনের কাছে বাপ্তিস্ম নিয়েছিলেন।
10 আর জল থেকে উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বর্গ খুলে দেখতে পেলেন এবং ঘুঘুর মত আত্মাকে তাঁর উপরে নেমে আসছেন।
11 আর স্বর্গ থেকে একটি রব এলো, 'তুমি আমার প্রিয় পুত্র, যাঁর প্রতি আমি সন্তুষ্ট।'
12 আর সঙ্গে সঙ্গে আত্মা তাকে মরুভূমিতে নিয়ে গেলেন।
13 আর তিনি মরুভূমিতে চল্লিশ দিন শয়তানের প্রলোভনে ছিলেন। এবং বন্য পশুদের সঙ্গে ছিল; আর ফেরেশতারা তাঁর সেবা করতেন।
14 যোহনকে কারাগারে বন্দী করার পর যীশু ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করে গালীলে এলেন।
15 এবং বলছেন, সময় পূর্ণ হয়েছে, এবং ঈশ্বরের রাজ্য নিকটে: অনুতপ্ত হও এবং সুসমাচারে বিশ্বাস কর।
16 গালীল সাগরের পাশ দিয়ে যাবার সময় তিনি শিমোন ও তাঁর ভাই আন্দ্রিয়কে সমুদ্রে জাল ফেলতে দেখলেন, কারণ তারা জেলে ছিল।
17 যীশু তাদের বললেন, ' তোমরা আমার পিছু পিছু এসো, আমি তোমাদেরকে মানুষের জেলে পরিণত করব।'
18 তারা সঙ্গে সঙ্গে তাদের জাল ফেলে তাঁকে অনুসরণ করল।
19 তারপর সেখান থেকে কিছুদূর এগিয়ে তিনি সিবদিয়ের ছেলে যাকোব ও তাঁর ভাই যোহনকে দেখতে পেলেন, তারাও জাহাজে জাল মেরামত করছেন।
20 তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাদের ডেকে পাঠালেন, আর তারা তাদের পিতা সিবদিয়েকে ভাড়া করা চাকরদের সঙ্গে জাহাজে রেখে যীশুর পিছনে পিছনে চলল।
21 তারা কফরনাহূমে গেল। বিশ্রামবারে তিনি সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-গৃহে প্রবেশ করে শিক্ষা দিতে লাগলেন।
22 আর তারা তাঁর মতবাদে আশ্চর্য হয়ে গেল, কারণ তিনি তাদের শিক্ষা দিতেন একজন কর্তৃত্বের অধিকারী হিসাবে, এবং শিক্ষকদের মত নয়।
23 আর তাদের সমাজ-গৃহে অশুচি আত্মায় একজন লোক ছিল। এবং তিনি চিৎকার করে বললেন,
24 বললেন, আমাদের একা থাকতে দাও; হে নাসরতের যীশু, তোমার সাথে আমাদের কি সম্পর্ক? তুমি কি আমাদের ধ্বংস করতে এসেছ? আমি তোমাকে জানি তুমি কে, ঈশ্বরের পবিত্রতম।
25 তখন যীশু তাকে ধমক দিয়ে বললেন, চুপ করে থাক, তার মধ্য থেকে বের হয়ে যাও।
26 আর সেই অশুচি আত্মা যখন তাকে ছিঁড়ে ফেলল এবং জোরে চিৎকার করে তখন সে তার মধ্য থেকে বেরিয়ে এল।
27তখন সকলে আশ্চর্য হইয়া গেল, এতক্ষণ পরস্পর জিজ্ঞাসা করিল, এ কি জিনিস? এটা কি নতুন মতবাদ? কারণ তিনি কর্তৃত্বের সাথে এমনকী অশুচি আত্মাদেরও আদেশ দেন, আর তারা তাঁর কথা মেনে চলে।
28 আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর খ্যাতি গালীলের চারপাশের সমস্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল।
29 তখনই তাঁরা সমাজ-গৃহ থেকে বের হয়ে যাকোব ও য়োহনের সঙ্গে শিমোন ও আন্দ্রিয়র বাড়িতে প্রবেশ করলেন।
30 কিন্তু শিমোনের স্ত্রীর মা জ্বরে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, আর তারা তাকে তার কথা বলল।
31 তখন তিনি এসে তার হাত ধরে তাকে তুলে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার জ্বর চলে গেল এবং সে তাদের সেবা করতে লাগল।
32 সন্ধ্যাবেলায় সূর্য অস্ত যাওয়ার পর, যাঁরা রোগাক্রান্ত ছিল এবং যাদের ভূতগ্রস্ত ছিল তাদের সকলকে তাঁর কাছে নিয়ে এল।
33 আর সমস্ত শহর দরজার কাছে জড়ো হল।
34 এবং তিনি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত অনেককে সুস্থ করলেন এবং অনেক ভূত তাড়িয়ে দিলেন। এবং শয়তানদের কথা বলতে দেয়নি, কারণ তারা তাকে চিনত।
35পরে সকালবেলা, দিনের অনেক আগে ঘুম থেকে উঠে তিনি বাইরে গিয়ে এক নির্জন জায়গায় চলে গেলেন এবং সেখানে প্রার্থনা করলেন।
36 শিমোন ও তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে অনুসরণ করল।
37 তারা তাকে খুঁজে পেয়ে বলল, 'সবাই তোমাকে খুঁজছে।'
38 তখন তিনি তাদের বললেন, ' চল আমরা পরের শহরগুলিতে যাই, আমি সেখানেও প্রচার করতে পারি। তাই আমি এসেছি।'
39 এবং তিনি সমস্ত গালীল জুড়ে তাদের সমাজগৃহে প্রচার করতেন এবং ভূত তাড়াতেন।
40 তখন একজন কুষ্ঠরোগী তাঁর কাছে এসে তাঁর কাছে নতজানু হয়ে তাঁকে মিনতি করে বলল, 'তুমি চাইলে আমাকে শুচি করতে পারবে।'
41 তখন যীশু করুণার সাথে তাঁর হাত বাড়িয়ে তাঁকে স্পর্শ করে বললেন, আমি চাই; তুমি পরিষ্কার হও।
42 সে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তার থেকে কুষ্ঠরোগ চলে গেল এবং সে সুস্থ হল।
43 তিনি তাকে কড়াকড়ি দিয়ে তৎক্ষণাৎ বিদায় দিলেন।

44 তিনি তাঁকে বললেন, দেখ, কাউকে কিছু বলবেন না, কিন্তু যাও, যাজকের কাছে নিজেকে দেখাও এবং মূসা যা আদেশ দিয়েছিলেন, সেই সব জিনিস তোমার শুচি করার জন্য উৎসর্গ কর, যেন তাদের কাছে সাক্ষ্য হয়।
45 কিন্তু তিনি বাইরে গিয়ে অনেক কিছু প্রকাশ করতে লাগলেন, এবং বিষয়টা এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন যে, যীশু আর প্রকাশ্যে শহরে প্রবেশ করতে পারলেন না, কিন্তু নির্জন জায়গায় ছিলেন।

অধ্যায় 2

1 কিছু দিন পর তিনি আবার কফরনাহূমে প্রবেশ করলেন। এবং শব্দ হল যে তিনি বাড়িতে আছেন।
2 এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোক একত্রিত হল, এতটা যে তাদের গ্রহণ করার মতো জায়গা ছিল না, না, দরজার আশেপাশে এতটাও ছিল না: এবং তিনি তাদের কাছে বাক্য প্রচার করলেন।
3 আর তারা তাঁর কাছে এল, একজন পক্ষাঘাতগ্রস্তকে নিয়ে এল, যার চারজন ছিল।
4 আর যখন তারা প্রেসের জন্য তাঁর কাছে আসতে পারল না, তখন তারা যেখানে সে ছিল তার ছাদটা খুলে ফেলল; এবং সেটা ভেঙ্গে ফেলে সেই পলসি রোগীর বিছানাটা নামিয়ে দিল।
5 যীশু তাদের বিশ্বাস দেখে সেই পক্ষাঘাতগ্রস্তকে বললেন, ' বাছা, তোমার পাপ ক্ষমা করা হল।'
6কিন্তু সেখানে কয়েকজন ব্যবস্থার শিক্ষক বসেছিলেন এবং মনে মনে ভাবছিলেন,
7 এই লোকটি কেন এইভাবে নিন্দার কথা বলে? একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া কে পাপ ক্ষমা করতে পারে?
8 যীশু যখন তাঁর আত্মায় বুঝতে পারলেন যে তারা নিজেদের মধ্যে এতটা যুক্তি করছে, তখন তিনি তাদের বললেন, কেন তোমরা এইসব কথা মনে মনে ভাবছ?
9 পক্ষাঘাতগ্রস্তকে বলা সহজ কি না, তোমার পাপ ক্ষমা করা হল; নাকি বলবে, উঠো, তোমার বিছানা তুলে নিয়ে হেঁটে যাও?
10 কিন্তু যাতে তোমরা জানতে পার যে মানবপুত্রের পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা পৃথিবীতে আছে, (তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্তকে বললেন,)
11 আমি তোমাকে বলছি, উঠো, তোমার বিছানা তুলে নিয়ে তোমার ঘরে যাও।
12 আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে বিছানা তুলে নিলেন এবং সবার সামনে এগিয়ে গেলেন। এতটা যে তারা সবাই অবাক হয়ে গেল এবং ঈশ্বরের গৌরব করে বলল, আমরা কখনও এই রূপ দেখিনি।
13 আর তিনি আবার সমুদ্রের ধারে চলে গেলেন; আর সমস্ত লোক তাঁর কাছে গেল এবং তিনি তাদের শিক্ষা দিলেন।
14 তিনি যখন পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি আলফিয়ের ছেলে লেবিকে শুল্কের রসিদে বসে থাকতে দেখলেন এবং তাঁকে বললেন, আমাকে অনুসরণ কর। আর সে উঠে তাকে অনুসরণ করল।
15 আর এমন হল যে, যীশু যখন তাঁর বাড়িতে খেতে বসেছিলেন, তখন অনেক কর আদায়কারী ও পাপীও যীশু ও তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে বসেছিলেন।
16 তখন ব্যবস্থার শিক্ষকরা ও ফরীশীরা তাঁকে কর আদায়কারী ও পাপীদের সঙ্গে খেতে দেখে তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'তিনি কর আদায়কারী ও পাপীদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেন কি করে?
17 যীশু একথা শুনে তাঁদের বললেন, ' যারা সুস্থ আছে তাদের চিকিৎসকের প্রয়োজন নেই, কিন্তু যাঁরা অসুস্থ।'
18 আর যোহনের শিষ্যরা ও ফরীশীরা উপোস করতেন, আর তাঁরা এসে তাঁকে বললেন, যোহনের শিষ্যরা ও ফরীশীরা উপোস করে, কিন্তু আপনার শিষ্যরা উপোস করে না কেন?
19 যীশু তাদের বললেন, বর তাদের সঙ্গে থাকাকালীন বরের ছেলেমেয়েরা কি উপবাস করতে পারে? যতক্ষণ তাদের সঙ্গে বর থাকবে ততক্ষণ তারা উপবাস করতে পারবে না।
20 কিন্তু এমন দিন আসবে যখন বরকে তাদের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেই দিনগুলিতে তারা উপবাস করবে।
21 কেউ পুরানো কাপড়ের উপর নতুন কাপড়ের টুকরো সেলাই করে না; অন্যথায় যে নতুন কাপড়টি পূর্ণ হয় তা পুরানো থেকে কেড়ে নেয় এবং খাঁজ আরও খারাপ হয়।
22 আর কেউ পুরানো বোতলে নতুন দ্রাক্ষারস রাখে না; অন্যথায় নতুন দ্রাক্ষারস বোতলগুলিকে ফেটে যায়, এবং দ্রাক্ষারস ছিটকে যায় এবং বোতলগুলি নষ্ট হয়ে যায়, তবে নতুন মদ নতুন বোতলে রাখতে হবে।
23 বিশ্রামবারে তিনি শস্যক্ষেতের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। আর তাঁর শিষ্যরা যেতে যেতে শস্যের কান ছিঁড়তে লাগলেন।
24 ফরীশীরা তাঁকে বলল, 'দেখুন, বিশ্রামবারে যা বিধিসম্মত নয় তা কেন করে?
25 তখন তিনি তাদের বললেন, ' দাউদ এবং তাঁর সঙ্গীরা ক্ষুধার্ত অবস্থায় কি করেছিলেন, তা কি তোমরা কখনও পড়নি?
26 মহাযাজক অবিয়াথরের সময়ে তিনি কীভাবে ঈশ্বরের গৃহে গিয়েছিলেন এবং সেই শোভা রুটি খেয়েছিলেন, যা যাজকদের জন্য খাওয়া বৈধ নয়, এবং যাঁরা তাঁর সঙ্গে ছিল তাদেরও দিয়েছিলেন?
27 তিনি তাদের বললেন, ' বিশ্রামবার মানুষের জন্য তৈরি হয়েছে, মানুষ বিশ্রামবারের জন্য নয়।
28 তাই মনুষ্যপুত্র বিশ্রামবারেরও প্রভু।

অধ্যায় 3

1 তারপর তিনি আবার সমাজগৃহে প্রবেশ করলেন। সেখানে একজন লোক ছিল যার হাত শুকিয়ে গিয়েছিল।
2 বিশ্রামবারে তিনি তাকে সুস্থ করবেন কি না, তা তারা দেখছিলেন। যাতে তারা তাকে অভিযুক্ত করতে পারে।
3 আর তিনি শুষ্ক হাতের লোকটিকে বললেন, দাঁড়াও।
4 তিনি তাদের বললেন, ' বিশ্রামবারে ভাল করা কি বিধিসম্মত, না মন্দ করা? জীবন বাঁচাতে, নাকি হত্যা করতে? কিন্তু তারা তাদের শান্ত ছিল।

5 আর তিনি যখন তাদের চারপাশে রাগের চোখে তাকালেন,
তাদের হৃদয়ের কঠোরতার জন্য দুঃখ পেয়ে তিনি
লোকটিকে বললেন, তোমার হাত বাড়াও৷ এবং তিনি তা
প্রসারিত করলেন: এবং তার হাত অন্য হাতের মতো সুস্থ
হয়ে উঠল৷
6 তখন ফরীশীরা এগিয়ে গিয়ে হেরোদীয়দের সঙ্গে তাঁর
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করল, কীভাবে তাঁকে ধ্বংস করা যায়৷
7কিন্তু যীশু তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে সমুদ্রের ধারে চলে গেলেন,
এবং গালীল ও যিহূদিয়া থেকে এক বিরাট জনতা তাঁকে
অনুসরণ করল৷
8 আর জেরুজালেম থেকে, ইদুমায় থেকে এবং জর্ডানের
ওপার থেকে; তারা সোর ও সীডন অঞ্চলে অনেক বড়
লোকের কথা শুনে যীশুর কাছে আসল৷
9 আর তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, ভীড়ের কারণে একটি
ছোট জাহাজ তাঁর জন্য অপেক্ষা করুক, পাছে তারা তাঁকে
ভিড় না করে৷
10 কারণ তিনি অনেককে সুস্থ করেছিলেন; এতটাই যে
তারা তাকে স্পর্শ করার জন্য চাপ দিয়েছিল, যতজন প্লেগ
ছিল।
11 আর অশুচি আত্মারা তাঁকে দেখে তাঁর সামনে লুটিয়ে
পড়ল এবং চিৎকার করে বলল, তুমি ঈশ্বরের পুত্র৷
12 আর তিনি তাদের কঠোরভাবে নির্দেশ দিলেন যে, তারা
যেন তাঁকে প্রকাশ না করে।
13 আর তিনি একটি পাহাড়ে উঠে যাকে ইচ্ছা তাঁকে
ডাকলেন৷ তারা তাঁর কাছে এল৷
14 আর তিনি বারোজনকে নিযুক্ত করলেন, যেন তারা তাঁর
সঙ্গে থাকে এবং তিনি যেন তাদের প্রচার করতে পাঠান৷
15 এবং অসুস্থতা নিরাময় করার এবং শয়তানদের
তাড়ানোর ক্ষমতা রয়েছে:
16 আর শিমোন নাম রাখলেন পিতর;
17 সিবদিয়ের ছেলে যাকোব ও যাকোবের ভাই যোহন; এবং
তিনি তাদের উপাধি দিলেন বোয়ানর্গেস, যা হল, বজ্রের
পুত্র।
18 এবং আন্দ্রিয়, ফিলিপ, বার্থলোমিউ, এবং ম্যাথু, এবং
থমাস, এবং আলফাইয়ের পুত্র জেমস, এবং থাদ্দায়ুস এবং
কেনানীয় শিমোন,
19 এবং যিহূদা ইসকরিওত, যে তাকে ধরিয়ে দিয়েছিল, এবং
তারা একটি বাড়িতে গেল৷
20 আর ভীড় আবার একত্র হল, যাতে তারা রুটি খেতে
পারল না৷
21 তাঁহার বন্ধুরা এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে ধরতে বাহির
হইয়া গেল;
22 আর জেরুজালেম থেকে নেমে আসা ব্যবস্থার
শিক্ষকেরা বললেন, 'তাঁর কাছে বেলজেবুব আছে, আর
তিনি ভূতদের রাজপুত্রের দ্বারা ভূত তাড়ান৷'
23 তখন তিনি তাদের কাছে ডেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে বললেন,
শয়তান কিভাবে শয়তানকে তাড়িয়ে দিতে পারে?
24 আর যদি একটা রাজ্য নিজের বিরুদ্ধে ভাগ হয়ে যায়,
সেই রাজ্য টিকতে পারে না।
25 আর যদি একটি ঘর নিজেদের বিরুদ্ধে ভাগ হয়ে যায়,
তবে সেই ঘর টিকতে পারে না৷
26 আর শয়তান যদি নিজের বিরুদ্ধে উঠে বিভক্ত হয়, তবে
সে দাঁড়াতে পারবে না, কিন্তু তার শেষ আছে৷
27 কেউ একজন শক্তিশালী লোকের বাড়িতে ঢুকে তার
জিনিসপত্র লুট করতে পারে না, যদি সে শক্তিশালী
লোকটিকে প্রথমে বেঁধে না রাখে; এবং তারপর সে তার ঘর
লুট করবে।
28 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, মনুষ্য-সন্তানদের কাছে
সমস্ত পাপ ক্ষমা করা হবে, এবং তারা যেভাবেই নিন্দা
করবে সেইভাবেই নিন্দা করা হবে৷
29 কিন্তু যে ব্যক্তি পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে নিন্দা করবে সে
কখনোই ক্ষমা পাবে না, কিন্তু অনন্ত শাস্তির ঝুঁকিতে
রয়েছে:
30 কারণ তারা বলেছিল, তার মধ্যে অশুচি আত্মা আছে৷
31 তখন তাঁর ভাই ও তাঁর মা সেখানে এসে বাইরে দাঁড়িয়ে
তাঁকে ডেকে পাঠালেন৷
32 তখন লোকে তাঁর চারপাশে বসেছিল এবং তাঁকে বলল,
'দেখ, তোমার মা ও ভাইয়েরা তোমাকে খুঁজছে না৷'
33 তখন তিনি তাদের বললেন, কে আমার মা, না আমার
ভাইয়েরা?
34 আর যাঁরা তাঁর চারপাশে বসেছিলেন তাদের দিকে তিনি
চারদিকে তাকিয়ে বললেন, দেখ আমার মা ও আমার
ভাইয়েরা!
35 কারণ যে কেউ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে, সে আমার
ভাই, আমার বোন এবং মা৷

অধ্যায় 4

1 পরে তিনি আবার সমুদ্রের ধারে শিক্ষা দিতে লাগলেন;
আর সেখানে অনেক লোক তাঁর কাছে জড়ো হল, যাতে
তিনি একটি জাহাজে উঠে সমুদ্রে বসলেন৷ সমস্ত লোক
সমুদ্রের ধারে স্থলে ছিল৷
2 এবং তিনি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তাদের অনেক কিছু
শিখিয়েছিলেন, এবং তাদের কাছে তাঁর মতবাদে বলেছিলেন,
3 শোন; দেখ, একজন বীজ বপন করতে বের হল:
4 সে যখন বীজ বপন করছিল, তখন কিছু পথের ধারে
পড়ল, আর আকাশের পাখিরা এসে তা খেয়ে ফেলল৷
5 আর কিছু পাথরের মাটিতে পড়ল, যেখানে খুব বেশি মাটি
ছিল না৷ এবং সঙ্গে সঙ্গে তা ফুটে উঠল, কারণ এর মাটির
গভীরতা ছিল না।
6 কিন্তু সূর্য উঠলে তা ঝলসে গেল; আর শিকড় না থাকায়
তা শুকিয়ে গেল।
7 এবং কিছু কাঁটাঝোপের মধ্যে পড়ল, এবং কাঁটাগুলি বড়
হয়ে তা দম বন্ধ করে দিল এবং তাতে কোন ফল হল না৷
8 এবং অন্যগুলি ভাল জমিতে পড়ল এবং ফল ধরে
যেগুলি গজিয়ে উঠল এবং বৃদ্ধি পেল৷ এবং কেউ ত্রিশ,
কেউ ষাট এবং কেউ একশত বের করে আনল।
9 তিনি তাদের বললেন, যার শোনার কান আছে সে শুনুক৷
10 তিনি যখন একা ছিলেন, তখন সেই বারোজন শিষ্যের
সঙ্গে যাঁরা তাঁর আশেপাশে ছিলেন, তাঁরা তাঁকে দৃষ্টান্তটি
জিজ্ঞাসা করলেন৷
11 এবং তিনি তাদের বললেন, ঈশ্বরের রাজ্যের রহস্য
জানার জন্য তোমাদের দেওয়া হয়েছে, কিন্তু যারা বাইরে
আছে তাদের কাছে এই সমস্ত ঘটনা দৃষ্টান্তে করা হয়েছে৷
12 যাতে তারা দেখতে পায়, কিন্তু বুঝতে না পারে; এবং
তারা শুনতে শুনতে শুনতে পারে, কিন্তু বুঝতে পারে না;

পাছে যে কোন সময় তারা ধর্মান্তরিত হবে, এবং তাদের
পাপ তাদের ক্ষমা করা হবে.
13 তিনি তাদের বললেন, ' তোমরা কি এই দৃষ্টান্তটি জান না?
তাহলে কিভাবে তোমরা সমস্ত দৃষ্টান্ত জানবে?
14 বীজ বপনকারী শব্দ বপন করে।
15 আর এরা সেই পথের ধারে, যেখানে বাক্য বপন করা
হয়েছে৷ কিন্তু যখন তারা শুনল, তখনই শয়তান এসে
তাদের অন্তরে যে বাক্য বপন করেছিল তা কেড়ে নিয়ে
গেল৷
16 আর এগুলিও একইভাবে পাথরের মাটিতে বপন করা
হয়৷ যাঁরা বাক্য শুনলে সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে তা গ্রহণ
করেন৷
17 এবং নিজেদের মধ্যে কোন শিকড় নেই, এবং তাই কিছু
সময়ের জন্য সহ্য করে: পরে, যখন শব্দের জন্য কষ্ট বা
তাড়না দেখা দেয়, তখনই তারা বিরক্ত হয়।
18 আর এরা হল কাঁটাঝোপের মধ্যে বপন করা; যেমন শব্দ
শোনা,
19 আর এই জগতের চিন্তা, ধন-সম্পদের ছলনা, এবং
অন্যান্য জিনিসের লালসা শব্দকে শ্বাসরোধ করে এবং তা
নিষ্ফল হয়৷
20 আর এগুলিই ভাল জমিতে বপন করা হয়৷ যেমন বাক্য
শুনে, গ্রহণ করে এবং ফল দেয়, কেউ ত্রিশগুণ, কেউ ষাট
গুণ, কেউ শতগুণ।
21 তখন তিনি তাদের বললেন, একটি মোমবাতি কি
ঝোপের নীচে বা খাটের নীচে রাখতে হবে? এবং একটি
মোমবাতি উপর সেট করা হবে না?
22 কারণ এমন কিছু লুকানো নেই যা প্রকাশ পাবে না৷
কোন জিনিস গোপন রাখা হয় নি, কিন্তু এটা বিদেশে আসা
উচিত.
23 যদি কারো শোনার কান থাকে, সে শুনুক৷
24 তখন তিনি তাদের বললেন, ' তোমরা যা শুনছ তাতে
মনোযোগ দাও৷ যে মাপে তোমরা মাপবে, সেই মাপে
তোমাদের কাছে মাপা হবে৷
25 কারণ যার আছে, তাকে দেওয়া হবে, আর যার নেই, তার
যা আছে তাও কেড়ে নেওয়া হবে৷
26 তিনি বললেন, ' ঈশ্বরের রাজ্যও এমন, যেন একজন
মানুষ মাটিতে বীজ ফেলে৷
27 এবং ঘুমাবে, এবং রাত দিন জেগে উঠবে, এবং বীজ
বসন্ত ও বেড়ে উঠবে, সে জানে না কিভাবে।
28 কারণ পৃথিবী নিজের থেকে ফল দেয়; প্রথমে ব্লেড,
তারপর কান, তারপর কানে পুরো ভুট্টা।
29 কিন্তু ফল উঠলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাস্তে লাগান, কারণ
ফসল কাটার সময় এসেছে৷
30 তিনি বললেন, ঈশ্বরের রাজ্যের তুলনা আমরা কোথায়
করব? বা কিসের সাথে তুলনা করব?
31 এটা সরিষার দানার মতো, যেটি যখন পৃথিবীতে বপন
করা হয়, তখন পৃথিবীর সমস্ত বীজের চেয়ে কম হয়:
32 কিন্তু যখন তা বপন করা হয়, তখন তা বড় হয় এবং
সমস্ত ভেষজ উদ্ভিদের চেয়ে বড় হয় এবং বড় বড় ডাল
বের করে৷ যাতে বাতাসের পাখিরা এর ছায়ার নিচে অবস্থান
করতে পারে।
33 এইরকম অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি তাদের কাছে সেই
বাক্য বললেন, যেন তারা তা শুনতে পায়৷
34 কিন্তু দৃষ্টান্ত ব্যতীত তিনি তাদের সাথে কথা বলতেন না;
তারা যখন একা ছিলেন, তখন তিনি তাঁর শিষ্যদের কাছে
সমস্ত কিছু ব্যাখ্যা করলেন৷
35 সেই দিন সন্ধ্যা হলে তিনি তাদের বললেন, ' চল আমরা
ওপারে যাই৷'
36 তারা লোকদের বিদায় করে জাহাজে থাকা অবস্থায়
তাঁকে নিয়ে গেল৷ এবং তার সঙ্গে অন্যান্য ছোট জাহাজ
ছিল.
37 তখন প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া উঠল এবং ঢেউগুলো
জাহাজে এমনভাবে আঘাত করল যে জাহাজটি এখন
পরিপূর্ণ হয়ে গেল।
38 আর তিনি জাহাজের পিছনের অংশে বালিশে ঘুমিয়ে
ছিলেন৷ তারা তাঁকে জাগিয়ে বলল, গুরু, আপনি কি চিন্তা
করেন না যে আমরা মারা যাচ্ছি?
39 তখন তিনি উঠে বাতাসকে ধমক দিয়ে সমুদ্রকে বললেন,
শান্ত হও। এবং বাতাস থেমে গেল, এবং একটি মহান শান্ত
ছিল.
40 তিনি তাদের বললেন, ' তোমরা এত ভয় পাচ্ছ কেন?
তোমাদের বিশ্বাস নেই কি করে?
41 তারা খুব ভয় পেয়ে একে অপরকে বলল, 'এ কেমন
মানুষ যে বাতাস ও সমুদ্রও তার কথা মেনে চলে?'

অধ্যায় 5

1 আর তারা সাগরের ওপারে গদারেনদের দেশে এলো৷
2যখন তিনি জাহাজ থেকে নামলেন, তখনই কবর থেকে
বের হয়ে অশুচি আত্মায় একজন লোক তাঁর সঙ্গে দেখা
করলেন৷
3 কবরের মধ্যে তাঁর বাস ছিল; এবং কেউ তাকে বেঁধে
রাখতে পারে না, না, শিকল দিয়ে নয়।
4 কারণ তাকে প্রায়শই বেড়ি ও শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হত,
এবং শিকলগুলো তার দ্বারা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল, এবং
বেড়িগুলো টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল, কেউ তাকে বশে
রাখতে পারেনি।
5 এবং সর্বদা, রাত দিন, তিনি পাহাড়ে এবং সমাধিতে
ছিলেন, কাঁদতেন এবং পাথর দিয়ে নিজেকে কেটে
ফেলতেন৷
6কিন্তু দূর থেকে যীশুকে দেখে দৌড়ে গিয়ে তাঁকে প্রণাম
করলেন।
7 আর উচ্চস্বরে চিৎকার করে বললেন, হে যীশু, তুমি
পরমেশ্বর ঈশ্বরের পুত্র, তোমার সাথে আমার কি সম্পর্ক?
আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, তুমি আমাকে
কষ্ট দিও না।
8 কারণ তিনি তাকে বললেন, ' হে অশুচি আত্মা, লোকটির
মধ্য থেকে বেরিয়ে এসো৷'
9 তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি? উত্তরে
তিনি বললেন, আমার নাম সৈন্যদল, কারণ আমরা অনেক৷
10 তিনি তাঁকে অনেক অনুরোধ করলেন যেন তিনি তাদের
দেশের বাইরে না পাঠান৷
11 তখন পাহাড়ের কাছে শুয়োরের পাল চরছিল৷
12 তখন সমস্ত শয়তান তাঁকে অনুনয় করে বলল,
'আমাদেরকে শুয়োরের মধ্যে পাঠান, আমরা তাদের মধ্যে
প্রবেশ করতে পারি৷'

13 যীশু সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিদায় দিলেন৷ আর অশুচি আত্মারা বেরিয়ে গিয়ে শুয়োরের মধ্যে ঢুকে পড়ল৷ এবং সেই পালটি প্রচণ্ড জোরে দৌড়ে সমুদ্রের খাড়া জায়গা থেকে নেমে গেল, (তারা প্রায় দুই হাজার;) এবং সমুদ্রে দম বন্ধ হয়ে গেল৷
14যারা শুয়োরকে চরছিল, তারা পালিয়ে গিয়ে নগরে ও গ্রামে খবর দিল৷ এবং তারা কি করা হয়েছিল তা দেখতে বেরিয়ে গেল৷
15 আর তাঁরা যীশুর কাছে এসে তাঁকে দেখলেন, যাকে শয়তান গ্রাস করা হয়েছিল, এবং সে বসে আছে, পোশাক পরেছিল এবং তার ঠিক মনে ছিল৷ তারা ভয় পেয়ে গেল৷
16 আর যাঁরা তা দেখেছিল, তারা শয়তানে ভুগছিল এবং শূকরের বিষয়েও তাদের কেমন হয়েছিল তা জানাল৷
17 আর তারা তাঁকে তাদের উপকূল থেকে চলে যাওয়ার জন্য প্রার্থনা করতে লাগল৷
18যখন তিনি জাহাজে উঠলেন, তখন যাকে শয়তান পাকড়াও করেছিল সে তাকে প্রার্থনা করল যেন সে তার সঙ্গে থাকে৷
19 তবুও যীশু তাকে সহ্য করলেন না, বরং বললেন, ' তোমার বন্ধুদের কাছে বাড়ি যাও এবং প্রভু তোমার জন্য কত বড় কাজ করেছেন এবং তোমার প্রতি করুণা করেছেন তা তাদের বল৷'
20 এবং তিনি চলে গেলেন এবং ডেকাপলিসে প্রকাশ করতে লাগলেন যে যীশু তাঁর জন্য কত মহান কাজ করেছিলেন: এবং সমস্ত লোক আশ্চর্য হয়ে গেল৷
21 যীশুকে আবার জাহাজে করে ওপারে নিয়ে যাওয়া হলে অনেক লোক তাঁর কাছে জড়ো হল, আর তিনি সমুদ্রের কাছে ছিলেন৷
22 আর দেখ, সমাজ-গৃহের শাসনকর্তাদের মধ্যে একজন আসে, যার নাম জায়রস৷ এবং তাকে দেখে সে তার পায়ের কাছে পড়ে গেল,
23 এবং তাকে খুব বিনীতভাবে অনুরোধ করে বললেন, আমার ছোট মেয়েটি মৃত্যুকালে শুয়ে আছে৷ এবং সে বাঁচবে।
24 যীশু তাঁর সঙ্গে গেলেন৷ এবং অনেক লোক তাকে অনুসরণ করল এবং তাকে ভিড় করল৷
25 আর একজন মহিলার বারো বছর ধরে রক্তের সমস্যা ছিল৷
26 এবং অনেক চিকিত্সকের অনেক কষ্ট সহ্য করেছিলেন, এবং তার যা কিছু ছিল তা ব্যয় করেছিলেন, এবং কিছুই ভাল হয়নি, বরং আরও খারাপ হয়েছিল।
27 যীশুর কথা শুনে পিছন থেকে প্রেসে এসে তাঁর পোশাক স্পর্শ করলেন৷
28 কারণ সে বলল, আমি যদি তার কাপড় ছাড়া ছুঁতে পারি, তবে আমি সুস্থ হয়ে যাব৷
29 আর সঙ্গে সঙ্গে তার রক্তের ফোয়ারা শুকিয়ে গেল; এবং সে তার শরীরে অনুভব করেছিল যে সে সেই প্লেগ থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছে।
30 যীশু তখনই নিজের মধ্যে বুঝতে পেরেছিলেন যে তার মধ্যে থেকে সদগুণ বেরিয়ে গেছে, তিনি তাকে প্রেসের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন, কে আমার কাপড় ছুঁয়েছে?
31 তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বললেন, 'তুমি দেখতে পাচ্ছ যে অনেক লোক তোমার ভিড় করছে, আর তুমি কি বলছ, কে আমাকে স্পর্শ করেছে?
32 যে এই কাজ করেছে তাকে দেখার জন্য তিনি চারদিকে তাকালেন৷
33কিন্তু সেই স্ত্রীলোকটি ভয়ে ও কাঁপতে কাঁপতে তার মধ্যে কি হয়েছে তা জেনে এসে তাঁর সামনে লুটিয়ে পড়ল এবং তাঁকে সমস্ত সত্য বলল৷
34 তিনি তাকে বললেন, ' মেয়ে, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করেছে৷ শান্তিতে যাও এবং তোমার মহামারী থেকে সম্পূর্ণ হও।
35 তিনি যখন কথা বলছিলেন, তখন সমাজ-গৃহের শাসনকর্তার বাড়ী থেকে একজন এসে বললেন, 'আপনার মেয়ে মারা গেছে, কেন আপনি গুরুকে আর কষ্ট দিচ্ছেন?'
36 যীশু সেই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-গৃহের নেতাকে বললেন, ভয় পেয়ো না, শুধু বিশ্বাস কর৷
37 আর তিনি পিতর, যাকোব এবং যাকোবের ভাই যোহন ছাড়া আর কাউকে তাঁর অনুসরণ করতে দিলেন না৷
38 আর তিনি সমাজ-গৃহের শাসনকর্তার বাড়িতে এসে গণ্ডগোল দেখতে পেলেন, এবং যারা খুব কাঁদছিল ও হাহাকার করছিল।
39 পরে তিনি ভিতরে এসে তাদের বললেন, ' তোমরা কেন কাঁদছ? মেয়েটি মরেনি, কিন্তু ঘুমিয়ে আছে৷
40 আর তারা তাকে উপহাস করতে হাসল৷ কিন্তু সে তাদের সবাইকে বের করে দিয়ে মেয়েটির বাবা ও মাকে এবং তার সাথে যারা ছিল তাদের নিয়ে মেয়েটি যেখানে শুয়েছিল সেখানে প্রবেশ করল৷
41 তখন তিনি মেয়েটির হাত ধরে তাকে বললেন, তালিথা কুমি; যার অর্থ হচ্ছে, ড্যামসেল, আমি তোমাকে বলছি, উঠুন৷
42 মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে উঠে হাঁটতে লাগল৷ কারণ তার বয়স বারো বছর। এবং তারা প্রচণ্ড বিস্ময়ে বিস্মিত হল।
43 আর তিনি তাদের কঠোরভাবে নির্দেশ দিলেন যে কেউ যেন তা না জানে৷ এবং আদেশ করলেন যে তাকে কিছু খেতে দিতে হবে।

অধ্যায় 6

1 তারপর তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে নিজের দেশে এলেন৷ এবং তাঁর শিষ্যরা তাঁকে অনুসরণ করে৷
2 বিশ্রামবারে তিনি সমাজ-গৃহে শিক্ষা দিতে লাগলেন৷ তাঁর কথা শুনে অনেকেই আশ্চর্য হয়ে বললেন, এই লোক কোথা থেকে এসব করল? এবং এই কি প্রজ্ঞা তাকে দেওয়া হয়েছে যে, এমন কি তার হাতেই এমন সব মহৎ কাজ হয়?
3 ইনি কি সেই ছুতোর, মরিয়মের পুত্র, যাকোব, জোসেস, যিহূদা ও শিমোনের ভাই নন? আর তার বোনেরা কি এখানে আমাদের সাথে নেই? এবং তারা তার উপর বিরক্ত ছিল.
4 কিন্তু যীশু তাদের বললেন, একজন ভাববাদী সম্মানিত হয় না, কিন্তু তার নিজের দেশে, নিজের আত্মীয়দের মধ্যে এবং নিজের বাড়িতেই সম্মানিত হয়৷
5 এবং তিনি কোন শক্তিশালী কাজ করতে পারলেন না, শুধুমাত্র কিছু অসুস্থ লোকের উপর হাত রেখে তাদের সুস্থ করলেন৷

6 তাদের অবিশ্বাসের জন্য তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন৷ আর তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে শিক্ষা দিতেন।
7 তখন তিনি সেই বারোজনকে ডেকে পাঠাতে লাগলেন এবং দু'জন করে তাদের বিদায় করতে লাগলেন৷ এবং তাদের অশুচি আত্মাদের উপর ক্ষমতা দিয়েছো৷
8 এবং তাদের আদেশ দিয়েছিলেন যে তারা তাদের যাত্রার জন্য একটি লাঠি ছাড়া কিছুই নেবেন না; তাদের পার্সে কোন স্ক্রিপ, রুটি, কোন টাকা নেই:
9 কিন্তু জুতা পরিধান কর; এবং দুটি কোট পরা না.
10 তিনি তাদের বললেন, ' তোমরা যে জায়গায় বাড়ীতে প্রবেশ করবে, সেই জায়গা থেকে না যাওয়া পর্যন্ত সেখানেই থাকবো'
11 আর যে কেউ আপনাকে গ্রহণ করবে না বা শুনবে না, যখন আপনি সেখান থেকে চলে যাবেন, তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আপনার পায়ের নীচের ধুলো ঝেড়ে ফেলুন৷ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, বিচারের দিনে সেই শহরের চেয়ে সদোম ও গমোরার অবস্থা বেশি সহনীয় হবো
12 আর তাঁরা বাইরে গিয়ে প্রচার করলেন যে, লোকেদের অনুশোচনা করা উচিত৷
13 তারা অনেক ভূত তাড়িয়ে দিল এবং অনেক অসুস্থ লোককে তেল মাখিয়ে সুস্থ করল৷
14 রাজা হেরোদ তাঁর কথা শুনলেন৷ (কারণ তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল:) এবং তিনি বলেছিলেন, যোহন বাপ্তিস্মদাতা মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন এবং সেইজন্য তাঁর মধ্যে পরাক্রমশালী কাজগুলি নিজেকে প্রকাশ করে৷
15 অন্যরা বলল, ইনি ইলিয়াস। আর অন্যরা বলল, এটা একজন ভাববাদী, অথবা একজন ভাববাদী।
16কিন্তু হেরোদ তা শুনে বললেন, 'ইনি সেই যোহন, যাঁর শিরশ্ছেদ করেছি, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন৷'
17 কারণ হেরোদ নিজেই যোহনকে পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁর ভাই ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়াসের জন্য তাঁকে কারাগারে বেঁধেছিলেন, কারণ তিনি তাকে বিয়ে করেছিলেন।
18 কারণ যোহন হেরোদকে বলেছিলেন, 'তোমার ভাইয়ের স্ত্রী রাখা তোমার পক্ষে বৈধ নয়৷'
19 সেইজন্য হেরোদিয়াস তাঁর বিরুদ্ধে ঝগড়া করেছিলেন এবং তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন৷ কিন্তু সে পারেনি:
20 কারণ হেরোদ যোহনকে ভয় করতেন, তিনি জেনেছিলেন যে তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ ও পবিত্র এবং তাঁকে পালন করতেন৷ তিনি তাঁর কথা শুনে অনেক কিছু করলেন এবং আনন্দের সাথে তাঁর কথা শুনলেন৷
21 এবং যখন একটি সুবিধাজনক দিন উপস্থিত হল, হেরোদ তার জন্মদিনে তার প্রভুদের, প্রধান সেনাপতিদের এবং গালীলের প্রধান রাজ্যগুলির জন্য একটি নৈশভোজ করলেন৷
22 আর সেই হেরোদিয়াসের মেয়ে এসে নাচতে নাচতে হেরোদ ও তাঁর সঙ্গে যারা বসেছিল তাদের খুশি করলে রাজা মেয়েটিকে বললেন, তুমি যা চাও আমার কাছে চাও, আমি তোমাকে দেব।
23 এবং তিনি তার কাছে শপথ করে বললেন, তুমি আমার কাছে যা কিছু চাইবে, আমি তোমাকে আমার রাজ্যের অর্ধেক দেব।
24 তখন সে এগিয়ে গিয়ে তার মাকে বলল, আমি কি চাইব? তিনি বললেন, যোহন ব্যাপটিস্টের মাথা৷
25 আর সে তড়িঘড়ি করে রাজার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'আমি চাই যে আপনি আমাকে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মাথাটা একটা চার্জারে দিয়ে দেবেন৷'
26 রাজা খুব দুঃখিত হলেন; তবুও তার শপথের জন্য, এবং তাদের জন্য যারা তার সাথে বসেছিল, তিনি তাকে প্রত্যাখ্যান করবেন না।
27 আর সঙ্গে সঙ্গে রাজা একজন জল্লাদকে পাঠালেন, এবং তার মাথা আনার আদেশ দিলেন, এবং তিনি গিয়ে কারাগারে তার শিরচ্ছেদ করলেন,
28 এবং একটি চার্জারে তার মাথা এনে মেয়েটিকে দিল, এবং মেয়েটি তার মাকে দিল৷
29 তাঁর শিষ্যরা এই কথা শুনে এসে তাঁর মৃতদেহ তুলে নিয়ে কবরে রাখলেন৷
30 আর প্রেরিতরা যীশুর কাছে জড়ো হলেন এবং যা কিছু করেছিলেন এবং যা শিক্ষা দিয়েছিলেন তা সবই তাঁকে বললেন৷
31 তখন তিনি তাদের বললেন, ' তোমরা নিজেদেরকে এক নির্জন জায়গায় এসো এবং কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর, কারণ সেখানে অনেক আসা-যাওয়া ছিল, আর তাদের খাওয়ার মতো অবকাশ ছিল না৷
32 তারা একান্তে জাহাজে করে মরুভূমিতে চলে গেল৷
33 এবং লোকেরা তাদের চলে যেতে দেখল, এবং অনেকে তাঁকে চিনতে পেরে সমস্ত শহর থেকে সেখানে দৌড়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল এবং তাঁর কাছে একত্রিত হল৷
34 যীশু বাইরে এসে অনেক লোককে দেখলেন এবং তাদের প্রতি করুণা অনুভব করলেন, কারণ তারা মেষপালকহীন মেষের মতো ছিল৷ তিনি তাদের অনেক কিছু শিক্ষা দিতে লাগলেন৷
35 আর যখন দিন অনেক পেরিয়ে গেছে, তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁর কাছে এসে বললেন, এটি একটি মরুভূমি, এবং এখন সময় অনেক পেরিয়ে গেছো৷
36 তাদের বিদায় কর, যাতে তারা আশেপাশের গ্রামে ও গ্রামে গিয়ে নিজেদের জন্য রুটি কিনতে পারে, কারণ তাদের খাওয়ার কিছু নেই৷
37 তিনি উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, ' তোমরা তাদের খেতে দাও৷' তারা তাঁকে বলল, আমরা কি গিয়ে দুশো টাকা মূল্যের রুটি কিনে খেতে দেব?
38 তিনি তাদের বললেন, ' তোমাদের কাছে কয়টি রুটি আছে? যান এবং দেখুন এবং যখন তারা জানল, তারা বলল, পাঁচটি এবং দুটি মাছ৷
39 আর তিনি তাদের সবাইকে সবুজ ঘাসের ওপর দল বেঁধে বসতে বললেন৷
40 এবং তারা কয়েকশ এবং পঞ্চাশের মধ্যে সারিবদ্ধভাবে বসল।
41 তিনি সেই পাঁচটি রুটি ও দুটি মাছ নিয়ে স্বর্গের দিকে তাকিয়ে আশীর্বাদ করলেন এবং রুটিগুলো ভেঙ্গে শিষ্যদের তাদের সামনে রাখার জন্য দিলেন৷ আর সেই দুটি মাছ তিনি তাদের সকলের মধ্যে ভাগ করে দিলেন।

42 আর তারা সবাই খেয়ে তৃপ্ত হল।
43 আর তারা বারোটি ঝুড়ি ভরা টুকরো ও মাছ নিয়ে নিল।
44 আর যারা সেই রুটি খেয়েছিল তাদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার।
45 আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর শিষ্যদের জাহাজে উঠতে বাধ্য করলেন এবং লোকদের বিদায় করার আগে বৈৎসৈদার আগে অন্য প্রান্তে যেতে বললেন।
46 তিনি তাদের বিদায় করে প্রার্থনা করার জন্য পাহাড়ে চলে গেলেন।
47 সন্ধ্যা হলে জাহাজটি সমুদ্রের মাঝখানে ছিল এবং তিনি একাই জমিতে ছিলেন।
48 আর তিনি তাদের সারি সারি পরিশ্রম করতে দেখলেন। কারণ বাতাস তাদের বিপরীত ছিল। রাতের চতুর্থ প্রহরে তিনি সমুদ্রের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তাদের কাছে এলেন এবং তাদের পাশ দিয়ে যেতে চাইছিলেন।
49 কিন্তু যখন তারা তাকে সমুদ্রের উপর দিয়ে হাঁটতে দেখেছিল, তখন তারা মনে করেছিল এটা কোন আত্মা, এবং চিৎকার করে বলল:
50 কারণ তারা সকলেই তাঁকে দেখে বিচলিত হল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাদের সঙ্গে কথা বললেন, আর বললেন, ' ভালো থাকো, আমিই! ভয় পাবেন না
51 তখন তিনি জাহাজে তাদের কাছে গেলেন। এবং বাতাস থেমে গেল: এবং তারা নিজেদের মধ্যে খুব অবাক হয়ে গেল এবং বিস্মিত হল।
52 কারণ তারা রুটির অলৌকিক ঘটনা বিবেচনা করেনি, কারণ তাদের হৃদয় কঠিন ছিল।
53 তারা পার হয়ে গেনেসারেত দেশে এসে তীরে টেনে নিল।
54 তারা যখন জাহাজ থেকে নামল, তখনই তারা তাঁকে চিনতে পারল।
55 এবং সেই সমস্ত অঞ্চলের চারপাশে দৌড়ে গেল এবং অসুস্থদের বিছানায় নিয়ে যেতে লাগল, যেখানে তারা শুনল যে তিনি আছেন।
56 এবং তিনি গ্রামে, শহরে বা দেশে যেখানেই প্রবেশ করতেন, সেখানেই তারা অসুস্থদেরকে রাস্তায় শুইয়েছিল, এবং তাঁর পোশাকের সীমানা ছাড়া ছুঁতে দেওয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেছিল;

অধ্যায় 7

1 তখন ফরীশীরা এবং জেরুজালেম থেকে আসা কিছু ব্যবস্থার শিক্ষক তাঁর কাছে একত্রিত হল।
2 আর যখন তারা তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কয়েকজনকে নাপাক করে, অর্থাৎ হাত না ধুয়ে রুটি খেতে দেখল, তখন তারা দোষ খুঁজে পেল।
3 ফরীশীরা এবং সমস্ত ইহুদীরা বৃদ্ধদের ঐতিহ্য ধরে রেখে বারবার হাত ধোয়া ছাড়া, খায় না।
4 আর বাজার থেকে এলে ধোয়া ছাড়া খায় না। এবং আরও অনেক জিনিস আছে, যা তারা ধরে রাখার জন্য পেয়েছে, যেমন কাপ, হাঁড়ি, পিতলের পাত্র এবং টেবিল ধোয়া।
5 তখন ফরীশী ও ব্যবস্থার শিক্ষকরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন আপনার শিষ্যরা প্রাচীনদের রীতি অনুসারে চলে না, কিন্তু হাত না ধুয়ে রুটি খায়?
6তিনি উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, ' তোমাদের ভণ্ডদের সম্বন্ধে যিশাইয় ভালই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যেমন লেখা আছে, 'এই লোকে তাদের ঠোঁটে আমাকে সম্মান করে, কিন্তু তাদের হৃদয় আমার থেকে দূরে।'
7তবুও বৃথাই তারা আমার উপাসনা করে, তত্ত্বের জন্য মানুষের আজ্ঞা শিক্ষা দেয়।
8 ঈশ্বরের আদেশকে একপাশে রাখার জন্য, আপনি মানুষের ঐতিহ্য ধরে রেখেছেন, যেমন হাঁড়ি এবং পেয়ালা ধোয়ার মতো: এবং এইরকম আরও অনেক কাজ আপনি করেন।
9 তখন তিনি তাদের বললেন, ' তোমরা ঈশ্বরের আদেশ পুরোপুরি অস্বীকার কর, যাতে তোমরা নিজেদের ঐতিহ্য বজায় রাখতে পার।
10 কারণ মোশি বলেছিলেন, 'তোমার পিতা ও মাতাকে সম্মান কর; এবং, যে পিতা বা মাতাকে অভিশাপ দেয়, সে মৃত্যুবরণ করুক।
11 কিন্তু তোমরা বল, যদি কোন লোক তার পিতা বা মাতাকে বলে, এটা কোরবান, অর্থাৎ একটি উপহার, যা দিয়ে আমার দ্বারা তোমার লাভ হতে পারে। সে মুক্ত হবে।
12 আর তোমরা তাকে তার বাবা বা মায়ের জন্য আর কিছু করতে দেবে না।
13 তোমাদের পরম্পরার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের বাক্যকে ফলপ্রসূ করে না, যা তোমরা প্রচার করেছ।
14 এবং যখন তিনি সমস্ত লোককে নিজের কাছে ডাকলেন, তখন তিনি তাদের বললেন, তোমরা প্রত্যেকে আমার কথা শোন এবং বুঝ।
15 মানুষ ছাড়া এমন কিছু নেই যা তাকে অশুচি করতে পারে, কিন্তু তার ভেতর থেকে যা বের হয়, তারাই মানুষকে কলুষিত করে।
16 কারো যদি শোনার কান থাকে, সে শুনুক।
17 যখন তিনি লোকদের মধ্য থেকে ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে দৃষ্টান্তের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।
18 যীশু তাদের বললেন, ' তোমরা কি এমনই বোঝ? তোমরা কি বোঝ না, বাইরে থেকে যা কিছু মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে, তা তাকে কলুষিত করতে পারে না।
19 কারণ তা তার হৃদয়ে প্রবেশ করে না, কিন্তু পেটে যায় এবং সমস্ত মাংস শুদ্ধ করে খরায় চলে যায়?
20 আর তিনি বললেন, ' মানুষের ভেতর থেকে যা বের হয়, সেটাই মানুষকে কলুষিত করে।'
21কারণ মানুষের অন্তর থেকে মন্দ চিন্তা, ব্যভিচার, ব্যভিচার, খুন,
22 চুরি, লোভ, দুষ্টতা, ছলনা, লম্পটতা, দুষ্ট চোখ, পরনিন্দা, অহংকার, মূর্খতা:
23 এই সমস্ত মন্দ জিনিস ভিতর থেকে আসে এবং মানুষকে কলুষিত করে।
24 সেখান থেকে তিনি উঠে সোর ও সীডনের সীমানায় গিয়ে একটি বাড়িতে ঢুকলেন, আর কেউ তা জানতে চাইল না, কিন্তু তাকে লুকানো গেল না।
25কারণ এক মহিলা, যার অল্পবয়সী মেয়ের অশুচি আত্মা ছিল, তিনি তাঁর কথা শুনে এসে তাঁর পায়ে পড়লেন।
26 মহিলাটি একজন গ্রীক, জাতিগতভাবে একজন সিরোফেনিশিয়ান ছিলেন; এবং তিনি তাকে তার মেয়ের মধ্য থেকে শয়তান তাড়ানোর জন্য অনুরোধ করলেন।

27 কিন্তু যীশু তাকে বললেন, প্রথমে বাচ্চাদের তৃপ্ত হতে দাও, কারণ বাচ্চাদের রুটি নিয়ে কুকুরের কাছে ফেলে দেওয়া ঠিক নয়।
28 তিনি উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, হ্যাঁ, প্রভু, তবুও টেবিলের নীচে কুকুরেরা বাচ্চাদের টুকরো টুকরো খায়।
29 তখন তিনি তাকে বললেন, এই কথার জন্য তুমি যাও। তোমার মেয়ের মধ্য থেকে শয়তান বেরিয়ে গেছে।
30 এবং যখন তিনি তার বাড়িতে এসেছিলেন, তিনি দেখলেন শয়তান বেরিয়ে গেছে এবং তার মেয়ে বিছানায় শুয়ে আছে।
31 এবং আবার, টায়ার ও সীডনের উপকূল থেকে প্রস্থান করে, তিনি ডেকাপলিসের উপকূলের মধ্য দিয়ে গালীল সাগরে এলেন।
32 আর তারা একজন বধির লোককে তাঁর কাছে আনল এবং তার কথাবার্তায় বাধা ছিল। এবং তারা তাকে তার গায়ে হাত রাখার জন্য অনুরোধ করে।
33 তারপর তিনি তাকে জনতার কাছ থেকে একপাশে নিয়ে গেলেন এবং তার কানে আঙ্গুল দিয়ে থুথু দিলেন এবং তার জিভ স্পর্শ করলেন।
34 আর স্বর্গের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাঁকে বললেন, ইফফাথা, অর্থাৎ, খুলে দাও।
35 আর সঙ্গে সঙ্গে তার কান খুলে গেল, এবং তার জিভের দড়ি খুলে গেল এবং সে স্পষ্ট কথা বলল।
36 এবং তিনি তাদের নির্দেশ দিলেন যে, তারা কাউকে না বলবেন; কিন্তু তিনি যতই তাদের নির্দেশ দিয়েছেন, ততই তারা তা প্রকাশ করেছেন;
37 আর আশ্চর্য হয়ে গিয়ে বললেন, 'তিনি সবই ভালো করেছেন।

অধ্যায় 8

1সেই দিনে ভীড় অনেক বেশি ছিল, আর খাবার কিছুই ছিল না, যীশু তাঁর শিষ্যদের কাছে ডেকে বললেন,
2 জনতার প্রতি আমার মমতা আছে, কারণ তারা এখন তিন দিন ধরে আমার কাছে আছে, আর তাদের খাওয়ার কিছু নেই।
3 আর আমি যদি তাদের উপবাস করে তাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিই, তবে তারা পথের ধারে অজ্ঞান হয়ে যাবে, কারণ তাদের মধ্যে বহু বহু দূর থেকে এসেছিল।
4তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বললেন, 'এখানে মরুভূমিতে এই লোকদের রুটি দিয়ে তৃপ্ত করা যাবে কোথা থেকে?
5তখন তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কাছে কয়টি রুটি আছে? তারা বলল, সাত.
6 তারপর তিনি লোকদের মাটিতে বসতে আদেশ করলেন। তিনি সেই সাতটি রুটি নিয়ে ধন্যবাদ জানালেন, ভেঙে টুকরো টুকরো করে তাঁর শিষ্যদের তাদের সামনে রাখার জন্য দিলেন। তারা তাদের লোকদের সামনে দাঁড় করিয়েছিল।
7 এবং তাদের কাছে কয়েকটি ছোট মাছ ছিল: এবং তিনি আশীর্বাদ করলেন এবং তাদের সামনে রাখতে আদেশ দিলেন।
8তাহাতে তাহারা আহার করিল, এবং তৃপ্ত হইল; এবং সাতটি ঝুড়ি রাখা ভাঙ্গা মাংস হইতে উঠিল।
9 আর যাঁরা খেয়েছিল তারা প্রায় চার হাজার ছিল। তিনি তাদের বিদায় করলেন।
10 আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি শিষ্যদের নিয়ে একটা জাহাজে উঠে দলমানুথার অংশে এলেন।
11 তখন ফরীশীরা এগিয়ে এসে যীশুর কাছে স্বর্গ থেকে একটি চিহ্ন খুঁজতে গিয়ে তাঁকে প্রলোভন দিতে লাগল।
12 তিনি তাঁর আত্মায় গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, এই প্রজন্ম কেন চিহ্নের খোঁজ করছে? আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এই প্রজন্মকে কোন চিহ্ন দেওয়া হবে না।
13 তখন তিনি তাদের ছেড়ে দিয়ে জাহাজে ঢুকে আবার অন্য দিকে চলে গেলেন।
14 তখন শিষ্যরা রুটি নিতে ভুলে গিয়েছিল, জাহাজে তাদের সঙ্গে একটির বেশি রুটি ছিল না।
15 তখন তিনি তাদের হুকুম দিয়ে বললেন, সাবধান, ফরীশীদের খামির ও হেরোদের খামির থেকে সাবধান!
16 তারা নিজেদের মধ্যে তর্ক করে বলল, 'আমাদের কাছে রুটি নেই বলেই এমন হয়েছে।'
17 যীশু তা জানতে পেরে তাঁদের বললেন, ' তোমাদের কাছে রুটি নেই বলে যুক্তি কেন? তোমরা কি এখনও বুঝতে পারছ না, বোঝও না? তোমার হৃদয় কি এখনও শক্ত হয়ে গেছে?
18 তোমার চোখ আছে, দেখছ না? তোমার কান আছে, শুনছ না? তোমাদের কি মনে নেই?
19 আমি যখন পাঁচ হাজারের মধ্যে পাঁচটি রুটি ভাঙ্গলাম, তখন তোমরা কত টুকরো টুকরো টুকরো নিয়েছিলে? তারা তাকে বলল, বারোজন।
20 আর যখন চার হাজারের মধ্যে সাতজন, তখন তোমরা কতগুলো টুকরি ভর্তি টুকরো তুলে নিয়েছিলে? তারা বলল, সাত.
21 তখন তিনি তাদের বললেন, ' তোমরা কি করে বুঝলে না?
22 আর তিনি বেথসৈদায় গেলেন; তারা একজন অন্ধকে তার কাছে নিয়ে এল এবং তাকে স্পর্শ করার জন্য অনুরোধ করল।
23 তখন তিনি অন্ধ লোকটির হাত ধরে তাকে শহরের বাইরে নিয়ে গেলেন। যখন সে তার চোখে থুথু দিল এবং তার গায়ে হাত রাখল, তখন সে তাকে জিজ্ঞেস করলো সে দেখতে পাচ্ছ কিনা?
24 আর তিনি উপরে তাকিয়ে বললেন, আমি দেখছি মানুষ গাছের মত হাঁটছে।
25 এর পরে তিনি আবার তার চোখের উপর হাত রাখলেন এবং তাকে উপরের দিকে তাকালেন, এবং তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন এবং প্রত্যেক মানুষকে স্পষ্ট দেখতে পেলেন।
26তখন তিনি তাকে তার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন, এই বলে, শহরে যেও না, শহরের কাউকে বলো না।
27 তখন যীশু ও তাঁর শিষ্যরা সিজারিয়া ফিলিপীর শহরে গেলেন। পথে পথে তিনি তাঁর শিষ্যদের জিজ্ঞেস করলেন, ' লোকেরা বলে আমি কে?'
28 তারা উত্তর দিল, 'বাপ্তিস্মদাতা যোহন' কিন্তু কেউ কেউ বলে, ইলিয়াস। এবং অন্যান্য, নবীদের একজন।
29 যীশু তাঁদের বললেন, ' কিন্তু তোমরা বলছ আমি কে? পিতর উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, 'তুমিই খ্রীষ্ট।'
30 আর তিনি তাদের নির্দেশ দিলেন যে, তারা যেন তার বিষয়ে কাউকে না বলে।

31 আর তিনি তাদের শিক্ষা দিতে লাগলেন যে, মানবপুত্রকে অনেক দুঃখভোগ করতে হবে, এবং প্রাচীনদের, প্রধান যাজকদের এবং ব্যবস্থার শিক্ষকদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হতে হবে, এবং তাকে হত্যা করা হবে এবং তিন দিন পর আবার জীবিত হতে হবে৷
32 আর তিনি সেই কথা প্রকাশ্যেই বললেন৷ তখন পিতর তাকে ধরে তিরস্কার করতে লাগলেন৷
33 কিন্তু তিনি ঘুরে ফিরে তাঁর শিষ্যদের দিকে তাকালেন, তিনি পিতরকে ধমক দিয়ে বললেন, শয়তান, তুমি আমার পিছনে হও;
34 আর যখন তিনি তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে লোকদেরও তাঁর কাছে ডেকেছিলেন, তখন তিনি তাদের বললেন, যে আমার পরে আসবে, সে যেন নিজেকে অস্বীকার করে, তার ক্রুশ তুলে নিয়ে আমাকে অনুসরণ করে৷
35 কারণ যে কেউ তার জীবন বাঁচাতে চায় সে তা হারাবে; কিন্তু যে কেউ আমার জন্য এবং সুসমাচারের জন্য তার জীবন হারায়, সে তা রক্ষা করবে৷
36 একজন মানুষ যদি সমস্ত জগৎ লাভ করে এবং নিজের প্রাণ হারায় তবে তাতে কি লাভ হবে?
37 অথবা একজন মানুষ তার আত্মার বিনিময়ে কি দেবে?
38 তাই এই ব্যভিচারী ও পাপী প্রজন্মের মধ্যে যে কেউ আমাকে এবং আমার কথার জন্য লজ্জিত হবে; মানবপুত্রও লজ্জিত হবেন, যখন তিনি তাঁর পিতার মহিমায় পবিত্র ফেরেশতাদের সঙ্গে আসবেন৷

অধ্যায় 9

1 তিনি তাদের বললেন, ' আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যারা এখানে দাঁড়িয়ে আছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে, তারা মৃত্যুর স্বাদ পাবে না, যতক্ষণ না তারা ঈশ্বরের রাজ্যকে শক্তি সহকারে আসতে না দেখবে৷
2 আর ছয় দিন পর যীশু পিতর, যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে নিয়ে একাকী এক উঁচু পাহাড়ে নিয়ে গেলেন এবং তাদের সামনে তাঁর রূপান্তরিত হল৷
3 আর তাঁর পোশাক তুষার মত সাদা হয়ে গেল; যাতে পৃথিবীর কোন পূর্ণতা তাদের সাদা করতে পারে না।
4 তখন মোশির সঙ্গে ইলিয়াস তাদের কাছে দেখা দিলেন এবং তারা যীশুর সঙ্গে কথা বলছিলেন৷
5 পিতর উত্তর দিয়ে যীশুকে বললেন, 'গুরু, আমাদের এখানে থাকা ভালো৷ একটি তোমার জন্য, একটি মোশির জন্য এবং একটি ইলিয়াসের জন্য৷
6 কেননা সে কি বলবে বুঝতে পারছে না; কারণ তারা খুব ভয় পেয়েছিল।
7 তখন একটা মেঘ তাদের ঢেকে ফেলল, আর সেই মেঘের মধ্য থেকে একটা রব এল, এই বলে, ইনি আমার প্রিয় পুত্র, তার কথা শোন৷
৪পরে হঠাৎ চারিদিকে তাকালে যীশু ছাড়া আর কাউকে আর দেখতে পেলেন না।
9 তারা পর্বত থেকে নেমে আসার সময় তিনি তাদের আদেশ দিলেন যে, মানবপুত্র মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত না হওয়া পর্যন্ত তারা যা দেখেছে তা কাউকে না বলে৷
10 তারা সেই কথা নিজেদের মধ্যেই রাখল, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হওয়ার অর্থ কী তা নিয়ে একে অপরকে জিজ্ঞাসা করল৷
11 তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'কেন ব্যবস্থার শিক্ষকরা বলছেন যে ইলিয়াসকে প্রথমে আসতে হবে?
12 তিনি উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, ইলিয়াস সত্যই প্রথমে আসবেন এবং সব কিছু পুনরুদ্ধার করবেন৷ মনুষ্যপুত্রের বিষয়ে লেখা আছে যে, তাকে অনেক দুঃখভোগ করতে হবে এবং তাকে বাদ দিতে হবে৷
13 কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, ইলিয়াস আসলেই এসেছেন, এবং তাঁর বিষয়ে যেমন লেখা আছে তারা যা করেছে তা-ই করেছে।
14 আর তিনি তাঁর শিষ্যদের কাছে এসে দেখলেন, তাদের চারপাশে অনেক লোক এবং ব্যবস্থার শিক্ষকরা তাদের সঙ্গে প্রশ্ন করছেন৷
15 আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত লোক, যখন তারা তাঁকে দেখল, খুব আশ্চর্য হয়ে গেল এবং তাঁর কাছে দৌড়ে এসে তাঁকে অভিবাদন জানাল৷
16 তখন তিনি ব্যবস্থার শিক্ষকদের জিজ্ঞেস করলেন, ' তাদের নিয়ে তোমরা কি প্রশ্ন করছ?
17 জনতার মধ্যে একজন উত্তর দিয়ে বলল, 'গুরু, আমি আমার ছেলেকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি, যার বোবা আত্মা আছে৷
18 এবং যেখানেই সে তাকে নিয়ে যায়, সে তাকে ছিঁড়ে ফেলে: এবং সে ফেনা করে, দাঁতে ঘষে এবং পিন করে ফেলে: এবং আমি আপনার শিষ্যদের বলেছিলাম যে তারা তাকে তাড়িয়ে দেবে; এবং তারা পারেনি।
19 তিনি তাকে উত্তর দিয়ে বললেন, হে অবিশ্বাসী প্রজন্ম, আর কতকাল আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব? কতদিন তোমাকে কষ্ট দিব? তাকে আমার কাছে আন
20 তারা তাঁকে তাঁর কাছে নিয়ে এল৷ এবং তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন এবং ফেনা ঢালতে লাগলেন।
21 সে তার বাবাকে জিজ্ঞেস করল, কতদিন আগে এই কথা তার কাছে এসেছে? তিনি বললেন, একটি শিশুর কথা।
22 এবং অনেক সময় তা তাকে ধ্বংস করার জন্য আগুনে এবং জলে ফেলেছে, কিন্তু আপনি যদি কিছু করতে পারেন তবে আমাদের প্রতি দয়া করুন এবং আমাদের সাহায্য করুন৷
23 যীশু তাঁকে বললেন, ' তুমি যদি বিশ্বাস করতে পার তবে যে বিশ্বাস করে তার পক্ষে সবই সম্ভব৷'
24 তখনই শিশুটির পিতা চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, প্রভু, আমি বিশ্বাস করি; আপনি আমার অবিশ্বাস সাহায্য.
25 যীশু যখন দেখলেন যে লোকেরা ছুটে আসছে, তখন তিনি সেই অশুভ আত্মাকে ধমক দিয়ে বললেন, হে বোবা ও বধির আত্মা, আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি, এর মধ্য থেকে বের হয়ে এস, আর তার মধ্যে প্রবেশ করো না।
26 আর সেই আত্মা চিৎকার করে তাকে চিড় দিয়ে বেরিয়ে এল, আর সে মৃতের মত হল৷ এতটাই যে অনেকে বলেছিল, সে মারা গেছে।
27 কিন্তু যীশু তার হাত ধরে উপরে তুলে নিলেন৷ এবং তিনি উঠলেন।

28 তিনি ঘরে ঢুকলে তাঁর শিষ্যরা তাঁকে একান্তে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা কেন তাঁকে তাড়িয়ে দিতে পারলাম না?

29 তখন তিনি তাদের বললেন, এই ধরণের কিছুতেই বের হতে পারে না, কিন্তু প্রার্থনা ও উপবাসের মাধ্যমে৷

30 তারা সেখান থেকে চলে গেল এবং গালীলের মধ্য দিয়ে গেল৷ এবং তিনি চান না যে কেউ তা জানুক৷

31 কারণ তিনি তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং তাদের বললেন, ' মানবপুত্রকে মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হবে, আর তারা তাকে হত্যা করবে৷ এবং তাকে হত্যা করার পর তৃতীয় দিনে সে পুনরুত্থিত হবে।

32 কিন্তু তাঁরা সেই কথা বুঝতে পারলেন না, তাঁকে জিজ্ঞেস করতে ভয় পেলেন৷

33 এরপর তিনি কফরনাহূমে এলেন৷ বাড়িতে থাকা অবস্থায় তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, পথের মধ্যে তোমরা নিজেদের মধ্যে কি বিবাদ করেছিলে?

34 কিন্তু তারা তাদের চুপ করে রইল, কারণ তারা নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করেছিল, কে সবচেয়ে বড় হবে।

35 তারপর তিনি বসেন এবং বারোজনকে ডেকে বললেন, ' কেউ যদি প্রথম হতে চায় তবে সে সবার শেষে হবে এবং সবার সেবক হবে৷'

36 আর তিনি একটি শিশুকে নিয়ে তাদের মাঝে বসিয়ে দিলেন, এবং যখন তিনি তাকে কোলে তুলে নিলেন, তখন তিনি তাদের বললেন,

37 যে কেউ আমার নামে এই ধরনের সন্তানদের একজনকে গ্রহণ করবে, সে আমাকে গ্রহণ করবে এবং যে আমাকে গ্রহণ করবে, সে আমাকে নয়, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাকে গ্রহণ করবে৷

38 যোহন উত্তরে তাঁকে বললেন, 'গুরু, আমরা একজনকে আপনার নামে ভূত তাড়াতে দেখেছি, আর সে আমাদের অনুসরণ করে না৷ আমরা তাকে নিষেধ করেছি, কারণ সে আমাদের অনুসরণ করে না৷'

39 কিন্তু যীশু বললেন, ওকে নিষেধ করো না, কারণ এমন কেউ নেই যে আমার নামে অলৌকিক কাজ করবে, যে আমার সম্পর্কে হালকাভাবে খারাপ কথা বলবে৷

40 কারণ যে আমাদের বিরুদ্ধে নয় সে আমাদের পক্ষ থেকে৷

41 কারণ যে কেউ আমার নামে এক পেয়ালা জল পান করার জন্য তোমাদের দেবে, কারণ তোমরা খ্রীষ্টের, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সে তার পুরস্কার হারাবে না৷

42 আর যে কেউ এই ছোটোদের মধ্যে একজনকে যারা আমার উপর বিশ্বাস করে, তার জন্য ভাল হয় যে তার গলায় একটি চাঁতির পাথর ঝুলিয়ে তাকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়৷

43 আর যদি তোমার হাত তোমাকে অপরাধী করে, তবে তা কেটে ফেল: তোমার জন্য দু'হাত রেখে নরকে যাবার চেয়ে পঙ্গু হয়ে জীবনে প্রবেশ করাই ভালো, যে আগুন কখনো নিভবে না৷

44 যেখানে তাদের কীট মরে না, আগুন নিভে না।

45 আর যদি তোমার পা তোমাকে আঘাত করে, তবে তা কেটে ফেল: তোমার জীবনে থামার চেয়ে ভাল, দুই পা নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে, এমন আগুনে যা কখনো নিভবে না৷

46 যেখানে তাদের কীট মরে না, আগুন নিভে না।

47 আর যদি তোমার চোখ তোমাকে অসন্তুষ্ট করে, তবে তা উপড়ে ফেল: দু'চোখ নিয়ে নরকের আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে এক চোখ দিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা তোমার পক্ষে ভাল৷

48 যেখানে তাদের কীট মরে না, আগুন নিভে না।

49 কারণ প্রত্যেককে আগুনে নোনতা করা হবে, এবং প্রতিটি বলিদান লবণ দিয়ে নোনতা করা হবে৷

50 লবণ ভালো, কিন্তু লবণ যদি তার লবণাক্ততা হারিয়ে ফেলে, তবে তা কি করে মসৃণ করবে? নিজেদের মধ্যে লবণ রাখুন এবং একে অপরের সাথে শান্তিতে থাকুন৷

অধ্যায় 10

1 তারপর তিনি সেখান থেকে উঠে জর্ডানের অপর পারে যিহূদিয়ার উপকূলে এলেন৷ এবং, তিনি যেমন অভ্যস্ত ছিলেন, তিনি আবার তাদের শিক্ষা দিলেন।

2 তখন ফরীশীরা যীশুর কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, একজন পুরুষের কি তার স্ত্রীকে ত্যাগ করা বিধিসম্মত? তাকে প্রলুব্ধ করে।

3 তিনি উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, মোশি তোমাদের কি আদেশ করেছেন?

4 তারা বলল, মূসাকে তালাকের বিল লিখতে ও তাকে ত্যাগ করতে কষ্ট হয়েছিল৷

5 যীশু উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, ' তোমাদের হৃদয়ের কঠোরতার জন্যই তিনি তোমাদের জন্য এই আদেশ লিখেছিলেন৷

6 কিন্তু সৃষ্টির শুরু থেকেই ঈশ্বর তাদের পুরুষ ও নারী বানিয়েছেন।

7 এই কারণে একজন পুরুষ তার পিতামাতাকে ছেড়ে তার স্ত্রীর সাথে আবদ্ধ থাকবে;

8 আর তারা দু'জন এক মাংস হবে, তাই তারা আর দু'জন নয়, কিন্তু এক মাংস৷

9 তাই ঈশ্বর যা একত্রিত করেছেন, মানুষ তা বিচ্ছিন্ন না করুক৷

10 আর বাড়িতে তাঁর শিষ্যরা তাঁকে একই বিষয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলেন৷

11 তিনি তাদের বললেন, ' যে কেউ তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্যকে বিয়ে করে, সে তার বিরুদ্ধে ব্যভিচার করে৷

12 আর যদি কোন স্ত্রীলোক তার স্বামীকে ত্যাগ করে অন্যের সাথে বিয়ে করে তবে সে ব্যভিচার করে।

13 আর তারা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের তাঁর কাছে নিয়ে এল, যেন তিনি তাদের স্পর্শ করেন৷ তাঁর শিষ্যরা তাদের নিয়ে আসা লোকদের ধমক দিলেন৷

14 কিন্তু যীশু তা দেখে খুব অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাদের বললেন, ' ছোট ছেলেমেয়েদের আমার কাছে আসতে দাও, তাদের নিষেধ করো না, কারণ ঈশ্বরের রাজ্য তাদেরই৷'

15 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যে কেউ ছোট শিশুর মতো ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ করবে না, সে সেখানে প্রবেশ করবে না৷

16 আর তিনি তাদের কোলে তুলে নিলেন, তাদের গায়ে হাত রেখে তাদের আশীর্বাদ করলেন।

17 আর যখন তিনি পথে চলে গেলেন, তখন একজন দৌড়ে এসে তাঁর কাছে নতজানু হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা

করলেন, হে মহান গুরু, আমি কি করব যাতে আমি অনন্ত জীবনের অধিকারী হতে পারি?
18 যীশু তাকে বললেন, ' তুমি আমাকে ভালো বলছ কেন? একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ নেই।
19 তুমি আদেশ জানো, ব্যভিচার করো না, হত্যা করো না, চুরি করো না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, প্রতারণা করো না, তোমার পিতা ও মাতাকে সম্মান করো।
20 তিনি উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, 'গুরু, আমি ছোটবেলা থেকেই এসব দেখে এসেছি।'
21তখন যীশু তাকে দেখে তাকে ভালোবাসলেন, এবং তাকে বললেন, তোমার একটা জিনিসের অভাব আছে: যাও, তোমার যা কিছু আছে তা বিক্রি করে দরিদ্রদের দান কর, তাতে তোমার স্বর্গে ধন থাকবে: আর এসো, ক্রুশটি তুলে নিও। আমাকে অনুসরণ করুন
22 এই কথা শুনে তিনি দুঃখ পেলেন এবং দুঃখিত হয়ে চলে গেলেন, কারণ তাঁর প্রচুর সম্পত্তি ছিল।
23 তখন যীশু চারদিকে তাকিয়ে তাঁর শিষ্যদের বললেন, ' ধনীদের ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কত কঠিন!
24 তাঁর কথা শুনে শিষ্যরা আশ্চর্য হলেন। কিন্তু যীশু আবার উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, ' বাচ্চারা, যারা ধন-সম্পদের ওপর ভরসা করে তাদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কত কঠিন!
25 একজন ধনীর পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে উটের পক্ষে সুচের ছিদ্র দিয়ে যাওয়া সহজ।
26 তখন তারা বিস্ময়ে আশ্চর্য হয়ে নিজেদের মধ্যে বলতে লাগল, তাহলে কে উদ্ধার পাবে?
27 যীশু তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, মানুষের পক্ষে এটা অসম্ভব, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে নয়, কারণ ঈশ্বরের পক্ষে সবই সম্ভব।
28 তখন পিতর তাঁকে বলতে লাগলেন, দেখ, আমরা সব ছেড়ে তোমার অনুগামী হয়েছি।
29 যীশু উত্তর দিয়ে বললেন, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এমন কেউ নেই যে আমার জন্য এবং সুসমাচারের জন্য বাড়ি, ভাই, বোন, বাবা, মা, স্ত্রী, সন্তান বা জমি ত্যাগ করেনি। ,
30 কিন্তু এই সময়ে সে শতগুণ পাবে, বাড়ি, ভাই, বোন, মা, ছেলেমেয়ে এবং জমি, তাড়না সহ; এবং পৃথিবীতে অনন্ত জীবন আসতে.
31 কিন্তু অনেক যারা প্রথম, তারা শেষ হবে। এবং শেষ প্রথম।
32 তারা জেরুজালেমের দিকে যাচ্ছিল। তখন যীশু তাদের সামনে এগিয়ে গেলেন। তারা ভয় পেয়ে গেল। তখন তিনি আবার সেই বারোজনকে নিয়ে গিয়ে তাঁর প্রতি কি ঘটতে হবে তা তাদের বলতে লাগলেন।
33 বললেন, দেখ, আমরা জেরুজালেমে যাচ্ছি; আর মনুষ্যপুত্রকে প্রধান যাজকদের ও ব্যবস্থার শিক্ষকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তারা তাকে মৃত্যুদণ্ড দেবে এবং অইহুদীদের হাতে তুলে দেবে।
34 আর তারা তাকে ঠাট্টা করবে, তাকে চাবুক মারবে, তার গায়ে থুথু ফেলবে এবং তাকে মেরে ফেলবে এবং তৃতীয় দিনে সে পুনরুত্থিত হবে।
35 সিবদিয়ের ছেলে যাকোব ও যোহন তাঁর কাছে এসে বললেন, 'গুরু, আমরা চাই আপনি আমাদের জন্য যা চাই তাই করুন।'
36 তিনি তাদের বললেন, ' তোমরা কি চাও যে আমি তোমাদের জন্য করব?
37 তারা তাঁকে বলল, 'আমাদের দান করুন যাতে আমরা আপনার মহিমায় একজন আপনার ডানদিকে এবং অন্যজন আপনার বাঁ দিকে বসতে পারি।
38 কিন্তু যীশু তাদের বললেন, ' তোমরা কি চাইছ তা তোমরা জান না। আমি যে পেয়ালা থেকে পান করি তা কি তোমরা পান করতে পার? এবং আমি যে বাপ্তিস্ম দিয়ে বাপ্তিস্ম নিয়েছি?
39 তারা তাঁকে বলল, আমরা পারি। তখন যীশু তাদের বললেন, ' আমি যে পেয়ালা থেকে পান করব, তা তোমরা অবশ্যই পান করবে। আর আমি যে বাপ্তিস্মের সাথে বাপ্তিস্ম নিয়েছি, তোমরাও সেই বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম পাবে।
40 কিন্তু আমার ডানদিকে বা বাম দিকে বসার দায়িত্ব আমার নয়। কিন্তু এটা তাদের দেওয়া হবে যাদের জন্য এটি প্রস্তুত করা হয়েছে।
41 আর দশজন শিষ্য একথা শুনে যাকোব ও যোহনের প্রতি খুব অসন্তুষ্ট হলেন।
42 কিন্তু যীশু তাদের নিজের কাছে ডেকে বললেন, ' তোমরা জান, যারা অইহুদীদের ওপর শাসন করে তারা তাদের ওপর প্রভুত্ব করে। এবং তাদের মহান ব্যক্তিরা তাদের উপর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে।
43 কিন্তু তোমাদের মধ্যে তা হবে না।
44 আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ প্রধান হবে, সে সকলের দাস হবে।
45 কারণ মনুষ্যপুত্রও পরিচর্যা করতে আসেন নি, সেবা করতে এবং অনেকের মুক্তির মূল্য দিতে এসেছিলেন।
46 আর তারা জেরিহোতে এলেন, আর তিনি যখন তাঁর শিষ্যদের ও বহু লোকের সঙ্গে জেরিহো থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিমায়ের ছেলে অন্ধ বার্টিময় রাস্তার ধারে বসে ভিক্ষা করতে লাগলেন।
47 তিনি যখন শুনলেন যে, তিনি নাসরতের যীশু, তখন তিনি চিৎকার করে বলতে লাগলেন, হে দায়ূদের পুত্র যীশু, আমাকে দয়া করুন।
48 এবং অনেকে তাকে চুপ করে থাকতে বলেছিল, কিন্তু সে আরও বেশি জোরে চিৎকার করে বলে উঠল, হে দায়ূদের পুত্র, আমাকে দয়া করুন।
49 যীশু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে ডাকতে বললেন। তারা অন্ধ লোকটিকে ডেকে বলল, 'ভালো হও, ওঠো।' সে তোমাকে ডাকে।
50 তখন সে তার জামাটা ফেলে দিয়ে উঠে যীশুর কাছে এল।
51 যীশু উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, ' তুমি কি চাও যে আমি তোমার প্রতি করব? অন্ধ লোকটি তাঁকে বলল, প্রভু, আমি যেন দৃষ্টিশক্তি পাই।
52 যীশু তাকে বললেন, 'যাও! তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করেছে। তখনই সে দৃষ্টিশক্তি পেয়ে যীশুর পথে চলল।

অধ্যায় 11

1 এবং যখন তারা জেরুজালেমের কাছাকাছি, বেথফগে এবং বেথানিয়ার কাছে, জলপাই পাহাড়ে, তখন তিনি তাঁর দুই শিষ্যকে পাঠালেন,
2 আর তাদের বললেন, তোমাদের সামনের গ্রামে যাও৷ সেখানে প্রবেশ করলেই দেখবে একটা গাধা বাঁধা আছে, যার ওপর মানুষ কখনও বসেনি৷ তাকে খুলে দাও এবং তাকে নিয়ে আসো।
3 আর যদি কেউ তোমাদেরকে বলে, তোমরা কেন এমন করছ? তোমরা বল যে প্রভুর তার প্রয়োজন আছে৷ এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাকে এখানে পাঠাবেন৷
4 তারা তাদের পথে গিয়ে দেখল যে দুটি পথ মিলিত হয়েছে এমন জায়গায় দরজার কাছে গাধাটিকে বাঁধা আছে৷ এবং তারা তাকে হারায়।
5 আর যারা সেখানে দাঁড়িয়েছিল তাদের মধ্যে কয়েকজন তাদের বলল, 'তোমরা কি করছ?
6 তারা যীশুর আদেশ মতই তাদের বলল, আর তারা তাদের ছেড়ে দিল৷
7 তারা গাধাটিকে যীশুর কাছে নিয়ে এসে তাঁর গায়ে তাদের পোশাক পরিয়ে দিল৷ এবং তিনি তার উপর বসলেন.
8আর অনেকে তাদের জামাকাপড় রাস্তায় বিছিয়ে দিল, আবার অনেকে গাছের ডাল কেটে পথের মধ্যে খড়কুটো করে দিল।
9 আর যাঁরা আগে যাচ্ছিল এবং যাঁরা পিছনে যাচ্ছিল, তাঁরা চিৎকার করে বলতে লাগলেন, হোসান্না! ধন্য তিনি যিনি প্রভুর নামে আসেন:
10 ধন্য হোক আমাদের পিতা দায়ূদের রাজ্য, যা প্রভুর নামে আসে: উচ্চে হোসান্না৷
11 এরপর যীশু জেরুজালেমে ও মন্দিরে প্রবেশ করলেন৷ তিনি চারপাশে সব কিছু দেখলে এবং সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে তিনি সেই বারো জনের সঙ্গে বেথনিয়াতে গেলেন৷
12আর পরের দিন, যখন তারা বেথানিয়া থেকে আসছিল, তখন তিনি ক্ষুধার্ত ছিলেন:
13 এবং দূরে একটি ডুমুর গাছ দেখতে পেয়ে পাতা আছে, তিনি সেখানে কিছু খুঁজে পেতে পারেন, তিনি এসেছিলেন; এবং যখন তিনি সেখানে গিয়েছিলেন, তিনি পাতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পান না; ডুমুরের সময় তখনও হয়নি।
14 যীশু উত্তর দিয়ে বললেন, ' এখন থেকে কেউ চিরকাল তোমার ফল খাবে না৷' আর তাঁর শিষ্যরা তা শুনেছিলেন৷
15 আর তারা জেরুজালেমে এলো: আর যীশু মন্দিরে গেলেন, এবং মন্দিরে যারা বেচা-কেনা করত তাদের বের করে দিতে লাগলেন, এবং টাকা বদলকারীদের টেবিল এবং যারা কপোত বিক্রি করত তাদের আসন উল্টে দিলেন৷
16 আর কোন লোক মন্দিরের মধ্য দিয়ে কোন পাত্র বয়ে নিয়ে যেতে চাইবে না৷
17 আর তিনি শিক্ষা দিয়ে তাদের বললেন, ' এ কি লেখা নেই, আমার ঘরকে সকল জাতির প্রার্থনার ঘর বলা হবে? কিন্তু তোমরা এটাকে চোরের আস্তানা বানিয়েছ।
18 আর ব্যবস্থার শিক্ষকরা ও প্রধান যাজকেরা তা শুনে কীভাবে তাঁকে ধ্বংস করা যায় তা খুঁজতে লাগল, কারণ তারা তাঁকে ভয় করত, কারণ সমস্ত লোক তাঁর শিক্ষায় আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল৷
19 সন্ধ্যা হলে তিনি শহরের বাইরে চলে গেলেন৷
20পরে সকালে তারা পাশ দিয়ে যাবার সময় ডুমুর গাছটি শিকড় থেকে শুকিয়ে যেতে দেখল।
21 আর পিতর স্মরণ করিতে ডাকিয়া তাঁহাকে কহিলেন, গুরু, দেখুন, যে ডুমুর গাছটিকে আপনি অভিশাপ দিয়েছিলেন তা শুকিয়ে গেছে৷
22 যীশু তাদের উত্তর দিয়ে বললেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস কর৷
23 কারণ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যে কেউ এই পর্বতকে বলবে, 'তুমি সরে যাও এবং সমুদ্রে ফেলে দাও' এবং তার অন্তরে সন্দেহ করবে না, কিন্তু বিশ্বাস করবে যে সে যা বলছে তা ঘটবে৷ সে যা বলবে তাই পাবে।
24 তাই আমি তোমাদের বলছি, তোমরা যা কিছু কামনা কর, যখন তোমরা প্রার্থনা কর, বিশ্বাস কর যে তোমরা সেগুলি গ্রহণ করবে এবং তোমাদের সেগুলি পাবে৷
25 আর যখন তোমরা দাঁড়িয়ে প্রার্থনা কর, তখন তোমাদের কারো বিরুদ্ধে কিছু থাকলে ক্ষমা করো, যাতে তোমাদের স্বর্গের পিতাও তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেন৷
26 কিন্তু যদি তোমরা ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের স্বর্গের পিতাও তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন না৷
27 আর তারা আবার জেরুজালেমে এলেন, আর তিনি যখন মন্দিরে হাঁটছিলেন, তখন প্রধান যাজকরা, ব্যবস্থার শিক্ষকরা এবং প্রাচীনরা তাঁর কাছে এলেন৷
28 আর তাকে বল, তুমি কোন ক্ষমতায় এসব করছ? আর কে তোমাকে এসব করার ক্ষমতা দিয়েছে?
29 যীশু উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, আমিও তোমাদের একটা প্রশ্ন করব, আমাকে উত্তর দিব, আর আমি বলব কোন্ অধিকারে আমি এসব করছি৷
30 যোহনের বাপ্তিস্ম, এটা কি স্বর্গ থেকে হয়েছিল, নাকি মানুষের? আমাকে উত্তর দাও
31 তারা নিজেদের মধ্যে যুক্তি দিয়ে বলল, 'আমরা যদি বলি, স্বর্গ থেকে! তিনি বলবেন, তাহলে কেন তোমরা তাকে বিশ্বাস করনি?
32 কিন্তু আমরা যদি বলি, মানুষের কাছ থেকে; তারা লোকদের ভয় করত: কারণ সমস্ত লোক যোহনকে গণনা করেছিল যে তিনি সত্যই একজন নবী।
33 তারা উত্তর দিয়ে যীশুকে বলল, আমরা বলতে পারব না৷ এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, ' আমিও তোমাদের বলি না কোন্ অধিকারে আমি এসব করছি৷'

অধ্যায় 12

1 আর তিনি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তাদের কাছে কথা বলতে লাগলেন৷ একজন লোক একটি আংগুর ক্ষেত রোপণ করে তার চারপাশে একটি হেজ স্থাপন করে এবং দ্রাক্ষারসের জন্য একটি জায়গা খনন করে একটি টাওয়ার তৈরি করে তা চাষীদের হাতে তুলে দিয়ে দূর দেশে চলে গেল৷
2 আর ঋতুতে তিনি চাষীদের কাছে একজন দাসকে পাঠালেন, যেন সে আংগুর ক্ষেতের ফল চাষীদের কাছ থেকে নিতে পারে৷
3 তারা তাকে ধরে পিটিয়ে খালি হাতে পাঠিয়ে দিল৷
4 তারপর তিনি আবার তাদের কাছে অন্য একজন দাসকে পাঠালেন৷ তারা তাকে পাথর ছুঁড়ে মাথায় আঘাত করে এবং লজ্জাজনকভাবে তাকে বিদায় করে দেয়।

5 আর তিনি আবার আরেকজনকে পাঠালেন; তারা তাকে এবং আরও অনেককে হত্যা করেছিল৷ কাউকে মারছে, কাউকে হত্যা করছে।
6 সেইজন্য এখনও তাঁর এক পুত্র, তাঁর প্রিয়, তিনি তাঁকেও শেষ পর্যন্ত তাঁদের কাছে পাঠালেন, এই বলে, 'তারা আমার পুত্রকে সম্মান করবে৷'
7 কিন্তু সেই চাষীরা নিজেদের মধ্যে বলল, 'ইনি উত্তরাধিকারী৷ আসুন, আমরা তাকে হত্যা করি, এবং উত্তরাধিকার আমাদের হবে।
8 তারা তাকে ধরে হত্যা করে দ্রাক্ষা ক্ষেতের বাইরে ফেলে দিল৷
9 তাই দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মালিক কি করবেন? সে এসে চাষীদের ধ্বংস করবে এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্র অন্যদের দেবে৷
10 আর তোমরা কি এই শাস্ত্রটি পড় নি? নির্মাতারা যে পাথরটিকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তা কোণার মাথা হয়ে গেছে:
11 এটা প্রভুর কাজ ছিল এবং এটা আমাদের চোখে আশ্চর্যজনক?
12 তারা তাঁকে ধরে রাখতে চাইল, কিন্তু লোকেদের ভয় পেল, কারণ তারা জানত যে তিনি তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তটি বলেছেন, এবং তারা তাঁকে ছেড়ে চলে গেল৷
13 আর তারা কয়েকজন ফরীশী ও হেরোদীয়কে যীশুর কাছে পাঠালেন, যেন তাঁকে তাঁর কথায় ধরা পড়ে৷
14 তাঁরা এসে তাঁকে বললেন, গুরু, আমরা জানি যে আপনি সত্য, আর কাউকেই পরোয়া করেন না, কেননা আপনি মানুষের লোকের দিকে নজর দেন না, কিন্তু সত্যে ঈশ্বরের পথ শিক্ষা দেন: দেওয়া কি বৈধ? সিজারের প্রতি শ্রদ্ধা, নাকি না?
15 আমরা দেব না দেব না? কিন্তু তিনি তাদের ভণ্ডামি জেনে তাদের বললেন, ' তোমরা কেন আমাকে প্রলোভন করছ? আমার কাছে একটি পয়সা আন, আমি তা দেখতে পারি।
16 তারা তা নিয়ে এল৷ তখন তিনি তাদের বললেন, ' এই মূর্তি ও লেখা কার? তারা তাঁকে বলল, 'কৈসরেরা'
17 এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, ' কৈসরকে যা সিজারের, আর যা ঈশ্বরের তা ঈশ্বরকে দাও৷' তারা তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল৷
18 তারপর সদ্দূকীরা তাঁর কাছে আসেন, যারা বলে পুনরুত্থান নেই৷ এবং তারা তাকে জিজ্ঞাসা করল,
19 গুরু, মূসা আমাদের কাছে লিখেছিলেন, যদি একজন ব্যক্তির ভাই মারা যায় এবং তার স্ত্রীকে তার পিছনে রেখে যায় এবং কোন সন্তান না রাখে, তাহলে তার ভাই তার স্ত্রীকে গ্রহণ করবে এবং তার ভাইয়ের জন্য বংশ বৃদ্ধি করবে।
20 এখন সাত ভাই ছিল: এবং প্রথমটি একটি স্ত্রী গ্রহণ করেছিল, এবং মৃত্যুবরণ করে কোন বীজ রেখেছিল৷
21 এবং দ্বিতীয়টি তাকে নিয়ে গেল এবং মারা গেল, সে কোন বীজ রাখল না: এবং তৃতীয়টিও একইভাবে৷
22 আর সেই সাতজনই তাকে পেয়েছিলেন, আর কোন সন্তান রাখেনি; সবার শেষে স্ত্রীলোকটিও মারা গেল৷
23 সুতরাং পুনরুত্থানে, যখন তারা উঠবে, তখন সে তাদের মধ্যে কার স্ত্রী হবে? কেননা সাতজন তাকে স্ত্রীর কাছে রেখেছিল।
24 এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, ' তোমরা কি ভুল করছ না, কারণ তোমরা কি শাস্ত্রও জানো না, ঈশ্বরের শক্তিও জানো না?
25 কারণ যখন তারা মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হবে, তখন তারা বিয়ে করবে না, বিয়েও করবে না৷ কিন্তু তারা স্বর্গের ফেরেশতাদের মত।
26 এবং মৃতদের স্পর্শ করার মতো, তারা পুনরুত্থিত হয়: তোমরা কি মোশির পুস্তকে পড়েনি যে, কীভাবে ঈশ্বর ঝোপের মধ্যে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন, আমিই অব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর এবং যাকোবের ঈশ্বর৷ ?
27 তিনি মৃতদের ঈশ্বর নন, কিন্তু জীবিতদের ঈশ্বর; তাই তোমরা বড়ই ভুল করছ৷
28 তখন ব্যবস্থার শিক্ষকদের মধ্যে একজন এসে তাদের একত্রে তর্ক করতে শুনে এবং বুঝতে পেরে য়ে তিনি তাদের ভাল উত্তর দিয়েছেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সকলের প্রথম আদেশ কোনটি?
29 যীশু তাঁকে বললেন, ' সকল আজ্ঞার মধ্যে প্রথমটি হল, হে ইস্রায়েল, শোন৷ প্রভু আমাদের ঈশ্বর এক প্রভু:
30 আর তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত মন এবং তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভালবাসবে: এই প্রথম আজ্ঞা।
31 আর দ্বিতীয়টি হল এই রকম, তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালবাসবে৷ এর চেয়ে বড় আর কোন আদেশ নেই।
32 তখন লেখক তাঁকে বললেন, 'ঠিক আছে, গুরু, আপনি সত্য বলেছেন, কারণ ঈশ্বর একজনই আছেন৷ এবং তিনি ছাড়া অন্য কেউ নেই:
33 এবং সমস্ত হৃদয়, সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত আত্মা এবং সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে ভালবাসা এবং তার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালবাসা, সমস্ত হোমবলি ও বলিদানের চেয়েও বেশি৷
34 যীশু বিচক্ষণতার সঙ্গে উত্তর দিয়েছেন দেখে তাঁকে বললেন, ' তুমি ঈশ্বরের রাজ্য থেকে দূরে নও৷' আর তার পর আর কেউ তাকে প্রশ্ন করতে সাহস পায়নি।
35 তখন যীশু মন্দিরে শিক্ষা দিতে গিয়ে বললেন, ' কিভাবে ব্যবস্থার শিক্ষকরা বলেন যে খ্রীষ্ট দায়ূদের পুত্র?
36 কারণ দায়ূদ নিজেই পবিত্র আত্মার দ্বারা বলেছিলেন, প্রভু আমার প্রভুকে বলেছেন, আপনি আমার ডানদিকে বসুন, যতক্ষণ না আমি আপনার শত্রুদের আপনার পায়ের তলায় পরিণত করি।
37 তাই দায়ূদ নিজেই তাঁকে প্রভু বলেছেন৷ তারপর তার ছেলে কোথা থেকে? আর সাধারণ মানুষ তার কথা সানন্দে শুনেছে।
38 আর তিনি তাঁর শিক্ষার মধ্যে তাদের বললেন, ' শাস্ত্রের শিক্ষকদের থেকে সাবধান, যাঁরা লম্বা পোশাক পরে যেতে পছন্দ করে এবং বাজারে নমস্কার পছন্দ করে৷
39 এবং সমাজগৃহের প্রধান আসন এবং ভোজের উপরের কক্ষগুলি:
40 যারা বিধবাদের বাড়ি গ্রাস করে এবং ছলনা করে দীর্ঘ প্রার্থনা করে, তারা আরও বড় শাস্তি পাবে৷
41 আর যীশু ভাণ্ডারের সামনে বসে দেখলেন, লোকেরা কীভাবে ভাণ্ডারে টাকা ফেলছে৷
42 আর সেখানে একজন দরিদ্র বিধবা এসে দুটি মাটক ছুঁড়ে মারল, যা একটি পার্থক।

43 তখন তিনি তাঁর শিষ্যদের কাছে ডেকে বললেন, ' আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এই দরিদ্র বিধবা যাঁরা ধনভাণ্ডারে ফেলেছে তাদের চেয়ে বেশি ঢালাই করেছে।
44 কারণ তারা তাদের প্রচুর পরিমাণে নিক্ষেপ করেছিল; কিন্তু সে তার ইচ্ছামত তার যা কিছু ছিল, এমনকি তার সমস্ত জীবন্ত সবকিছুই নিক্ষেপ করেছিল।

অধ্যায় 13

1 তিনি যখন মন্দির থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর শিষ্যদের মধ্যে একজন তাঁকে বললেন, 'গুরু, দেখুন এখানে কী ধরনের পাথর ও কী কী দালান রয়েছে।
2 যীশু উত্তরে তাঁকে বললেন, ' তুমি কি এই বড় বড় দালানগুলো দেখছ? একটি পাথর অন্য পাথরের উপর অবশিষ্ট থাকবে না, যা নিক্ষেপ করা হবে না।
3 আর যখন তিনি মন্দিরের সামনে জলপাই পর্বতে বসেছিলেন, তখন পিতর, যাকোব, যোহন ও আন্দ্রিয় একান্তে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,
4 আমাদের বল, এই সব কখন হবে? এবং এই সমস্ত কিছু যখন পূর্ণ হবে তখন চিহ্ন কী হবে?
5তখন যীশু তাদের উত্তর দিয়ে বলতে লাগলেন, সাবধান, কেউ যেন তোমাদের ঠকায় না।
6 কারণ অনেকে আমার নামে আসবে, বলবে, আমিই খ্রীষ্ট। এবং অনেককে প্রতারিত করবে।
7 আর যখন তোমরা যুদ্ধের কথা ও যুদ্ধের গুজব শুনবে, তখন বিচলিত হবেন না; কিন্তু শেষ এখনও হবে না.
8 কারণ জাতি জাতির বিরুদ্ধে এবং রাজ্য রাজ্যের বিরুদ্ধে উঠবে: এবং বিভিন্ন জায়গায় ভূমিকম্প হবে, এবং দুর্ভিক্ষ ও সমস্যা হবে: এটি দুঃখের শুরু।
9 কিন্তু সাবধান! এবং সমাজগৃহে তোমাদের মারধর করা হবে এবং আমার জন্য তোমাদের শাসক ও রাজাদের সামনে হাজির করা হবে, তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য।
10 এবং সুসমাচার প্রথমে সমস্ত জাতির মধ্যে প্রকাশিত হতে হবে।
11 কিন্তু যখন তারা তোমাদের নিয়ে যাবে এবং তোমাদেরকে ধরিয়ে দেবে, তখন তোমরা কি বলবে তা আগে থেকে চিন্তা করো না, আগে থেকেই চিন্তা করো না, কিন্তু সেই সময়ে তোমাদের যা দেওয়া হবে, তাই বল, কারণ তোমরাই কথা বল না, কিন্তু পবিত্র আত্মা
12 এখন ভাই ভাইকে এবং পিতা পুত্রকে হত্যার জন্য বিশ্বাসঘাতকতা করবে। এবং শিশুরা তাদের পিতামাতার বিরুদ্ধে উঠবে এবং তাদের হত্যা করবে।
13 এবং আমার নামের জন্য সমস্ত লোক তোমাদের ঘৃণা করবে: কিন্তু যে শেষ পর্যন্ত স্থির থাকবে, সে রক্ষা পাবে।
14কিন্তু যখন তোমরা ধ্বংসের জঘন্য জিনিস দেখবে, যা দানিয়েল ভাববাদীর দ্বারা বলা হয়েছে, যেখানে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়, (যে পাঠ করে সে বুঝুক,) তখন যারা যিহূদিয়াতে থাকে তারা পাহাড়ে পালিয়ে যাক।
15আর যে ঘরের ছাদে আছে সে যেন তার ঘর থেকে কিছু বের করার জন্য বাড়ীতে না নামে, না ভিতরে প্রবেশ করে।
16 আর যে মাঠে আছে সে যেন তার পোশাক নিতে না ফিরে।
17 কিন্তু ধিক্ তাদের যারা গর্ভে আছে এবং যারা সেই সময়ে স্তন্যপান করে!
18 আর প্রার্থনা কর যেন শীতকালে তোমাদের উড়ান না হয়।
19 কারণ সেই দিনগুলিতে এমন দুর্দশা আসবে, যেমন সৃষ্টির শুরু থেকে ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেছেন সেই সময় পর্যন্ত ছিল না, হবেও না।
20 আর প্রভু সেই দিনগুলিকে সংক্ষিপ্ত না করলে, কোন মাংসই রক্ষা পাবে না, কিন্তু নির্বাচিতদের জন্য, যাকে তিনি বেছে নিয়েছেন, তিনি সেই দিনগুলিকে ছোট করেছেন।
21 তারপর যদি কেউ তোমাকে বলে, দেখ, খ্রীষ্ট এখানে আছেন। অথবা, দেখ, তিনি সেখানে আছেন; তাকে বিশ্বাস করবেন না:
22 কারণ মিথ্যা খ্রীষ্ট এবং মিথ্যা ভাববাদীরা উঠবে, এবং চিহ্ন ও আশ্চর্য কাজ দেখাবে, যদি সম্ভব হয়, এমনকি নির্বাচিতদেরও প্রলুব্ধ করতে।
23 কিন্তু সাবধান!
24কিন্তু সেই দিনগুলিতে, সেই ক্লেশের পরে, সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে, এবং চাঁদ তার আলো দেবে না,
25 আর আকাশের তারাগুলো পড়ে যাবে, আর আকাশের শক্তিগুলো কেঁপে উঠবে।
26 আর তখন তারা মানবপুত্রকে মহা শক্তি ও মহিমা নিয়ে মেঘের মধ্যে আসতে দেখবে।
27 এবং তারপর তিনি তাঁর স্বর্গদূতদের পাঠাবেন এবং চার বায়ু থেকে, পৃথিবীর একেবারে শেষ অংশ থেকে স্বর্গের একেবারে শেষ অংশে তাঁর নির্বাচিতদের একত্র করবেন।
28 এখন ডুমুর গাছের একটি দৃষ্টান্ত শিখুন; যখন তার ডাল কোমল হয়, এবং পাতা বের করে, তখন তোমরা জান যে গ্রীষ্মকাল ঘনিয়ে এসেছে।
29 তাই তোমরাও একইভাবে, যখন দেখবে এসব ঘটতে যাচ্ছে, তখন জেনে রেখো যে তা কাছে, এমনকী দরজার কাছেও।
30 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যতক্ষণ না এই সব কিছু করা হবে ততক্ষণ এই প্রজন্ম শেষ হবে না।
31 স্বর্গ ও পৃথিবী লোপ পাবে, কিন্তু আমার কথা লোপ পাবে না।
32 কিন্তু সেই দিন ও সেই সময়ের কথা কেউ জানে না, না, স্বর্গের স্বর্গদূতরাও জানে না, পুত্রও জানে না, কিন্তু পিতাই জানে।
33 তোমরা সাবধান হও, জেগে থাক এবং প্রার্থনা কর, কারণ সময় কখন হবে তা তোমরা জান না।
34কারণ মনুষ্যপুত্র এমন একজন লোকের মতো যিনি বহুদূরে যাত্রা করছেন, যে তার বাড়ি ছেড়েছে, এবং তার দাসদের এবং প্রত্যেককে তার কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছে এবং দারোয়ানকে সতর্ক থাকতে আদেশ করেছে।
35 তাই তোমরা সতর্ক থাকো, কারণ তোমরা জান না কখন বাড়ির কর্তা আসবেন, সন্ধ্যাবেলায়, বা মধ্যরাতে, বা মোরগ ডাকার সময় বা সকালে।
36 পাছে হঠাৎ এসে সে তোমাকে ঘুমাচ্ছে।
37 আর আমি তোমাদের যা বলি তা সকলকে বলছি, সাবধান!

অধ্যায় 14

1 দুদিন পর নিস্তারপর্ব ও খামিরবিহীন রুটির উৎসব ছিল৷ প্রধান যাজকেরা এবং ব্যবস্থার শিক্ষকেরা কীভাবে কৌশলে তাঁকে ধরে হত্যা করা যায় তা খুঁজছিলেন৷
2 কিন্তু তারা বলল, উৎসবের দিনে নয়, পাছে লোকেদের মধ্যে গোলমাল না হয়৷
3 বেথনিয়াতে শিমোন কুষ্ঠরোগীর বাড়িতে, তিনি যখন খেতে বসেছিলেন, তখন একজন স্ত্রীলোক এসেছিলেন, যার কাছে একটি অলবাস্টারের বাক্স ছিল যা খুব মূল্যবান মলম ছিল৷ এবং সে বাক্সটি ভেঙ্গে তার মাথায় ঢেলে দিল।
4 আর কিছু লোক নিজেদের মধ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলল, 'কেন এই মলমের অপচয় হল?
5 কারণ তা হয়তো তিনশো টাকারও বেশি দামে বিক্রি হয়ে গরীবদের দেওয়া যেত৷ এবং তারা তার বিরুদ্ধে বচসা করছিল।
6 যীশু বললেন, ওকে ছেড়ে দাও; তুমি তাকে কষ্ট দাও কেন? সে আমার উপর একটা ভালো কাজ করেছে।
7 কারণ গরীবরা সব সময় তোমাদের কাছে থাকে এবং যখনই ইচ্ছা তাদের ভালো করতে পারে, কিন্তু আমি সবসময় তোমাদের কাছে নেই৷
8 সে যা করতে পারে তাই করেছে: সে আমার দেহকে সমাধিতে অভিষেক করতে এগিয়ে এসেছে।
9 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সারা বিশ্বে যেখানেই এই সুসমাচার প্রচার করা হবে, সেখানেই তিনি যা করেছেন তাও তার স্মরণার্থে বলা হবে৷
10 আর যিহূদা ইসকরিওত, বারোজনের একজন, প্রধান যাজকদের কাছে গেলেন, তাঁকে তাদের হাতে ধরিয়ে দিতে৷
11 এই কথা শুনে তাঁরা খুশী হলেন এবং তাঁকে টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন৷ এবং সে খুঁজতে লাগলো কিভাবে সে সুবিধামত তাকে ধরিয়ে দিতে পারে।
12 খামিরবিহীন রুটির প্রথম দিন, যখন তারা নিস্তারপর্ব মেরে ফেলল, তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বললেন, আপনি কোথায় চান যে আমরা গিয়ে নিস্তারপর্ব খেতে প্রস্তুত করব?
13 আর তিনি তাঁর শিষ্যদের মধ্যে দুজনকে পাঠিয়ে দিলেন, এবং তাদের বললেন, তোমরা শহরে যাও, সেখানে একজন লোক জলের কলস নিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা করবে৷ তার অনুসরণ কর৷
14 আর তিনি যেখানেই যাবেন, সেই বাড়ির কর্তাকে বলুন, গুরু বলছেন, সেই অতিথিশালা কোথায়, যেখানে আমি আমার শিষ্যদের সঙ্গে নিস্তারপর্ব খাব?
15 আর তিনি তোমাকে উপরে সাজানো ও প্রস্তুত একটি বড় ঘর দেখাবেন: সেখানে আমাদের জন্য প্রস্তুত করুন।
16 তখন তাঁর শিষ্যরা বেরিয়ে গিয়ে শহরে এলেন, এবং তিনি তাদের যা বলেছিলেন তা দেখতে পেলেন এবং তারা নিস্তারপর্ব প্রস্তুত করলেন৷
17 সন্ধ্যায় তিনি সেই বারো জনকে নিয়ে আসলেন৷
18 তারা বসে খেতে খেতে যীশু বললেন, ' আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমাদের মধ্যে যে আমার সঙ্গে খাবে সে আমাকে ধরিয়ে দেবে৷'
19 তখন তারা দুঃখিত হয়ে একে একে তাঁকে বলতে লাগল, আমিই কি? আর একজন বলল, আমিই কি?
20 তিনি উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, ' এই সেই বারোজনের একজন, যে আমার সঙ্গে থালায় ডুবিয়েছে৷'
21 মনুষ্যপুত্র সত্যিই যাবেন, যেমন তাঁর বিষয়ে লেখা আছে৷ সেই মানুষটির জন্য ভালো হতো যদি সে কখনো জন্ম না করত।
22 তারা যখন খাচ্ছিল, তখন যীশু রুটি নিয়ে আশীর্বাদ করলেন এবং তা ভেঙ্গে তাদের দিলেন এবং বললেন, নাও, খাও, এটা আমার দেহ৷
23 পরে তিনি পেয়ালাটি নিলেন এবং ধন্যবাদ জানিয়ে তা তাদের দিলেন এবং তারা সবাই তা থেকে পান করল৷
24 তিনি তাদের বললেন, এটা আমার নতুন নিয়মের রক্ত, যা অনেকের জন্য বয়ে গেছে৷
25 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, ঈশ্বরের রাজ্যে যেদিন নতুন করে পান না করি, সেই দিন পর্যন্ত আমি আর দ্রাক্ষালতার ফল পান করব না৷
26পরে তারা গান গেয়ে জলপাই পাহাড়ে চলে গেলেন।
27 যীশু তাদের বললেন, ' আজ রাতে আমার জন্য তোমরা সকলেই অসন্তুষ্ট হবে৷ কেননা লেখা আছে, আমি রাখালকে আঘাত করব এবং মেষরা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে৷'
28 কিন্তু আমি পুনরুত্থিত হওয়ার পরে, আমি তোমাদের আগে গালীলে যাব৷
29কিন্তু পিতর তাঁকে বললেন, 'যদিও সবাই বিরক্ত হবে, তবুও আমি করব না৷
30 যীশু তাকে বললেন, ' আমি তোমাকে সত্যি বলছি, এই দিনে, এমনকি এই রাতে, মোরগ দুবার ডাকার আগে, তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে৷'
31 কিন্তু তিনি আরও জোরালোভাবে বললেন, আমি যদি তোমার সাথে মরে যাই, তবে আমি তোমাকে কোনভাবেই অস্বীকার করব না। একইভাবে তারা সব বলেন.
32 পরে তাঁরা গেৎশিমানী নামে একটা জায়গায় এলেন; আর তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, যতক্ষণ আমি প্রার্থনা করব, তোমরা এখানে বস।
33 আর তিনি পিতর, যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন এবং খুব আশ্চর্য ও ভারী হতে লাগলেন৷
34 আর তাদের বললেন, আমার প্রাণ মৃত্যু পর্যন্ত অতিশয় দুঃখিত: তোমরা এখানে থাকো এবং জেগে থাকো।
35 পরে তিনি একটু এগিয়ে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন এবং প্রার্থনা করলেন, যদি সম্ভব হয়, তবে এই সময়টা তাঁর কাছ থেকে কেটে যায়৷
36 তিনি বললেন, আব্বা, পিতা, আপনার পক্ষে সবই সম্ভব। আমার কাছ থেকে এই পানপাত্র কেড়ে নাও, তবুও আমি যা চাই তা নয়, তুমি যা চাও তাই।
37 পরে তিনি এসে তাঁদের ঘুমাচ্ছে দেখে পিতরকে বললেন, শিমোন, তুমি কি ঘুমাচ্ছ? তুমি কি এক ঘণ্টা দেখতে পারো না?
38 জেগে থাক এবং প্রার্থনা কর, পাছে প্রলোভনে না পড়ো৷ আত্মা সত্যিই প্রস্তুত, কিন্তু মাংস দুর্বল.
39 তারপর তিনি আবার চলে গিয়ে প্রার্থনা করলেন এবং একই কথা বললেন৷
40 তিনি ফিরে এসে তাদের আবার ঘুমিয়ে দেখতে পেলেন, (কারণ তাদের চোখ ভারী ছিল,) তারা বুঝতে পারছিল না তাকে কি উত্তর দেবে।

41 এরপর তিনি তৃতীয়বার এসে তাদের বললেন, ' এখন ঘুমাও এবং বিশ্রাম নাও। যথেষ্ট হয়েছে, সময় এসেছে। দেখ, মানবপুত্রকে পাপীদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
42 ওঠ, চল চল; দেখ, যে আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে সে কাছেই আছে।
43 তিনি যখন কথা বলছিলেন তখনই সেই বারো জনের একজন যিহূদা এল। তাঁর সঙ্গে তলোয়ার ও লাঠি হাতে একটি বিরাট জনতা প্রধান যাজক, ব্যবস্থার শিক্ষক ও প্রাচীনদের কাছ থেকে এল।
44 আর যে তাকে ধরিয়ে দিয়েছিল সে তাদের একটা চিহ্ন দিয়ে বলল, 'আমি যাকে চুম্বন করব, সেই সেই লোক।' তাকে নিয়ে যান এবং নিরাপদে নিয়ে যান।
45 তিনি এসেই সোজা তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, 'গুরু, গুরু।' এবং তাকে চুম্বন.
46 তারা যীশুর গায়ে হাত রেখে তাঁকে ধরে নিয়ে গেল।
47 আর যারা পাশে দাঁড়িয়েছিল তাদের মধ্যে একজন তলোয়ার বের করে মহাযাজকের একজন দাসকে আঘাত করে তার কান কেটে ফেলল।
48 যীশু উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, ' তোমরা কি চোরের বিরুদ্ধে তরবারি ও লাঠি নিয়ে আমাকে ধরতে এসেছ?
49 আমি প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে মন্দিরে শিক্ষা দিতাম, কিন্তু তোমরা আমাকে গ্রহণ করো নি। কিন্তু শাস্ত্রের কথা অবশ্যই পূর্ণ হবে।
50 আর তারা সকলে তাঁকে পরিত্যাগ করে পালিয়ে গেল।
51 সেখানে একজন যুবক তাঁর পিছনে পিছনে চলল, তার নগ্ন দেহে একটি মসীনার কাপড় ছিল। এবং যুবকরা তাকে ধরে রাখল:
52 আর তিনি মসীনার কাপড় ছেড়ে উলঙ্গ হয়ে তাদের কাছ থেকে পালিয়ে গেলেন।
53 আর তাঁরা যীশুকে মহাযাজকের কাছে নিয়ে গেলেন, আর তাঁর সঙ্গে সমস্ত প্রধান যাজক, প্রাচীন ও ব্যবস্থার শিক্ষকরা জড়ো হলেন।
54 পিতর দূর থেকে তাঁকে অনুসরণ করলেন, এমনকি মহাযাজকের প্রাসাদেও গেলেন; আর তিনি দাসদের সঙ্গে বসে আগুনে গরম করলেন।
55 প্রধান যাজকরা এবং সমস্ত মহাসভা যীশুকে হত্যা করার জন্য সাক্ষ্য খুঁজতে লাগল। এবং কোন খুঁজে পাওয়া যায় নি.
56 কারণ অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল, কিন্তু তাদের সাক্ষ্য একত্রিত হয়নি।
57 আর কিছু লোক উঠে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে বলল,
58 আমরা তাঁকে বলতে শুনেছি, আমি হাতের তৈরি এই মন্দিরটি ধ্বংস করে দেব এবং তিন দিনের মধ্যে আমি হাতবিহীন আরেকটি নির্মাণ করব।
59 কিন্তু তাদের দুজনের সাক্ষীও একমত হল না।
60 তখন মহাযাজক মাঝখানে উঠে দাঁড়িয়ে যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি কিছুর উত্তর দাও না? তোমার বিরুদ্ধে এরা কি সাক্ষ্য দিচ্ছে?
61 কিন্তু সে চুপ করে রইল, কোন উত্তর দিল না। আবার মহাযাজক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এবং তাকে বললেন, তুমি কি সেই ধন্যের পুত্র খ্রীষ্ট?
62 যীশু বললেন, আমিই আছি। আর তোমরা দেখবে মানবপুত্রকে পরাক্রমের ডানদিকে বসে আছেন এবং আকাশের মেঘে আসতে।
63 তখন মহাযাজক তার কাপড় ছিঁড়ে বললেন, আমাদের আর সাক্ষীর কি দরকার?
64 তোমরা নিন্দার কথা শুনেছ। তোমাদের কি মনে হয়? এবং তারা সকলেই তাকে মৃত্যুদণ্ডের জন্য দোষী সাব্যস্ত করল।
65 আর কেউ কেউ তাঁর গায়ে থুথু ফেলতে লাগলেন, মুখ ঢেকে ফেলতে লাগলেন, তাঁকে মারতে লাগলেন এবং তাঁকে বলতে লাগলেন, ভাববাণী বল;
66 আর পিতর যখন রাজপ্রাসাদের নীচে ছিলেন, তখন মহাযাজকের একজন দাসী এল।
67 সে পিতরকে গরম করতে দেখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আর তুমিও নাসরতের যীশুর সঙ্গে ছিলে।'
68 কিন্তু তিনি অস্বীকার করে বললেন, আমি জানি না, আপনি কি বলছেন তাও আমি বুঝতে পারছি না। পরে তিনি বারান্দায় গেলেন; এবং মোরগ কূল.
69 তখন একজন দাসী তাকে আবার দেখে পাশে দাঁড়ানো লোকদের বলতে লাগল, 'ইনি তাদেরই একজন।'
70 তিনি আবার অস্বীকার করলেন। আর একটু পরে, যারা পাশে দাঁড়িয়েছিল তারা আবার পিতরকে বলল, 'নিশ্চয়ই তুমি তাদের একজন;
71 কিন্তু তিনি অভিশাপ দিতে লাগলেন এবং শপথ করে বললেন, 'তোমরা যাঁর কথা বলছ আমি এই লোকটিকে চিনি না।'
72 এবং দ্বিতীয়বার মোরগ কূল. যীশু তাঁকে যে কথা বলেছিলেন তা পিতর মনে করিয়ে দিলেন, ' মোরগ দুবার ডাকার আগে, তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে।' আর সে কথা ভাবতেই সে কেঁদে ফেলল।

অধ্যায় 15

1পরে সকালে প্রধান যাজকেরা প্রাচীনদের, ব্যবস্থার শিক্ষকদের এবং পুরো মহাসভার সঙ্গে পরামর্শ করলেন, এবং যীশুকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে পীলাতের হাতে তুলে দিলেন।
2 পীলাত তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি ইহুদীদের রাজা? উত্তরে তিনি তাকে বললেন, ' তুমিই বলছ।'
3 প্রধান যাজকেরা তাঁকে অনেক দোষারোপ করলেন, কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিলেন না।
4 পীলাত তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি কিছুরই উত্তর দাও না? দেখো তারা তোমার বিরুদ্ধে কত সাক্ষ্য দিচ্ছে।
5 কিন্তু যীশু তখনও কোন উত্তর দিলেন না। যাতে পীলাত বিস্মিত হয়েছিলেন।
6 এখন সেই ভোজে তিনি তাদের জন্য একজন বন্দীকে ছেড়ে দিলেন, যাকে তারা চাইল।
7 আর বারাব্বা নামে একজন ছিলেন, যিনি তাঁর সঙ্গে বিদ্রোহ করেছিলেন, যারা বিদ্রোহে খুন করেছিল তাদের সঙ্গে বন্দী ছিল।
8 আর লোকে জোরে জোরে চিৎকার করতে লাগল যে, তিনি তাদের প্রতি যা করেছেন তা-ই করুক।

9 কিন্তু পীলাত তাদের বললেন, 'তোমরা কি বলবে যে আমি
তোমাদের জন্য ইহুদীদের রাজাকে ছেড়ে দেব?
10 কারণ তিনি জানতেন যে, প্রধান যাজকেরা তাকে
হিংসার জন্য তুলে দিয়েছে।
11 কিন্তু প্রধান যাজকরা লোকদের উদ্‌বুদ্ধ করলেন, তিনি
বরং বারাব্বাকে তাদের কাছে ছেড়ে দেবেন।
12 তখন পীলাত তাদের উত্তর দিয়ে আবার বললেন,
'তাহলে যাকে তোমরা ইহুদীদের রাজা বলছ তার প্রতি
আমি কি করব?
13 তারা আবার চিৎকার করে বলল, ওকে ক্রুশে দাও।
14 তখন পীলাত তাদের বললেন, কেন, সে কি মন্দ কাজ
করেছে? আর তারা আরও বেশি জোরে চিৎকার করে বলল,
ওকে ক্রুশে দাও।
15 আর তাই পীলাত, লোকেদের সন্তুষ্ট করতে ইচ্ছুক,
বারাব্বাকে তাদের কাছে ছেড়ে দিলেন এবং যীশুকে চাবুক
মেরে ক্রুশে দেবার জন্য তুলে দিলেন।
16 এবং সৈন্যরা তাকে প্রেটোরিয়াম নামক হলের মধ্যে
নিয়ে গেল; এবং তারা পুরো ব্যান্ডকে একসাথে ডাকে।
17 তারা তাকে বেগুনী কাপড় পরিয়ে দিল এবং কাঁটার
মুকুট বেঁধে তার মাথায় রাখল,
18 আর তাঁকে অভিবাদন জানাতে লাগলেন, হে ইহুদীদের
রাজা!
19 আর তারা একটা নল দিয়ে তার মাথায় আঘাত করল
এবং তার গায়ে থুথু দিল, এবং হাঁটু গেড়ে প্রণাম করল।
20 এবং যখন তারা তাকে ঠাট্টা করে, তখন তারা তার কাছ
থেকে বেগুনী রঙের কাপড় খুলে ফেলল এবং তার নিজের
পোশাক তাকে পরিয়ে দিল এবং তাকে ক্রুশে দেবার জন্য
বাইরে নিয়ে গেল।
21 আর তারা সাইমন নামে একজন সাইরেনীয়কে, যিনি
দেশের বাইরে যাচ্ছিলেন, আলেকজান্ডার ও রুফাসের
পিতাকে তাঁর ক্রুশ বহন করতে বাধ্য করলেন।
22 আর তারা তাকে গোলগথা নামক স্থানে নিয়ে গেল, যার
অর্থ হল, খুলির জায়গা।
23 তারা তাকে গন্ধরস মিশ্রিত দ্রাক্ষারস পান করতে দিল,
কিন্তু সে তা গ্রহণ করল না।
24 এবং যখন তারা তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করল, তখন
প্রত্যেকের কি নেওয়া উচিত, তারা তাদের উপরে গুলি ছুঁড়ে
তাঁর পোশাক ভাগ করে দিল।
25 তখন তৃতীয় ঘণ্টা, তারা তাঁকে ক্রুশে দিল।
26 আর তাঁর অভিযোগের উপরে লেখা ছিল, 'ইহুদীদের
রাজা।'
27 আর তার সঙ্গে তারা দুজন চোরকে ক্রুশে দিল।
একজন তার ডানদিকে এবং অন্যটি তার বাম দিকে।
28 আর শাস্ত্রের সেই কথা পূর্ণ হল, যা বলে, 'আর তাঁকে
সীমালঙঘনকারীদের সঙ্গে গণনা করা হয়েছিল।'
29 আর যাঁরা পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁরা মাথা নাড়তে
নাড়তে তাঁকে তিরস্কার করলেন, আর বললেন, আহা, তুমি
যে মন্দিরটি ধ্বংস করে তিনদিনের মধ্যে তৈরি করেছ,
30 নিজেকে বাঁচাও, ক্রুশ থেকে নেমে এসো।
31 একইভাবে প্রধান যাজকরাও ব্যবস্থার শিক্ষকদের সঙ্গে
নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা করে বলতে লাগল, 'তিনি অন্যদের
রক্ষা করেছেন। সে নিজেকে বাঁচাতে পারে না।
32 ইস্রায়েলের রাজা খ্রীষ্ট এখন ক্রুশ থেকে নেমে আসুক,
যাতে আমরা দেখতে পারি এবং বিশ্বাস করতে পারি। আর
যাঁরা তাঁর সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, তারা তাঁকে
তিরস্কার করেছিল।
33 আর যখন ষষ্ঠ প্রহর হল, তখন নয়টা পর্যন্ত সমস্ত দেশে
অন্ধকার ছিল।
34 আর নবম প্রহরে যীশু জোরে চিৎকার করে বললেন,
ইলোই, এলোই, লামা সবাকথানি? যার অর্থ হল, আমার
ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর, কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করলে?
35 যাঁরা পাশে দাঁড়িয়েছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ শুনে
বলল, 'দেখ, তিনি ইলিয়াসকে ডাকছেন।'
36 আর একজন দৌড়ে গিয়ে ভিনেগারে ভরা একটি স্পঞ্জ
ভর্তি করে একটি নলের ওপর রেখে তাকে পান করতে
দিয়ে বলল, 'একে যেতে দাও।' দেখা যাক ইলিয়াস তাকে
নামাতে আসবে কি না।
37 যীশু জোরে চিৎকার করে প্রেত ছেড়ে দিলেন।
38 আর মন্দিরের ঘোমটা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত দুই ভাগে
ছিঁড়ে গেল।
39 আর যখন সেনাপতি, যিনি তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন,
তিনি দেখলেন যে তিনি এত চিৎকার করে আত্মা ছেড়ে
দিয়েছেন, তিনি বললেন, 'সত্যিই এই লোকটি ঈশ্বরের পুত্র
ছিল।'
40 কিছু মহিলাও দূর থেকে দেখছিলেন: তাদের মধ্যে মেরি
ম্যাগডালিন এবং ছোট জেমসের মা মরিয়ম এবং জোসেস
এবং সালোমি ছিলেন।
41 (তিনি যখন গালীলে ছিলেন, তখন তিনি তাঁর অনুসরণ
করেছিলেন এবং তাঁর সেবা করেছিলেন;) এবং আরও
অনেক মহিলা যারা তাঁর সঙ্গে জেরুজালেমে এসেছিল।
42 আর এখন যখন সন্ধ্যে হল, কারণ এটা ছিল প্রস্তুতি,
অর্থাৎ বিশ্রামবারের আগের দিন,
43 আরিমাথিয়ার যোসেফ, একজন সম্মানিত পরামর্শদাতা,
যিনি ঈশ্বরের রাজ্যের জন্যও অপেক্ষা করতেন, তিনি এসে
নির্ভয়ে পীলাতের কাছে গেলেন এবং যীশুর দেহ কামনা
করলেন।
44 আর পীলাত আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে তিনি ইতিমধ্যেই
মারা গেছেন। তিনি সেনাপতিকে ডেকে তাঁকে জিজ্ঞেস
করলেন, তিনি মারা গেছেন কি না।
45 সেনাপতি তা জানতে পেরে মৃতদেহটি যোষেফকে
দিলেন।
46 পরে তিনি সূক্ষ্ম মসীনা কিনলেন, এবং তাকে নামিয়ে
আনলেন, এবং তাকে মসীনার কাপড়ে জড়ালেন, এবং
তাকে একটি কবরে শুইয়ে দিলেন যেটি পাথর থেকে কাটা
হয়েছিল, এবং সমাধির দরজার কাছে একটি পাথর গড়িয়ে
দিলেন।
47 যীশুকে যেখানে শায়িত করা হয়েছিল সেখানে মরিয়ম
ম্যাগডালিনী ও জোসের মা মরিয়ম দেখতে পেলেন।

অধ্যায় 16

1 বিশ্রামবার শেষ হলে, মরিয়ম ম্যাগডালিন, যাকোবের মা
মরিয়ম এবং সালোমী মিষ্টি মশলা কিনেছিলেন, যাতে তারা
এসে তাঁকে অভিষেক করতে পারে।

2 এবং সপ্তাহের প্রথম দিন খুব ভোরে, সূর্যোদয়ের সময় তারা সমাধির কাছে আসল।
3 তারা নিজেদের মধ্যে বলল, কে আমাদের কবরের দরজা থেকে পাথরটি সরিয়ে দেবে?
4 তারা তাকিয়ে দেখলেন যে পাথরটি গড়িয়ে গেছে, কারণ এটি খুব বড় ছিল।
5 এবং সমাধিতে প্রবেশ করে তারা দেখতে পেল যে, একটি যুবক লম্বা সাদা পোশাক পরে ডানদিকে বসে আছে। এবং তারা ভীত ছিল.
6 তিনি তাদের বললেন, 'ভয় পেয়ো না। তোমরা নাসরতের যীশুকে খুঁজছ, যাকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল। তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন। তিনি এখানে নেই: যেখানে তারা তাকে শুইয়েছিল সেই জায়গাটা দেখ।
7 কিন্তু তোমরা যাও, তাঁর শিষ্যদের ও পিতরকে বল যে, তিনি তোমাদের আগে গালীলে যাচ্ছেন: সেখানে তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে, যেমন তিনি তোমাদের বলেছিলেন।
8 তারা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল এবং কবর থেকে পালিয়ে গেল। কারণ তারা কাঁপছিল এবং আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। তারা কাউকে কিছু বলল না। কারণ তারা ভয় পেয়েছিল।
9 এখন যখন যীশু সপ্তাহের প্রথম দিনে পুনরুত্থিত হলেন, তখন তিনি প্রথমে মরিয়ম ম্যাগডালিনীর কাছে দেখা দিলেন, যার মধ্য থেকে তিনি সাতটি ভূত নিক্ষেপ করেছিলেন।
10 তখন তিনি গিয়ে তাঁর সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাদের বললেন, তারা শোক ও কাঁদছিল।
11 তারা যখন শুনল যে যীশু বেঁচে আছেন এবং তাঁকে দেখা গিয়েছে, তখন তাঁরা বিশ্বাস করলেন না।
12 তারপর তিনি তাদের দুজনের কাছে অন্য রূপে দেখা দিলেন, তারা হাঁটতে হাঁটতে দেশে গেলেন।
13 তারা গিয়ে অবশিষ্টদের কাছে তা বলল, তারাও তাদের কথা বিশ্বাস করল না।
14 পরে তিনি যখন এগারোজন ভোজনে বসেছিলেন তখন তিনি তাদের কাছে দেখা দিয়েছিলেন এবং তাদের অবিশ্বাস ও হৃদয়ের কঠোরতা নিয়ে তাদের তিরস্কার করেছিলেন, কারণ তারা তাদের বিশ্বাস করেনি যারা তাঁকে জীবিত হওয়ার পর দেখেছিল।
15 তখন তিনি তাদের বললেন, তোমরা সমস্ত জগতে যাও এবং প্রত্যেক প্রাণীর কাছে সুসমাচার প্রচার কর।
16 যে বিশ্বাস করে এবং বাপ্তিস্ম নেয় সে রক্ষা পাবে; কিন্তু যে বিশ্বাস করে না সে অভিশপ্ত হবে।
17 আর যারা বিশ্বাসী তাদের অনুসরণ করবে এই চিহ্নগুলো; আমার নামে তারা ভূত তাড়াবে; তারা নতুন ভাষায় কথা বলবে;
18 তারা সাপ তুলে নেবে; এবং যদি তারা কোন মারাত্মক জিনিস পান করে তবে তা তাদের ক্ষতি করবে না। তারা অসুস্থদের উপর হাত রাখবে এবং তারা সুস্থ হয়ে উঠবে।
19 তারপর প্রভু তাদের সাথে কথা বলার পর, তিনি স্বর্গে উঠে গেলেন এবং ঈশ্বরের ডানদিকে বসলেন।
20 আর তারা এগিয়ে গেল, এবং সর্বত্র প্রচার করল, প্রভু তাদের সাথে কাজ করলেন, এবং চিহ্নগুলি অনুসরণ করে বাক্যকে নিশ্চিত করলেন। আমীন।

লুকের গসপেল

অধ্যায় 1

1 আমাদের মধ্যে যে বিষয়গুলি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করা হয় সেগুলির ঘোষণা দেওয়ার জন্য অনেকে হাতে তুলেছেন,
2 যেমন তারা আমাদের কাছে তাদের তুলে দিয়েছিল, যাঁরা শুরু থেকেই প্রত্যক্ষদর্শী এবং শব্দের পরিচারক ছিলেন৷
3 আমার কাছেও ভাল লাগছিল, প্রথম থেকেই সব বিষয়ে নিখুঁত বোধগম্যতা থাকায়, সর্বোত্তম থিওফিলাস, আপনাকে ক্রমানুসারে লিখতে।
4 যাতে আপনি সেই বিষয়গুলির নিশ্চিততা জানতে পারেন, যে বিষয়ে আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে৷
5 যিহূদিয়ার বাদশাহ্ হেরোদের সময়ে আবিয়ার বংশের জাকারিয়া নামে একজন যাজক ছিলেন; আর তাঁর স্ত্রী ছিলেন হারুনের কন্যা, তাঁর নাম ছিল ইলিশাবেত।
6 এবং তারা উভয়েই ঈশ্বরের সামনে ধার্মিক ছিল, প্রভুর সমস্ত আদেশ ও বিধিতে নির্দোষভাবে চলত৷
7 আর তাদের কোন সন্তান ছিল না, কারণ এলিজাবেথ বন্ধ্যা ছিলেন এবং তারা দুজনেই এখন অনেক বছর বয়সে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।
8এবং এটা ঘটল যে, যখন সে তার নিয়ম অনুসারে ঈশ্বরের সামনে যাজকের দায়িত্ব পালন করত,
9 যাজকের পদের রীতি অনুসারে, তিনি প্রভুর মন্দিরে প্রবেশ করার সময় ধূপ জ্বালাতেন।
10 আর ধূপের সময় সমস্ত লোক প্রার্থনা করছিল৷
11 আর প্রভুর একজন দূত ধূপবেদীর ডানদিকে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখা দিলেন৷
12 জাকারিয়া তাঁকে দেখে বিচলিত হলেন এবং ভয় পেলেন৷
13 কিন্তু স্বর্গদূত তাঁকে বললেন, 'জাকারিয়া, ভয় পেয়ো না, কারণ তোমার প্রার্থনা শোনা হয়েছে৷ এবং তোমার স্ত্রী এলিজাবেথ তোমার একটি পুত্র সন্তান প্রসব করবে এবং তুমি তার নাম রাখবে জন।
14 আর তুমি আনন্দ ও উল্লাস পাবে; এবং অনেকে তার জন্মে আনন্দ করবে৷
15 কারণ তিনি প্রভুর দৃষ্টিতে মহান হবেন এবং দ্রাক্ষারস বা শক্তিশালী পানীয় পান করবেন না; এবং সে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হবে, এমনকি তার মায়ের গর্ভ থেকেই৷
16 আর ইস্রায়েলের অনেক লোককে সে তাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর দিকে ফিরে যাবে।
17 এবং তিনি ইলিয়াসের আত্মা ও শক্তিতে তাঁর আগে এগিয়ে যাবেন, পিতাদের হৃদয় সন্তানদের প্রতি এবং অবাধ্যদের ধার্মিকদের জ্ঞানের দিকে ফিরিয়ে দিতে৷ প্রভুর জন্য প্রস্তুত একটি মানুষ প্রস্তুত করতে.
18 তখন জাকারিয়া ফেরেশতাকে বললেন, আমি এটা জানব কেন? কারণ আমি একজন বৃদ্ধ মানুষ, এবং আমার স্ত্রী অনেক বছর ধরে অসুস্থ।
19 তখন স্বর্গদূত তাঁকে বললেন, 'আমি গ্যাব্রিয়েল, ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আছি৷ এবং আমি তোমার সাথে কথা বলার জন্য এবং তোমাকে এই সুসংবাদ জানাতে প্রেরণ করেছি৷
20 আর, দেখ, যেদিন এই সব কাজ করা হবে, সেই দিন পর্যন্ত তুমি বোবা থাকবে এবং কথা বলতে পারবে না, কারণ তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর না, যা তাদের সময়ে পূর্ণ হবে৷
21 আর লোকেরা সখরিয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল, আর আশ্চর্য হল যে তিনি মন্দিরে এতদিন ছিলেন৷
22 পরে তিনি যখন বাইরে এলেন, তখন তিনি তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারলেন না; এবং তারা বুঝতে পারলেন যে তিনি মন্দিরে একটি দর্শন দেখেছেন, কারণ তিনি তাদের ইশারা করলেন এবং বাকরুদ্ধ হয়ে রইলেন৷
23 আর এমন হল যে, তাঁর পরিচর্যার দিনগুলি শেষ হওয়ার সাথে সাথে তিনি তাঁর নিজের বাড়িতে চলে গেলেন৷
24 সেই দিন পরে তাঁর স্ত্রী এলিজাবেথ গর্ভবতী হলেন এবং পাঁচ মাস নিজেকে লুকিয়ে রেখে বললেন,
25 মানুষের মধ্যে আমার তিরস্কার দূর করার জন্য প্রভু আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করার দিনগুলিতে এইভাবে আমার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন৷
26 আর ষষ্ঠ মাসে ঈশ্বরের কাছ থেকে গ্যাব্রিয়েল ফেরেশতাকে নাসরত নামে গালীলের একটি শহরে পাঠানো হয়েছিল৷
27 একজন কুমারীকে দায়ূদের বংশের যোষেফ নামে একজন লোকের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল৷ আর কুমারীর নাম ছিল মরিয়ম।
28 আর ফেরেশতা তার কাছে এসে বলল, "হে তুমি যে পরম অনুগ্রহশীল, প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন: নারীদের মধ্যে তুমি ধন্য।
29 আর তাকে দেখে সে তার কথায় বিচলিত হল এবং মনে মনে ভাবল এটা কেমন হওয়া উচিত৷
30 আর স্বর্গদূত তাকে বললেন, 'ভয় পেও না মরিয়ম, কারণ তুমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ পেয়েছ৷'
31 আর দেখ, তুমি তোমার গর্ভে গর্ভধারণ করবে এবং একটি পুত্রের জন্ম দেবে এবং তার নাম যীশু রাখবে৷
32 তিনি মহান হবেন, এবং তাঁকে সর্বোচ্চ পুত্র বলা হবে, এবং প্রভু ঈশ্বর তাঁকে তাঁর পিতা দায়ূদের সিংহাসন দেবেন৷
33 আর তিনি যাকোবের বংশের উপর চিরকাল রাজত্ব করবেন; এবং তার রাজ্যের কোন শেষ হবে না.
34 তখন মরিয়ম স্বর্গদূতকে বললেন, 'এটা কেমন হবে, আমি একজন মানুষকে চিনি না?
35 আর স্বর্গদূত উত্তর দিয়ে তাকে বললেন, পবিত্র আত্মা তোমার ওপর আসবে এবং পরমেশ্বরের শক্তি তোমাকে ছায়া দেবে৷ সেইজন্য তোমার থেকে যে পবিত্র বস্তুর জন্ম হবে তাকেও ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে৷
36 আর দেখ, তোমার মামাতো বোন এলিজাবেথও বৃদ্ধ বয়সে একটি পুত্র গর্ভধারণ করেছে, এবং এটি তার সঙ্গে ষষ্ঠ মাস, যাকে বন্ধ্যা বলা হত৷
37 কারণ ঈশ্বরের কাছে কিছুই অসম্ভব নয়৷
38 তখন মরিয়ম বললেন, দেখ প্রভুর দাসী৷ তোমার কথামত আমার প্রতি তা হোক। আর দেবদূত তার কাছ থেকে চলে গেলেন।
39 সেই সময়ে মরিয়ম উঠলেন, এবং তাড়াতাড়ি করে পাহাড়ী এলাকায়, যিহূদার একটি শহরে গেলেন৷
40 আর সখরিয়ের বাড়িতে ঢুকে ইলীশাবেতকে অভিবাদন জানালেন৷
41 আর এমন হল যে, যখন এলিজাবেথ মরিয়মের অভিবাদন শুনলেন, তখন তার গর্ভের শিশুটি লাফিয়ে উঠল৷ এবং এলিজাবেথ পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ছিল:

42 আর সে উচ্চস্বরে কহিল, নারীদের মধ্যে তুমি ধন্য এবং তোমার গর্ভের ফল ধন্য।
43 আর আমার প্রভুর মা আমার কাছে আসবেন এটা আমার কাছে কোথা থেকে?
44 কারণ, দেখ, তোমার অভিবাদনের রব আমার কানে বেজে উঠলেই আমার গর্ভে শিশুটি আনন্দে লাফিয়ে উঠল৷
45 এবং ধন্য সে যে বিশ্বাস করে, কারণ প্রভুর কাছ থেকে তাকে যা বলা হয়েছিল সেগুলিই হবে৷
46 আর মরিয়ম বললেন, আমার আত্মা প্রভুকে মহিমান্বিত করে৷
47 আর আমার আত্মা আমার ত্রাণকর্তা ঈশ্বরে আনন্দিত হয়েছে৷
48 কারণ তিনি তার দাসীর নিম্ন সম্পত্তির প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন: কারণ, দেখ, এখন থেকে সমস্ত প্রজন্ম আমাকে ধন্য বলবে৷
49 কারণ যিনি পরাক্রমশালী তিনি আমার জন্য মহান কাজ করেছেন; এবং তাঁর নাম পবিত্র।
50 আর যারা তাঁকে ভয় করে তাদের প্রতি তাঁর করুণা বংশ পরম্পরায়।
51 তিনি তাঁর বাহুতে শক্তি প্রদর্শন করেছেন; তিনি তাদের হৃদয়ের কল্পনায় গর্বিতদের ছড়িয়ে দিয়েছেন।
52 তিনি বলবানদেরকে তাদের আসন থেকে নামিয়েছেন এবং তাদের নিম্ন স্তরে উন্নীত করেছেন।
53 তিনি ক্ষুধার্তদের ভালো জিনিস দিয়ে তৃপ্ত করেছেন; আর ধনীদের তিনি খালি করে পাঠিয়েছেন।
54 তিনি তাঁর করুণার স্মরণে তাঁর দাস ইস্রায়েলকে ঢেলে দিয়েছেন;
55 তিনি যেমন আমাদের পূর্বপুরুষদের, অব্রাহাম ও তাঁর বংশের কাছে চিরকালের জন্য বলেছিলেন৷
56 আর মরিয়ম প্রায় তিন মাস তাঁর সঙ্গে ছিলেন এবং নিজের বাড়িতে ফিরে গেলেন৷
57 এলিজাবেথের প্রসবের পূর্ণ সময় এসে গেছে; এবং তিনি একটি পুত্র জন্ম দিলেন.
58 এবং তার প্রতিবেশীরা এবং তার চাচাতো ভাইয়েরা শুনেছিল যে প্রভু তার প্রতি মহা করুণা করেছিলেন৷ এবং তারা তার সঙ্গে আনন্দিত.
59 অষ্টম দিনে তারা শিশুটির সুন্নত করতে এল৷ তারা তার পিতার নাম অনুসারে তাকে জাকারিয়া বলে ডাকত।
60 তার মা উত্তর দিয়ে বললেন, 'তাই নয়; কিন্তু তাকে জন বলা হবে৷
61 তারা তাকে বলল, 'তোমার আত্মীয়দের মধ্যে এমন কেউ নেই যাকে এই নামে ডাকা হয়৷'
62 তারা তার পিতাকে ইশারা করল যে, তিনি তাকে কীভাবে ডাকবেন৷
63 তিনি একটা লেখার টেবিল চেয়ে বললেন, 'ওর নাম জন৷' এবং তারা সব বিস্মিত.
64 তখনই তাঁর মুখ খুলে গেল এবং তাঁর জিভ খুলে গেল এবং তিনি কথা বললেন ও ঈশ্বরের প্রশংসা করলেন৷
65 তখন তাদের চারপাশে যারা বাস করত তাদের সকলের মধ্যে ভয় দেখা দিল, এবং এই সমস্ত কথা যিহূদিয়ার সমস্ত পার্বত্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল৷
66 যাঁরা তাদের কথা শুনেছিল তারা সকলেই মনে মনে বলে উঠল, 'এ কেমন ছেলে হবে!' এবং প্রভুর হাত তার সঙ্গে ছিল.
67 আর তাঁর পিতা জাকারিয়া পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করে বললেন,
68 ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু ধন্য হোন; কারণ তিনি তার লোকদের পরিদর্শন করেছেন এবং মুক্ত করেছেন,
69 এবং তাঁর দাস দায়ূদের ঘরে আমাদের জন্য পরিত্রাণের একটি শিং তুলেছেন;
70 তিনি যেমন তাঁর পবিত্র ভাববাদীদের মুখ দিয়ে বলেছিলেন, যা জগত শুরু হওয়ার পর থেকে হয়ে আসছে:
71 যাতে আমরা আমাদের শত্রুদের হাত থেকে এবং যারা আমাদের ঘৃণা করে তাদের হাত থেকে রক্ষা পাই৷
72 আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি প্রতিশ্রুত করুণা সম্পাদন করতে এবং তাঁর পবিত্র চুক্তি মনে রাখতে;
73 তিনি আমাদের পিতা ইব্রাহিমের কাছে যে শপথ করেছিলেন,
74 যে তিনি আমাদের দিতেন, যাতে আমরা আমাদের শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে নির্ভয়ে তাঁর সেবা করতে পারি,
75 আমাদের জীবনের সমস্ত দিন তাঁর সামনে পবিত্রতা ও ধার্মিকতায়।
76 এবং হে শিশু, তোমাকে সর্বোচ্চের ভাববাদী বলা হবে: কেননা তুমি প্রভুর মুখের সামনে তাঁর পথ প্রস্তুত করতে যাবে;
77 তাঁর লোকেদের তাদের পাপের ক্ষমার মাধ্যমে পরিত্রাণের জ্ঞান দিতে,
78 আমাদের ঈশ্বরের কোমল করুণার মাধ্যমে; যাতে উচ্চ থেকে দিনের স্রোত আমাদের পরিদর্শন করেছে,
79 যারা অন্ধকারে এবং মৃত্যুর ছায়ায় বসে আছে তাদের আলো দিতে, শান্তির পথে আমাদের পায়ের পথ দেখাতে।
80 এবং শিশুটি বেড়ে উঠল এবং আত্মায় শক্তিশালী হয়ে উঠল এবং ইস্রায়েলের কাছে তার প্রকাশের দিন পর্যন্ত মরুভূমিতে ছিল৷

অধ্যায় 2

1 সেই দিনগুলিতে সিজার অগাস্টাসের কাছ থেকে একটি আদেশ জারি হল যে সমস্ত জগতকে কর দিতে হবে৷
2 (এবং এই শুল্ক প্রথম করা হয়েছিল যখন সিরেনিয়াস সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন।)
3 আর সকলেই কর দিতে গেল, প্রত্যেকে নিজ নিজ শহরে চলে গেল৷
4 আর যোষেফও গালীল থেকে, নাসরত শহর থেকে, যিহূদিয়াতে, দায়ূদের শহরে, যাকে বেথেলহেম বলে; (কারণ তিনি ডেভিডের বংশ ও বংশের ছিলেন :)
5 মরিয়মের সাথে তার সঙ্গী স্ত্রী, সন্তানের সাথে মহান হওয়া।
6 আর তাই হল, যখন তারা সেখানে ছিল, তখন তার প্রসবের দিন পূর্ণ হল৷
7 এবং সে তার প্রথমজাত পুত্রকে প্রসব করল, এবং তাকে কাপড়ে মুড়ে একটি খাঁড়িতে শুইয়ে দিল৷ কারণ সরাইখানায় তাদের জন্য কোনো জায়গা ছিল না।

8 আর সেই দেশেই মেষপালকরা মাঠে থাকত, রাত্রিবেলা তাদের পালের পাহারা দিত।
9 এবং দেখ, প্রভুর দূত তাদের কাছে এলেন, এবং প্রভুর মহিমা তাদের চারপাশে আলোকিত হল, এবং তারা খুব ভয় পেল।
10 আর স্বর্গদূত তাদের বললেন, ভয় কোরো না, কারণ দেখ, আমি তোমাদের জন্য মহা আনন্দের সুসংবাদ আনছি, যা সমস্ত মানুষের জন্য হবে।
11 কেননা আজ দায়ূদের শহরে তোমাদের জন্য একজন ত্রাণকর্তার জন্ম হয়েছে, যিনি খ্রীষ্ট প্রভু।
12 এবং এটা তোমাদের জন্য একটি চিহ্ন হবে; আপনি শিশুটিকে জামাকাপড়ে মোড়ানো, একটি খাঁচায় শুয়ে দেখতে পাবেন।
13 আর হঠাৎ স্বর্গীয় সৈন্যদলের একদল স্বর্গদূতের সঙ্গে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগলেন এবং বললেন,
14 ঈশ্বরের মহিমা সর্বোচ্চ, এবং পৃথিবীতে শান্তি, মানুষের প্রতি শুভ ইচ্ছা।
15আর এমন হল, স্বর্গদূতেরা যখন তাদের থেকে স্বর্গে চলে গেল, তখন রাখালরা একে অপরকে বলল, চল আমরা এখন বেথেলহেমে যাই, এবং প্রভু যা ঘটতে চলেছে তা দেখি। আমাদের
16 আর তারা তাড়াতাড়ি করে এসে মরিয়ম ও যোষেফকে দেখতে পেলেন এবং শিশুটিকে একটি খাঁড়িতে পড়ে আছে।
17 তারা তা দেখে এই শিশুটির বিষয়ে যা বলা হয়েছিল তা সকলের কাছে জানালেন।
18 যাঁরা তা শুনেছিল তারা সকলেই মেষপালকদের দ্বারা যা বলা হয়েছিল তাতে আশ্চর্য হল।
19 কিন্তু মরিয়ম এই সব কথা মনে মনে ভাবতেন।
20 আর মেষপালকেরা ফিরে গেল, তারা যা শুনেছে এবং যা দেখেছিল তার জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা ও প্রশংসা করতে লাগলো, যেমন তাদের বলা হয়েছিল।
21 আর যখন শিশুটির সুন্নত করার আট দিন পূর্ণ হল, তখন তার নাম রাখা হল যীশু, যা গর্ভে গর্ভে ধারণের আগে ফেরেশতার নামে রাখা হয়েছিল।
22 মোশির আইন অনুসারে যখন তার শুদ্ধিকরণের দিনগুলি শেষ হল, তখন তারা তাকে জেরুজালেমে নিয়ে এল, তাকে প্রভুর কাছে পেশ করার জন্য।
23 (যেমন প্রভুর আইনে লেখা আছে, প্রত্যেক পুরুষ যে গর্ভ খোলে তাকে প্রভুর কাছে পবিত্র বলা হবে;)
24 এবং প্রভুর বিধি অনুসারে বলি দিতে হবে, এক জোড়া কবুতর বা দুটি কবুতর।
25আর দেখ, জেরুজালেমে শিমিওন নামে একজন লোক ছিল; এবং সেই লোকটি ন্যায়পরায়ণ এবং ধার্মিক ছিল, ইস্রায়েলের সান্ত্বনার অপেক্ষায় ছিল: এবং পবিত্র আত্মা তার উপরে ছিল।
26 এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা তাঁর কাছে এটি প্রকাশিত হয়েছিল যে প্রভুর খ্রীষ্টকে দেখার আগে তিনি মৃত্যুকে দেখতে পাবেন না।
27 আর তিনি আত্মার দ্বারা মন্দিরে এলেন, এবং যখন পিতা-মাতা শিশু যীশুকে ভিতরে আনলেন, তাঁর জন্য আইন-কানুন অনুসারে কাজ করার জন্য,
28 তারপর তিনি তাকে কোলে তুলে নিয়ে ঈশ্বরকে আশীর্বাদ করলেন এবং বললেন,
29 প্রভু, এখন আপনি আপনার দাসকে আপনার বাক্য অনুসারে শান্তিতে চলে যেতে দিন:
30কারণ আমার চোখ তোমার পরিত্রাণ দেখেছে,
31 যা তুমি সমস্ত মানুষের সামনে প্রস্তুত করেছ;
32 অইহুদীদের আলোকিত করার একটি আলো, এবং আপনার লোক ইস্রায়েলের গৌরব।
33 আর যোষেফ ও তাঁর মা তাঁর বিষয়ে যা বলা হয়েছিল তাতে আশ্চর্য হলেন।
34 শিমিওন তাদের আশীর্বাদ করলেন এবং তাঁর মা মরিয়মকে বললেন, দেখ, এই শিশুটি ইস্রায়েলে অনেকের পতন ও পুনরুত্থানের জন্য প্রস্তুত রয়েছে৷ এবং একটি চিহ্নের জন্য যার বিরুদ্ধে কথা বলা হবে;
35 (হ্যাঁ, একটি তলোয়ার তোমার নিজের আত্মাকেও বিদ্ধ করবে) যাতে অনেকের হৃদয়ের চিন্তা প্রকাশ পায়।
36 আর আন্না নামে একজন ভাববাদী ছিলেন, তিনি আসের বংশের ফানুয়েলের কন্যা ছিলেন।
37 এবং তিনি প্রায় চল্লিশ বছর বয়সী একজন বিধবা ছিলেন, তিনি মন্দির থেকে চলে যান নি, কিন্তু রাতদিন উপবাস ও প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের সেবা করতেন।
38 আর সেই মুহুর্তে তিনি এসে প্রভুকে ধন্যবাদ জানালেন এবং যারা জেরুজালেমের মুক্তির অপেক্ষায় ছিলেন তাদের সকলের কাছে তাঁর কথা বললেন।
39 এবং প্রভুর বিধি অনুসারে সমস্ত কিছু করার পর তারা গালীলে, তাদের নিজের শহর নাসরতে ফিরে গেল।
40 আর শিশুটি বেড়ে উঠল, আত্মায় শক্তিশালী হয়ে উঠল, জ্ঞানে পূর্ণ হল, এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ তার ওপর ছিল।
41 এখন তার বাবা-মা প্রতি বছর নিস্তারপর্বের উৎসবে জেরুজালেমে যেতেন।
42 যীশুর বয়স যখন বারো বছর তখন তাঁরা ভোজের রীতি অনুসারে জেরুজালেমে গেলেন।
43 আর সেই দিনগুলি শেষ হলে, তারা যখন ফিরে এল, তখন শিশু যীশু জেরুজালেমেই থেকে গেলেন। যোষেফ ও তার মা তা জানতেন না।
44 কিন্তু তারা অনুমান করে যে তিনি সেই দলে ছিলেন, এক দিনের যাত্রা করলেন। এবং তারা তাদের আত্মীয়স্বজন এবং পরিচিতদের মধ্যে তাকে খুঁজতে লাগল।
45 কিন্তু তাঁকে না পেয়ে তাঁরা তাঁকে খুঁজতে জেরুজালেমে ফিরে গেলেন।
46 তিন দিন পর তাঁরা তাঁকে মন্দিরে দেখতে পেলেন।
47 যাঁরা তাঁর কথা শুনলেন, তাঁরা সবাই তাঁর বুদ্ধি ও উত্তরে আশ্চর্য হলেন।
48 তাঁরা তাঁকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাঁর মা তাঁকে বললেন, 'বাছা, তুমি কেন আমাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করলে? দেখ, তোমার পিতা এবং আমি দুঃখে তোমাকে খুঁজি।
49 তখন তিনি তাদের বললেন, ' তোমরা কেমন করে আমাকে খুঁজছিলে? তোমরা কি বুঝতে পারছ না যে আমি আমার পিতার ব্যবসার বিষয়ে হতে পারি?
50 যীশু তাঁদের যা বললেন তা তাঁরা বুঝতে পারলেন না।

51 পরে তিনি তাদের সঙ্গে নেমে নাসরেতে গেলেন এবং তাদের বশীভূত হলেন, কিন্তু তাঁর মা এই সমস্ত কথা মনে রাখলেন৷
52 আর যীশু জ্ঞান ও উচ্চতায় এবং ঈশ্বর ও মানুষের অনুগ্রহে বৃদ্ধি পেলেন।

অধ্যায় 3

1 এখন টাইবেরিয়াস সিজারের রাজত্বের পনেরতম বছরে, পন্তিয়াস পিলাত যিহূদিয়ার শাসনকর্তা, এবং হেরোদ গালীলের শাসনকর্তা, এবং তাঁর ভাই ফিলিপ ইতুরিয়া ও ট্র্যাকোনাইটিস অঞ্চলের শাসনকর্তা এবং লিসানিয়াস অ্যাবিলিনের শাসনকর্তা,
2 আন্না এবং কায়াফা মহাযাজক, মরুভূমিতে সখরিয়ার পুত্র যোহনের কাছে ঈশ্বরের বাক্য এসেছিল৷
3 আর তিনি জর্ডানের চারপাশের সমস্ত দেশে এসে পাপের ক্ষমার জন্য অনুতাপের বাপ্তিস্ম প্রচার করতে লাগলেন৷
4 ভাববাদী যিশাইয়ের কথার বইতে যেমন লেখা আছে, 'মরুভূমিতে একজনের কণ্ঠস্বর, 'তোমরা প্রভুর পথ প্রস্তুত কর, তাঁর পথ সোজা কর৷'
5 প্রত্যেকটি উপত্যকা পূর্ণ হবে, প্রতিটি পর্বত ও পাহাড়কে নীচে নামানো হবে; এবং আঁকাবাঁকা সোজা করা হবে, এবং রুক্ষ পথ মসৃণ করা হবে;
6 আর সমস্ত মানুষ ঈশ্বরের পরিত্রাণ দেখতে পাবে৷
7 তারপর তিনি তাঁর কাছে বাপ্তিস্ম নিতে আসা জনতাকে বললেন, ওহে সাপের বংশ, কে তোমাদেরকে সতর্ক করেছে যে ক্রোধ থেকে পালাতে হবে?
8 তাই অনুতাপের যোগ্য ফল নিয়ে আসুন, এবং নিজেদের মধ্যে বলতে শুরু করবেন না, আমাদের পিতার কাছে আব্রাহাম আছেন: কারণ আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বর এই পাথরগুলি থেকে অব্রাহামের সন্তানদের জন্ম দিতে সক্ষম৷
9 এবং এখন গাছের গোড়ার কাছে কুড়াল রাখা হয়েছে: তাই প্রত্যেকটি গাছ যা ভাল ফল দেয় না তা কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া হয়৷
10 তখন লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, তাহলে আমরা কি করব?
11 তিনি উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, যার দুটি জামা আছে, সে তাকে দেয় যার একটিও নেই৷ আর যার মাংস আছে সেও তাই করুক৷
12 তখন কর আদায়কারীরাও বাপ্তিস্ম নিতে এসে তাঁকে বললেন, 'গুরু, আমরা কি করব?
13 তখন তিনি তাদের বললেন, 'তোমাদের যা নিযুক্ত করা হয়েছে তার চেয়ে বেশি কিছু নেবেন না৷
14 আর সৈন্যরাও একইভাবে তাঁর কাছে দাবি করল, আর আমরা কি করব? তিনি তাদের বললেন, 'কারও প্রতি অত্যাচার করো না, কাউকে মিথ্যা অভিযোগ করো না৷ এবং আপনার মজুরিতে সন্তুষ্ট থাকুন।
15 এবং লোকেরা যেমন প্রতীক্ষায় ছিল, এবং সমস্ত লোক তাদের হৃদয়ে যোহনের বিষয়ে চিন্তা করছিল, তিনি খ্রীষ্ট ছিলেন কি না;
16 যোহন তাদের সবাইকে বললেন, 'আমি তোমাদের জলে বাপ্তিস্ম দিচ্ছি৷ কিন্তু আমার চেয়ে শক্তিশালী একজন আসছেন, যার জুতার ফিট আমি খুলে দেবার যোগ্য নই: তিনি আপনাকে পবিত্র আত্মা ও আগুনে বাপ্তিস্ম দেবেন।
17 যার পাখা তার হাতে, এবং সে তার মেঝে পরিষ্কার করবে, এবং তার সংগ্রহে গম জড়ো করবে; কিন্তু তুষকে সে আগুনে পুড়িয়ে ফেলবে যা নিভে যাবে না।
18 এবং তাঁর উপদেশের মধ্যে আরও অনেক বিষয় তিনি লোকদের কাছে প্রচার করেছিলেন৷
19 কিন্তু রাজা হেরোদ তাঁর ভাই ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়াসের জন্য এবং হেরোদ যে সমস্ত অন্যায় করেছিলেন তার জন্য তিনি তিরস্কার করেছিলেন৷
20 সব কিছুর উপরে এটা যোগ করলেন যে, তিনি যোহনকে কারাগারে বন্দী করে রেখেছিলেন।
21 এখন যখন সমস্ত লোক বাপ্তিস্ম নিল, তখন এমন হল যে, যীশুও বাপ্তিস্ম নিচ্ছেন এবং প্রার্থনা করছেন, স্বর্গ খুলে গেল৷
22 এবং পবিত্র আত্মা ঘুঘুর মতো শারীরিক আকারে তাঁর উপরে নেমে এলেন, এবং স্বর্গ থেকে একটি রব এলো, যা বলল, তুমি আমার প্রিয় পুত্র; তোমার মধ্যে আমি সন্তুষ্ট।
23 আর যীশু নিজেও প্রায় ত্রিশ বছর বয়সে যোষেফের পুত্র, যিনি হেলির পুত্র ছিলেন (যেমন মনে করা হয়েছিল)৷
24 কোনটি ছিল মত্ততের পুত্র, কোনটি ছিল লেবির পুত্র, কোনটি মেল্খির পুত্র, যেটি যন্নার পুত্র, যেটি যোষেফের পুত্র,
25 মত্তথিয়াসের ছেলে, আমোসের ছেলে, আমোসের ছেলে, নাউমের ছেলে, ইস্লির ছেলে, যে নাগের ছেলে।
26 কোনটা মাথের ছেলে, কোনটা মাত্তাথিয়ার ছেলে, যেটা সেমিয়ের ছেলে, যেটা ইউসুফের ছেলে, যেটা ছিল যিহূদার ছেলে।
27 যোহানার ছেলে, যে রেসার ছেলে, যে জোরোবাবেলের ছেলে, যে সালথিয়েলের ছেলে, যে নেরির ছেলে,
28 মল্খির ছেলে, অদ্দির ছেলে, যে কোসামের ছেলে, যে ইল্মোদমের ছেলে, যে ইরের ছেলে।
29 যোষের ছেলে, ইলীয়েজারের ছেলে, যে যোরীমের ছেলে, যে মত্ততের ছেলে, যে লেবির ছেলে।
30 কোনটি শিমিয়োনের পুত্র, কোনটি যিহূদার পুত্র, কোনটি যোষেফের পুত্র, কোনটি যোনানের পুত্র, যেটি ইলিয়াকীমের পুত্র,
31মেলেয়ার ছেলে, যে মেননের ছেলে, যে মত্তাথার ছেলে, যে নাথনের ছেলে, যে দায়ূদের ছেলে।
32 যিশয়ের ছেলে, যে ওবেদের ছেলে, যেটা বুজের ছেলে, যেটা সালমনের ছেলে, যেটা নাসোনের ছেলে।
33 অমীনাদবের ছেলে, যে অরামের ছেলে, যে ইস্রোমের ছেলে, যে ফরেসের ছেলে, যে ছিল যিহূদার ছেলে।
34যাকোবের ছেলে, ইস্হাকের ছেলে, ইব্রাহিমের ছেলে, যে থারার ছেলে, যে নাখোরের ছেলে,
35 সরুকের ছেলে, যে রগৌর ছেলে, যে ফালেকের ছেলে, যে হেবরের ছেলে, যে ছিল সালার ছেলে।
36 কয়নানের ছেলে, যে ছিল অর্ফক্সদের ছেলে, যে সেমের ছেলে, যে নোয়ের ছেলে, যে ছিল লেমকের ছেলে।
37 যে মথুশালার পুত্র, যেটি হনোকের পুত্র, যে জারদের পুত্র, যেটি মালেলেলের পুত্র, যেটি কয়নানের পুত্র,
38 এনোসের ছেলে, শেথের ছেলে, যে আদমের ছেলে, যে ঈশ্বরের ছেলে।

অধ্যায় 4

1আর যীশু পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে জর্ডান থেকে ফিরে এলেন, এবং আত্মার দ্বারা প্রান্তরে নিয়ে গেলেন,
2 চল্লিশ দিন শয়তানের প্রলোভনে থাকা। আর সেই দিনগুলিতে তিনি কিছুই খাননি, এবং সেগুলি শেষ হলে পরে তিনি ক্ষুধার্ত হলেন৷
3 আর শয়তান তাকে বলল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তাহলে এই পাথরটিকে রুটি বানানোর নির্দেশ দাও৷
4 যীশু তাকে উত্তর দিয়ে বললেন, শাস্ত্রে লেখা আছে, মানুষ কেবল রুটি দিয়ে বাঁচবে না, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিটি বাক্যেই বাঁচবে৷
5 আর শয়তান তাকে একটা উঁচু পাহাড়ে নিয়ে গেল এবং মুহূর্তের মধ্যে জগতের সমস্ত রাজ্য দেখাল৷
6 আর শয়তান তাকে বলল, এই সমস্ত ক্ষমতা আমি তোমাকে দেব এবং তাদের গৌরব দেব, কারণ এটা আমার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে৷ আর যাকে চাই তাকেই দেব।
7 তাই যদি তুমি আমাকে উপাসনা কর তবে সবই তোমার হবে৷
8 যীশু উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, হে শয়তান, তুমি আমার পিছনে সরে যাও, কারণ লেখা আছে, 'তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুর উপাসনা করবে এবং কেবল তাঁরই সেবা করবে৷'
9 আর তিনি তাকে জেরুজালেমে নিয়ে এসে মন্দিরের চূড়ায় বসিয়ে বললেন, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে এখান থেকে নিজেকে নিচে ফেলে দাও৷
10 কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে, তোমাকে রক্ষা করার জন্য তিনি তাঁর স্বর্গদূতদের আপনার উপরে দায়িত্ব দেবেন৷
11 এবং তাদের হাতে তারা তোমাকে বহন করবে, পাছে যে কোন সময় পাথরের সাথে তোমার পা ধাক্কা দেবে।
12 তখন যীশু তাকে বললেন, ' কথা আছে, তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে পরীক্ষা করো না৷
13 আর শয়তান সমস্ত প্রলোভনের অবসান ঘটিয়ে এক সময়ের জন্য তাঁর কাছ থেকে চলে গেল৷
14 আর যীশু আত্মার শক্তিতে গালীলে ফিরে এলেন, এবং চারপাশের সমস্ত অঞ্চলে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল৷
15 আর তিনি সকলের কাছে মহিমান্বিত হয়ে তাদের সমাজগৃহে শিক্ষা দিতেন৷
16 আর তিনি নাসরেতে এলেন, যেখানে তিনি লালিত-পালিত হয়েছিলেন; এবং তাঁর রীতি অনুসারে বিশ্রামবারে সমাজগৃহে গিয়ে পড়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন৷
17 আর তাঁর কাছে ভাববাদী যিশাইয়ের পুস্তক দেওয়া হল৷ আর তিনি বইটি খুলে সেই জায়গাটি খুঁজে পেলেন যেখানে লেখা ছিল,
18 প্রভুর আত্মা আমার উপরে আছেন, কারণ তিনি গরীবদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য আমাকে অভিষিক্ত করেছেন; তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন ভগ্নহৃদয়দের সুস্থ করার জন্য, বন্দীদের মুক্তির প্রচার করতে এবং অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে, ক্ষতবিক্ষতদের মুক্তি দিতে,
19 প্রভুর গ্রহণযোগ্য বছর প্রচার করতে.
20 তিনি বইটি বন্ধ করে আবার মন্ত্রীকে দিয়ে বসলেন৷ যাঁরা সমাজ-গৃহে ছিলেন তাদের সকলের দৃষ্টি তাঁর দিকে স্থির ছিল৷
21 তখন তিনি তাদের বলতে লাগলেন, আজ এই শাস্ত্র তোমাদের কানে পূর্ণ হল৷
22 আর সকলে তাঁকে সাক্ষ্য দিল, এবং তাঁর মুখ থেকে যে দয়াময় কথা বের হল তাতে আশ্চর্য হল৷ তারা বলল, 'ইনি কি ইউসুফের ছেলে নয়?
23 তখন তিনি তাদের বললেন, ' তোমরা অবশ্যই আমাকে এই প্রবাদ বলবে, 'চিকিৎসক, নিজেকে সুস্থ কর৷ আমরা কফরনাহূমে যা করতে শুনেছি, এখানেও তাই করো৷'
24 তিনি বললেন, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, কোন ভাববাদীকে তার নিজের দেশে গ্রহণ করা হয় না৷
25কিন্তু আমি তোমাদের সত্যি বলছি, ইলিয়াসের সময়ে ইস্রায়েলে অনেক বিধবা ছিল, যখন আকাশ তিন বছর ছয় মাস বন্ধ ছিল, যখন সারা দেশে মহা দুর্ভিক্ষ ছিল৷
26 কিন্তু ইলিয়াসকে সীদোনের সারেপ্তা শহরে একজন বিধবা মহিলার কাছে ছাড়া তাদের কারো কাছেই পাঠানো হয়নি৷
27 এবং ভাববাদী এলিসিয়াসের সময়ে ইস্রায়েলে অনেক কুষ্ঠরোগী ছিল; আর তাদের কেউই শুচি হয়নি, অরামীয় নামানকে বাঁচিয়েছে।
28 এই কথা শুনে সমাজ-গৃহের সকলে ক্রোধে পরিপূর্ণ হল৷
29 এবং উঠে এসে তাকে শহর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল এবং তাকে পাহাড়ের কপালে নিয়ে গেল যেখানে তাদের শহরটি নির্মিত হয়েছিল, যাতে তারা তাকে মাথার উপরে ফেলে দিতে পারে৷
30 কিন্তু তিনি তাদের মধ্য দিয়ে চলে গেলেন,
31 আর তিনি গালীলের কফরনাহূমে নেমে এসে বিশ্রামবারে তাদের শিক্ষা দিলেন।
32 আর তাঁহার মতবাদে তাহারা আশ্চর্য হইল, কারণ তাঁহার বাক্য শক্তি সহকারে ছিল।
33 আর সমাজ-গৃহে একজন লোক ছিল, যার মধ্যে অশুচি শয়তানের আত্মা ছিল, আর সে জোরে চিৎকার করে বলল,
34 বললেন, আমাদের একা থাকতে দাও; হে নাসরতের যীশু, তোমার সাথে আমাদের কি সম্পর্ক? তুমি কি আমাদের ধ্বংস করতে এসেছ? আমি তোমাকে জানি তুমি কে; ঈশ্বরের পবিত্র এক.
35 যীশু তাকে ধমক দিয়ে বললেন, চুপ করে থাক, তার মধ্য থেকে বেরিয়ে এস৷ শয়তান যখন তাকে মাঝখানে ফেলে দিল, তখন সে তার থেকে বেরিয়ে এল, তাকে আঘাত করল না৷
36তখন সকলে আশ্চর্য হইয়া নিজেদের মধ্যে বলিতে লাগিল, এ কেমন কথা! কারণ তিনি কর্তৃত্ব ও শক্তি দিয়ে অশুচি আত্মাদের আদেশ করেন এবং তারা বেরিয়ে আসে৷
37 আর তাঁর খ্যাতি আশেপাশের দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল৷
38 পরে তিনি সমাজ-গৃহ থেকে উঠে শিমোনের বাড়িতে গেলেন৷ শিমোনের স্ত্রীর মা প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হলেন৷ তারা তার জন্য তাকে অনুরোধ করল৷
39 তখন তিনি তার কাছে দাঁড়িয়ে জ্বরকে ধমক দিলেন৷ এবং তা তাকে ছেড়ে চলে গেল: আর সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে তাদের সেবা করল৷

40 সূর্যাস্তের সময় যারা বিভিন্ন রোগে ভুগছিল তারা তাদের যীশুর কাছে নিয়ে এল। তিনি তাদের প্রত্যেকের গায়ে হাত রেখে তাদের সুস্থ করলেন।
41 আর অনেকের মধ্য থেকে শয়তানরাও চিৎকার করে বেরিয়ে এল, আর বলতে লাগল, তুমিই ঈশ্বরের পুত্র। তিনি তাদের ধমক দিয়ে কথা বলতে দিলেন না, কারণ তারা জানত যে তিনিই খ্রীষ্ট।
42 যখন দিন হল, তখন তিনি চলে গেলেন এবং এক নির্জন জায়গায় গেলেন; আর লোকেরা তাঁকে খুঁজতে লাগল, এবং তাঁর কাছে এসে তাঁকে আটকে রাখল, যেন তিনি তাদের ছেড়ে চলে না যান।
43 তিনি তাদের বললেন, ' আমাকে অবশ্যই ঈশ্বরের রাজ্যের কথা অন্যান্য শহরে প্রচার করতে হবে।
44 আর তিনি গালীলের সমাজ-গৃহে প্রচার করতে লাগলেন।

অধ্যায় 5

1আর এমন হল যে, লোকেরা যখন তাঁকে ঈশ্বরের বাক্য শোনার জন্য চাপ দিচ্ছিল, তখন তিনি গনেসরেট হ্রদের ধারে দাঁড়ালেন,
2 এবং হ্রদের ধারে দুটি জাহাজ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল, কিন্তু জেলেরা তাদের থেকে বেরিয়ে গিয়ে জাল ধুচ্ছিল।
3 আর তিনি শিমোনের জাহাজগুলির মধ্যে একটিতে প্রবেশ করলেন এবং তাঁকে অনুরোধ করলেন যে, তিনি যেন দেশ থেকে একটু বের করে দেন। তারপর তিনি বসে পড়লেন এবং জাহাজ থেকে লোকদের শিক্ষা দিলেন।
4 কথা বলা চলে গেলে তিনি শিমোনকে বললেন, ' গভীর দিকে বের হয়ে যাও, আর ড্রপের জন্য তোমার জাল ফেলো।'
5 শিমোন উত্তরে তাঁকে বললেন, 'গুরু, আমরা সারা রাত পরিশ্রম করেছি, কিছুই নিইনি, তবুও আপনার কথায় আমি জাল ফেলব।'
6 তারা এই কাজটি করার পর, তারা অনেক মাছের দল বেঁধে রাখল এবং তাদের জাল ভেঙ্গে দিল।
7 আর তারা অন্য জাহাজে থাকা তাদের অংশীদারদের ইশারা করল যে তারা এসে তাদের সাহায্য করুক। আর তারা এসে জাহাজ দুটিকে এমনভাবে পূর্ণ করল যে তারা ডুবে যেতে লাগল।
8 শিমোন পিতর তা দেখে যীশুর হাঁটু গেড়ে বসে বললেন, আমার কাছ থেকে চলে যাও। হে মাবুদ, আমি পাপী মানুষ।
9কারণ তিনি এবং তাঁর সঙ্গে যাঁরা ছিলেন, তারা যে সব মাছ ধরেছিল তা দেখে আশ্চর্য হয়েছিলেন।
10 সিবদিয়ের ছেলে যাকোব ও যোহনও শিমোনের সহযোগী ছিলেন। যীশু শিমোনকে বললেন, ' ভয় পেয়ো না। এখন থেকে তুমি লোকদের ধরবে।
11 এবং যখন তারা তাদের জাহাজগুলিকে স্থলে নিয়ে এল, তখন তারা সমস্ত কিছু ছেড়ে দিয়ে যীশুর অনুসরণ করল।
12 আর এমন হল, যখন তিনি কোন এক শহরে ছিলেন, তখন একজন কুষ্ঠরোগে ভরা একজন লোককে দেখতে পেলেন। যীশুকে দেখে তিনি মুখের ওপর উপুড় হয়ে তাঁকে অনুনয় করে বললেন, প্রভু, আপনি যদি চান তবে আমাকে শুচি করতে পারেন।
13 তখন সে তার হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করে বলল, আমি চাই: তুমি শুচি হও। আর সঙ্গে সঙ্গে তার থেকে কুষ্ঠরোগ চলে গেল।
14 আর তিনি তাঁহাকে আদেশ করিলেন যে, কাহাকেও বলিও না; কিন্তু যাও, যাজকের কাছে নিজেকে দেখাও, এবং মোশির আজ্ঞানুসারে তোমার শুদ্ধির জন্য উৎসর্গ কর, যেন তাহাদের সাক্ষ্য হয়।
15 কিন্তু ততই তার সম্পর্কে দেশ-বিদেশে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল, এবং অনেক লোক তার কথা শোনার জন্য এবং তাদের দুর্বলতা থেকে সুস্থ হওয়ার জন্য একত্রিত হয়েছিল।
16 আর তিনি মরুভূমিতে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে প্রার্থনা করলেন।
17 আর একটা নির্দিষ্ট দিনে যখন তিনি শিক্ষা দিচ্ছিলেন তখন এমন হল যে, সেখানে ফরীশী ও আইনের চিকিৎসকরা বসে ছিলেন, যাঁরা গালীল, যিহূদিয়া ও জেরুজালেমের প্রতিটি শহর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন; এবং প্রভুর শক্তি। তাদের সুস্থ করার জন্য উপস্থিত ছিলেন।
18 আর, দেখ, লোকেরা পলসি রোগে আক্রান্ত এক ব্যক্তিকে বিছানায় নিয়ে এল। তারা তাঁকে ভিতরে নিয়ে আসার এবং তাঁর সামনে শুইয়ে দেওয়ার উপায় খুঁজছিল।
19আর ভিড়ের কারণে কোন উপায়ে তাঁকে ভিতরে আনা যায় তা খুঁজে না পেয়ে তারা ঘরের ছাদে গিয়ে তাঁর পালঙ্কের টালি দিয়ে তাঁকে যীশুর সামনে নামিয়ে দিল।
20 তাদের বিশ্বাস দেখে তিনি তাকে বললেন, ' হে মানুষ, তোমার পাপ ক্ষমা করা হয়েছে।'
21 তখন ব্যবস্থার শিক্ষকরা ও ফরীশীরা তর্ক করতে লাগলেন। একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া কে পাপ ক্ষমা করতে পারে?
22 কিন্তু যীশু যখন তাদের চিন্তা বুঝতে পারলেন, তখন তিনি তাদের বললেন, ' তোমাদের অন্তরে কিসের কারণ?
23 কি সহজ, বলা, তোমার পাপ ক্ষমা করা হবে; নাকি বলতে হবে, উঠে হাঁটতে?
24 কিন্তু যাতে তোমরা জানতে পার যে মানবপুত্রের পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা পৃথিবীতে আছে, (তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিকে বললেন,) আমি তোমায় বলছি, উঠ, তোমার পালঙ্ক তুলে নিয়ে তোমার ঘরে যাও।
25 আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাদের সামনে উঠে দাঁড়ালেন, এবং যেখানে তিনি শুয়েছিলেন তা তুলে নিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করে নিজের বাড়িতে চলে গেলেন।
26তখন সকলে আশ্চর্য হইল, এবং ঈশ্বরের গৌরব করিতে লাগিল, এবং ভয়ে ভীত হইয়া বলিল, আজ আমরা অদ্ভুত জিনিস দেখিয়াছি।
27 এই সবের পরে তিনি বেরিয়ে গেলেন এবং লেবি নামে একজন কর আদায়কারীকে শুল্কের রসিদে বসে থাকতে দেখলেন। তিনি তাকে বললেন, আমার অনুসরণ কর।
28 আর তিনি সব ছেড়ে উঠে তাঁকে অনুসরণ করলেন।
29 আর লেবি তাঁর নিজের বাড়িতে তাঁকে একটা বড় ভোজের আয়োজন করলেন; আর সেখানে কর আদায়কারী ও অন্যদের এক বিরাট দল ছিল যারা তাদের সঙ্গে বসেছিল।
30 কিন্তু তাদের ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীরা তাঁর শিষ্যদের বিরুদ্ধে বিড়বিড় করে বলল, 'তোমরা কর আদায়কারী ও পাপীদের সঙ্গে খাও কেন?

31 এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, ' যারা সুস্থ তাদের ডাক্তারের প্রয়োজন নেই৷ কিন্তু তারা যারা অসুস্থ।
32 আমি ধার্মিকদের ডাকতে আসিনি, পাপীদের অনুতাপ করতে এসেছি৷
33 তাঁরা তাঁকে বললেন, 'কেন য়োহনের শিষ্যরা প্রায়ই উপবাস করে এবং প্রার্থনা করে, আর একইভাবে ফরীশীদের শিষ্যরাও৷ কিন্তু তোমার খাওয়া-দাওয়া?
34 যীশু তাদের বললেন, ' বরের সঙ্গে থাকাকালীন তোমরা কি বরযাত্রীর ছেলেমেয়েদের উপোস করতে পারবে?
35 কিন্তু এমন দিন আসবে যখন বরকে তাদের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেই দিনগুলিতে তারা উপবাস করবে৷
36 তিনি তাদের কাছে একটি দৃষ্টান্তও বললেন৷ কেউ পুরাতনের গায়ে নতুন কাপড়ের টুকরো রাখে না; যদি অন্যথায়, তবে নতুন উভয়ই ভাড়া দেয় এবং নতুন থেকে যে অংশটি নেওয়া হয়েছিল তা পুরানোটির সাথে একমত হয় না।
37 আর কেউ পুরানো বোতলে নতুন দ্রাক্ষারস রাখে না৷ অন্যথায় নতুন মদের বোতলগুলি ফেটে যাবে এবং ছিটকে যাবে এবং বোতলগুলি নষ্ট হয়ে যাবে৷
38 কিন্তু নতুন দ্রাক্ষারস অবশ্যই নতুন বোতলে রাখতে হবে৷ এবং উভয় সংরক্ষিত হয়.
39 কেউ পুরানো দ্রাক্ষারস পান করে অবিলম্বে নতুন আকাঙ্ক্ষা করে না, কারণ সে বলে, পুরানোই ভালো৷

অধ্যায় 6

1 প্রথম বিশ্রামবারের পরে দ্বিতীয় বিশ্রামবারে তিনি শস্যক্ষেতের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন৷ আর তাঁর শিষ্যরা শস্যের কান ছিঁড়ে হাতে ঘষে খেতেন৷
2 ফরীশীদের মধ্যে কয়েকজন তাদের বললেন, বিশ্রামবারে যা করা বিধিসম্মত নয় তা কেন করছ?
3 যীশু তাদের উত্তর দিয়ে বললেন, ' তোমরা কি এতটুকু পড়ে নি যে, দায়ূদ যখন ক্ষুধার্ত ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গীরা কি করেছিলেন৷
4 তিনি কীভাবে ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করলেন, এবং সেই রুটি নিয়ে গেলেন এবং ভোজন করলেন এবং তাঁর সঙ্গীদেরও দিলেন৷ যা শুধু যাজকদের জন্য খাওয়া বৈধ নয়?
5 তিনি তাদের বললেন, 'মানবপুত্র বিশ্রামবারেরও প্রভু৷'
6 আর এক বিশ্রামবারে তিনি সমাজ-গৃহে গিয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন৷ সেখানে একজন লোক ছিল যার ডান হাত শুকিয়ে গিয়েছিল৷
7 বিশ্রামবারে তিনি সুস্থ হবেন কি না, সেই বিষয়ে ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীরা তাঁকে দেখছিলেন৷ যাতে তারা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ খুঁজে পেতে পারে।
8 কিন্তু তিনি তাদের চিন্তা জানতেন, আর যার হাত শুকিয়ে গিয়েছিল তাকে বললেন, উঠ, মাঝখানে দাঁড়াও৷ আর তিনি উঠে দাঁড়ালেন।
9 তখন যীশু তাদের বললেন, আমি তোমাদের একটা কথা জিজ্ঞেস করব; বিশ্রামবারে ভাল কাজ করা বৈধ, না মন্দ করা? জীবন বাঁচাতে, নাকি ধ্বংস করতে?
10 এবং তাদের চারপাশে চারদিকে তাকিয়ে লোকটিকে বললেন, তোমার হাত বাড়াও৷ আর তিনি তাই করলেন: আর তাঁর হাত অন্য হাতের মতো সুস্থ হয়ে উঠল৷
11 আর তারা পাগল হয়ে গেল; এবং তারা যীশুর সাথে কি করতে পারে তা একে অপরের সাথে কথা বলেছিল৷
12 সেই দিনগুলিতে, তিনি প্রার্থনা করার জন্য একটি পর্বতে গেলেন এবং সারা রাত ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে থাকলেন৷
13 যখন দিন হল, তখন তিনি তাঁর শিষ্যদের ডেকে আনলেন৷ তাদের মধ্য থেকে তিনি বারোজনকে মনোনীত করলেন, যাদের তিনি প্রেরিত নামও দিলেন৷
14 শিমোন, (যার নাম তিনি পিটারও রেখেছিলেন) এবং তাঁর ভাই আন্দ্রিয়, যাকোব ও যোহন, ফিলিপ ও বার্থলোমিউ,
15 ম্যাথু ও থমাস, আলফাইয়ের ছেলে যাকোব এবং শিমোন যাকে জেলোটস বলে,
16 আর যাকোবের ভাই যিহূদা, এবং যিহূদা ইসকরিওত, যিনি বিশ্বাসঘাতকও ছিলেন৷
17 আর তিনি তাদের সঙ্গে নেমে এসে সমতলে দাঁড়ালেন, এবং তাঁর শিষ্যদের দল, এবং সমস্ত যিহূদিয়া ও জেরুজালেম থেকে এবং সোয়ার ও সীডনের সমুদ্র উপকূল থেকে প্রচুর লোকের দল, যারা তাঁর কথা শুনতে এসেছিল৷ এবং তাদের রোগ নিরাময় করা;
18 আর যাঁরা অশুচি আত্মায় যন্ত্রণাগ্রস্ত হয়েছিল, তারা সুস্থ হয়েছিল৷
19 আর সমস্ত জনতা তাঁকে স্পর্শ করার চেষ্টা করছিল, কারণ তাঁর মধ্যে থেকে পুণ্য বেরিয়েছিল এবং তাদের সবাইকে সুস্থ করে তুলেছিল৷
20 আর তিনি তাঁর শিষ্যদের দিকে চোখ তুলে বললেন, ধন্য তোমরা দরিদ্র, কারণ ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদেরই৷
21 ধন্য তোমরা যারা এখন ক্ষুধার্ত, কারণ তোমরা তৃপ্ত হবে৷ ধন্য তোমরা যারা এখন কাঁদছ, কারণ তোমরা হাসবে৷
22 ধন্য তোমরা, যখন মানুষ তোমাদের ঘৃণা করবে, এবং যখন তারা তোমাদেরকে তাদের সঙ্গ থেকে আলাদা করবে, এবং তোমাদের তিরস্কার করবে, এবং মানবপুত্রের জন্য তোমাদের নাম মন্দ বলে তাড়িয়ে দেবে৷
23 সেদিন তোমরা আনন্দ কর এবং আনন্দে লাফিয়ে উঠো, কারণ, দেখ, স্বর্গে তোমাদের পুরষ্কার মহান, কারণ তাদের পূর্বপুরুষরা ভাববাদীদের প্রতি একইভাবে কাজ করেছিলেন৷
24 কিন্তু ধিক্ তোমাদের ধনী! কারণ তোমরা তোমাদের সান্ত্বনা পেয়েছ৷
25 ধিক্ তোমাদের যারা পরিপূর্ণ! কারণ তোমরা ক্ষুধার্ত হবে৷ হায় হায় তোমাকে এখন! কারণ তোমরা শোক করবে ও কাঁদবে৷
26 ধিক্ তোমাদের, যখন সমস্ত লোক তোমাদের ভাল কথা বলবে! কারণ তাদের পূর্বপুরুষরা মিথ্যা ভাববাদীদের প্রতিও তাই করেছিল।
27কিন্তু আমি তোমাদের যারা শোনে তাদের বলছি, তোমাদের শত্রুদের ভালোবাসো, যারা তোমাদের ঘৃণা করে তাদের ভালো করো৷
28 যারা আপনাকে অভিশাপ দেয় তাদের আশীর্বাদ করুন এবং যারা আপনাকে ব্যবহার করেও তাদের জন্য প্রার্থনা করুন।

29 আর যে তোমাকে এক গালে আঘাত করে তার কাছে অন্য গালেও নিবেদন কর; এবং যে তোমার জামা কেড়ে নেয় তাকে তোমার জামাটাও নিতে নিষেধ করো৷
30 যে কেউ তোমার কাছে চায় তাকে দাও; আর যে তোমার জিনিসপত্র কেড়ে নেয় তার কাছে আর জিজ্ঞেস করো না।
31 আর তোমরা যেমন চাও যে লোকেরা তোমাদের প্রতি করুক, তোমরাও তাদের প্রতি সেইরূপ কর৷
32 কারণ যারা তোমাদের ভালোবাসে যদি তোমরা তাদের ভালোবাস, তবে তোমাদের কিসের কৃতজ্ঞতা আছে? কারণ পাপীরাও তাদের ভালোবাসে যারা তাদের ভালোবাসে৷
33 আর যারা তোমাদের মঙ্গল করে তাদের যদি তোমরা ভালো কর, তবে তোমাদের কৃতজ্ঞতা কী? কারণ পাপীরাও একই কাজ করে৷
34 আর যাদের কাছ থেকে তোমরা পাবার আশা কর তাদের যদি ধার দাও, তবে তোমাদের কি কৃতজ্ঞতা? কারণ পাপীরাও পাপীদের ধার দেয়, আবার অনেক কিছু পাওয়ার জন্য৷
35 কিন্তু তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালোবাসো, ভালো কাজ করো এবং ধার দাও, আর কিছু না পাওয়ার আশা করো৷ এবং তোমাদের পুরষ্কার মহান হবে, এবং তোমরা হবে সর্বোচ্চের সন্তান, কারণ তিনি অকৃতজ্ঞ ও মন্দের প্রতি সদয়৷
36 সেইজন্য তোমরা করুণাময় হও, যেমন তোমাদের পিতাও করুণাময়৷
37 বিচার করো না, এবং তোমাদের বিচার করা হবে না: নিন্দা করো না, এবং তোমাদের নিন্দা করা হবে না: ক্ষমা করো, এবং তোমাদের ক্ষমা করা হবে৷
38 দাও, এবং এটা তোমাদের দেওয়া হবে; ভাল পরিমাপ, নিচে চাপা, এবং একসঙ্গে ঝাঁকান, এবং উপর দিয়ে দৌড়ে, মানুষ আপনার বুকে দেবে. কেননা যে মাপ দিয়ে তোমরা মাপবে সেই মাপ দিয়েই আবার তোমাদের কাছে মাপা হবে৷
39 তখন তিনি তাদের কাছে একটি দৃষ্টান্ত বললেন, অন্ধ কি অন্ধকে নেতৃত্ব দিতে পারে? তারা দুজনেই কি খাদে পড়বে না?
40 শিষ্য তার প্রভুর উপরে নয়, কিন্তু যে সিদ্ধ সে তার গুরুর মতো হবে৷
41 আর তোমার ভাইয়ের চোখে যে কুটকুট আছে তা কেন তুমি দেখতে পাচ্ছ, কিন্তু তোমার নিজের চোখে যে রশ্মি আছে তা বুঝতে পারছ না?
42 না হয় আপনি কীভাবে আপনার ভাইকে বলতে পারেন, ভাই, আমাকে আপনার চোখের কুটকুটটি বের করে আনতে দিন, যখন আপনি নিজের চোখের মণিটি দেখতে পাচ্ছেন না? হে ভণ্ড, আগে তোমার নিজের চোখের মণিটা বের করে দাও, তারপর তোমার ভাইয়ের চোখে যে কুটকুট আছে তা বের করতে তুমি স্পষ্ট দেখতে পাবে।
43 কারণ একটি ভাল গাছ খারাপ ফল দেয় না; নষ্ট গাছও ভালো ফল দেয় না।
44 কারণ প্রতিটি গাছ তার নিজের ফলের দ্বারা পরিচিত হয়৷ কারণ কাঁটা দিয়ে মানুষ ডুমুর কুড়ায় না, বা ঝোপঝাড় থেকেও আঙ্গুর সংগ্রহ করে না৷
45 একজন ভাল মানুষ তার হৃদয়ের ভাল ভান্ডার থেকে যা ভাল তা বের করে। আর একজন মন্দ লোক তার হৃদয়ের মন্দ ভান্ডার থেকে যা মন্দ তা বের করে, কারণ তার হৃদয়ের প্রাচুর্যের জন্য তার মুখ কথা বলে৷
46 আর কেন তোমরা আমাকে প্রভু, প্রভু বলে ডাকছ, আমি যা বলি তা কর না?
47 যে কেউ আমার কাছে আসে এবং আমার কথা শুনে এবং সেগুলি পালন করে, আমি তোমাকে দেখাব সে কার মত৷
48 সে সেই লোকের মতো যে একটি বাড়ি তৈরি করেছিল, গভীর খনন করেছিল এবং একটি পাথরের উপর ভিত্তি স্থাপন করেছিল: এবং যখন বন্যা শুরু হয়েছিল, তখন স্রোত সেই বাড়িটির উপর প্রবলভাবে আঘাত করেছিল, এবং এটিকে নাড়াতে পারেনি: কারণ এটি একটি পাথরের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। .
49 কিন্তু যে শোনে কিন্তু তা করে না, সে এমন একজন মানুষের মত যে ভিত্তি ছাড়াই পৃথিবীতে একটি ঘর তৈরি করেছে৷ যার বিরুদ্ধে স্রোত প্রবলভাবে আঘাত করেছিল এবং সাথে সাথে এটি পড়েছিল; এবং সেই বাড়ির ধ্বংসাবশেষ ছিল মহান।

অধ্যায় 7

1 লোকেদের মধ্যে তাঁর সমস্ত কথা শেষ করে তিনি কফরনাহূমে প্রবেশ করলেন৷
2 আর একজন শতপতির চাকর, যে তার প্রিয় ছিল, সে অসুস্থ ছিল এবং মারা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল৷
3 যীশুর কথা শুনে তিনি ইহুদীদের বৃদ্ধ নেতাদের তাঁর কাছে পাঠিয়ে অনুরোধ করলেন, তিনি এসে তাঁর দাসকে সুস্থ করুন৷
4তারা যীশুর কাছে এসে তৎক্ষণাৎ তাঁকে অনুনয় করে বলল, 'যার জন্য তিনি এই কাজ করার যোগ্য ছিলেন৷
5 কারণ তিনি আমাদের জাতিকে ভালবাসেন এবং তিনি আমাদের জন্য একটি সমাজগৃহ নির্মাণ করেছেন৷
6 তখন যীশু তাদের সঙ্গে গেলেন৷ তিনি যখন বাড়ি থেকে দূরে ছিলেন না, তখন সেনাপতি তাঁর কাছে বন্ধুদের পাঠিয়ে বললেন, প্রভু, নিজেকে কষ্ট দেবেন না, কারণ আমি যোগ্য নই যে আপনি আমার ছাদের নীচে প্রবেশ করবেন৷
7 তাই আমি নিজেকে আপনার কাছে আসার যোগ্য মনে করিনি; কিন্তু এক কথায় বলুন, তাহলে আমার দাস সুস্থ হয়ে যাবে৷
8 কারণ আমিও একজন কর্তৃত্বাধীন ব্যক্তি, আমার অধীনে সৈন্য রয়েছে, আর আমি একজনকে বলি, যাও, সে চলে যাবে৷ আর একজনকে, এসো, আর সে আসবে৷ এবং আমার দাসকে, এটা কর, আর সে তা করবে৷
9 যীশু যখন এইসব কথা শুনলেন, তখন তিনি তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন, এবং তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বললেন, যাঁরা তাঁকে অনুসরণ করেছিল, আমি তোমাদের বলছি, আমি ইস্রায়েলে এত বড় বিশ্বাস খুঁজে পাইনি৷
10 যাঁদের পাঠানো হয়েছিল, তাঁরা বাড়িতে ফিরে গিয়ে সেই চাকরকে সুস্থ দেখতে পেলেন যে অসুস্থ ছিল৷
11 পরের দিন তিনি নাইন নামে একটি শহরে গেলেন৷ তাঁর অনেক শিষ্য ও অনেক লোক তাঁর সঙ্গে গেল৷
12 যখন তিনি শহরের ফটকের কাছে এলেন, তখন দেখ, সেখানে একজন মৃত লোককে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সে তার

মায়ের একমাত্র ছেলে এবং সে একজন বিধবা ছিল এবং শহরের অনেক লোক তার সঙ্গে ছিল৷
13 আর প্রভু তাকে দেখে তার প্রতি করুণা করলেন এবং তাকে বললেন, কেঁদো না।
14 আর তিনি এসে বিয়ারটি স্পর্শ করলেন, আর যারা তাকে প্রসব করেছিল তারা স্থির হয়ে রইল। তখন তিনি বললেন, যুবক, আমি তোমাকে বলছি, ওঠ৷
15 আর যে মৃত ছিল সে উঠে বসে কথা বলতে লাগল৷ এবং তাকে তার মায়ের কাছে পৌঁছে দিল।
16 তখন সকলের মধ্যে ভয় দেখা দিল, এবং তারা ঈশ্বরের প্রশংসা করে বলল, 'আমাদের মধ্যে একজন মহান ভাববাদী আবির্ভূত হয়েছেন৷ এবং, ঈশ্বর তাঁর লোকেদের পরিদর্শন করেছেন৷
17 আর তাঁর এই গুজব সমস্ত যিহূদিয়া এবং আশেপাশের সমস্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল৷
18 আর য়োহনের শিষ্যরা তাঁকে এই সমস্ত বিষয় জানালেন৷
19 তখন যোহন তাঁর দু'জন শিষ্যকে ডেকে যীশুর কাছে পাঠিয়ে বললেন, 'যার আসার কথা আপনিই কি?' নাকি আমরা অন্যের সন্ধান করি?
20 সেই লোকেরা তাঁর কাছে এসে বলল, 'জন ব্যাপটিস্ট আমাদেরকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন, এই বলে যে, আপনিই কি সেই ব্যক্তি যিনি আসবেন?' নাকি আমরা অন্যের সন্ধান করি?
21 এবং সেই একই সময়ে তিনি তাদের অনেক রোগ, মহামারী এবং মন্দ আত্মা থেকে নিরাময় করেছিলেন৷ এবং অনেক অন্ধকে তিনি দৃষ্টিশক্তি দিলেন৷
22 তখন যীশু তাদের বললেন, ' তোমরা যাও এবং যা যা দেখেছ ও শুনেছ তা যোহনকে বল৷ কিভাবে অন্ধরা দেখতে পায়, খোঁড়ারা হাঁটে, কুষ্ঠরোগীরা শুচি হয়, বধিররা শোনে, মৃতরা জীবিত হয়, গরীবদের কাছে সুসমাচার প্রচার করা হয়৷
23 আর ধন্য সেই ব্যক্তি, যে আমার দ্বারা অসন্তুষ্ট হবে না৷
24 আর যোহনের দূতেরা চলে গেলে তিনি লোকদের কাছে যোহনের বিষয়ে বলতে লাগলেন, তোমরা মরুভূমিতে কি দেখতে গিয়েছিলে? একটা খাগড়া কি বাতাসে কাঁপছে?
25 কিন্তু তোমরা কি দেখতে গিয়েছিলে? নরম পোশাক পরা একজন মানুষ? দেখ, যাঁরা সুন্দর পোশাক পরে, এবং সুন্দরভাবে বাস করে, তারা রাজার দরবারে রয়েছে৷
26 কিন্তু তোমরা কি দেখতে গিয়েছিলে? একজন নবী? হ্যাঁ, আমি তোমাদের বলছি, এবং একজন ভাববাদীর চেয়েও অনেক বেশি৷
27 ইনি সেই ব্যক্তি, যাঁর বিষয়ে লেখা আছে, 'দেখ, আমি আমার বার্তাবাহককে তোমার সামনে পাঠাচ্ছি, সে তোমার আগে তোমার পথ প্রস্তুত করবে৷'
28 কারণ আমি তোমাদের বলছি, মহিলাদের থেকে যাঁরা জন্মেছেন তাদের মধ্যে যোহন বাপ্তিস্মদাতার চেয়ে বড় ভাববাদী নেই৷
29 আর যাঁরা তাঁর কথা শুনেছিলেন, ও কর আদায়কারীরা য়োহনের বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম নিয়ে ঈশ্বরকে ধার্মিক বলে প্রমাণ করলেন৷
30 কিন্তু ফরীশীরা ও আইনজ্ঞরা তাঁর কাছ থেকে বাপ্তিস্ম না পেয়ে নিজেদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের মন্ত্রণা প্রত্যাখ্যান করল৷
31 প্রভু বললেন, 'তাহলে এই প্রজন্মের লোকদের আমি কোথায় তুলনা করব? এবং তারা কি মত?
32 তারা সেই ছেলেমেয়েদের মত যারা বাজারে বসে একে অপরকে ডেকে বলছে, আমরা তোমাদের কাছে বাঁশি বাজালাম, কিন্তু তোমরা নাচো নি৷ আমরা তোমাদের জন্য শোক করেছি, কিন্তু তোমরা কাঁদো নি৷
33 কারণ যোহন বাপ্তিস্মদাতা রুটি খেতে বা দ্রাক্ষারস পান করতে আসেননি৷ আর তোমরা বল, তার একটা শয়তান আছে৷
34 মনুষ্যপুত্র আসছেন খাওয়া-দাওয়া করছেন৷ আর তোমরা বলছ, দেখ, একজন পেটুক ও মদখোর, কর আদায়কারী ও পাপীদের বন্ধু!
35 কিন্তু জ্ঞান তার সমস্ত সন্তানদের জন্য ন্যায়সঙ্গত৷
36 ফরীশীদের মধ্যে একজন যীশুর কাছে চেয়েছিলেন যে তিনি তাঁর সঙ্গে খেতে পারেন৷ তারপর তিনি ফরীশীর বাড়িতে গিয়ে খেতে বসলেন৷
37আর দেখ, সেই নগরের একজন স্ত্রীলোক, যিনি একজন পাপী, যখন তিনি জানতে পারলেন যে যীশু ফরীশীর বাড়িতে খেতে বসেছেন, তখন তিনি একটি মলমের বাক্স নিয়ে এলেন৷
38 আর তাঁর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর পা ধুতে লাগলেন, আর তাঁর মাথার চুল দিয়ে মুছিয়ে দিলেন, তাঁর পায়ে চুম্বন করলেন এবং মলম দিয়ে অভিষেক করলেন।
39 যে ফরীশী তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতেছিল, সে তাহা দেখিয়া মনে মনে বলিল, এই লোকটি যদি ভাববাদী হইত, তবে ইহা কে ও কেমন স্ত্রীলোক, যে তাহাকে স্পর্শ করিতেছে, তাহা জানিতে পারিত, কারণ সে একজন পাপী।
40 তখন যীশু তাকে বললেন, ' শিমোন, তোমাকে আমার কিছু বলার আছে৷' তিনি বললেন, গুরু, বলুন।
41 একজন পাওনাদার ছিল যার দু'জন ঋণী ছিল: একজনের পাঁচশো পেন্স এবং অন্যজনের পঞ্চাশ টাকা।
42 আর যখন তাদের কাছে কিছু দেবার ছিল না, তখন তিনি তাদের উভয়কে অকপটে ক্ষমা করে দিলেন৷ তাই বলুন, তাদের মধ্যে কে তাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসবে?
43 শিমোন উত্তর দিয়ে বললেন, আমি মনে করি, তিনি যাকে সবচেয়ে বেশি ক্ষমা করেছেন। তিনি তাকে বললেন, তুমি ঠিকই বিচার করেছ৷
44 তখন তিনি সেই মহিলার দিকে ফিরে শিমোনকে বললেন, ' তুমি কি এই মহিলাকে দেখতে পাচ্ছ? আমি তোমার গৃহে প্রবেশ করিলাম, তুমি আমার পায়ে জল দাও নি; কিন্তু সে চোখের জলে আমার পা ধুইয়েছে, মাথার চুল দিয়ে মুছেছে।
45 তুমি আমাকে কোন চুম্বন দাও নি; কিন্তু আমি যখন থেকে এসেছি তখন থেকে এই মহিলা আমার পায়ে চুম্বন করা বন্ধ করেনি।
46 তুমি আমার মাথায় তেল মাখিয়ে দাও নি, কিন্তু এই স্ত্রীলোক আমার পায়ে মলম মাখিয়েছে।
47 তাই আমি তোমাকে বলছি, তার অনেক পাপ ক্ষমা করা হয়েছে৷ কারণ সে অনেক ভালবাসত: কিন্তু যাকে সামান্য ক্ষমা করা হয়, সে সামান্যই ভালবাসে৷
48 তিনি তাকে বললেন, তোমার পাপ ক্ষমা করা হয়েছে৷

49যারা যীশুর সঙ্গে খেতে বসেছিল, তারা মনে মনে বলতে লাগল, 'ইনি কে পাপও ক্ষমা করেন?'
50 তিনি সেই স্ত্রীলোকটিকে বললেন, ' তোমার বিশ্বাস তোমাকে রক্ষা করেছে। শান্তিতে যান।

অধ্যায় 8

1পরে এমন হল যে, তিনি প্রত্যেকটি শহর ও গ্রামে গিয়ে প্রচার করতে ও ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করতে লাগলেন; আর সেই বারো জন তাঁর সঙ্গে ছিলেন।
2আর কতিপয় স্ত্রীলোক, যারা অশুভ আত্মা ও অসুস্থতা থেকে নিরাময় হয়েছিল, মরিয়ম ম্যাগডালিন নামক, যাদের মধ্য থেকে সাতটি শয়তান বের হয়েছিল।
3 এবং চুজা হেরোদের গৃহাধ্যক্ষের স্ত্রী জোয়ানা, সুজানা এবং আরও অনেকে, যাঁরা তাদের অর্থ-সম্পদ দিয়ে তাঁর সেবা করতেন।
4আর যখন অনেক লোক একত্রিত হইল, এবং প্রত্যেক নগর হইতে তাঁহার কাছে আসিল, তখন তিনি একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বলিয়াছিলেন:
5 একজন বপনকারী তার বীজ বপন করতে বেরিয়েছিলেন, এবং তিনি যখন বীজ বপন করতেন, তখন কিছু পথের ধারে পড়েছিল। আর তা মাড়িয়ে গেল, আর আকাশের পাখিরা তা খেয়ে ফেলল।
6 আর কেউ কেউ পাথরের ওপর পড়ল। এবং যত তাড়াতাড়ি তা অঙ্কুরিত হল, এটি শুকিয়ে গেল, কারণ এতে আর্দ্রতার অভাব ছিল।
7 আর কিছু কাঁটাঝোপের মধ্যে পড়ল; এবং কাঁটাগুলি তার সাথে গজাল এবং এটি দম বন্ধ করে দিল।
8আর অন্যরা ভাল জমিতে পড়ল, এবং গজাল এবং শতগুণ ফল দিল। এই কথা বলে তিনি চিৎকার করে বললেন, ' যার শোনার কান আছে সে শুনুক।'
9 তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই দৃষ্টান্তটি কী হতে পারে?
10 তিনি বললেন, ' তোমাদের কাছে ঈশ্বরের রাজ্যের রহস্য জানার অধিকার দেওয়া হয়েছে। যাতে তারা দেখতে না পায় এবং শুনে তারা বুঝতে না পারে।
11 এখন দৃষ্টান্ত হল এই: বীজ হল ঈশ্বরের বাক্য।
12 পথের ধারে যারা শোনে তারাই; তারপর শয়তান আসে, এবং তাদের হৃদয় থেকে শব্দটি কেড়ে নেয়, যাতে তারা বিশ্বাস না করে এবং রক্ষা পায়।
13 পাথরের উপরে তারাই তারা, যারা শুনলে আনন্দের সাথে বাক্য গ্রহণ করে; এবং তাদের কোন শিকড় নেই, যা কিছু সময়ের জন্য বিশ্বাস করে এবং প্রলোভনের সময় পড়ে যায়।
14 এবং কাঁটাঝোপের মধ্যে যা পড়েছিল তা হল তারা, যা শুনে তারা বেরিয়ে যায়, এবং এই জীবনের যত্ন, ধন-সম্পদ এবং আনন্দে দমবন্ধ হয়ে যায় এবং পরিপূর্ণতায় কোন ফল আনে না।
15 কিন্তু ভাল জমিতে তারাই হয়, যারা সৎ ও ভাল অন্তরে বাক্য শুনে তা পালন করে এবং ধৈর্য সহকারে ফল দেয়।
16 কেউ মোমবাতি জ্বালিয়ে পাত্র দিয়ে ঢেকে রাখে না বা বিছানার নিচে রাখে না। কিন্তু এটি একটি বাতিদানের উপর স্থাপন করে, যাতে যারা ভিতরে প্রবেশ করে তারা আলো দেখতে পায়।
17 কারণ কোন কিছুই গোপন নয়, যা প্রকাশ পাবে না; এমন কোন জিনিস লুকানো নেই, যা জানা যাবে না এবং বিদেশে আসবে।
18 কাজেই তোমরা কেমন শুনছ সেদিকে খেয়াল রেখো, কারণ যার আছে তাকে দেওয়া হবে। আর যার নেই, তার কাছ থেকে যা আছে তাও কেড়ে নেওয়া হবে।
19 তারপর তাঁর মা ও ভাইয়েরা তাঁর কাছে এলেন, এবং প্রেসের জন্য তাঁর কাছে আসতে পারলেন না।
20 আর নিশ্চিতভাবে তাঁকে বলা হল, 'তোমার মা ও ভাইয়েরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, তোমাকে দেখতে চায়।'
21 তিনি উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, ' আমার মা ও আমার ভাইয়েরা তারাই যারা ঈশ্বরের বাক্য শোনে এবং তা পালন করে।'
22 একটা নির্দিষ্ট দিনে তিনি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে একটা জাহাজে উঠলেন। তিনি তাদের বললেন, ' চল আমরা হ্রদের ওপারে যাই।' এবং তারা এগিয়ে শুরু.
23 কিন্তু যখন তারা জাহাজে যাচ্ছিল তখন তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন, আর হ্রদে ঝড়ের ঝড় নেমে এল। এবং তারা জলে পূর্ণ ছিল এবং বিপদে পড়েছিল।
24 তারা তাঁর কাছে এসে তাঁকে জাগিয়ে বলল, 'গুরু, গুরু, আমরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি।' তারপর তিনি উঠে গিয়ে বাতাস ও জলের উত্তেজনাকে ধমক দিলেন, এবং তারা থেমে গেল এবং সেখানে শান্তি হল।
25 তিনি তাদের বললেন, ' তোমাদের বিশ্বাস কোথায়? তারা ভয় পেয়ে আশ্চর্য হয়ে পরস্পর বলতে লাগল, এ কেমন মানুষ! কারণ তিনি বাতাস ও জলকেও আদেশ করেন, আর তারা তাঁর আদেশ পালন করে।
26 আর তারা গালীলের বিপরীতে গাদারেনিদের দেশে পৌঁছাল।
27 পরে তিনি যখন স্থলে গেলেন, তখন শহরের বাইরে একজন লোকের সঙ্গে তাঁর দেখা হল, যাকে অনেক দিন ধরে শয়তান ছিল, এবং সে কোন কাপড়-চোপড় পরিধান করত না, কোন বাড়ীতে থাকত না, কিন্তু সমাধিতে থাকত।
28 যীশুকে দেখে তিনি চিৎকার করে তাঁর সামনে লুটিয়ে পড়লেন এবং উচ্চস্বরে বললেন, হে যীশু, হে পরমেশ্বর ঈশ্বরের পুত্র, তোমার সাথে আমার কি সম্পর্ক? আমি তোমাকে মিনতি করছি, আমাকে কষ্ট দিও না।
29 (কারণ তিনি অশুচি আত্মাকে লোকটির মধ্য থেকে বের হয়ে আসার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কারণ প্রায়শই এটি তাকে ধরেছিল; এবং তাকে শৃঙ্খল ও শৃঙ্খলে বেঁধে রাখা হয়েছিল; এবং সে ব্যান্ডগুলি ভেঙে দেয় এবং শয়তানকে প্রান্তরে তাড়িয়ে দেয়।)
30 যীশু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি? তিনি বললেন, সৈন্যদল, কারণ তার মধ্যে অনেক শয়তান ঢুকেছিল।
31 তারা তাঁকে অনুরোধ করল যে, তিনি তাদের গভীরে যেতে আদেশ করবেন না।
32 সেখানে পাহাড়ে অনেক শুয়োরের পাল চরাচ্ছিল, আর তারা তাঁর কাছে অনুনয় করল যেন তিনি তাদের তাদের মধ্যে ঢুকতে দেন। এবং সে তাদের কষ্ট দিল।

33 তারপর শয়তানরা লোকটির মধ্য থেকে বের হয়ে শুয়োরের মধ্যে ঢুকে পড়ল, এবং পালটি হ্রদের মধ্যে একটি খাড়া জায়গায় হিংস্রভাবে দৌড়ে গেল এবং দম বন্ধ হয়ে গেল।
34 যাঁরা তাদের খোরাক দিচ্ছিল তা দেখে তারা পালিয়ে গেল এবং শহরে ও গ্রামে গিয়ে খবর দিল।
35 তারপর তারা কি হয়েছে তা দেখতে বেরিয়ে গেল। তিনি যীশুর কাছে এসে দেখতে পেলেন যে, যাঁর মধ্যে থেকে শয়তানরা বেরিয়ে গিয়েছিল, সে পোশাক পরে এবং তার ঠিক মনে যীশুর পায়ের কাছে বসে আছে। তারা ভয় পেয়ে গেল।
36 যাঁরা তা দেখেছিল, তারাও তাদের বলেছিল যে, যাকে ভূতগ্রস্ত করা হয়েছিল সে কী উপায়ে সুস্থ হয়েছিল।
37 তখন আশেপাশের গাদারেনিদের দেশের সমস্ত জনতা তাঁকে তাদের কাছ থেকে চলে যেতে অনুরোধ করল। কারণ তারা খুব ভয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি জাহাজে উঠে আবার ফিরে গেলেন।
38এখন যে লোকটির মধ্য থেকে শয়তানরা বের হয়ে গিয়েছিল, সে তার সঙ্গে থাকার জন্য তাকে অনুরোধ করল, কিন্তু যীশু তাকে এই বলে বিদায় দিলেন,
39 তোমার নিজের বাড়িতে ফিরে যাও এবং দেখাও যে ঈশ্বর তোমার প্রতি কত মহান কাজ করেছেন। তখন তিনি চলে গেলেন এবং যীশু তাঁর প্রতি কত বড় কাজ করেছিলেন তা সমস্ত শহরে প্রচার করলেন।
40 আর এমন হল যে, যীশু যখন ফিরে এলেন, তখন লোকেরা আনন্দের সঙ্গে তাঁকে গ্রহণ করল, কারণ তারা সবাই তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল।
41 আর দেখ, যায়ীর নামে একজন লোক এসেছিলেন, আর তিনি ছিলেন সমাজ-গৃহের শাসনকর্তা; আর তিনি যীশুর পায়ে পড়ে তাঁকে অনুরোধ করলেন যেন তিনি তাঁর বাড়িতে আসেন।
42 কারণ তাঁর একটি মাত্র কন্যা ছিল, যার বয়স প্রায় বারো বছর, এবং সে মৃত্যুবরণ করেছিল। কিন্তু তিনি যেতেই লোকে তার ভিড় জমায়।
43 আর একজন মহিলার বারো বছর ধরে রক্তের সমস্যা ছিল, যে তার সমস্ত জীবন চিকিত্সকদের জন্য ব্যয় করেছিল, কোনটিই সে সুস্থ হতে পারেনি।
44 পিছন পিছন এসে তাঁর পোশাকের সীমানা স্পর্শ করলেন, আর সঙ্গে সঙ্গেই তার রক্তের দাগ কেটে গেল।
45 যীশু বললেন, কে আমাকে স্পর্শ করেছে? সকলে অস্বীকার করলে পিতর ও তাঁর সঙ্গীরা বললেন, 'গুরু, লোকে আপনার ভিড় করে আপনাকে চাপা দিচ্ছে, আর আপনি কি বলছেন, কে আমাকে স্পর্শ করেছে?'
46 যীশু বললেন, ' কেউ আমাকে স্পর্শ করেছে।
47 আর সেই স্ত্রীলোকটি যখন দেখল যে সে লুকিয়ে নেই, তখন সে কাঁপতে কাঁপতে এসে তাঁর সামনে লুটিয়ে পড়ল এবং সমস্ত লোকের সামনে তাঁকে বলল যে কী কারণে সে তাকে স্পর্শ করেছিল এবং কীভাবে সে সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ হয়েছিল।
48 তখন তিনি তাকে বললেন, ' মেয়ে, শান্ত হও, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করেছে। শান্তিতে যান।
49 তিনি যখন কথা বলছিলেন তখন সমাজ-গৃহের নেতার বাড়ী থেকে একজন এসে বললেন, 'আপনার মেয়ে মারা গেছে। সমস্যা মাস্টার না.
50 কিন্তু যীশু তা শুনে তাঁকে বললেন, ' ভয় পেও না, শুধু বিশ্বাস কর, তাহলে সে সুস্থ হয়ে উঠবে।'
51 পরে তিনি ঘরে ঢুকে পিতর, যাকোব, যোহন এবং মেয়েটির বাবা ও মা ছাড়া কাউকে ভিতরে যেতে দিলেন না।
52 আর সকলে কেঁদে কেঁদে উঠল, কিন্তু তিনি বললেন, কেঁদো না; সে মরেনি, কিন্তু ঘুমিয়ে আছে।
53 তারা তাকে উপহাস করতে লাগল, কারণ সে মারা গেছে জেনে।
54 তখন তিনি তাদের সবাইকে বের করে দিলেন এবং তার হাত ধরে ডেকে বললেন, দাসী, ওঠ।
55 আর তার আত্মা আবার এলো এবং সে তৎক্ষণাৎ উঠল, এবং তিনি তাকে মাংস দিতে আদেশ করলেন।
56 আর তার বাবা-মা আশ্চর্য হয়ে গেলেন, কিন্তু তিনি তাদের নির্দেশ দিলেন যে, যা হয়েছে তা কাউকে জানাবেন না।

অধ্যায় 9

1 তারপর তিনি তাঁর বারোজন শিষ্যকে একত্রে ডাকলেন এবং তাদের সমস্ত শয়তানদের উপর এবং রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দিলেন।
2 আর তিনি তাদের পাঠিয়েছিলেন ঈশ্বরের রাজ্যের প্রচার করতে এবং অসুস্থদের সুস্থ করার জন্য।
3 তখন তিনি তাদের বললেন, ' তোমরা যাত্রার জন্য কিছুই নিও না, না লাঠি, না ঝুলি, না রুটি, না টাকা। দুটি কোটও নেই।
4 আর যে গৃহে প্রবেশ করবে, সেখানেই থাকবে এবং সেখান থেকে চলে যাবে।
5 আর যে তোমাকে গ্রহণ করবে না, তুমি যখন সেই শহরের বাইরে যাও, তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যের জন্য তোমার পায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেল।
6 আর তারা চলে গেল, এবং সুসমাচার প্রচার করতে এবং সর্বত্র সুস্থ করে নগরের মধ্য দিয়ে গেল।
7তখন রাজা হেরোদ তাঁর দ্বারা যা কিছু করা হয়েছিল তা শুনলেন, এবং তিনি হতবাক হয়ে গেলেন, কারণ কিছু লোকের মধ্যে বলা হয়েছিল যে, যোহন মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন।
8 আর কয়েকজনের মধ্যে ইলিয়াস আবির্ভূত হয়েছিলেন। এবং অন্যদের, যে পুরানো নবীদের মধ্যে একজন পুনরুত্থিত হয়েছিল।
9 আর হেরোদ বললেন, আমি যোহনের শিরশ্ছেদ করেছি; কিন্তু ইনি কে, যাঁর সম্বন্ধে আমি এমন কথা শুনছি? এবং তিনি তাকে দেখতে চেয়েছিলেন।
10 আর প্রেরিতরা ফিরে এসে তারা যা করেছে তা তাঁকে জানালেন। পরে তিনি তাদের নিয়ে বেৎসৈদা শহরের এক মরুভূমিতে একান্তে চলে গেলেন।
11 এবং লোকেরা, যখন তারা তা জানল, তখন তাকে অনুসরণ করল: এবং তিনি তাদের গ্রহণ করলেন এবং তাদের কাছে ঈশ্বরের রাজ্যের কথা বললেন, এবং যাদের আরোগ্যের প্রয়োজন ছিল তাদের সুস্থ করলেন।

12 যখন দিন শেষ হতে শুরু করল, তখন সেই বারোজন এসে তাঁকে বললেন, লোকসমাগমকে বিদায় করে দাও, যেন তারা আশেপাশের শহরে ও গ্রামে গিয়ে বাস করতে পারে এবং খাবার খেতে পারে, কারণ আমরা এখানে আছি। মরুভূমির জায়গা।
13 কিন্তু তিনি তাদের বললেন, তোমরা তাদের খেতে দাও৷ তারা বলল, 'আমাদের কাছে পাঁচটা রুটি আর দুটো মাছ ছাড়া আর কিছু নেই৷ আমরা গিয়ে এই সমস্ত লোকদের জন্য মাংস কিনি।
14 কারণ তারা প্রায় পাঁচ হাজার লোক ছিল৷ তখন তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, ' ওদের পঞ্চাশ জন করে এক দলে বসিয়ে দাও৷'
15 তারা তাই করল এবং তাদের সবাইকে বসিয়ে দিল৷
16 তারপর তিনি সেই পাঁচটি রুটি ও দুটি মাছ নিয়ে স্বর্গের দিকে তাকিয়ে আশীর্বাদ করলেন এবং ভেঙ্গে দিলেন এবং শিষ্যদের লোকদের সামনে রাখার জন্য দিলেন৷
17 আর তারা খেয়ে তৃপ্ত হল; আর তাদের কাছে বারোটি ঝুড়ি অবশিষ্ট থাকা টুকরোগুলো তুলে নেওয়া হল৷
18 আর এমন হল, যখন তিনি একাকী প্রার্থনা করছিলেন, তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন৷ তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, ' লোকেরা বলে আমি কে?
19 তারা উত্তরে বলল, 'বাপ্তিস্মদাতা যোহন! কিন্তু কেউ কেউ বলে, ইলিয়াস; এবং অন্যরা বলে, পুরানো নবীদের মধ্যে একজন পুনরুত্থিত হয়েছে৷
20 তিনি তাদের বললেন, কিন্তু তোমরা বল যে আমি কে? পিতর উত্তর দিয়ে বললেন, ঈশ্বরের খ্রীষ্ট।
21 আর তিনি তাদের কঠোরভাবে আজ্ঞা করলেন, আর কাউকে এই কথা না বলুন৷
22 বললেন, মানবপুত্রকে অনেক দুঃখভোগ করতে হবে, এবং প্রাচীনদের, প্রধান যাজকদের ও ব্যবস্থার শিক্ষকদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হতে হবে, এবং নিহত হতে হবে এবং তৃতীয় দিনে জীবিত হতে হবে৷
23 তিনি তাদের সকলকে বললেন, যদি কেউ আমার পিছনে আসতে চায়, তবে সে নিজেকে অস্বীকার করুক, এবং প্রতিদিন তার ক্রুশ তুলে নিয়ে আমাকে অনুসরণ করুক।
24 কারণ যে কেউ নিজের জীবন বাঁচাতে চায় সে তা হারাবে, কিন্তু যে আমার জন্য নিজের জীবন হারায়, সে তা রক্ষা করবে৷
25কারণ একজন মানুষ যদি সমস্ত জগৎ লাভ করে, এবং নিজেকে হারায় বা দূরে সরিয়ে দেয় তবে তার কি লাভ?
26 কারণ যে কেউ আমাকে এবং আমার কথার জন্য লজ্জিত হবে, মানবপুত্র যখন তাঁর নিজের মহিমায়, তাঁর পিতার এবং পবিত্র ফেরেশতাদের মহিমায় আসবেন তখন তিনি লজ্জিত হবেন৷
27 কিন্তু আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এখানে কিছু লোক দাঁড়িয়ে আছে, যারা ঈশ্বরের রাজ্য না দেখা পর্যন্ত মৃত্যুর স্বাদ পাবে না৷
28 এইসব কথা বলার প্রায় আট দিন পর তিনি পিতর, যোহন ও যাকোবকে নিয়ে প্রার্থনা করার জন্য পাহাড়ে উঠে গেলেন৷
29 এবং তিনি প্রার্থনা করার সময়, তার মুখের ফ্যাশন পরিবর্তিত হয়েছিল, এবং তার পোশাক সাদা এবং চকচকে ছিল।
30 আর দেখ, সেখানে দু'জন লোক তাঁর সঙ্গে কথা বলছিল, এরা হলেন মোশি ও ইলিয়াস৷
31 যিনি প্রতাপে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর কথা বলেছিলেন যা তিনি জেরুজালেমে সম্পন্ন করবেন৷
32 কিন্তু পিতর ও তাঁর সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁরা ঘুমে ভারাক্রান্ত হয়েছিলেন, আর যখন তাঁরা জেগে উঠলেন, তাঁরা তাঁর মহিমা ও তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা দুজন লোককে দেখলেন৷
33 তারা যখন যীশুর কাছ থেকে চলে যাচ্ছিল, তখন পিতর যীশুকে বললেন, 'গুরু, আমাদের এখানে থাকা ভাল৷ একটা তোমার জন্য, একটা মোশির জন্য, আর একটা ইলিয়াসের জন্য।
34 তিনি যখন এই কথা বলছিলেন, তখন একটি মেঘ এসে তাদের ঢেকে ফেলল, এবং মেঘের মধ্যে প্রবেশ করতেই তারা ভয় পেল৷
35 তখন মেঘের মধ্য থেকে একটি রব এল, 'ইনি আমার প্রিয় পুত্র৷ তার কথা শোনা৷'
36 আর আওয়াজ শেষ হলে যীশুকে একা পাওয়া গেল৷ তারা তা বন্ধ করে রাখল এবং সেই সময়ে যা দেখেছিল তার কিছুই কাউকে বলল না৷
37 পরের দিন তারা পাহাড় থেকে নেমে আসার পর অনেক লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করল৷
38 আর দেখ, দলের একজন লোক চিৎকার করে বলল, 'গুরু, আমার ছেলের দিকে তাকান, কারণ সে আমার একমাত্র সন্তান৷'
39 আর দেখ, একটা আত্মা তাকে ধরে নিয়ে গেল, আর সে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল; এবং এটি তাকে ছিঁড়ে ফেলে যে সে আবার ফেনা করে, এবং তাকে আঘাত করা খুব কমই তার কাছ থেকে চলে যায়।
40 এবং আমি আপনার শিষ্যদের অনুরোধ করেছিলাম যে তারা তাকে তাড়িয়ে দেবে৷ এবং তারা পারেনি।
41 যীশু উত্তরে বললেন, ' হে অবিশ্বাসী ও বিকৃত প্রজন্ম, কতকাল আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব এবং তোমাদের কষ্ট দেব? তোমার ছেলেকে এখানে নিয়ে এসো।
42 সে যখন আসছিল তখন শয়তান তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল এবং ছিঁড়ে ফেলল৷ আর যীশু সেই অশুচি আত্মাকে ধমক দিয়ে শিশুটিকে সুস্থ করে আবার তার পিতার হাতে তুলে দিলেন৷
43 ঈশ্বরের পরাক্রম দেখে তারা সকলেই আশ্চর্য হয়ে গেল৷ কিন্তু যীশু যা করেছিলেন তা নিয়ে যখন তারা প্রত্যেকে বিস্মিত হচ্ছিল, তখন তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন,
44 এই কথাগুলো আপনার কানে ঢোক, কারণ মানবপুত্রকে মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হবে৷
45 কিন্তু তারা এই কথা বুঝতে পারল না, এবং এটা তাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা হল যে, তারা তা বুঝতে পারল না৷
46 তখন তাদের মধ্যে কে বড় হওয়া উচিত এই নিয়ে তাদের মধ্যে তর্ক শুরু হল৷
47 যীশু তাদের মনের চিন্তা বুঝতে পেরে একটি শিশুকে নিয়ে নিজের কাছে বসিয়ে দিলেন৷

48 তিনি তাদের বললেন, ' যে কেউ আমার নামে এই শিশুটিকে গ্রহণ করবে, সে আমাকে গ্রহণ করবে, আর যে আমাকে গ্রহণ করবে, সে আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তাকে গ্রহণ করবে৷
49 যোহন উত্তর দিয়ে বললেন, 'গুরু, আমরা একজনকে আপনার নামে ভূত তাড়াতে দেখেছি৷ এবং আমরা তাকে নিষেধ করেছি, কারণ সে আমাদের অনুসরণ করে না৷
50 যীশু তাকে বললেন, ' ওকে বারণ করো না, কারণ যে আমাদের বিরুদ্ধে নয় সে আমাদের পক্ষে৷'
51 আর এমন হল, যখন তাঁকে স্বাগত জানানোর সময় হল, তখন তিনি জেরুজালেমে যাওয়ার জন্য তাঁর মুখ স্থির করলেন৷
52 আর তাঁহার সম্মুখে দূত প্রেরণ করিলেন; আর তাহারা গিয়া শমরীয়দের একটি গ্রামে প্রবেশ করিলেন, তাহার জন্য প্রস্তুত করিতে।
53 কিন্তু তারা তাঁকে গ্রহণ করল না, কারণ তাঁর মুখের মতন তিনি জেরুজালেমে যাবেন৷
54 আর তাঁহার শিষ্য যাকোব ও যোহন এই দেখিয়া কহিলেন, প্রভু, আপনি কি ইলিয়াসের ন্যায় স্বর্গ হইতে আগুন নামিয়া তাহাদিগকে ভস্ম করিতে আদেশ করিবেন?
55 কিন্তু তিনি ফিরে গিয়ে তাদের ধমক দিয়ে বললেন, ' তোমরা কিরকম আত্মা তা জান না৷
56কারণ মনুষ্যপুত্র মানুষের জীবন বিনষ্ট করতে আসেননি, কিন্তু তাদের বাঁচাতে এসেছেন৷ এবং তারা অন্য গ্রামে চলে গেল।
57 তারা যখন পথে যাচ্ছিল, তখন একজন লোক তাঁকে বলল, 'প্রভু, আপনি যেখানেই যাবেন আমি আপনাকে অনুসরণ করব৷'
58 যীশু তাকে বললেন, ' শেয়ালের গর্ত আছে আর আকাশের পাখিদের বাসা আছে৷ কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মাথা রাখার জায়গা নেই৷
59 সে অন্য একজনকে বলল, ' আমাকে অনুসরণ কর৷' কিন্তু তিনি বললেন, প্রভু, প্রথমে আমাকে যেতে দিন এবং আমার বাবাকে কবর দিতে দিন।
60 যীশু তাকে বললেন, মৃতদের তাদের মৃত কবর দিতে দাও, কিন্তু তুমি গিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যের কথা প্রচার কর৷
61 আর একজন আরও বলল, 'প্রভু, আমি আপনাকে অনুসরণ করব৷ তবে আমাকে প্রথমে তাদের বিদায় জানাতে দাও, যারা আমার বাড়িতে বাড়িতে আছে।
62 যীশু তাঁকে বললেন, ' কেউই লাঙ্গলে হাত রেখে পিছনে ফিরে তাকায়, ঈশ্বরের রাজ্যের যোগ্য নয়৷'

অধ্যায় 10

1 এই ঘটনার পর প্রভু আরও বাহাত্তর জন লোককে নিযুক্ত করলেন এবং প্রত্যেকটি শহরে ও জায়গায়, যেখানে তিনি নিজে আসবেন, তাদের দু-দুজন তাঁর মুখের আগে পাঠিয়ে দিলেন৷
2 তাই তিনি তাদের বললেন, ' ফসল সত্যিই অনেক, কিন্তু মজুর কম৷ তাই তোমরা ফসলের প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর, তিনি যেন তাঁর ফসল কাটাতে মজুর পাঠান৷'
3 তোমার পথে যাও, দেখ, আমি তোমাকে নেকড়েদের মধ্যে মেষশাবকের মত পাঠাচ্ছি।
4 মানিব্যাগ, স্ক্রিপ বা জুতা সঙ্গে নিয়ে যাবেন না এবং পথে কাউকে সালাম দেবেন না।
5 আর যে গৃহে প্রবেশ কর, প্রথমে বল, এই বাড়িতে শান্তি হোক।
6 আর যদি শান্তির পুত্র সেখানে থাকে, তবে আপনার শান্তি তার উপর থাকবে, যদি না হয়, তবে তা আবার আপনার দিকে ফিরে আসবে৷
7 এবং একই বাড়িতে থাক, তারা যা দেয় তা খাও এবং পান কর, কারণ শ্রমিক তার মজুরির যোগ্য৷ ঘরে ঘরে যাবেন না।
8আর আপনি যে শহরে প্রবেশ করেন এবং তারা আপনাকে গ্রহণ করে, আপনার সামনে রাখা জিনিসগুলি খাও৷
9 আর সেখানে যারা অসুস্থ তাদের সুস্থ কর এবং তাদের বল, ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছে এসেছে৷
10 কিন্তু আপনি যে শহরে প্রবেশ করেন এবং তারা আপনাকে গ্রহণ না করে, সেই শহরের রাস্তায় বেরিয়ে যান এবং বলুন,
11 এমনকি তোমাদের শহরের ধূলিকণাও, যা আমাদের গায়ে লেগে আছে, আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে মুছে ফেলি; তবুও তোমরা নিশ্চিত হও যে, ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছে এসেছে৷
12 কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, সেই দিন সেই শহরের চেয়ে সদোমের জন্য এটা বেশি সহনীয় হবে৷
13 ধিক্ তোমাকে, চোরাজিন! ধিক্ তোমাকে, বেথসৈদা! কারণ তোমাদের মধ্যে যা করা হয়েছে তা যদি সোর ও সীদোনে করা হত, তবে তারা অনেক আগেই চট ও ছাই পরে বসে অনুতপ্ত হত৷
14কিন্তু বিচারের সময় সোর ও সীডনের জন্য তা আপনার চেয়ে বেশি সহনীয় হবে।
15 আর তুমি, কফরনাহূম, যাকে স্বর্গে উন্নীত করা হয়েছে, তাকে নরকে নিক্ষেপ করা হবে৷
16 যে তোমার কথা শোনে সে আমার কথা শোনে; আর যে তোমাকে তুচ্ছ করে সে আমাকে অবজ্ঞা করে৷ আর যে আমাকে তুচ্ছ করে, সে আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তাকেই তুচ্ছ করে৷
17 আর সেই সত্তরজন আনন্দে আবার ফিরে এলেন, বললেন, 'প্রভু, আপনার নামে শয়তানরাও আমাদের বশীভূত হয়েছে৷'
18 তখন তিনি তাদের বললেন, আমি শয়তানকে স্বর্গ থেকে বিদ্যুতের মতো পড়তে দেখলাম৷
19 দেখ, আমি তোমাদের সাপ ও বিচ্ছুদের উপর পদদলিত করার ক্ষমতা এবং শত্রুর সমস্ত শক্তির উপর দিয়েছি: এবং কোন কিছুই তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না।
20 তবুও আনন্দ করো না যে আত্মারা তোমাদের অধীন৷ বরং আনন্দ কর, কারণ তোমাদের নাম স্বর্গে লেখা আছে৷
21 সেই সময়ে যীশু আত্মায় আনন্দিত হয়ে বললেন, হে পিতা, স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রভু, আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই যে, তুমি জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানদের কাছ থেকে এই সব লুকিয়ে রেখেছ এবং শিশুদের কাছে প্রকাশ করেছ৷ কেননা তোমার দৃষ্টিতে এটা ভালো মনে হয়েছিল।
22 আমার পিতার কাছ থেকে আমার কাছে সমস্ত কিছু অর্পণ করা হয়েছে৷ আর কেউ জানে না পুত্র কে তা পিতা

ছাড়া। এবং পুত্র ছাড়া পিতা কে, এবং পুত্র যাকে প্রকাশ করবেন তিনিই।
23 আর তিনি তাঁকে তাঁর শিষ্যদের দিকে ফিরিয়ে একান্তে বললেন, ধন্য সেই চোখ যারা তোমরা যা দেখছ তা দেখে।
24 কারণ আমি তোমাদের বলছি, তোমরা যা দেখছ, অনেক ভাববাদী ও রাজা সেই সব দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দেখেননি। আর সেই সব কথা শোনার জন্য যা তোমরা শুনছ কিন্তু শোনো নি।
25 আর দেখ, একজন উকিল উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রলোভন দিয়ে বললেন, 'গুরু, অনন্ত জীবনের অধিকারী হতে আমি কি করব?
26 তিনি তাঁকে বললেন, ' বিধি-ব্যবস্থায় কি লেখা আছে? তুমি কিভাবে পড়?
27 উত্তরে তিনি বললেন, তুমি তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে এবং তোমার সমস্ত মন দিয়ে তোমার ঈশ্বর প্রভুকে ভালবাসবে। এবং তোমার প্রতিবেশী তোমার নিজের মত।
28 তিনি তাকে বললেন, ' তুমি ঠিক উত্তর দিয়েছ, এটা কর, তাহলে তুমি বাঁচবে।'
29 কিন্তু সে নিজেকে ন্যায়সঙ্গত করতে ইচ্ছুক হয়ে যীশুকে বলল, আর আমার প্রতিবেশী কে?
30 যীশু উত্তরে বললেন, ' একজন লোক জেরুজালেম থেকে জেরিহোতে নেমে চোরদের মধ্যে পড়ল, তারা তার পোশাক খুলে ফেলল, তাকে আহত করল এবং তাকে অর্ধমৃত রেখে চলে গেল।
31 আর দৈবক্রমে সেই পথ দিয়ে একজন যাজক নেমে এলেন, আর তাঁকে দেখতে পেয়ে অন্য পাশ দিয়ে চলে গেলেন।
32 একইভাবে একজন লেবীয়, যখন তিনি সেই জায়গায় ছিলেন, তিনি এসে তাকে দেখেছিলেন এবং অন্য পাশ দিয়ে চলে গেলেন।
33 কিন্তু একজন শমরীয় যাত্রা করতে করতে তিনি যেখানে ছিলেন সেখানে এসে উপস্থিত হলেন, এবং তাঁকে দেখে তাঁর প্রতি করুণা হল।
34 তারপর তার কাছে গিয়ে তেল ও দ্রাক্ষারস ঢেলে তার ক্ষতগুলো বেঁধে তার নিজের পশুর ওপর বসিয়ে তাকে একটি সরাইখানায় নিয়ে এসে তার যত্ন নিলেন।
35 আর পরের দিন যখন তিনি চলে গেলেন, তখন তিনি দুই পেন্সি বের করলেন, এবং সেগুলি হোস্টকে দিলেন এবং তাঁকে বললেন, 'ওর যত্ন নেও। আর তুমি যা কিছু বেশি খরচ করবে, আমি যখন আবার আসব, আমি তোমাকে শোধ করব।
36 যে চোরদের মধ্যে পড়েছিল তার প্রতিবেশী এই তিনজনের মধ্যে কে তোমার মনে হয়?
37 তিনি বললেন, 'যে তাকে করুণা করেছে।' তখন যীশু তাকে বললেন, ' যাও, তুমিও তাই করো।'
38 তারা যেতে যেতে তিনি একটি গ্রামে প্রবেশ করলেন এবং মার্থা নামে একজন মহিলা তাকে তার বাড়িতে গ্রহণ করলেন।
39 মরিয়ম নামে তার একটি বোন ছিল, সেও যীশুর পায়ের কাছে বসে তাঁর কথা শুনেছিল।
40 কিন্তু মার্থা অনেক পরিচর্যার জন্য বিরক্ত হলেন, এবং তাঁর কাছে এসে বললেন, 'প্রভু, আমার বোন যে আমাকে একা সেবা করার জন্য রেখে গেছেন তা কি আপনি চিন্তা করেন না? তাই তাকে অনুরোধ করুন যে সে আমাকে সাহায্য করবে।
41 যীশু উত্তর দিয়ে তাকে বললেন, মার্থা, মার্থা, তুমি অনেক বিষয়ে সতর্ক ও চিন্তিত।
42 কিন্তু একটা জিনিস আবশ্যক: আর মরিয়ম সেই ভালো অংশ বেছে নিয়েছেন, যা তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে না।

অধ্যায় 11

1 আর এমন হল যে, তিনি যখন এক জায়গায় প্রার্থনা করছিলেন, তখন তিনি থামলেন, তখন তাঁর শিষ্যদের মধ্যে একজন তাঁকে বললেন, প্রভু, আমাদের প্রার্থনা করতে শেখান, যেমন যোহন তাঁর শিষ্যদের শিখিয়েছিলেন।
2 তিনি তাদের বললেন, ' তোমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন বল, 'আমাদের স্বর্গের পিতা, তোমার নাম পবিত্র হোক।' তোমার রাজ্য আসুক। তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে, তেমনি পৃথিবীতেও পূর্ণ হবে।
3 প্রতিদিন আমাদের প্রতিদিনের রুটি দিন।
4 এবং আমাদের পাপ ক্ষমা করুন; কারণ যারা আমাদের কাছে ঋণী তাদের আমরা ক্ষমা করে দিই। এবং আমাদের প্রলোভনের মধ্যে নিয়ে যাবেন না; কিন্তু মন্দ থেকে আমাদের রক্ষা করুন.
5 তখন তিনি তাদের বললেন, তোমাদের মধ্যে কার বন্ধু থাকবে, সে মধ্যরাতে তার কাছে যাবে এবং তাকে বলবে, বন্ধু, আমাকে তিনটি রুটি ধার দাও।
6 কারণ আমার একজন বন্ধু তার যাত্রায় আমার কাছে এসেছে, এবং তার সামনে আমার কিছু রাখার নেই?
7 এবং তিনি ভেতর থেকে উত্তর দেবেন এবং বলবেন, আমাকে কষ্ট দিও না: দরজা এখন বন্ধ, এবং আমার সন্তানরা আমার সাথে বিছানায় আছে; আমি উঠে তোমাকে দিতে পারি না।
8 আমি তোমাদের বলছি, যদিও সে উঠে তাকে দেবে না, কারণ সে তার বন্ধু, তবুও তার অবাধ্যতার কারণে সে উঠবে এবং তার যতটা প্রয়োজন তাকে দেবে।
9 আর আমি তোমাদের বলছি, চাও, তোমাদের দেওয়া হবে। খুঁজো, তুমি পাবে; ধাক্কা দাও, আর তা তোমাদের জন্য খুলে দেওয়া হবে।
10 কারণ যে কেউ চায় সে পায়; আর যে খোঁজ করে সে খুঁজে পায়; এবং যে ধাক্কা দেয় তার জন্য তা খুলে দেওয়া হবে।
11 যদি কোন পুত্র তোমাদের পিতার কাছে রুটি চায়, তবে সে কি তাকে একটি পাথর দেবে? অথবা যদি সে একটি মাছ চায়, সে কি একটি মাছের জন্য তাকে একটি সাপ দেবে?
12 অথবা যদি সে একটি ডিম চায় তবে সে কি তাকে একটি বিচ্ছু দেবে?
13 তাই যদি তোমরা মন্দ হয়েও তোমাদের সন্তানদের ভালো উপহার দিতে জানো, তাহলে তোমাদের স্বর্গীয় পিতা যাঁরা তাঁর কাছে চান তাদের পবিত্র আত্মা কত বেশি দেবেন?

14 আর তিনি একটি শয়তানকে তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন, আর তা ছিল বোবা। শয়তান বের হয়ে গেলে বোবা কথা বলতে লাগল। এবং লোকেরা বিস্মিত হয়েছিল।
15 কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, 'সে ভূতদের প্রধান বেলজেবুবের মাধ্যমে ভূত তাড়ায়।'
16আর অন্যরা তাঁকে প্রলুব্ধ করে স্বর্গ থেকে একটি চিহ্ন চেয়েছিল।
17 কিন্তু তিনি তাদের মনের কথা জেনে তাদের বললেন, ' যে রাজ্যই নিজেদের বিরুদ্ধে বিভক্ত হয়, তা ধ্বংস হয়ে যায়। এবং একটি বাড়ির বিরুদ্ধে বিভক্ত একটি ঘর ধ্বংস হয়.
18 শয়তানও যদি নিজের বিরুদ্ধে বিভক্ত হয়, তবে তার রাজ্য কীভাবে দাঁড়াবে? কারণ তোমরা বলছ আমি বেলজেবুবের মাধ্যমে ভূত তাড়াই।
19আর আমি যদি বেলজেবুবের সাহায্যে ভূত তাড়াই, তবে তোমার ছেলেরা কার দ্বারা তাড়াবে? তাই তারা তোমাদের বিচারক হবে।
20 কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের আঙুল দিয়ে শয়তানদের তাড়িয়ে দেই, তাতে সন্দেহ নেই ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের ওপর এসে পড়েছে।
21 যখন একজন শক্তিশালী লোক তার প্রাসাদ রক্ষা করে, তখন তার মাল শান্তিতে থাকে:
22 কিন্তু যখন তার চেয়ে শক্তিশালী একজন তার উপর এসে তাকে পরাস্ত করবে, সে তার কাছ থেকে তার সমস্ত অস্ত্র কেড়ে নেবে যার উপর সে বিশ্বাস করেছিল এবং তার লুটের জিনিস ভাগ করে নেয়।
23 যে আমার সাথে নেই সে আমার বিরুদ্ধে;
24 একজন মানুষের মধ্য থেকে অশুচি আত্মা বের হয়ে গেলে সে বিশ্রামের খোঁজে শুকনো জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। আর কাউকে না পেয়ে তিনি বললেন, আমি যেখান থেকে বের হয়েছিলাম সেই বাড়িতেই ফিরে যাব।
25 এবং যখন তিনি আসেন, তিনি দেখতে পান যে এটি ঝাঁকানো এবং সাজানো হয়েছে।
26 তারপর সে গিয়ে নিজের থেকে আরও দুষ্ট আরও সাতটি আত্মাকে নিয়ে গেল। এবং তারা ভিতরে প্রবেশ করে এবং সেখানে বাস করে: এবং সেই ব্যক্তির শেষ অবস্থা প্রথমটির চেয়ে খারাপ।
27 এবং যখন তিনি এই কথাগুলি বলছিলেন, তখন সেই দলের একজন মহিলা উচ্চস্বর করে তাঁকে বললেন, ধন্য সেই গর্ভের গর্ভ যে তোমাকে জন্ম দিয়েছে এবং যে বাচ্চাগুলো তুমি চুষেছ।
28 কিন্তু তিনি বললেন, হ্যাঁ, বরং ধন্য তারা যারা ঈশ্বরের বাক্য শোনে এবং পালন করে।
29 লোকেরা যখন একত্রিত হল, তখন তিনি বলতে লাগলেন, এরা দুষ্ট প্রজন্ম; তারা একটা চিহ্ন খুঁজছে; আর কোন চিহ্ন দেওয়া হবে না, কিন্তু যোনাস নবীর চিহ্ন।
30 কারণ যোনা যেমন নীনবীদের কাছে চিহ্ন ছিলেন, মানবপুত্রও এই প্রজন্মের কাছে সেইরকমই হবেন।
31 দক্ষিণের রাণী বিচারের সময় এই প্রজন্মের লোকদের সাথে উঠবেন এবং তাদের দোষী সাব্যস্ত করবেন, কারণ তিনি পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে শলোমনের জ্ঞান শুনতে এসেছিলেন; আর দেখ, শলোমনের চেয়েও মহান একজন এখানে আছেন।
32 নিনেভের লোকেরা এই প্রজন্মের সাথে বিচারের দিনে উঠে দাঁড়াবে এবং তাদের দোষী সাব্যস্ত করবে: কারণ তারা জোনাসের প্রচারে অনুতপ্ত হয়েছিল; এবং, দেখ, জোনাসের চেয়েও মহান একজন এখানে আছেন।
33 কেউ মোমবাতি জ্বালিয়ে গুপ্ত স্থানে রাখে না, ঝোপের নিচে নয়, মোমবাতিতে রাখে, যাতে যারা ভিতরে আসে তারা আলো দেখতে পায়।
34 দেহের আলো হল চোখ। তাই যখন তোমার চোখ একক থাকে, তখন তোমার সমস্ত শরীরও আলোয় পূর্ণ হয়। কিন্তু তোমার চোখ খারাপ হলে তোমার শরীরও অন্ধকারে পূর্ণ হয়।
35 তাই সাবধান থেকো, তোমার মধ্যে যে আলো আছে তা যেন অন্ধকার না হয়।
36 তাই যদি তোমার সমস্ত শরীর আলোয় পূর্ণ হয়, কোন অংশ অন্ধকার না থাকে, তাহলে পুরো শরীর আলোয় পূর্ণ হবে, যেমন একটি মোমবাতির উজ্জ্বল আলো তোমাকে আলো দেয়।
37 তিনি যখন কথা বলছিলেন, তখন একজন ফরীশী তাঁকে তাঁর সঙ্গে খাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। তিনি ভিতরে গিয়ে খেতে বসলেন।
38 ফরীশী তা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে তিনি রাতের খাবারের আগে আগে গোসল করেননি।
39 প্রভু তাঁকে বললেন, ' তোমরা ফরীশীরা কি এখন পেয়ালা ও থালার বাইরে থেকে পরিষ্কার কর? কিন্তু তোমার অভ্যন্তরীণ অভ্যন্তরীণ উন্মাদনা ও দুষ্টতায় পরিপূর্ণ।
40 হে মূর্খেরা, যিনি বাইরে যা তৈরি করেছেন তিনি কি ভিতরের জিনিস তৈরি করেননি?
41 বরং তোমার যা আছে তাই দান কর; আর, দেখ, তোমার কাছে সব কিছু শুচি।
42 কিন্তু ধিক্ তোমাদের ফরীশীরা! কারণ তোমরা পুদিনা, রুই এবং সব রকমের ভেষজ উদ্ভিদের দশমাংশ দাও এবং বিচার ও ঈশ্বরের ভালবাসাকে অতিক্রম কর। এইগুলি তোমাদের করা উচিত ছিল এবং অন্যটিকে বাতিল না করা উচিত।
43 ধিক্ তোমাদের, ফরীশীরা! কেননা তোমরা সমাজগৃহের সর্বোচ্চ আসন পছন্দ কর এবং বাজারে অভিবাদন পছন্দ কর।
44 ধিক্ তোমাদের, ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীরা, ভণ্ড! কারণ তোমরা সেই কবরের মত যা দেখা যায় না, এবং যারা তাদের উপর দিয়ে হেঁটে বেড়ায় তারা তাদের সম্পর্কে জানে না।
45 তখন আইনজীবীদের একজন উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, 'গুরু, আপনি এই কথা বলে আমাদেরও অপমান করছেন।'
46 তিনি বললেন, ' হায় তোমাদেরও, হে উকিলগণ! কেননা তোমরা পুরুষদেরকে বহন করার জন্য কঠিন বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছ, আর তোমরা নিজেরা নিজের একটি আঙুল দিয়ে বোঝা স্পর্শ করো না।
47 ধিক্ তোমাদের! কারণ তোমরা ভাববাদীদের সমাধি তৈরি করেছ এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা তাদের হত্যা করেছিল।
48 তোমরা সত্যই সাক্ষ্য দিচ্ছ যে তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাজকে অনুমোদন দিয়েছ, কারণ তারা

সত্যিই তাদের হত্যা করেছিল এবং তোমরা তাদের সমাধি নির্মাণ করেছিলে৷
49 সেইজন্য ঈশ্বরের প্রজ্ঞাও বলেছেন, আমি তাদের কাছে ভাববাদী ও প্রেরিত পাঠাব, এবং তাদের মধ্যে কয়েকজনকে তারা হত্যা করবে ও তাড়না করবে:
50 যেন সমস্ত ভাববাদীদের রক্ত, যা জগতের ভিত্তি থেকে বয়ে গেছে, এই প্রজন্মের জন্য প্রয়োজন হবে৷
51 হেবলের রক্ত থেকে শুরু করে জাকারিয়ার রক্ত পর্যন্ত, যেটি বেদী ও মন্দিরের মাঝখানে মারা গিয়েছিল: আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এই প্রজন্মের কাছে এর প্রয়োজন হবে৷
52 ধিক্ তোমাদের, আইনজীবীরা! কারণ তোমরা জ্ঞানের চাবিকাঠি কেড়ে নিয়েছ৷ তোমরা নিজেদের মধ্যে প্রবেশ কর নি, আর যারা প্রবেশ করছিল তাদের বাধা দিয়েছ৷
53 আর তিনি যখন তাদের এই কথাগুলো বললেন, তখন ব্যবস্থার শিক্ষকরা ও ফরীশীরা তাঁকে প্রবলভাবে তাগাদা দিতে লাগলেন এবং অনেক কথা বলতে তাঁকে প্ররোচিত করতে লাগলেন৷
54 শুয়ে শুয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন এবং তাঁর মুখ থেকে কিছু বের করতে চেয়েছিলেন, যাতে তারা তাঁকে দোষারোপ করতে পারে৷

অধ্যায় 12

1 এর মধ্যে, যখন অসংখ্য লোক একত্রিত হল, এমনভাবে তারা একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখন তিনি প্রথমে তাঁর শিষ্যদের বলতে লাগলেন, ফরীশীদের খামির থেকে সাবধান, যা ভণ্ডামি।
2 কেননা এমন কিছু আবৃত নেই যা প্রকাশ পাবে না; না গোপন, যে জানা যাবে না.
3 তাই অন্ধকারে তোমরা যা বলছ তা আলোতে শোনা হবে৷ এবং ঘরের ছাদে কানে কানে যা বলেছ তা ঘোষণা করা হবে৷
4 আর আমি আমার বন্ধুদের বলছি, যারা মৃতদেহকে হত্যা করে তাদের ভয় কোরো না এবং তার পরে আর কিছু করার নেই।
5 কিন্তু আমি তোমাদের সতর্ক করব কাকে তোমরা ভয় করবে: তাকে ভয় কর, যাকে হত্যা করার পর নরকে নিক্ষেপ করার ক্ষমতা আছে৷ হ্যাঁ, আমি তোমাদের বলছি, তাঁকে ভয় কর৷
6 পাঁচটা চড়ুই কি দুই টাকায় বিক্রি হয় না, আর একটাও কি ঈশ্বরের সামনে ভুলে যায় না?
7 কিন্তু তোমার মাথার চুলগুলোও সব গুনে আছে। তাই ভয় পেয়ো না, অনেক চড়ুই পাখির চেয়েও অনেক বেশি মূল্যবান তোমরা৷
8এছাড়াও আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ আমাকে মানুষের সামনে স্বীকার করবে, মানবপুত্রও তাকে ঈশ্বরের দূতদের সামনে স্বীকার করবেন৷
9 কিন্তু যে আমাকে মানুষের সামনে অস্বীকার করে তাকে ঈশ্বরের ফেরেশতাদের সামনে অস্বীকার করা হবে৷
10 আর যে কেউ মনুষ্যপুত্রের বিরুদ্ধে কথা বলে, তাকে ক্ষমা করা হবে, কিন্তু যে পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে নিন্দা করে তাকে ক্ষমা করা হবে না৷
11 এবং যখন তারা আপনাকে সমাজগৃহে, ম্যাজিস্ট্রেটদের এবং ক্ষমতার কাছে নিয়ে আসে, তখন আপনি কীভাবে বা কী উত্তর দেবেন, বা কী বলবেন তা নিয়ে চিন্তা করবেন না:
12 কারণ পবিত্র আত্মা সেই সময়েই তোমাদের শিক্ষা দেবেন যা বলা উচিত৷
13 তখন দলের একজন তাঁকে বলল, 'গুরু, আমার ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলুন, সে যেন আমার সঙ্গে সম্পত্তি ভাগ করে নেয়া'
14 তখন তিনি তাকে বললেন, হে মানুষ, কে আমাকে তোমার বিচারক বা বিভাজনকারী করেছে?
15 তখন তিনি তাদের বললেন, ' সাবধানে থেকো এবং লোভ থেকে সাবধান হও, কারণ একজন মানুষের জীবন তার প্রাচুর্যের মধ্যে থাকে না৷
16 তখন তিনি তাদের কাছে একটি দৃষ্টান্ত বললেন, ' একজন ধনী লোকের জমিতে প্রচুর পরিমাণে ফল এসেছে৷
17 সে মনে মনে ভাবল, আমি কি করব, কারণ আমার ফল দেওয়ার জায়গা নেই?
18 আর তিনি বললেন, আমি এই কাজ করব: আমি আমার শস্যাগার ভেঙে ফেলব এবং আরও বড় করব; এবং সেখানে আমি আমার সমস্ত ফল ও আমার জিনিসপত্র দেব।
19 এবং আমি আমার প্রাণকে বলব, আত্মা, অনেক বছর ধরে তোমার অনেক মাল জমা আছে; আরাম কর, খাও, পান কর, আনন্দ কর।
20 কিন্তু ঈশ্বর তাকে বললেন, হে বোকা, আজ রাতে তোমার প্রাণ তোমার কাছে চাইবে, তাহলে তুমি যা দিয়েছ সেগুলি কার হবে?
21 সেই ব্যক্তি যে নিজের জন্য ধন জমা করে এবং ঈশ্বরের কাছে ধনী নয়৷
22 তখন তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, ' তাই আমি তোমাদের বলছি, তোমরা কি খাবে তা নিয়ে তোমাদের জীবনের জন্য চিন্তা করো না৷ শরীরের জন্যও নয়, যা পরতে হবে৷
23 প্রাণ মাংসের চেয়েও বেশি আর শরীর পোশাকের চেয়েও বেশি৷
24 কাকদের কথা বিবেচনা কর, কারণ তারা বীজ বপন করে না বা কাটে না; যার ভাণ্ডার বা শস্যাগার নেই; এবং ঈশ্বর তাদের খাওয়ান: আপনি পাখিদের চেয়ে কত বেশি ভাল?
25 আর তোমাদের মধ্যে কে চিন্তা করে তার উচ্চতা এক হাত বাড়াতে পারে?
26 যদি তোমরা সেই কাজটি করতে না পারো যা সামান্যতম, তাহলে বাকিটা নিয়ে চিন্তা করছ কেন?
27 লিলিগুলি কীভাবে বেড়ে ওঠে তা বিবেচনা করুন: তারা পরিশ্রম করে না, তারা কাটে না; তবুও আমি তোমাদের বলছি, শলোমন তাঁর সমস্ত মহিমায় এদের মধ্যে একটির মতো সাজাননি৷
28 তাহলে ঈশ্বর যদি আজ মাঠের ঘাসকে এমন পোশাক দেন, যা আগামীকাল চুলায় ফেলে দেওয়া হবে৷ হে অল্প বিশ্বাসী, তিনি তোমাদের আর কত পোশাক পরবেন?
29 আর তোমরা কি খাবে বা কি পান করবে তা খুঁজো না, সন্দেহযুক্ত মনেরও হবেন না৷

30 জগতের জাতিগুলি এই সমস্ত জিনিসের খোঁজ করে৷ তোমাদের পিতা জানেন যে তোমাদের এই জিনিসগুলির প্রয়োজন৷
31 বরং তোমরা ঈশ্বরের রাজ্যের খোঁজ কর; এবং এই সমস্ত জিনিস আপনার জন্য যোগ করা হবে.
32 ছোট পাল, ভয় পেও না; কারণ তোমাকে রাজ্য দিতে তোমার পিতার সন্তুষ্টি।
33 তোমার যা আছে তা বিক্রি কর এবং ভিক্ষা দাও; নিজের জন্য ব্যাগগুলি জোগাড় করুন যা পুরানো নয়, স্বর্গে একটি ধন যা নষ্ট হয় না, যেখানে কোন চোর আসে না, পতঙ্গও নষ্ট করে না।
34 কারণ যেখানে তোমার ধন সেখানে তোমার হৃদয়ও থাকবে৷
35 তোমার কোমর বেঁধে থাকুক, তোমার আলো জ্বলুক;
36 আর তোমরা নিজেদের সেই লোকদের মত কর যারা তাদের প্রভুর জন্য অপেক্ষা করে, কখন তিনি বিয়ে থেকে ফিরে আসবেন৷ যাতে সে এসে ধাক্কা দেয়, তখনই তারা তার জন্য খুলে দিতে পারে৷
37 ধন্য সেই দাসেরা, যাদের প্রভু যখন আসবেন তখন তিনি প্রহরী দেখতে পাবেন: আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সে নিজেকে কোমরে বেঁধে তাদের খেতে বসিয়ে দেবে, এবং বাইরে এসে তাদের সেবা করবে৷
38 আর যদি সে দ্বিতীয় প্রহরে আসে বা তৃতীয় প্রহরে এসে তাদের দেখতে পায়, তবে ধন্য সেই দাসরা৷
39এবং এটা জেনে রাখুন যে, বাড়ির কর্তা যদি জানতেন যে চোর কোন্ সময়ে আসবে, তবে সে সতর্ক থাকত, এবং তার ঘর ভাঙতে হত না৷
40 অতএব তোমরাও প্রস্তুত হও, কারণ মনুষ্যপুত্র এমন এক সময়ে আসবেন যখন তোমরা চিন্তাও করবে না৷
41 তখন পিতর তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আপনি কি আমাদের এই দৃষ্টান্তটি বলছেন নাকি সবাইকে?
42 প্রভু বললেন, ' তাহলে সেই বিশ্বস্ত ও জ্ঞানী গৃহাধ্যক্ষ কে, যাকে তার প্রভু তার পরিবারের শাসনকর্তা করবেন, তাদের যথাসময়ে তাদের মাংস দেওয়ার জন্য?
43 ধন্য সেই দাস, যাকে তার মনিব এসে এমন করতে দেখবেন৷
44 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তিনি তাকে তার সমস্ত কিছুর শাসনকর্তা করবেন৷
45 কিন্তু সেই দাস যদি মনে মনে বলে, আমার প্রভু তার আসতে দেরি করছেন৷ এবং দাস-দাসীকে মারতে শুরু করবে, খাওয়া-দাওয়া করবে এবং মাতাল হবে;
46 সেই ভৃত্যের প্রভু এমন দিনে আসবেন যেদিন সে তার খোঁজ করবে না, এবং এমন সময় আসবে যখন সে সচেতন হবে না, এবং তাকে কেটে ফেলবে এবং তাকে অবিশ্বাসীদের সাথে তার অংশ নিযুক্ত করবে৷
47 আর যে দাস তার প্রভুর ইচ্ছা জানত, এবং নিজেকে প্রস্তুত করে নি বা তার ইচ্ছা অনুসারে কাজ করেনি, তাকে অনেক মারধর করা হবে৷
48 কিন্তু যে কেউ জানত না এবং বেত্রাঘাতের যোগ্য কাজ করেছে, তাকে অল্প মারতে হবে৷ কারণ যাকে অনেক দেওয়া হয়, তার থেকে অনেক কিছু চাওয়া হয়: আর যাকে মানুষ অনেক কিছু দিয়েছে, তার কাছে তারা আরও চাইবে৷
49 আমি পৃথিবীতে আগুন পাঠাতে এসেছি; এবং আমি কি করব, যদি এটি ইতিমধ্যেই জ্বলে যায়?
50 কিন্তু আমার একটা বাপ্তিস্ম আছে যার সাথে বাপ্তিস্ম নিতে হবে; এবং এটা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত আমি কতটা কষ্টে আছি!
51 তোমরা কি মনে কর যে আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে এসেছি? আমি তোমাকে বলছি, না; বরং বিভাগ:
52 কারণ এখন থেকে এক বাড়িতে পাঁচজন বিভক্ত হবে, তিনজন দুজনের বিরুদ্ধে এবং দুজন তিনজনের বিরুদ্ধে৷
53 পিতা পুত্রের বিরুদ্ধে এবং পুত্র পিতার বিরুদ্ধে বিভক্ত হবে৷ মা মেয়ের বিরুদ্ধে, আর মেয়ে মায়ের বিরুদ্ধে; শাশুড়ি তার পুত্রবধূর বিরুদ্ধে, এবং পুত্রবধূ তার শাশুড়ির বিরুদ্ধে।
54 তিনি লোকদের আরও বললেন, ' যখন তোমরা পশ্চিম দিক থেকে মেঘ উঠতে দেখ, তখনই তোমরা বল, 'বৃষ্টি আসছে৷' এবং তাই এটা হয়.
55 আর যখন দেখবেন দখিনা বাতাস বইছে, তখন বলবেন, গরম হবে; এবং এটা ঘটতে আসে.
56 হে ভণ্ডরা, তোমরা আকাশ ও পৃথিবীর চেহারা দেখতে পারো; কিন্তু এই সময় কি করে তোমরা বুঝতে পারছ না?
57 হ্যাঁ, এবং কেন তোমরা নিজেরাই বিচার কর না যা সঠিক?
58 আপনি যখন আপনার প্রতিপক্ষের সাথে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যাবেন, যেমন আপনি পথে আছেন, তখন তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অধ্যবসায় করুন; পাছে সে তোমাকে বিচারকের কাছে নিয়ে যাবে, আর বিচারক তোমাকে অফিসারের হাতে তুলে দেবে, আর অফিসার তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করবে।
59 আমি তোমাকে বলছি, যতক্ষণ না তুমি শেষ মাইটটি পরিশোধ না কর ততক্ষণ তুমি সেখান থেকে চলে যাবে না।

অধ্যায় 13

1 সেই সময় সেখানে কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন যারা তাঁকে গালীলীয়দের কথা বলেছিলেন, যাদের রক্ত পীলাত তাদের বলিদানের সাথে মিশে গিয়েছিল।
2 যীশু তাদের উত্তর দিয়ে বললেন, তোমরা কি মনে কর যে, এই গালীলীয়রা সমস্ত গালীলীয়দের চেয়ে পাপী ছিল, কারণ তারা এমন কষ্ট ভোগ করেছিল?
3 আমি তোমাদের বলছি, না, কিন্তু, যদি তোমরা অনুতপ্ত না হও, তোমরাও একইভাবে ধ্বংস হবে৷
4 নাকি সেই আঠারো জন, যাদের উপরে সিলোয়ামের বুরুজ পড়েছিল এবং তাদের হত্যা করেছিল, তোমরা কি মনে কর যে তারা জেরুজালেমে বসবাসকারী সমস্ত মানুষের চেয়ে পাপী ছিল?
5 আমি তোমাদিগকে বলি, না, কিন্তু, যদি তোমরা অনুতপ্ত না হও, তোমরা সকলেই একইভাবে বিনষ্ট হইবে৷
6 তিনি এই দৃষ্টান্তটিও বললেন; একজন লোক তার দ্রাক্ষাক্ষেত্রে একটি ডুমুর গাছ লাগিয়েছিল৷ তিনি এসে তাতে ফল খুঁজলেন, কিন্তু কিছু পেলেন না৷
7 তারপর তিনি তার দ্রাক্ষা ক্ষেতের রক্ষককে বললেন, দেখ, এই তিন বছর ধরে আমি এই ডুমুর গাছে ফল খুঁজতে

এসেছি, কিন্তু কিছুই পাচ্ছি না। এটা কেটে ফেল। কেন এটা মাটি চাপা?
8 তিনি উত্তরে তাঁকে বললেন, প্রভু, এই বছরও এটাকে ছেড়ে দিন, যতক্ষণ না আমি এটির চারপাশে খনন করে গোবর দিব।
9 আর যদি ফল দেয়, ভালই: আর যদি না হয়, তার পরে কেটে ফেলবে।
10 বিশ্রামবারে তিনি এক সমাজগৃহে শিক্ষা দিচ্ছিলেন।
11 এবং দেখ, সেখানে একজন মহিলা ছিলেন যার আঠারো বছর ধরে দুর্বলতার আত্মা ছিল, এবং তিনি একত্রে নত হয়েছিলেন এবং কোনভাবেই নিজেকে উঠাতে পারছিলেন না।
12 যীশু তাকে দেখে তাকে নিজের কাছে ডেকে বললেন, হে নারী, তুমি তোমার দুর্বলতা থেকে মুক্তি পেয়েছ।
13 আর তিনি তার গায়ে হাত রাখলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সে সোজা হয়ে গেল এবং ঈশ্বরের প্রশংসা করল।
14তখন সমাজগৃহের শাসক ক্ষোভের সহিত উত্তর দিলেন, কারণ যীশু বিশ্রামবারে সুস্থ করেছিলেন এবং লোকদের বলেছিলেন, ছয়টি দিন আছে যেদিনে লোকদের কাজ করা উচিত; সেইজন্য সেগুলিতে এসে সুস্থ হও, কিন্তু বিশ্রামবারে নয়। বিশ্রামবার দিন
15 তখন প্রভু তাকে উত্তর দিয়ে বললেন, হে ভণ্ড, তোমাদের প্রত্যেকেই কি বিশ্রামবারে তার ষাঁড় বা গাধা খোসা থেকে খুলে তাকে জল দেওয়ার জন্য নিয়ে যায় না?
16 আর এই আঠারো বছর ধরে শয়তান যাকে বেঁধে রেখেছিল সেই অব্রাহামের কন্যা হয়েও কি বিশ্রামবারে এই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া উচিত নয়?
17 যখন তিনি এই সব কথা বললেন, তখন তাঁর সমস্ত প্রতিপক্ষ লজ্জিত হল এবং তাঁর দ্বারা কৃত সমস্ত গৌরবময় কাজের জন্য সমস্ত লোক আনন্দিত হল।
18 তখন তিনি বললেন, ঈশ্বরের রাজ্য কিসের মত? আর আমি কোথায় তার সাথে সাদৃশ্য রাখব?
19 এটা একটা সরিষার দানার মত, যা একজন লোক নিয়ে তার বাগানে ফেলে দিল; এবং তা বড় হয়ে একটি বড় গাছে পরিণত হল। এবং বাতাসের পাখিরা এর ডালে অবস্থান করে।
20 তিনি আবার বললেন, ' আমি ঈশ্বরের রাজ্যের তুলনা করব?
21 এটা খামিরের মত, যা একজন মহিলা নিয়ে তিন মাপ খাবারের মধ্যে লুকিয়ে রাখল, যতক্ষণ না পুরোটা খামির হয়ে গেল।
22 আর তিনি শহর ও গ্রামের মধ্য দিয়ে যেতেন, শিক্ষা দিতেন এবং জেরুজালেমের দিকে যাত্রা করতেন।
23 তখন একজন তাঁকে বলল, 'প্রভু, পরিত্রাণ পেতে পারেন এমন কিছু কি আছে? আর তিনি তাদের বললেন,
24 স্ট্রেট গেট দিয়ে ঢোকার চেষ্টা কর, কারণ আমি তোমাদের বলছি, অনেকে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করবে, কিন্তু পারবে না।
25 যখন একবার বাড়ির কর্তা উঠে দরজা বন্ধ করে দেন, আর তোমরা বাইরে দাঁড়িয়ে দরজায় কড়া নাড়তে বলতে বলতে, প্রভু, প্রভু, আমাদের জন্য খুলে দাও। আর সে উত্তরে তোমাদের বলবে, আমি জানি না তোমরা কোথা থেকে এসেছ।
26তখন তোমরা বলতে আরম্ভ করবে, আমরা তোমার সান্নিধ্যে খাওয়া-দাওয়া করেছি, আর তুমি আমাদের রাস্তায় শিক্ষা দিয়েছ।
27 কিন্তু সে বলবে, আমি তোমাদের বলছি, আমি জানি না তোমরা কোথা থেকে এসেছ। হে পাপাচারী সকল কর্মীরা, আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাও।
28 সেখানে কান্নাকাটি এবং দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকবে, যখন তোমরা দেখতে পাবে অব্রাহাম, ইসহাক, যাকোব এবং সমস্ত ভাববাদীকে, ঈশ্বরের রাজ্যে, এবং তোমরা নিজেদেরকে বাইরে বের করে দিচ্ছ।
29আর তারা পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে আসবে এবং ঈশ্বরের রাজ্যে বসবে।
30 আর দেখ, শেষ আছে যা আগে হবে, আর আছে প্রথম যা শেষ হবে।
31সেই দিনে কয়েকজন ফরীশী এসে তাঁকে বলল, 'তুমি বের হয়ে যাও এবং এখান থেকে চলে যাও, কারণ হেরোদ তোমাকে মেরে ফেলবে।'
32 তখন তিনি তাদের বললেন, ' তোমরা যাও এবং সেই শেয়ালকে বল, দেখ, আমি ভূত তাড়াই, এবং আমি আজ ও আগামীকাল আরোগ্য করি এবং তৃতীয় দিনে আমি সিদ্ধ হব।'
33 তবুও আমাকে আজ, আগামীকাল এবং পরের দিন হাঁটতে হবে: কারণ জেরুজালেমের বাইরে একজন ভাববাদীর মৃত্যু হতে পারে না।
34 হে জেরুজালেম, জেরুজালেম! কতবার আমি তোমার সন্তানদের একত্র করতাম, যেমন একটি মুরগি তার বাচ্চাকে তার ডানার নীচে জড়ো করে, কিন্তু তুমি তা কর না!
35 দেখ, তোমাদের বাড়িটি তোমাদের জন্য উজাড় হয়ে গেছে। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা আমাকে দেখতে পাবে না, যতক্ষণ না তোমরা বলবে, ধন্য তিনি যিনি প্রভুর নামে আসছেন।

অধ্যায় 14

1 বিশ্রামবারে যখন তিনি প্রধান ফরীশীদের মধ্যে একজনের বাড়িতে রুটি খেতে গেলেন, তখন তারা তাঁকে দেখছিল।
2 আর দেখ, তাঁর সামনে একজন লোক ছিল যাকে ড্রপসি হয়েছিল।
3 এর উত্তরে যীশু আইনজ্ঞ ও ফরীশীদের বললেন, ' বিশ্রামবারে সুস্থ করা কি বিধিসম্মত?'
4 এবং তারা তাদের শান্ত ছিল. তখন তিনি তাকে নিয়ে গিয়ে সুস্থ করলেন এবং ছেড়ে দিলেন।
5 উত্তরে তাদের বললেন, ' তোমাদের মধ্যে কার একটি গাধা বা বলদ গর্তে পড়লে বিশ্রামবারে তাকে সঙ্গে সঙ্গে টেনে তুলবে না?
6 কিন্তু তারা এই সব কথার উত্তর দিতে পারলেন না।
7 এবং যাঁদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল তাদের কাছে তিনি একটি দৃষ্টান্ত দিলেন, যখন তিনি চিহ্নিত করলেন যে তারা কীভাবে প্রধান ঘরগুলি বেছে নিয়েছে। তাদের বলছি,

8 যখন তোমাকে কোন পুরুষের বিয়েতে আমন্ত্রণ জানানো হয়, তখন উঁচু ঘরে বসবেন না; পাছে তোমার চেয়ে সম্মানিত লোক তার কাছে নিমন্ত্রিত হবে।
9 আর যে তোমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল এবং সে এসে তোমাকে বলে, এই লোকটিকে জায়গা দাও। আর তুমি লজ্জায় সর্বনিম্ন রুম নিতে শুরু কর।
10 কিন্তু যখন তোমাকে নিমন্ত্রণ করা হবে, তখন গিয়ে নীচের ঘরে বসো; যে তোমাকে নিমন্ত্রণ করে সে যখন আসবে, তখন সে তোমাকে বলবে, 'বন্ধু, ওপরে যাও, তাহলে তোমার সঙ্গে যারা খেতে বসেছে তাদের সামনে তোমার উপাসনা করবে।'
11 কারণ যে কেউ নিজেকে বড় করে সে হীন হবে; এবং যে নিজেকে নত করে তাকে উচ্চ করা হবে৷
12 তারপর যিনি তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাকেও তিনি বললেন, আপনি যখন রাতের খাবার বা নৈশভোজ করবেন, তখন আপনার বন্ধুদের, ভাইদের, আত্মীয়দের বা আপনার ধনী প্রতিবেশীকে ডাকবেন না৷ পাছে তারাও তোমাকে আবার আমন্ত্রণ জানায় এবং তোমার প্রতিফল পেতে হয়।
13 কিন্তু তুমি যখন ভোজের আয়োজন কর, তখন গরীব, পঙ্গু, খোঁড়া, অন্ধকে ডাক।
14 আর তুমি আশীর্বাদ পাবে; কারণ তারা তোমাকে প্রতিদান দিতে পারবে না, কারণ ধার্মিকদের পুনরুত্থানে তোমাকে প্রতিদান দেওয়া হবে৷
15 যাঁরা তাঁর সঙ্গে খেতে বসেছিলেন তাদের মধ্যে একজন এই কথা শুনে তাঁকে বললেন, 'ধন্য সেই ব্যক্তি যে ঈশ্বরের রাজ্যে রুটি খাবে।'
16 তারপর তিনি তাকে বললেন, একজন লোক একটি মহান নৈশভোজ করেছে এবং অনেককে নিমন্ত্রণ করেছে৷
17 আর যাঁদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল, তাদের এই কথা বলার জন্য রাতের খাবারের সময় তাঁর দাসকে পাঠালেন৷ সব কিছু এখন প্রস্তুত.
18আর সকলে এক সম্মতিতে অজুহাত দিতে লাগিল। প্রথমজন তাকে বলল, আমি এক টুকরো মাটি কিনেছি, এবং আমাকে যেতে হবে এবং দেখতে হবে: আমি প্রার্থনা করি আপনি আমাকে ক্ষমা করুন৷
19 আর একজন বলল, আমি পাঁচ জোয়াল বলদ কিনেছি, আর আমি সেগুলো প্রমাণ করতে যাচ্ছি: আমি প্রার্থনা করি আপনি আমাকে ক্ষমা করুন৷
20 আর একজন বলল, আমি বউকে বিয়ে করেছি, তাই আসতে পারছি না।
21 তখন সেই দাস এসে তার প্রভুকে এই সব কথা জানাল৷ তখন বাড়ির কর্তা রাগান্বিত হয়ে তার চাকরকে বললেন, তাড়াতাড়ি শহরের রাস্তায় ও অলিতে গলিতে যাও এবং গরীব, পঙ্গু, অন্ধ ও অন্ধদের এখানে নিয়ে এস।
22 তখন চাকরটি বলল, 'প্রভু, আপনি যেমন হুকুম দিয়েছেন, তাই হয়েছে, তবুও জায়গা আছে৷
23 আর প্রভু ভৃত্যকে বললেন, রাজপথে ও হেজগুলিতে যাও এবং তাদের ভিতরে আসতে বাধ্য কর, যাতে আমার ঘর পূর্ণ হয়৷
24 কারণ আমি তোমাদের বলছি, যাদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল তাদের কেউই আমার নৈশভোজের স্বাদ পাবে না৷
25 তখন তাঁর সঙ্গে অনেক লোক গেল৷ তিনি ফিরে গিয়ে তাদের বললেন,
26 যদি কেউ আমার কাছে আসে এবং তার পিতা, মাতা, স্ত্রী, সন্তান, ভাই ও বোন, হ্যাঁ, নিজের জীবনকেও ঘৃণা না করে, তবে সে আমার শিষ্য হতে পারে না৷
27 আর যে কেউ নিজের ক্রুশ বহন করে আমার পিছনে না আসে সে আমার শিষ্য হতে পারে না।
28 তোমাদের মধ্যে কে একটি টাওয়ার তৈরি করতে চায়, সে প্রথমে বসে না, এবং তার খরচ শেষ করার জন্য যথেষ্ট আছে কি না?
29 পাছে, তিনি ভিত্তি স্থাপন করার পরে, এবং তা শেষ করতে সক্ষম না হলে, যাঁরা দেখছেন তারা সবাই তাঁকে ঠাট্টা করতে শুরু করবে৷
30 তিনি বললেন, এই লোকটি গড়তে শুরু করেছিল, কিন্তু শেষ করতে পারেনি৷
31 অথবা কোন রাজা, অন্য রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন, প্রথমে বসে না বসে পরামর্শ করেন যে বিশ হাজার লোকের বিরুদ্ধে যে তার বিরুদ্ধে আসবে তার সাথে দশ হাজার সৈন্যের মুখোমুখি হতে পারবে কি না?
32 অন্যথায়, যখন অন্যটি এখনও অনেক দূরে, তিনি একটি দূত পাঠান এবং শান্তির শর্ত চান৷
33 একইভাবে, তোমাদের মধ্যে যে কেউ তার যা কিছু আছে তা ত্যাগ করে না, সে আমার শিষ্য হতে পারে না৷
34 লবণ ভালো, কিন্তু লবণ যদি তার গন্ধ হারিয়ে ফেলে, তাহলে তা পাকা হবে কি করে?
35 এটা জমির জন্য উপযুক্ত নয়, এখনও গোবরের জন্য উপযুক্ত নয়; কিন্তু পুরুষরা তা বের করে দেয়। যার শোনার কান আছে, সে শুনুক৷

অধ্যায় 15

1 তারপর তাঁর কথা শোনার জন্য সমস্ত কর আদায়কারী ও পাপী তাঁর কাছে এলেন৷
2 তখন ফরীশীরা ও ব্যবস্থার শিক্ষকরা বিড়বিড় করে বলতে লাগল, এই লোকটি পাপীদের গ্রহণ করে তাদের সঙ্গে খায়৷
3 আর তিনি তাদের কাছে এই দৃষ্টান্তটি বললেন,
4 তোমাদের মধ্যে কোন লোকের কাছে একশত ভেড়া আছে, যদি সে তাদের একটি হারায়, তবে নিরানব্বইটিকে প্রান্তরে রেখে যে হারানো ভেড়ার খোঁজ না পায়, যতক্ষণ না সে তা খুঁজে পায়?
5 এবং যখন সে তা খুঁজে পায়, তখন সে আনন্দে তার কাঁধে রাখে৷
6 এবং যখন সে বাড়িতে ফিরে আসে, তখন সে তার বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদের ডেকে বলে, আমার সঙ্গে আনন্দ কর৷ কারণ আমি আমার হারিয়ে যাওয়া ভেড়া খুঁজে পেয়েছি।
7 আমি তোমাদের বলছি, একইভাবে অনুতাপকারী একজন পাপীর জন্য স্বর্গে আনন্দ হবে, নিরানব্বই জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির চেয়েও বেশি, যাদের অনুতাপের প্রয়োজন নেই৷
8 হয় কোন মহিলার দশটি রূপার টুকরা আছে, যদি সে একটি টুকরো হারিয়ে যায়, তবে একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে ঘর ঝাড়ু দেয় না এবং যতক্ষণ না সে এটি খুঁজে পায় ততক্ষণ চেষ্টা করে?

9 এবং যখন সে তা খুঁজে পায়, তখন সে তার বন্ধুদের এবং
তার প্রতিবেশীদের ডেকে বলে, আমার সাথে আনন্দ কর;
কারণ আমি যে টুকরোটি হারিয়েছিলাম তা খুঁজে পেয়েছি।
10 একইভাবে, আমি তোমাদের বলছি, একজন পাপী যে
অনুতপ্ত হয় তার জন্য ঈশ্বরের ফেরেশতাদের উপস্থিতিতে
আনন্দ হয়৷
11 তিনি বললেন, একজন ব্যক্তির দুটি পুত্র ছিল৷
12 আর তাদের মধ্যে ছোটটি তার বাবাকে বলল, পিতা,
আমার কাছে যে মাল পড়ে তার অংশ আমাকে দিন৷ এবং
তিনি তাদের মধ্যে তার জীবন ভাগ করে দিলেন.
13 আর অনেক দিন পরেই ছোট ছেলে সবাইকে জড়ো
করে দূর দেশে যাত্রা করল, এবং সেখানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা
করে তার সম্পদ নষ্ট করল।
14 আর তিনি সমস্ত খরচ করে ফেললে সেই দেশে প্রবল
দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এবং সে অভাবগ্রস্ত হতে লাগল।
15 এবং তিনি গিয়ে সেই দেশের একজন নাগরিকের কাছে
নিজেকে যোগদান করলেন; তিনি তাকে তার ক্ষেতে
শুয়োর চরাতে পাঠালেন৷
16 আর শুয়োররা যে ভুসি খেত সেগুলি দিয়ে সে অজ্ঞান
হয়ে তার পেট ভরত, আর কেউ তাকে দেয়নি৷
17 তিনি নিজের কাছে এসে বললেন, আমার পিতার
কতজন কর্মচারীর কাছে যথেষ্ট রুটি আছে এবং আমি
ক্ষুধায় মারা যাচ্ছি!
18 আমি উঠে আমার পিতার কাছে যাব এবং তাকে বলব,
পিতা, আমি স্বর্গের বিরুদ্ধে এবং আপনার আগে পাপ
করেছি,
19 আর আমি আর তোমার ছেলে বলে ডাকার যোগ্য নই;
আমাকে তোমার ভাড়া করা দাসদের একজন করে দাও।
20 পরে তিনি উঠে পিতার কাছে গেলেন। কিন্তু যখন সে
এখনও অনেক দূরে ছিল, তখন তার পিতা তাকে দেখতে
পেয়ে করুণা করলেন, এবং দৌড়ে গিয়ে তার ঘাড়ে
পড়লেন এবং তাকে চুম্বন করলেন।
21 তখন পুত্র তাকে বলল, পিতা, আমি স্বর্গের বিরুদ্ধে এবং
আপনার দৃষ্টিতে পাপ করেছি, আর আপনার পুত্র বলে
ডাকার যোগ্য নই৷
22কিন্তু পিতা তাঁর দাসদের বললেন, সবচেয়ে ভালো
পোশাক বের করে তাকে পরিয়ে দাও। এবং তার হাতে
একটি আংটি, এবং তার পায়ে জুতা পরা:
23 মোটাতাজা বাছুরটিকে এখানে নিয়ে এসে মেরে ফেল;
এবং আসুন আমরা খাই এবং আনন্দ করি:
24 এই জন্য আমার ছেলে মারা গিয়েছিল, এবং আবার
জীবিত হয়েছে; তিনি হারিয়ে গিয়েছিলেন, এবং খুঁজে
পাওয়া গেছে। এবং তারা আনন্দিত হতে শুরু করে.
25 তখন তাঁর বড় ছেলে মাঠে ছিল৷ সে এসে বাড়ির কাছে
এসে বাদ্য ও নাচের শব্দ শুনতে পেল৷
26 আর তিনি একজন ভৃত্যকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন
এসবের মানে কি?
27 তিনি তাকে বললেন, 'তোমার ভাই এসেছেন৷ আর
তোমার পিতা মোটাতাজা বাছুরটিকে মেরে ফেলেছেন,
কারণ তিনি তাকে নিরাপদে গ্রহণ করেছেন।
28 তাতে তিনি রেগে গেলেন, ভিতরে যেতে চাইলেন না,
তাই তাঁর বাবা বাইরে এসে তাঁকে অনুরোধ করলেন৷
29 উত্তরে সে তার পিতাকে বলল, দেখ, এত বছর ধরে
আমি তোমার সেবা করছি, তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিনি,
তবু তুমি আমাকে কখনো বাচ্চা দাওনি যাতে আমি আমার
বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দ করতে পারি৷
30 কিন্তু তোমার এই ছেলে আসার সাথে সাথে, যে তোমার
জীবন বেশ্যাদের সাথে খেয়ে ফেলেছে, তুমি তার জন্য
মোটাতাজা বাছুর মেরেছ।
31 তিনি তাঁকে বললেন, 'বাছা, তুমি চিরকাল আমার সঙ্গে
আছ, আর আমার যা কিছু আছে সবই তোমার৷'
32 আমাদের আনন্দ করা এবং আনন্দ করা উচিত ছিল,
কারণ এই আপনার ভাইটি মারা গিয়েছিল এবং আবার
জীবিত হয়েছে৷ এবং হারিয়ে গেছে, এবং পাওয়া গেছে.

অধ্যায় 16

1 তারপর তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, ' একজন ধনী
লোক ছিল, যার একজন কর্মচারী ছিল৷ এবং তাকে
অভিযুক্ত করা হয়েছিল যে সে তার মাল নষ্ট করেছে৷
2 তখন সে তাকে ডেকে বলল, 'আমি তোমার কথা কি করে
শুনি? তোমার দায়িত্বের হিসাব দাও; কারণ তুমি হয়তো
আর গৃহাধ্যক্ষ থাকবে না৷
3 তখন কর্মচারী মনে মনে বললেন, আমি কি করব? কারণ
আমার প্রভু আমার কাছ থেকে দায়িত্ব কেড়ে নিয়েছেন৷
আমি খনন করতে পারি না৷ ভিক্ষা করতে আমি লজ্জিত।
4 আমি স্থির হয়েছি কি করব, যাতে আমাকে গৃহাধ্যক্ষ
থেকে বের করে দেওয়া হয়, তারা আমাকে তাদের বাড়িতে
গ্রহণ করতে পারে৷
5 তাই সে তার প্রভুর ঋণগ্রস্তদের প্রত্যেককে তার কাছে
ডেকে প্রথমটিকে বলল, আমার প্রভুর কাছে তুমি কত ঋণী?
6তিনি বললেন, একশো মাপ তেল। তখন তিনি তাকে
বললেন, তোমার বিল নাও, তাড়াতাড়ি বসে পঞ্চাশটা লিখ৷
7 তারপর তিনি অন্য একজনকে বললেন, আর তোমার
কাছে কত পাওনা? তিনি বললেন, একশো মণ গম। তখন
সে তাকে বলল, তোমার বিল নাও, আর সোয়াশি লিখ।
8 আর প্রভু অন্যায় কর্মচারীর প্রশংসা করলেন, কারণ তিনি
বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করেছিলেন: কারণ এই জগতের
সন্তানেরা তাদের প্রজন্মের মধ্যে আলোর সন্তানদের চেয়েও
জ্ঞানী৷
9 এবং আমি তোমাদের বলছি, অধার্মিকতার সম্পদকে
নিজেদের জন্য বন্ধু বানিয়ে নাও৷ যাতে, আপনি ব্যর্থ হলে,
তারা আপনাকে চিরস্থায়ী বাসস্থানে গ্রহণ করতে পারে।
10 যে ক্ষুদ্রতম বিষয়ে বিশ্বস্ত সে অনেক বিষয়েও বিশ্বস্ত;
আর যে ক্ষুদ্রতম বিষয়ে অন্যায় সে অনেক বিষয়েও
অন্যায়৷
11 তাই যদি তোমরা অধার্মিক সম্পদের প্রতি বিশ্বস্ত না হও,
তবে প্রকৃত ধন-সম্পদ কে তোমাদের আস্থার প্রতি দায়বদ্ধ
করবে?
12 আর যদি তোমরা বিশ্বস্ত না হও যা অন্যের, তবে যা
তোমাদের নিজের তা কে দেবে?
13 কোন দাস দুই প্রভুর সেবা করতে পারে না, কারণ হয়
সে একজনকে ঘৃণা করবে এবং অন্যজনকে ভালবাসবে;
অন্যথায় সে একটিকে ধরে রাখবে এবং অন্যটিকে তুচ্ছ
করবে৷ আপনি ঈশ্বর এবং অর্থের সেবা করতে পারেন না.

14আর লোভী ফরীশীরাও এই সমস্ত কথা শুনিয়া যীশুকে উপহাস করিল।
15 তিনি তাদের বললেন, ' তোমরা সেই লোক যাঁরা মানুষের সামনে নিজেদের ধার্মিক বলে প্রমাণ কর৷ কিন্তু ঈশ্বর তোমাদের অন্তর জানেন৷
16 আইন ও ভাববাদীরা যোহনের আগ পর্যন্ত ছিল: সেই সময় থেকে ঈশ্বরের রাজ্য প্রচারিত হয় এবং প্রত্যেকে তার মধ্যে চাপ দেয়৷
17 আর স্বর্গ ও পৃথিবীর পক্ষে আইনের একটি শিরোনাম বিফলে যাওয়া অপেক্ষা সহজ।
18 যে কেউ তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্যকে বিয়ে করে, সে ব্যভিচার করে, আর যে তার স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন তাকে বিয়ে করে সে ব্যভিচার করে।
19একজন ধনী লোক ছিল, সে বেগুনি ও সূক্ষ্ম মসীনার পোশাক পরত এবং প্রতিদিনই জমকালোভাবে কাজ করত।
20 আর সেখানে লাসার নামে এক ভিক্ষুক ছিল, যাকে তার ফটকের কাছে শুয়ে রাখা হয়েছিল, ঘা ভর্তি।
21 এবং ধনী ব্যক্তির টেবিল থেকে পড়ে থাকা টুকরো টুকরো দিয়ে খাওয়াতে চাইছিল: তাছাড়া কুকুর এসে তার ঘা চেটেছিল৷
22 এবং এমনটি ঘটল যে, ভিক্ষুকটি মারা গেল, এবং ফেরেশতারা তাকে অব্রাহামের বুকে নিয়ে গেল: ধনী লোকটিও মারা গেল এবং তাকে কবর দেওয়া হল;
23 এবং জাহান্নামে যন্ত্রণার মধ্যে থাকা অবস্থায় তিনি চোখ তুলে ইব্রাহিমকে এবং তার বুকে লাসারকে দেখতে পান।
24 এবং তিনি চিৎকার করে বললেন, আব্রাহাম পিতা, আমার প্রতি দয়া করুন এবং লাসারকে পাঠান, যাতে তিনি তার আঙুলের ডগা জলে ডুবিয়ে আমার জিহ্বাকে ঠান্ডা করেন৷ কারণ আমি এই অগ্নিতে যন্ত্রণা পেয়েছি।
25কিন্তু ইব্রাহিম বললেন, "বাছা, মনে রেখ যে তুমি তোমার জীবদ্দশায় তোমার ভাল জিনিস পেয়েছ, আর একইভাবে লাসার মন্দ জিনিস পেয়েছ; কিন্তু এখন সে সান্ত্বনা পেয়েছে, আর তুমি যন্ত্রণা পাচ্ছ৷
26 আর এই সবকিছুর পাশাপাশি, আমাদের এবং আপনার মধ্যে একটি বড় উপসাগর স্থির রয়েছে: যাতে যারা এখান থেকে আপনার কাছে যেতে চায় তারা পারে না; তারা আমাদের কাছে যেতে পারে না, সেখান থেকে আসবে।
27 তারপর তিনি বললেন, তাই বাবা, আপনি তাকে আমার বাবার বাড়িতে পাঠান৷
28 কারণ আমার পাঁচ ভাই আছে; যাতে তিনি তাদের কাছে সাক্ষ্য দিতে পারেন, পাছে তারাও এই যন্ত্রণার জায়গায় না আসে৷
29 অব্রাহাম তাঁকে বললেন, তাদের কাছে মূসা ও ভাববাদীরা আছেন; তাদের শুনতে দাও।
30 তিনি বললেন, না বাবা ইব্রাহিম, কিন্তু যদি কেউ মৃতদের মধ্য থেকে তাদের কাছে যায় তবে তারা অনুতপ্ত হবে৷
31 যীশু তাঁকে বললেন, 'যদি তারা মূসা ও ভাববাদীদের কথা না শোনে, তবে মৃতদের মধ্য থেকে একজন পুনরুত্থিত হলেও তারা রাজি হবে না৷'

অধ্যায় 17

1 তারপর তিনি শিষ্যদের বললেন, এটা অসম্ভব কিন্তু অপরাধ আসবেই৷
2 এই ছোটদের মধ্যে একজনকে আঘাত করার চেয়ে তার গলায় একটি চাঁতির পাথর ঝুলিয়ে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া তার পক্ষে ভাল ছিল৷
3 সাবধান! যদি তোমার ভাই তোমার বিরুদ্ধে অন্যায় করে, তবে তাকে তিরস্কার করো৷ এবং যদি সে অনুতপ্ত হয়, তাকে ক্ষমা করুন।
4 আর যদি সে দিনে সাতবার তোমার বিরুদ্ধে অন্যায় করে এবং দিনে সাতবার তোমার দিকে ফিরে বলে, আমি অনুতাপ করছি; তুমি তাকে ক্ষমা করবে।
5 আর প্রেরিতরা প্রভুকে বললেন, আমাদের বিশ্বাস বাড়াও৷
6 আর প্রভু বললেন, যদি তোমাদের বিশ্বাস সরিষার দানার মতও থাকত, তাহলে এই তুষার গাছকে বলতে পার, শিকড় উপড়ে ফেল এবং সমুদ্রে রোপণ কর; এবং এটা আপনার আনুগত্য করা উচিত.
7 কিন্তু তোমাদের মধ্যে কে, যার একজন চাকর হাল চাষ করে বা গবাদি পশু চরায়, সে যখন ক্ষেত থেকে আসবে তখন তাকে বলবে, যাও, খেতে বস?
8 এবং বরং তাকে বলবে না, আমি যা খেতে পারি তা প্রস্তুত কর এবং কোমর বেঁধে আমার সেবা কর, যতক্ষণ না আমি খাওয়া-দাওয়া করি৷ তারপর তুমি খাবে ও পান করবে?
9 সে কি সেই দাসকে ধন্যবাদ দেয় কারণ সে তাকে যা আদেশ করা হয়েছিল তা করেছে? আমি ট্রু না.
10 একইভাবে তোমরাও যখন তোমাদের আদেশ করা হয়েছে সেই সমস্ত কাজ করবে, তখন বলবে, আমরা অলাভজনক দাস; আমাদের যা করার কর্তব্য ছিল আমরা তা করেছি৷
11 জেরুজালেমে যাওয়ার সময় তিনি শমরিয়া ও গালীলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন৷
12 এবং তিনি যখন একটি গ্রামে প্রবেশ করলেন, সেখানে তাঁর সঙ্গে দশজন কুষ্ঠরোগীর দেখা হল, যারা দূরে দাঁড়িয়ে ছিল৷
13 তারা উচ্চস্বরে বলে উঠল, যীশু, গুরু, আমাদের প্রতি দয়া করুন৷
14 তখন তিনি তাদের দেখে বললেন, ' যাও যাজকদের কাছে নিজেদের দেখাও৷' তারা যেতে যেতে শুচি হয়ে গেল৷
15আর তাদের মধ্যে একজন যখন দেখল যে তিনি সুস্থ হয়েছেন, তখন তিনি ফিরে গেলেন এবং উচ্চস্বরে ঈশ্বরের প্রশংসা করলেন।
16 এবং তাঁর পায়ের কাছে উপুড় হয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানাল৷ আর তিনি ছিলেন একজন শমরীয়৷
17 যীশু উত্তরে বললেন, দশজন কি শুচি হয়নি? কিন্তু নয়টা কোথায়?
18 এই অপরিচিত ব্যক্তি ছাড়া ঈশ্বরের গৌরব করতে ফিরে এসেছে এমন কেউ খুঁজে পাওয়া যায় নি৷
19 তখন তিনি তাকে বললেন, ওঠ, যাও, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করেছে৷
20 ফরীশীরা যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ঈশ্বরের রাজ্য কখন আসবে, তখন তিনি তাদের উত্তর দিয়ে বললেন, ঈশ্বরের রাজ্য পর্যবেক্ষণে আসে না৷

21 তারাও বলবে না, দেখ এখানে! বা, সেখানে দেখ! কারণ, দেখ, ঈশ্বরের রাজ্য তোমার মধ্যেই আছে৷
22 তখন তিনি শিষ্যদের বললেন, ' এমন দিন আসবে যখন তোমরা মানবপুত্রের দিনের একটি দেখতে চাইবে, কিন্তু তা দেখতে পাবে না৷
23 আর তারা তোমাকে বলবে, এখানে দেখ; অথবা, সেখানে দেখুন: তাদের অনুসরণ করবেন না এবং তাদের অনুসরণ করবেন না।
24 কারণ বিদ্যুতের মতো, যা আকাশের নীচের এক অংশ থেকে আলোকিত করে, স্বর্গের নীচে অন্য অংশে আলোকিত করে৷ মনুষ্যপুত্রের দিনেও তাই হবে৷
25 কিন্তু প্রথমে তাকে অনেক কষ্ট পেতে হবে এবং এই প্রজন্মের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হতে হবে৷
26 আর নোয়ের দিনে যেমন হয়েছিল, মনুষ্যপুত্রের দিনেও তাই হবে৷
27 যেদিন নো জাহাজে ঢুকেছিল, সেই দিন পর্যন্ত তারা খেয়েছিল, পান করেছিল, তারা বিয়ে করেছিল, তাদের বিয়ে হয়েছিল, এবং বন্যা এসে তাদের সবাইকে ধ্বংস করেছিল।
28 লোটের সময়ে যেমন হয়েছিল; তারা খেয়েছে, তারা পান করেছে, তারা কিনেছে, তারা বিক্রি করেছে, তারা রোপণ করেছে, তারা নির্মাণ করেছে;
29 কিন্তু লোট যেদিন সদোম থেকে বের হয়ে গেলেন সেদিনই আকাশ থেকে আগুন ও গন্ধক বর্ষণ করে তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিল।
30 যেদিন মনুষ্যপুত্র প্রকাশিত হবেন সেই দিনেও তাই হবে৷
31 সেই দিন, যে ঘরের ছাদে থাকবে এবং ঘরে তার জিনিসপত্র নিয়ে যাবার জন্য সে যেন নিচে না আসে এবং যে মাঠে থাকে, সেও যেন ফিরে না আসে।
32 লোটের স্ত্রীর কথা মনে রেখো৷
33 যে কেউ নিজের জীবন বাঁচাতে চাইবে সে তা হারাবে; এবং যে কেউ তার প্রাণ হারাবে সে তা রক্ষা করবে।
34 আমি তোমাদের বলছি, সেই রাতে দুজন লোক এক বিছানায় থাকবে৷ একজনকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং অন্যটিকে রেখে দেওয়া হবে৷
35 দুইজন স্ত্রীলোক একত্রে পিষে খাবে; একজনকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং অন্যটিকে ছেড়ে দেওয়া হবে৷
36 দুজন লোক মাঠে থাকবে; একজনকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং অন্যটিকে ছেড়ে দেওয়া হবে৷
37 তারা উত্তর দিয়ে তাঁকে বলল, 'কোথায় প্রভু? তিনি তাদের বললেন, ' শরীর যেখানেই থাকুক না কেন, ঈগলরা সেখানেই জড়ো হবে৷'

অধ্যায় 18

1 আর তিনি এই উদ্দেশ্যে তাদের কাছে একটি দৃষ্টান্ত বললেন যে, লোকেদের সর্বদা প্রার্থনা করা উচিত এবং হতাশ না হওয়া উচিত৷
2 বললেন, এক নগরে একজন বিচারক ছিলেন, যিনি ঈশ্বরকে ভয় করতেন না, মানুষকেও মানতেন না৷
3 সেই শহরে একজন বিধবা ছিল৷ সে যীশুর কাছে এসে বলল, 'আমার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আমাকে প্রতিশোধ নাও৷'
4 এবং তিনি কিছুক্ষণের জন্য চান না, কিন্তু পরে তিনি মনে মনে বললেন, যদিও আমি ঈশ্বরকে ভয় করি না, মানুষকেও ভাবি না৷
5তবুও এই বিধবা আমাকে কষ্ট দিচ্ছে বলে আমি তার প্রতিশোধ নেব, পাছে তার প্রতিনিয়ত আসার ফলে সে আমাকে ক্লান্ত করে দেবে।
6 আর প্রভু বললেন, অন্যায় বিচারক কি বলে শোন।
7 আর ঈশ্বর কি তাঁর নিজের নির্বাচিতদের প্রতিশোধ নেবেন না, যারা দিনরাত তাঁর কাছে কান্নাকাটি করে, যদিও তিনি তাদের সহ্য করেন?
8 আমি তোমাদের বলছি, তিনি দ্রুত তাদের প্রতিশোধ নেবেন৷ তথাপি যখন মানবপুত্র আসবেন, তিনি কি পৃথিবীতে বিশ্বাস পাবেন?
9 এবং তিনি এই দৃষ্টান্তটি এমন কিছু লোকের কাছে বলেছিলেন যারা নিজেদের উপর বিশ্বাস করে যে তারা ধার্মিক এবং অন্যদের তুচ্ছ করেছে:
10 দু'জন লোক প্রার্থনা করতে মন্দিরে গেল৷ একজন ফরীশী, অন্যজন কর আদায়কারী৷
11 ফরীশী দাঁড়িয়ে নিজের সঙ্গে এইভাবে প্রার্থনা করলেন, হে ঈশ্বর, আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই যে, আমি অন্য মানুষের মতো চাঁদাবাজ, অন্যায়কারী, ব্যভিচারী বা এই কর আদায়কারীর মতো নই৷
12 আমি সপ্তাহে দুবার উপবাস করি, আমার যা কিছু আছে তার দশমাংশ দেই।
13 আর কর আদায়কারী দূরে দাঁড়িয়ে স্বর্গের দিকে চোখ না তুলে নিজের বুকের ওপর চাপা দিয়ে বলল, ঈশ্বর আমার পাপীকে দয়া করুন৷
14 আমি তোমাদের বলছি, এই লোকটি অন্যের চেয়ে ধার্মিক বলে তার বাড়িতে নেমেছিল৷ এবং যে নিজেকে নত করে তাকে উচ্চ করা হবে৷
15 আর তারা শিশুকেও তাঁর কাছে নিয়ে এল, যেন তিনি তাদের স্পর্শ করেন৷ কিন্তু তাঁর শিষ্যরা তা দেখে তাদের ধমক দিলেন৷
16 কিন্তু যীশু তাদের কাছে ডেকে বললেন, ছোট ছেলেমেয়েদের আমার কাছে আসতে দাও, তাদের নিষেধ করো না, কারণ ঈশ্বরের রাজ্য তাদেরই৷
17 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যে কেউ ছোট শিশুর মতো ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ করবে না সে কোনভাবেই সেখানে প্রবেশ করবে না৷
18 আর একজন শাসক তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভালো গুরু, অনন্ত জীবনের অধিকারী হতে আমি কি করব?
19 যীশু তাকে বললেন, ' তুমি আমাকে ভালো বলছ কেন? কেউই ভালো নয়, একজন ছাড়া, অর্থাৎ ঈশ্বর।
20 তুমি আজ্ঞা জানো, ব্যভিচার করো না, খুন করো না, চুরি করো না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, তোমার বাবা ও মাকে সম্মান করো।
21 তিনি বললেন, 'আমি আমার যৌবন থেকে এই সব পালন করেছি৷
22 যীশু এই কথা শুনে তাঁকে বললেন, তবুও তোমার একটা জিনিসের অভাব আছে: তোমার যা কিছু আছে সব বিক্রি করে গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দাও, তাহলে তোমার স্বর্গে ধন থাকবে: আর এসো, আমার অনুসরণ কর।

23 এই কথা শুনে তিনি খুব দুঃখ পেলেন, কারণ তিনি খুব
ধনী ছিলেন৷
24 যীশু খুব দুঃখিত দেখে বললেন, ' যাদের ধন আছে
তাদের ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কত কঠিন!
25 কারণ একজন ধনীর পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ
করার চেয়ে উটের পক্ষে সুচের ছিদ্র দিয়ে যাওয়া সহজ৷
26 আর যারা শুনেছিল তারা বলল, তাহলে কে উদ্ধার পাবে?
27 তিনি বললেন, মানুষের পক্ষে যা অসম্ভব তা ঈশ্বরের
পক্ষে সম্ভব৷
28 তখন পিতর বললেন, 'দেখুন, আমরা সব ছেড়ে
তোমাকে অনুসরণ করেছি৷
29 তিনি তাদের বললেন, ' আমি তোমাদের সত্যি বলছি,
এমন কেউ নেই যে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য বাড়ি, বাবা-মা,
ভাই, স্ত্রী বা সন্তান ত্যাগ করেনি৷
30 যারা এই বর্তমান সময়ে বহুগুণ বেশি পাবে না, এবং
পৃথিবীতে অনন্ত জীবন পাবে৷
31 তারপর তিনি সেই বারোজনকে নিজের কাছে নিয়ে
গিয়ে তাদের বললেন, ' দেখুন, আমরা জেরুজালেমে যাচ্ছি,
এবং মনুষ্যপুত্রের বিষয়ে ভাববাদীদের দ্বারা যা কিছু লেখা
আছে তা সবই সিদ্ধ হবে৷
32 কারণ তাকে অইহুদীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে, এবং
তাকে উপহাস করা হবে, এবং তিরস্কার করা হবে এবং থুথু
দেওয়া হবে:
33 আর তারা তাকে চাবুক মেরে মেরে ফেলবে এবং তৃতীয়
দিনে সে পুনরুত্থিত হবে৷
34 তারা এসবের কিছুই বুঝল না৷ এই কথাটি তাদের কাছ
থেকে লুকানো ছিল, যা বলা হয়েছিল তা তারা জানত না৷
35 আর এমন হল যে, তিনি যখন জেরিহোর কাছে
এসেছিলেন, তখন একজন অন্ধ পথের ধারে বসে ভিক্ষা
করতে লাগল৷
36 লোকের পাশ দিয়ে যাবার কথা শুনে তিনি জিজ্ঞেস
করলেন এর মানে কি?
37 তারা তাঁকে বলল, নাসরতীয় যীশু পাশ দিয়ে যাচ্ছেন৷
38 আর তিনি চিৎকার করে বললেন, 'হে দায়ূদের পুত্র যীশু,
আমাকে দয়া করুন৷'
39 যাঁরা আগে গিয়েছিলেন, তাঁরা তাঁকে ধমক দিলেন যেন
তিনি শান্ত হন৷
40 তখন যীশু দাঁড়ালেন এবং তাঁকে তাঁর কাছে নিয়ে
আসার আদেশ দিলেন৷ তিনি কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা
করলেন,
41 বললেন, 'আমি তোমার প্রতি কি করব?' তিনি বললেন,
'প্রভু, আমি যেন আমার দৃষ্টি পেতে পারি৷'
42 যীশু তাকে বললেন, ' তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাও,
তোমার বিশ্বাস তোমাকে রক্ষা করেছে৷'
43 তখনই তিনি দৃষ্টিশক্তি লাভ করলেন এবং ঈশ্বরের
প্রশংসা করতে করতে তাঁর অনুসরণ করলেন৷

অধ্যায় 19

1 আর যীশু জেরিহোর মধ্য দিয়ে প্রবেশ করলেন৷
2 আর দেখ, সক্কেয় নামে একজন লোক ছিলেন, যিনি কর
আদায়কারীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন এবং তিনি ধনী ছিলেন৷
3 আর সে যীশু কে দেখতে চাইল৷ এবং প্রেসের জন্য
পারেনি, কারণ সে ছোট ছিল।
4 আর সে আগে দৌড়ে গেল এবং তাকে দেখতে একটা
গুল্ম গাছে উঠে গেল, কারণ সে সেই পথ দিয়েই যাচ্ছিল৷
5 যীশু সেই জায়গায় এসে উপরে তাকালেন এবং তাঁকে
দেখে বললেন, জক্কেয়, জলদি নেমে এস৷ কারণ আজ
আমাকে তোমার বাড়িতে থাকতে হবে।
6 আর তিনি তাড়াতাড়ি করে নীচে নেমে এসে আনন্দে
তাঁকে গ্রহণ করলেন৷
7 তা দেখে তারা সবাই বিড়বিড় করে বলল, সে একজন
পাপী লোকের সঙ্গে অতিথি হতে গিয়েছিল৷
8 তখন সক্কেয় দাঁড়িয়ে প্রভুকে বললেন; দেখ, প্রভু, আমার
অর্ধেক মাল আমি গরীবদের দিচ্ছি; এবং যদি আমি মিথ্যা
অভিযোগ করে কোন ব্যক্তির কাছ থেকে কিছু নিয়ে থাকি
তবে আমি তাকে চারগুণ ফিরিয়ে দেব।
9 যীশু তাকে বললেন, আজ এই বাড়িতে পরিত্রাণ এসেছে,
কারণ সেও অব্রাহামের পুত্র৷
10কারণ মনুষ্যপুত্র এসেছেন তা খুঁজতে ও উদ্ধার করতে
যা হারিয়ে গেছে৷
11 তারা যখন এই সব কথা শুনল, তখন তিনি একটা দৃষ্টান্ত
যোগ করলেন এবং বললেন, কারণ তিনি জেরুজালেমের
কাছাকাছি ছিলেন এবং তারা মনে করেছিলেন যে, ঈশ্বরের
রাজ্য অবিলম্বে প্রকাশিত হবে৷
12 তাই তিনি বললেন, ' একজন উচ্চপদস্থ লোক দূর দেশে
গিয়েছিলেন নিজের জন্য একটি রাজ্য পেতে এবং ফিরে
যেতে৷
13 আর তিনি তাঁর দশজন দাসকে ডেকে তাদের দশ
পাউন্ড দিলেন এবং বললেন, আমি না আসা পর্যন্ত দখল
কর।
14কিন্তু তাঁর প্রজারা তাঁকে ঘৃণা করত এবং তাঁর পিছনে
বার্তা পাঠাল যে, এই লোকটি আমাদের উপরে রাজত্ব
করবে না।
15 এবং এটা ঘটল যে, যখন তিনি রাজ্য পেয়ে ফিরে
গেলেন, তখন তিনি এই দাসদেরকে তাঁর কাছে ডাকতে
আদেশ করলেন, যাদেরকে তিনি টাকা দিয়েছিলেন, যাতে
তিনি জানতে পারেন যে প্রতিটি মানুষ ব্যবসা করে কত
লাভ করেছে৷
16 তারপর প্রথমজন এসে বলল, 'প্রভু, আপনার পাউন্ড
দশ পাউন্ড লাভ করেছে৷
17 তখন তিনি তাকে বললেন, 'আচ্ছা, তুমি ভালো দাস,
তুমি অল্পতেই বিশ্বস্ত হয়েছ, তাই তোমার দশটি শহরের
ওপর কর্তৃত্ব আছে৷'
18 আর দ্বিতীয় জন এসে বলল, 'প্রভু, আপনার পাউন্ড পাঁচ
পাউন্ড লাভ করেছে৷'
19 তিনি তাকেও একইভাবে বললেন, তুমিও পাঁচটি শহরের
উপরে হও৷
20 আর আরেকজন এসে বলল, 'প্রভু, দেখুন, এই হল
আপনার পাউন্ড, যা আমি রুমালে রেখেছি৷
21কেননা আমি তোমাকে ভয় করতাম, কেননা তুমি
একজন কঠোর মানুষ; তুমি যা শুইয়ে রাখো না তা তুলে
নিও এবং যা বপন করো নি তা কাটে।
22 তিনি তাকে বললেন, 'হে দুষ্ট দাস, আমি তোমার নিজের
মুখেই তোমার বিচার করব৷' তুমি জানো যে আমি একজন

কঠোর মানুষ, যা আমি রাখিনি তা তুলে নিই এবং আমি যা বপন করিনি তা কাটে।
23তাহলে কেন তুমি আমার টাকা ব্যাঙ্কে রাখলে না, যাতে আমার আসার সময় সুদের সঙ্গে আমার নিজেরও প্রয়োজন হত?
24 যাঁরা পাশে দাঁড়িয়েছিল, তিনি তাঁদের বললেন, 'ওর কাছ থেকে নাও এবং যার দশটাকা আছে তাকে দাও।'
25 (তারা তাঁকে বলল, প্রভু, তার দশ পাউন্ড আছে।)
26 কারণ আমি তোমাদের বলছি, যার আছে তাকেই দেওয়া হবে। এবং যার নেই তার কাছ থেকে তার যা আছে তাও কেড়ে নেওয়া হবে।
27 কিন্তু আমার সেই শত্রুরা, যারা চায় না যে আমি তাদের উপরে রাজত্ব করব, তারা এখানে নিয়ে আস এবং আমার সামনে তাদের হত্যা কর।
28 এই কথা বলার পর তিনি জেরুজালেমে উঠে এগিয়ে গেলেন।
29 আর এমন হল, যখন তিনি বেথফগে ও বেথানিয়ার কাছে, জলপাই পাহাড় নামক পাহাড়ে এসেছিলেন, তখন তিনি তাঁর দুই শিষ্যকে পাঠালেন,
30 বললেন, 'তোমার সামনের গ্রামে যাও; যেখানে প্রবেশ করার সময় আপনি একটি গাধা বাঁধা দেখতে পাবেন, যেখানে মানুষ কখনও বসেনি: তাকে খুলে দিন এবং তাকে এখানে নিয়ে আসুন।
31 আর যদি কেউ তোমাকে জিজ্ঞেস করে, 'কেন তুমি তাকে ছেড়ে দিলে? এইভাবে তোমরা তাকে বলবে, কারণ প্রভুর তার প্রয়োজন আছে।
32 আর যাদের পাঠানো হয়েছিল তারা চলে গেল এবং যীশু তাদের যা বলেছিলেন ঠিক সেইরকম দেখতে পেলেন।
33 তারা যখন গাধাটি খুলছিল, তখন তার মালিকেরা তাদের বলল, 'কেন গাধাটি খুলছ?
34 তারা বলল, প্রভুর তার দরকার আছে।
35 তারা তাকে যীশুর কাছে নিয়ে এল। তারা গাধা গাধাটির ওপর তাদের পোশাক ফেলে যীশুকে তার ওপর বসিয়ে দিল।
36 তিনি যেতে যেতে তারা তাদের কাপড়-চোপড় বিছিয়ে দিল পথে।
37 আর যখন তিনি কাছাকাছি এসেছিলেন, এমনকি এখন জলপাই পর্বতের নীচে, তখন সমস্ত শিষ্যরা আনন্দ করতে লাগল এবং তারা যে সমস্ত অলৌকিক কাজ দেখেছিল তার জন্য উচ্চস্বরে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগল।
38 বলছিলেন, ধন্য সেই রাজা যিনি প্রভুর নামে আসছেন: স্বর্গে শান্তি এবং সর্বোচ্চ মহিমা।
39 তখন ভিড়ের মধ্যে থেকে কয়েকজন ফরীশী তাঁকে বলল, 'গুরু, আপনার শিষ্যদের ধমক দিন।'
40 তিনি উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, ' আমি তোমাদের বলছি, যদি তারা চুপ করে থাকে, তাহলে পাথরগুলো সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করবে।'
41পরে তিনি কাছে এসে সেই শহরকে দেখে কেঁদে ফেললেন,
42 বলছিলেন, ' তুমি যদি জানত, অন্তত এই দিনে, তোমার শান্তির বিষয়গুলি কি! কিন্তু এখন তারা তোমার চোখের আড়াল।
43কারণ তোমার উপর এমন দিন আসবে যে তোমার শত্রুরা তোমার চারপাশে পরিখা নিক্ষেপ করবে, তোমাকে ঘিরে ফেলবে এবং তোমাকে চারদিক দিয়ে আটকে রাখবে,
44 এবং তোমাকে এবং তোমার মধ্যে তোমার সন্তানদের মাটির সাথে শুইয়ে দেবে; এবং তারা তোমার মধ্যে একটি পাথর অন্য পাথর ছেড়ে যাবে না; কেননা তুমি তোমার দর্শনের সময় জানতে না।
45 পরে তিনি মন্দিরের মধ্যে গেলেন এবং সেখানে যারা বিক্রি করত এবং যারা কেনাকাটা করত তাদের তাড়িয়ে দিতে লাগলেন।
46 তাদের বললেন, শাস্ত্রে লেখা আছে, 'আমার ঘর হল প্রার্থনার ঘর। কিন্তু তোমরা এটাকে চোরের আস্তানা বানিয়েছ।'
47 তিনি প্রতিদিন মন্দিরে শিক্ষা দিতেন। কিন্তু প্রধান যাজকেরা, ব্যবস্থার শিক্ষকরা এবং লোকদের প্রধানরা তাঁকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল।
48 তারা কি করবে তা খুঁজে পাচ্ছিল না, কারণ সমস্ত লোক তাঁর কথা শুনতে খুব মনোযোগী ছিল।

অধ্যায় 20

1আর এমন হল যে, সেই দিনগুলির মধ্যে একদিন, তিনি যখন মন্দিরে লোকদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন, এবং সুসমাচার প্রচার করছিলেন, তখন প্রধান যাজকরা ও ব্যবস্থার শিক্ষকেরা প্রাচীনদের সঙ্গে তাঁর কাছে এলেন।
2 তিনি তাকে বললেন, 'আমাদের বলুন, আপনি কোন ক্ষমতায় এসব করছেন? বা তিনি কে যে তোমাকে এই ক্ষমতা দিয়েছে?
3 তখন তিনি উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, আমিও তোমাদের একটা কথা জিজ্ঞেস করব; এবং আমাকে উত্তর:
4 যোহনের বাপ্তিস্ম, এটা কি স্বর্গ থেকে, নাকি মানুষের?
5 তারা নিজেদের মধ্যে যুক্তি দিয়ে বলল, 'আমরা যদি বলি, স্বর্গ থেকে! সে বলবে, তাহলে কেন তোমরা তাকে বিশ্বাস করলে না?
6 কিন্তু আমরা যদি বলি, পুরুষদের থেকে; সমস্ত লোক আমাদের পাথর মারবে, কারণ তারা বিশ্বাস করে যে যোহন একজন নবী ছিলেন।
7 তারা উত্তর দিল, এটা কোথা থেকে হয়েছে তা তারা বলতে পারে না।
8 যীশু তাদের বললেন, আমি কোন্ অধিকারে এই কাজগুলি করি তাও তোমাদের বলব না।
9 তারপর তিনি লোকদের কাছে এই দৃষ্টান্ত বলতে শুরু করলেন। একজন লোক একটা আংগুর ক্ষেত লাগিয়ে চাষীদের হাতে তুলে দিয়ে বহুদিনের জন্য দূর দেশে চলে গেল।
10 মৌসুমে তিনি একজন দাসকে চাষীদের কাছে পাঠালেন, যেন তারা তাকে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ফল দেয়, কিন্তু চাষীরা তাকে পিটিয়ে খালি হাতে বিদায় দিল।
11 আর তিনি আবার আরেকজন দাসকে পাঠালেন, আর তারা তাকেও মারধর করল, ও তাকে অপমানিত করল এবং খালি হাতে বিদায় করল।
12 আর তিনি আবার তৃতীয় আরেকজনকে পাঠালেন, আর তারা তাঁকেও আহত করে তাড়িয়ে দিল।

13 তখন দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মালিক বললেন, আমি কি করব? আমি আমার প্রিয় পুত্রকে পাঠাব: সম্ভবত তারা তাকে দেখে শ্রদ্ধা করবে।
14 কিন্তু চাষীরা তাঁকে দেখে নিজেদের মধ্যে তর্ক করে বলল, 'ইনিই উত্তরাধিকারী, আসুন, আমরা তাকে মেরে ফেলি, যেন উত্তরাধিকার আমাদের হয়৷
15 তাই তারা তাকে দ্রাক্ষাক্ষেত্র থেকে ছুঁড়ে ফেলে মেরে ফেলল৷ তাই দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মালিক তাদের কি করবেন?
16 সে এসে এই চাষীদের ধ্বংস করবে এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্র অন্যদের হাতে দেবে৷ তারা এটা শুনে বলল, ঈশ্বর নিষেধ করুন।
17 তখন তিনি তাদের দেখে বললেন, তাহলে এ কি লেখা আছে, 'যে পাথরটিকে নির্মাতারা প্রত্যাখ্যান করেছিল, সেই পাথরটিই কোণের মাথা হয়ে গেল?'
18 যে কেউ সেই পাথরের উপর পড়বে সে ভেঙ্গে যাবে; কিন্তু যার উপর তা পড়বে, তাকে পিষে গুঁড়ো করবে।
19 সেই সময় প্রধান যাজকরা ও ব্যবস্থার শিক্ষকেরা তাঁকে ধরতে চেয়েছিলেন৷ তারা লোকদের ভয় করত, কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল যে তিনি তাদের বিরুদ্ধে এই দৃষ্টান্ত বলেছেন৷
20 এবং তারা তাকে দেখেছিল, এবং গুপ্তচরদের পাঠায়, যারা নিজেদেরকে ন্যায়পরায়ণ পুরুষের পরিচয় দিতে পারে, যাতে তারা তার কথা ধরে রাখতে পারে, যাতে তারা তাকে রাজ্যপালের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের হাতে তুলে দিতে পারে৷
21 তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'গুরু, আমরা জানি যে আপনি ঠিকই বলেন এবং শিক্ষা দেন, আপনি কারও কথাই গ্রহণ করেন না, কিন্তু সত্যই ঈশ্বরের পথ শেখান৷
22 আমাদের জন্য সিজারের কাছে খাজনা দেওয়া বৈধ, নাকি না?
23 কিন্তু তিনি তাদের ধূর্ততা বুঝতে পেরে বললেন, ' তোমরা কেন আমাকে প্রলুব্ধ করছ?
24 আমাকে একটি পয়সা দেখাও। কার ইমেজ এবং সুপারস্ক্রিপশন এটা আছে? তারা উত্তর দিয়ে বলল, সিজারের।
25 তিনি তাদের বললেন, ' অতএব যা কৈসরের তা সিজারকে দাও এবং যা ঈশ্বরের তা ঈশ্বরকে দাও৷'
26 আর তারা লোকদের সামনে তাঁর কথা ধরে রাখতে পারল না; এবং তাঁর উত্তরে তারা আশ্চর্য হয়ে গেল এবং শান্ত হল।
27 তারপর কয়েকজন সদ্দূকীর কাছে এসেছিলেন, যারা অস্বীকার করে যে পুনরুত্থান আছে৷ এবং তারা তাকে জিজ্ঞাসা করল,
28 বলছিলেন, গুরু, মূসা আমাদের কাছে লিখেছিলেন, যদি কোন পুরুষের ভাই মারা যায়, যদি তার স্ত্রী থাকে এবং সে নিঃসন্তান মারা যায়, তবে তার ভাই তার স্ত্রীকে গ্রহণ করবে এবং তার ভাইয়ের জন্য বংশ বৃদ্ধি করবে৷
29 সেইজন্য সাত ভাই ছিল: এবং প্রথমটি একটি স্ত্রী গ্রহণ করেছিল এবং সন্তান ছাড়াই মারা গিয়েছিল৷
30 আর দ্বিতীয়জন তাকে বিয়ে করল এবং সে নিঃসন্তান মারা গেল৷
31 আর তৃতীয়জন তাকে নিয়ে গেল৷ এবং একইভাবে সাতটিও: এবং তারা কোন সন্তান না রেখে মারা গেল৷
32 সবার শেষে স্ত্রীলোকটিও মারা গেল৷
33 অতএব পুনরুত্থানে সে কার স্ত্রী? সাত জন্য তার স্ত্রী ছিল.
34 এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, এই জগতের ছেলেমেয়েরা বিয়ে করে এবং বিয়ে করা হয়৷
35 কিন্তু যারা সেই জগৎ এবং মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান পাওয়ার যোগ্য বলে গণ্য হবে, তারা বিয়ে করবে না, বিয়েও করবে না৷
36 তারা আর মরতে পারবে না, কারণ তারা ফেরেশতাদের সমান; এবং তারা ঈশ্বরের সন্তান, পুনরুত্থানের সন্তান।
37 এখন মৃতরা পুনরুত্থিত হয়েছে, এমনকী মূসাও ঝোপের দিকে দেখিয়েছিলেন, যখন তিনি প্রভুকে অব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর এবং যাকোবের ঈশ্বর বলেছেন৷
38 কারণ তিনি মৃতদের ঈশ্বর নন, কিন্তু জীবিতদের ঈশ্বর; কারণ সকলেই তাঁর কাছে জীবিত৷
39 তখন কয়েকজন ব্যবস্থার শিক্ষক বললেন, 'গুরু, আপনি ভাল বলেছেন৷'
40 এরপর তারা তাঁকে আর কোন প্রশ্ন করতে সাহস করল না৷
41 তিনি তাদের বললেন, ' তারা কি করে বলে যে খ্রীষ্ট দায়ূদের পুত্র?
42 আর দায়ূদ নিজেই গীতসংহিতা বইতে বলেছেন, সদাপ্রভু আমার প্রভুকে বলেছেন, তুমি আমার ডানদিকে বস।
43 যতক্ষণ না আমি তোমার শত্রুদের তোমার পায়ের ছাউনি না করি।
44 তাই দায়ূদ তাঁকে প্রভু বলে ডাকেন, তাহলে তিনি কেমন করে তাঁর পুত্র?
45 তখন তিনি সমস্ত লোকের উপস্থিতিতে তাঁর শিষ্যদের বললেন,
46 বিধি-ব্যবস্থার শিক্ষকদের থেকে সাবধান, যাঁরা লম্বা পোশাক পরে হাঁটতে চান, এবং বাজারে অভিবাদন পছন্দ করেন, এবং সমাজগৃহের সর্বোচ্চ আসন এবং ভোজের প্রধান কক্ষগুলি পছন্দ করেন৷
47 যারা বিধবাদের বাড়ি গ্রাস করে, এবং দেখানোর জন্য দীর্ঘ প্রার্থনা করে, তারা আরও বড় শাস্তি পাবে৷

অধ্যায় 21

1 আর তিনি উপরের দিকে তাকালেন, আর দেখলেন ধনী লোকেরা তাদের দান ভান্ডারে নিক্ষেপ করছে৷
2 আর তিনি একজন দরিদ্র বিধবাকেও সেখানে দুটি পোকা ফেলতে দেখলেন৷
3 আর তিনি বললেন, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এই দরিদ্র বিধবা তাদের সকলের চেয়ে বেশি নিক্ষেপ করেছে৷
4 কারণ এই সমস্ত তাদের প্রাচুর্য থেকে ঈশ্বরের নৈবেদ্যগুলিতে নিক্ষেপ করেছে, কিন্তু সে তার অভাবের জন্য তার সমস্ত জীবন্ত জিনিসপত্র নিক্ষেপ করেছে৷
5আর কেউ কেউ মন্দিরের কথা বললে, কেমন করে সুন্দর পাথর ও উপহার দিয়ে সাজানো হয়েছিল, তিনি বললেন,
6 তোমরা যা দেখছ, সেই দিনগুলি আসবে, যখন একটি পাথর অন্য পাথরের ওপর থাকবে না, যাকে ফেলে দেওয়া হবে না৷
7 তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'গুরু, কিন্তু কখন এসব হবে? যখন এই সব ঘটবে তখন কি চিহ্ন থাকবে?

8 তিনি বললেন, ' সাবধান থেকো যেন তোমরা প্রতারিত না হও। কারণ অনেকেই আমার নামে আসবে, বলবে, আমিই খ্রীষ্ট। সময় ঘনিয়ে আসছে, তাই তোমরা তাদের পিছনে যেয়ো না।
9 কিন্তু যখন তোমরা যুদ্ধ ও হাঙ্গামার কথা শুনবে, তখন ভয় পেয়ো না, কারণ এই সব আগে ঘটতে হবে। কিন্তু শেষ হয় না।
10 তারপর তিনি তাদের বললেন, জাতি জাতির বিরুদ্ধে এবং রাজ্য রাজ্যের বিরুদ্ধে উঠবে।
11 এবং মহা ভূমিকম্প বিভিন্ন স্থানে, দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী হবে; এবং ভয়ঙ্কর দৃশ্য এবং মহান চিহ্ন স্বর্গ থেকে হবে.
12 কিন্তু এই সমস্ত কিছুর আগে, তারা তোমাদের উপর হাত রাখবে, তোমাদেরকে তাড়না করবে, তোমাদের সমাজগৃহে তুলে দেবে এবং কারাগারে নিয়ে যাবে, আমার নামের জন্য রাজাদের ও শাসকদের সামনে হাজির করবে।
13 এবং এটি একটি সাক্ষ্যের জন্য আপনার কাছে ফিরে আসবে।
14 তাই এটাকে আপনার হৃদয়ে স্থির করুন, আপনি কী উত্তর দেবেন তার আগে ধ্যান করবেন না।
15কারণ আমি তোমাকে এমন একটি মুখ ও জ্ঞান দেব, যা তোমার সমস্ত প্রতিপক্ষেরা বলতে পারবে না বা প্রতিরোধ করতে পারবে না।
16 এবং পিতামাতা, ভাই, আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধু উভয়ের দ্বারাই তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে তারা হত্যা করবে।
17 এবং আমার নামের জন্য সমস্ত লোক তোমাদের ঘৃণা করবে।
18 কিন্তু তোমার মাথার একটি চুলও নষ্ট হবে না।
19 ধৈর্য্য ধরে তোমরা তোমাদের আত্মাকে অধিকার কর।
20 আর যখন দেখবে জেরুজালেমকে সৈন্যে ঘেরা, তখন জানবে যে তার ধ্বংসের সময় ঘনিয়ে এসেছে।
21 তারপর যারা যিহূদিয়াতে থাকে তারা পাহাড়ে পালিয়ে যাক; আর যারা এর মাঝখানে আছে তারা চলে যাক; এবং যারা দেশে আছে তারা সেখানে প্রবেশ করবে না।
22 এই দিনগুলি প্রতিশোধের দিন, যাতে যা কিছু লেখা আছে তা পূর্ণ হয়।
23 কিন্তু সেই সময়ে যারা গর্ভবতী এবং যারা স্তন্যপান করে তাদের জন্য ধিক্! কেননা দেশে মহাসঙ্কট এবং এই লোকদের উপর রাগ হবে।
24 এবং তারা তরবারির ধারে পড়ে যাবে, এবং সমস্ত জাতির মধ্যে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হবে: এবং অইহুদীদের সময় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত জেরুজালেম অইহুদীদের দ্বারা পদদলিত হবে।
25 আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রে চিহ্ন দেখা যাবে; এবং পৃথিবীর উপর জাতিদের দুর্দশা, বিভ্রান্তির সাথে; সমুদ্র এবং ঢেউ গর্জন করছে;
26 মানুষের হৃদয় ভয়ে তাদের ব্যর্থ হয়, এবং পৃথিবীতে যা আসছে তা দেখাশোনা করার জন্য, কারণ স্বর্গের শক্তিগুলি কেঁপে উঠবে।
27 তারপর তারা মানবপুত্রকে শক্তি ও মহিমা নিয়ে মেঘের মধ্যে আসতে দেখবে।
28 আর যখন এই সব ঘটতে শুরু করবে, তখন উপরের দিকে তাকাও এবং মাথা তুলবে। আপনার মুক্তির জন্য নিকটবর্তী হয়.
29 তখন তিনি তাদের একটি দৃষ্টান্ত বললেন। ডুমুর গাছ এবং সমস্ত গাছ দেখ;
30 যখন তারা এখন গুলি চালাবে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন এবং আপনার নিজের সম্পর্কে জানেন যে গ্রীষ্মকাল এখন কাছে।
31 তেমনিভাবে তোমরাও যখন দেখবে এসব ঘটতে যাচ্ছে, তখন জানবে যে, ঈশ্বরের রাজ্য খুব কাছে।
32 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যতদিন না সব পূর্ণ হবে ততদিন এই প্রজন্মের শেষ হবে না।
33 স্বর্গ ও পৃথিবী লোপ পাবে, কিন্তু আমার কথা লোপ পাবে না।
34 এবং সাবধানে থেকো, পাছে যে কোন সময় তোমাদের হৃদয় ছটফট, মাতাল এবং এই জীবনের চিন্তায় আচ্ছন্ন না হয়, এবং সেই দিনটি অজান্তেই তোমাদের উপর এসে পড়ে।
35 কারণ সমস্ত পৃথিবীর উপর যারা বাস করে তাদের সকলের উপর ফাঁদের মত তা আসবে।
36 তাই তোমরা সদা জাগ্রত থেকো এবং প্রার্থনা কর, যেন ঘটবে এই সমস্ত ঘটনা থেকে বাঁচতে এবং মানবপুত্রের সামনে দাঁড়ানোর যোগ্য বলে গণ্য হতে পার।
37 দিনের বেলা তিনি মন্দিরে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। রাত্রে তিনি বাইরে গিয়ে জলপাই পর্বত নামে পরিচিত পাহাড়ে থাকতেন।
38 ভোরবেলা সমস্ত লোক তাঁর কথা শোনার জন্য মন্দিরে তাঁর কাছে আসল।

অধ্যায় 22

1 এখন খামিরবিহীন রুটির উত্‌সব ঘনিয়ে এসেছে, যাকে নিস্তারপর্ব বলা হয়।
2 প্রধান যাজকেরা ও ব্যবস্থার শিক্ষকরা কীভাবে তাঁকে হত্যা করা যায় তা খুঁজছিলেন। কারণ তারা লোকদের ভয় করত।
3 তারপর শয়তান বারো জনের মধ্যে একজন ইস্করিয়ত নামধারী যিহূদাতে প্রবেশ করল।
4 তারপর তিনি তাঁর পথে গিয়ে প্রধান যাজক ও সেনাপতিদের সঙ্গে কথা বললেন, কীভাবে তিনি তাঁকে তাদের হাতে ধরিয়ে দিতে পারেন।
5 তাতে তারা খুশী হয়ে তাঁকে টাকা দেওয়ার চুক্তি করল।
6 এবং তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এবং ভিড়ের অনুপস্থিতিতে তাকে তাদের কাছে ধরিয়ে দেওয়ার সুযোগ খুঁজছিলেন।
7 তারপর খামিরবিহীন রুটির দিন এল, যখন নিস্তারপর্বকে হত্যা করতে হবে।
8পরে তিনি পিতর ও যোহনকে এই বলে পাঠালেন, যাও, আমাদের জন্য নিস্তারপর্ব প্রস্তুত কর, যেন আমরা খেতে পারি।
9 তারা তাঁকে বলল, 'আপনি কোথায় চান যে আমরা প্রস্তুত করব?

10 তখন তিনি তাদের বললেন, ' দেখুন, যখন তোমরা শহরে প্রবেশ করবে, সেখানে একজন লোক জলের কলস নিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা করবে৷ যে ঘরে সে প্রবেশ করবে সেখানে তাকে অনুসরণ কর।
11 আর বাড়ির কর্মচারীকে বলবেন, গুরু তোমায় বলেছেন, অতিথিশালা কোথায়, যেখানে আমি আমার শিষ্যদের সঙ্গে নিস্তারপর্ব খাব?
12 আর সে তোমাকে উপরে একটা সজ্জিত বড় ঘর দেখাবে: সেখানে প্রস্তুত কর।
13 তারা গিয়ে যীশু তাদের যা বলেছিলেন তা দেখতে পেলেন এবং নিস্তারপর্ব প্রস্তুত করলেন৷
14 যখন সময় হল, তখন তিনি এবং বারোজন প্রেরিত তাঁর সঙ্গে বসলেন৷
15 তখন তিনি তাদের বললেন, আমি কষ্ট পাওয়ার আগে তোমাদের সঙ্গে এই নিস্তারপর্ব খেতে ইচ্ছা করেছিলাম৷
16 কারণ আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বরের রাজ্যে তা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আমি তা আর খাব না৷
17 তারপর তিনি পেয়ালাটি নিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, এটা নাও এবং নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নাও৷
18 কারণ আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বরের রাজ্য না আসা পর্যন্ত আমি দ্রাক্ষালতার ফল পান করব না৷
19 তারপর তিনি রুটি নিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে তা ভেঙ্গে তাদের দিয়ে বললেন, ' এটা আমার দেহ যা তোমাদের জন্য দেওয়া হয়েছে৷ আমার স্মরণে এটা কর৷'
20 একইভাবে নৈশভোজের পরে পেয়ালাও বলেছিল, এই পানপাত্র আমার রক্তের নতুন নিয়ম, যা তোমাদের জন্য বয়ে গেছে৷
21 কিন্তু, দেখ, যে আমাকে ধরিয়ে দেয় তার হাত আমার সঙ্গে টেবিলে আছে৷
22 আর সত্যিকার অর্থেই মনুষ্যপুত্র যাবেন, যেমনটা ঠিক করা হয়েছিল, কিন্তু ধিক্ সেই লোকের জন্য যার দ্বারা সে বিশ্বাসঘাতকতা করবে!
23 আর তারা নিজেদের মধ্যে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো, তাদের মধ্যে কে এই কাজ করবে?
24 আর তাদের মধ্যে কাকে সবচেয়ে বড় বলে গণ্য করা হবে তা নিয়েও তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল৷
25 তখন তিনি তাদের বললেন, অইহুদীদের রাজারা তাদের ওপর প্রভুত্ব করে৷ এবং যারা তাদের উপর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে তাদের বলা হয় উপকারকারী।
26 কিন্তু তোমরা তা হবে না৷ এবং যে প্রধান, সে যেমন সেবা করে।
27 কেননা বড় কি, সে যে খাবারে বসে, না সে যে সেবা করে? তিনি কি মাংস খেতে বসেন না? কিন্তু আমি তোমাদের মধ্যে সেই লোকের মতই রয়েছি যিনি সেবা করেন৷
28 তোমরাই সেই লোক যাঁরা আমার প্রলোভনে আমার সঙ্গে রয়েছ৷
29 আর আমি তোমাদের জন্য একটি রাজ্য নিযুক্ত করছি, যেমন আমার পিতা আমাকে নিযুক্ত করেছেন৷
30 যাতে তোমরা আমার রাজ্যে আমার টেবিলে খেতে ও পান করতে পার এবং ইস্রায়েলের বারোটি গোষ্ঠীর বিচার করতে সিংহাসনে বসতে পার৷
31 আর প্রভু বললেন, শিমোন, শিমোন, দেখ, শয়তান তোমাকে পেতে চায়, যেন সে তোমাকে গমের মতো চালনা করে৷
32 কিন্তু আমি তোমার জন্য প্রার্থনা করেছি, যাতে তোমার বিশ্বাস নষ্ট না হয় এবং তুমি যখন ধর্মান্তরিত হও, তখন তোমার ভাইদের শক্তিশালী করো৷
33 তিনি তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আমি আপনার সঙ্গে কারাগারে ও মৃত্যু উভয়েই যেতে প্রস্তুত৷'
34তিনি বললেন, আমি তোমাকে বলছি, পিতর, আজ মোরগ ডাকবে না, তার আগে তুমি তিনবার অস্বীকার করবে যে তুমি আমাকে চেনো।
35 তখন তিনি তাদের বললেন, ' আমি যখন তোমাদের থলি, ঝুলি, জুতা ছাড়াই পাঠিয়েছিলাম, তখন তোমাদের কোন কিছুর অভাব ছিল? তারা বলল, কিছুই না।
36 তখন তিনি তাদের বললেন, ' কিন্তু এখন যার থলি আছে, সে তা নিয়ে যাক, সেই সঙ্গে তার থলিও নিয়ে যাক৷ যার তলোয়ার নেই, সে তার জামাটা বিক্রি করে একটা কিনুক৷'
37 কারণ আমি তোমাদের বলছি, যা লেখা আছে তা এখনও আমার মধ্যে পূর্ণ হতে হবে, এবং তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের মধ্যে গণ্য হবেন, কারণ আমার বিষয়ে যা কিছু আছে তার শেষ আছে৷
38 তারা বলল, 'প্রভু, দেখুন, এখানে দুটি তলোয়ার আছে৷' তখন তিনি তাদের বললেন, যথেষ্ট হয়েছে৷
39 তারপর তিনি বেরিয়ে এসে অলিভ পর্বতে গেলেন, যেমনটি তিনি চান না৷ এবং তাঁর শিষ্যরাও তাঁকে অনুসরণ করলেন৷
40 যীশু সেই জায়গায় এসে তাঁদের বললেন, ' প্রার্থনা করো যেন তোমরা প্রলোভনে না পড়ো৷'
41 এবং তিনি তাদের কাছ থেকে একটি পাথরের ঢালাইয়ের কাছে সরে গেলেন, এবং হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করলেন,
42 তিনি বললেন, পিতা, আপনি যদি চান তবে এই পানপাত্রটি আমার কাছ থেকে সরিয়ে দিন: তবুও আমার ইচ্ছা নয়, আপনারই পূর্ণ হোক৷
43 আর স্বর্গ থেকে একজন স্বর্গদূত তাঁর কাছে এসে তাঁকে শক্তিশালী করলেন৷
44 আর যন্ত্রণার মধ্যে পড়ে তিনি আরও আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করলেন: এবং তাঁর ঘাম রক্তের ফোঁটার মতো মাটিতে পড়ছিল৷
45 আর তিনি যখন প্রার্থনা থেকে উঠে তাঁর শিষ্যদের কাছে গেলেন, তখন তিনি তাদের দুঃখের জন্য ঘুমিয়ে থাকতে দেখলেন৷
46 তাদের বললেন, ' তোমরা ঘুমাচ্ছ কেন? উঠ এবং প্রার্থনা কর, পাছে প্রলোভনে না পড়ো৷
47 তিনি যখন কথা বলছিলেন, তখন দেখ, অনেক লোক, আর সেই বারোজনের মধ্যে একজন যাকে যিহূদা বলা হত, তিনি তাদের আগে এগিয়ে গিয়ে যীশুকে চুম্বন করার জন্য তাঁর কাছে গেলেন৷
48 কিন্তু যীশু তাকে বললেন, ' যিহূদা, তুমি কি চুম্বন করে মানবপুত্রকে ধরিয়ে দেবে?
49 যাঁরা তাঁহার আশেপাশে ছিল, তাহারা যাহা হইতেছে, তাহা দেখিলে, তাহারা বলিল, প্রভু, আমরা কি তলোয়ার দ্বারা আঘাত করিব?

50 তাদের মধ্যে একজন মহাযাজকের দাসকে আঘাত করে তার ডান কান কেটে ফেলল।
51 যীশু উত্তর দিয়ে বললেন, ' তোমরা এই পর্যন্ত কষ্ট কর।' আর তিনি তার কান স্পর্শ করে তাকে সুস্থ করলেন।
52 তখন যীশু প্রধান যাজকদের, মন্দিরের সেনাপতিদের এবং প্রবীণদের কাছে যাঁরা তাঁর কাছে এসেছিলেন তাদের বললেন, ' তোমরা কি তলোয়ার ও লাঠি নিয়ে চোরের বিরুদ্ধে বেরিয়ে আসবে?
53 যখন আমি প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে মন্দিরে থাকতাম, তখন তোমরা আমার বিরুদ্ধে হাত বাড়াও নি, কিন্তু এই হল তোমাদের সময় এবং অন্ধকারের শক্তি।
54 তারপর তারা তাকে ধরে নিয়ে গেল এবং মহাযাজকের বাড়িতে নিয়ে গেল। আর পিটার দূর থেকে অনুসরণ করলেন।
55 তারা যখন হলের মাঝখানে আগুন জ্বালিয়ে একসঙ্গে বসল, তখন পিতর তাদের মধ্যে বসলেন।
56 কিন্তু একজন দাসী তাকে দেখে আগুনের কাছে বসে আছে, এবং গভীরভাবে তার দিকে তাকিয়ে বলল, এই লোকটিও তার সঙ্গে ছিল।
57 তিনি তাকে অস্বীকার করে বললেন, হে নারী, আমি তাকে চিনি না।
58 কিছুক্ষণ পর আর একজন তাঁকে দেখে বলল, 'তুমিও তাদেরই একজন।' পিতর বললেন, 'মানুষ, আমি নই।
59 এবং প্রায় এক ঘন্টার পর একের পর এক আত্মবিশ্বাসের সাথে বলে উঠল, সত্যই এই লোকটিও তার সাথে ছিল, কারণ সে একজন গ্যালিলিয়ান।
60 পিতর বললেন, 'হে মানুষ, তুমি কি বলছ আমি জানি না। এবং সঙ্গে সঙ্গে, যখন তিনি এখনও কথা বলতে, মোরগ দল.
61 আর প্রভু ফিরে পিতরের দিকে তাকালেন। আর পিতরের মনে পড়ল প্রভুর সেই কথা, যেভাবে তিনি তাঁকে বলেছিলেন, ' মোরগ ডাকার আগে তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে।'
62 পিতর বাইরে গিয়ে অঝোরে কাঁদলেন।
63 আর যারা যীশুকে ধরে রেখেছিল, তারা তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগল এবং তাঁকে আঘাত করল।
64 তারা তার চোখ বেঁধে তার মুখে আঘাত করে তাকে জিজ্ঞাসা করল, ভাববাণী বল, কে তোমাকে আঘাত করেছে?
65 এবং আরও অনেক কথা তারা তাঁর বিরুদ্ধে নিন্দামূলক কথা বলেছিল।
66 আর যখনই দিন হল, তখন লোকদের বৃদ্ধ নেতারা, প্রধান যাজকরা এবং ব্যবস্থার শিক্ষকেরা একত্র হয়ে তাঁকে তাদের পরিষদে নিয়ে গেলেন এবং বললেন,
67 তুমি কি খ্রীষ্ট? আমাদের বলুন তখন তিনি তাদের বললেন, আমি যদি তোমাদের বলি, তোমরা বিশ্বাস করবে না।
68 আর আমি যদি তোমাদের জিজ্ঞাসা করি, তোমরা আমাকে উত্তর দেবে না, আমাকে যেতেও দেবে না।
69 এরপর মানবপুত্র ঈশ্বরের শক্তির ডানদিকে বসবেন।
70 তখন তারা সবাই বলল, 'তাহলে তুমি কি ঈশ্বরের পুত্র? তখন তিনি তাদের বললেন, ' তোমরা বলছ আমিই।
71 তারা বলল, 'আমাদের আর সাক্ষীর দরকার কি? কারণ আমরা নিজেরাই তাঁর নিজের মুখেই শুনেছি।

অধ্যায় 23

1 তখন তাদের সমস্ত জনতা উঠে তাঁকে পীলাতের কাছে নিয়ে গেল।
2 আর তারা তাঁকে দোষারোপ করতে লাগল, এই বলে যে, আমরা এই লোকটিকে জাতিকে বিকৃত করতে দেখেছি এবং সিজারকে সম্মান দিতে নিষেধ করছি, এই বলে যে সে নিজেই খ্রীষ্ট একজন রাজা।
3 তখন পীলাত তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি ইহুদীদের রাজা? তিনি তাকে উত্তর দিয়ে বললেন, তুমিই বলছ।
4তখন পীলাত প্রধান যাজকদের ও লোকেদের বললেন, আমি এই লোকের কোন দোষ দেখি না।
5 আর তারা আরও ভয়ংকর হয়ে বলল, 'তিনি গালীল থেকে শুরু করে এই জায়গা পর্যন্ত সমস্ত ইহুদীদের শিক্ষা দিয়ে লোকদের উত্তেজিত করছেন।
6 পীলাত গালীলের কথা শুনে জিজ্ঞেস করলেন, লোকটি গালীলীয় কিনা।
7 এবং যখনই তিনি জানতে পারলেন যে তিনি হেরোদের এখতিয়ারভুক্ত, তিনি তাকে হেরোদের কাছে পাঠালেন, যিনি নিজেও সেই সময়ে জেরুজালেমে ছিলেন।
8 আর হেরোদ যীশুকে দেখে খুব খুশী হলেন, কারণ তিনি তাঁর সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছিলেন বলে দীর্ঘ সময় ধরে তাঁকে দেখতে চেয়েছিলেন। এবং তিনি আশা করেছিলেন যে তাঁর দ্বারা কিছু অলৌকিক কাজ হয়েছে।
9 তারপর তিনি অনেক কথায় তাকে জিজ্ঞাসা করলেন; কিন্তু তিনি তাকে কিছুই উত্তর দিলেন না।
10 আর প্রধান যাজকেরা ও ব্যবস্থার শিক্ষকরা দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রবলভাবে দোষারোপ করলেন।
11 আর হেরোদ তাঁর যোদ্ধাদের নিয়ে তাঁকে তুচ্ছ করলেন, তাঁকে ঠাট্টা করলেন এবং তাঁকে একটি সুন্দর পোশাক পরিয়ে আবার পীলাতের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।
12 আর সেই দিনই পীলাত ও হেরোদ একত্রে বন্ধু হলেন, কারণ আগে তারা নিজেদের মধ্যে শত্রুতা করছিলেন।
13 আর পীলাত যখন প্রধান যাজকদের, শাসনকর্তাদের ও লোকেদের একত্র করলেন,
14 তাদের বললেন, 'তোমরা এই লোকটিকে আমার কাছে নিয়ে এসেছ, যে লোকেদের বিপথগামী করে। আর দেখ, আমি তোমাদের সামনে তাকে পরীক্ষা করে দেখেছি যে, এই লোকটিকে যে বিষয়ে তোমরা অভিযুক্ত করছ সেগুলি স্পর্শ করার কোনো দোষ নেই।
15 না, হেরোদও না, কারণ আমি তোমাকে তার কাছে পাঠিয়েছি; এবং, দেখ, মৃত্যুর যোগ্য কিছুই তার প্রতি করা হয় না।
16 তাই আমি তাকে শাস্তি দেব এবং ছেড়ে দেব।
17 (প্রয়োজনে তাকে অবশ্যই তাদের জন্য ভোজে একজনকে ছেড়ে দিতে হবে।)
18 তখন তারা সবাই চিৎকার করে বলে উঠল, এই লোকটিকে ছেড়ে দাও এবং আমাদের জন্য বারাব্বাকে ছেড়ে দাও।
19 (যিনি শহরে একটি রাষ্ট্রদ্রোহের জন্য এবং হত্যার জন্য কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।)

20 তাই পীলাত যীশুকে ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক হয়ে তাদের সঙ্গে আবার কথা বললেন৷
21 কিন্তু তারা চিৎকার করে বলল, ওকে ক্রুশে দাও, ক্রুশে দাও।
22 তৃতীয়বার তিনি তাদের বললেন, 'কেন, সে কি মন্দ করেছে? আমি তার মধ্যে মৃত্যুর কোন কারণ খুঁজে পাইনি: তাই আমি তাকে শাস্তি দেব এবং তাকে ছেড়ে দেব।
23 আর তারা তাৎক্ষণিক জোরে জোরে আওয়াজ করল, যেন তাকে ক্রুশে দেওয়া হয়। এবং তাদের এবং প্রধান যাজকদের কণ্ঠস্বর প্রবল হল৷
24 আর পীলাত আদেশ দিলেন যে, তাদের যেমন প্রয়োজন তেমনই হোক।
25 এবং তিনি তাদের কাছে তাকে ছেড়ে দিলেন যাকে রাষ্ট্রদ্রোহ ও হত্যার জন্য কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, যাকে তারা চেয়েছিল৷ কিন্তু তিনি যীশুকে তাদের ইচ্ছার কাছে তুলে দিয়েছিলেন।
26 তারা তাকে নিয়ে যাওয়ার সময়, সাইমন নামে একজন সাইমনকে, যিনি দেশ থেকে বের হয়ে আসছেন, তাকে ধরে ফেললেন, এবং তার ওপর ক্রুশ বিছিয়ে দিলেন, যেন তিনি যীশুর পরে তা বহন করতে পারেন৷
27 এবং সেখানে অনেক লোক এবং মহিলারা তাঁর পিছনে পিছনে চলল, তারাও তাঁর জন্য বিলাপ ও বিলাপ করছিল।
28 কিন্তু যীশু তাদের দিকে ফিরে বললেন, জেরুজালেমের কন্যারা, আমার জন্য কেঁদো না, কিন্তু নিজেদের জন্য এবং তোমাদের সন্তানদের জন্য কাঁদো৷
29 কেননা, দেখ, সেই দিনগুলি আসছে, যখন তারা বলবে, ধন্য সেই বন্ধ্যারা, ধন্য সেই সব গর্ভ যারা কখনও প্রসব করে না এবং যে বাচ্চারা কখনও দুধ দেয়নি৷
30 তখন তারা পর্বতদের বলতে শুরু করবে, 'আমাদের ওপর পড়! এবং পাহাড়, আমাদের আবরণ.
31 কারণ তারা যদি সবুজ গাছে এসব করে, তবে শুকনো গাছে কি করা হবে?
32 আর সেখানে আরও দু'জন লোক ছিল, যাঁদের মৃত্যুদণ্ডের জন্য তাঁর সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল৷
33 আর যখন তারা কালভারী নামক স্থানে এলো, সেখানে তারা তাকে এবং অপরাধীদেরকে ক্রুশে দিল, একজনকে ডানদিকে আর অন্যজনকে বাঁ দিকে৷
34 তখন যীশু বললেন, ' পিতা, তাদের ক্ষমা করুন৷ কারণ তারা জানে না তারা কি করে। তারা তাঁর পোশাক ভাগ করে গুলি করে দিল৷
35 আর লোকেরা দাঁড়িয়ে দেখছিল৷ এবং তাদের সঙ্গে শাসকরাও তাকে ঠাট্টা করে বলল, সে অন্যদের বাঁচিয়েছে৷ সে নিজেকে রক্ষা করুক, যদি সে খ্রীষ্ট হয়, ঈশ্বরের মনোনীত৷
36 আর সৈন্যরাও তাঁকে উপহাস করতে লাগল, তাঁর কাছে এসে তাঁকে সিরকা দিতে লাগল৷
37 আর বললেন, তুমি যদি ইহুদীদের রাজা হও, নিজেকে বাঁচাও৷
38 এবং তার উপরে গ্রীক, ল্যাটিন এবং হিব্রু অক্ষরে একটি লেখা ছিল, ইনি ইহুদীদের রাজা৷
39 আর একজন অপরাধী যাদেরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তারা তাকে তিরস্কার করে বলেছিল, আপনি যদি খ্রীষ্ট হন তবে নিজেকে এবং আমাদের বাঁচান৷
40 কিন্তু অন্য লোকটি তাকে ধমক দিয়ে বলল, 'তুমি কি ঈশ্বরকে ভয় কর না?
41 এবং আমরা সত্যই ন্যায়সঙ্গত; কারণ আমরা আমাদের কাজের উপযুক্ত প্রতিদান পাচ্ছি৷ কিন্তু এই লোকটি কিছুই ভুল করেনি৷
42 তিনি যীশুকে বললেন, 'প্রভু, আপনি যখন আপনার রাজ্যে আসবেন তখন আমাকে স্মরণ করবেন৷'
43 যীশু তাকে বললেন, ' আমি তোমাকে সত্যি বলছি, আজ তুমি আমার সঙ্গে স্বর্গে থাকবে৷'
44 তখন প্রায় ষষ্ঠ প্রহর, এবং নবম ঘন্টা পর্যন্ত সমস্ত পৃথিবী জুড়ে অন্ধকার ছিল৷
45 আর সূর্য অন্ধকার হয়ে গেল, আর মন্দিরের পর্দা মাঝখানে ছিঁড়ে গেল৷
46 যীশু জোরে চিৎকার করে বললেন, ' পিতা, আমি আমার আত্মাকে তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি৷' এই কথা বলে তিনি ভূত ছেড়ে দিলেন৷
47 সেনাপতি এই ঘটনা দেখে ঈশ্বরের প্রশংসা করে বললেন, 'নিশ্চয়ই ইনি একজন ধার্মিক লোক ছিলেন৷'
48 আর যে সমস্ত লোক সেই দৃশ্যের কাছে একত্রিত হয়েছিল, তারা যা ঘটল তা দেখে তাদের বুকের উপর আঘাত করল এবং ফিরে গেল৷
49 আর তাঁর সমস্ত চেনাজানা এবং গালীল থেকে যে মহিলারা তাঁকে অনুসরণ করেছিল, তারা দূরে দাঁড়িয়ে এসব দেখছিল৷
50 আর দেখ, যোষেফ নামে একজন পরামর্শদাতা ছিলেন; এবং তিনি একজন ভাল মানুষ এবং একজন ন্যায়পরায়ণ ছিলেন:
51 (তিনি তাদের পরামর্শ ও কাজে সম্মত হননি;) তিনি ইহুদিদের একটি শহর আরিমাথিয়ার বাসিন্দা ছিলেন: তিনি নিজেও ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন৷
52 এই লোকটি পীলাতের কাছে গিয়ে যীশুর মৃতদেহের জন্য অনুরোধ করল৷
53 পরে তিনি তা নামিয়ে মসীনার কাপড়ে মুড়ে ফেললেন এবং পাথরে খোদাই করা কবরে রাখলেন, যেখানে আগে কখনও মানুষ রাখা হয়নি৷
54 আর সেই দিনটি ছিল প্রস্তুতি, এবং বিশ্রামবার এগিয়ে গেল৷
55 আর গালীল থেকে যে মহিলারা তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন, তাঁরাও তাঁর পিছু পিছু গিয়ে কবরটি দেখতে পেলেন এবং কীভাবে তাঁর দেহ রাখা হয়েছিল৷
56 তারা ফিরে এসে মশলা ও মলম প্রস্তুত করল৷ এবং আদেশ অনুসারে বিশ্রামবারে বিশ্রাম নিলাম।

অধ্যায় 24

1 এখন সপ্তাহের প্রথম দিনে, খুব ভোরে, তারা সমাধির কাছে এলো, তারা তাদের প্রস্তুত করা মশলা এবং তাদের সাথে আরও কয়েকজনকে নিয়ে এল৷
2 আর তারা দেখতে পেল পাথরটি কবর থেকে সরে গেছে।
3 তারা ভিতরে ঢুকে প্রভু যীশুর দেহ দেখতে পেল না৷
4এবং এটা ঘটল, যখন তারা সেই বিষয়ে অনেক বিভ্রান্ত ছিল, তখন দেখ, দুজন লোক চকচকে পোশাক পরে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল:

5 তারা ভীত হয়ে মাটিতে মুখ নীচু করে তাদের বলল, 'কেন জীবিতকে মৃতদের মধ্যে খুঁজছেন?
6তিনি এখানে নেই, কিন্তু পুনরুত্থিত হয়েছেন: মনে রাখবেন তিনি যখন গালীলে ছিলেন তখন তিনি কীভাবে তোমাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন।
7 বলছিলেন, মানবপুত্রকে অবশ্যই পাপী লোকদের হাতে সমর্পণ করতে হবে এবং ক্রুশবিদ্ধ হতে হবে এবং তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হবে।
8তারা তাঁর কথা মনে রাখল,
9 এবং সমাধি থেকে ফিরে এসে এগারোজন প্রেরিতকে এবং বাকি সকলকে এই সব কথা বললেন।
10 মরিয়ম ম্যাগডালিন, যোহানা এবং যাকোবের মা মরিয়ম এবং তাদের সঙ্গে থাকা অন্যান্য মহিলারা প্রেরিতদের কাছে এই সব কথা বলেছিলেন।
11 এবং তাদের কথা তাদের কাছে অসার গল্প বলে মনে হয়েছিল, এবং তারা সেগুলি বিশ্বাস করেনি।
12 তখন পিতর উঠে কবরের কাছে দৌড়ে গেলেন৷ তিনি নীচের দিকে নীচু হয়ে নিজের মধ্যে বিছিয়ে থাকা লিনেন কাপড় দেখলেন এবং যা ঘটল তা নিয়ে নিজের মনে আশ্চর্য হয়ে চলে গেলেন।
13আর দেখ, সেই দিনই তাহাদের মধ্যে দু'জন ইম্মাউস নামক একটি গ্রামে গেল, যেটি জেরুজালেম থেকে প্রায় সত্তর দূরের ছিল।
14 আর যা ঘটেছিল তা নিয়ে তাঁরা একসঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।
15 আর এমন হল যে, যখন তারা একত্রে কথা বলছিলেন এবং কথা বলছিলেন, তখন যীশু নিজে কাছে এসে তাদের সঙ্গে গেলেন।
16 কিন্তু তাদের চোখ আটকে ছিল যেন তারা তাঁকে চিনতে না পারে।
17 তখন তিনি তাদের বললেন, ' এগুলি কী ধরনের কথাবার্তা যা তোমরা একে অপরের সঙ্গে, হাঁটতে হাঁটতে এবং দুঃখিত?
18 তাদের মধ্যে একজন, যার নাম ক্লিওপাস, তিনি তাকে উত্তর দিয়ে বললেন, আপনি কি জেরুজালেমে একজন অপরিচিত ব্যক্তি, এবং এই দিনগুলিতে সেখানে কী ঘটছে তা কি জানেন না?
19 তিনি তাদের বললেন, ' কি জিনিস? তখন তারা তাঁকে বলল, নাসরতীয় যীশুর বিষয়ে, যিনি ঈশ্বর ও সমস্ত লোকের সামনে কাজে ও কথায় পরাক্রমশালী একজন ভাববাদী ছিলেন।
20 আর কিভাবে প্রধান যাজকরা এবং আমাদের শাসনকর্তারা তাকে মৃত্যুদণ্ডের জন্য দণ্ডিত করে তাকে ক্রুশে দিয়েছিলেন।
21 কিন্তু আমরা বিশ্বাস করেছিলাম যে তিনিই ইস্রায়েলকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন: এবং এই সমস্ত কিছু ছাড়াও, আজ তৃতীয় দিন হল এই সমস্ত ঘটনা ঘটল।
22 হ্যাঁ, এবং আমাদের দলের কিছু মহিলাও আমাদের অবাক করে দিয়েছিল, যারা কবরের কাছে ছিল;
23 আর তাঁর মৃতদেহ না পেয়ে তাঁরা এসে বললেন, তাঁরা ফেরেশতাদের দর্শনও দেখেছেন, যাঁরা বলেছিলেন যে তিনি বেঁচে আছেন।
24 আর আমাদের সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন সমাধির কাছে গেলেন এবং মহিলারা যেমন বলেছিলেন ঠিক তেমনই দেখতে পেলেন, কিন্তু তাঁরা তাঁকে দেখতে পেলেন না।
25 তারপর তিনি তাদের বললেন, হে মূর্খেরা, ভাববাদীরা যা বলেছেন তা বিশ্বাস করতে ধীর মনের মানুষ।
26 খ্রীষ্টের কি এইসব কষ্ট সহ্য করা এবং তাঁর মহিমায় প্রবেশ করা উচিত নয়?
27 এবং মূসা এবং সমস্ত ভাববাদীদের থেকে শুরু করে, তিনি সমস্ত শাস্ত্রে তাদের কাছে নিজের সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করলেন।
28 আর তারা যে গ্রামের কাছে গিয়েছিল, সেই গ্রামের কাছে এসে পৌঁছল, আর সে যেন আরও এগিয়ে যেতে চাইল।
29 কিন্তু তারা তাকে বাধ্য করে বলল, 'আমাদের সঙ্গে থাকো, কারণ সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, আর দিন অনেক দূরে।' আর তিনি তাদের সঙ্গে থাকতে গেলেন।
30 আর এমন হল, যখন তিনি তাদের সঙ্গে খেতে বসলেন, তখন তিনি রুটি নিয়ে আশীর্বাদ করলেন এবং ভেঙে দিলেন এবং তাদের দিলেন।
31 তখন তাদের চোখ খুলে গেল এবং তারা তাঁকে চিনল। এবং তিনি তাদের দৃষ্টির বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।
32 তারা একে অপরকে বলল, 'যখন তিনি পথে আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন এবং শাস্ত্র খুলে বললেন, তখন কি আমাদের অন্তর জ্বলেনি?
33 আর সেই সময়েই তাঁরা উঠে জেরুজালেমে ফিরে গেলেন, আর দেখতে পেলেন এগারো জন এবং তাঁদের সঙ্গে যাঁরা জড়ো হয়েছেন।
34 বললেন, 'প্রভু সত্যই পুনরুত্থিত হয়েছেন এবং শিমোনকে দেখা দিয়েছেন।'
35 তারা পথের মধ্যে কী কী কাজ হয়েছিল এবং রুটি ভাঙ্গার সময় তিনি তাদের কাছে কীভাবে পরিচিত ছিলেন তা জানালেন।
36 তারা যখন এই কথা বলছিল, তখন যীশু নিজে তাদের মাঝখানে দাঁড়ালেন এবং তাদের বললেন, তোমাদের শান্তি হোক৷
37 কিন্তু তারা আতঙ্কিত ও ভীত হয়ে পড়ল এবং মনে করলো যে তারা কোন আত্মাকে দেখেছে৷
38 তখন তিনি তাদের বললেন, ' তোমরা অস্থির হচ্ছ কেন? এবং কেন আপনার হৃদয়ে চিন্তা জাগে?
39 আমার হাত ও পা দেখ, আমি নিজেই; আমাকে সামলাও এবং দেখ; কারণ কোন আত্মার মাংস ও হাড় নেই, যেমনটা তোমরা দেখছ আমার কাছে আছে৷
40 এই কথা বলার পর তিনি তাদের তাঁর হাত ও পা দেখালেন।
41 তারা যখন আনন্দে বিশ্বাস করলো না এবং আশ্চর্য হয়ে গেল, তখন তিনি তাদের বললেন, ' তোমাদের কাছে কি এখানে কোনো মাংস আছে?
42 তারা তাকে এক টুকরো ভাজা মাছ ও একটি মৌচাক দিল।
43 তখন তিনি তা নিয়ে তাদের সামনে খেতে দিলেন।
44তিনি তাদের বললেন, " আমি তোমাদের কাছে ছিলাম এমন সময় আমি তোমাদের কাছে যা বলেছিলাম, সেই সব

কথাই পূর্ণ হতে হবে, যা মোশির আইনে, ভাববাদীদের মধ্যে
এবং গীতসংহিতায় লেখা আছে৷ আমার সম্পর্কে
45তখন তিনি তাদের বোধগম্যতা খুলে দিলেন, যেন তারা
শাস্ত্র বুঝতে পারে৷
46 এবং তাদের বললেন, এইভাবে লেখা আছে, এবং
এইভাবে খ্রীষ্টের কষ্টভোগ করা এবং তৃতীয় দিনে মৃতদের
মধ্য থেকে জীবিত হওয়া উচিত৷
47 এবং জেরুজালেম থেকে শুরু করে সমস্ত জাতির মধ্যে
তাঁর নামে অনুতাপ ও পাপের ক্ষমা প্রচার করা উচিত৷
48 আর তোমরা এসবের সাক্ষী।
49 এবং, দেখ, আমি আমার পিতার প্রতিশ্রুতি তোমাদের
কাছে পাঠাচ্ছি: কিন্তু জেরুজালেম শহরেই থাকো, যতক্ষণ
না তোমরা উচ্চ থেকে শক্তিতে পরিপূর্ণ হবে৷
50 আর তিনি তাদের বের করে বেথানিয়া পর্যন্ত নিয়ে
গেলেন, আর তিনি হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন।
51 আর এমন হল, যখন তিনি তাদের আশীর্বাদ করলেন,
তখন তিনি তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বর্গে নিয়ে গেলেন৷
52 এবং তারা তাঁকে প্রণাম করল এবং মহা আনন্দে
জেরুজালেমে ফিরে গেল৷
53 এবং মন্দিরে সর্বদা ঈশ্বরের প্রশংসা ও আশীর্বাদ
করতেন৷ আমীন।

জন

অধ্যায় 1

1 আদিতে বাক্য ছিল, এবং বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল এবং
বাক্য ঈশ্বর ছিলেন।
2 ঈশ্বরের সঙ্গে শুরুতে একই ছিল।
3 সমস্ত কিছু তাঁর দ্বারা তৈরি হয়েছিল; এবং তাকে ছাড়া
কোন জিনিস তৈরি করা হয় নি.
4তাঁর মধ্যে জীবন ছিল; এবং জীবন ছিল মানুষের আলো।
5 আর আলো অন্ধকারে জ্বলে ওঠে; অন্ধকার তা বুঝতে
পারেনি।
6 ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রেরিত একজন লোক ছিলেন, যার
নাম ছিল যোহন।
7 তিনি একজন সাক্ষ্যের জন্য এসেছিলেন, আলোর সাক্ষ্য
দিতে, যেন তাঁর মাধ্যমে সমস্ত লোক বিশ্বাস করে।
8তিনি সেই আলো ছিলেন না, কিন্তু সেই আলোর সাক্ষ্য
দিতে পাঠানো হয়েছিল।
9 এটাই ছিল সত্যিকারের আলো, যা পৃথিবীতে আসা
প্রত্যেক মানুষকে আলোকিত করে।
10 তিনি জগতে ছিলেন, এবং জগত তাঁর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল,
এবং জগত তাঁকে চিনল না।
11 সে তার নিজের কাছে এসেছিল, কিন্তু তার নিজেরা
তাকে গ্রহণ করে নি।
12 কিন্তু যতজন তাকে গ্রহণ করেছে, তাদের তিনি ঈশ্বরের
পুত্র হওয়ার ক্ষমতা দিয়েছেন, এমনকি যারা তাঁর নামে
বিশ্বাসী তাদেরও।
13 যাদের জন্ম হয়েছে, রক্ত থেকে নয়, মাংসের ইচ্ছায় বা
মানুষের ইচ্ছায় নয়, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায়।
14 এবং বাক্য মাংসল হয়েছিলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস
করেছিলেন, (এবং আমরা তাঁর মহিমা, পিতার একমাত্র
পুত্রের মতো মহিমা দেখেছি) অনুগ্রহ ও সত্যে পূর্ণ।
15 যোহন তাঁর সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়ে চিৎকার করে বললেন,
'ইনি সেই ব্যক্তি যাঁর বিষয়ে আমি বলেছিলাম, যিনি আমার
পরে আসবেন তিনি আমার আগে শ্রেষ্ঠ, কারণ তিনি
আমার আগে ছিলেন।
16 এবং তাঁর পূর্ণতা থেকে আমরা সব পেয়েছি, এবং
অনুগ্রহের জন্য অনুগ্রহ।
17কারণ মোশির দ্বারা বিধি-ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু
অনুগ্রহ ও সত্য যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা এসেছে।
18 কেউ কখনও ঈশ্বরকে দেখেনি; একমাত্র পুত্র, যিনি
পিতার বক্ষে আছেন, তিনি তাকে ঘোষণা করেছেন।
19আর এই যোহনের নথি, যখন ইহুদীরা জেরুজালেম
থেকে যাজক ও লেবীয়দের পাঠিয়েছিল তাঁকে জিজ্ঞাসা
করতে, তুমি কে?
20 তিনি স্বীকার করলেন, অস্বীকার করলেন না; কিন্তু
স্বীকার করেছিলাম, আমি খ্রীষ্ট নই।
21 তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, তাহলে কি? তুমি কি
ইলিয়াস? তিনি বললেন, আমি নই। আপনি কি সেই নবী?
তিনি উত্তর দিলেন, না।
22 তখন তারা তাঁকে বলল, 'তুমি কে?' যারা আমাদের
পাঠিয়েছে তাদের আমরা উত্তর দিতে পারি। আপনি নিজের
সম্পর্কে কি বলেন?
23তিনি বললেন, আমি মরুভূমিতে একজনের
আর্তনাদকারীর কণ্ঠস্বর, যেমন ভাববাদী যিশাইয় বলেছেন,
প্রভুর পথ সোজা কর।
24 আর যাদের পাঠানো হয়েছিল তারা ফরীশীদের ছিল।
25 তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে কেন আপনি
বাপ্তিস্ম দিচ্ছেন, যদি আপনি সেই খ্রীষ্ট নন, ইলিয়াসও নন,
সেই ভাববাদীও নন?
26 এর উত্তরে যোহন তাদের বললেন, 'আমি জলে বাপ্তিস্ম
দিচ্ছি।
27 তিনিই, যিনি আমার পরে আসছেন তিনিই আমার আগে
পছন্দ করেন, যাঁর জুতার ফিতা আমি খোলার যোগ্য নই।
28 জর্ডানের ওপারে বেথাবারায় যোহন যেখানে বাপ্তিস্ম
দিচ্ছিলেন সেখানে এই সব করা হয়েছিল।
29 পরের দিন যোহন যীশুকে তাঁর কাছে আসতে দেখে
বললেন, দেখুন, ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপ
নিয়ে যান।
30 ইনি সেই ব্যক্তি যাঁর বিষয়ে আমি বলেছিলাম, 'আমার
পরে একজন আসছেন যাকে আমার আগে পছন্দ করা
হয়েছে, কারণ তিনি আমার আগে ছিলেন।'
31 এবং আমি তাকে চিনতাম না, কিন্তু তিনি যেন
ইস্রায়েলের কাছে প্রকাশ পান, তাই আমি জলে বাপ্তিস্ম
দিতে এসেছি।
32 আর যোহন লিপিবদ্ধ করলেন, বললেন, আমি রূহকে
ঘুঘুর মত স্বর্গ থেকে নেমে আসতে দেখেছি, এবং তা তাঁর
উপরে অবস্থান করেছে।
33 আর আমি তাঁকে চিনতাম না; কিন্তু যিনি আমাকে জলে
বাপ্তিস্ম দিতে পাঠিয়েছেন, তিনিই আমাকে বললেন, 'যার
উপরে আত্মা নেমে আসতে দেখবেন, তিনিই পবিত্র
আত্মায় বাপ্তিস্ম দেন।'
34 আর আমি দেখলাম, এবং প্রমাণ করলাম যে ইনিই
ঈশ্বরের পুত্র।
35 পরের দিন আবার যোহন ও তাঁর দু'জন শিষ্য
দাঁড়িয়েছিলেন।
36 যীশু হাঁটতে হাঁটতে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখ
ঈশ্বরের মেষশাবক!
37 আর সেই দুই শিষ্য যীশুর কথা শুনে যীশুকে অনুসরণ
করল।
38 তখন যীশু ফিরে এসে তাদের পিছু পিছু আসতে দেখে
বললেন, তোমরা কি চাও? তারা তাঁকে বলল, রব্বি, (যার
অর্থ হল, গুরু,) আপনি কোথায় থাকেন?
39 তিনি তাদের বললেন, ' এসো এবং দেখ।' তাঁরা এসে
দেখলেন তিনি কোথায় থাকেন এবং সেই দিন তাঁর সঙ্গেই
থাকতেন, কারণ তখন প্রায় দশম ঘণ্টা।
40 যোহনের কথা শুনে যে দু'জন তাঁর পিছনে পিছনে
চলল, তাদের একজন আন্দ্রিয়, শিমোন পিতরের ভাই।
41 তিনি প্রথমে তাঁর নিজের ভাই শিমোনকে খুঁজে পেলেন
এবং তাঁকে বললেন, আমরা সেই মশীহকে পেয়েছি, যার
অর্থ খ্রীষ্ট।
42 সে তাকে যীশুর কাছে নিয়ে গেল। যীশু তাকে দেখে
বললেন, ' তুমি যোনার পুত্র শিমোন, তোমাকে কৈফাস বলা
হবে, যার অর্থ হল পাথর।'

43 পরের দিন যীশু গালীলে যাবেন, এবং ফিলিপকে খুঁজে পেয়ে তাঁকে বললেন, ' আমাকে অনুসরণ করুন।'
44 ফিলিপ ছিলেন আন্দ্রিয় ও পিতরের শহর বেথসৈদার।
45 ফিলিপ নথনেলকে খুঁজে পেয়ে বললেন, 'আমরা তাকে পেয়েছি, যাঁর বিষয়ে মোশি শরীয়তে ও ভাববাদীরা লিখেছেন, 'যোষেফের পুত্র নাসরতের যীশু।'
46 নথনেল তাঁকে বললেন, নাসরত থেকে কি কোন ভাল জিনিস বের হতে পারে? ফিলিপ তাকে বললেন, এসো এবং দেখ।
47 যীশু নথনেলকে তাঁর কাছে আসতে দেখে বললেন, দেখ, সত্যিই একজন ইস্রায়েলীয়, যার মধ্যে কোন ছলনা নেই।
48 নথনেল তাঁকে বললেন, তুমি আমাকে কোথা থেকে চিনলে? যীশু উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, ফিলিপ তোমাকে ডাকার আগেই যখন তুমি ডুমুর গাছের নীচে ছিলে, আমি তোমাকে দেখেছিলাম।
49 নথনেল উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, রব্বি, আপনি ঈশ্বরের পুত্র। তুমি ইস্রায়েলের রাজা।
50 এর উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, ' আমি তোমাকে বলেছিলাম, আমি তোমাকে ডুমুর গাছের নীচে দেখেছি, তুমি বিশ্বাস করছ? তুমি এর থেকেও বড় জিনিস দেখতে পাবে।
51 তিনি তাঁকে বললেন, 'সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদের বলছি, এরপরে তোমরা স্বর্গ খোলা দেখতে পাবে এবং ঈশ্বরের ফেরেশতাদের মনুষ্যপুত্রের উপরে উঠতে ও নামতে দেখবে।'

অধ্যায় 2

1 আর তৃতীয় দিনে গালীলের কানা শহরে একটা বিয়ে হল। এবং যীশুর মা সেখানে ছিলেন:
2 যীশু ও তাঁর শিষ্যদের দুজনকেই বিয়েতে ডাকা হয়েছিল।
3 তারা যখন দ্রাক্ষারস চাইল, তখন যীশুর মা তাঁকে বললেন, তাদের কাছে দ্রাক্ষারস নেই।
4 যীশু তাকে বললেন, হে নারী, তোমার সাথে আমার কি সম্পর্ক? আমার সময় এখনও আসেনি.
5তাঁর মা চাকরদের বললেন, 'তিনি তোমাদের যা বলেন তাই কর।
6 এবং সেখানে ইহুদীদের শুদ্ধিকরণের পদ্ধতি অনুসারে পাথরের ছয়টি জলপাত্র স্থাপন করা হয়েছিল, যার মধ্যে দুটি বা তিনটি ফির্কিন ছিল।
7 যীশু তাদের বললেন, জলের পাত্রগুলি জলে ভরে দাও। আর তারা কানায় কানায় পূর্ণ করে দিল।
8 তখন তিনি তাদের বললেন, ' এখন আঁকুন এবং উৎসবের শাসনকর্তার কাছে নিয়ে যানা।' এবং তারা এটি নগ্ন.
9পর্বের শাসক যখন দ্রাক্ষারস তৈরি করা জলের স্বাদ আস্বাদন করেছিলেন, এবং কোথা থেকে তা জানতেন না: (কিন্তু জল টেনে নেওয়া দাসরা জানত;) ভোজের শাসনকর্তা বরকে ডাকলেন,
10 তিনি তাঁকে বললেন, 'প্রথমে প্রত্যেকেই ভাল দ্রাক্ষারস তৈরি করে। এবং যখন লোকেরা ভাল মদ্যপান করে, তখন যা খারাপ হয়, কিন্তু তুমি এখন পর্যন্ত ভাল মদ রেখেছ।
11 অলৌকিক কাজের এই সূচনা যীশু গালীলের কানাতে করেছিলেন এবং তাঁর মহিমা প্রকাশ করেছিলেন। এবং তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বিশ্বাস করলেন।
12এর পরে তিনি, তাঁর মা, ভাই ও তাঁর শিষ্যদের নিয়ে কফরনাহূমে নেমে গেলেন। তারা সেখানে বেশি দিন থাকলেন।
13আর ইহুদীদের নিস্তারপর্ব আসন্ন ছিল, আর যীশু জেরুজালেমে গেলেন।
14 আর মন্দিরে দেখা গেল যারা গরু, ভেড়া ও ঘুঘু বিক্রি করত এবং টাকা বদলকারীরা বসে আছে।
15 তারপর তিনি ছোট ছোট দড়ি দিয়ে চাবুক তৈরি করে মন্দির থেকে ভেড়া ও গরুগুলোকে তাড়িয়ে দিলেন। এবং পরিবর্তনকারীদের টাকা ঢেলে, এবং টেবিল উল্টে;
16 যারা কবুতর বিক্রি করে তাদের বলল, ' এখান থেকে এইসব নিয়ে যাও। আমার পিতার ঘরকে ব্যবসার গৃহ বানাও না।
17 আর তাঁর শিষ্যদের মনে পড়ল যে, লেখা ছিল, 'তোমার বাড়ির উদ্দীপনা আমাকে খেয়ে ফেলেছে।'
18 তখন ইহুদীরা উত্তর দিয়ে তাঁকে বলল, 'তুমি এই সব করছ দেখে আমাদের কাছে কী চিহ্ন দেখাচ্ছ?
19 যীশু উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, এই মন্দির ধ্বংস কর, তিন দিনের মধ্যে আমি এটাকে উঠিয়ে দেব।
20তখন ইহুদীরা বলল, ছেচল্লিশ বছর ধরে এই মন্দির তৈরি হয়েছিল, আর তুমি কি তিনদিনের মধ্যে এটাকে বানাতে পারবে?
21 কিন্তু তিনি তাঁর দেহের মন্দিরের কথা বলেছিলেন।
22 তাই যখন তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হলেন, তখন তাঁর শিষ্যদের মনে পড়ল যে, তিনি তাদের এই কথা বলেছিলেন। তারা কিতাব ও যীশুর কথায় বিশ্বাস করল।
23 নিস্তারপর্বের দিনে যখন তিনি জেরুজালেমে ছিলেন, তখন তিনি যে অলৌকিক কাজগুলি করেছিলেন তা দেখে অনেকে তাঁর নামে বিশ্বাস করেছিল।
24কিন্তু যীশু তাদের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেননি, কারণ তিনি সমস্ত মানুষকে জানতেন।
25 আর প্রয়োজন ছিল না যে কেউ মানুষের বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে, কারণ মানুষের মধ্যে কী আছে তা তিনি জানতেন।

অধ্যায় 3

1নিকোদেমাস নামে ফরীশীদের মধ্যে একজন ইহুদীদের শাসক ছিলেন।
2 সেই রাতেই যীশুর কাছে এসে তাঁকে বললেন, রব্বি, আমরা জানি যে আপনি একজন শিক্ষক যিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন।
3 যীশু উত্তর দিয়ে তাকে বললেন, সত্যি সত্যি, আমি তোমাকে বলছি, একজন মানুষ যদি নতুন করে জন্ম না নেয় তবে সে ঈশ্বরের রাজ্য দেখতে পাবে না।
4 নিকোদেমাস তাঁকে বললেন, একজন মানুষ বৃদ্ধ হয়ে গেলে কীভাবে জন্ম হবে? সে কি দ্বিতীয়বার মায়ের গর্ভে প্রবেশ করে জন্ম নিতে পারে?
5 যীশু উত্তর দিলেন, সত্যি, সত্যি, আমি তোমাকে বলছি, যদি একজন মানুষ জল ও আত্মা থেকে জন্ম না নেয়, তবে সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না।

6 মাংস থেকে যা জন্মে তা মাংস; আর যা আত্মা থেকে জন্মেছে তা আত্মা।
7 আশ্চর্য হয়ো না যে আমি তোমাকে বলেছিলাম, তোমাকে নতুন করে জন্ম নিতে হবে।
8 বাতাস যেখানে ইচ্ছা সেখানে প্রবাহিত হয় এবং আপনি তার শব্দ শুনতে পান, কিন্তু কোথা থেকে আসে এবং কোথায় যায় তা বলতে পারেন না: আত্মা থেকে জন্মগ্রহণকারী প্রত্যেকেই তাই।
9 নীকদীমাস উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, এই সব কিভাবে হতে পারে?
10 যীশু উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, ' তুমি কি ইস্রায়েলের প্রভু, আর এসব কি জানো না?
11 আমি তোমাকে সত্যি বলছি, আমরা যা জানি তা বলি এবং সাক্ষ্য দিই যে আমরা দেখেছি। আর তোমরা আমাদের সাক্ষ্য গ্রহণ কর না।
12 আমি যদি তোমাদেরকে পার্থিব বিষয় বলে থাকি কিন্তু তোমরা বিশ্বাস না কর, তবে আমি যদি তোমাদের স্বর্গীয় বিষয়ের কথা বলি তাহলে তোমরা কিভাবে বিশ্বাস করবে?
13 আর কেউ স্বর্গে উঠেনি, কিন্তু তিনি যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন, এমনকী স্বর্গে থাকা মানবপুত্রও।
14 আর মূসা যেমন মরুভূমিতে সাপকে উপরে তুলেছিলেন, তেমনি মানবপুত্রকেও উপরে তুলতে হবে:
15 যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে সে যেন বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।
16 কারণ ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালোবাসলেন যে, তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে দান করলেন, যাতে যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।
17 কারণ ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে এই জগতে পাঠাননি যে জগতের নিন্দা করতে; কিন্তু তার মাধ্যমে পৃথিবী রক্ষা পায়।
18 যে তাকে বিশ্বাস করে সে দোষী নয়, কিন্তু যে বিশ্বাস করে না সে ইতিমধ্যেই দোষী সাব্যস্ত হয়েছে, কারণ সে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রের নামে বিশ্বাস করে নি।
19 এবং এই নিন্দা এই যে, আলো পৃথিবীতে এসেছে, এবং মানুষ আলোর চেয়ে অন্ধকার পছন্দ করত, কারণ তাদের কাজ মন্দ ছিল।
20 কারণ প্রত্যেকে যে মন্দ কাজ করে সে আলোকে ঘৃণা করে, আলোর কাছে আসে না, পাছে তার কাজের তিরস্কার করা হয়।
21 কিন্তু যে সত্য করে সে আলোর কাছে আসে, যাতে তার কাজগুলি প্রকাশ পায়, যে সেগুলি ঈশ্বরের দ্বারা করা হয়।
22 এই ঘটনার পর যীশু ও তাঁর শিষ্যরা যিহূদিয়া দেশে এলেন। সেখানে তিনি তাদের সঙ্গে থাকতেন এবং বাপ্তিস্ম নেন।
23 আর যোহনও সালিমের কাছে আইননে বাপ্তিস্ম দিচ্ছিলেন, কারণ সেখানে প্রচুর জল ছিল; আর তারা এসে বাপ্তিস্ম নিল।
24 কারণ যোহন তখনও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হননি।
25 তখন যোহনের কয়েকজন শিষ্য ও ইহুদীদের মধ্যে শুদ্ধিকরণ নিয়ে প্রশ্ন উঠল।
26 আর তারা যোহনের কাছে এসে বলল, রব্বি, জর্ডানের ওপারে যে আপনার সাথে ছিল, যাকে আপনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, দেখ, সেই একই বাপ্তিস্ম দিচ্ছেন এবং সমস্ত লোক তাঁর কাছে আসে।
27 যোহন উত্তর দিয়ে বললেন, স্বর্গ থেকে তাকে দেওয়া ছাড়া মানুষ কিছুই পেতে পারে না।
28 তোমরা নিজেরাই আমার সাক্ষ্য দাও যে, আমি বলেছিলাম, আমি খ্রীষ্ট নই, কিন্তু তাঁর আগে আমাকে পাঠানো হয়েছে।
29 যার কনে আছে সে বর। কিন্তু বরের বন্ধু, যে দাঁড়িয়ে থেকে তার কথা শোনে, সে বরের কণ্ঠে খুব আনন্দিত হয়। তাই আমার আনন্দ পূর্ণ হল।
30 সে অবশ্যই বাড়াবে, কিন্তু আমাকে কমাতে হবে।
31 যিনি উপরে থেকে আসেন তিনি সকলের উপরে; যিনি পৃথিবীর, তিনি পার্থিব, এবং পৃথিবীর কথা বলেন; যিনি স্বর্গ থেকে আসেন তিনি সবার উপরে।
32 এবং তিনি যা দেখেছেন এবং শুনেছেন তা তিনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন। আর কেউ তার সাক্ষ্য গ্রহণ করে না।
33 যে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করেছে সে তার সীলমোহর স্থাপন করেছে যে ঈশ্বর সত্য।
34 কারণ ঈশ্বর যাকে পাঠিয়েছেন তিনি ঈশ্বরের কথা বলেন, কারণ ঈশ্বর তাকে পরিমাপ করে আত্মা দেন না।
35 পিতা পুত্রকে ভালবাসেন এবং তাঁর হাতে সমস্ত কিছু দিয়েছেন।
36 যে পুত্রকে বিশ্বাস করে তার অনন্ত জীবন আছে এবং যে পুত্রকে বিশ্বাস করে না সে জীবন দেখতে পাবে না। কিন্তু ঈশ্বরের ক্রোধ তার উপর স্থায়ী হয়।

অধ্যায় 4

1অতএব প্রভু যখন জানতেন যে ফরীশীরা কীভাবে শুনেছিল যে যীশু যোহনের চেয়ে বেশি শিষ্য করেছেন এবং বাপ্তিস্ম দিয়েছেন,
2 (যদিও যীশু নিজে বাপ্তিস্ম দেননি, কিন্তু তাঁর শিষ্যরা)
3 তিনি যিহূদিয়া ছেড়ে আবার গালীলে চলে গেলেন।
4 আর তাকে শমরিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে।
5 তারপর তিনি শমরিয়ার একটি শহরে এলেন, যাকে বলা হয় সুখর, যা যাকোব তাঁর পুত্র যোষেফকে দিয়েছিলেন সেই জমির অংশের কাছে।
6 সেখানে যাকোবের কুয়া ছিল। যীশু যাত্রা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে এইভাবে কূপের ওপর বসলেন। তখন প্রায় ষষ্ঠ ঘণ্টা।
7 শমরিয়ার এক মহিলা জল তুলতে এল। যীশু তাকে বললেন, আমাকে পান করতে দাও।
8 (কারণ তাঁহার শিষ্যরা নগরে মাংস কিনতে গিয়াছিল।)
9 তখন শমরিয়ার স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, 'তুমি একজন ইহুদী হয়ে আমার কাছে কি করে পান চাও? কারণ ইহুদিদের শমরীয়দের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই।
10 যীশু উত্তর দিয়ে তাকে বললেন, ' তুমি যদি জানতে পার যে ঈশ্বরের দান কি এবং কে তোমাকে বলছে, আমাকে পান করতে দাও। তুমি তার কাছে চাইতে, তাহলে সে তোমাকে জীবন্ত জল দিতেন।
11 স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, 'মহাশয়, আপনার কাছে তোলার কিছু নেই, এবং কূপটি গভীর, তাহলে সেই জীবন্ত জল আপনার কাছে কোথা থেকে এসেছে?

12 তুমি কি আমাদের পিতা যাকোবের চেয়েও মহান, যিনি আমাদের কূপ দিয়েছিলেন এবং নিজে, তাঁর সন্তানদের এবং তাঁর গবাদি পশুপাখি পান করেছিলেন?
13 যীশু উত্তর দিয়ে তাকে বললেন, যে কেউ এই জল পান করবে সে আবার পিপাসা পাবে।
14 কিন্তু আমি যে জল দিব তা যে কেউ পান করবে সে কখনও পিপাসা পাবে না। কিন্তু আমি তাকে যে জল দেব তা তার মধ্যে একটি জলের কূপ হবে যা অনন্ত জীবনের জন্য উত্থিত হবে।
15 সেই স্ত্রীলোকটি তাঁকে বললেন, 'মহাশয়, আমাকে এই জল দিন যাতে আমি পিপাসা না পাই, আর এখানে তুলতেও আসি না।'
16 যীশু তাকে বললেন, যাও, তোমার স্বামীকে ডেকে এখানে এসো।
17 স্ত্রীলোকটি উত্তর দিয়ে বলল, আমার স্বামী নেই। যীশু তাকে বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ, আমার স্বামী নেই।
18 তোমার পাঁচজন স্বামী ছিল; আর এখন যাকে তুমি পেয়েছ সে তোমার স্বামী নয়। তুমি সত্যি বলেছ।
19 সেই স্ত্রীলোকটি তাঁকে বললেন, মহাশয়, আমি বুঝতে পারছি যে আপনি একজন ভাববাদী।
20 আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই পাহাড়ে উপাসনা করতেন; আর তোমরা বল, জেরুজালেমেই সেই জায়গা যেখানে মানুষের উপাসনা করা উচিত।
21 যীশু তাকে বললেন, হে নারী, বিশ্বাস কর, এমন সময় আসছে, যখন তুমি এই পাহাড়ে বা জেরুজালেমে পিতার উপাসনা করবে না।
22 তোমরা কি উপাসনা কর তোমরা তা জানো না। আমরা জানি আমরা কিসের উপাসনা করি। কারণ পরিত্রাণ ইহুদিদের।
23 কিন্তু সেই সময় আসছে, এবং এখনই, যখন সত্য উপাসকরা আত্মায় ও সত্যে পিতার উপাসনা করবে, কারণ পিতা তাদেরই উপাসনা করতে চান।
24 ঈশ্বর হলেন আত্মা, এবং যারা তাঁর উপাসনা করে তাদের অবশ্যই আত্মায় ও সত্যে তাঁর উপাসনা করতে হবে।
25 সেই স্ত্রীলোকটি তাঁকে বললেন, আমি জানি যে মশীহ আসছেন, যাকে খ্রীষ্ট বলা হয়। তিনি যখন আসবেন তখন তিনি আমাদের সব কিছু বলবেন।
26 যীশু তাকে বললেন, আমি যে তোমার সাথে কথা বলছি তিনিই।
27 তখন তাঁর শিষ্যরা এসে আশ্চর্য হলেন যে তিনি সেই স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলছেন। তবুও কেউ বলল না, তুমি কী চাও? অথবা, তুমি তার সাথে কথা বলছ কেন?
28 তারপর সেই স্ত্রীলোকটি তার জলের পাত্র ছেড়ে শহরে চলে গেল এবং পুরুষদের বলল,
29 এসো, একজন লোককে দেখো, যে আমাকে যা কিছু করেছে সব বলেছে: ইনিই কি খ্রীষ্ট নন?
30 তারপর তারা শহর থেকে বেরিয়ে যীশুর কাছে এল।
31 এমন সময় তাঁর শিষ্যরা তাঁকে প্রার্থনা করে বললেন, 'গুরু, খাও।'
32 কিন্তু তিনি তাদের বললেন, ' আমার কাছে এমন মাংস আছে যা তোমরা জান না।'
33অতএব শিষ্যরা পরস্পর বলতে লাগলেন, কেউ কি তাকে খেতে এনেছে?
34 যীশু তাদের বললেন, ' যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর ইচ্ছা পালন করা এবং তাঁর কাজ শেষ করাই আমার খাবার।
35 তোমরা বল না, এখনও চার মাস বাকি, তারপর ফসল কাটবে? দেখ, আমি তোমাদের বলছি, চোখ তুলে মাঠের দিকে তাকাও। কারণ তারা ইতিমধ্যেই ফসল কাটার জন্য সাদা।
36 এবং যে ফসল কাটে সে মজুরি পায় এবং অনন্ত জীবনের জন্য ফল সংগ্রহ করে, যাতে যে বীজ বপন করে এবং যে কাটে সে একসঙ্গে আনন্দ করতে পারে।
37 আর এখানে এই কথাটি সত্য যে, একজন বপন করে আর অন্যজন কাটে।
38 আমি তোমাদেরকে সেই ফসল কাটতে পাঠিয়েছি যেখানে তোমরা কোন পরিশ্রম করনি।
39 আর সেই নগরের অনেক শমরীয় সেই মহিলার কথার জন্য তাঁকে বিশ্বাস করেছিল, যে সাক্ষ্য দিয়েছিল, আমি যা করেছি সবই তিনি আমাকে বলেছেন।
40 তখন শমরীয়রা তাঁর কাছে এসে তাঁকে অনুরোধ করল যেন তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন। তিনি সেখানে দুদিন থাকলেন।
41 তাঁর নিজের কথার জন্য আরও অনেকে বিশ্বাস করল।
42 আর সেই স্ত্রীলোকটিকে বললেন, এখন আমরা বিশ্বাস করি, তোমার কথার জন্য নয়, কারণ আমরা নিজেরাই তাঁর কথা শুনেছি এবং জানি যে, ইনিই প্রকৃতপক্ষে জগতের ত্রাণকর্তা।
43 দুদিন পর তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন এবং গালীলে গেলেন।
44 কারণ যীশু নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, একজন ভাববাদীর নিজের দেশে সম্মান নেই।
45 তারপর যখন তিনি গালীলে এলেন, তখন গালীলীয়রা তাঁকে স্বাগত জানাল, কারণ তিনি জেরুজালেমে উৎসবে যা করেছিলেন তা দেখেছিলেন।
46 তখন যীশু আবার গালীলের কানা শহরে গেলেন, যেখানে তিনি জলকে দ্রাক্ষারস বানিয়েছিলেন। আর কফরনাহূমে এক জন সম্ভ্রান্ত লোক ছিল, যার ছেলে অসুস্থ ছিল।
47 তিনি যখন শুনলেন যে যীশু যিহূদিয়া থেকে গালীলে এসেছেন, তখন তিনি তাঁর কাছে গেলেন এবং তাঁকে অনুনয় করলেন যেন তিনি নেমে আসেন এবং তাঁর ছেলেকে সুস্থ করেন, কারণ তিনি তখন মৃত্যুমুখে।
48 তখন যীশু তাকে বললেন, ' তোমরা চিহ্ন ও আশ্চর্য কাজ না দেখলে বিশ্বাস করবে না।
49 সম্ভ্রান্ত লোকটি তাঁকে বললেন, 'মহাশয়, আমার সন্তান মারা যাবার আগে নিচে আসুন।'
50 যীশু তাকে বললেন, 'যাও! তোমার ছেলে বেঁচে আছে। যীশু তাকে যে কথা বলেছিলেন সেই লোকটি বিশ্বাস করল এবং সে তার পথে চলে গেল।
51 তিনি যখন নীচে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর দাসেরা তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলল, আপনার ছেলে বেঁচে আছে।
52 তারপর তিনি তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন কখন তিনি সংশোধন করতে শুরু করেছিলেন। তাঁরা তাঁকে বললেন, 'গতকাল সপ্তম প্রহরে জ্বর চলে গেল।

53 তাই পিতা জানতে পারলেন যে ঠিক সেই সময়েই যীশু তাঁকে বলেছিলেন, ' তোমার ছেলে বেঁচে আছে।' এবং তিনি এবং তাঁর সমস্ত পরিবার বিশ্বাস করলেন।
54 যীশু যখন যিহূদিয়া থেকে গালীলে এসেছিলেন তখন এটি আবার দ্বিতীয় অলৌকিক কাজ।

অধ্যায় 5

1এর পরে ইহুদীদের একটা ভোজ ছিল; যীশু জেরুজালেমে গেলেন।
2 এখন জেরুজালেমে ভেড়ার বাজারের কাছে একটি পুকুর রয়েছে, যাকে হিব্রু ভাষায় বেথেসদা বলা হয়, পাঁচটি বারান্দা রয়েছে।
3 এর মধ্যে অন্ধ, থমকে যাওয়া, শুকিয়ে যাওয়া, জলের নড়াচড়ার জন্য অপেক্ষারত নপুংসক লোকদের একটি বিশাল ভীড় রয়েছে।
4 কারণ এক ঋতুতে একজন স্বর্গদূত পুকুরে নেমে গিয়ে জলকে সমস্যায় ফেললেন। জলের ঝামেলার পর যে কেউ প্রথমে ঢুকেছিল, তার যে কোন রোগ ছিল তা সেরে উঠল।
5 সেখানে একজন লোক ছিলেন, যিনি আটত্রিশ বছর ধরে অসুস্থ ছিলেন।
6 যীশু যখন তাকে মিথ্যে বলতে দেখেছিলেন এবং জানতেন যে সে এই অবস্থায় অনেক দিন হয়েছে, তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি কি সুস্থ হবে?
7 নপুংসক লোকটি তাকে উত্তর দিল, মহাশয়, আমার কাছে এমন কোন লোক নেই, যখন জলের সমস্যা হয়, আমাকে পুকুরে ফেলার জন্য।
8 যীশু তাকে বললেন, উঠ, তোমার বিছানা তুলে নিয়ে হেঁটে যাও।
9 আর সঙ্গে সঙ্গে লোকটি সুস্থ হয়ে উঠল, এবং তার বিছানা তুলে নিয়ে হাঁটতে লাগল, আর সেই দিনই ছিল বিশ্রামবার।
10 সেইজন্য ইহুদীরা সুস্থ হওয়া তাঁকে বলল, 'আজ বিশ্রামবার, তোমার বিছানা বহন করা বৈধ নয়।'
11 তিনি তাদের উত্তরে বললেন, যিনি আমাকে সুস্থ করেছেন, তিনিই আমাকে বললেন, তোমার বিছানা তুলে নিয়ে হাঁট।
12 তখন তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'কে সেই লোক যে তোমাকে বলেছিল, তোমার বিছানা তুলে নিয়ে হেঁটে যাও?'
13 আর যে সুস্থ হয়েছিল সে বুঝতে পারেনি যে সে কে ছিল, কারণ যীশু নিজেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন, সেই জায়গায় অনেক লোক ছিল।
14 পরে যীশু তাকে মন্দিরে দেখতে পেলেন এবং তাকে বললেন, দেখ, তুমি সুস্থ হয়েছ: আর পাপ করো না, পাছে তোমার কাছে আরও খারাপ কিছু আসবে।
15 লোকটি চলে গেল এবং ইহুদীদের বলল যে, তিনিই যীশু, যিনি তাকে সুস্থ করেছেন।
16 আর সেইজন্য ইহুদীরা যীশুকে অত্যাচার করত এবং তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিল, কারণ তিনি বিশ্রামবারে এই কাজগুলি করেছিলেন।
17 কিন্তু যীশু তাদের উত্তর দিলেন, আমার পিতা এখন পর্যন্ত কাজ করেছেন এবং আমিও কাজ করছি।
18অতএব ইহুদীরা তাকে হত্যা করার জন্য আরও বেশি চেষ্টা করেছিল, কারণ তিনি কেবল বিশ্রামবার ভঙ্গ করেননি, কিন্তু এটাও বলেছিলেন যে ঈশ্বরই তাঁর পিতা, নিজেকে ঈশ্বরের সমতুল্য করেছেন।
19 তখন যীশু তাদের বললেন, ' সত্যিই, আমি তোমাদের বলছি, পুত্র নিজে থেকে কিছুই করতে পারে না, কিন্তু পিতাকে যা করতে দেখেন, কারণ তিনি যা করেন, পুত্রও তাই করেন।
20 কারণ পিতা পুত্রকে ভালোবাসেন, এবং তিনি যা কিছু করেন তা তাঁকে দেখান।
21 কারণ পিতা যেমন মৃতদের পুনরুত্থিত করেন এবং জীবিত করেন; তেমনি পুত্র যাকে ইচ্ছা জীবিত করেন।
22 কারণ পিতা কাউকে বিচার করেন না, কিন্তু সমস্ত বিচার পুত্রকে দিয়েছেন।
23 যেন সকলে পিতাকে যেমন সম্মান করে তেমনি পুত্রকেও সম্মান করে। যে পুত্রকে সম্মান করে না সে পিতাকে সম্মান করে না যিনি তাকে পাঠিয়েছেন।
24 সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদের বলছি, যে আমার বাক্য শোনে এবং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁকে বিশ্বাস করে, তার অনন্ত জীবন আছে এবং তিনি দোষী হবেন না। কিন্তু মৃত্যু থেকে জীবনে চলে যায়।
25 সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদের বলছি, সময় আসছে এবং এখনই, যখন মৃতরা ঈশ্বরের পুত্রের রব শুনবে এবং যারা শোনে তারা বাঁচবে।
26 কারণ পিতার নিজের মধ্যে যেমন জীবন আছে; তাই তিনি নিজের মধ্যে জীবন পেতে পুত্রকে দিয়েছেন।
27 এবং তাকে বিচার করার ক্ষমতাও দিয়েছেন, কারণ তিনি মানবপুত্র।
28 এতে আশ্চর্য হবেন না, কারণ এমন সময় আসছে, যে সময় কবরে থাকা সকলে তাঁর রব শুনবে,
29 এবং বেরিয়ে আসবে; যারা ভাল কাজ করেছে, জীবনের পুনরুত্থানের জন্য; এবং যারা মন্দ কাজ করেছে, শাস্তির পুনরুত্থানের জন্য।
30 আমি নিজে থেকে কিছুই করতে পারি না; আমি যেমন শুনি, আমি বিচার করি; এবং আমার বিচার ন্যায়সঙ্গত; কারণ আমি আমার নিজের ইচ্ছা নয়, কিন্তু পিতার ইচ্ছা খুঁজি যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।
31 আমি যদি নিজের পক্ষে সাক্ষ্য দিই তবে আমার সাক্ষ্য সত্য নয়।
32 আর একজন আছেন যিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন। এবং আমি জানি যে তিনি আমার বিষয়ে যে সাক্ষ্য দিচ্ছেন তা সত্য।
33 তোমরা যোহনের কাছে পাঠিয়েছিলে, আর তিনি সত্যের সাক্ষ্য দিলেন।
34 কিন্তু আমি মানুষের কাছ থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করি না, কিন্তু আমি এই সব বলছি, যাতে তোমরা পরিত্রাণ পেতে পার।
35 তিনি ছিলেন জ্বলন্ত ও উজ্জ্বল আলো; আর তোমরা তাঁর আলোতে আনন্দ করতে এক সময় প্রস্তুত ছিলে।
36 কিন্তু যোহনের সাক্ষ্যের চেয়ে আমার কাছে আরও বড় সাক্ষ্য আছে: কারণ পিতা আমাকে যে সমস্ত কাজ শেষ করার জন্য দিয়েছেন, আমি যে কাজগুলি করি, সেগুলিই আমার সাক্ষ্য দেয় যে পিতা আমাকে পাঠিয়েছেন।

37 আর পিতা যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি নিজেই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন৷ তোমরা কখনও তার কণ্ঠস্বর শোনেনি, তার আকৃতিও দেখেনি।
38 আর তাঁর বাক্য তোমাদের মধ্যে থাকে না৷ তিনি যাকে পাঠিয়েছেন, তোমরা তাঁকে বিশ্বাস কর না৷
39 শাস্ত্র অনুসন্ধান করুন; কারণ তোমরা মনে কর তাদের মধ্যেই তোমাদের অনন্ত জীবন আছে এবং তারাই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়৷
40 আর তোমরা আমার কাছে আসবে না, যাতে তোমরা জীবন পেতে পার৷
41 আমি মানুষের কাছ থেকে সম্মান পাই না৷
42 কিন্তু আমি তোমাদের জানি, তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরের ভালবাসা নেই৷
43 আমি আমার পিতার নামে এসেছি, কিন্তু তোমরা আমাকে গ্রহণ কর না৷ অন্য কেউ যদি তার নিজের নামে আসে তবে তোমরা তাকে গ্রহণ করবে৷
44 তোমরা কি করে বিশ্বাস করতে পার, যারা একে অপরের সম্মান পায়, এবং শুধুমাত্র ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া সম্মানের খোঁজ করে না?
45 মনে করো না যে আমি পিতার কাছে তোমাদের দোষারোপ করব৷ এমন একজন আছেন যিনি তোমাদের দোষারোপ করেন, এমনকী মোশিও, যাঁর ওপর তোমরা বিশ্বাস কর৷
46 কারণ তোমরা যদি মোশিকে বিশ্বাস করতে তবে আমাকে বিশ্বাস করতে, কারণ তিনি আমার বিষয়ে লিখেছেন৷
47 কিন্তু তোমরা যদি তাঁর লেখা বিশ্বাস না কর, তবে আমার কথা বিশ্বাস করবে কি করে?

অধ্যায় 6

1 এই ঘটনার পর যীশু গালীল সাগরের উপর দিয়ে গেলেন, অর্থাৎ টাইবিরিয়াস সাগর।
2 আর এক বিরাট জনতা তাঁকে অনুসরণ করল, কারণ তারা অসুস্থদের জন্য তাঁর অলৌকিক কাজগুলো দেখেছিল।
3 আর যীশু একটা পাহাড়ে উঠে গেলেন এবং সেখানে তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে বসলেন৷
4আর নিস্তারপর্ব, ইহুদীদের একটি উৎসব, নিকটবর্তী ছিল।
5 যীশু যখন চোখ তুলে দেখলেন, একটা বিরাট দল তাঁর কাছে আসছে, তখন তিনি ফিলিপকে বললেন, আমরা কোথা থেকে রুটি কিনব যাতে তারা খেতে পারে?
6 এবং তিনি তাকে প্রমাণ করার জন্য এই কথা বলেছিলেন: কারণ তিনি নিজেই জানতেন তিনি কী করবেন৷
7 ফিলিপ উত্তরে তাঁকে বললেন, দুশো টাকার রুটি তাদের জন্য যথেষ্ট নয়, যাতে প্রত্যেকে অল্প করে নিতে পারে৷
8তাঁর শিষ্যদের মধ্যে একজন আন্দ্রিয়, শিমোন পিতরের ভাই তাঁকে বললেন,
9 এখানে একজন ছেলে আছে, যার কাছে পাঁচটি বার্লি রুটি এবং দুটি ছোট মাছ রয়েছে: কিন্তু এতগুলোর মধ্যে সেগুলি কী?
10 যীশু বললেন, 'লোকদের বসিয়ে দাও৷ এখন সেই জায়গায় অনেক ঘাস ছিল। তাই পুরুষরা বসল, সংখ্যায় প্রায় পাঁচ হাজার।
11 আর যীশু রুটিগুলো নিলেন; তিনি ধন্যবাদ জানিয়ে শিষ্যদের এবং শিষ্যরা যাঁরা বসেছিলেন তাদের ভাগ করে দিলেন৷ এবং একইভাবে মাছের যতটা তারা চায়।
12 যখন তারা পূর্ণ হল, তখন তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, যে টুকরোগুলো অবশিষ্ট আছে তা সংগ্রহ কর, যেন কিছুই নষ্ট না হয়৷
13 তাই তারা তাদের একত্র করে বারোটি ঝুড়ি ভর্তি করে সেই পাঁচটি বার্লি রুটির টুকরো দিয়ে, যা খেয়েছিল তাদের কাছে রয়ে গেল৷
14তখন সেই লোকেরা যীশুর সেই অলৌকিক কাজ দেখে বলেছিল, এই যে ভাববাদীর জগতে আসা উচিত ছিল তা সত্য৷
15 তাই যীশু যখন বুঝতে পারলেন যে তারা এসে জোর করে তাঁকে রাজা করে নিয়ে যাবে, তখন তিনি আবার একা একা পাহাড়ে চলে গেলেন৷
16 সন্ধ্যা হলে তাঁর শিষ্যরা সমুদ্রের ধারে নেমে গেলেন৷
17 আর একটা জাহাজে চড়ে সাগর পার হয়ে কফরনাহূমের দিকে গেল। এবং এখন অন্ধকার, এবং যীশু তাদের কাছে আসেন নি৷
18 আর প্রবল বাতাসের কারণে সমুদ্র উঠল।
19 তাই তারা যখন প্রায় 22 বা ত্রিশ ফারলাং সারি সারি সারি সারি সাগরের উপর দিয়ে যীশুকে হেঁটে জাহাজের কাছে আসতে দেখল, তখন তারা ভয় পেয়ে গেল৷
20 কিন্তু তিনি তাদের বললেন, 'আমি! ভয় পাবেন না
21 তারপর তারা স্বেচ্ছায় তাকে জাহাজে অভ্যর্থনা জানাল এবং তারা যে দেশে গিয়েছিল ততক্ষণে জাহাজটি সেখানে পৌঁছে গেল৷
22 পরের দিন, সাগরের ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা লোকেরা যখন দেখল যে, সেখানে তাঁর শিষ্যরা যে নৌকায় উঠেছিল, সেই নৌকাটি ছাড়া আর কোন নৌকা নেই, আর যীশু তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে নৌকায় যাননি, কিন্তু তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে নৌকায় উঠেছিলেন৷ শিষ্যরা একাই চলে গেল;
23 (যদিও প্রভুকে ধন্যবাদ জানানোর পরে টাইবেরিয়া থেকে অন্য নৌকাগুলি সেই জায়গার কাছে এসেছিল যেখানে তারা রুটি খেয়েছিল:)
24 তখন লোকেরা যখন দেখল যে সেখানে যীশু নেই, তাঁর শিষ্যরাও নেই, তখন তারাও জাহাজে করে কফরনাহূমে যীশুর খোঁজ করতে লাগল৷
25 সমুদ্রের ওপারে যখন তারা তাকে দেখতে পেল, তখন তারা তাকে বলল, রব্বি, আপনি এখানে কখন এসেছেন?
26 যীশু তাদের উত্তর দিয়ে বললেন, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা আমাকে অলৌকিক কাজ দেখেছ বলে নয়, বরং রুটি খেয়ে তৃপ্ত হয়েছ বলেই আমাকে খুঁজছ৷
27 যে মাংস বিনষ্ট হয় তার জন্য পরিশ্রম করো না, কিন্তু সেই মাংসের জন্য যা অনন্তজীবন স্থায়ী হয়, যা মানবপুত্র তোমাদের দেবেন৷ ঈশ্বর পিতা তার জন্য সীলমোহর করেছেন৷
28 তখন তারা তাঁকে বলল, আমরা কি করব, যাতে আমরা ঈশ্বরের কাজ করতে পারি?

29 এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, ' এই হল ঈশ্বরের কাজ, তিনি যাঁকে পাঠিয়েছেন তাঁকেই তোমরা বিশ্বাস কর।'
30 তাই তারা তাঁকে বলল, 'তাহলে আপনি কী চিহ্ন দেখাবেন, যাতে আমরা দেখে বিশ্বাস করি? তুমি কি কাজ কর?
31 আমাদের পূর্বপুরুষরা মরুভূমিতে মান্না খেয়েছিলেন; শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে, 'তিনি স্বর্গ থেকে তাদের খেতে দিলেন।'
32 তখন যীশু তাদের বললেন, ' আমি তোমাদের সত্যি বলছি, মূসা স্বর্গ থেকে সেই রুটি তোমাদের দেননি। কিন্তু আমার পিতা স্বর্গ থেকে তোমাদের প্রকৃত রুটি দেন।
33 কারণ ঈশ্বরের রুটি হল তিনি যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসে জগতকে জীবন দেন।
34 তখন তারা তাঁকে বলল, 'প্রভু, এই রুটি আমাদেরকে দিন।'
35 যীশু তাদের বললেন, ' আমিই জীবনের রুটি। যে আমার কাছে আসে সে কখনও ক্ষুধার্ত হবে না। এবং যে আমাকে বিশ্বাস করে সে কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না।
36 কিন্তু আমি তোমাদের বলেছিলাম, তোমরাও আমাকে দেখেছ, বিশ্বাস করো না।
37 পিতা আমাকে যা দেন সবই আমার কাছে আসবে। আর যে আমার কাছে আসবে তাকে আমি কোনোভাবেই তাড়িয়ে দেব না।
38 কারণ আমি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছি, আমার নিজের ইচ্ছা করতে নয়, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর ইচ্ছা পালন করতে।
39 এবং এই পিতার ইচ্ছা যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আমাকে যা দিয়েছেন তার মধ্যে আমি যেন কিছুই হারাতে না পারি, কিন্তু শেষ দিনে আবার উত্থাপন করি।
40 আর যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর এই ইচ্ছা, যে কেউ পুত্রকে দেখে এবং তাঁর ওপর বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পায়। আমি শেষ দিনে তাকে পুনরুত্থিত করব।
41 তখন ইহুদীরা তাঁর বিরুদ্ধে বিড়বিড় করল, কারণ তিনি বলেছিলেন, আমিই সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে।
42 তারা বলল, 'ইনি কি যোষেফের পুত্র যীশু নন, যাঁর মাতা-পিতাকে আমরা চিনি? তাহলে সে কেমন করে বলছে, আমি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছি?
43 যীশু তখন উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, ' তোমরা নিজেদের মধ্যে বচসা করো না।
44 কেউ আমার কাছে আসতে পারে না, যদি পিতা আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি তাকে টানেন না এবং শেষ দিনে আমি তাকে পুনরুত্থিত করব।
45 ভাববাদীদের মধ্যে লেখা আছে, আর তাদের সকলকে ঈশ্বরের শিক্ষা দেওয়া হবে। তাই প্রত্যেকে যারা পিতার কথা শুনেছে ও শিখেছে তারা আমার কাছে আসবে।
46 এমন নয় যে, কেউই পিতাকে দেখেছে, কিন্তু যিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন তিনিই পিতাকে দেখেছেন।
47 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যে আমাকে বিশ্বাস করে তার অনন্ত জীবন আছে।
48 আমি সেই জীবনের রুটি।
49 তোমাদের পূর্বপুরুষেরা মরুভূমিতে মান্না খেয়ে মারা গেছে।
50 এই সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে আসে, যেন মানুষ তা খেতে পারে, কিন্তু মরে না।
51 আমি সেই জীবন্ত রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। যদি কেউ এই রুটি খায় তবে সে চিরকাল বেঁচে থাকবে।
52 তখন ইহুদীরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে বলল, 'এই লোকটি কি করে তার মাংস আমাদের খেতে দেবে?
53 তখন যীশু তাদের বললেন, ' সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদের বলছি, যদি তোমরা মানবপুত্রের মাংস না খাও এবং তার রক্ত না পান, তবে তোমাদের মধ্যে জীবন নেই।
54 যে আমার মাংস খায় এবং আমার রক্ত পান করে, তার অনন্ত জীবন আছে; শেষ দিনে আমি তাকে পুনরুত্থিত করব।
55 কারণ আমার মাংস প্রকৃতপক্ষে মাংস, আর আমার রক্ত প্রকৃতপক্ষে পানীয়।
56 যে আমার মাংস খায়, এবং আমার রক্ত পান করে, সে আমার মধ্যে বাস করে আর আমি তার মধ্যে।
57 যেমন জীবন্ত পিতা আমাকে পাঠিয়েছেন, আর আমি পিতার দ্বারা বেঁচে থাকি, তেমনি যে আমাকে খায় সেও আমার দ্বারা বাঁচবে।
58 এই সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। তোমাদের পূর্বপুরুষেরা যেমন মান্না খেয়েছিলেন এবং মৃত হয়েছিলেন তেমনটি নয়। যে এই রুটি খায় সে চিরকাল বেঁচে থাকবে।
59 তিনি কফরনাহূমে সমাজ-গৃহে শিক্ষা দিতে গিয়ে এসব কথা বললেন।
60 এই কথা শুনে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই বললেন, 'এটা কঠিন কথা। কে এটা শুনতে পারে?
61 যীশু যখন নিজের মধ্যে বুঝতে পারলেন যে, তাঁর শিষ্যরা এটা নিয়ে বিড়বিড় করছে, তখন তিনি তাদের বললেন, এটা কি তোমাদের বিরক্ত করছে?
62 আপনি যদি মানবপুত্রকে আগে যেখানে ছিলেন সেখানে উঠতে দেখতে পান?
63 সেই আত্মাই জীবিত করে; মাংস কিছুই লাভ করে না: আমি তোমাদের কাছে যে কথাগুলি বলি, সেগুলি হল আত্মা এবং সেগুলি হল জীবন।
64 কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্বাস করে না। কারণ যীশু প্রথম থেকেই জানতেন যে কারা বিশ্বাস করে না এবং কারা তাঁকে ধরিয়ে দেবে।
65 তিনি বললেন, তাই আমি তোমাদের বলেছি, আমার পিতার কাছ থেকে তাকে দেওয়া না হলে কেউ আমার কাছে আসতে পারে না।
66 সেই সময় থেকে তাঁর অনেক শিষ্য ফিরে গেলেন এবং তাঁর সঙ্গে আর হাঁটলেন না।
67 তখন যীশু সেই বারোজনকে বললেন, ' তোমরাও কি চলে যাবে?
68 তখন শিমোন পিতর তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আমরা কার কাছে যাব? তোমার কাছে অনন্ত জীবনের কথা আছে।
69 এবং আমরা বিশ্বাস করি এবং নিশ্চিত যে আপনি সেই খ্রীষ্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র।
70 যীশু তাদের বললেন, ' আমি কি তোমাদের বারোজনকে মনোনীত করিনি, আর তোমাদের মধ্যে একজন শয়তান?
71 তিনি শিমোনের পুত্র যিহূদা ইসকরিওতের কথা বলেছিলেন, কারণ তিনিই সেই বারো জনের একজন হয়ে তাঁকে ধরিয়ে দেবেন।

অধ্যায় 7

1 এই ঘটনার পর যীশু গালীলে চললেন, কারণ ইহুদীরা তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিল বলে তিনি ইহুদীতে চলতেন না।
2 এখন ইহুদীদের তাঁবুর উৎসব আসন্ন।
3 তাই তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে বললেন, 'এখান থেকে চলে যাও এবং যিহূদিয়ায় যাও, যাতে তোমার শিষ্যরাও তোমার কাজ দেখতে পায়।'
4 কেননা এমন কেউ নেই যে গোপনে কিছু করে না, এবং সে নিজেও প্রকাশ্যে পরিচিত হতে চায়। আপনি যদি এই জিনিসগুলি করেন তবে নিজেকে বিশ্বের কাছে প্রকাশ করুন।
5 কারণ তাঁর ভাইয়েরাও তাঁকে বিশ্বাস করেনি।
6 তখন যীশু তাদের বললেন, আমার সময় এখনও আসেনি, কিন্তু তোমাদের সময় সব সময় প্রস্তুত।
7 পৃথিবী তোমাকে ঘৃণা করতে পারে না; কিন্তু এটা আমাকে ঘৃণা করে, কারণ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে এর কাজগুলো মন্দ।
8 তোমরা এই উৎসবে যাও। আমি এখনও এই পর্বে যাইনি। আমার সময় এখনও পূর্ণ হয়নি।
9 এই কথাগুলো বলে তিনি গালীলেই থাকতেন।
10 কিন্তু যখন তাঁর ভাইয়েরা উঠে গেল, তখন তিনিও ভোজে গেলেন, প্রকাশ্যে নয়, কিন্তু গোপনে যেমন হয়েছিল।
11 তখন ইহুদীরা ভোজে তাঁকে খুঁজতে লাগল, আর বলল, সে কোথায়?
12 এবং লোকেদের মধ্যে তাঁহার বিষয়ে অনেক বচসা হইল; কেননা কেহ কেহ বলিল, তিনি একজন ভালো লোক, অন্যরা বলিল, না; কিন্তু সে লোকদের সাথে প্রতারণা করে।
13যদিও ইহুদীদের ভয়ে কেউ তাঁর সম্বন্ধে প্রকাশ্যে কথা বলেনি।
14পর্বের মাঝখানে যীশু মন্দিরে গিয়ে শিক্ষা দিলেন।
15তখন ইহুদীরা আশ্চর্য হয়ে বলল, 'এই লোকটি কি করে অক্ষর জানে?
16 যীশু তাদের উত্তর দিয়ে বললেন, আমার শিক্ষা আমার নয়, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁরই।
17 যদি কেউ তার ইচ্ছা পালন করে, তবে সে সেই মতবাদ সম্পর্কে জানতে পারবে, তা ঈশ্বরের, নাকি আমি নিজের কথা বলছি।
18 যে নিজের কথা বলে সে নিজের গৌরব খোঁজে, কিন্তু যিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন তাঁর মহিমা খোঁজেন, তিনিই সত্য এবং তাঁর মধ্যে কোন অধার্মিকতা নেই।
19 মোশি কি তোমাদের বিধি-ব্যবস্থা দেননি, তবুও তোমাদের মধ্যে কেউই বিধি-ব্যবস্থা পালন করে না? আমাকে মারতে গেলে কেন?
20 লোকেরা উত্তর দিয়ে বলল, তোমার একটা শয়তান আছে, কে তোমাকে হত্যা করতে যাচ্ছে?
21 যীশু উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, আমি একটি কাজ করেছি এবং তোমরা সবাই আশ্চর্য হচ্ছ।
22 তাই মূসা তোমাদের সুন্নত দিয়েছেন; (কারণ এটা মোশির নয়, কিন্তু পিতৃপুরুষদের থেকে;) আর তোমরা বিশ্রামবারে একজন পুরুষের সুন্নত কর।
23 যদি কোন ব্যক্তি বিশ্রামবারে সুন্নত করে, যাতে মোশির আইন ভঙ্গ না হয়; তোমরা কি আমার উপর রাগ করছ, কারণ আমি বিশ্রামবারে একজন মানুষকে সুস্থ করেছি?
24 চেহারা অনুসারে বিচার করো না, বরং ন্যায়সঙ্গত বিচার করো।
25তখন জেরুজালেমের কয়েকজন লোক বলল, 'ইনি কি সেই নন, যাকে তারা হত্যা করতে চাইছে?
26 কিন্তু, দেখ, তিনি সাহসের সাথে কথা বলছেন, এবং তারা তাকে কিছুই বলে না। শাসকরা কি সত্যিই জানে যে ইনিই খ্রীষ্ট?
27 যদিও আমরা জানি তিনি কোথা থেকে এসেছেন।
28 তারপর মন্দিরে শিক্ষা দিতে গিয়ে যীশু চিৎকার করে বললেন, ' তোমরা দুজনেই আমাকে জানো এবং আমি কোথা থেকে এসেছি তাও তোমরা জান। আমি আমার নিজের থেকে আসিনি, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি সত্য, যাকে তোমরা জান না।'
29 কিন্তু আমি তাঁকে জানি, কারণ আমি তাঁর কাছ থেকে এসেছি এবং তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন।
30 তখন তারা তাঁকে ধরতে চাইল, কিন্তু কেউ তাঁকে ধরল না, কারণ তাঁর সময় এখনও আসেনি।
31 তখন অনেক লোক তাঁকে বিশ্বাস করল এবং বলল, 'খ্রীষ্ট যখন আসবেন, তখন তিনি কি এই লোকটি যা করেছেন তার চেয়ে বেশি অলৌকিক কাজ করবেন?
32 ফরীশীরা শুনল যে, লোকেরা তাঁর বিষয়ে এই ধরনের কথা বচসা করছে। ফরীশীরা ও প্রধান যাজকরা তাঁকে ধরতে কর্মচারীদের পাঠালেন।
33 তখন যীশু তাঁদের বললেন, ' আর কিছুক্ষণ আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, তারপর যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর কাছে যাব।'
34 তোমরা আমাকে খুঁজবে কিন্তু আমাকে পাবে না। আমি যেখানে আছি সেখানে তোমরা আসতে পারবে না।
35 তখন ইহুদীরা নিজেদের মধ্যে বলল, 'সে কোথায় যাবে, আমরা তাকে পাব না?' তিনি কি অইহুদীদের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লোকদের কাছে যাবেন এবং অইহুদীদের শিক্ষা দেবেন?
36 এই কথার কি ধরন যে তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা আমাকে খুঁজবে কিন্তু আমাকে পাবে না। আমি যেখানে আছি সেখানে তোমরা আসতে পারবে না?'
37 শেষ দিনে, ভোজের সেই মহান দিনে, যীশু দাঁড়িয়ে কাঁদলেন এবং বললেন, যদি কেউ পিপাসা পায় তবে সে আমার কাছে এসে পান করুক।
38 যে আমাকে বিশ্বাস করে, শাস্ত্র যেমন বলেছে, তার পেট থেকে জীবন্ত জলের নদী প্রবাহিত হবে।
39 (কিন্তু এই কথা তিনি আত্মার বিষয়ে বলেছিলেন, যাঁরা তাঁর উপর বিশ্বাস করে তাদের গ্রহণ করা উচিত; কারণ পবিত্র আত্মা তখনও দেওয়া হয়নি; কারণ যীশু তখনও মহিমান্বিত হননি।)
40 এই কথা শুনে অনেক লোক বলল, 'সত্যি বলছি ইনি সেই নবী।'
41 অন্যরা বলল, 'ইনি সেই খ্রীষ্ট।' কিন্তু কেউ কেউ বলল, খ্রীষ্ট কি গালীল থেকে বের হয়ে আসবেন?
42 শাস্ত্রে কি বলা হয়নি যে, খ্রীষ্ট দায়ূদের বংশ থেকে এবং বেথলেহেম শহর থেকে আসবেন, যেখানে দায়ূদ ছিলেন?

43 তাই তাঁর জন্য লোকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হল।
44 আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাকে ধরে নিয়ে যেত; কিন্তু কেউ তার গায়ে হাত দেয়নি।
45 তখন কর্মচারীরা প্রধান যাজক ও ফরীশীদের কাছে এলেন। তারা তাদের বলল, 'তোমরা তাকে আনলে না কেন?
46 কর্মচারীরা উত্তর দিল, এই লোকের মত কেউ কখনও কথা বলে নি।
47 তখন ফরীশীরা তাদের বলল, তোমরাও কি প্রতারিত হয়েছ?
48 শাসক বা ফরীশীদের মধ্যে কেউ কি তাঁকে বিশ্বাস করেছে?
49 কিন্তু এই লোকেরা যারা বিধি-ব্যবস্থা জানে না তারা অভিশপ্ত।
50 নিকোদেমাস তাদের বললেন, (যিনি রাত্রে যীশুর কাছে এসেছিলেন, তিনি তাদের একজন ছিলেন)
51 আমাদের বিধি-ব্যবস্থা কি তার কথা শোনার আগে এবং সে কী করে তা জানার আগেই কি তার বিচার করে?
52 তাঁরা তাঁকে বললেন, 'তুমিও কি গালীলের? অনুসন্ধান করুন এবং দেখুন, কারণ গালীল থেকে কোন ভাববাদীর জন্ম হয় নি।
53 আর প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়িতে চলে গেল।

অধ্যায় 8

1 যীশু জলপাই পর্বতে গেলেন।
2 খুব ভোরে তিনি আবার মন্দিরে এলেন, এবং সমস্ত লোক তাঁর কাছে এল। এবং তিনি বসলেন এবং তাদের শিক্ষা দিলেন।
3 তখন ব্যবস্থার শিক্ষকরা ও ফরীশীরা একজন স্ত্রীলোককে যীশুর কাছে নিয়ে এল। এবং যখন তারা তাকে মাঝখানে স্থাপন করেছিল,
4তাঁরা তাঁকে বললেন, 'গুরু, এই মহিলাকে ব্যভিচারে ধরা হয়েছিল।
5 এখন মোশি বিধি-ব্যবস্থায় আমাদের আদেশ দিয়েছিলেন যে, এমন লোকদের পাথর মেরে ফেলতে হবে। কিন্তু আপনি কি বলছেন?
6তারা তাঁকে প্রলোভিত করার জন্য একথা বলেছিল, যেন তাঁকে দোষারোপ করতে হয়। কিন্তু যীশু নিচু হয়ে মাটিতে আঙুল দিয়ে লিখলেন, যেন তিনি শুনতে পাননি।
7 তাই যখন তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে থাকল, তখন তিনি নিজেকে তুলে ধরে বললেন, তোমাদের মধ্যে যে পাপমুক্ত, সে প্রথমে তাকে পাথর ছুঁড়ে মারুক।
8 আর তিনি আবার নিচু হয়ে মাটিতে লিখলেন।
9 আর যাঁরা তা শুনেছিল, নিজেদের বিবেক দ্বারা দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল, তারা একে একে বেরিয়ে গেল, জ্যেষ্ঠ থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত, আর যীশু একাই রইলেন, আর সেই স্ত্রীলোকটি মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন।
10 যীশু যখন উপরে উঠলেন, আর সেই স্ত্রীলোকটিকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলেন, তখন তিনি তাকে বললেন, হে নারী, তোমার অভিযুক্তরা কোথায়? কেউ কি তোমাকে দোষী করেনি?
11 সে বলল, না, প্রভু! যীশু তাকে বললেন, আমিও তোমাকে দোষী করি না, যাও, আর পাপ করো না।
12 তারপর যীশু আবার তাদের কাছে বললেন, আমি জগতের আলো, যে আমাকে অনুসরণ করে সে অন্ধকারে চলবে না, কিন্তু জীবনের আলো পাবে।
13 তখন ফরীশীরা তাঁকে বলল, 'তুমি নিজের কথাই স্বীকার করছ। তোমার রেকর্ড সত্য নয়।
14 যীশু উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, ' যদিও আমি আমার নিজের সাক্ষ্য রাখি, তবুও আমার রেকর্ড সত্য। কারণ আমি জানি আমি কোথা থেকে এসেছি এবং কোথায় যাচ্ছি। কিন্তু আমি কোথা থেকে এসেছি আর কোথায় যাচ্ছি তা তোমরা বলতে পারবে না।
15 তোমরা বিচার কর দেহ অনুসারে; আমি কোন মানুষকে বিচার করি না।
16 তারপরও যদি আমি বিচার করি, আমার বিচার সত্য: কারণ আমি একা নই, কিন্তু আমি এবং পিতা যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।
17 তোমার বিধি-ব্যবস্থায়ও লেখা আছে যে, দুজন লোকের সাক্ষ্য সত্য।
18 আমি একজন যে নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি এবং পিতা যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেন।
19 তখন তারা তাঁকে বলল, তোমার পিতা কোথায়? যীশু উত্তর দিলেন, ' তোমরা না আমাকে চিনতে, না আমার পিতাকে, যদি তোমরা আমাকে চিনতে তবে আমার পিতাকেও চিনতে পার।
20 এই কথাগুলো যীশু মন্দিরে শিক্ষা দেওয়ার সময় ভাণ্ডারে বলেছিলেন। কেউ তাঁর গায়ে হাত তোলেনি। কারণ তার সময় এখনও আসেনি।
21 তারপর যীশু তাদের আবার বললেন, আমি আমার পথে যাচ্ছি, আর তোমরা আমাকে খুঁজবে এবং তোমাদের পাপে মরবে। আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে তোমরা আসতে পারবে না।
22 তখন ইহুদীরা বলল, সে কি আত্মহত্যা করবে? কারণ তিনি বলেছেন, আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে তোমরা আসতে পারবে না।
23 তিনি তাদের বললেন, ' তোমরা নীচ থেকে এসেছ। আমি উপরে থেকে এসেছি। তোমরা এই জগতের। আমি এই পৃথিবীর নই।
24 তাই আমি তোমাদের বলেছি, তোমরা তোমাদের পাপেই মরবে। কারণ যদি তোমরা বিশ্বাস না কর যে আমিই তিনি, তবে তোমরা তোমাদের পাপেই মরবে।
25 তখন তারা তাঁকে বলল, 'তুমি কে?' যীশু তাদের বললেন, ' আমি শুরু থেকে তোমাদের যা বলেছি ঠিক তাই।
26 তোমার বিষয়ে আমার অনেক কিছু বলার ও বিচার করার আছে; কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি সত্য; এবং আমি তাঁর সম্পর্কে যা শুনেছি তা আমি বিশ্বের কাছে বলি।
27 তারা বুঝতে পারল না যে, তিনি তাদের পিতার কথা বলেছেন।
28 তখন যীশু তাদের বললেন, ' তোমরা যখন মনুষ্যপুত্রকে তুলবে, তখন জানবে যে আমিই তিনি এবং আমি নিজে থেকে কিছুই করি না। কিন্তু আমার পিতা যেমন আমাকে শিখিয়েছেন, আমি এই কথা বলি।

29 আর যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি আমার সঙ্গে আছেন৷ পিতা আমাকে একা রাখেননি৷ কারণ আমি সবসময় সেই কাজই করি যা তাকে খুশি করে।
30 তিনি যখন এই কথাগুলি বললেন, তখন অনেকেই তাঁর উপর বিশ্বাস করল৷
31তখন যীশু সেই ইহুদীদের বললেন, যারা তাঁকে বিশ্বাস করেছিল, ' তোমরা যদি আমার কথায় থাক, তবে সত্যিই তোমরা আমার শিষ্য৷
32 আর তোমরা সত্য জানবে এবং সত্যই তোমাদের মুক্ত করবে৷
33 তারা তাঁকে উত্তর দিল, আমরা ইব্রাহিমের বংশ, আর কখনও কারো দাসত্ব করিনি৷ তুমি কি করে বলছ, তোমাদের মুক্ত করা হবে?
34 যীশু তাদের উত্তর দিলেন, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যে পাপ করে সে পাপের দাস৷
35 আর দাস চিরকাল গৃহে থাকে না, কিন্তু পুত্র চিরকাল থাকে৷
36 তাই যদি পুত্র তোমাদের মুক্ত করেন, তবে তোমরা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হবে৷
37 আমি জানি তোমরা অব্রাহামের বংশ; কিন্তু তোমরা আমাকে মেরে ফেলতে চাও, কারণ তোমাদের মধ্যে আমার কথার কোন স্থান নেই৷
38 আমি আমার পিতার কাছে যা দেখেছি তাই বলি৷ আর তোমরা তোমাদের পিতার কাছে যা দেখেছ তাই কর৷
39 তারা উত্তরে তাঁকে বলল, 'আমাদের পিতা অব্রাহাম৷' যীশু তাদের বললেন, ' তোমরা যদি ইব্রাহিমের সন্তান হতে তবে অব্রাহামের মতো কাজ করতে।
40 কিন্তু এখন তোমরা আমাকে হত্যা করতে চাইছ, একজন লোক যে তোমাদেরকে সত্য বলেছে, যা আমি ঈশ্বরের কাছে শুনেছি৷ ইব্রাহিম তা করেননি৷
41 তোমরা তোমাদের পিতার কাজ কর৷ তখন তারা তাঁকে বলল, আমরা ব্যভিচার থেকে জন্মগ্রহণ করিনি৷ আমাদের একজনই পিতা, এমনকি ঈশ্বরও।
42 যীশু তাদের বললেন, ' ঈশ্বর যদি তোমাদের পিতা হতেন, তবে তোমরা আমাকে ভালোবাসতে, কারণ আমি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছি এবং এসেছি৷ আমি নিজে থেকে আসিনি, কিন্তু তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন৷
43 তোমরা আমার কথা বুঝতে পারছ না কেন? কারণ তোমরা আমার কথা শুনতে পাও না৷
44 তোমরা তোমাদের পিতা শয়তানের লোক এবং তোমাদের পিতার অভিলাষ তোমরা করবে৷ তিনি প্রথম থেকেই একজন খুনি ছিলেন এবং সত্যে বাস করেননি, কারণ তার মধ্যে সত্য নেই৷ যখন সে মিথ্যা বলে, তখন সে তার নিজের কথা বলে, কারণ সে মিথ্যাবাদী এবং তার পিতা৷
45 আর আমি তোমাদের সত্য বলছি বলে তোমরা আমাকে বিশ্বাস করো না৷
46 তোমাদের মধ্যে কে আমাকে পাপের বিষয়ে বিশ্বাস করে? আর আমি যদি সত্যি বলি, তাহলে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করছ না কেন?
47 যে ঈশ্বরের হয় সে ঈশ্বরের কথা শোনে৷ তাই তোমরা সেগুলি শুনছ না, কারণ তোমরা ঈশ্বরের নও৷
48 তখন ইহুদীরা উত্তর দিয়ে তাঁকে বলল, 'আমরা কি ঠিক বলি না যে তুমি একজন শমরীয়, আর তোমার শয়তান আছে?
49 যীশু উত্তর দিলেন, আমার কোন শয়তান নেই; কিন্তু আমি আমার পিতাকে সম্মান করি, আর তোমরা আমাকে অসম্মান কর৷
50 আর আমি আমার নিজের গৌরব খুঁজি না, একজন আছেন যিনি খোঁজ করেন এবং বিচার করেন৷
51 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যদি কেউ আমার কথা পালন করে, তবে সে কখনও মৃত্যু দেখতে পাবে না৷
52 তখন ইহুদীরা তাঁকে বলল, 'এখন আমরা জানতে পেরেছি যে তোমার মধ্যে একটা ভূত আছে৷ আব্রাহাম মৃত, এবং নবী; আর তুমি বলো, যদি কেউ আমার কথা পালন করে, সে কখনো মৃত্যুর স্বাদ পাবে না।
53 তুমি কি আমাদের পিতা অব্রাহামের থেকেও মহান, যিনি মারা গেছেন? আর ভাববাদীরা মারা গেছেন: আপনি নিজেকে কাকে বানাচ্ছেন?
54 যীশু উত্তর দিলেন, ' আমি যদি নিজেকে সম্মান করি তবে আমার সম্মানের কিছু নেই৷ আমার পিতাই আমাকে সম্মান করেন৷ যার সম্বন্ধে তোমরা বল, তিনিই তোমাদের ঈশ্বর।
55 তবুও তোমরা তাঁকে চিনতে পার নি৷ কিন্তু আমি তাকে চিনি, আর যদি বলি, আমি তাকে চিনি না, তবে আমিও তোমাদের মতো মিথ্যাবাদী হব৷
56 তোমার পিতা অব্রাহাম আমার দিন দেখে আনন্দ করেছিলেন, এবং তিনি তা দেখেছিলেন এবং আনন্দ করেছিলেন৷
57 তখন ইহুদীরা তাঁকে বলল, 'তোমার বয়স এখনও পঞ্চাশ বছর হয়নি, আর তুমি কি অব্রাহামকে দেখেছ?
58 যীশু তাদের বললেন, ' সত্যিই, আমি তোমাদের বলছি, অব্রাহামের আগে আমিই আছি৷'
59 তখন তারা তাঁকে ছুঁড়ে মারার জন্য পাথর তুলে নিল৷ কিন্তু যীশু নিজেকে লুকিয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে তাদের মধ্য দিয়ে চলে গেলেন৷

অধ্যায় 9

1 যীশু যখন সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি একজন লোককে দেখতে পেলেন যে জন্ম থেকেই অন্ধ ছিল৷
2 তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, গুরু, কে পাপ করেছে, এই লোকটি নাকি তার পিতামাতার, যে সে অন্ধ হয়ে জন্মেছিল?
3 যীশু উত্তরে বললেন, এই লোকটি পাপ করেনি, তার বাবা-মাও পাপ করেনি, কিন্তু ঈশ্বরের কাজ তার মধ্যে প্রকাশ করা উচিত৷
4 যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তার কাজ দিন থাকতেই আমাকে করতে হবে৷ রাত আসে যখন কেউ কাজ করতে পারে না৷
5 যতদিন আমি পৃথিবীতে আছি ততদিন আমি জগতের আলো।
6 এই কথা বলার পর তিনি মাটিতে থুথু দিলেন এবং থুতুর কাদামাটি তৈরি করলেন এবং সেই মাটি দিয়ে অন্ধের চোখে অভিষেক করলেন,

7 তিনি তাকে বললেন, যাও, শিলোয়ামের পুকুরে ধুয়ে নাও।
8 সেইজন্য প্রতিবেশীরা এবং যাঁরা তাঁকে আগে দেখেছিল যে তিনি অন্ধ, তাঁরা বললেন, 'এ কি সেই লোক নয় যে বসে ভিক্ষা করত?
9 কেউ কেউ বলল, এই সে, অন্যরা বলল, সে তারই মতো, কিন্তু সে বলল, আমিই সে।
10 তাই তারা তাঁকে বলল, তোমার চোখ কি করে খুলে গেল?
11 তিনি উত্তর দিয়ে বললেন, যীশু নামে এক ব্যক্তি মাটি তৈরি করে আমার চোখ দিয়ে অভিষেক করে আমাকে বললেন, শিলোয়ামের পুকুরে গিয়ে ধুয়ে ফেল; আর আমি গিয়ে ধুয়ে ফেললাম এবং দৃষ্টিশক্তি পেলাম।
12 তখন তারা তাকে বলল, সে কোথায়? তিনি বললেন, আমি জানি না।
13 তারা ফরীশীদের কাছে তাকে নিয়ে এলো যে আগে অন্ধ ছিল৷
14 আর সেই বিশ্রামবারে যীশু মাটি তৈরি করে চোখ খুললেন৷
15 তারপর আবার ফরীশীরাও তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন কিভাবে তিনি দৃষ্টিশক্তি পেলেন৷ তিনি তাদের বললেন, তিনি আমার চোখের উপর কাদামাটি লাগিয়েছিলেন এবং আমি ধুয়ে ফেললাম এবং দেখতে পাচ্ছি৷
16 তাই ফরীশীদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন, এই লোকটি ঈশ্বরের নয়, কারণ সে বিশ্রামবার পালন করে না৷ অন্যরা বলল, একজন পাপী মানুষ কিভাবে এমন অলৌকিক কাজ করতে পারে? এবং তাদের মধ্যে বিভাজন ছিল।
17 তারা আবার সেই অন্ধকে বলল, 'তুমি তার সম্পর্কে কি বল যে সে তোমার চোখ খুলে দিয়েছে?' তিনি বললেন, তিনি একজন নবী।
18 কিন্তু ইহুদীরা তাঁর বিষয়ে বিশ্বাস করল না যে, তিনি অন্ধ ছিলেন এবং দৃষ্টিশক্তি পেয়েছেন, যতক্ষণ না তারা তাঁর দৃষ্টিশক্তির পিতা-মাতাকে ডাকেন৷
19 তারা তাদের জিজ্ঞাসা করল, 'এ কি তোমাদের ছেলে, যাকে তোমরা বলে জন্মান্ধ? তাহলে সে এখন কিভাবে দেখবে?
20তার পিতামাতা তাদের উত্তর দিয়ে বললেন, আমরা জানি যে ইনি আমাদের ছেলে এবং সে অন্ধ হয়ে জন্মেছিল।
21 কিন্তু তিনি এখন কিসের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছেন, আমরা জানি না৷ বা কে তার চোখ খুলেছে, আমরা জানি না: তার বয়স হয়েছে৷ তাকে জিজ্ঞাসা করুন: সে নিজের পক্ষে কথা বলবে।
22 এই কথাগুলো তার বাবা-মা বললেন, কারণ তারা ইহুদীদের ভয় করত, কারণ ইহুদীরা আগেই একমত হয়েছিল যে, যদি কেউ স্বীকার করে যে তিনি খ্রীষ্ট, তবে তাকে সমাজগৃহ থেকে বের করে দেওয়া হবে৷
23 তাই তার বাবা-মা বললেন, 'তার বয়স হয়েছে৷ তাকে জিজ্ঞাসা করুন
24 তারপর তারা আবার সেই অন্ধ লোকটিকে ডেকে বলল, ঈশ্বরের প্রশংসা কর, আমরা জানি এই লোকটি একজন পাপী৷
25 তিনি উত্তর দিয়ে বললেন, সে পাপী কিনা, আমি জানি না: আমি একটা কথা জানি, আমি অন্ধ ছিলাম, এখন দেখতে পাচ্ছি।
26 তখন তারা তাঁকে আবার বলল, সে তোমার কি করল? সে তোমার চোখ কিভাবে খুলল?
27 তিনি তাদের বললেন, 'আমি তো তোমাদের আগেই বলেছি, কিন্তু তোমরা শোননি৷ কেন আবার শুনবে? তোমরাও কি তাঁর শিষ্য হবে?
28 তখন তারা তাকে নিন্দা করে বলল, তুমি তার শিষ্য; কিন্তু আমরা মোশির শিষ্য।
29 আমরা জানি যে ঈশ্বর মোশির সাথে কথা বলেছেন: এই লোকটির জন্য আমরা জানি না সে কোথা থেকে এসেছে৷
30 লোকটি উত্তর দিয়ে তাদের বলল, 'এখানে কেন এক বিস্ময়কর বিষয়, যে তিনি কোথা থেকে এসেছেন তা তোমরা জান না, তবুও সে আমার চোখ খুলে দিয়েছে৷'
31 এখন আমরা জানি যে ঈশ্বর পাপীদের কথা শোনেন না৷
32 জগৎ শুরু হওয়ার পর থেকে কেউ জন্মান্ধের চোখ খুলেছে বলে শোনা যায়নি৷
33 এই লোকটি যদি ঈশ্বরের কাছ থেকে না হত তবে সে কিছুই করতে পারত না৷
34 তারা উত্তরে তাঁকে বলল, 'তুমি তো পাপেই জন্মেছ, আর তুমি কি আমাদের শিক্ষা দিচ্ছ? এবং তারা তাকে তাড়িয়ে দিল।
35 যীশু শুনলেন যে তারা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে৷ তিনি তাকে খুঁজে পেয়ে বললেন, ' তুমি কি ঈশ্বরের পুত্রকে বিশ্বাস কর?'
36 তিনি উত্তর দিয়ে বললেন, 'প্রভু, তিনি কে, আমি তাকে বিশ্বাস করতে পারি?'
37 যীশু তাকে বললেন, ' তুমি দুজনেই তাকে দেখেছ, আর সে তোমার সঙ্গে কথা বলে৷'
38 তিনি বললেন, 'প্রভু, আমি বিশ্বাস করি৷ এবং তিনি তাকে পূজা করলেন।
39 যীশু বললেন, ' আমি বিচারের জন্য এই জগতে এসেছি, যাতে যারা দেখে না তারা দেখতে পায়৷ আর যারা দেখতে পায় তারা যেন অন্ধ হয়ে যায়৷
40 তাঁর সঙ্গে থাকা কয়েকজন ফরীশী এই কথা শুনে তাঁকে বললেন, 'আমরাও কি অন্ধ?
41 যীশু তাদের বললেন, ' তোমরা যদি অন্ধ হতে তবে তোমাদের কোনো পাপ থাকত না৷ কিন্তু এখন তোমরা বলছ, আমরা দেখতে পাচ্ছি৷ তাই তোমার পাপ থেকে যায়।

অধ্যায় 10

1 সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদের বলছি, যে দরজা দিয়ে ভেড়ার খোলে ঢোকে না, বরং অন্য কোন পথ দিয়ে উপরে উঠে, সে চোর ও ডাকাত৷
2 কিন্তু দরজা দিয়ে যে প্রবেশ করে সে মেষপালক৷
3 তার কাছে দারোয়ান খুলে দেয়; এবং মেষরা তার কণ্ঠস্বর শুনতে পায় এবং সে তার নিজের মেষদের নাম ধরে ডাকে এবং তাদের বাইরে নিয়ে যায়৷
4 এবং যখন সে তার নিজের মেষদের বের করে, সে তাদের আগে যায়, এবং মেষরা তাকে অনুসরণ করে, কারণ তারা তার কণ্ঠস্বর জানে৷
5 তারা অপরিচিত লোকের অনুসরণ করবে না, কিন্তু তার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে, কারণ তারা অপরিচিতদের কণ্ঠস্বর জানে না৷

6 এই দৃষ্টান্তটি যীশু তাদের বললেন, কিন্তু তিনি তাদের যা বললেন তা তারা বুঝতে পারল না।
7 তখন যীশু আবার তাদের বললেন, ' সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদের বলছি, আমি মেষদের দরজা।'
8 আমার আগে যারা এসেছে তারা সবাই চোর ও ডাকাত; কিন্তু মেষরা তাদের কথা শোনেনি।
9 আমিই দরজা; আমার দ্বারা যদি কেউ ভিতরে প্রবেশ করে তবে সে রক্ষা পাবে, এবং ভিতরে ও বাইরে যাবে এবং চারণভূমি পাবে।
10 চোর আসে না, কিন্তু চুরি করতে, হত্যা করতে ও ধ্বংস করতে আসে: আমি এসেছি যাতে তারা জীবন পায় এবং তারা তা আরও প্রচুর পরিমাণে পায়।
11 আমিই উত্তম মেষপালক; উত্তম মেষপালক মেষদের জন্য তার জীবন দেয়।
12 কিন্তু যে একজন মজুর, মেষপালক নয়, যার নিজের মেষ নয়, সে নেকড়েকে আসতে দেখে মেষগুলোকে ফেলে পালিয়ে যায়, আর নেকড়ে তাদের ধরে মেষগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে।
13 মজুর পলায়ন করে, কারণ সে একজন মজুর, এবং ভেড়ার যত্ন নেয় না।
14 আমিই উত্তম মেষপালক, আমি আমার মেষদের চিনি এবং আমার সম্পর্কে পরিচিত।
15 পিতা যেমন আমাকে জানেন, তেমনি আমি পিতাকেও জানি।
16আর আমার আরও কিছু ভেড়া আছে, যেগুলো এই গোয়ালের নয়; তাদেরও আমাকে আনতে হবে, এবং তারা আমার কণ্ঠস্বর শুনবে; এবং সেখানে একটি ভাঁজ এবং একটি রাখাল থাকবে।
17 তাই আমার পিতা আমাকে ভালবাসেন, কারণ আমি আমার জীবন উৎসর্গ করি, যাতে আমি তা আবার নিতে পারি।
18 কেউ আমার কাছ থেকে তা কেড়ে নেয় না, কিন্তু আমি নিজের থেকে তা রেখেছি। আমি এটা রেখে দেবার ক্ষমতা আছে, এবং আমি এটা আবার নিতে ক্ষমতা আছে. এই আদেশ আমি আমার পিতার কাছ থেকে পেয়েছি।
19 এই কথার জন্য ইহুদীদের মধ্যে আবার মতবিরোধ হল।
20 তাদের মধ্যে অনেকেই বলল, 'তার একটা শয়তান আছে এবং সে পাগল।' তুমি তার কথা শুনছ কেন?
21 অন্যরা বলল, 'যার শয়তান আছে তার কথা এসব নয়। শয়তান কি অন্ধের চোখ খুলতে পারে?
22 আর জেরুজালেমে উৎসর্গের উৎসব ছিল, আর তখন শীতকাল।
23 আর যীশু মন্দিরে শলোমনের বারান্দায় হাঁটছিলেন।
24 তখন ইহুদীরা তাঁর চারপাশে এসে তাঁকে বলল, 'আপনি আর কতকাল আমাদের সন্দেহ করবেন? আপনি যদি খ্রীষ্ট হন, আমাদের স্পষ্টভাবে বলুন।
25 যীশু তাদের উত্তরে বললেন, আমি তোমাদের বলেছিলাম, কিন্তু তোমরা বিশ্বাস কর নি। আমি আমার পিতার নামে যে কাজগুলি করি, সেগুলিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়।
26 কিন্তু তোমরা বিশ্বাস কর না, কারণ আমি তোমাদের বলেছিলাম, তোমরা আমার মেষদের অন্তর্ভুক্ত নও।
27 আমার মেষরা আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পায়, এবং আমি তাদের জানি এবং তারা আমাকে অনুসরণ করে।
28 এবং আমি তাদের অনন্ত জীবন দেব; তারা কখনও ধ্বংস হবে না, কেউ আমার হাত থেকে তাদের কেড়ে নেবে না।
29 আমার পিতা, যিনি তাদের আমাকে দিয়েছেন, তিনি সকলের চেয়ে মহান। আর কেউ আমার পিতার হাত থেকে তাদের কেড়ে নিতে পারবে না।
30 আমি এবং আমার পিতা এক।
31 তখন ইহুদীরা তাঁকে পাথর মারতে আবার পাথর তুলে নিল।
32 যীশু তাদের বললেন, ' আমার পিতার কাছ থেকে আমি তোমাদের অনেক ভাল কাজ দেখিয়েছি। কোন কাজের জন্য তোমরা আমাকে পাথর মারবে?
33 এর উত্তরে ইহুদীরা বলল, 'ভালো কাজের জন্য আমরা তোমাকে পাথর মারব না। কিন্তু ধর্মনিন্দার জন্য; আর কারণ তুমি একজন মানুষ হয়ে নিজেকে ঈশ্বর বানিয়েছ।
34 যীশু তাঁদের বললেন, ' তোমাদের বিধি-ব্যবস্থায় কি লেখা নেই, আমি বলেছি, তোমরা দেবতা?
35 যদি তিনি তাদের দেবতা বলে ডাকেন, যাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য এসেছিল, এবং শাস্ত্র ভঙ্গ করা যায় না।
36 পিতা যাকে পবিত্র করেছেন এবং পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তার সম্বন্ধে বলুন, আপনি নিন্দা করছেন। কারণ আমি বলেছিলাম, আমি ঈশ্বরের পুত্র?
37 আমি যদি আমার পিতার কাজ না করি তবে আমাকে বিশ্বাস করবেন না।
38 কিন্তু আমি যদি তা করি, যদিও তোমরা আমাকে বিশ্বাস না কর, তবে কাজগুলিকে বিশ্বাস কর। যাতে তোমরা জানতে এবং বিশ্বাস করতে পার যে পিতা আমার মধ্যে আছেন এবং আমি তাঁর মধ্যে।
39অতএব তারা আবার তাকে ধরতে চাইল, কিন্তু সে তাদের হাত থেকে রক্ষা পেল।
40 তারপর আবার জর্ডানের ওপারে চলে গেলেন যেখানে যোহন প্রথমে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন। এবং সেখানে তিনি বাস করতেন।
41 আর অনেকে তাঁর কাছে এসে বলল, যোহন কোন অলৌকিক কাজ করেননি; কিন্তু যোহন এই লোকটির বিষয়ে যা বলেছেন সবই সত্য।
42 সেখানে অনেকেই তাঁকে বিশ্বাস করল।

অধ্যায় 11

1 লাসার নামে একজন অসুস্থ ছিলেন।
2 (এটি সেই মরিয়ম ছিল যে প্রভুকে মলম দিয়ে অভিষিক্ত করেছিল এবং তার চুল দিয়ে তাঁর পা মুছেছিল, যার ভাই লাসার অসুস্থ ছিল।)
3 তাই তাঁর বোনেরা তাঁর কাছে এই বলে পাঠালেন, 'প্রভু, দেখুন, আপনি যাকে ভালবাসেন তিনি অসুস্থ।'
4 যীশু একথা শুনে বললেন, ' এই রোগ মৃত্যু নয়, কিন্তু ঈশ্বরের মহিমার জন্য, যাতে ঈশ্বরের পুত্রের মহিমা হয়।
5 এখন যীশু মার্থা, তার বোন এবং লাসারকে ভালোবাসতেন।

6 সেইজন্য যখন তিনি শুনলেন যে তিনি অসুস্থ, তখন তিনি যেখানে ছিলেন সেখানেই দু'দিন থাকলেন৷
7 তারপর তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, চল আমরা আবার যিহূদিয়ায় যাই।
8 তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বললেন, 'গুরু, ইহুদীরা আপনাকে পাথর মারতে চেয়েছিল৷ এবং তুমি কি আবার সেখানে যাবে?
9 যীশু উত্তর দিলেন, দিনে বারো ঘন্টা কি নেই? যদি কেউ দিনে হাঁটে তবে সে হোঁচট খায় না, কারণ সে এই জগতের আলো দেখে।
10 কিন্তু কেউ যদি রাতে হাঁটে তবে সে হোঁচট খায়, কারণ তার মধ্যে আলো নেই৷
11 এই কথাগুলো তিনি বললেন: তারপর তিনি তাদের বললেন, ' আমাদের বন্ধু লাসার ঘুমিয়ে পড়েছেন৷ কিন্তু আমি যাচ্ছি, যেন তাকে ঘুম থেকে জাগাই।
12 তখন তাঁর শিষ্যরা বললেন, প্রভু, যদি সে ঘুমিয়ে থাকে তবে সে ভাল করবে৷
13যদিও যীশু তাঁর মৃত্যুর কথা বলেছিলেন, কিন্তু তারা ভেবেছিল যে তিনি ঘুমের মধ্যে বিশ্রাম নেওয়ার কথা বলেছেন৷
14 তখন যীশু তাদের স্পষ্টভাবে বললেন, লাসার মারা গেছে৷
15 এবং আমি আপনার জন্য আনন্দিত যে আমি সেখানে ছিলাম না, যাতে আপনি বিশ্বাস করতে পারেন; তবুও আমরা তার কাছে যাই।
16 তখন থমাস, যাকে ডিডাইমাস বলা হয়, তাঁর সহশিষ্যদের বললেন, 'চল আমরাও যাই, তাঁর সঙ্গে মরতে পারি৷'
17 তারপর যীশু এসে দেখলেন যে তিনি চার দিন আগেই কবরে পড়ে আছেন৷
18 এখন বেথানিয়া জেরুজালেমের কাছাকাছি ছিল, প্রায় পনেরো ফারলাং দূরে।
19 আর অনেক ইহুদী মার্থা ও মরিয়মের কাছে তাদের ভাইয়ের বিষয়ে সান্ত্বনা দিতে এল৷
20 তখন মার্থা যখন শুনলেন যে যীশু আসছেন, তখন গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন, কিন্তু মরিয়ম ঘরে বসে রইলেন৷
21 তারপর মার্থা যীশুকে বললেন, 'প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকতেন তবে আমার ভাই মারা যেত না৷
22 কিন্তু আমি জানি, এখন পর্যন্ত তুমি ঈশ্বরের কাছে যা চাইবে, ঈশ্বর তোমাকে তা দেবেন৷
23 যীশু তাকে বললেন, তোমার ভাই আবার উঠবে৷
24 মার্থা তাঁকে বললেন, আমি জানি শেষ দিনে তিনি পুনরুত্থানে পুনরুত্থিত হবেন৷
25 যীশু তাকে বললেন, আমিই পুনরুত্থান এবং জীবন; যে আমাকে বিশ্বাস করে, যদিও সে মৃত, তবুও সে বেঁচে থাকবে৷
26 আর যে কেউ বেঁচে থাকে এবং আমাকে বিশ্বাস করে সে কখনও মরবে না। আপনি কি এটা বিশ্বাস করেন?
27 তিনি তাকে বললেন, হ্যাঁ, প্রভু: আমি বিশ্বাস করি যে আপনিই সেই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, যিনি জগতে আসবেন৷
28 এই কথা বলে সে চলে গেল এবং তার বোন মরিয়মকে গোপনে ডেকে বলল, 'গুরু এসেছেন, তোমাকে ডাকছেন৷'
29 একথা শোনা মাত্রই সে তাড়াতাড়ি উঠে যীশুর কাছে আসল৷
30 যীশু তখনও শহরে আসেন নি, কিন্তু মার্থা যেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন সেই জায়গায় ছিলেন৷
31 তখন যে ইহুদীরা তার সঙ্গে বাড়িতে ছিল এবং তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, যখন তারা মরিয়মকে দেখেছিল যে, সে তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে চলে গেছে, তারা তার পিছনে পিছনে গেল এবং বলল, সে সেখানে কাঁদতে কবরের কাছে যাচ্ছে৷
32 যীশু যেখানে ছিলেন সেখানে মরিয়ম এসে তাঁকে দেখে তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে বললেন, প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকতেন, আমার ভাই মরত না৷
33 তখন যীশু যখন তাকে কাঁদতে দেখলেন, এবং তার সঙ্গে আসা ইহুদীরাও কাঁদছেন, তখন তিনি আত্মায় হাহাকার করলেন এবং চিন্তিত হলেন৷
34 বললেন, ' তোমরা তাকে কোথায় রেখেছ? তারা তাঁকে বলল, 'প্রভু, আসুন এবং দেখুন৷'
35 যীশু কাঁদলেন।
36 তখন ইহুদীরা বলল, দেখ, সে তাকে কত ভালবাসত!
37 তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, 'এই লোকটি, যে অন্ধের চোখ খুলে দিয়েছিল, সে কি পারেনি যে এই লোকটিরও মৃত্যু হওয়া উচিত নয়?'
38 সেইজন্য যীশু আবার নিজের মধ্যে হাহাকার করে কবরে আসেন৷ এটি একটি গুহা ছিল এবং তার উপরে একটি পাথর ছিল।
39 যীশু বললেন, তোমরা পাথরটা সরিয়ে নাও৷ যে মারা গিয়েছিল তার বোন মার্থা তাকে বলল, 'প্রভু, এতক্ষণে সে দুর্গন্ধ পেয়েছে, কারণ সে মারা গেছে চারদিন হল৷'
40 যীশু তাকে বললেন, আমি তোমাকে বলিনি যে, তুমি বিশ্বাস করলে ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পাবে?
41 তারপর মৃতকে যেখানে রাখা হয়েছিল সেখান থেকে তারা পাথরটি সরিয়ে নিল৷ যীশু চোখ তুলে বললেন, ' পিতা, আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই যে তুমি আমার কথা শুনেছ৷'
42 এবং আমি জানতাম যে আপনি সর্বদা আমার কথা শোনেন; কিন্তু যারা পাশে দাঁড়িয়েছে তাদের জন্য আমি এটা বললাম, যাতে তারা বিশ্বাস করে যে আপনি আমাকে পাঠিয়েছেন৷
43 এই কথা বলার পর তিনি উচ্চস্বরে চিৎকার করে বললেন, লাসার, বেরিয়ে এস।
44 আর যে মৃত ছিল সে বেরিয়ে এল, হাত-পা কবরে বাঁধা ছিল এবং তার মুখ রুমাল দিয়ে বাঁধা ছিল৷ যীশু তাদের বললেন, ' ওকে খুলে দাও এবং ছেড়ে দাও৷'
45 তখন অনেক ইহুদী যারা মরিয়মের কাছে এসেছিল এবং যীশু যা করতেন তা দেখেছিল তারা যীশুর উপর বিশ্বাস করল৷
46 কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ ফরীশীদের কাছে গেল এবং যীশু যা করেছিলেন তা তাদের জানাল৷
47 তখন প্রধান যাজক ও ফরীশীরা এক মহাসভা জড়ো করে বললেন, আমরা কি করব? কারণ এই লোকটি অনেক অলৌকিক কাজ করে৷

48 যদি আমরা তাকে এইভাবে একা থাকতে দেই, তবে সমস্ত লোক তাকে বিশ্বাস করবে: এবং রোমানরা এসে আমাদের জায়গা এবং জাতি উভয়ই কেড়ে নেবে।
49 তাদের মধ্যে একজন, যার নাম কায়াফা, সেই বছরই মহাযাজক ছিলেন, তিনি তাদের বললেন, তোমরা কিছুই জান না।
50 বা মনে করো না যে আমাদের জন্য সমীচীন, মানুষের জন্য একজনের মৃত্যু হওয়া উচিত, এবং সমগ্র জাতি ধ্বংস না হওয়া উচিত।
51 এবং এই কথা তিনি নিজের থেকে বলেননি; কিন্তু সেই বছর মহাযাজক হয়ে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে যীশু সেই জাতির জন্য মারা যাবেন।
52 আর শুধু সেই জাতির জন্য নয়, কিন্তু সে যেন ঈশ্বরের সন্তানদেরকে এক জায়গায় জড়ো করে, যারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।
53 তারপর সেই দিন থেকে তাঁরা তাঁকে হত্যা করার জন্য একত্রে মন্ত্রণা করলেন।
54 তাই যীশু ইহুদীদের মধ্যে আর প্রকাশ্যে চলাফেরা করেননি। কিন্তু সেখান থেকে মরুভূমির নিকটবর্তী একটি দেশে, ইফ্রয়িম নামক একটি শহরে গেলেন এবং সেখানে তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে চলতে থাকলেন।
55 আর ইহুদীদের নিস্তারপর্ব নিকটবর্তী ছিল, এবং অনেকে নিজেদের শুচি করার জন্য নিস্তারপর্বের আগে দেশ থেকে বেরিয়ে জেরুজালেমে গিয়েছিল।
56 তখন তাঁরা যীশুর খোঁজ করতে লাগলেন এবং মন্দিরে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগলেন, 'তোমরা কি মনে কর যে তিনি ভোজে আসবেন না?
57 এখন প্রধান যাজকরা এবং ফরীশীরা উভয়েই একটি আদেশ দিয়েছিলেন যে, যদি কেউ জানে যে সে কোথায় আছে, তবে তাকে দেখাবে যাতে তারা তাকে নিয়ে যেতে পারে।

অধ্যায় 12

1 তারপর নিস্তারপর্বের ছয় দিন আগে যীশু বৈথনিয়াতে এলেন, যেখানে লাসার ছিলেন যিনি মৃত ছিলেন, যাকে তিনি মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করেছিলেন।
2 সেখানে তারা তাঁর জন্য একটি নৈশভোজ করল। এবং মার্থা পরিবেশন করলেন: কিন্তু লাসার তাদের মধ্যে একজন ছিলেন যারা তাঁর সঙ্গে টেবিলে বসেছিলেন।
3 তারপর মরিয়ম এক আধা কেজি দামি মলম নিয়ে যীশুর পায়ে অভিষেক করলেন এবং নিজের চুল দিয়ে তাঁর পা মুছলেন, আর সেই আতরের গন্ধে ঘর ভরে গেল।
4তখন তাঁর শিষ্যদের মধ্যে একজন বললেন, শিমোনের পুত্র যিহূদা ইসকরিওত, যে তাঁকে ধরিয়ে দেবে।
5 কেন এই মলম তিনশো টাকায় বিক্রি করে গরীবদের দেওয়া হল না?
6 তিনি এই কথা বলেছেন, তিনি দরিদ্রদের জন্য চিন্তা করেন না; কিন্তু কারণ সে একজন চোর ছিল এবং তার ব্যাগ ছিল এবং তাতে যা রাখা হয়েছিল তা খালি ছিল।
7 তখন যীশু বললেন, ওকে একা থাকতে দাও, আমার কবর দেওয়ার দিন সে এটা রেখেছে।
8 কারণ গরীবরা সব সময় তোমার সাথে থাকে; কিন্তু আমি সবসময় না.
9 তাই ইহুদীদের অনেক লোক জানল যে তিনি সেখানে ছিলেন। তারা কেবল যীশুর জন্যই আসেনি, কিন্তু লাসারকেও দেখতে এসেছিল, যাকে তিনি মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করেছিলেন।
10 কিন্তু প্রধান যাজকরা লাসারকেও মেরে ফেলার জন্য পরামর্শ করলেন।
11 কারণ তাঁর কারণে ইহুদীদের মধ্যে অনেক লোক চলে গেল এবং যীশুতে বিশ্বাস করল।
12 পরের দিন অনেক লোক যারা ভোজে এসেছিল, যখন তারা শুনল যে যীশু জেরুজালেমে আসছেন,
13 খেজুর গাছের ডাল নিয়ে তাঁর সাথে দেখা করতে এগিয়ে গেলেন এবং চিৎকার করে বললেন, হোসান্না: ধন্য ইস্রায়েলের রাজা যিনি প্রভুর নামে আসছেন।
14 আর যীশু একটি গাধার বাচ্চা পেয়ে তাতে বসলেন। যেমন লেখা আছে,
15 হে সায়ন কন্যা, ভয় পেও না, দেখ, তোমার রাজা আসছেন, গাধার বাচ্চার ওপর বসে আছেন।
16 এই বিষয়গুলি তাঁর শিষ্যরা প্রথমে বুঝতে পারেনি। কিন্তু যীশুকে মহিমান্বিত করার পরে তাদের মনে পড়ল যে এই সব কথা তাঁর বিষয়ে লেখা হয়েছিল এবং তারা তাঁর প্রতি এই কাজ করেছিল।
17 তাই যখন তিনি লাসারকে তাঁর কবর থেকে ডেকে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করেছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে যে লোকেরা ছিল, তাদের কথাই ছিল।
18 এই কারণে লোকেরাও তাঁর সঙ্গে দেখা করল, কারণ তারা শুনেছিল যে তিনি এই অলৌকিক কাজ করেছেন।
19 তখন ফরীশীরা নিজেদের মধ্যে বলল, 'তোমরা বুঝতে পারছ কি করে তোমরা কিছুই করতে পারছ না? দেখ, জগৎ তার পিছনে চলে গেছে।
20 আর তাদের মধ্যে কয়েকজন গ্রীক ছিল যারা ভোজে উপাসনা করতে এসেছিল।
21 সেইজন্য সেই ব্যক্তি ফিলিপের কাছে, যিনি গালীলের বৈৎসৈদায় ছিলেন, তাঁর কাছে এসে তাঁকে অনুরোধ করে বললেন, মহাশয়, আমরা যীশুকে দেখতে পাব।
22 ফিলিপ এসে আন্দ্রিয়কে বললেন, আর আন্দ্রিয় ও ফিলিপ আবার যীশুকে বললেন।
23 যীশু তাদের উত্তর দিয়ে বললেন, সময় এসেছে, মানবপুত্রকে মহিমান্বিত করা হবে।
24 সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদের বলছি, গমের একটি শস্য মাটিতে পড়ে মরে না গেলে তা একাই থাকে, কিন্তু মরে গেলে অনেক ফল দেয়।
25 যে তার জীবনকে ভালবাসে সে তা হারাবে; আর যে এই পৃথিবীতে তার জীবনকে ঘৃণা করে সে তা অনন্ত জীবনের জন্য রাখবে।
26 যদি কেউ আমার সেবা করে, তবে সে আমাকে অনুসরণ করুক; আর আমি যেখানে আছি, সেখানে আমার দাসও থাকবে। যদি কেউ আমার সেবা করে, আমার পিতা তাকে সম্মান করবেন।
27 এখন আমার মন উদ্বিগ্ন; এবং আমি কি বলব? পিতা, এই সময় থেকে আমাকে রক্ষা করুন, কিন্তু এই কারণেই আমি এই সময়ে এসেছি।

28 পিতা, তোমার নাম মহিমান্বিত কর। তখন স্বর্গ থেকে একটি রব এল, 'আমি একে মহিমান্বিত করেছি এবং আবারও মহিমান্বিত করব৷'
29 সেইজন্য যারা পাশে দাঁড়িয়েছিল এবং শুনেছিল তারা বলল যে এটি বজ্রপাত হয়েছে৷ অন্যরা বলল, একজন স্বর্গদূত তার সাথে কথা বলেছেন৷
30 যীশু উত্তর দিয়ে বললেন, এই আওয়াজ আমার জন্য নয়, তোমার জন্য এসেছে৷
31 এখন এই জগতের বিচার; এখন এই জগতের রাজপুত্রকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে৷
32 আর আমি, যদি আমাকে পৃথিবী থেকে উপরে তোলা হয়, তবে সমস্ত মানুষকে আমার কাছে টানব।
33তিনি এই কথা বললেন, ইঙ্গিত দিয়ে তিনি কী মৃত্যুতে মরবেন৷
34 লোকেরা তাঁকে উত্তর দিল, 'আমরা বিধি-ব্যবস্থা থেকে শুনেছি যে খ্রীষ্ট চিরকাল থাকবেন৷ আর আপনি কি করে বলছেন, মানবপুত্রকে উপরে উঠতে হবে? এই মানবপুত্র কে?
35 তখন যীশু তাদের বললেন, ' আর কিছুক্ষণ আলো তোমাদের সঙ্গে আছে৷' যতক্ষণ তোমার আলো আছে ততক্ষণ হাঁট, পাছে অন্ধকার তোমার উপর না আসে, কারণ যে অন্ধকারে চলে সে জানে না সে কোথায় যাবে৷
36 তোমাদের কাছে আলো থাকাকালীন আলোতে বিশ্বাস কর, যাতে তোমরা আলোর সন্তান হতে পার৷ এই সব কথা যীশু বললেন, আর চলে গেলেন এবং তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করলেন৷
37 কিন্তু যদিও তিনি তাদের সামনে অনেক অলৌকিক কাজ করেছিলেন, তবুও তারা তাঁকে বিশ্বাস করেনি৷
38 য়েন ভাববাদী যিশাইয়ের কথা পূর্ণ হয়, যা তিনি বলেছিলেন, 'প্রভু, কে আমাদের সংবাদে বিশ্বাস করেছে? এবং প্রভুর বাহু কার কাছে প্রকাশিত হয়েছে?
39 তাই তারা বিশ্বাস করতে পারল না, কারণ যিশাইয় আবার বললেন,
40 তিনি তাদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছেন এবং তাদের হৃদয় শক্ত করেছেন; যাতে তারা তাদের চোখ দিয়ে দেখতে না পারে, তাদের হৃদয় দিয়ে বুঝতে না পারে এবং ধর্মান্তরিত হয়, এবং আমি তাদের সুস্থ করব।
41 ইশাইয় যখন তাঁর মহিমা দেখেছিলেন এবং তাঁর সম্বন্ধে কথা বলতেন তখন এই কথাগুলি বলেছিলেন৷
42 তথাপি প্রধান শাসকদের মধ্যেও অনেকে তাঁকে বিশ্বাস করেছিল৷ কিন্তু ফরীশীদের কারণে তারা তাকে স্বীকার করে নি, পাছে তাদের সমাজগৃহ থেকে বের করে দেওয়া হবে৷
43 কারণ তারা ঈশ্বরের প্রশংসার চেয়ে মানুষের প্রশংসা বেশি পছন্দ করত৷
44 যীশু চিৎকার করে বললেন, ' যে আমাকে বিশ্বাস করে, সে আমাকে নয়, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁকেই বিশ্বাস করে৷'
45 আর যিনি আমাকে দেখেন তিনি তাঁকেই দেখেন যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন৷
46 আমি জগতে আলো হয়ে এসেছি, যাতে যে কেউ আমাকে বিশ্বাস করে সে যেন অন্ধকারে না থাকে৷
47 আর কেউ যদি আমার কথা শুনে বিশ্বাস না করে, আমি তার বিচার করব না, কারণ আমি জগতের বিচার করতে আসিনি, কিন্তু জগতকে রক্ষা করতে এসেছি৷
48 যে আমাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং আমার বাক্য গ্রহণ করে না, তার বিচারকারী একজন আছে: আমি যে কথা বলেছি, শেষ দিনে সেই লোকই তার বিচার করবে৷
49 কারণ আমি আমার নিজের কথা বলিনি৷ কিন্তু পিতা যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আমাকে আদেশ দিয়েছেন, আমি কী বলব এবং কী বলব৷
50 এবং আমি জানি যে তাঁর আদেশ অনন্ত জীবন; তাই আমি যা বলি, পিতা যেমন আমাকে বলেছেন, আমি তাই বলি৷

অধ্যায় 13

1 এখন নিস্তারপর্বের উৎসবের আগে, যীশু যখন জানতেন যে তাঁর এই জগৎ থেকে পিতার কাছে চলে যাওয়ার সময় এসে গেছে, এই জগতে যাঁরা ছিল তাদেরই ভালোবাসতেন, শেষ অবধি তিনি তাদের ভালোবাসলেন৷
2 আর নৈশভোজ শেষ হচ্ছে, শয়তান এখন শিমোনের পুত্র যিহূদা ইসকারিয়োটের হৃদয়ে ঢুকিয়েছে, তাকে ধরিয়ে দেবার জন্য৷
3 যীশু জানতেন যে পিতা তাঁর হাতে সমস্ত কিছু দিয়েছেন এবং তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন এবং ঈশ্বরের কাছে গিয়েছিলেন৷
4তিনি নৈশভোজ থেকে উঠে তার জামাকাপড় সরিয়ে রাখলেন; এবং একটি গামছা নিল, এবং নিজেকে কোমরে বাঁধা.
5 তারপর তিনি একটি বেসন দিয়ে জল ঢেলে শিষ্যদের পা ধুতে শুরু করলেন এবং গামছা দিয়ে কোমরে মুছতে লাগলেন৷
6 তারপর তিনি শিমোন পিতরের কাছে গেলেন৷ পিতর তাঁকে বললেন, প্রভু, আপনি কি আমার পা ধুবেন?
7 এর উত্তরে যীশু তাকে বললেন, ' আমি কি করি তুমি এখন জানো না৷ কিন্তু আপনি পরে জানতে পারবেন.
8 পিতর তাঁকে বললেন, 'তুমি কখনও আমার পা ধুবে না৷ যীশু তাকে উত্তর দিলেন, আমি যদি তোমাকে না ধুই, তবে আমার সাথে তোমার কোন অংশ নেই৷
9 শিমোন পিতর তাঁকে বললেন, 'প্রভু, শুধু আমার পা নয়, আমার হাত ও মাথাও৷
10 যীশু তাঁকে বললেন, ' যাকে ধোয়া হয়েছে তার পা ধোয়া ছাড়া দরকার নেই, কিন্তু তার সব কিছু পরিষ্কার৷
11 কারণ তিনি জানতেন কে তাকে ধরিয়ে দেবে; তাই তিনি বললেন, তোমরা সবাই শুচি নও৷
12 তখন তিনি তাদের পা ধোয়ার পর, এবং তাঁর জামাকাপড় নিয়ে আবার বসার পর, তিনি তাদের বললেন, ' তোমরা জান, আমি তোমাদের কি করেছি?
13 তোমরা আমাকে গুরু এবং প্রভু বলে ডাকো, আর তোমরা ভালো বল; আমি তাই.
14 যদি আমি, তোমার প্রভু ও প্রভু, তোমার পা ধুইতাম; তোমাদেরও একে অপরের পা ধোয়া উচিত৷
15 আমি তোমাদের জন্য একটি উদাহরণ দিয়েছি, আমি তোমাদের প্রতি যা করেছি তোমরাও তাই কর৷

16 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, দাস তার প্রভুর চেয়ে বড় নয়৷ যিনি তাকে পাঠিয়েছেন তার চেয়ে বড় নয়৷
17 যদি তোমরা এই বিষয়গুলি জান, যদি তোমরা তা কর তবে তোমরা ধন্য৷
18 আমি তোমাদের সকলের কথা বলছি না: আমি কাকে বেছে নিয়েছি তা আমি জানি৷ কিন্তু শাস্ত্রের কথা পূর্ণ হয়, 'যে আমার সঙ্গে রুটি খায়, সে আমার বিরুদ্ধে গোড়ালি তুলেছে৷'
19 এখন আমি তা আসার আগেই তোমাদের বলছি, যেন ঘটলে তোমরা বিশ্বাস করতে পার যে আমিই তিনি৷
20 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমি যাকে পাঠাই, সে আমাকে গ্রহণ করে৷ আর যে আমাকে গ্রহণ করে, সে আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তাকেই গ্রহণ করে৷
21 যীশু এই কথা বলার পর আত্মায় উদ্বিগ্ন হলেন এবং সাক্ষ্য দিয়ে বললেন, ' সত্যিই, আমি তোমাদের বলছি, তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে ধরিয়ে দেবে৷'
22 তখন শিষ্যরা একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলেন, সন্দেহ করলেন তিনি কার বিষয়ে কথা বলছেন৷
23 যীশুর বুকে হেলান দিয়েছিলেন তাঁর একজন শিষ্য, যাকে যীশু ভালোবাসতেন৷
24 তাই শিমোন পিতর তাঁকে ইশারা করে বললেন, তিনি কার বিষয়ে কথা বলছেন তা তিনি জিজ্ঞাসা করুন৷
25 তখন তিনি যীশুর বুকের উপর শুয়ে তাঁকে বললেন, প্রভু, কে?
26 যীশু উত্তর দিলেন, তিনিই সেই ব্যক্তি, যাকে আমি চুবিয়ে দেব। পরে তিনি শিম চুবিয়ে শিমোনের পুত্র যিহূদা ইসকারিয়োতকে দিলেন৷
27 আর খাবারের পর শয়তান তার মধ্যে প্রবেশ করল৷ তখন যীশু তাকে বললেন, ' তুমি যা কর, তাড়াতাড়ি করো৷'
28 এখন খাবারের টেবিলে থাকা কোন লোকই জানত না কি উদ্দেশ্যে সে তাকে এই কথা বলেছিল৷
29 কারণ তাদের মধ্যে কেউ কেউ ভেবেছিল, যিহূদার কাছে থলি আছে বলে যীশু তাকে বলেছিলেন, উৎসবের জন্য আমাদের যা দরকার তা কিনে নাও৷ অথবা, সে দরিদ্রদের কিছু দিতে হবে।
30 তখন তিনি রস গ্রহণ করে সঙ্গে সঙ্গে বাইরে চলে গেলেন, তখন রাত হয়ে গেল৷
31 সেইজন্য যখন তিনি বাইরে চলে গেলেন, তখন যীশু বললেন, এখন মানবপুত্র মহিমান্বিত হয়েছেন এবং ঈশ্বর তাঁর দ্বারা মহিমান্বিত হয়েছেন৷
32 ঈশ্বর যদি তাঁর মধ্যে মহিমান্বিত হন, তবে ঈশ্বরও তাঁকে নিজের মধ্যে মহিমান্বিত করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মহিমান্বিত করবেন৷
33 ছোট বাচ্চারা, আর কিছুক্ষণ আমি তোমাদের সঙ্গে আছি৷ তোমরা আমাকে খুঁজবে৷ আমি যেমন ইহুদীদের বলেছিলাম, আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে তোমরা আসতে পারবে না৷ তাই এখন আমি তোমাকে বলছি।
34 আমি তোমাদের একটি নতুন আজ্ঞা দিচ্ছি, তোমরা একে অপরকে ভালবাস৷ আমি যেমন তোমাদের ভালবাসি, তোমরাও একে অপরকে ভালবাস৷
35 এর দ্বারা সকলেই জানবে যে, তোমরা আমার শিষ্য, যদি তোমরা একে অপরের প্রতি প্রেম কর৷
36 শিমোন পিতর তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? যীশু তাকে বললেন, ' আমি যেখানে যাচ্ছি, তুমি এখন আমাকে অনুসরণ করতে পারবে না৷ কিন্তু তুমি পরে আমাকে অনুসরণ করবে।
37 পিতর তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আমি এখন কেন আপনাকে অনুসরণ করতে পারি না? তোমার জন্য আমি আমার জীবন উৎসর্গ করব।
38 যীশু তাকে বললেন, ' তুমি কি আমার জন্য তোমার জীবন দেবে? আমি তোমাকে সত্যি বলছি, যতক্ষণ না তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে ততক্ষণ পর্যন্ত মোরগ ডাকবে না।

অধ্যায় 14

1 তোমাদের হৃদয় বিচলিত না হোক, তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, আমাকেও বিশ্বাস কর৷
2 আমার পিতার বাড়িতে অনেক প্রাসাদ আছে, যদি তা না হতো, তবে আমি তোমাদের বলতাম৷ আমি আপনার জন্য একটি জায়গা প্রস্তুত করতে যাচ্ছি.
3 এবং যদি আমি যাই এবং তোমার জন্য একটি জায়গা প্রস্তুত করি, আমি আবার আসব এবং তোমাকে আমার কাছে গ্রহণ করব; আমি যেখানে আছি, তোমরাও সেখানে থাকতে পার৷
4 আর আমি কোথায় যাই তোমরা জান, আর পথও জান।
5 থমাস তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আপনি কোথায় যাচ্ছেন তা আমরা জানি না৷ এবং আমরা কিভাবে উপায় জানতে পারি?
6 যীশু তাঁকে বললেন, আমিই পথ, সত্য ও জীবন৷ আমার দ্বারা ছাড়া কেউ পিতার কাছে আসে না৷
7 তোমরা যদি আমাকে চিনতে, তবে আমার পিতাকেও চিনতে পারতে, আর এখন থেকে তোমরা তাঁকে চিনতে এবং তাঁকে দেখেছ৷
8 ফিলিপ তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আমাদের পিতাকে দেখান, তাতেই যথেষ্ট৷
9 যীশু তাঁকে বললেন, ' ফিলিপ, আমি কি এতদিন তোমার সঙ্গে ছিলাম, তবুও তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ না? যে আমাকে দেখেছে সে পিতাকে দেখেছে৷ তখন তুমি কি করে বলছ, আমাদের পিতাকে দেখাও?
10 তুমি কি বিশ্বাস কর না যে আমি পিতার মধ্যে আছি আর পিতা আমার মধ্যে আছেন? আমি তোমাদের কাছে যে কথা বলি তা আমি আমার নিজের থেকে বলি না৷ কিন্তু পিতা যিনি আমার মধ্যে বাস করেন, তিনিই কাজ করেন৷
11 আমাকে বিশ্বাস কর যে আমি পিতার মধ্যে আছি এবং পিতা আমার মধ্যে আছেন: নইলে কাজের জন্য আমাকে বিশ্বাস করুন৷
12 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যে আমাকে বিশ্বাস করে, আমি যে কাজগুলি করি সেও সে করবে৷ এবং এর থেকেও বড় কাজ সে করবে৷ কারণ আমি আমার পিতার কাছে যাচ্ছি৷
13 আর তোমরা আমার নামে যা কিছু চাইবে, আমি তাই করব, যাতে পিতা পুত্রে মহিমান্বিত হন৷
14 তোমরা যদি আমার নামে কিছু চাও, আমি তা করব৷
15 তোমরা যদি আমাকে ভালবাস, তবে আমার আদেশ পালন কর৷

16 এবং আমি পিতার কাছে প্রার্থনা করব, এবং তিনি তোমাদের অন্য একজন সান্ত্বনাদাতা দেবেন, যাতে তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন৷
17 এমনকি সত্যের আত্মা; যাকে জগৎ গ্রহণ করতে পারে না, কারণ সে তাকে দেখে না, চেনেও না৷ কিন্তু তোমরা তাঁকে জানো৷ কারণ তিনি তোমাদের সঙ্গে বাস করেন এবং তোমাদের মধ্যেই থাকবেন৷
18 আমি তোমাকে অস্বস্তিতে রাখব না: আমি তোমার কাছে আসব।
19 অল্প সময়ের পরে, জগত আমাকে আর দেখতে পাবে না; কিন্তু তোমরা আমাকে দেখছ, কারণ আমি বেঁচে আছি, তোমরাও বাঁচবে৷
20 সেই দিন তোমরা জানবে যে আমি আমার পিতার মধ্যে আছি, আর তোমরা আমার মধ্যে আর আমি তোমাদের মধ্যে৷
21 যার আমার আজ্ঞা আছে এবং সেগুলি পালন করে, সে আমাকে ভালবাসে এবং যে আমাকে ভালবাসে সে আমার পিতার প্রিয় হবে এবং আমি তাকে ভালবাসব এবং তার কাছে নিজেকে প্রকাশ করব৷
22 যিহূদা তাঁকে বলল, ইস্করিয়ট নয়, প্রভু, আপনি কীভাবে নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করবেন, জগতের কাছে নয়?
23 যীশু উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, ' যদি কেউ আমাকে ভালবাসে তবে সে আমার কথা পালন করবে৷ আমার পিতা তাকে ভালোবাসবেন, আর আমরা তার কাছে আসব এবং তার সঙ্গে আমাদের বাসস্থান করব৷'
24 যে আমাকে ভালবাসে না সে আমার কথা পালন করে না৷ আর তোমরা যা শুনছ তা আমার নয়, কিন্তু পিতার, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন৷
25 আমি তোমাদের কাছে এই সব কথা বলেছি৷
26 কিন্তু সান্ত্বনাদাতা, যিনি পবিত্র আত্মা, যাকে পিতা আমার নামে পাঠাবেন, তিনি তোমাদের সব কিছু শেখাবেন এবং আমি তোমাদের যা বলেছি তা সব কিছু তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেবেন৷
27 আমি তোমাদের সাথে শান্তি রেখে যাচ্ছি, আমার শান্তি আমি তোমাদের দিচ্ছি: জগৎ যেভাবে দেয়, আমি তোমাদেরকে দিই৷ তোমার মন যেন বিচলিত না হয়, ভয় না পায়।
28 তোমরা শুনেছ যে আমি তোমাদের বলেছিলাম, আমি চলে যাচ্ছি এবং তোমাদের কাছে আবার আসছি৷ তোমরা যদি আমাকে ভালবাসতে, তবে আনন্দ করতে, কারণ আমি বলেছিলাম, আমি পিতার কাছে যাচ্ছি, কারণ আমার পিতা আমার চেয়ে মহান৷
29 আর এখন আমি তা ঘটার আগেই তোমাদের বলেছি, যেন তা ঘটলে তোমরা বিশ্বাস করতে পার৷
30 এরপর থেকে আমি আপনার সাথে বেশি কথা বলব না, কারণ এই জগতের রাজপুত্র আসছেন, আমার মধ্যে তার কিছুই নেই৷
31 কিন্তু জগৎ যেন জানতে পারে যে আমি পিতাকে ভালবাসি৷ পিতা আমাকে যেমন আদেশ দিয়েছেন, আমিও তাই করি৷ ওঠ, চল এখান থেকে।

অধ্যায় 15

1 আমিই প্রকৃত দ্রাক্ষালতা, আর আমার পিতা চাষী৷
2 আমার মধ্যে যে শাখায় ফল হয় না, তিনি তা ছিঁড়ে ফেলেন, আর যে শাখায় ফল ধরে, তিনি তা শুদ্ধ করেন, যাতে আরও ফল হয়।
3 এখন আমি তোমাদের কাছে যে কথা বলেছি তাতে তোমরা শুচি৷
4 তোমরা আমার মধ্যে থাক, আর আমি তোমাদের মধ্যে৷ দ্রাক্ষালতার মধ্যে না থাকলে শাখা যেমন নিজে থেকে ফল দিতে পারে না; তোমরা আমার মধ্যে না থাকলে আর কেউ পারবে না৷
5 আমি দ্রাক্ষালতা, তোমরা শাখা-প্রশাখা; যে আমার মধ্যে থাকে এবং আমি তাঁর মধ্যে থাকি, সে অনেক ফল দেয়; কারণ আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পারবে না৷
6 যদি কেউ আমার মধ্যে না থাকে, তবে সে ডালের মতো নিক্ষিপ্ত হয় এবং শুকিয়ে যায়; এবং লোকেরা তাদের জড়ো করে আগুনে ফেলে দেয় এবং তারা পুড়ে যায়।
7 যদি তোমরা আমার মধ্যে থাক এবং আমার বাক্য তোমাদের মধ্যে থাকে, তবে তোমরা যা ইচ্ছা চাও, এবং তা তোমাদের প্রতি করা হবে৷
8 এখানেই আমার পিতা মহিমান্বিত, যে তোমরা প্রচুর ফল পাও৷ তাই তোমরা আমার শিষ্য হবে৷
9 পিতা যেমন আমাকে ভালবেসেছেন, আমিও তোমাদিগকে ভালবাসি;
10 তোমরা যদি আমার আদেশ পালন কর, তবে তোমরা আমার প্রেমে থাকবে; আমি যেমন আমার পিতার আদেশ পালন করেছি এবং তাঁর ভালবাসায় রয়েছি৷
11 এই সব কথা আমি তোমাদের বলেছি, যাতে আমার আনন্দ তোমাদের মধ্যে থাকে এবং তোমাদের আনন্দ পূর্ণ হয়৷
12 এই হল আমার আদেশ, আমি যেমন তোমাদের ভালবাসি, তোমরাও একে অপরকে ভালবাস৷
13 একজন মানুষ তার বন্ধুদের জন্য তার জীবন বিলিয়ে দেয়, এর চেয়ে বড় ভালবাসা আর কারো নেই৷
14 তোমরা আমার বন্ধু, যদি আমি তোমাদের যা আদেশ করি তোমরা তাই কর৷
15 এখন থেকে আমি তোমাদের দাস বলি না; কারণ ভৃত্য জানে না তার প্রভু কি করেন৷ কিন্তু আমি তোমাদের বন্ধু বলেছি৷ কারণ আমি আমার পিতার কাছে যা শুনেছি তা আমি তোমাদের জানিয়েছি৷
16 তোমরা আমাকে বাছাই কর নি, কিন্তু আমি তোমাদের মনোনীত করেছি, এবং তোমাদেরকে নিযুক্ত করেছি যে, তোমরা গিয়ে ফল আনবে এবং তোমাদের ফল রয়ে যাবে, যাতে তোমরা আমার নামে পিতার কাছে যা কিছু চাও, তিনি তা তোমাদের দিতে পারেন৷ .
17 আমি তোমাদের এই আদেশ দিচ্ছি, তোমরা একে অপরকে ভালবাস৷
18 জগৎ যদি তোমাদের ঘৃণা করে, তবে তোমরা জান যে তোমাদের ঘৃণা করার আগে সে আমাকে ঘৃণা করেছে৷
19 তোমরা যদি জগতের হতে, তবে জগৎ তার আপনজনকে ভালবাসত৷ কিন্তু তোমরা যেহেতু জগতের

নও, কিন্তু আমি তোমাদের এই জগতের মধ্য থেকে বেছে নিয়েছি, তাই জগত তোমাদের ঘৃণা করে৷
20 আমি তোমাদের যে কথা বলেছিলাম তা মনে রেখো, দাস তার প্রভুর চেয়ে বড় নয়৷ যদি তারা আমাকে অত্যাচার করে থাকে তবে তারা তোমাকেও তাড়না করবে; যদি তারা আমার কথা পালন করে থাকে তবে তারা আপনার কথাও রাখবে।
21 কিন্তু আমার নামের জন্য তারা তোমাদের প্রতি এই সব করবে, কারণ যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁকে তারা চিনে না৷
22 আমি যদি না আসতাম এবং তাদের সাথে কথা না বলতাম, তবে তাদের পাপ হত না, কিন্তু এখন তাদের পাপের জন্য তাদের কোন ক্লোক নেই৷
23 যে আমাকে ঘৃণা করে সে আমার পিতাকেও ঘৃণা করে৷
24 আমি যদি তাদের মধ্যে সেই কাজ না করতাম যা অন্য কেউ করেনি, তবে তাদের পাপ হত না, কিন্তু এখন তারা দুজনেই আমাকে এবং আমার পিতাকে দেখেছে এবং ঘৃণা করেছে৷
25 কিন্তু এটা ঘটল, যাতে তাদের বিধি-ব্যবস্থায় লেখা কথা পূর্ণ হয়, 'তারা আমাকে বিনা কারণে ঘৃণা করেছিল৷'
26 কিন্তু যখন সান্ত্বনাদাতা আসবেন, যাকে আমি পিতার কাছ থেকে তোমাদের কাছে পাঠাব, এমনকি সত্যের আত্মা, যিনি পিতার কাছ থেকে এসেছেন, তিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন:
27 আর তোমরাও সাক্ষ্য দেবে, কারণ তোমরা শুরু থেকেই আমার সঙ্গে আছ৷

অধ্যায় 16

1 আমি তোমাদের এই সব কথা বলেছি, যাতে তোমরা অসন্তুষ্ট না হও৷
2 তারা তোমাকে সমাজগৃহ থেকে বের করে দেবে: হ্যাঁ, সময় আসছে, যে তোমাকে হত্যা করবে সে ভাববে যে সে ঈশ্বরের সেবা করছে৷
3 আর তারা তোমাদের প্রতি এইসব করবে, কারণ তারা পিতাকে জানে না, আমাকেও জানে না৷
4কিন্তু এই সব কথা আমি তোমাদের বলেছি, য়েন সময় আসবে, তোমরা মনে করতে পারো যে আমি তোমাদেরকে সেগুলি বলেছিলাম৷ আর এই সব কথা আমি শুরুতে তোমাদের বলিনি, কারণ আমি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম৷
5 কিন্তু এখন আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন৷ এবং তোমাদের মধ্যে কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে না, তুমি কোথায় যাচ্ছ?
6 কিন্তু আমি তোমাদের এসব কথা বলেছি বলে তোমাদের হৃদয় দুঃখে ভরে গেছে৷
7 তবুও আমি তোমাদের সত্যি বলছি; আমি চলে যাওয়াই তোমাদের জন্য সমীচীন৷ কিন্তু আমি যদি চলে যাই তবে আমি তাকে তোমাদের কাছে পাঠাব৷
8 এবং যখন তিনি আসবেন, তিনি পাপ, ধার্মিকতা এবং বিচারের জগতকে তিরস্কার করবেন:
9 পাপের বিষয়ে, কারণ তারা আমাকে বিশ্বাস করে না;
10 ধার্মিকতা, কারণ আমি আমার পিতার কাছে যাচ্ছি, এবং তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না৷
11 বিচারের কথা, কারণ এই জগতের রাজপুত্রের বিচার হয়৷
12 তোমাদের কাছে আমার এখনও অনেক কথা বলার আছে, কিন্তু তোমরা এখন সহ্য করতে পারছ না৷
13 কিন্তু যখন তিনি, সত্যের আত্মা, আসবেন, তখন তিনি আপনাকে সমস্ত সত্যের দিকে পরিচালিত করবেন, কারণ তিনি নিজের কথা বলতে পারবেন না৷ কিন্তু তিনি যা শুনবেন, তাই বলবেন৷
14 তিনি আমাকে মহিমান্বিত করবেন, কারণ তিনি আমার কাছ থেকে গ্রহণ করবেন এবং তোমাদের কাছে তা দেখাবেন৷
15 পিতার যা কিছু আছে সবই আমার৷ তাই আমি বলেছি, তিনি আমার থেকে নেবেন এবং তোমাদেরকে দেখাবেন৷
16 কিছুক্ষণ পরে, এবং তোমরা আমাকে দেখতে পাবে না৷ আবার, কিছুক্ষণ পরে, এবং তোমরা আমাকে দেখতে পাবে, কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি৷
17 তখন তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের মধ্যে বললেন, 'এটা কী যে তিনি আমাদের বললেন, 'কিছুক্ষণ পরে, এবং তোমরা আমাকে দেখতে পাবে না৷ আবার কিছুক্ষণ পরে, এবং তোমরা আমাকে দেখতে পাবে৷' বাবা?
18 তাই তারা বলল, 'এটা কি যে তিনি বলছেন, একটুক্ষণ? তিনি কি বলেছেন আমরা বলতে পারি না।
19এখন যীশু বুঝতে পারলেন যে তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে আগ্রহী, এবং তাদের বললেন, তোমরা কি নিজেদের মধ্যে জিজ্ঞাসা করছ যে আমি বলেছিলাম, একটু পরে, এবং তোমরা আমাকে দেখতে পাবে না৷ আবার কিছুক্ষণ পরে, এবং তোমরা আমাকে দেখতে পাবে৷ ?
20 সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদের বলছি, তোমরা কাঁদবে ও বিলাপ করবে, কিন্তু জগৎ আনন্দ করবে: আর তোমরা দুঃখ পাবে, কিন্তু তোমাদের দুঃখ আনন্দে পরিণত হবে৷
21 একজন মহিলা যখন প্রসব বেদনায় থাকে তখন তার দুঃখ হয়, কারণ তার সময় এসে গেছে: কিন্তু যখনই সে সন্তান প্রসব করবে, তখন সে দুঃখের কথা আর স্মরণ করে না, এই আনন্দের জন্য যে একজন পুরুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে৷
22 আর তাই এখন তোমাদের দুঃখ আছে: কিন্তু আমি তোমাদের আবার দেখতে পাব, এবং তোমাদের হৃদয় আনন্দিত হবে, এবং কেউ তোমাদের থেকে তোমাদের আনন্দ কেড়ে নেবে না৷
23 সেই দিন তোমরা আমার কাছে কিছুই চাইবে না৷ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমার নামে পিতার কাছে যা কিছু চাইবেন তিনি তা দেবেন৷
24 এখন পর্যন্ত তোমরা আমার নামে কিছুই চাও নি; চাও, তাহলে তোমরা পাবে, যাতে তোমাদের আনন্দ পূর্ণ হয়৷
25 এই সব কথা আমি তোমাদের কাছে প্রবাদের মাধ্যমে বলেছি৷ কিন্তু সময় আসছে, যখন আমি তোমাদের সাথে প্রবাদে আর কথা বলব না, কিন্তু পিতার বিষয়ে স্পষ্টভাবে তোমাদের দেখাব৷
26 সেই দিন তোমরা আমার নামে চাইবে, এবং আমি তোমাদের বলছি না যে, আমি তোমাদের জন্য পিতার কাছে প্রার্থনা করব৷

27 কারণ পিতা নিজেই তোমাদের ভালবাসেন, কারণ তোমরা আমাকে ভালবেসেছ এবং বিশ্বাস করেছ যে আমি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছি।
28 আমি পিতার কাছ থেকে এসেছি এবং জগতে এসেছি। আবার, আমি জগত ছেড়ে পিতার কাছে যাচ্ছি।
29 তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বললেন, 'দেখুন, এখন আপনি স্পষ্টভাবে বলছেন, কোনো প্রবাদ বলছেন না।
30 এখন আমরা নিশ্চিত যে আপনি সব কিছু জানেন, এবং কেউ আপনাকে জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই: এর দ্বারা আমরা বিশ্বাস করি যে আপনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন।
31 যীশু তাদের উত্তরে বললেন, তোমরা কি এখন বিশ্বাস করছ?
32 দেখ, সময় আসছে, হ্যাঁ, এখনই এসেছে, যখন তোমরা ছড়িয়ে পড়বে, প্রত্যেকে নিজের নিজের কাছে চলে যাবে, এবং আমাকে একা ছেড়ে যাবে, তবুও আমি একা নই, কারণ পিতা আমার সঙ্গে আছেন।
33 আমি তোমাদের এসব কথা বলেছি, যাতে তোমরা আমার মধ্যে শান্তি পাও। দুনিয়াতে তোমার কষ্ট হবে, কিন্তু ভালো থাকো; আমি পৃথিবীকে জয় করেছি।

অধ্যায় 17

1 এই কথাগুলো যীশু বললেন, আর স্বর্গের দিকে চোখ তুলে বললেন, পিতা, সময় এসেছে; তোমার পুত্রকে মহিমান্বিত কর, যেন তোমার পুত্রও তোমাকে মহিমান্বিত করতে পারে।
2 তুমি যেমন তাকে সমস্ত মানুষের উপরে ক্ষমতা দিয়েছ, তুমি যতজনকে দিয়েছ তাকে সে যেন অনন্ত জীবন দেয়।
3 আর এটাই অনন্ত জীবন, যাতে তারা তোমাকে একমাত্র সত্য ঈশ্বর এবং যীশু খ্রীষ্টকে চিনতে পারে, যাঁকে তুমি পাঠিয়েছ।
4 আমি পৃথিবীতে তোমাকে মহিমান্বিত করেছি; তুমি আমাকে যে কাজ করতে দিয়েছ তা আমি শেষ করেছি।
5 আর এখন, হে পিতা, জগৎ সৃষ্টির আগে তোমার কাছে আমার যে মহিমা ছিল, তা দিয়ে তোমার নিজের সহিত আমাকে মহিমান্বিত কর।
6 তুমি আমাকে দুনিয়া থেকে যাদের দিয়েছ তাদের কাছে আমি তোমার নাম প্রকাশ করেছি; তারা তোমার ছিল এবং তুমি তাদের আমাকে দিয়েছ; তারা তোমার কথা পালন করেছে।
7 এখন তারা জানে যে, তুমি আমাকে যা কিছু দিয়েছ সবই তোমার।
8 কারণ তুমি আমাকে যে কথা দিয়েছ তা আমি তাদের দিয়েছি; এবং তারা তাদের গ্রহণ করেছে, এবং নিশ্চিতভাবে জানে যে আমি আপনার কাছ থেকে এসেছি, এবং তারা বিশ্বাস করেছে যে আপনি আমাকে পাঠিয়েছেন।
9 আমি তাদের জন্য প্রার্থনা করি: আমি জগতের জন্য নয়, কিন্তু তাদের জন্য যা আপনি আমাকে দিয়েছেন; কারণ তারা তোমার।
10 এবং আমার সব তোমার, এবং তোমার আমার; এবং আমি তাদের মধ্যে মহিমান্বিত.
11 এবং এখন আমি আর এই জগতে নেই, কিন্তু তারা এই জগতে আছে, এবং আমি আপনার কাছে আসছি। পবিত্র পিতা, আপনার নিজের নামের মাধ্যমে তাদের রক্ষা করুন যাদের আপনি আমাকে দিয়েছেন, যেন তারা এক হতে পারে, যেমন আমরা আছি।
12 আমি যখন পৃথিবীতে তাদের সাথে ছিলাম, আমি তাদের তোমার নামে রক্ষা করেছি: তুমি আমাকে যা দিয়েছ আমি তাদের রক্ষা করেছি, এবং তাদের কেউই হারিয়ে যায়নি, কিন্তু ধ্বংসের পুত্র; যাতে শাস্ত্র পূর্ণ হয়।
13 আর এখন আমি তোমার কাছে আসি; আর আমি এইসব কথা বলি দুনিয়াতে, যেন তারা আমার আনন্দ নিজেদের মধ্যে পূর্ণ করে।
14 আমি তাদের তোমার কথা দিয়েছি; আর জগত তাদের ঘৃণা করেছে, কারণ তারাও জগতের নয়, যেমন আমি জগতের নই।
15 আমি প্রার্থনা করি না যে আপনি তাদের দুনিয়া থেকে নিয়ে যান, কিন্তু আপনি তাদের মন্দ থেকে রক্ষা করুন।
16 আমি যেমন জগতের নই, তারাও জগতের নয়।
17 তোমার সত্যের দ্বারা তাদের পবিত্র কর; তোমার বাক্য সত্য।
18 তুমি যেমন আমাকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছ, আমিও তাদের দুনিয়াতে পাঠিয়েছি।
19 এবং তাদের জন্য আমি নিজেকে পবিত্র করি, যাতে তারাও সত্যের মাধ্যমে পবিত্র হয়।
20 আমি একা তাদের জন্য প্রার্থনা করি না, তবে তাদের জন্যও যারা তাদের কথার মাধ্যমে আমাকে বিশ্বাস করবে।
21 যাতে তারা সবাই এক হয়; হে পিতা, তুমি যেমন আমার মধ্যে আছ আর আমি তোমার মধ্যে, যাতে তারাও আমাদের মধ্যে এক হয়, যাতে জগত বিশ্বাস করে যে তুমি আমাকে পাঠিয়েছ।
22 আর তুমি আমাকে যে মহিমা দিয়েছ তা আমি তাদের দিয়েছি; যাতে তারা এক হতে পারে, যেমন আমরা এক:
23 আমি তাদের মধ্যে এবং আপনি আমার মধ্যে, যাতে তারা এক হয়ে পরিপূর্ণ হয়; এবং পৃথিবী জানতে পারে যে আপনি আমাকে পাঠিয়েছেন, এবং আপনি আমাকে যেমন ভালবাসেন, তেমনি তাদেরও ভালবেসেছেন।
24 পিতা, আমি চাই যে, আমি যেখানে আছি তারাও আমার সঙ্গে থাকুক, যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ; যেন তারা আমার মহিমা দেখতে পারে, যা তুমি আমাকে দিয়েছ।
25 হে ধার্মিক পিতা, জগৎ তোমাকে চিনে নি; কিন্তু আমি তোমাকে জানি, আর তারা জানে যে তুমি আমাকে পাঠিয়েছ।
26 এবং আমি তাদের কাছে তোমার নাম ঘোষণা করেছি এবং ঘোষণা করব: তুমি আমাকে যে ভালবাসা দিয়েছ তা তাদের মধ্যে থাকে এবং আমি তাদের মধ্যে থাকি।

অধ্যায় 18

1 যীশু এই কথাগুলি বলার পর, তিনি তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে সেড্রোন নদীর ধারে চলে গেলেন, যেখানে একটি বাগান ছিল, যেখানে তিনি প্রবেশ করেছিলেন এবং তাঁর শিষ্যরা।

2 আর যিহূদাও, যে তাকে ধরিয়ে দিয়েছিল, সে জায়গাটা জানত, কারণ যীশু প্রায়ই তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে সেখানে যেতেন৷
3 তখন যিহূদা প্রধান যাজক ও ফরীশীদের কাছ থেকে একদল লোক ও কর্মচারী পেয়ে লণ্ঠন, মশাল ও অস্ত্র নিয়ে সেখানে এল৷
4 যীশু তখন তাঁর ওপর যা ঘটবে তা সবই জানতেন।
5 তারা তাকে উত্তর দিল, নাসরতের যীশু৷ যীশু তাদের বললেন, আমিই সে৷ আর যিহূদাও, যে তাকে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, তাদের সাথে দাঁড়িয়েছিল৷
6যখন তিনি তাদের বললেন, আমিই তিনি, তারা পিছন ফিরে মাটিতে পড়ে গেল৷
7 তারপর তিনি তাদের আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কাকে খুঁজছ? তারা বলল, নাসরতের যীশু।
8 যীশু উত্তরে বললেন, আমি তোমাদের বলেছি যে আমিই তিনি৷ তাই যদি তোমরা আমাকে খুঁজো, তবে তাদের যেতে দাও৷
9 য়ে কথা তিনি বলেছিলেন তা পূর্ণ হয়, ' তুমি আমাকে যা দিয়েছ, আমি তাদের কাউকে হারাইনি৷'
10 তখন শিমোন পিতরের কাছে তরবারি ছিল, তিনি তা টেনে নিয়ে মহাযাজকের দাসকে আঘাত করে তার ডান কান কেটে ফেললেন৷ ভৃত্যের নাম ছিল মালচুস।
11 তখন যীশু পিতরকে বললেন, ' তোমার তলোয়ার খাপের মধ্যে রাখ, আমার পিতা আমাকে যে পেয়ালা দিয়েছেন, আমি কি তা পান করব না?
12তখন ইহুদীদের দল ও সেনাপতি ও কর্মচারীরা যীশুকে ধরে বেঁধে রাখল।
13 এবং প্রথমে তাকে আনাসের কাছে নিয়ে গেলেন; কারণ তিনি কায়াফার শ্বশুর ছিলেন, যিনি একই বছর মহাযাজক ছিলেন৷
14 এখন কায়াফা হলেন তিনি, যিনি ইহুদীদের পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, মানুষের জন্য একজনের মৃত্যু হওয়াই সমীচীন৷
15 আর শিমোন পিতর যীশুর পিছনে পিছনে গেলেন, আর একজন শিষ্যও করলেন৷ সেই শিষ্য মহাযাজকের পরিচিত ছিলেন এবং যীশুর সঙ্গে মহাযাজকের প্রাসাদে প্রবেশ করলেন৷
16 কিন্তু পিতর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন৷ তখন সেই অন্য শিষ্যটি বাইরে গিয়ে মহাযাজকের পরিচিত ছিল এবং দরজার পাহারাদারকে কথা বলে পিতরকে ভিতরে নিয়ে এল৷
17 তখন যে মেয়েটি দরজার পাহারা দিচ্ছিল সে পিতরকে বলল, 'তুমিও কি এই লোকটির শিষ্যদের একজন নও? তিনি বলেন, আমি নই।
18 আর চাকর ও কর্মচারীরা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, যারা কয়লার আগুন তৈরি করেছিল৷ কারণ তখন ঠাণ্ডা ছিল: এবং তারা নিজেদের গরম করে নিল৷ আর পিতর তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে নিজেকে গরম করলেন৷
19 তখন মহাযাজক যীশুকে তাঁর শিষ্যদের এবং তাঁর মতবাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন৷
20 যীশু তাকে উত্তর দিলেন, আমি জগতের কাছে প্রকাশ্যে কথা বলেছি৷ আমি কখনও সিনাগগে এবং মন্দিরে শিক্ষা দিয়েছি, যেখানে ইহুদিরা সর্বদা অবলম্বন করে; আমি গোপনে কিছু বলিনি।
21 তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন? যারা আমার কথা শুনেছে তাদের জিজ্ঞাসা কর, আমি তাদের কি বলেছি৷ দেখ, তারা জানে আমি কি বলেছি৷
22 যখন তিনি এই কথা বললেন, তখন পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন কর্মচারী যীশুর হাতের তালু দিয়ে আঘাত করে বলল, 'তুমি কি মহাযাজককে এমন জবাব দিচ্ছ?'
23 যীশু তাঁকে বললেন, ' আমি যদি মন্দ বলে থাকি তবে মন্দের সাক্ষ্য দাও৷
24 তখন আন্না তাকে বেঁধে মহাযাজক কায়াফার কাছে পাঠিয়েছিলেন৷
25 শিমোন পিতর দাঁড়িয়ে নিজেকে গরম করলেন৷ তখন তাঁরা তাঁকে বললেন, 'তুমিও কি তাঁর শিষ্যদের একজন নও? তিনি তা অস্বীকার করে বললেন, আমি নই।
26 মহাযাজকের চাকরদের মধ্যে একজন, পিতর যাঁর কান কেটে ফেলেছিলেন, তাঁর আত্মীয়, তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে তার সঙ্গে বাগানে দেখিনি?
27 তখন পিতর আবার অস্বীকার করলেন: আর সঙ্গে সঙ্গে মোরগ দল বেঁধে উঠল৷
28 তারপর তারা যীশুকে কায়াফার কাছ থেকে বিচারসভার দিকে নিয়ে গেল৷ এবং তারা নিজেরা বিচারকক্ষে যায় নি, পাছে তারা অপবিত্র হয়; কিন্তু তারা নিস্তারপর্ব খেতে পারে।
29 তখন পীলাত তাদের কাছে বাইরে গিয়ে বললেন, এই লোকটির বিরুদ্ধে তোমরা কি অভিযোগ আনছ?
30 তারা তাকে উত্তর দিয়ে বলল, 'যদি সে অপরাধী না হতো, তাহলে আমরা তাকে তোমার হাতে তুলে দিতাম না৷'
31 তখন পীলাত তাদের বললেন, 'তোমরা তাকে নিয়ে যাও এবং তোমাদের আইন অনুসারে তার বিচার করো৷' তখন ইহুদীরা তাঁকে বলল, 'আমাদের পক্ষে কাউকে হত্যা করা বৈধ নয়৷
32 যেন যীশুর সেই কথা পূর্ণ হয়, যা তিনি বলেছিলেন, তিনি কী মৃত্যুতে মরতে হবে তা নির্দেশ করে৷
33 তারপর পীলাত আবার বিচারকক্ষে প্রবেশ করলেন এবং যীশুকে ডেকে বললেন, আপনি কি ইহুদীদের রাজা?
34 যীশু তাকে বললেন, 'তুমি কি এই কথা বলছ, না অন্যরা তোমাকে আমার বিষয়ে বলেছে?
35 পীলাত বললেন, আমি কি ইহুদী? তোমার নিজের জাতি ও প্রধান যাজকেরা তোমাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছে, তুমি কি করলে?
36 যীশু উত্তর দিলেন, আমার রাজ্য এই জগতের নয়, আমার রাজ্য যদি এই জগতের হত, তাহলে আমার দাসেরা যুদ্ধ করত, যাতে আমি ইহুদীদের হাতে তুলে দিই না৷ কিন্তু এখন আমার রাজ্য এখান থেকে নয়৷
37 তাই পীলাত তাঁকে বললেন, 'তাহলে তুমি কি রাজা? যীশু উত্তরে বললেন, তুমি বলছ আমি রাজা। এই উদ্দেশ্যে আমি জন্মেছি, এবং এই কারণেই আমি পৃথিবীতে এসেছি, যাতে আমি সত্যের সাক্ষ্য দিতে পারি। যারা সত্যের তারা আমার কণ্ঠস্বর শুনে।
38 পীলাত তাঁকে বললেন, সত্য কি? এই কথা বলে তিনি আবার ইহুদীদের কাছে গেলেন এবং তাদের বললেন, আমি তার মধ্যে কোন দোষ খুঁজে পাচ্ছি না৷

39 কিন্তু তোমাদের একটা রীতি আছে যে, নিস্তারপর্বের সময়ে আমি তোমাদের জন্য একজনকে ছেড়ে দেব৷ তাই তোমরা কি চাইবে যে আমি তোমাদের জন্য ইহুদীদের রাজাকে মুক্তি দেব?
40 তখন তারা সবাই আবার চিৎকার করে বলল, এই লোকটিকে নয়, বারাব্বাকে৷ এখন বারাব্বা ডাকাত ছিল।

অধ্যায় 19

1 তখন পীলাত যীশুকে ধরে চাবুক মারলেন৷
2 আর সৈন্যরা কাঁটার মুকুট বেঁধে তাঁর মাথায় রাখল, আর তাঁকে বেগুনী রঙের পোশাক পরিয়ে দিল,
3 আর বললেন, 'হে ইহুদীদের রাজা! এবং তারা তাদের হাতে তাকে আঘাত করল।
4 তাই পীলাত আবার এগিয়ে গিয়ে তাদের বললেন, 'দেখ, আমি তাকে তোমাদের কাছে নিয়ে আসছি, যাতে তোমরা জানতে পার যে আমি তার মধ্যে কোন দোষ খুঁজে পাচ্ছি না৷
5তখন যীশু বেরিয়ে এলেন, কাঁটার মুকুট ও বেগুনি পোশাক পরা। তখন পীলাত তাদের বললেন, দেখ সেই লোকটি!
6 তখন প্রধান যাজকেরা ও কর্মচারীরা তাঁকে দেখে চিৎকার করে বলল, ওকে ক্রুশে দাও, ক্রুশে দাও। পীলাত তাদের বললেন, 'তোমরা তাকে নিয়ে গিয়ে ক্রুশে দাও, কারণ আমি তার মধ্যে কোন দোষ খুঁজে পাচ্ছি না৷'
7 ইহুদীরা তাকে উত্তর দিল, আমাদের একটা বিধি আছে, আর আমাদের বিধি অনুসারে তাকে মরতে হবে, কারণ সে নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলেছে৷
8 এই কথা শুনে পীলাত আরও ভয় পেলেন৷
9 তারপর আবার বিচারকক্ষে গিয়ে যীশুকে বললেন, তুমি কোথাকার? কিন্তু যীশু তাকে কোন উত্তর দিলেন না।
10 তখন পীলাত তাঁকে বললেন, 'তুমি কি আমার সঙ্গে কথা বলছ না? তুমি কি জানো না যে তোমাকে ক্রুশে দেবার ক্ষমতা আমার আছে এবং তোমাকে ছেড়ে দেবার ক্ষমতা আছে?
11 যীশু উত্তরে বললেন, উপর থেকে তোমাকে দেওয়া না হলে আমার বিরুদ্ধে তোমার কোন ক্ষমতাই থাকতে পারে না, তাই যে আমাকে তোমার হাতে তুলে দিয়েছে তার বড় পাপ।
12 তারপর থেকে পীলাত তাঁকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ইহুদীরা চিৎকার করে বলল, 'তুমি যদি এই লোকটিকে ছেড়ে দাও তবে তুমি সিজারের বন্ধু নও৷ যে নিজেকে রাজা করে সে সিজারের বিরুদ্ধে কথা বলে৷'
13 পীলাত এই কথা শুনে যীশুকে বের করে এনে বিচারের আসনে বসলেন, যাকে ফুটপাথ বলা হয়, কিন্তু হিব্রু ভাষায় গাব্বাথা বলা হয়৷
14 আর এটা ছিল নিস্তারপর্বের প্রস্তুতি, এবং প্রায় ষষ্ঠ ঘণ্টা৷ তিনি ইহুদীদের বললেন, দেখ তোমাদের রাজা৷
15কিন্তু তারা চিৎকার করে বলল, ওকে দূর কর, ওকে দূর কর, ওকে ক্রুশে দাও। পীলাত তাদের বললেন, আমি কি তোমাদের রাজাকে ক্রুশে দেব? প্রধান যাজকরা উত্তর দিলেন, সিজার ছাড়া আমাদের আর কোন রাজা নেই।
16 তারপর তিনি তাকে ক্রুশে দেবার জন্য তাদের হাতে তুলে দিলেন৷ তারা যীশুকে ধরে নিয়ে গেল৷
17 আর তিনি নিজের ক্রুশ বহন করে একটা জায়গায় গেলেন যাকে বলা হয় খুলির জায়গা, যাকে হিব্রু ভাষায় গোলগথা বলা হয়:
18 যেখানে তারা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল এবং তাঁর সঙ্গে আরও দু'জনকে, দুপাশে একজনকে এবং মাঝখানে যীশুকে৷
19 আর পীলাত একটা শিরোনাম লিখে ক্রুশে রাখলেন। আর লেখা ছিল, নাজারেথের যীশু ইহুদীদের রাজা৷
20 এই শিরোনামটি তখন অনেক ইহুদি পড়েছিল: কারণ যীশুকে যেখানে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল সেই জায়গাটি শহরের কাছে ছিল: এবং এটি হিব্রু, গ্রীক এবং ল্যাটিন ভাষায় লেখা ছিল৷
21 তখন ইহুদীদের প্রধান যাজকরা পীলাতকে বললেন, 'ইহুদীদের রাজা' লেখ না৷ কিন্তু তিনি বললেন, আমি ইহুদীদের রাজা৷
22 পীলাত উত্তর দিলেন, আমি যা লিখেছি তাই লিখেছি।
23 তারপর সৈন্যরা, যখন তারা যীশুকে ক্রুশে দিয়েছিল, তখন তাঁর পোশাক নিয়েছিল এবং প্রত্যেক সৈন্যকে একটি করে অংশ করে চারটি ভাগ করেছিল৷ এবং তার কোটও: এখন কোটটি সেলাইবিহীন ছিল, উপর থেকে পুরোটা বোনা ছিল।
24 তাই তারা নিজেদের মধ্যে বলল, আসুন আমরা এটাকে ছিঁড়ে না ফেলি, কিন্তু কার হবে তার জন্য গুলি ছুঁড়ে ফেলি, যাতে শাস্ত্রের কথা পূর্ণ হয়, যা বলে, তারা আমার পোশাক তাদের মধ্যে ভাগ করেছিল এবং আমার পোশাকের জন্য তারা গুলি ছুঁড়েছিল৷ তাই সৈন্যরা এই কাজগুলো করল।
25 সেখানে যীশুর ক্রুশের কাছে তাঁর মা এবং তাঁর মায়ের বোন, ক্লিওফাসের স্ত্রী মরিয়ম এবং মরিয়ম ম্যাগডালিন দাঁড়িয়েছিলেন৷
26 তখন যীশু যখন তাঁর মাকে এবং সেই শিষ্যকে পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন, যাকে তিনি ভালোবাসতেন, তখন তিনি তাঁর মাকে বললেন, হে নারী, দেখ তোমার ছেলে!
27 তখন তিনি শিষ্যকে বললেন, দেখ তোমার মা! আর সেই সময় থেকে সেই শিষ্য তাকে তার নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল৷
28 এর পরে, যীশু জানতেন য়ে সব কিছুই এখন সম্পন্ন হয়েছে, যাতে শাস্ত্রের কথা পূর্ণ হয়, তিনি বললেন, আমার পিপাসা পেয়েছে৷
29 সেখানে সিরকায় ভরা একটি পাত্র রাখা ছিল৷ তারা একটি স্পঞ্জ ভিনেগারে পূর্ণ করে এসোপের ওপর রেখে তার মুখের কাছে রাখল৷
30 তাই সিরকা গ্রহণ করে যীশু বললেন, শেষ হয়েছে৷ তিনি মাথা নিচু করে আত্মা ছেড়ে দিলেন৷
31 তাই ইহুদীরা, কারণ বিশ্রামবারে মৃতদেহ যেন ক্রুশের উপরে না থাকে, (কারণ সেই বিশ্রামবারে একটি উচ্চ দিন ছিল) প্রস্তুতি ছিল বলে পীলাতের কাছে অনুরোধ করলেন যেন তাদের পা ভেঙ্গে দেওয়া হয়। নিয়ে যাওয়া
32 তখন সৈন্যরা এসে প্রথমটির পা ভেঙ্গে দিল এবং অন্যজনের পা ভেঙ্গে দিল যাকে তাঁর সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল৷

33কিন্তু যখন তারা যীশুর কাছে এসে দেখল যে তিনি ইতিমধ্যেই মারা গেছেন, তখন তারা তাঁর পা ভাঙল না।
34 কিন্তু সৈন্যদের মধ্যে একজন বর্শা দিয়ে তার পাঁজরে বিদ্ধ করল এবং সঙ্গে সঙ্গে রক্ত ও জল বেরিয়ে এল।
35 আর যে এটা দেখেছে সে সব কথা বলেছে, আর তার কথাই সত্য, আর সে জানে যে সে সত্য বলেছে, যাতে তোমরা বিশ্বাস করতে পার।
36 শাস্ত্রের এই কথা পূর্ণ হওয়ার জন্যই এই সব করা হয়েছিল, 'তার একটি হাড়ও ভাঙা হবে না।'
37 আর একটা শাস্ত্র আবার বলে, 'তারা যাকে ছিদ্র করেছে তার দিকে তাকাবে।'
38 এরপর আরিমাথিয়ার জোসেফ যীশুর শিষ্য হয়েও ইহুদীদের ভয়ে গোপনে পীলাতের কাছে অনুরোধ করলেন যেন তিনি যীশুর দেহ নিয়ে যান। তাই সে এসে যীশুর দেহ নিয়ে গেল।
39 আর সেখানে নিকোদেমাসও এসেছিলেন, যিনি প্রথমে রাত্রে যীশুর কাছে এসেছিলেন এবং প্রায় একশো পাউন্ড ওজনের গন্ধরস ও অ্যালোর মিশ্রণ নিয়ে এসেছিলেন।
40 তারপর তারা যীশুর মৃতদেহটি নিয়ে মসীনার কাপড়ে মসলা দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করল, যেমন ইহুদীদের কবর দেওয়া হয়।
41 যেখানে তাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল সেখানে একটি বাগান ছিল। এবং বাগানে একটি নতুন সমাধি, যেখানে এখনও মানুষ রাখা হয়নি।
42 তাই ইহুদীদের প্রস্তুতির দিন তারা যীশুকে সেখানে শুইয়ে দিল। কারণ সমাধি হাতের কাছেই ছিল।

অধ্যায় 20

1সপ্তাহের প্রথম দিন ভোরবেলা মরিয়ম ম্যাগডালিন কবরের কাছে এসে দেখলেন, যখন অন্ধকার ছিল, কবর থেকে পাথরটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।
2 তারপর তিনি দৌড়ে গিয়ে শিমোন পিতর ও অন্য শিষ্যের কাছে এসে বললেন, যাঁকে যীশু ভালোবাসতেন, এবং তাঁদের বললেন, 'তারা প্রভুকে কবর থেকে তুলে নিয়ে গেছে, আর আমরা জানি না তারা তাঁকে কোথায় রেখেছে।'
3 তখন পিতর ও সেই অন্য শিষ্য বেরিয়ে সমাধির কাছে গেলেন।
4তাঁরা দুজনে একসঙ্গে দৌড়ে গেলেন, আর অন্য শিষ্য পিতরকে ছাড়িয়ে প্রথমে সমাধির কাছে গেলেন।
5তখন তিনি নিচু হয়ে ভিতরে তাকিয়ে দেখলেন, মসীনার কাপড় পড়ে আছে। তবুও সে ভিতরে গেল না।
6তখন শিমোন পিতর তাঁর পিছু পিছু এসে সমাধির মধ্যে গেলেন এবং মসীনার কাপড় পড়ে থাকতে দেখলেন।
7 এবং তার মাথার রুমালটি মসীনার কাপড়ের সাথে শুয়ে ছিল না, বরং এক জায়গায় জড়ানো ছিল।
8 তারপর সেই অন্য শিষ্যও ভিতরে গেলেন, যিনি প্রথমে সমাধির কাছে এসেছিলেন, আর তিনি দেখে বিশ্বাস করলেন।
9 কারণ তখনও তারা শাস্ত্র জানত না যে, তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হতে হবে।
10 তখন শিষ্যরা আবার নিজেদের বাড়িতে চলে গেলেন।
11কিন্তু মরিয়ম কবরের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলেন, আর কাঁদতে কাঁদতে তিনি নিচু হয়ে কবরের দিকে তাকালেন,
12 আর তিনি সাদা পোশাকে দু'জন স্বর্গদূতকে বসে থাকতে দেখলেন, একজন মাথার কাছে আর অন্যজন পায়ের কাছে, যেখানে যীশুর দেহ পড়েছিল।
13 তারা তাকে বলল, হে নারী, তুমি কাঁদছ কেন? তিনি তাদের বললেন, কারণ তারা আমার প্রভুকে নিয়ে গেছে এবং আমি জানি না তারা তাকে কোথায় রেখেছে।
14 এই কথা বলে সে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং যীশুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল, কিন্তু জানল না যে তিনি যীশু।
15 যীশু তাকে বললেন, হে নারী, তুমি কাঁদছ কেন? তুমি কাকে খুঁজছ? সে তাকে মালী মনে করে তাকে বলল, 'মহাশয়, আপনি যদি তাকে এখানে নিয়ে থাকেন, তাহলে আপনি তাকে কোথায় রেখেছেন তা বলুন, আমি তাকে নিয়ে যাব।'
16 যীশু তাকে বললেন, মরিয়ম। সে মুখ ফিরিয়ে তাকে বলল, রাব্বোনি; যা বলতে হবে, মাস্টার।
17 যীশু তাকে বললেন, আমাকে স্পর্শ করো না; কারণ আমি এখনও আমার পিতার কাছে আরোহণ করিনি। কিন্তু আমার ভাইদের কাছে যান এবং তাদের বলুন, আমি আমার পিতার কাছে এবং তোমাদের পিতার কাছে যাচ্ছি। এবং আমার ঈশ্বর, এবং আপনার ঈশ্বর.
18 মরিয়ম ম্যাগডালিন এসে শিষ্যদের বললেন যে তিনি প্রভুকে দেখেছেন এবং তিনি তাকে এসব কথা বলেছেন।
19 তারপর সেই একই দিন সন্ধ্যায়, সপ্তাহের প্রথম দিন, যখন ইহুদীদের ভয়ে শিষ্যরা যেখানে জড়ো হয়েছিল সেখানে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, তখন যীশু এসে মাঝখানে দাঁড়ালেন এবং তাদের বললেন, তোমাদের শান্তি হোক।
20 এই কথা বলে তিনি তাদের তাঁর হাত ও পাশ দেখালেন। তখন শিষ্যরা প্রভুকে দেখে আনন্দিত হলেন।
21 তখন যীশু আবার তাদের বললেন, ' তোমাদের শান্তি হোক, আমার পিতা যেমন আমাকে পাঠিয়েছেন, আমিও তেমনি তোমাদের পাঠাচ্ছি।'
22 এই কথা বলে তিনি তাদের ওপর ফুঁ দিয়ে বললেন, তোমরা পবিত্র আত্মা গ্রহণ কর।
23 যাঁদের পাপ আপনি ক্ষমা করেন, তারা তাদের কাছে ক্ষমা করে দেওয়া হয়; আর যাদের পাপ তোমরা ধরে রাখো, তারাই বহাল থাকবে।
24 কিন্তু যীশু যখন এলেন তখন থমাস, বারোজনের একজন, যাকে দিদিমাস বলা হয়, তিনি তাদের সঙ্গে ছিলেন না।
25 তখন অন্য শিষ্যরা তাঁকে বললেন, আমরা প্রভুকে দেখেছি। কিন্তু তিনি তাদের বললেন, যদি আমি তার হাতে পেরেকের ছাপ না দেখি, এবং পেরেকের ছাপে আমার আঙুল না দিই এবং আমার হাত তার পাঁজরে না দিই, আমি বিশ্বাস করব না।
26 আট দিন পর আবার তাঁর শিষ্যরা ভিতরে ছিলেন এবং থমাস তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। তখন যীশু এসে দরজা বন্ধ করে মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমাদের শান্তি হোক।
27 তারপর তিনি থমাসকে বললেন, এখানে তোমার আঙুল দাও, আর আমার হাত দেখ; এবং আপনার হাত এখানে

পৌঁছে দিন, এবং এটি আমার পাল্লায় চাপুন: এবং অবিশ্বাসী হয়ো না, কিন্তু বিশ্বাসী হয়.
28 থমাস উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, 'আমার প্রভু ও আমার ঈশ্বর।'
29 যীশু তাঁকে বললেন, থমাস, তুমি আমাকে দেখেছ বলে বিশ্বাস করেছ৷ ধন্য তারা যারা দেখেনি তবুও বিশ্বাস করেছে৷
30 আর অনেক চিহ্নই যীশু তাঁর শিষ্যদের সামনে সত্যিকার অর্থেই করেছিলেন, যা এই বইয়ে লেখা নেই৷
31 কিন্তু এগুলো লেখা হয়েছে যাতে তোমরা বিশ্বাস কর যে যীশুই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র৷ এবং যেন বিশ্বাস করে তোমরা তাঁর নামের মাধ্যমে জীবন পেতে পার৷

অধ্যায় 21

1 এই ঘটনার পর যীশু আবার টাইবেরিয়াস সাগরের কাছে শিষ্যদের কাছে নিজেকে দেখালেন৷ এবং এই জ্ঞানী তিনি নিজেকে দেখিয়েছেন.
2 সেখানে শিমোন পিতর, থমাস নামে দিদিমুস, গালীলের কানা শহরের নথনেল এবং সিবদিয়ের ছেলেরা এবং তাঁর আরও দু'জন শিষ্য একসঙ্গে ছিলেন৷
3 শিমোন পিতর তাদের বললেন, আমি মাছ ধরতে যাচ্ছি। তারা তাকে বলল, আমরাও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি৷ তারা বেরিয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা জাহাজে উঠল৷ এবং সেই রাতে তারা কিছুই ধরতে পারেনি।
4 কিন্তু যখন সকাল হল, তখন যীশু তীরে দাঁড়ালেন, কিন্তু শিষ্যরা জানলেন না যে তিনি যীশু৷
5 তখন যীশু তাদের বললেন, ' বাচ্চারা, তোমাদের কাছে কি মাংস আছে? তারা তাকে উত্তর দিল, না।
6 তখন তিনি তাদের বললেন, ' জালটা জাহাজের ডানদিকে ফেল, তাহলে খুঁজে পাবে৷' তাই তারা নিক্ষেপ করলো, আর এখন অনেক মাছের জন্য তারা তা আঁকতে পারল না।
7 তাই সেই শিষ্য যাকে যীশু ভালোবাসতেন তিনি পিতরকে বললেন, তিনিই প্রভু৷ শিমোন পিতর যখন শুনলেন যে তিনিই প্রভু, তখন তিনি তাঁর ফিশারার জামা তাঁর কাছে পরলেন, (কারণ তিনি নগ্ন ছিলেন) এবং নিজেকে সমুদ্রে ফেলে দিলেন৷
8 আর অন্য শিষ্যরা একটা ছোট জাহাজে করে আসলেন৷ (কারণ তারা ভূমি থেকে দূরে ছিল না, কিন্তু এটি ছিল 200 হাত ছিল), মাছের সঙ্গে জাল টেনে.
9তারা যখন স্থলে এলেন, তারা সেখানে কয়লার আগুন, তার ওপর মাছ ও রুটি দেখতে পেলেন৷
10 যীশু তাদের বললেন, ' তোমরা এখন যে মাছ ধরেছ তা নিয়ে এস৷
11 শিমোন পিতর উঠে গিয়ে বড় বড় একশত তিপ্পান্নটি মাছে ভরা জাল টেনে নিয়ে গেলেন৷
12 যীশু তাদের বললেন, ' এসো এবং খাবার খাও৷' আর শিষ্যদের মধ্যে কেউ তাকে জিজ্ঞেস করার সাহস করল না, তুমি কে? এটা প্রভু যে জেনে.
13 তখন যীশু এসে রুটি নিলেন এবং তাদের দিলেন এবং মাছও দিলেন৷
14 মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হওয়ার পর এই তৃতীয়বার যীশু তাঁর শিষ্যদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করলেন৷
15তারা খাওয়া শেষ হলে যীশু শিমোন পিতরকে বললেন, যোনাসের ছেলে শিমোন, তুমি কি আমাকে এদের চেয়ে বেশি ভালবাস? তিনি তাকে বললেন, হ্যাঁ, প্রভু; তুমি জানো আমি তোমাকে ভালোবাসি। তিনি তাকে বললেন, আমার মেষশাবকদের চরান।
16তিনি দ্বিতীয়বার তাঁকে বললেন, ' যোনাসের ছেলে শিমোন, তুমি কি আমাকে ভালোবাস? তিনি তাকে বললেন, হ্যাঁ, প্রভু; তুমি জানো আমি তোমাকে ভালোবাসি। তিনি তাকে বললেন, আমার মেষ চরান।
17 তিনি তৃতীয়বার তাঁকে বললেন, যোনাসের ছেলে শিমোন, তুমি কি আমাকে ভালোবাস? পিতর দুঃখিত হলেন কারণ তিনি তৃতীয়বার তাঁকে বললেন, 'তুমি কি আমাকে ভালোবাস? তিনি তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আপনি সবই জানেন৷ তুমি জানো আমি তোমাকে ভালোবাসি। যীশু তাকে বললেন, আমার মেষ চরান।
18 সত্যি, সত্যি, আমি তোমাকে বলছি, তুমি যখন ছোট ছিলে, তখন তুমি কোমর বেঁধে যেদিকে চাও, সেখানে যেতে, কিন্তু যখন তুমি বৃদ্ধ হবে, তখন তুমি তোমার হাত বাড়িয়ে দেবে, আর একজন তোমাকে কোমর বেঁধে নিয়ে যাবে যেখানে তুমি চলে যাবে৷ ইচ্ছুক না
19 তিনি এই কথা বললেন, কোন মৃত্যু দ্বারা তিনি ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করবেন৷ এই কথা বলার পর তিনি তাকে বললেন, ' আমাকে অনুসরণ কর৷'
20 তখন পিতর ঘুরে ফিরে সেই শিষ্যকে দেখতে পেলেন যাকে যীশু ভালোবাসতেন৷ যেটি নৈশভোজেও তার বুকের উপর হেলান দিয়ে বলল, 'প্রভু, সে কে যে তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে?'
21 পিতর তাঁকে দেখে যীশুকে বললেন, 'প্রভু, এই লোকটি কি করবে?
22 যীশু তাকে বললেন, আমি যদি চাই যে আমি না আসা পর্যন্ত সে থাকুক, তাতে তোমার কি? তুমি আমাকে অনুসরণ কর।
23 তখন ভাইদের মধ্যে এই কথা ছড়িয়ে পড়ল যে, সেই শিষ্যের মৃত্যু হবে না৷ তবুও যীশু তাঁকে বললেন না, সে মরবে না৷ কিন্তু, আমি যদি চাই যে আমি না আসা পর্যন্ত সে থাকুক, তাতে তোমার কি?
24 ইনি সেই শিষ্য যিনি এই সব বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং এই সব লিখেছেন৷ আর আমরা জানি যে তাঁর সাক্ষ্য সত্য৷
25 এছাড়াও আরও অনেক কাজ আছে যা ঈসা মসিহ করেছিলেন, যেগুলো যদি প্রত্যেকটি লেখা হয়, তবে আমি মনে করি যে বইগুলি লেখা উচিত ছিল তা দুনিয়াতেও থাকতে পারে না৷ আমীন।

প্রেরিতদের কাজ

অধ্যায় 1

1 হে থিওফিলাস, যীশু যা করতে ও শিক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন, সেই সমস্ত বিষয়ে আমি পূর্বের গ্রন্থ তৈরি করেছি।
2 যেদিন তাঁকে তুলে নেওয়া হয়েছিল সেই দিন পর্যন্ত, তার পরে তিনি পবিত্র আত্মার মাধ্যমে সেই প্রেরিতদের আদেশ দিয়েছিলেন যাদের তিনি মনোনীত করেছিলেন:
3 যাঁর কাছেও তিনি অনেক অমূলক প্রমাণের দ্বারা তাঁর আবেগের পরে নিজেকে জীবিত দেখিয়েছিলেন, চল্লিশ দিন তাদের দেখা হয়েছিল এবং ঈশ্বরের রাজ্যের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলির কথা বলেছেন:
4 এবং তাদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে তাদের আদেশ দিলেন যে, তারা জেরুজালেম থেকে চলে যাবেন না, কিন্তু পিতার প্রতিশ্রুতির জন্য অপেক্ষা করুন, যা তিনি বলেন, তোমরা আমার সম্বন্ধে শুনেছ৷
5 কারণ যোহন সত্যিই জলে বাপ্তিস্ম নিয়েছিলেন; কিন্তু তোমরা পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম গ্রহণ করবে আর অনেক দিন নয়৷
6 তাই যখন তারা একত্র হল, তখন তারা যীশুকে জিজ্ঞাসা করল, 'প্রভু, আপনি কি এই সময়ে ইস্রায়েলের রাজ্য আবার ফিরিয়ে দেবেন?
7 তিনি তাদের বললেন, পিতা তাঁর নিজের ক্ষমতায় যে সময় বা ঋতু রেখেছেন তা জানা তোমাদের কাজ নয়৷
8 কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসার পর তোমরা শক্তি পাবে: এবং তোমরা জেরুজালেমে, সমস্ত জুডিয়ায়, শমরিয়ায় এবং পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত আমার সাক্ষী হবে৷
9 যখন তিনি এই সব কথা বললেন, যখন তারা দেখছিল, তখন তাকে তুলে নেওয়া হল৷ আর একটি মেঘ তাকে তাদের দৃষ্টির বাইরে নিয়ে গেল৷
10 তিনি যখন উপরে উঠতে গিয়েছিলেন তারা যখন স্বর্গের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল, তখন দেখ, সাদা পোশাক পরা দুজন লোক তাদের কাছে দাঁড়িয়ে আছে৷
11 এতে আরও বলা হয়েছে, 'হে গালীলের লোকরা, কেন তোমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে আছ? এই একই যীশু, যাঁকে তোমাদের কাছ থেকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তোমরা যেভাবে তাঁকে স্বর্গে যেতে দেখেছ সেইভাবে আসবেন৷
12 তারপর তারা অলিভেট নামক পর্বত থেকে জেরুজালেমে ফিরে গেল, যা জেরুজালেম থেকে বিশ্রামবারের যাত্রা।
13 তারা ভিতরে ঢুকে ওপরের একটা ঘরে গেল, যেখানে পিতর, যাকোব, যোহন, অ্যান্ড্রু, ফিলিপ, থমাস, বার্থলোমিউ এবং ম্যাথিউ, আলফাইয়ের ছেলে জেমস এবং সাইমন জেলোটস দুজনেই থাকতেন। এবং জেমসের ভাই জুডাস।
14 এরা সকলেই নারীদের সঙ্গে, যীশুর মা মরিয়ম ও তাঁর ভাইদের সঙ্গে একযোগে প্রার্থনা ও মিনতি করতে থাকলেন৷
15আর সেই দিনগুলিতে পিতর শিষ্যদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন, (নামের সংখ্যা ছিল প্রায় একশত বিশটি,)
16 হে ভাই ও বোনেরা, এই শাস্ত্রের প্রয়োজন অবশ্যই পূরণ হয়েছে, যা দায়ূদের মুখের দ্বারা পবিত্র আত্মা যিহূদা সম্পর্কে আগে বলেছিলেন, যারা যীশুকে গ্রহণ করেছিল তাদের পথপ্রদর্শক।
17 কারণ তিনি আমাদের সাথে গণনা করেছিলেন এবং এই পরিচর্যার অংশ পেয়েছিলেন৷
18 এখন এই লোকটি অন্যায়ের পুরস্কার দিয়ে একটি ক্ষেত্র ক্রয় করেছে; এবং মাথার উপর পড়ে, সে মাঝখানে ফেটে গেল এবং তার সমস্ত অন্ত্র বেরিয়ে গেল।
19 আর এটা জেরুজালেমের সমস্ত বাসিন্দাদের কাছে জানা গেল৷ সেই ক্ষেত্রটিকে তাদের সঠিক ভাষায় বলা হয়, অ্যাসেলডামা, অর্থাৎ রক্তের ক্ষেত্র।
20 কেননা গীতসংহিতার পুস্তকে লেখা আছে, তার বাসস্থান নির্জন হোক, সেখানে কেউ বাস না করুক, আর তার বিশপ্রিক অন্যকে নিয়ে যাক।
21 সেইজন্য এই সমস্ত লোকদের মধ্যে যারা প্রভু যীশু আমাদের মধ্যে যাবার সময় সব সময় আমাদের সঙ্গে ছিলেন,
22 যোহনের বাপ্তিস্ম থেকে শুরু করে, যেদিন তিনি আমাদের কাছ থেকে তুলে নিয়েছিলেন সেই দিন পর্যন্ত, একজনকে অবশ্যই তাঁর পুনরুত্থানের সাক্ষী হতে হবে৷
23 আর তারা দুজনকে নিযুক্ত করল, যোষেফ নামক বারসাবাস, যাঁর উপাধি ছিল জাস্টাস এবং ম্যাথিয়াস।
24 আর তারা প্রার্থনা করে বলল, হে প্রভু, যিনি সকল মানুষের হৃদয় জানেন, আপনি এই দু'জনের মধ্যে থেকে বেছে নিয়েছেন কি না, তা দেখান।
25 যেন তিনি এই পরিচর্যা ও প্রেরিত পদের অংশ নিতে পারেন, যেখান থেকে সীমা লঙ্ঘন করে যিহূদা পড়েছিল, যাতে সে তার নিজের জায়গায় যেতে পারে।
26 তারা তাদের লোটা দিল; এবং লট মাথিয়াসের উপর পড়ল; এবং তিনি এগারো প্রেরিতদের সাথে গণনা করেছিলেন৷

অধ্যায় 2

1 এবং পঞ্চাশত্তমীর দিন যখন সম্পূর্ণরূপে উপস্থিত হল, তখন তারা সকলে এক জায়গায় একমত ছিল৷
2 আর হঠাৎ বেহেশত থেকে প্রবল বাতাসের মত একটা শব্দ হল, আর তারা যেখানে বসেছিল সেই সমস্ত ঘরটা তাতে ভরে গেল।
3 আর তাদের কাছে আগুনের মতো ক্লোঁতা জিভ দেখা গেল এবং তা তাদের প্রত্যেকের ওপর বসল৷
4 আর তারা সকলেই পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হল, এবং আত্মা তাদের উচ্চারণ করার মত অন্য ভাষায় কথা বলতে লাগল৷
5 আর যিরূশালেমে স্বর্গের নীচের প্রতিটি জাতির থেকে ধর্মপ্রাণ ইহুদীরা বাস করত৷
6এখন যখন এই কথা সারাদেশে শোরগোল উঠল, তখন লোকেরা একত্র হয়ে বিস্মিত হল, কারণ প্রত্যেকে তাদের নিজের ভাষায় কথা বলতে শুনেছিল৷
7তখন সকলে আশ্চর্য হইয়া আশ্চর্য হইয়া পরস্পর কহিল, দেখ, এরা সকলেই কি গালীলীয় নয়?
8 আর আমরা প্রত্যেকে নিজেদের জিহ্বায় কেমন করে শুনি, যেখানে আমাদের জন্ম হয়েছিল?
9 পার্থিয়ানরা, মেডিস, এলামাইটস, এবং মেসোপটেমিয়া, জুডিয়া এবং কাপ্পাডোকিয়া, পন্টাস এবং এশিয়ার বাসিন্দারা,

10 ফ্রীগিয়া, পামফিলিয়া, মিশরে এবং লিবিয়ার কিছু অংশে সাইরেনের কাছে, এবং রোমের অপরিচিত, ইহুদী ও ধর্মান্তরিতরা,
11 ক্রীট এবং আরবীয়রা, আমরা তাদের আমাদের ভাষায় ঈশ্বরের বিস্ময়কর কাজের কথা বলতে শুনি।
12তখন সকলে আশ্চর্য হইল, ও সন্দেহে পরস্পরকে বলিল, এর অর্থ কি?
13 অন্যরা ঠাট্টা করে বলল, এরা নতুন দ্রাক্ষারসে ভরা।
14কিন্তু পিতর সেই এগারো জনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কণ্ঠস্বর উচ্চারণ করে তাদের বললেন, 'হে যিহূদিয়ার লোকরা এবং জেরুজালেমে বসবাসকারী সকলে, তোমরা জান এবং আমার কথায় কান দাও।
15 কেননা এরা মাতাল নয়, যেমনটা তোমরা মনে কর, এটা দিনের তৃতীয় প্রহর মাত্র।
16 কিন্তু ভাববাদী যোয়েল এই কথাই বলেছিলেন।
17 এবং শেষ সময়ে ঘটবে, ঈশ্বর বলেন, আমি আমার আত্মা থেকে সমস্ত মানুষের উপর ঢেলে দেব: এবং আপনার ছেলেরা এবং আপনার মেয়েরা ভাববাণী বলবে, এবং আপনার যুবকরা দর্শন দেখবে, এবং আপনার বৃদ্ধরা স্বপ্ন দেখবে। :
18 আর আমার দাসদের ও আমার দাসীদের উপর আমি আমার আত্মা সেই দিনগুলিতে ঢেলে দেব; এবং তারা ভাববাণী বলবে:
19 এবং আমি উপরে স্বর্গে আশ্চর্যজনক ঘটনা এবং নীচে পৃথিবীতে চিহ্ন দেখাব; রক্ত, এবং আগুন, এবং ধোঁয়ার বাষ্প:
20 প্রভুর সেই মহান ও উল্লেখযোগ্য দিন আসার আগে সূর্য অন্ধকারে এবং চাঁদ রক্তে পরিণত হবে:
21 আর এটা ঘটবে, যে কেউ প্রভুর নামে ডাকবে সে রক্ষা পাবে।
22 হে ইস্রায়েলের লোকেরা, এই কথাগুলি শোন; নাসরতীয় যীশু, অলৌকিক কাজ, আশ্চর্য এবং চিহ্ন দ্বারা তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরের দ্বারা প্রশংসিত একজন ব্যক্তি, যা ঈশ্বর তাঁর দ্বারা তোমাদের মধ্যে করেছিলেন, যেমন তোমরা নিজেরাও জান:
23 ঈশ্বরের দৃঢ় পরামর্শ ও পূর্বজ্ঞানের দ্বারা তাঁকে উদ্ধার করা হয়েছে, তোমরা গ্রহণ করেছ এবং দুষ্টের হাতে ক্রুশবিদ্ধ ও হত্যা করেছ:
24 ঈশ্বর যাকে পুনরুত্থিত করেছেন, মৃত্যুর যন্ত্রণা দূর করে দিয়েছেন, কারণ তাকে ধরে রাখা সম্ভব ছিল না।
25 কারণ দায়ূদ তাঁর বিষয়ে বলছেন, আমি প্রভুকে সর্বদা আমার মুখের সামনে দেখেছি, কারণ তিনি আমার ডানদিকে আছেন, যাতে আমি নড়াচড়া না করি।
26 তাই আমার হৃদয় আনন্দিত হল, এবং আমার জিভ আনন্দিত হল; তাছাড়া আমার দেহ আশায় বিশ্রাম নেবে:
27 কারণ আপনি আমার আত্মাকে নরকে ছেড়ে দেবেন না, এবং আপনার পবিত্রতমকে কলুষতা দেখতে পাবেন না।
28 তুমি আমাকে জীবনের পথ দেখিয়েছ; তুমি তোমার মুখের দ্বারা আমাকে আনন্দিত করবে।
29 পুরুষ ও ভাইয়েরা, আমি আপনাদের কাছে কুলপতি ডেভিডের কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, তিনি মৃত ও সমাধিস্থ হয়েছেন এবং তাঁর সমাধি আজও আমাদের সাথে রয়েছে।
30 সেইজন্য একজন ভাববাদী হয়েও এবং জেনেছিলেন যে ঈশ্বর তাঁর কাছে শপথ করেছিলেন যে, তাঁর কোমরের ফল, মাংসের অনুরূপ, তিনি খ্রীষ্টকে তাঁর সিংহাসনে বসার জন্য উঠাবেন।
31 তিনি খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের আগে এটি দেখেছিলেন যে, তাঁর আত্মা জাহান্নামে ছেড়ে দেওয়া হয়নি, তাঁর মাংসও নষ্ট হয়নি।
32 এই যীশুকে ঈশ্বর পুনরুত্থিত করেছেন, আমরা সবাই যার সাক্ষী।
33 সেইজন্য ঈশ্বরের ডান হাতের দ্বারা উন্নীত হয়ে, এবং পিতার কাছ থেকে পবিত্র আত্মার প্রতিশ্রুতি পেয়ে তিনি এই কথা প্রকাশ করেছেন, যা এখন তোমরা দেখতে ও শুনতে পাচ্ছ।
34কারণ দায়ূদ স্বর্গে আরোহণ করেন নি; কিন্তু তিনি নিজেই বলেছেন, সদাপ্রভু আমার প্রভুকে বলেছেন, তুমি আমার ডানদিকে বস।
35 যতক্ষণ না আমি তোমার শত্রুদের তোমার পায়ের ছাউনি না করি।
36 তাই ইস্রায়েলের সমস্ত পরিবার নিশ্চিতভাবে জানুক যে, ঈশ্বর সেই যীশুকেই করেছেন, যাকে তোমরা ক্রুশে দিয়েছ, প্রভু ও খ্রীষ্ট উভয়েই।
37 এই কথা শুনে তারা তাদের হৃদয়ে ছিঁড়ে গেল। তারা পিতর ও বাকি প্রেরিতদেরকে বলল, হে ভাই ও বোনেরা, আমরা কি করব?
38 তখন পিতর তাদের বললেন, অনুতপ্ত হও এবং পাপের ক্ষমার জন্য যীশু খ্রীষ্টের নামে তোমরা প্রত্যেকে বাপ্তিস্ম গ্রহণ কর, এবং তোমরা পবিত্র আত্মার দান পাবে।
39 কারণ এই প্রতিশ্রুতি তোমাদের, তোমাদের সন্তানদের এবং দূরবর্তী সকলের জন্য, এমনকি আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু যাকে ডাকবেন তাদের কাছে।
40 এবং আরও অনেক কথার মাধ্যমে তিনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন এবং উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, এই অপ্রীতিকর প্রজন্ম থেকে নিজেদের বাঁচাও।
41 তারপর যারা আনন্দের সাথে তাঁর বাক্য গ্রহণ করেছিল তারা বাপ্তিস্ম নিয়েছিল এবং একই দিনে তাদের সাথে প্রায় তিন হাজার প্রাণ যোগ হয়েছিল।
42 তারা প্রেরিতদের মতবাদ ও সহভাগিতা, রুটি ভাঙ্গা ও প্রার্থনায় অবিচল থাকত।
43 এবং প্রত্যেক প্রাণের মধ্যে ভয় দেখা দিল, এবং প্রেরিতদের দ্বারা অনেক আশ্চর্য ও চিহ্ন দেখা গেল।
44 আর যাঁরা বিশ্বাস করত তারা সকলে একত্রে ছিল এবং তাদের কাছে সব কিছু সাধারণ ছিল।
45 এবং তাদের ধন-সম্পদ ও জিনিসপত্র বিক্রি করে প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে সমস্ত মানুষের কাছে ভাগ করে দিল।
46আর তারা প্রতিদিন মন্দিরে একমত হয়ে ঘরে ঘরে রুটি ভাঙ্গতে থাকল, আনন্দে ও একক চিত্তে তাদের মাংস খেত।
47 ঈশ্বরের প্রশংসা করা এবং সমস্ত লোকের প্রতি অনুগ্রহ করা। এবং প্রভু যেমন সংরক্ষিত করা উচিত হিসাবে দৈনিক গির্জা যোগ.

অধ্যায় 3

1 এখন পিতর ও যোহন প্রার্থনার সময়, নবম প্রহরে একসঙ্গে মন্দিরে উঠলেন৷
2 আর মাতৃগর্ভ থেকে একজন খোঁড়া লোককে বহন করা হল, যাকে তারা প্রতিদিন মন্দিরের ফটকে শুইয়ে দিত যাকে বলা হয় সুন্দর, মন্দিরে যারা প্রবেশ করেছিল তাদের কাছে ভিক্ষা চাইতে৷
3 যে পিতর ও যোহনকে মন্দিরে যেতে দেখে ভিক্ষা চাইল৷
4 আর পিতর যোহনের সঙ্গে তাঁর দিকে চোখ রেখে বললেন, আমাদের দিকে তাকাও৷
5 এবং তিনি তাদের প্রতি মনোযোগ দিয়েছিলেন, তাদের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশা করেছিলেন৷
6 তখন পিতর বললেন, আমার কাছে সোনা ও রূপা নেই৷ কিন্তু আমি যেমন তোমাকে দিয়েছি, নাসরত-এর যীশু খ্রীষ্টের নামে উঠে ও হেঁটে যাও।
7 আর তিনি তার ডান হাত ধরে তাকে উপরে তুললেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তার পায়ের গোড়ালির হাড়গুলো শক্তি পেল।
8 আর তিনি লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, হাঁটতে হাঁটতে তাদের সঙ্গে মন্দিরে প্রবেশ করলেন, হাঁটতে হাঁটতে লাফিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করলেন৷
9 এবং সমস্ত লোক তাঁকে হাঁটতে ও ঈশ্বরের প্রশংসা করতে দেখল৷
10 এবং তারা জানত যে তিনিই মন্দিরের সুন্দর ফটকে ভিক্ষা করার জন্য বসেছিলেন: এবং তাঁর সাথে যা ঘটেছিল তাতে তারা আশ্চর্য ও বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হয়েছিল৷
11 আর সুস্থ হওয়া খোঁড়া লোকটি পিতর ও যোহনকে জড়িয়ে ধরেছিল, সমস্ত লোকেরা খুব আশ্চর্য হয়ে শলোমনের বারান্দায় তাদের কাছে দৌড়ে গেল৷
12 পিতর তা দেখে লোকদের বললেন, 'হে ইস্রায়েলের লোকেরা, তোমরা এতে আশ্চর্য হচ্ছ কেন? অথবা কেন তোমরা আমাদের প্রতি এত আন্তরিকভাবে তাকাচ্ছ, যেন আমাদের নিজেদের শক্তি বা পবিত্রতা দিয়ে আমরা এই লোকটিকে চলার জন্য তৈরি করেছি?
13 আব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাক এবং যাকোবের ঈশ্বর, আমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর, তাঁর পুত্র যীশুকে মহিমান্বিত করেছেন৷ যাঁকে তোমরা সমর্পণ করেছিলে এবং পীলাতের সামনে তাঁকে অস্বীকার করেছিলে, যখন তিনি তাঁকে ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন৷
14 কিন্তু তোমরা সেই পবিত্র ও ধার্মিককে অস্বীকার করেছিলে এবং একজন খুনিকে তোমাদের কাছে মঞ্জুর করতে চেয়েছিলে৷
15 এবং জীবনের রাজপুত্রকে হত্যা করলেন, যাকে ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করেছেন৷ যার আমরা সাক্ষী।
16 এবং তাঁর নামে বিশ্বাসের মাধ্যমে তাঁর নাম এই লোকটিকে শক্তিশালী করেছে, যাকে আপনারা দেখেছেন এবং জানেন৷ হ্যাঁ, তাঁর দ্বারা যে বিশ্বাস রয়েছে তা তোমাদের সকলের সামনে তাঁকে এই নিখুঁত সুস্থতা দিয়েছে৷
17 আর এখন, ভাইয়েরা, আমি বুঝতে পারছি যে, অজ্ঞতাবশত তোমরাও তা করেছিলে, যেমন তোমাদের শাসকরাও করেছিলে৷
18 কিন্তু খ্রীষ্টের দুঃখভোগ করার জন্য ঈশ্বর আগে তাঁর সমস্ত ভাববাদীর মুখে যা দেখিয়েছিলেন, তিনি তাই পূর্ণ করেছেন৷
19 তাই তোমরা অনুতপ্ত হও, এবং রূপান্তরিত হও, যাতে প্রভুর উপস্থিতি থেকে সতেজতার সময়গুলি আসবে তখন তোমাদের পাপ মুছে ফেলা হবে;
20 এবং তিনি যীশু খ্রীষ্টকে পাঠাবেন, যা আগে তোমাদের কাছে প্রচার করা হয়েছিল৷
21 যাঁকে সমস্ত কিছুর পুনরুদ্ধারের সময় না আসা পর্যন্ত স্বর্গকে গ্রহণ করতে হবে, যা ঈশ্বর পৃথিবীর শুরু থেকে তাঁর সমস্ত পবিত্র নবীদের মুখে বলেছেন।
22 কারণ মূসা পিতৃপুরুষদের কাছে সত্যই বলেছিলেন, প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের জন্য আমার মতো তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে একজন ভাববাদীকে উত্থাপন করবেন৷ তিনি তোমাদের যা কিছু বলবেন, তোমরা তার সব বিষয়েই শুনবে৷
23 আর এমন ঘটবে যে, যে কেউ সেই ভাববাদীর কথা শুনবে না, সে লোকদের মধ্য থেকে ধ্বংস হয়ে যাবে।
24 হ্যাঁ, এবং শ্যামুয়েলের সমস্ত ভাববাদী এবং তার পরে যারা কথা বলেছে, তারাও একইভাবে এই দিনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছে৷
25 তোমরা ভাববাদীদের সন্তান, এবং ঈশ্বর আমাদের পূর্বপুরুষদের সাথে যে চুক্তি করেছিলেন, অব্রাহামকে বলেছিলেন, এবং তোমার বংশে পৃথিবীর সমস্ত জাতি আশীর্বাদ পাবে৷
26 ঈশ্বর প্রথমে তোমাদের কাছে তাঁর পুত্র যীশুকে পুনরুত্থিত করে, তোমাদের প্রত্যেককে তার পাপ থেকে দূরে সরিয়ে তোমাদের আশীর্বাদ করার জন্য পাঠিয়েছেন৷

অধ্যায় 4

1 তারা যখন লোকদের সঙ্গে কথা বলছিল, তখন পুরোহিতরা, মন্দিরের সেনাপতি এবং সদ্দূকীরা তাদের কাছে এলেন,
2 তারা লোকদের শিক্ষা দিয়েছিল এবং মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের কথা যীশুর মাধ্যমে প্রচার করেছিল বলে দুঃখ পেয়েছিলেন৷
3 আর তারা তাদের হাতে হাত রেখে পরের দিন পর্যন্ত আটকে রাখল, কারণ এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে৷
4 কিন্তু যাঁরা এই বাক্য শুনেছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস করেছিল৷ আর পুরুষদের সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ হাজার।
5 আর পরের দিন এমন হল যে, তাদের শাসনকর্তারা, প্রাচীনরা এবং ব্যবস্থার শিক্ষকরা,
6 আর মহাযাজক আন্না, কায়াফা, যোহন, আলেকজান্ডার এবং মহাযাজকের পরিবারের যত লোক জেরুজালেমে জড়ো হয়েছিল।
7 তাদের মাঝখানে বসিয়ে তারা জিজ্ঞাসা করল, কোন্ শক্তিতে বা কি নামে, তোমরা এই কাজ করেছ?
8তখন পিতর পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে তাদের বললেন, হে জনগণের শাসনকর্তারা এবং ইস্রায়েলের প্রাচীনরা!
9 আজ যদি আমরা সেই নপুংসক ব্যক্তির প্রতি করা ভাল কাজটি পরীক্ষা করা হয়, তাহলে সে কি উপায়ে সুস্থ হয়েছে;

10 তোমাদের সকলের কাছে এবং ইস্রায়েলের সমস্ত লোকেদের জানা উচিত যে নাসরতের যীশু খ্রীষ্টের নামে, যাকে তোমরা ক্রুশে বিদ্ধ করেছ, যাঁকে ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করেছেন, এমনকি তাঁর দ্বারাই এই লোকটি এখানে তোমাদের সুস্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
11 এই সেই পাথর যাকে তোমাদের নির্মাতাদের বাদ দেওয়া হয়েছিল, যেটি কোণার মাথা হয়ে গেছে।
12 অন্য কারো মধ্যেও পরিত্রাণ নেই: কারণ স্বর্গের নীচে মানুষের মধ্যে অন্য কোন নাম দেওয়া নেই, যার দ্বারা আমাদের উদ্ধার করতে হবে।
13 যখন তারা পিতর ও যোহনের সাহসিকতা দেখেছিল এবং বুঝতে পেরেছিল যে তারা অশিক্ষিত ও অজ্ঞ লোক, তখন তারা আশ্চর্য হয়ে গেল। আর তারা জানল যে তারা যীশুর সঙ্গে ছিল।
14 আর যে লোকটিকে সুস্থ করা হয়েছিল তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তারা তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারল না।
15কিন্তু সভা-সমাবেশের বাইরে যাবার আদেশ দিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল,
16 বললেন, এই লোকদের আমরা কি করব? কারণ জেরুজালেমে বসবাসকারী সকলের কাছে তাদের দ্বারা একটি উল্লেখযোগ্য অলৌকিক কাজ করা হয়েছে; এবং আমরা তা অস্বীকার করতে পারি না।
17 কিন্তু এটা যাতে লোকেদের মধ্যে আর ছড়িয়ে না পড়ে, আসুন আমরা তাদের কঠোরভাবে হুমকি দেই যে, তারা এই নামে আর কারো সাথে কথা বলবে না।
18 তারা তাদের ডেকে হুকুম দিল যে, তারা যেন যীশুর নামে কোন কথা না বলে বা শিক্ষা না দেয়।
19 কিন্তু পিতর ও যোহন উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, ঈশ্বরের চেয়ে তোমাদের কথা শোনা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ঠিক কি না, তোমরাই বিচার কর।
20 কারণ আমরা যা দেখেছি এবং শুনেছি তা বলতে পারি না।
21 তাই যখন তারা তাদের আরও ভয় দেখিয়েছিল, তখন তারা তাদের ছেড়ে দিয়েছিল, লোকেদের কারণে তারা কীভাবে তাদের শাস্তি দিতে পারে তা কিছুই খুঁজে না পেয়ে;
22 কারণ সেই লোকটির বয়স চল্লিশ বছরের বেশি ছিল, যাঁর উপর এই অলৌকিক নিরাময় কাজটি দেখানো হয়েছিল।
23 পরে ছেড়ে দিয়ে তাঁরা নিজেদের গোষ্ঠীর কাছে গেলেন এবং প্রধান যাজকরা ও প্রাচীনেরা তাঁদের যা বলেছিলেন সবই জানালেন।
24 আর এই কথা শুনে তারা একস্বরে ঈশ্বরের কাছে তাদের কণ্ঠস্বর উচ্চারণ করে বলল, "প্রভু, আপনিই ঈশ্বর, যিনি স্বর্গ, পৃথিবী, সমুদ্র এবং তাদের মধ্যে যা কিছু আছে তা সৃষ্টি করেছেন।
25 তোমার দাস দায়ূদের মুখে কে বলেছে, জাতিরা কেন ক্রোধ করেছিল এবং লোকেরা অসার কথা কল্পনা করেছিল?
26 পৃথিবীর রাজারা উঠে দাঁড়ালেন, এবং শাসকরা প্রভুর বিরুদ্ধে এবং তাঁর খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে একত্রিত হল।
27 তোমার পবিত্র সন্তান যীশুর বিরুদ্ধে সত্যের জন্য, যাকে তুমি অভিষিক্ত করেছ, হেরোদ এবং পন্তিয়াস পীলাত উভয়েই অইহুদীদের সাথে এবং ইস্রায়েলের লোকেদের সাথে একত্রিত হয়েছিল,
28 তোমার হাত এবং তোমার পরামর্শ যা করার আগে তা করতে হবে।
29 এবং এখন, প্রভু, তাদের হুমকিগুলি দেখুন: এবং আপনার দাসদের মঞ্জুর করুন, যাতে তারা সমস্ত সাহসের সাথে আপনার কথা বলতে পারে,
30 নিরাময় করার জন্য তোমার হাত প্রসারিত করে; এবং আপনার পবিত্র সন্তান যীশুর নামে চিহ্ন এবং আশ্চর্য কাজ করা যেতে পারে।
31 তারা প্রার্থনা করার পর যেখানে তারা একত্রিত হয়েছিল সেই জায়গাটা কেঁপে উঠল। এবং তারা সকলেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ছিল, এবং তারা সাহসের সাথে ঈশ্বরের বাক্য বলেছিল।
32 আর যারা বিশ্বাস করেছিল তাদের মধ্যে যারা এক হৃদয় ও এক আত্মার ছিল; তাদের মধ্যে কেউই বলে নি যে তার যা কিছু আছে তা তার নিজের ছিল। কিন্তু তাদের সব কিছু সাধারণ ছিল।
33 এবং মহান শক্তিতে প্রেরিতদের প্রভু যীশুর পুনরুত্থানের সাক্ষ্য দিয়েছিলেন: এবং তাদের সকলের উপর মহান অনুগ্রহ ছিল।
34তাদের মধ্যে এমন কোন লোকের অভাব ছিল না, কারণ যতজন জমি বা ঘরের অধিকারী ছিল তারা সেগুলি বিক্রি করেছিল এবং যে জিনিস বিক্রি হয়েছিল তার দাম এনেছিল,
35 এবং সেগুলি প্রেরিতদের পায়ের কাছে শুইয়ে দিলেন, এবং প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে বন্টন করা হল।
36 আর জোসেস, যিনি প্রেরিতদের দ্বারা বার্নাবাস উপাধি পেতেন, (যার ব্যাখ্যা করা হয়, সান্ত্বনার পুত্র,) একজন লেবীয় এবং সাইপ্রাস দেশের,
37 জমি আছে, বিক্রি করে টাকা এনে প্রেরিতদের পায়ে রাখলেন।

অধ্যায় 5

1কিন্তু অননিয় নামে এক ব্যক্তি তার স্ত্রী সাফিরার সাথে একটি সম্পত্তি বিক্রি করেছিল।
2 এবং দামের কিছু অংশ রেখে দিলেন, তাঁর স্ত্রীও তা গোপন রাখলেন, এবং একটি নির্দিষ্ট অংশ এনে প্রেরিতদের পায়ের কাছে রাখলেন।
3 কিন্তু পিতর বললেন, 'অননিয়াস, পবিত্র আত্মার কাছে মিথ্যা বলার জন্য এবং জমির দামের কিছু অংশ রেখে দিতে শয়তান কেন তোমার মন ভরেছে?
4যখন তা রয়ে গেল, তা কি তোমার নিজের ছিল না? আর বিক্রি করার পর তা কি তোমার নিজের হাতে ছিল না? তুমি কেন তোমার মনে এই কথা ভাবলে? আপনি মানুষের কাছে মিথ্যা বলেন নি, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে।
5 অননিয় এই কথাগুলি শুনে উপুড় হয়ে পড়লেন এবং প্রেতাত্মা ছেড়ে দিলেন। আর যাঁরা এই কথাগুলি শুনলেন তাদের সকলের মনে ভীষণ ভয় হল।
6তখন যুবকেরা উঠিয়া তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করিল, এবং তাহাকে বাহিরে লইয়া কবর দিল।
7 আর প্রায় তিন ঘন্টা পরে, যখন তাঁর স্ত্রী, কি হয়েছে তা না জেনে ভিতরে এলেন।

8 পিতর তাকে বললেন, 'আমাকে বল, তুমি কি এত দামে জমি বিক্রি করেছ? এবং সে বলল, হ্যাঁ, এত কিছুর জন্য।
9 তখন পিতর তাকে বললেন, 'তোমরা প্রভুর আত্মাকে প্রলুব্ধ করতে একত্রিত হলে কেমন করে? দেখ, তোমার স্বামীকে যারা কবর দিয়েছে তাদের পা দরজার কাছে আছে এবং তোমাকে নিয়ে যাবে।
10 তারপর তিনি সোজা তাঁর পায়ের কাছে পড়ে গেলেন এবং ভূতটিকে তুলে ধরলেন; এবং যুবকরা এসে তাকে মৃত দেখতে পেলেন এবং তাকে নিয়ে গিয়ে তার স্বামীর কাছে তাকে কবর দিল৷
11 আর সমস্ত মণ্ডলীতে এবং যারা এই কথা শুনেছিল তাদের মধ্যে প্রচণ্ড ভয় দেখা দিল৷
12 এবং প্রেরিতদের হাত দ্বারা লোকেদের মধ্যে অনেক চিহ্ন ও আশ্চর্য কাজ করা হয়েছিল; (এবং তারা সবাই সোলায়মানের বারান্দায় একমত ছিল।
13 আর বাকিদের মধ্যে কেউ তাদের সঙ্গে যোগ দিতে সাহস করেনি, কিন্তু লোকেরা তাদের মহিমান্বিত করেছিল৷
14 এবং বিশ্বাসীরা প্রভুর সাথে আরও যুক্ত হয়েছিল, পুরুষ ও মহিলা উভয়েরই সংখ্যা।)
15 এতটাই যে তারা অসুস্থদের রাস্তায় বের করে এনে বিছানায় ও পালঙ্কে শুইয়ে দিল, যাতে অন্ততপক্ষে পিতরের পাশ দিয়ে যাবার ছায়া তাদের কাউকে ঢেকে ফেলে৷
16আর আশেপাশের শহরগুলি থেকে অনেক লোক জেরুজালেমে এসেছিল, তারা অসুস্থ লোকদের এবং অশুচি আত্মায় ব্যথিত লোকদের নিয়ে এসেছিল এবং তারা প্রত্যেকে সুস্থ হয়েছিল৷
17তখন মহাযাজক ও তাঁর সঙ্গী সকলে (যা সদ্দূকীদের দল) উঠলেন এবং ক্রোধে পরিপূর্ণ হলেন,
18 আর প্রেরিতদের ওপর হাত রেখে সাধারণ কারাগারে বন্দী করলেন৷
19কিন্তু প্রভুর ফেরেশতা রাত্রিবেলা কারাগারের দরজা খুলে দিয়ে তাদের বের করে আনলেন এবং বললেন,
20যাও, মন্দিরে দাঁড়াও এবং লোকদের কাছে এই জীবনের সমস্ত কথা বলো৷
21 এই কথা শুনে তাঁরা খুব ভোরে মন্দিরে গিয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন৷ কিন্তু মহাযাজক ও তাঁর সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁরা এসে সভাসদকে এবং ইস্রায়েল-সন্তানদের সমস্ত সিনেটকে ডেকে পাঠালেন এবং তাদের নিয়ে আসার জন্য কারাগারে পাঠালেন৷
22 কিন্তু কর্মচারীরা এসে কারাগারে তাদের না পেয়ে ফিরে এসে বলল,
23 তারা বলল, সত্যিকার অর্থে কারাগারটি আমরা সম্পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে বন্ধ এবং রক্ষকদের দরজার সামনে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি, কিন্তু আমরা যখন খুললাম, তখন আমরা ভিতরে কাউকে পেলাম না।
24 মহাযাজক, মন্দিরের সেনাপতি এবং প্রধান যাজকেরা যখন এইসব কথা শুনলেন, তখন তারা তাদের সম্পর্কে সন্দেহ করলেন যে এটি কোথায় বৃদ্ধি পাবে৷
25 তখন একজন এসে তাদের বলল, 'দেখ, তোমরা যাদের কারাগারে রেখেছ তারা মন্দিরে দাঁড়িয়ে লোকদের শিক্ষা দিচ্ছে৷
26 তারপর সেনাপতি সেনাপতিদের নিয়ে গেলেন এবং তাদের সহিংসতা ছাড়াই নিয়ে আসলেন, কারণ তারা লোকদের ভয় করত, পাছে তাদের পাথর মেরে ফেলা হয়।
27 তারা তাদের নিয়ে এসে মহাসভার সামনে তাদের দাঁড় করিয়ে দিল; আর মহাযাজক তাদের জিজ্ঞাসা করলেন,
28 তিনি বললেন, 'আমরা কি তোমাদের এই নামে শিক্ষা দিও না? এবং, দেখ, তোমরা তোমাদের মতবাদে জেরুজালেমকে পূর্ণ করেছ, এবং এই লোকটির রক্ত আমাদের উপর আনতে চাইছ৷
29 তখন পিতর ও অন্যান্য প্রেরিতরা উত্তর দিয়ে বললেন, আমাদের উচিত মানুষের চেয়ে ঈশ্বরের আনুগত্য করা।
30 আমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর যীশুকে পুনরুত্থিত করেছেন, যাকে তোমরা হত্যা করে একটি গাছে ঝুলিয়েছিলে৷
31 ইস্রায়েলকে অনুতাপ ও পাপের ক্ষমা দেওয়ার জন্য ঈশ্বর তাঁর ডান হাত দিয়ে রাজপুত্র ও ত্রাণকর্তা হতে উন্নীত করেছেন৷
32 আর আমরা এই সব বিষয়ে তাঁর সাক্ষী; এবং পবিত্র আত্মাও তাই, যাঁকে ঈশ্বর তাঁর আনুগত্যকারীদের দিয়েছেন৷
33 এই কথা শুনে তারা চিৎকার করে উঠল এবং তাদের হত্যা করার মন্ত্রণা করল৷
34তখন মহাসভায় একজন দাঁড়ালেন, গমলীয়েল নামে একজন ফরীশী, যিনি আইনের চিকিৎসক ছিলেন, তিনি সমস্ত লোকদের মধ্যে সুনামধন্য ছিলেন, এবং প্রেরিতদেরকে একটু জায়গা দেওয়ার জন্য আদেশ দিলেন৷
35 এবং তাদের বললেন, 'হে ইস্রায়েলের লোকরা, এই লোকদের স্পর্শ করার জন্য তোমরা কি করতে চাও, সেদিকে খেয়াল রেখো৷'
36 কারণ এই দিনের আগে থিউডাস উঠেছিলেন, নিজেকে একজন বলে গর্ব করেছিলেন৷ যার সাথে প্রায় চারশত লোক যোগ দিয়েছিল: যাকে হত্যা করা হয়েছিল; এবং যত লোক তার কথা মানত, তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।
37 এই লোকটির পরে কর দেওয়ার দিনে গালীলের জুডাস উঠেছিল এবং অনেক লোককে তার পিছনে টেনে নিয়েছিল: সেও ধ্বংস হয়েছিল; এবং সকলে, এমনকি যতজন তাকে মান্য করেছিল, তারা ছড়িয়ে পড়েছিল৷
38এবং এখন আমি তোমাদের বলছি, এই লোকদের থেকে বিরত থাকুন এবং তাদের একা থাকতে দিন, কারণ যদি এই পরামর্শ বা এই কাজটি মানুষের হয় তবে তা ব্যর্থ হবে৷
39 কিন্তু তা যদি ঈশ্বরের হয়, তবে তোমরা তা উচ্ছেদ করতে পারবে না৷ পাছে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যও তোমাদেরকে পাওয়া যাবে না৷
40 তখন তারা তাঁর কথায় রাজি হল, আর প্রেরিতদের ডেকে মারধর করার পর তারা যীশুর নামে কথা না বলার আদেশ দিয়ে তাদের ছেড়ে দিল৷
41 তারা তাঁর নামের জন্য লজ্জা ভোগ করার যোগ্য বলে গণ্য হয়ে আনন্দ করে পরিষদের সামনে থেকে চলে গেল৷
42 এবং প্রতিদিন মন্দিরে এবং ঘরে ঘরে যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষা ও প্রচার করা থেকে বিরত থাকেনি৷

অধ্যায় 6

1আর সেই সময়ে, যখন শিষ্যদের সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পেল, তখন ইব্রীয়দের বিরুদ্ধে গ্রীকীয়দের বচসা উঠল, কারণ তাদের বিধবাদেরা প্রতিদিনের পরিচর্যায় অবহেলা করত।
2 তখন সেই বারোজন শিষ্যদের ডেকে বললেন, 'আমাদের ঈশ্বরের বাক্য ত্যাগ করে টেবিল পরিবেশন করা উচিত নয়৷
3 সেইজন্য, ভাইয়েরা, তোমাদের মধ্যে পবিত্র আত্মা ও জ্ঞানে পরিপূর্ণ সৎ রিপোর্টের সাতজন লোকের দিকে তাকাও, যাদেরকে আমরা এই কাজে নিযুক্ত করতে পারি।
4কিন্তু আমরা সবসময় প্রার্থনা ও বাক্য পরিচর্যায় নিজেদেরকে সঁপে দেব৷
5 এবং এই কথাটি সমস্ত জনতাকে খুশি করেছিল: এবং তারা স্টিফেনকে বেছে নিয়েছিল, একজন বিশ্বাসে এবং পবিত্র আত্মায় পূর্ণ ব্যক্তি, এবং ফিলিপ, প্রকোরাস, নিকানর, টিমোন, পারমেনাস এবং নিকোলাসকে এন্টিওক থেকে ধর্মান্তরিত করেছিল৷
6 যাঁকে তাঁরা প্রেরিতদের সামনে দাঁড় করিয়েছিলেন এবং প্রার্থনা করে তাঁদের গায়ে হাত রাখলেন৷
7 আর ঈশ্বরের বাক্য বৃদ্ধি পেল; এবং জেরুজালেমে শিষ্যদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল; এবং পুরোহিতদের একটি বড় দল বিশ্বাসের প্রতি বাধ্য ছিল৷
8 আর স্টিফেন বিশ্বাস ও শক্তিতে পূর্ণ হয়ে লোকদের মধ্যে বড় বড় আশ্চর্য ও অলৌকিক কাজ করলেন।
9 তখন সেখানে কিছু লোক উঠল, যাকে লিবার্টিন, সাইরেনিয়ান, আলেকজান্দ্রিয়ান এবং তাদের সিলিকিয়া ও এশিয়ার সমাজগৃহ বলা হয়, তারা স্টিফেনের সঙ্গে তর্ক করতে লাগল৷
10 আর তিনি যে প্রজ্ঞা ও আত্মার দ্বারা কথা বলছিলেন তা তারা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হল না৷
11 তখন তারা লোকদের অধীনস্থ করল, যারা বলল, আমরা তাকে মোশি ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নিন্দামূলক কথা বলতে শুনেছি৷
12আর তারা লোকেদের, প্রাচীনদের ও ব্যবস্থার শিক্ষকদের উত্তেজিত করে তাঁর কাছে এসে তাঁকে ধরে পরিষদে নিয়ে গেল।
13 এবং মিথ্যা সাক্ষী দাঁড় করিয়েছিল, যারা বলেছিল, এই লোকটি এই পবিত্র স্থান এবং আইনের বিরুদ্ধে নিন্দামূলক কথা বলা থেকে বিরত থাকে না৷
14 কারণ আমরা তাকে বলতে শুনেছি যে, এই নাসরতের যীশু এই জায়গাটিকে ধ্বংস করবেন, এবং মোশি আমাদের যে প্রথাগুলো দিয়েছিলেন তা পরিবর্তন করবেন৷
15 যাঁরা সভা-সমাবেশে বসেছিলেন, তাঁরা সকলে তাঁর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেন, তাঁর মুখ যেন একজন স্বর্গদূতের মুখ।

অধ্যায় 7

1 তখন মহাযাজক বললেন, এসব কি তাই?
2 তিনি বললেন, 'মানুষ, ভাই ও পিতারা, শোন৷ আমাদের পিতা অব্রাহাম যখন মেসোপটেমিয়াতে ছিলেন, তখন তিনি চারানে বসবাস করার আগে মহিমাময় ঈশ্বরের কাছে দেখা দিয়েছিলেন,
3 আর তাকে বললেন, তুমি তোমার দেশ ও তোমার আত্মীয়-স্বজন থেকে বের হয়ে যাও এবং আমি তোমাকে যে দেশে দেখাব সেখানে এসো।
4 তারপর তিনি কল্দীয়দের দেশ থেকে বের হয়ে চারানে বাস করতে লাগলেন এবং সেখান থেকে তাঁর পিতা মারা গেলে তিনি তাঁকে এই দেশে নিয়ে গেলেন, যেখানে তোমরা এখন বাস করছ।
5এবং তিনি তাকে তাতে কোন উত্তরাধিকার দেননি, না, এতটুকুও যে তার পা রাখার মতো নয়: তবুও তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি এটি তাকে এবং তার পরে তার বংশকে দেবেন, যখন তার কোন সন্তান ছিল না। .
6 আর ঈশ্বর এই জ্ঞানী বিষয়ে কথা বললেন, তার বংশ যেন বিদেশী দেশে বাস করে। এবং তারা তাদের দাসত্বে আনবে এবং তাদের চারশত বছর মন্দ কাজ করবে।
7 আর যে জাতির কাছে তারা দাসত্ব করবে আমি তার বিচার করব, ঈশ্বর বলেছেন: এবং তার পরে তারা বেরিয়ে আসবে এবং এই জায়গায় আমার সেবা করবে।
8 এবং তিনি তাকে সুন্নত করার চুক্তি দিলেন: আর তাই অব্রাহাম ইসহাকের জন্ম দিলেন এবং অষ্টম দিনে তাকে সুন্নত করালেন৷ এবং ইসহাক ইয়াকুবের জন্ম দিলেন; আর জ্যাকব বারো জন কুলপতির জন্ম দিলেন।
9আর পিতৃপুরুষেরা ঈর্ষায় উদ্বেলিত হয়ে যোষেফকে মিশরে বিক্রি করে দিল, কিন্তু ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে ছিলেন।
10 এবং তাঁর সমস্ত দুঃখ-কষ্ট থেকে তাঁকে উদ্ধার করলেন এবং মিশরের রাজা ফরৌণের দৃষ্টিতে তাঁকে অনুগ্রহ ও জ্ঞান দান করলেন; এবং তিনি তাকে মিশর ও তার সমস্ত বাড়ির শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন।
11 এখন সমস্ত মিশর ও কনান দেশে অভাব এবং মহাকষ্ট হল; আর আমাদের পিতৃপুরুষেরা কোন জীবিকা খুঁজে পান নি।
12 কিন্তু যাকোব যখন শুনলেন যে মিশরে শস্য আছে, তখন তিনি প্রথমে আমাদের পূর্বপুরুষদের পাঠিয়েছিলেন।
13 দ্বিতীয়বার যোষেফ তাঁর ভাইদের কাছে পরিচিত হলেন৷ এবং ইউসুফের আত্মীয় ফেরাউনের কাছে পরিচিত হয়েছিল।
14 তারপর যোষেফকে পাঠালেন, এবং তাঁর পিতা যাকোবকে এবং তাঁর সমস্ত আত্মীয়কে, সত্তরজন আত্মাকে ডেকে পাঠালেন।
15 তাই যাকোব মিশরে নেমে গেলেন, আর তিনি ও আমাদের পূর্বপুরুষদের মৃত্যু হল।
16 এবং সিকেমে নিয়ে যাওয়া হল এবং সেই সমাধিতে শুইয়ে দেওয়া হল যা ইব্রাহিম সিকেমের পিতা এমমোরের ছেলেদের টাকা দিয়ে কিনেছিলেন।
17কিন্তু ঈশ্বর অব্রাহামের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই প্রতিশ্রুতির সময় ঘনিয়ে এলে মিসরে লোকেরা বেড়ে উঠল এবং সংখ্যায় বেড়ে গেল।
18 যতক্ষণ না আর একজন রাজা উদিত হলেন, যিনি যোষেফকে চিনতেন না।
19 আমাদের আত্মীয়দের সাথে একই আচরণ করেছিল, এবং আমাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মন্দ আচরণ করেছিল,

যাতে তারা তাদের ছোট ছেলেমেয়েদের তাড়িয়ে দেয়, শেষ পর্যন্ত তারা বাঁচতে না পারে।
20 সেই সময়ে মোশির জন্ম হয়েছিল, এবং তিনি অত্যন্ত সুন্দর ছিলেন এবং তিন মাস তাঁর পিতার বাড়িতে লালন-পালন করেছিলেন৷
21 এবং যখন তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হল, তখন ফেরাউনের কন্যা তাকে তুলে নিয়ে তার নিজের ছেলের জন্য লালন-পালন করল৷
22 আর মূসা মিশরীয়দের সমস্ত জ্ঞানে শিখেছিলেন এবং কথায় ও কাজে পরাক্রমশালী ছিলেন।
23 আর যখন তিনি পূর্ণ চল্লিশ বছর বয়সে পূর্ণ করলেন, তখন তাঁর অন্তরে তাঁর ভাই ইস্রায়েল-সন্তানদের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা জাগলো।
24 এবং তাদের একজনকে অন্যায় ভোগ করতে দেখে, তিনি তাকে রক্ষা করলেন, এবং যে নিপীড়িত হয়েছিল তার প্রতিশোধ নিলেন এবং মিশরীয়কে আঘাত করলেন:
25 কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে তাঁর ভাইয়েরা বুঝতে পেরেছিল যে কীভাবে ঈশ্বর তাঁর হাতে তাদের উদ্ধার করবেন, কিন্তু তারা বুঝতে পারলেন না৷
26 এবং পরের দিন তারা যখন লড়াই করছিল তখন তিনি তাদের কাছে নিজেকে দেখালেন, এবং তাদের আবার এক জায়গায় বসিয়ে বললেন, মহাশয়, আপনারা ভাই; কেন তোমরা একে অপরের প্রতি অন্যায় কর?
27কিন্তু যে তার প্রতিবেশী অন্যায় করেছিল, সে তাকে তাড়িয়ে দিয়ে বলল, কে তোমাকে আমাদের শাসনকর্তা ও বিচারক বানিয়েছে?
28 তুমি কি আমাকে মারবে, যেমন তুমি গতকাল মিসরীয়কে হত্যা করেছিলে?
29 তারপর এই কথা বলে মূসা পালিয়ে গেলেন, এবং মাদিয়ান দেশে একজন অপরিচিত ছিলেন, যেখানে তাঁর দুই পুত্রের জন্ম হয়েছিল।
30 এবং চল্লিশ বছর অতিবাহিত হলে, সিনা পর্বতের প্রান্তরে একটি ঝোপের মধ্যে আগুনের শিখায় প্রভুর একজন ফেরেশতা তাঁকে দেখা দিলেন৷
31 মোশি তা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন, এবং যখন তিনি তা দেখার জন্য কাছে এলেন, তখন প্রভুর রব তাঁর কাছে এল,
32 আমি তোমার পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর, অব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর এবং যাকোবের ঈশ্বর৷ তখন মোশি কাঁপতে লাগলেন, আর দেখতে সাহস করলেন না।
33 তখন প্রভু তাকে বললেন, তোমার পায়ের জুতা খুলে ফেল, কারণ তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছ সেই জায়গা পবিত্র ভূমি৷
34 আমি দেখেছি, মিশরে আমার লোকদের দুঃখ-কষ্ট দেখেছি, আমি তাদের হাহাকার শুনেছি এবং তাদের উদ্ধার করতে নেমে এসেছি। আর এখন এস, আমি তোমাকে মিশরে পাঠাব।
35 এই মোশি যাকে তারা প্রত্যাখ্যান করে বলেছিল, কে তোমাকে শাসনকর্তা ও বিচারক করেছে? একইভাবে ঈশ্বর তাকে একজন শাসক ও উদ্ধারকারী হিসেবে পাঠিয়েছিলেন যে ফেরেশতা তাকে ঝোপের মধ্যে দেখা দিয়েছিলেন৷
36 মিশর দেশে, লোহিত সাগরে ও প্রান্তরে চল্লিশ বছর ধরে আশ্চর্য কাজ ও চিহ্ন দেখাবার পর তিনি তাদের বের করে আনলেন।
37 ইনি সেই মোশি, যিনি ইস্রায়েল-সন্তানদের বলেছিলেন, 'তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের জন্য তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে আমার মত একজন ভাববাদী তৈরি করবেন; তোমরা তার কথা শুনবে।
38 ইনিই তিনি, যিনি মরুভূমির মন্ডলীতে সেই দেবদূতের সাথে ছিলেন যিনি সিনা পর্বতে তাঁর সাথে এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের সাথে কথা বলেছিলেন: যিনি আমাদেরকে দেওয়ার জন্য জীবন্ত বাণী পেয়েছিলেন:
39 আমাদের পূর্বপুরুষেরা যাঁর কথা মানতেন না, কিন্তু তাঁকে তাদের কাছ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, এবং তাদের অন্তরে আবার মিশরে ফিরে গিয়েছিলেন,
40 হারোণকে বললেন, 'আমাদের সামনে যাওয়ার জন্য আমাদের দেবতা তৈরি করুন, কারণ এই মূসা, যিনি আমাদের মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছিলেন, আমরা জানি না তাঁর কী হয়েছে৷
41 সেই সময়ে তারা একটি বাছুর তৈরি করেছিল এবং প্রতিমার কাছে বলি উৎসর্গ করেছিল এবং নিজেদের হাতের কাজে আনন্দ করেছিল৷
42 তারপর ঈশ্বর মুখ ফিরিয়ে স্বর্গের বাহিনীকে উপাসনা করতে তাদের ছেড়ে দিলেন৷ ভাববাদীদের পুস্তকে যেমন লেখা আছে, 'হে ইস্রায়েল-কুল, মরুভূমিতে চল্লিশ বৎসরের ব্যবধানে তোমরা কি আমাকে হত্যা করা পশু ও বলি উৎসর্গ করেছ?
43 হ্যাঁ, তোমরা মোলোকের তাঁবু ও তোমাদের দেবতা রেমফানের তারকা নিয়েছিলে, যে মূর্তিগুলি তোমরা তাদের পূজা করার জন্য তৈরী করেছিলে এবং আমি তোমাদেরকে ব্যাবিলনের ওপারে নিয়ে যাব৷
44 আমাদের পূর্বপুরুষদের মরুভূমিতে সাক্ষ্যের তাঁবু ছিল, যেমন তিনি মোশির সাথে কথা বলেছিলেন, তিনি যে রূপ দেখেছিলেন সে অনুসারে তিনি তা তৈরি করবেন৷
45 আমাদের পিতৃপুরুষেরাও যাঁরা যীশুর সঙ্গে অইহুদীদের অধিকারে নিয়ে এসেছিলেন, যাঁদের ঈশ্বর আমাদের পূর্বপুরুষদের সামনে থেকে দাউদের সময় পর্যন্ত তাড়িয়ে দিয়েছিলেন৷
46 যিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহ পেয়েছিলেন এবং যাকোবের ঈশ্বরের জন্য একটি আবাস খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন৷
47 কিন্তু শলোমন তাঁর জন্য একটি ঘর তৈরী করলেন।
48 যদিও পরমেশ্বর নিজের হাতে তৈরি মন্দিরে বাস করেন না৷ যেমন নবী বলেছেন,
49 স্বর্গ আমার সিংহাসন, আর পৃথিবী আমার পায়ের ছাউনি৷ তোমরা আমার জন্য কোন গৃহ নির্মাণ করবে? সদাপ্রভু বলেন: বা আমার বিশ্রামের স্থান কি?
50 এই সব জিনিস কি আমার হাতে তৈরি হয়নি?
51 তোমরা হৃৎপিণ্ডহীন এবং হৃদয় ও কানে খৎনা না করা, তোমরা সর্বদা পবিত্র আত্মাকে বিরোধিতা কর, যেমন তোমাদের পূর্বপুরুষরা করেছিলেন, তোমরাও তাই কর৷
52 তোমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে কোন ভাববাদী নির্যাতিত হননি? এবং তারা তাদের হত্যা করেছে যা ধার্মিকের আগমনের আগে দেখিয়েছিল; যাদের তোমরা এখন বিশ্বাসঘাতক ও হত্যাকারী হয়েছ।

53 যাঁরা স্বর্গদূতদের দ্বারা বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং তা পালন করেননি।
54 এই কথা শুনে তারা চিৎকার করে উঠল এবং দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগল।
55কিন্তু তিনি পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে স্বর্গের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পেলেন এবং যীশু ঈশ্বরের ডানদিকে দাঁড়িয়ে আছেন।
56 আর বললেন, দেখ, আমি স্বর্গ খুলে যাওয়া আর মনুষ্যপুত্রকে ঈশ্বরের ডানদিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছি।
57 তখন তারা জোরে চিৎকার করে কান ঠেকিয়ে একযোগে তার কাছে দৌড়ে গেল,
58 আর তাকে শহর থেকে বের করে দিয়ে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলল, আর সাক্ষীরা শৌল নামে এক যুবকের পায়ের কাছে তাদের কাপড় বিছিয়ে দিল।
59 তারা স্তিফানকে পাথর মেরে ঈশ্বরকে ডেকে বলল, হে প্রভু যীশু, আমার আত্মা গ্রহণ করুন।
60 এবং তিনি হাঁটু গেড়ে উচ্চস্বরে চিৎকার করে বললেন, প্রভু, তাদের এই পাপকে দায়ী করবেন না। এই কথা বলে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

অধ্যায় 8

1 আর শৌল তার মৃত্যুতে সম্মতি দিলেন। আর সেই সময়ে জেরুজালেমের মণ্ডলীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড তাড়না চলছিল। প্রেরিতরা ছাড়া তারা সকলেই যিহূদিয়া ও শমরিয়া অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল।
2 আর ধর্মপ্রাণ লোকেরা স্টিফেনকে তাঁর কবরে নিয়ে গেল এবং তাঁর জন্য বড় বিলাপ করল।
3 শৌলের জন্য, তিনি গির্জাকে ধ্বংস করেছিলেন, প্রতিটি ঘরে ঢুকেছিলেন এবং পুরুষ ও মহিলাদেরকে বন্দী করেছিলেন।
4 সেইজন্য যারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তারা যত্রতত্র কালাম প্রচার করছিল।
5 তারপর ফিলিপ শমরিয়া শহরে গিয়ে তাদের কাছে খ্রীষ্টের কথা প্রচার করলেন।
6 আর ফিলিপ যা বলছিলেন, লোকেরা সেই সব কথা শুনল ও দেখল যা তিনি করতেন।
7 কেননা অশুচি আত্মারা উচ্চস্বরে চিৎকার করে বের হয়ে আসছিল, যাঁদের সংগে সংক্রমিত ছিল, আর অনেকের পঙ্গু ও খোঁড়া লোক সুস্থ হয়েছিল।
8 আর সেই শহরে মহা আনন্দ হল।
9 কিন্তু শিমোন নামে একজন লোক ছিল, যে আগে একই শহরে যাদু করত এবং শমরিয়ার লোকদের মন্ত্রমুগ্ধ করত, নিজেকে একজন মহান ব্যক্তি বলে প্রকাশ করত।
10 ছোট থেকে বড় সকলেই যাঁর প্রতি মনোযোগ দিয়ে বলেছিল, এই লোকটি ঈশ্বরের মহাশক্তি।
11 এবং তারা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল, কারণ তিনি দীর্ঘকাল যাদু দ্বারা তাদের মন্ত্রমুগ্ধ করেছিলেন।
12 কিন্তু যখন তারা বিশ্বাস করল যে ফিলিপ ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে এবং যীশু খ্রীষ্টের নাম প্রচার করছেন, তখন তারা পুরুষ ও মহিলা উভয়েই বাপ্তিস্ম নিল।
13 তখন শিমোন নিজেও বিশ্বাস করলেন: এবং যখন তিনি বাপ্তিস্ম নিলেন, তখন তিনি ফিলিপের সঙ্গে চলতে থাকলেন, আর আশ্চর্য হয়ে গেলেন, যা অলৌকিক কাজ ও অলৌকিক চিহ্নগুলি করা হয়েছে তা দেখে।
14 জেরুজালেমে প্রেরিতরা যখন শুনল যে শমরিয়া ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করেছে, তখন তারা পিতর ও যোহনকে তাদের কাছে পাঠাল।
15 তারা যখন নীচে নেমে এল, তারা তাদের জন্য প্রার্থনা করেছিল যেন তারা পবিত্র আত্মা পায়।
16 (কারণ এখনও পর্যন্ত তিনি তাদের কারও উপর পড়েন নি: কেবল তারা প্রভু যীশুর নামে বাপ্তিস্ম নিয়েছিল।)
17 তারপর তারা তাদের গায়ে হাত রাখল এবং তারা পবিত্র আত্মা গ্রহণ করল।
18 আর শিমোন যখন দেখলেন যে, প্রেরিতদের হাত রাখার মাধ্যমে পবিত্র আত্মা দেওয়া হয়েছে, তখন তিনি তাদের টাকা দিলেন।
19 এই বলে, আমাকেও এই ক্ষমতা দাও, আমি যার গায়ে হাত রাখি, সে পবিত্র আত্মা পায়।
20 কিন্তু পিতর তাঁকে বললেন, 'তোমার টাকা তোমার সঙ্গে নষ্ট হয়ে যাবে, কারণ তুমি ভেবেছিলে যে, ঈশ্বরের উপহার টাকা দিয়ে কেনা যাবে।'
21 এই বিষয়ে তোমার কোন অংশ বা অংশ নেই, কারণ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তোমার হৃদয় ঠিক নয়।
22 তাই তোমার এই দুষ্টতার জন্য অনুতপ্ত হও এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর, যদি তোমার মনের চিন্তা তোমাকে ক্ষমা করা হয়।
23 কারণ আমি বুঝতে পারি যে আপনি তিক্ততার পিত্তে এবং অন্যায়ের বন্ধনে আবদ্ধ।
24 তখন শিমোন উত্তর দিয়ে বললেন, 'তোমরা আমার জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর, তোমরা যা বলেছ তার কোনোটাই যেন আমার ওপর না আসে।
25 তারা যখন সাক্ষ্য দিয়েছিল এবং প্রভুর বাক্য প্রচার করেছিল, তখন তারা জেরুজালেমে ফিরে গিয়েছিল এবং শমরীয়দের অনেক গ্রামে সুসমাচার প্রচার করেছিল।
26 আর প্রভুর দূত ফিলিপকে বললেন, ওঠ, দক্ষিণ দিকে যাও, যে পথ জেরুজালেম থেকে মরুভূমির গাজা পর্যন্ত নেমেছে।
27 আর তিনি উঠে গিয়ে গেলেন: এবং দেখ, ইথিওপিয়ার একজন লোক, ইথিওপীয়দের ক্যানডাসের রাণীর অধীনে একজন বড় কর্তৃত্বের নপুংসক, যিনি তার সমস্ত ধনভান্ডারের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন এবং উপাসনা করার জন্য জেরুজালেমে এসেছিলেন,
28 ফিরে আসছিলেন, এবং তাঁর রথে বসে ভাববাদী যিশাইয় পাঠ করলেন।
29 তখন আত্মা ফিলিপকে বললেন, কাছে যাও এবং এই রথে যোগ দাও।
30 তখন ফিলিপ দৌড়ে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে ভাববাদী যিশাইয় পড়তে শুনলেন এবং বললেন, 'তুমি যা পড়ছ তা কি বুঝতে পারছ?
31 তিনি বললেন, 'কেউ কেউ আমাকে পথ দেখালে আমি কি করে পারি? এবং তিনি ফিলিপ চেয়েছিলেন যে তিনি উঠে এসে তাঁর সাথে বসবেন।
32 তিনি যে শাস্ত্রটি পাঠ করেছিলেন তা ছিল এই, তাকে মেষের মতো জবাই করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এবং

মেষশাবক যেমন তার লোম কাটার সামনে বোবা, তেমনি সে তার মুখ খুলল না।
33 তাঁর অপমানে তাঁর বিচার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, আর কে তাঁর বংশের কথা ঘোষণা করবে? কারণ তার জীবন পৃথিবী থেকে নেওয়া হয়েছে।
34 সেই নপুংসক ফিলিপকে উত্তর দিয়ে বললেন, 'প্রার্থনা করি, কার সম্বন্ধে ভাববাদী এই কথা বলছেন? নিজের, নাকি অন্য কোনো মানুষের?
35 তখন ফিলিপ মুখ খুললেন, এবং একই শাস্ত্রে শুরু করলেন এবং যীশুর কাছে প্রচার করলেন।
36 তারা যেতে যেতে একটি নির্দিষ্ট জলের কাছে এল। নপুংসক বললেন, দেখুন, এখানে জল রয়েছে। কি আমাকে বাপ্তিস্ম নিতে বাধা দেয়?
37 ফিলিপ বললেন, 'তুমি যদি তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস কর, তবে তুমি করতে পার।' তিনি উত্তর দিয়ে বললেন, আমি বিশ্বাস করি যে যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র।
38 তারপর তিনি রথটিকে স্থির থাকতে আদেশ করলেন। তারা ফিলিপ ও নপুংসক উভয়েই জলে নেমে গেল। এবং তিনি তাকে বাপ্তিস্ম দিলেন।
39 তারা যখন জল থেকে উঠে এল, তখন প্রভুর আত্মা ফিলিপকে দূরে নিয়ে গেলেন, যে নপুংসক তাঁকে আর দেখতে পেলেন না।
40 কিন্তু ফিলিপকে অ্যাজোটাস-এ পাওয়া গেল এবং সিজারিয়ায় না আসা পর্যন্ত তিনি সমস্ত শহরে প্রচার করলেন।

অধ্যায় 9

1 আর শৌল, তবুও প্রভুর শিষ্যদের বিরুদ্ধে হুমকি ও হত্যার নিঃশ্বাস ফেলে মহাযাজকের কাছে গেলেন,
2 আর তিনি দামেস্কের সমাজ-গৃহের কাছে তাঁর কাছে চিঠি চেয়েছিলেন, য়েন যদি তিনি এই পথের মধ্যে কাউকে খুঁজে পান, সে পুরুষ হোক বা মহিলা, তবে তিনি তাদের জেরুজালেমে নিয়ে আসতে পারেন।
3 আর তিনি যাত্রা করতে করতে দামেস্কের কাছে এলেন, আর হঠাৎ তাঁর চারপাশে স্বর্গ থেকে আলো জ্বলে উঠল।
4তখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন এবং একটি রব শুনতে পেলেন যে, তাকে বলছে, শৌল, শৌল, কেন তুমি আমাকে তাড়না করছ?
5 তিনি বললেন, 'প্রভু, আপনি কে?' আর প্রভু বললেন, আমি যীশু যাকে তুমি নির্যাতিত করছ।
6 তিনি কাঁপতে কাঁপতে অবাক হয়ে বললেন, প্রভু, আপনি আমাকে কি করতে চান? তখন প্রভু তাকে বললেন, উঠ, শহরে যাও, আর তোমাকে বলা হবে তোমাকে কি করতে হবে।
7 আর যাঁরা তাঁর সঙ্গে যাত্রা করছিল, তারা নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না।
8আর শৌল পৃথিবী থেকে উঠলেন; যখন তার চোখ খুলে গেল, তখন তিনি কাউকে দেখতে পেলেন না, কিন্তু তারা তাকে হাত ধরে দামেস্কে নিয়ে গেল।
9তিন দিন তিনি দৃষ্টিহীন ছিলেন, তিনি কিছু খান বা পান করেন নি।
10 দমেস্কে অননিয়া নামে একজন শিষ্য ছিলেন। এবং প্রভু তাকে দর্শনে বললেন, অননিয়া। তিনি বললেন, প্রভু, আমি এখানে আছি।
11 আর প্রভু তাকে বললেন, ওঠ, সোজা বলে রাস্তায় যাও, এবং তার্সুসের শৌল নামে একজনকে যিহূদার বাড়িতে জিজ্ঞাসা কর, কারণ দেখ, সে প্রার্থনা করছে,
12 আর তিনি দর্শনে অননিয়া নামে একজনকে আসতে দেখেছেন এবং তাঁর গায়ে হাত রাখছেন যেন তিনি দৃষ্টিশক্তি পান।
13 তখন অননিয়া উত্তর দিলেন, প্রভু, আমি এই লোকটির অনেকের কাছে শুনেছি যে, সে জেরুজালেমে আপনার সাধুদের প্রতি কতটা অন্যায় করেছে।
14 এবং এখানে প্রধান যাজকদের কাছ থেকে যাঁরা তোমার নামে ডাকে তাদের সবাইকে আবদ্ধ করার অধিকার তাঁর আছে।
15কিন্তু প্রভু তাকে বললেন, তুমি যাও, কারণ সে আমার জন্য মনোনীত পাত্র, অইহুদীদের, রাজাদের এবং ইস্রায়েলের সন্তানদের সামনে আমার নাম বহন করার জন্য।
16 কারণ আমি তাকে দেখাব যে আমার নামের জন্য তাকে কত বড় কষ্ট ভোগ করতে হবে।
17 তখন অননিয় চলে গেলেন এবং ঘরে ঢুকলেন। তিনি তাঁর গায়ে হাত রেখে বললেন, 'ভাই শৌল, প্রভু, এমনকী যীশু, যিনি আসার পথে তোমাকে দেখা দিয়েছিলেন, তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন, যাতে তুমি তোমার দৃষ্টিশক্তি পাও এবং পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হও।'
18 আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চোখ হইতে আঁশের মতো পড়িল; আর তিনি তৎক্ষণাৎ দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া উঠিয়া বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিলেন।
19 এবং তিনি যখন মাংস পান, তখন তিনি শক্তিশালী হলেন। তারপর শৌল দামেস্কে শিষ্যদের সঙ্গে কিছু দিন কাটালেন।
20 আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমাজগৃহে খ্রীষ্টের কথা প্রচার করলেন যে, তিনি ঈশ্বরের পুত্র।
21 কিন্তু যাঁরা তাঁর কথা শুনলেন তারা সবাই আশ্চর্য হয়ে বললেন। ইনিই কি সেই নন যিনি জেরুজালেমে যারা এই নামে ডাকেন তাদের ধ্বংস করেছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই এখানে এসেছিলেন যাতে তিনি তাদের প্রধান যাজকদের কাছে নিয়ে যেতে পারেন?
22 কিন্তু শৌল আরও শক্তি বাড়িয়ে দিলেন এবং দামেস্কে বসবাসকারী ইহুদীদের বিভ্রান্ত করলেন, প্রমাণ করলেন যে তিনিই খ্রীষ্ট।
23আর অনেক দিন পূর্ণ হওয়ার পর ইহুদীরা তাঁকে হত্যা করার মন্ত্রণা করল।
24 কিন্তু শৌলের কাছে তাদের শুয়ে থাকার কথা জানা গেল। এবং তারা তাকে হত্যা করার জন্য দিনরাত ফটক পাহারা দিল।
25 তখন শিষ্যরা রাত্রিবেলা তাঁকে নিয়ে গিয়ে ঝুড়িতে করে দেওয়ালের কাছে নামিয়ে দিল।
26 আর শৌল যখন জেরুজালেমে এলেন, তখন তিনি শিষ্যদের সঙ্গে যোগ দিতে বললেন, কিন্তু তারা সবাই তাঁকে ভয় পেল এবং বিশ্বাস করল না যে তিনি একজন শিষ্য।

27 কিন্তু বার্নাবাস তাঁকে নিয়ে গিয়ে প্রেরিতদের কাছে নিয়ে গেলেন এবং তিনি কীভাবে প্রভুকে পথে দেখেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন এবং কীভাবে তিনি যীশুর নামে দামেস্কে সাহসের সঙ্গে প্রচার করেছিলেন তা তাদের কাছে ঘোষণা করলেন।
28 আর তিনি তাদের সঙ্গে জেরুজালেমে ঢুকতে ও বাইরে যাচ্ছিলেন।
29 এবং তিনি প্রভু যীশুর নামে সাহসিকতার সাথে কথা বলতেন এবং গ্রীসিয়ানদের বিরুদ্ধে বিতর্ক করতেন, কিন্তু তারা তাঁকে হত্যা করতে চলেছিল।
30 ভাইয়েরা তা জানতে পেরে তাঁকে কৈসরিয়ায় নিয়ে গেল এবং তার্সুসে পাঠিয়ে দিল।
31 তারপর সমস্ত যিহূদিয়া, গালীল ও শমরিয়া জুড়ে মণ্ডলীগুলি বিশ্রাম পেয়েছিল এবং উন্নত হয়েছিল। এবং প্রভুর ভয়ে হাঁটা, এবং পবিত্র আত্মার সান্ত্বনায়, বহুগুণ বেড়ে গেল।
32 আর এমন হল, পিতর যখন সমস্ত জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন তিনি লিদ্দায় বসবাসকারী পবিত্র লোকদের কাছেও নেমে এলেন।
33 সেখানে তিনি এনিয়াস নামে একজন লোককে দেখতে পেলেন, যিনি আট বছর ধরে বিছানায় ছিলেন এবং পলসিতে অসুস্থ ছিলেন।
34 পিতর তাঁকে বললেন, 'এনিয়াস, যীশু খ্রীষ্ট তোমাকে সুস্থ করেছেন। এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে উঠলেন।
35 আর লিদ্দা ও সারোনের সকলে তাঁকে দেখে প্রভুর দিকে ফিরে গেল।
36 এখন যাপ্পাতে তাবিথা নামে একজন শিষ্য ছিলেন, যাকে ব্যাখ্যা করে ডরকাস বলা হয়: এই মহিলাটি ভাল কাজ ও দান-কর্মে পরিপূর্ণ ছিলেন।
37 সেই দিনগুলিতে, সে অসুস্থ হয়ে মারা গেল। যখন তারা তাকে গোসল করিয়েছিল, তখন তারা তাকে একটি উপরের ঘরে শুইয়েছিল।
38 আর যেহেতু লিদ্দা যাফ্‌পার কাছে ছিল, এবং শিষ্যরা শুনতে পেল যে পিতর সেখানে আছেন, তাই তারা দুজন লোককে তাঁর কাছে পাঠালেন, তিনি যেন তাদের কাছে আসতে দেরি না করেন।
39 তখন পিতর উঠে তাদের সঙ্গে গেলেন। তিনি এসে তাঁকে উপরের কক্ষে নিয়ে গেলেন। সমস্ত বিধবারা কাঁদতে কাঁদতে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিল এবং ডরকাস যখন তাদের সঙ্গে ছিল তখন তার তৈরি জামা ও পোশাকগুলি দেখাচ্ছিল।
40 কিন্তু পিতর তাদের সকলকে সামনে রেখে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করলেন। এবং তাকে মৃতদেহের দিকে ফিরিয়ে বলল, তাবিথা, ওঠ। তখন সে চোখ খুলল এবং পিতরকে দেখে উঠে বসল।
41 আর তিনি তার হাত দিয়ে তাকে তুলে নিলেন, এবং সাধু ও বিধবাদের ডেকে তাকে জীবিত হাজির করলেন।
42 এই কথা সমস্ত যাপ্পা জুড়ে জানা গেল। এবং অনেকে প্রভুতে বিশ্বাস করেছিল।
43 আর এমন হল যে, তিনি শিমোন নামে একজন চর্মচাষীর সঙ্গে যাপ্পায় অনেক দিন ছিলেন।

অধ্যায় 10

1 সিজারিয়াতে কর্নেলিয়াস নামে একজন লোক ছিলেন, তিনি ইতালীয় দল নামক দলের একজন শতপতি ছিলেন।
2 একজন ধার্মিক ব্যক্তি, এবং যিনি তাঁর সমস্ত ঘরের সাথে ঈশ্বরকে ভয় করতেন, যিনি লোকেদের অনেক দান করতেন এবং সর্বদা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন।
3 তিনি এক দর্শনে স্পষ্টতই দেখতে পেলেন যে, দিনের নয়টার দিকে ঈশ্বরের একজন দূত তাঁর কাছে এসে তাঁকে বলছেন, কর্নেলিয়াস।
4তার দিকে তাকিয়ে তিনি ভয় পেয়ে বললেন, প্রভু, এটা কি? তখন তিনি তাকে বললেন, তোমার প্রার্থনা ও দান ঈশ্বরের কাছে স্মরণার্থে এসেছে।
5 আর এখন যাপ্পায় লোক পাঠান এবং শিমোনকে ডাকুন, যার নাম পিতর।
6 তিনি শিমোন নামে একজন ট্যানারের কাছে থাকেন, যার বাড়ি সমুদ্রের ধারে; তিনি আপনাকে বলবেন আপনার কি করা উচিত।
7 এবং কর্নেলিয়াসের সাথে কথা বলা ফেরেশতা চলে যাওয়ার পর, তিনি তার দুই গৃহকর্মীকে এবং তাদের মধ্যে একজন ধার্মিক সৈনিককে ডাকলেন যারা ক্রমাগত তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন।
8 তিনি তাদের কাছে এই সব কথা ঘোষণা করে যাফ্‌পাতে পাঠালেন।
9 পরের দিন, যখন তারা যাত্রা করে শহরের কাছে এলো, তখন পিতর প্রায় ষষ্ঠ ঘন্টা প্রার্থনা করতে বাড়ির ছাদে উঠে গেলেন:
10 আর তিনি খুব ক্ষুধার্ত হলেন, এবং খেতে চাইছিলেন; কিন্তু তারা যখন প্রস্তুত করছিলেন, তখন তিনি একটি প্রভাতে পড়ে গেলেন।
11 এবং দেখল স্বর্গ খোলা, এবং একটি নির্দিষ্ট পাত্র তাঁর কাছে নেমে আসছে, যেমনটি একটি বড় চাদর ছিল চার কোণে বোনা, এবং পৃথিবীতে নেমে এসেছে।
12 যেখানে ছিল পৃথিবীর সমস্ত রকমের চতুষ্পদ জন্তু, বন্য জন্তু, লতানো জিনিস এবং আকাশের পাখী।
13 তখন তাঁর কাছে একটি রব এল, 'পিতর ওঠ। হত্যা, এবং খাওয়া.
14 কিন্তু পিতর বললেন, 'প্রভু, তাই নয়। কারণ আমি কখনও এমন কোন জিনিস খাই নি যা সাধারণ বা অশুচি।
15 আর সেই রব দ্বিতীয়বার তাঁকে বলল, 'ঈশ্বর যা শুদ্ধ করেছেন, তাকে তুমি সাধারণ বল না।'
16 এটি তিনবার করা হয়েছিল: এবং পাত্রটি আবার স্বর্গে উঠল।
17 এখন পিতর মনে মনে সন্দেহ পোষণ করলেন যে, তিনি যে দর্শনটি দেখেছিলেন তার অর্থ কী, দেখ, কর্নেলিয়াসের কাছ থেকে যে লোকদের পাঠানো হয়েছিল, তারা শিমোনের বাড়ির খোঁজ-খবর নিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল,
18 এবং ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, শিমোন, যার নাম পিতর, তিনি সেখানে আছেন কি না।
19 পিতর যখন সেই দর্শনের কথা ভাবছিলেন, তখন আত্মা তাঁকে বললেন, দেখ, তিনজন লোক তোমাকে খুঁজছে।
20 তাই ওঠ, নীচে নেমে যাও, আর সন্দেহ না করে তাদের সাথে যাও, কারণ আমিই তাদের পাঠিয়েছি।

21 তারপর পিতর নেমে গেলেন সেই লোকদের কাছে যাদের কর্নেলিয়াসের কাছ থেকে তাঁর কাছে পাঠানো হয়েছিল। তিনি বললেন, দেখ, আমিই সেই ব্যক্তি যাকে তোমরা খুঁজছ। কেন তোমরা এসেছ?
22 তারা বলল, কর্নেলিয়াস, শতপতি, একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি এবং যিনি ঈশ্বরকে ভয় করেন এবং সমস্ত ইহুদী জাতির মধ্যে সুসংবাদের অধিকারী, ঈশ্বরের কাছ থেকে একজন পবিত্র ফেরেশতাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে তিনি আপনাকে তাঁর বাড়িতে পাঠাবেন এবং শুনবেন। তোমার কথা।
23 তারপর তিনি তাদের ভিতরে ডেকে তাদের থাকার ব্যবস্থা করলেন। আর পরের দিন পিতর তাদের সঙ্গে চলে গেলেন এবং যাফ্‌পার কয়েকজন ভাই তাঁর সঙ্গে গেলেন।
24 আর পরের দিন তারা কৈসরিয়ায় প্রবেশ করল। এবং কর্নেলিয়াস তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, এবং তার আত্মীয়দের এবং নিকটবর্তী বন্ধুদের একত্রিত করেছিলেন।
25 পিতর যখন ভিতরে আসছিলেন, তখন কর্নেলিয়াস তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন এবং তাঁর পায়ের কাছে উপুড় হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন।
26 কিন্তু পিতর তাঁকে তুলে নিয়ে বললেন, 'উঠে দাঁড়াও। আমি নিজেও একজন মানুষ।
27 তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে তিনি ভিতরে গিয়ে দেখতে পেলেন যে অনেক লোক একত্র হয়েছে।
28 যীশু তাদের বললেন, 'তোমরা জান যে একজন ইহুদী লোকের পক্ষে অন্য জাতির সঙ্গে মেলামেশা করা বা অন্য জাতির কাছে আসা বেআইনি। কিন্তু ঈশ্বর আমাকে দেখিয়েছেন যে আমি কাউকে অশুচি বা অশুচি বলব না।
29 তাই আমাকে পাঠানোর সাথে সাথে আমি কোন কথা না বলেই তোমাদের কাছে এসেছি। তাই আমি জিজ্ঞাসা করছি তোমরা কি উদ্দেশ্যে আমাকে পাঠিয়েছ?
30 কর্নেলিয়াস বললেন, চার দিন আগে আমি এই সময় পর্যন্ত উপোস ছিলাম। এবং নবম প্রহরে আমি আমার বাড়িতে প্রার্থনা করছি, এবং দেখ, একজন লোক উজ্জ্বল পোশাক পরে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে,
31 এবং বললেন, কর্নেলিয়াস, তোমার প্রার্থনা শোনা হয়েছে, এবং ঈশ্বরের সামনে তোমার দান স্মরণ করা হয়েছে।
32 তাই যাফ্‌পাতে পাঠাও এবং শিমোনকে ডাকো, যার নাম পিতর। তিনি সমুদ্রের ধারে একজন শিমোনের বাড়ীতে আছেন, যিনি আসবেন, আপনার সাথে কথা বলবেন।
33 তাই আমি সঙ্গে সঙ্গে তোমার কাছে পাঠালাম; আর তুমি ভালো করেছ যে তুমি এসেছ। তাই এখন আমরা সবাই এখানে ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হয়েছি, ঈশ্বর আপনাকে যা আদেশ করেছেন তা শোনার জন্য।
34তখন পিতর মুখ খুলিয়া কহিলেন, আমি সত্যই বুঝি যে, ঈশ্বর মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন।
35 কিন্তু প্রত্যেক জাতির মধ্যে যারা তাঁকে ভয় করে এবং সৎ কাজ করে, তারা তাঁর কাছে গৃহীত হয়।
36 ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা শান্তি প্রচার করে ইস্রায়েলের সন্তানদের কাছে যে বাণী পাঠিয়েছিলেন: (তিনি সকলের প্রভু:)
37 সেই কথা, আমি বলি, তোমরা জানো, যা সমগ্র যিহূদিয়া জুড়ে প্রকাশিত হয়েছিল এবং যোহনের প্রচারিত বাপ্তিস্মের পরে গালীল থেকে শুরু হয়েছিল।
38 ঈশ্বর কীভাবে নাজারেথের যীশুকে পবিত্র আত্মা এবং শক্তি দিয়ে অভিষিক্ত করেছিলেন: যিনি ভাল কাজ করতে গিয়েছিলেন এবং শয়তানের দ্বারা নিপীড়িত সকলকে সুস্থ করেছিলেন; কারণ ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে ছিলেন।
39 এবং ইহুদীদের দেশে এবং জেরুজালেমে তিনি যা করেছেন আমরা তার সমস্ত সাক্ষী। যাকে তারা হত্যা করে একটি গাছে ঝুলিয়েছিল:
40 ঈশ্বর তৃতীয় দিনে তাঁকে পুনরুত্থিত করলেন এবং প্রকাশ্যে তাঁকে দেখালেন।
41 সমস্ত লোকের কাছে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের আগে মনোনীত সাক্ষীদের কাছে, এমনকী আমাদের কাছেও, যারা মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়ার পর তাঁর সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেছি।
42 এবং তিনি আমাদেরকে লোকদের কাছে প্রচার করতে এবং সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন যে তিনিই ঈশ্বর যাকে দ্রুত ও মৃতের বিচারক হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন।
43 সমস্ত ভাববাদীরা তাঁরই সাক্ষ্য দেন যে, তাঁর নামে যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে সে পাপের ক্ষমা পাবে।
44 পিতর যখন এই কথাগুলো বলছিলেন, তখন যারা এই বাক্য শুনেছিল তাদের সকলের উপরে পবিত্র আত্মা নেমে এল।
45 আর যাঁরা সুন্নত করাতে বিশ্বাসী ছিল, তারা পিতরের সঙ্গে যাঁরা এসেছিল তারা আশ্চর্য হয়ে গেল, কারণ অইহুদীদের ওপরও পবিত্র আত্মার দান ঢেলে দেওয়া হয়েছিল।
46 কারণ তারা তাদের বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে এবং ঈশ্বরের প্রশংসা করতে শুনেছিল। তখন পিতর উত্তর দিলেন,
47 কেউ কি পানি নিষেধ করতে পারে যে, তাদের বাপ্তিস্ম দেওয়া উচিত নয়, যারা আমাদের মতো পবিত্র আত্মা পেয়েছে?
48 আর তিনি তাদের প্রভুর নামে বাপ্তিস্ম নিতে আদেশ করলেন। তারপর তারা তাকে কিছু দিন থাকার জন্য প্রার্থনা করেছিল।

অধ্যায় 11

1 আর যিহূদিয়াতে প্রেরিতরা ও ভাইয়েরা শুনল যে অইহুদীরাও ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করেছে।
2 পিতর যখন জেরুজালেমে এলেন, তখন যাঁরা সুন্নত করা হয়েছিল, তারা তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে লাগল।
3 তুমি বললে, তুমি খৎনা না করানো পুরুষদের কাছে গেছিলে এবং তাদের সঙ্গে আহার করেছিলে।
4কিন্তু পিতর সেই বিষয়টা শুরু থেকেই শুনিয়েছিলেন এবং তাদের কাছে আদেশের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছিলেন, বললেন,
5 আমি যাপ্পা নগরে প্রার্থনা করছিলাম; এবং একটি ট্রান্সাসে আমি একটি দর্শন দেখতে পেলাম, একটি নির্দিষ্ট পাত্র, যেমন একটি বড় চাদর ছিল, স্বর্গ থেকে চারটি কোণে নেমে এসেছে; এবং এটি আমার কাছেও এসেছিল:

6 যার উপর আমি আমার চোখ বেঁধে রেখেছিলাম, আমি ভেবেছিলাম, এবং পৃথিবীর চারপায়ের জন্তু, বন্য জন্তু, লতানো জিনিস এবং আকাশের পাখী দেখতে পেলাম৷
7 আর আমি একটা রব শুনতে পেলাম যে আমাকে বলছে, ওঠো পিতর! মেরে খাও
8কিন্তু আমি বললাম, প্রভু, তা নয়, কারণ আমার মুখে কোন অশুচি বা অশুচি কিছু ঢোকেনি।
9 কিন্তু স্বর্গ থেকে সেই রব আবার আমাকে উত্তর দিল, 'ঈশ্বর যা শুদ্ধ করেছেন, তা তুমি সাধারণ বলে ডাকো না।'
10 আর এই তিনবার করা হল: এবং সব আবার স্বর্গে টানা হল.
11 আর দেখ, আমি যে বাড়িতে ছিলাম সেই বাড়িতে ইতিমধ্যেই তিনজন লোক এসেছিল, যাদেরকে কৈসরিয়া থেকে আমার কাছে পাঠানো হয়েছিল৷
12 আর আত্মা আমাকে তাদের সঙ্গে যেতে বললেন, সন্দেহ নেই৷ তাছাড়া এই ছয় ভাই আমার সাথে ছিল, এবং আমরা লোকটির বাড়িতে প্রবেশ করলাম:
13 এবং তিনি আমাদের দেখালেন যে কীভাবে তিনি তাঁর বাড়িতে একজন স্বর্গদূতকে দেখেছিলেন, যিনি দাঁড়িয়ে তাঁকে বললেন, 'যাপ্পায় লোক পাঠান এবং শিমোনকে ডাকুন, যার নাম পিতর৷
14 কে তোমাকে কথা বলবে, যার দ্বারা তুমি এবং তোমার সমস্ত গৃহ রক্ষা পাবে৷
15 এবং আমি যখন কথা বলতে শুরু করি, পবিত্র আত্মা তাদের উপর নেমে এল, যেমন শুরুতে আমাদের উপরে।
16 তখন প্রভুর সেই বাক্য আমার মনে পড়ল, যে তিনি বলেছিলেন, যোহন সত্যিই জলে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন৷ কিন্তু তোমরা পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত হবে৷
17 তখন যেহেতু ঈশ্বর তাদের সেইরকম উপহার দিয়েছিলেন যেমন তিনি আমাদের প্রতি দিয়েছিলেন, যারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করেছিলেন; আমি কি ছিলাম, যে আমি ঈশ্বরকে সহ্য করতে পারতাম?
18 এই কথা শুনে তারা চুপ করে রইল এবং ঈশ্বরের গৌরব করে বলল, 'তাহলে ঈশ্বর অইহুদীদেরকেও জীবনের জন্য অনুতাপ দান করেছেন৷'
19 এখন স্টিফেনকে নিয়ে যে অত্যাচার শুরু হয়েছিল তাতে যারা ছড়িয়ে পড়েছিল তারা ফেনিস, সাইপ্রাস এবং অ্যান্টিওক পর্যন্ত যাত্রা করেছিল, কেবল ইহুদীদের কাছে বাণী প্রচার করেছিল।
20 আর তাদের মধ্যে কয়েকজন সাইপ্রাস ও সিরিনের লোক ছিল, যাঁরা এন্টিওকে এসে প্রভু যীশুর কথা প্রচার করে গ্রীসীয়দের সঙ্গে কথা বলতেন৷
21 এবং প্রভুর হাত তাদের সঙ্গে ছিল: এবং একটি বিরাট সংখ্যক বিশ্বাস করেছিল এবং প্রভুর দিকে ফিরেছিল৷
22 তখন জেরুজালেমের মণ্ডলীর কানে এইসব খবর এল৷ তারা বার্নাবাসকে এন্টিওক পর্যন্ত যেতে পাঠাল৷
23 যখন তিনি এসেছিলেন এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ দেখেছিলেন, তখন তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন এবং তাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন যে, তারা মনে মনে প্রভুর সাথে যুক্ত থাকবে৷
24 কারণ তিনি একজন ভাল মানুষ এবং পবিত্র আত্মায় এবং বিশ্বাসে পূর্ণ ছিলেন: এবং প্রভুর কাছে অনেক লোক যুক্ত হয়েছিল৷
25 তারপর শৌলকে খোঁজার জন্য বার্নাবাস টারসাসে চলে গেলেন৷
26 তিনি তাকে খুঁজে পেয়ে এন্টিওকে নিয়ে গেলেন৷ এবং এটা ঘটল যে, পুরো এক বছর তারা মন্ডলীর সাথে একত্র হয়ে অনেক লোককে শিক্ষা দিল৷ এবং শিষ্যদের প্রথম এন্টিওকে খ্রিস্টান বলা হয়।
27 আর এই দিনে জেরুজালেম থেকে এন্টিওকে ভাববাদীরা এলেন৷
28 এবং তাদের মধ্যে আগাবাস নামে একজন উঠে দাঁড়ালেন, এবং আত্মার দ্বারা ইঙ্গিত দিলেন যে সমস্ত বিশ্ব জুড়ে প্রচুর অভাব হবে: যা ক্লডিয়াস সিজারের দিনে ঘটেছিল৷
29 তখন শিষ্যরা, প্রত্যেকে তার সামর্থ্য অনুসারে, যিহূদিয়াতে বসবাসকারী ভাইদের কাছে ত্রাণ পাঠাতে দৃঢ়সংকল্প করলেন:
30 তারাও তাই করল এবং বার্নাবাস ও শৌলের হাতে প্রাচীনদের কাছে পাঠিয়ে দিল৷

অধ্যায় 12

1 সেই সময় রাজা হেরোদ মণ্ডলীর কয়েকজনকে বিরক্ত করার জন্য তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন৷
2 আর তিনি যোহনের ভাই যাকোবকে তলোয়ার দিয়ে হত্যা করলেন।
3 ইহুদীরা এটা দেখে খুশি হয়েছে বলে তিনি পিতরকেও ধরতে এগিয়ে গেলেন৷ (তখন খামিরবিহীন রুটির দিন ছিল।)
4 তিনি তাকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে বন্দী করলেন এবং তাকে রক্ষা করার জন্য চারটি সৈন্যের হাতে তুলে দিলেন৷ ইস্টারের পরে তাকে লোকেদের সামনে আনতে ইচ্ছা করছে।
5 তাই পিতরকে কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, কিন্তু গির্জা থেকে বিরত না থেকে তাঁর জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছিল৷
6 আর হেরোদ যখন তাঁকে বের করে আনতে চাইল, সেই রাতে পিতর দু'জন সৈন্যের মাঝখানে ঘুমাচ্ছিলেন, দু'টি শিকল দিয়ে বেঁধেছিলেন; আর কারাগারের দরজার সামনে রক্ষকরা পাহারা দিচ্ছিলেন৷
7 আর দেখ, প্রভুর দূত তাঁহার উপরে আসিয়াছিলেন, এবং কারাগারের মধ্যে একটি আলো জ্বলিয়া উঠিল; এবং তিনি পিতরকে পাশ দিয়ে মারলেন, এবং বললেন, তাড়াতাড়ি উঠ। আর তার হাত থেকে শিকল পড়ে গেল।
8 আর স্বর্গদূত তাঁকে বললেন, কোমর বেঁধে তোমার জুতো পরে নাও৷ এবং তাই তিনি করেছেন. তখন সে তাকে বলল, 'তোমার জামাটা তোমার গায়ে ফেলে দিয়ে আমার পিছু নিও৷'
9 তখন তিনি বাইরে গিয়ে তাঁকে অনুসরণ করলেন৷ এবং বুঝবেন না যে দেবদূতের দ্বারা যা করা হয়েছিল তা সত্য ছিল৷ কিন্তু ভেবেছিলেন তিনি একটি দর্শন দেখেছেন।
10 তারা প্রথম এবং দ্বিতীয় ওয়ার্ড পেরিয়ে শহরের দিকে নিয়ে যাওয়া লোহার ফটকের কাছে এলো৷ যা তার নিজের ইচ্ছায় তাদের জন্য খুলে দিল৷ তারা বেরিয়ে গেল এবং একটি রাস্তা দিয়ে গেল৷ আর সঙ্গে সঙ্গে দেবদূত তাঁর কাছ থেকে চলে গেলেন৷

11 পিতর নিজের কাছে এসে বললেন, এখন আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে প্রভু তাঁর দূত পাঠিয়েছেন এবং হেরোদের হাত থেকে এবং ইহুদীদের সমস্ত প্রত্যাশা থেকে আমাকে উদ্ধার করেছেন৷
12 এই কথা চিন্তা করে তিনি যোহনের মা মরিয়মের বাড়িতে গেলেন, যাঁর নাম ছিল মার্ক৷ যেখানে অনেক লোক একত্রিত হয়ে প্রার্থনা করছিল।
13 পিতর যখন দরজার দরজায় কড়া নাড়লেন, তখন রোদা নামে এক মেয়ে শুনতে পেল৷
14 সে পিতরের কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে আনন্দের জন্য দরজা খুলল না, কিন্তু দৌড়ে ভিতরে গেল এবং পিতর কীভাবে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল তা বলল৷
15 তারা তাকে বলল, তুমি পাগল হয়েছ৷ কিন্তু তিনি ক্রমাগত নিশ্চিত করেছেন যে এটি এমনও ছিল। তখন তারা বলল, এটা তার ফেরেশতা।
16কিন্তু পিতর ক্রমাগত ধাক্কা দিতে থাকলেন৷ তারা দরজা খুলে তাঁকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল৷
17 কিন্তু তিনি তাদের শান্ত থাকার জন্য হাত দিয়ে ইশারা করে তাদের কাছে ঘোষণা করলেন যে প্রভু কীভাবে তাকে কারাগার থেকে বের করে এনেছিলেন৷ তিনি বললেন, যাও যাকোব ও ভাইদের কাছে এই সব দেখাও৷ তারপর তিনি চলে গেলেন এবং অন্য জায়গায় গেলেন৷
18 দিন হয়ে গেলেই সৈন্যদের মধ্যে সামান্য আলোড়ন দেখা গেল না, পিতরের কী হল৷
19 হেরোদ তাঁকে খুঁজতে গিয়েও তাঁকে না পেয়ে রক্ষকদের পরীক্ষা করে তাদের হত্যা করার আদেশ দিলেন৷ পরে তিনি যিহূদিয়া থেকে কৈসরিয়ায় গিয়ে সেখানে বাস করলেন।
20 এবং হেরোদ টায়ার ও সিডনবাসীদের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন; কিন্তু তারা একমত হয়ে তাঁর কাছে এলেন এবং ব্লাস্টাসকে রাজার চেম্বারলেইন তাদের বন্ধু বানিয়ে শান্তি কামনা করলেন; কারণ তাদের দেশ রাজার দেশ দ্বারা পুষ্ট হয়েছিল।
21 এবং একটি নির্দিষ্ট দিনে রাজকীয় পোশাক পরে হেরোদ তাঁর সিংহাসনে বসে তাদের কাছে বক্তৃতা করলেন৷
22তখন লোকেরা চিৎকার করে বলল, এটা দেবতার কণ্ঠস্বর, মানুষের নয়।
23 আর সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর ফেরেশতা তাকে আঘাত করলেন, কারণ তিনি ঈশ্বরকে মহিমা দেননি৷
24 কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য বেড়ে উঠল এবং বহুগুণ বেড়ে গেল৷
25 বার্নাবাস ও শৌল তাদের পরিচর্যা শেষ করে জেরুজালেম থেকে ফিরে গেলেন এবং মার্ক ছিলেন যোহনকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন৷

অধ্যায় 13

1 এন্টিওকের মণ্ডলীতে কয়েকজন ভাববাদী ও শিক্ষক ছিলেন৷ যেমন বার্নাবাস এবং শিমিওন যাকে নাইজার বলা হত, এবং সিরিনের লুসিয়াস, এবং মানান, যিনি হেরোদের টেট্রার্কের কাছে বেড়ে উঠেছিলেন এবং শৌল৷
2 যখন তারা প্রভুর সেবা করত এবং উপবাস করত, তখন পবিত্র আত্মা বললেন, বার্নাবাস ও শৌলকে যে কাজের জন্য আমি ডেকেছি তার জন্য আমাকে আলাদা করুন৷
3 তারা উপবাস ও প্রার্থনা করে তাদের গায়ে হাত রেখে তাদের বিদায় করে দিল৷
4 তাই পবিত্র আত্মার দ্বারা প্রেরিত হয়ে তারা সেলুকিয়ায় চলে গেল৷ সেখান থেকে জাহাজে করে তারা সাইপ্রাসে চলে গেল৷
5 তারা যখন সালামিসে ছিল, তখন তারা ইহুদীদের সমাজ-গৃহে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করেছিল এবং য়োহনকে তাদের পরিচারকের কাছেও ছিল৷
6 এবং যখন তারা দ্বীপের মধ্য দিয়ে পাফোসে গিয়েছিলেন, তখন তারা একজন জাদুকরকে দেখতে পেলেন, একজন মিথ্যা ভাববাদী, একজন ইহুদী, যার নাম ছিল বারজেসাস৷
7 যেটি দেশের ডেপুটি সের্গিয়াস পলাসের সাথে ছিল, একজন বিচক্ষণ লোক৷ যিনি বার্নাবাস ও শৌলকে ডেকেছিলেন এবং ঈশ্বরের বাক্য শুনতে চেয়েছিলেন৷
8 কিন্তু ইলিমাস যাদুকর (কারণ ব্যাখ্যা অনুসারে তার নাম তাই) তাদের প্রতিহত করেছিল, ডেপুটিকে বিশ্বাস থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল৷
9তখন শৌল (যাকে পৌলও বলা হয়) পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে তাঁর দিকে চোখ রাখলেন৷
10 এবং বললেন, হে সমস্ত সূক্ষ্মতা এবং সমস্ত দুষ্টুমিতে পরিপূর্ণ, হে শয়তানের সন্তান, তুমি সমস্ত ধার্মিকতার শত্রু, তুমি কি প্রভুর সঠিক পথগুলিকে বিকৃত করা বন্ধ করবে না?
11 আর এখন, দেখ, প্রভুর হাত তোমার উপরে, আর তুমি অন্ধ হয়ে যাবে, এক ঋতুর জন্য সূর্য দেখতে পাবে না। সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর কুয়াশা ও অন্ধকার নেমে এল৷ আর সে হাত ধরে কিছু লোকের খোঁজ করতে লাগল৷
12 তারপর ডেপুটি, যা করা হয়েছে তা দেখে প্রভুর শিক্ষায় আশ্চর্য হয়ে বিশ্বাস করলেন৷
13 এখন পৌল ও তাঁর সঙ্গী পাফোস থেকে মুক্ত হয়ে পামফিলিয়ার পর্গাতে এলেন এবং যোহন তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জেরুজালেমে ফিরে গেলেন৷
14কিন্তু পারগা থেকে বিদায় নিয়ে পিসিদিয়ার আন্তিয়খিয়ায় এসে বিশ্রামবারে সমাজ-গৃহে গিয়ে বসলেন।
15 বিধি-ব্যবস্থা ও ভাববাদীদের পাঠের পর সমাজ-গৃহের শাসনকর্তারা তাদের কাছে এই বলে পাঠালেন, 'হে ভাই ও বোনেরা, যদি তোমাদের লোকদের জন্য উপদেশ দেওয়ার কিছু থাকে তবে বল৷'
16 তখন পৌল উঠে দাঁড়ালেন এবং হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন, 'হে ইস্রায়েলের লোকরা, ও যারা ঈশ্বরকে ভয় কর, দর্শক দাও৷'
17 ইস্রায়েলের এই লোকদের ঈশ্বর আমাদের পিতৃপুরুষদের মনোনীত করেছিলেন, এবং যখন তারা মিশর দেশে বিদেশী হিসাবে বাস করত, তখন তিনি তাদের উঁচু বাহু দিয়ে সেখান থেকে বের করে আনলেন।
18 এবং প্রায় চল্লিশ বছর ধরে তিনি প্রান্তরে তাদের আচার-ব্যবহার ভোগ করলেন৷
19 এবং যখন তিনি চানান দেশে সাতটি জাতিকে ধ্বংস করেছিলেন, তখন তিনি তাদের দেশ তাদের ভাগ করে দিয়েছিলেন।
20 তারপর তিনি তাদের কাছে প্রায় সাড়ে চারশো বছর ধরে বিচারকদের দিয়েছিলেন, যতক্ষণ না শমূয়েল ভাববাদী ছিলেন৷

21 তারপর তারা একজন রাজার ইচ্ছা পোষণ করলেন এবং ঈশ্বর তাদের কাছে 40 বছরের ব্যবধানে বিন্যামীন গোষ্ঠীর সিসের পুত্র শৌলকে দিয়েছিলেন।
22 এবং তিনি তাকে সরিয়ে দিয়ে তাদের রাজা হিসেবে দাউদকে তাদের কাছে দাঁড় করালেন; যাঁর কাছেও তিনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, 'আমি যিশয়ের পুত্র দায়ূদকে পেয়েছি, আমার নিজের মনের মতো একজন লোক, যে আমার সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করবে।'
23 এই ব্যক্তির বংশের মধ্যে ঈশ্বর তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে ইস্রায়েলের কাছে একজন ত্রাণকর্তা, যীশুকে উত্থাপন করেছেন:
24 যখন যোহন তাঁর আসার আগে ইস্রায়েলের সমস্ত লোকদের কাছে অনুতাপের বাপ্তিস্মের কথা প্রচার করেছিলেন।
25 আর যোহন তাঁর পথ পূর্ণ করতে গিয়ে বললেন, আমি কে বলে তোমরা মনে কর? আমি সে নই। কিন্তু, দেখ, আমার পরে একজন আসছেন, যার পায়ের জুতা আমি খুলে দেবার যোগ্য নই।
26 পুরুষ ও ভাই ও বোনেরা, অব্রাহামের বংশের সন্তান, এবং তোমাদের মধ্যে যে কেউ ঈশ্বরকে ভয় করে, তোমাদের কাছে এই পরিত্রাণের বাণী পাঠানো হয়েছে।
27 কারণ জেরুজালেমে যারা বাস করে এবং তাদের শাসনকর্তারা, কারণ তারা তাঁকে চিনত না, এমনকি নবীদের কণ্ঠস্বরও যা প্রতি বিশ্রামবারে পাঠ করা হয়, তারা তাঁকে দোষারোপ করার জন্য তাদের পূর্ণ করেছে।
28 যদিও তারা তার মধ্যে মৃত্যুর কোন কারণ খুঁজে পায়নি, তবুও তারা পীলাতের কাছে চেয়েছিল যে তাকে হত্যা করা হোক।
29 তাঁর সম্বন্ধে যা লেখা ছিল তা পূর্ণ করে তারা তাঁকে গাছ থেকে নামিয়ে একটি কবরে রাখল।
30কিন্তু ঈশ্বর তাকে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করেছেন:
31 আর যাঁরা তাঁর সঙ্গে গালীল থেকে জেরুজালেমে এসেছিলেন, তাঁদের অনেক দিন তাঁকে দেখা গেল, যাঁরা লোকেদের কাছে তাঁর সাক্ষী।
32 এবং আমরা তোমাদের কাছে সুসংবাদ ঘোষণা করছি যে, পূর্বপুরুষদের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল,
33 ঈশ্বর আমাদের তাদের সন্তানদের জন্য একই পূর্ণ করেছেন, যে তিনি যীশুকে পুনরুত্থিত করেছেন; দ্বিতীয় গীতেও যেমন লেখা আছে, 'তুমি আমার পুত্র, আজ আমি তোমাকে জন্ম দিয়েছি।'
34 এবং তিনি যে তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, এখন আর ধ্বংসের দিকে ফিরে যেতে হবে না, এই বিষয়ে তিনি বললেন, আমি তোমাকে দায়ূদের নিশ্চিত করুণা দেব।
35 সেইজন্য তিনি অন্য একটি গীতেও বলেছেন, 'তুমি তোমার পবিত্রকে কলুষিত হতে দেবে না।'
36 কারণ দায়ূদ, ঈশ্বরের ইচ্ছায় তার নিজের প্রজন্মের সেবা করার পরে, ঘুমিয়ে পড়েছিলেন এবং তার পূর্বপুরুষদের কাছে শায়িত হয়েছিলেন এবং দুর্নীতি দেখেছিলেন:
37 কিন্তু ঈশ্বর যাঁকে পুনরুত্থিত করেছিলেন, তিনি কোন বিপর্যয় দেখতে পাননি।
38 অতএব, পুরুষ ও ভাই ও বোনেরা, তোমাদের কাছে এটা জানা উচিত যে এই লোকটির মাধ্যমে তোমাদের কাছে পাপের ক্ষমা প্রচার করা হয়েছে।
39 আর যাঁরা বিশ্বাস করে তারা সকলেই তাঁর দ্বারা ধার্মিক বলে প্রমাণিত হয়, যা থেকে তোমরা মোশির আইন দ্বারা ধার্মিক হতে পারোনি।
40 তাই সাবধান, ভাববাদীদের মধ্যে যে কথা বলা হয়েছে তা যেন তোমাদের উপর না আসে।
41 দেখ, তোমরা ঘৃণা কর, আশ্চর্য হও এবং ধ্বংস হও, কারণ আমি তোমাদের দিনে এমন একটি কাজ করছি, এমন একটি কাজ যা একজন মানুষ তোমাদের কাছে ঘোষণা করলেও তোমরা বিশ্বাস করবে না।
42 ইহুদীরা যখন সমাজ-গৃহ থেকে বেরিয়ে গেল, তখন অইহুদীরা অনুরোধ করল যেন পরের বিশ্রামবারে তাদের কাছে এই কথা প্রচার করা হয়।
43 যখন মণ্ডলী ভেঙ্গে গেল, তখন অনেক ইহুদী ও ধর্মান্তরিত লোক পৌল ও বার্নাবাসকে অনুসরণ করল: তারা তাদের সঙ্গে কথা বলে ঈশ্বরের অনুগ্রহে চলতে প্ররোচিত করেছিল।
44 পরের বিশ্রামবারে প্রায় সমস্ত শহর ঈশ্বরের বাক্য শোনার জন্য একত্রিত হল।
45 কিন্তু ইহুদীরা লোকসমাগম দেখে ঈর্ষায় ভরে গেল এবং পৌলের কথার বিরুদ্ধে কথা বলতে লাগল।
46 তখন পৌল ও বার্নাবাস সাহসী হয়ে বললেন, ঈশ্বরের বাক্য প্রথমে তোমাদের কাছে বলা দরকার ছিল, কিন্তু তোমরা যখন তা তোমাদের থেকে সরিয়ে দিয়েছ এবং অনন্ত জীবনের অযোগ্য বলে নিজেদের বিচার করছ, দেখ, আমরা অইহুদীদের দিকে ফিরে যাচ্ছি। .
47 কারণ প্রভু আমাদের এই আদেশ দিয়েছেন, বলেছেন, আমি তোমাকে অইহুদীদের একটি আলো হিসাবে নিযুক্ত করেছি, যাতে তুমি পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পরিত্রাণের জন্য হও।
48 অইহুদীরা এই কথা শুনে আনন্দিত হল এবং প্রভুর বাক্যকে মহিমান্বিত করল এবং অনন্ত জীবনের জন্য যাদের নিযুক্ত করা হয়েছিল তারা বিশ্বাস করল।
49 আর প্রভুর বাক্য সমস্ত অঞ্চলে প্রকাশিত হল।
50 কিন্তু ইহুদীরা ধার্মিক ও সম্মানিত মহিলাদের এবং শহরের প্রধান পুরুষদের উত্তেজিত করেছিল এবং পৌল ও বার্নাবাসের বিরুদ্ধে অত্যাচার চালায় এবং তাদের উপকূল থেকে বের করে দেয়।
51 কিন্তু তারা তাদের পায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেলে ইকনিয়ামে এল।
52 আর শিষ্যরা আনন্দে ও পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হল।

অধ্যায় 14

1 ইকনিয়ামে তারা দুজনে একসঙ্গে ইহুদীদের সমাজ-গৃহে গিয়ে এমন কথা বলতে লাগল যে, ইহুদী ও গ্রীক উভয়েই এক বিরাট জনতা বিশ্বাস করল।
2 কিন্তু অবিশ্বাসী ইহুদীরা অইহুদীদের উত্তেজিত করেছিল এবং ভাইদের বিরুদ্ধে তাদের মন খারাপ করেছিল।

3 তাই দীর্ঘকাল তারা প্রভুতে সাহসের সাথে কথা বলেছিল, যিনি তাঁর অনুগ্রহের কথার সাক্ষ্য দিয়েছিলেন এবং তাদের হাতে চিহ্ন ও আশ্চর্য কাজ করার অনুমতি দিয়েছিলেন।
4 কিন্তু শহরের জনতা বিভক্ত হয়ে গেল: কিছু অংশ ইহুদীদের সাথে এবং কিছু অংশ প্রেরিতদের সাথে ছিল।
5আর যখন অইহুদীদের এবং ইহুদীদেরও তাদের শাসকদের সহিত আক্রমণ করা হল, তখন তাদের অযৌক্তিকভাবে ব্যবহার করা এবং পাথর মারার জন্য,
6তারা তা জানতে পেরে লিকাওনিয়ার শহর লিস্ত্রা ও ডারবেতে এবং চারপাশে যে অঞ্চলটি আছে সেখানে পালিয়ে গেল।
7 এবং সেখানে তারা সুসমাচার প্রচার করত।
8 আর লুস্ত্রায় এক লোক বসেছিল, তার পায়ে নপুংসক ছিল, সে তার মায়ের গর্ভ থেকে পঙ্গু ছিল, সে কখনও হাঁটেনি।
9সেই পৌলকে বলতে শুনেছিল: যিনি দৃঢ়ভাবে তাঁকে দেখছিলেন এবং বুঝতে পারলেন যে তাঁর সুস্থ হওয়ার বিশ্বাস আছে।
10 উচ্চস্বরে বললেন, তোমার পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াও। এবং তিনি লাফিয়ে হাঁটলেন।
11 পৌল যা করেছেন তা দেখে লোকেরা উচ্চস্বরে লিকাওনিয়ার কথায় বলে উঠল, দেবতারা মানুষের মতো আমাদের কাছে নেমে এসেছেন।
12 তারা বার্নাবাসকে বৃহস্পতি বলে ডাকল। এবং পল, মারকিউরিয়াস, কারণ তিনি প্রধান বক্তা ছিলেন।
13 তারপর বৃহস্পতির পুরোহিত, যা তাদের শহরের সামনে ছিল, দরজার কাছে বলদ এবং মালা এনেছিল এবং লোকদের সাথে বলিদান করতেন।
14যার কথা শুনে প্রেরিত বার্নাবাস ও পৌল তাদের কাপড় ছিঁড়ে লোকদের মধ্যে দৌড়ে গিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগলেন,
15 আর বললেন, মহাশয়, কেন এসব করছ? আমরাও তোমাদের মতো আবেগের মানুষ, এবং তোমাদের কাছে প্রচার করছি যে তোমরা এই অসারতা থেকে সেই জীবন্ত ঈশ্বরের দিকে ফিরে যাও, যিনি স্বর্গ, পৃথিবী, সমুদ্র এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তা সৃষ্টি করেছেন।
16 যিনি অতীতে সমস্ত জাতিকে তাদের নিজস্ব পথে চলতে সহ্য করেছিলেন।
17তবুও তিনি নিজেকে সাক্ষ্য ব্যতীত রেখে যাননি, কারণ তিনি ভাল করেছেন, এবং স্বর্গ থেকে আমাদের বৃষ্টি এবং ফলদায়ক ঋতু দিয়েছেন, আমাদের হৃদয়কে খাদ্য ও আনন্দে পূর্ণ করেছেন।
18 আর এই কথাগুলো দিয়ে তারা লোকেদের সংযত করল যে, তারা তাদের কাছে বলিদান করেনি।
19 তখন আন্তিয়খিয়া ও ইকনিয়াম থেকে কয়েকজন ইহুদী সেখানে এসে লোকদের প্ররোচিত করল এবং পৌলকে পাথর মেরে শহরের বাইরে নিয়ে গেল, মনে করে সে মারা গেছে।
20তবে শিষ্যরা তাঁর চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তিনি উঠে নগরে এলেন। পরের দিন তিনি বার্নাবার সঙ্গে দর্বে চলে গেলেন।
21 তারা সেই শহরে সুসমাচার প্রচার করে অনেককে শিক্ষা দিয়ে আবার লিস্ত্রা, ইকনিয়াম ও আন্তিয়খিয়াতে ফিরে গেল।
22 শিষ্যদের আত্মা নিশ্চিত করা, এবং তাদের বিশ্বাসে অবিরত থাকার জন্য উত্সাহ দেওয়া, এবং আমাদের অবশ্যই অনেক ক্লেশের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে হবে।
23 এবং যখন তারা তাদের প্রত্যেকটি মন্ডলীতে প্রাচীনদের নিযুক্ত করেছিল এবং উপবাসের সাথে প্রার্থনা করেছিল, তখন তারা তাদের প্রভুর কাছে সমর্পণ করেছিল, যাঁর উপর তারা বিশ্বাস করেছিল।
24 তারা পিসিদিয়া পেরিয়ে পামফুলিয়ায় এলেন।
25পরগায় এই কথা প্রচার করে তারা আটালিয়াতে নেমে গেল।
26 আর সেখান থেকে জাহাজে করে এন্টিওকে রওনা হল, যেখান থেকে তারা যে কাজের জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহের জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল তা তারা পূর্ণ করেছিল।
27 এবং যখন তারা এসে মণ্ডলীকে একত্রিত করল, তখন ঈশ্বর তাদের সাথে যা করেছিলেন এবং কীভাবে তিনি অইহুদীদের জন্য বিশ্বাসের দরজা খুলে দিয়েছিলেন তার সমস্ত কথা শুনলেন।
28 সেখানে তাঁরা শিষ্যদের সঙ্গে দীর্ঘকাল ছিলেন।

অধ্যায় 15

1 আর কিছু লোক যারা যিহূদিয়া থেকে নেমে এসেছিল তারা ভাইদের শিক্ষা দিয়ে বলল, 'মোশির মত করে সুন্নত না করালে তোমরা রক্ষা পাবে না।'
2 সেইজন্য যখন পৌল ও বার্নাবাসের সঙ্গে তাদের কোনো ছোটখাটো মতভেদ ও বিবাদ ছিল না, তখন তারা স্থির করলেন যে পৌল ও বার্নাবাস এবং তাদের মধ্যে কয়েকজনের এই প্রশ্ন নিয়ে জেরুজালেমে প্রেরিতদের ও প্রাচীনদের কাছে যাওয়া উচিত।
3 মণ্ডলী তাদের পথে নিয়ে এসে অইহুদীদের ধর্মান্তরিত হওয়ার কথা ঘোষণা করে ফিনিস ও শমরিয়ার মধ্য দিয়ে গেল।
4আর যখন তারা জেরুজালেমে এলো, তখন মন্ডলী, প্রেরিত ও প্রাচীনরা তাদের স্বাগত জানাল এবং ঈশ্বর তাদের সাথে যা করেছেন তা তারা ঘোষণা করলেন।
5 কিন্তু ফরীশীদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করেছিল তাদের মধ্যে কয়েকজন উঠে দাঁড়ালো, তারা বলল, তাদের সুন্নত করা দরকার এবং মোশির বিধি-ব্যবস্থা পালন করার জন্য তাদের আদেশ করা দরকার।
6 আর প্রেরিতরা ও প্রাচীনরা এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য একত্র হলেন।
7আর অনেক তর্ক-বিতর্কের পর পিতর উঠিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা জানিতেছ যে, কতকাল আগে ঈশ্বর আমাদের মধ্য হইতে মনোনীত করিয়াছিলেন, যেন অইহুদীরা আমার মুখের দ্বারা সুসমাচারের বাক্য শুনিতে পারে। এবং বিশ্বাস.
8 এবং ঈশ্বর, যিনি হৃদয় জানেন, তিনি তাদের সাক্ষ্য দিয়েছেন, তাদের পবিত্র আত্মা দিয়েছেন, যেমন তিনি আমাদের প্রতি করেছিলেন।
9আর আমাদের ও তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখো না, বিশ্বাসের দ্বারা তাদের অন্তরকে শুদ্ধ কর।

10 তাই এখন কেন শিষ্যদের ঘাড়ে এমন জোয়াল চাপানোর জন্য তোমরা ঈশ্বরকে প্রলোভিত করছ, যা আমাদের পিতৃপুরুষেরা বা আমরা বহন করতে পারিনি?
11 কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহের মাধ্যমে আমরাও তাদের মতো উদ্ধার পাব৷
12 তখন সমস্ত জনতা চুপ করে রইল, এবং বার্নাবাস ও পৌলের কাছে শ্রোতাদের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল যে ঈশ্বর তাদের দ্বারা অইহুদীদের মধ্যে কী অলৌকিক কাজ ও আশ্চর্য কাজ করেছেন৷
13 তারা চুপ করে থাকার পর, জেমস উত্তর দিয়ে বললেন, হে ভাই ও বোনেরা, আমার কথা শোন৷
14 শিমিয়োন ঘোষণা করেছেন যে, ঈশ্বর কীভাবে প্রথম অইহুদীদের কাছে গিয়েছিলেন, তাদের মধ্য থেকে তাঁর নামের জন্য একটি জাতিকে বের করতে৷
15 আর এতে ভাববাদীদের কথা একমত৷ যেমন লেখা আছে,
16 এর পরে আমি ফিরে আসব এবং দায়ূদের তাঁবুটি আবার তৈরি করব, যেটি পড়ে গেছে; আমি তার ধ্বংসাবশেষ আবার নির্মাণ করব এবং আমি তা স্থাপন করব।
17 যাতে মানুষের অবশিষ্টাংশ প্রভুর খোঁজ করতে পারে, এবং সমস্ত অইহুদীরা, যাদের উপর আমার নাম ডাকা হয়, প্রভু বলেন, যিনি এই সমস্ত কাজ করেন৷
18 জগতের শুরু থেকে তাঁর সমস্ত কাজ ঈশ্বরের কাছে জ্ঞাত৷
19 তাই আমার বাক্য হল, আমরা তাদের কষ্ট দিই না, যারা অইহুদীদের মধ্য থেকে ঈশ্বরের দিকে ফিরে এসেছে৷
20 কিন্তু আমরা তাদের কাছে লিখি যে, তারা প্রতিমার দূষণ, ব্যভিচার, শ্বাসরোধ করা জিনিস এবং রক্ত থেকে দূরে থাকবে৷
21 কারণ প্রাচীনকালের মোশির প্রত্যেকটি শহরে যাঁরা তাঁকে প্রচার করেন, তাদের সমাজ-গৃহে প্রতি বিশ্রামবারে পাঠ করা হয়৷
22 তখন প্রেরিতরা এবং পুরো মন্ডলী সহ প্রেরিতরা সন্তুষ্ট হলেন, পৌল ও বার্নাবাসের সাথে তাদের নিজস্ব দলের মনোনীত লোকদের এন্টিওকে পাঠাতে৷ যথা, জুডাস উপনাম বারসাবাস এবং সীলাস, ভাইদের মধ্যে প্রধান পুরুষ:
23 এইভাবে তারা তাদের কাছে চিঠি লিখেছিল৷ প্রেরিতরা, প্রাচীনরা এবং ভাইয়েরা এন্টিওক, সিরিয়া এবং কিলিকিয়ার অইহুদী ভাইদের অভিবাদন পাঠাচ্ছেন:
24 কারণ আমরা শুনেছি যে, আমাদের কাছ থেকে যাঁরা বের হয়েছিলেন তাঁরা কথায় কথায় তোমাদের বিরক্ত করেছেন, তোমাদের আত্মাকে বিভ্রান্ত করেছেন, বলেছেন, তোমাদের সুন্নত করা উচিত এবং আইন মেনে চলা উচিত৷
25 একত্রে একত্রিত হয়ে আমাদের প্রিয় বার্নাবাস ও পৌলের সঙ্গে তোমাদের কাছে মনোনীত লোকদের পাঠাতে আমাদের ভাল লাগছিল৷
26 যারা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামের জন্য তাদের জীবন বিপন্ন করেছে৷
27 তাই আমরা যিহূদা ও সীলাকে পাঠিয়েছি, তারাও তোমাদের মুখে একই কথা বলবে৷
28 কারণ পবিত্র আত্মার কাছে এবং আমাদের কাছে এই প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির চেয়ে আপনার উপর আরও বড় বোঝা চাপানো ভাল মনে হয়েছিল৷
29 যেন তোমরা মূর্তিকে উত্সর্গ করা মাংস, রক্ত, শ্বাসরোধ করা জিনিস এবং ব্যভিচার থেকে বিরত থাক৷ যদি তোমরা নিজেদেরকে দূরে রাখ তবে তোমাদের ভালো হবে৷ ভালো থাকুন।
30 কাজেই তারা বরখাস্ত হয়ে এন্টিওকে এলেন, এবং লোকদের একত্র করে চিঠিটি দিলেন:
31 যা পাঠ করে তারা সান্ত্বনার জন্য আনন্দিত হল৷
32 আর যিহূদা ও সীল নিজেও ভাববাদী হয়ে ভাইদেরকে অনেক কথা দিয়ে উৎসাহিত করলেন এবং তাদের সত্যতা দিলেন৷
33 তারা সেখানে অবস্থান করার পর ভাইদের কাছ থেকে প্রেরিতদের কাছে শান্তিতে ছেড়ে দেওয়া হল৷
34 তা সত্ত্বেও সীল সেখানেই থাকতে পারলেন৷
35 পৌল ও বার্নাবাস আন্তিয়খিয়ায় প্রভুর বাক্য শিক্ষা ও প্রচার করতে থাকলেন এবং আরও অনেকের সঙ্গেও তা প্রচার করতে লাগলেন৷
36 আর কিছু দিন পর পৌল বার্নাবাসকে বললেন, 'চলুন আমরা আবার যাই এবং প্রতিটি শহরে যেখানে আমরা প্রভুর বাক্য প্রচার করেছি সেখানে আমাদের ভাইদের সঙ্গে দেখা করি এবং তারা কেমন করে তা দেখি৷
37 আর বার্নাবাস স্থির করলেন যে য়োহনকে সঙ্গে নেবেন, যার নাম ছিল মার্ক৷
38 কিন্তু পৌল তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ভাল মনে করলেন না, যিনি পামফিলিয়া থেকে তাঁদের কাছ থেকে চলে গিয়েছিলেন এবং তাঁদের সঙ্গে কাজে যাননি৷
39 এবং তাদের মধ্যে বিবাদ এত তীব্র ছিল যে তারা একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল; আর বার্নাবাস মার্ককে নিয়ে সাইপ্রাসে যাত্রা করলেন৷
40 আর পৌল সীলাকে বেছে নিয়ে চলে গেলেন, ভাইয়েরা ঈশ্বরের অনুগ্রহের জন্য সুপারিশ করে চলে গেলেন৷
41 আর তিনি সিরিয়া ও কিলিকিয়ার মধ্য দিয়ে গেলেন, মণ্ডলীগুলোকে নিশ্চিত করলেন।

অধ্যায় 16

1 তারপর তিনি দর্বে ও লুস্ত্রায় গেলেন৷ সেখানে দেখ, তিমোথিয় নামে একজন শিষ্য ছিলেন৷ তিনি একজন ইহুদী মহিলার পুত্র ছিলেন৷ তিনি বিশ্বাস করেছিলেন৷ কিন্তু তার বাবা ছিলেন একজন গ্রীক:
2 লুস্ত্রা ও ইকনিয়ামের ভাইয়েরা এই বিষয়ে ভালভাবে রিপোর্ট করেছিল৷
3 তাকে পলকে তার সাথে যেতে হবে; এবং সেই এলাকার ইহুদীদের জন্য তাকে নিয়ে গিয়ে খৎনা করালেন, কারণ তারা জানত যে তার পিতা একজন গ্রীক ছিলেন৷
4 এবং তারা যখন শহরগুলির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, তারা তাদের কাছে সেই আদেশগুলি পৌঁছে দিল যা পালন করার জন্য, যা জেরুজালেমে প্রেরিত ও প্রাচীনদের দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল৷
5 আর সেইভাবে মণ্ডলীগুলি বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হল এবং প্রতিদিন সংখ্যায় বৃদ্ধি পেল৷

6এখন তারা যখন ফ্রুগিয়া ও গালাতিয়ার অঞ্চল জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা এশিয়াতে প্রচার করতে নিষেধ করা হয়েছিল,
7 তারা মাইসিয়ায় আসার পর, তারা বিথুনিয়ায় যেতে চাইল, কিন্তু আত্মা তাদের কষ্ট দিল না।
8 আর তারা মাইসিয়ার পাশ দিয়ে ত্রোয়াতে নামল৷
9 আর রাতে পৌলকে একটি দর্শন দেখা গেল৷ সেখানে একজন মাসিডোনিয়ার লোক দাঁড়িয়ে তাকে প্রার্থনা করে বলল, 'মাসিডোনিয়ায় এসে আমাদের সাহায্য করুন৷'
10 এবং তিনি দর্শনটি দেখার পরে, আমরা অবিলম্বে ম্যাসিডোনিয়ায় যাওয়ার চেষ্টা করলাম, নিশ্চিতভাবে একত্রিত হয়েছিলাম যে প্রভু আমাদেরকে তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য ডেকেছিলেন৷
11 তাই ত্রোয়াস থেকে ছেড়ে আমরা সোজা সামোথ্রাসিয়াতে এবং পরের দিন নিয়াপোলিসে চলে আসি৷
12 এবং সেখান থেকে ফিলিপীতে, যা মেসিডোনিয়ার সেই অংশের প্রধান শহর এবং একটি উপনিবেশ; এবং আমরা সেই শহরে কিছু দিন ছিলাম৷
13 বিশ্রামবারে আমরা শহরের বাইরে নদীর ধারে গিয়েছিলাম, যেখানে প্রার্থনা করা হত না৷ এবং আমরা বসলাম, এবং সেখানে অবস্থানকারী মহিলাদের সাথে কথা বললাম৷
14 আর থুয়াতিরা শহরের বেগুনি রঙের বিক্রেতা লিদিয়া নামে এক মহিলা, যিনি ঈশ্বরের উপাসনা করতেন, তিনি আমাদের কথা শুনলেন: প্রভু যার হৃদয় খুলে দিলেন, তিনি পৌলের কথায় মনোযোগ দিলেন৷
15 এবং যখন তিনি এবং তার পরিবারের বাপ্তিস্ম নিলেন, তখন তিনি আমাদের অনুনয় করে বললেন, 'তোমরা যদি আমাকে প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ত বলে বিচার করে থাক, তাহলে আমার বাড়িতে আসো এবং সেখানে থাকো৷' এবং তিনি আমাদের সীমাবদ্ধ.
16 এবং এমনটি ঘটল, আমরা যখন প্রার্থনা করতে যাচ্ছিলাম, তখন ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মা সম্পন্ন একটি মেয়ে আমাদের সাথে দেখা করল, যে তার প্রভুদের সুগভীর কথা বলে অনেক লাভ এনেছিল:
17 তিনি পৌল ও আমাদের অনুসরণ করলেন এবং চিৎকার করে বললেন, এই লোকেরা পরমেশ্বর ঈশ্বরের দাস, যাঁরা আমাদের পরিত্রাণের পথ দেখান৷
18 আর সে অনেক দিন এই কাজ করেছিল৷ কিন্তু পৌল শোকাহত হয়ে ফিরে এসে সেই আত্মাকে বললেন, আমি যীশু খ্রীষ্টের নামে তোমাকে তার থেকে বের হয়ে আসতে আজ্ঞা করছি। এবং একই ঘন্টা তিনি বেরিয়ে আসেন.
19 এবং যখন তার মনিবেরা দেখলেন যে তাদের লাভের আশা শেষ হয়ে গেছে, তখন তারা পৌল ও সীলাকে ধরে বাজারে শাসকের কাছে নিয়ে গেল৷
20 এবং তাদের ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছে নিয়ে এসে বললেন, এই লোকেরা ইহুদী হয়ে আমাদের শহরকে খুব কষ্ট দিচ্ছে।
21 এবং প্রথা শেখান, যা আমাদের রোমীয় হওয়ার কারণে গ্রহণ করা বা পালন করা বৈধ নয়৷
22 আর জনতা একত্রিত হয়ে তাদের বিরুদ্ধে উঠল, এবং ম্যাজিস্ট্রেটরা তাদের জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেললেন এবং তাদের মারতে নির্দেশ দিলেন।
23 এবং যখন তারা তাদের উপর অনেক বেত্রাঘাত করেছিল, তারা তাদের কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল, কারারক্ষককে তাদের নিরাপদে রাখার জন্য অভিযুক্ত করেছিল:
24 এই ধরনের অভিযোগ পেয়ে কারাগারের ভিতরের কারাগারে তাদের ঠেলে দিল এবং মজুদের মধ্যে পা রাখল৷
25 আর মধ্যরাতে পৌল ও সীল প্রার্থনা করলেন এবং ঈশ্বরের প্রশংসা গান করলেন, আর বন্দীরা তা শুনতে পেল৷
26 আর হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্প হল, যাতে কারাগারের ভিত কেঁপে উঠল; আর সঙ্গে সঙ্গে সব দরজা খুলে গেল এবং প্রত্যেকের বাঁধন খুলে গেল।
27 আর জেলের রক্ষক ঘুম থেকে জেগে উঠে কারাগারের দরজা খোলা দেখে তলোয়ার বের করে আত্মহত্যা করতেন, মনে করেন বন্দীরা পালিয়ে গেছে।
28 কিন্তু পৌল উচ্চস্বরে চিৎকার করে বললেন, 'তোমার কোন ক্ষতি করো না, কারণ আমরা সবাই এখানে আছি৷'
29 তখন তিনি আলোর জন্য ডেকে উঠলেন, এবং কাঁপতে কাঁপতে এসে পৌল ও সীলের সামনে পড়ে গেলেন৷
30 এবং তাদের বাইরে নিয়ে এসে বললেন, মহাশয়, পরিত্রাণ পেতে আমাকে কি করতে হবে?
31 তারা বলল, 'প্রভু যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস কর, তাহলে তুমি ও তোমার ঘর উদ্ধার হবে৷'
32 তারা তাঁকে এবং তাঁর বাড়িতে যাঁরা ছিল তাদের সকলকে প্রভুর বাক্য বললেন৷
33 এবং সেই রাতেই তিনি তাদের নিয়ে গেলেন এবং তাদের দাগ ধুয়ে ফেললেন৷ এবং তিনি এবং তার সমস্ত, সঙ্গে সঙ্গে বাপ্তিস্ম নিলেন৷
34 তিনি তাদের বাড়িতে নিয়ে এসে তাদের সামনে মাংস রাখলেন, এবং তাঁর সমস্ত বাড়ির লোকে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে আনন্দ করলেন৷
35 যখন দিন হল, তখন হাকিমরা সেনাপতিদের এই বলে পাঠালেন, সেই লোকদের যেতে দাও৷
36 তখন কারাগারের রক্ষক পৌলকে এই কথা বললেন, শাসকেরা আপনাকে ছেড়ে দিতে পাঠিয়েছেন, তাই এখন চলে যান এবং শান্তিতে যান৷
37 কিন্তু পৌল তাদের বললেন, 'তারা আমাদের রোমীয় বলে নির্দোষভাবে মারধর করেছে এবং কারাগারে নিক্ষেপ করেছে৷ এবং এখন তারা কি আমাদের গোপনে তাড়িয়ে দিচ্ছে? না সত্যই; কিন্তু তারা নিজেরাই এসে আমাদের বের করে আনুক।
38 এবং সার্জেন্টরা ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছে এই কথাগুলো বলল: তারা যখন শুনল যে তারা রোমান ছিল তখন তারা ভয় পেল।
39 তারা এসে তাদের কাছে অনুরোধ করল এবং তাদের বাইরে নিয়ে এল এবং তাদের শহর থেকে চলে যেতে চাইল৷
40 পরে তারা কারাগার থেকে বের হয়ে লিদিয়ার বাড়িতে প্রবেশ করল৷ তারা ভাইদের দেখে তাদের সান্ত্বনা দিয়ে চলে গেল৷

অধ্যায় 17

1এবার তারা আম্ফিপলিস ও অ্যাপোলোনিয়ার মধ্য দিয়ে পেরিয়ে থিসালোনিকায় এলেন, যেখানে ইহুদীদের একটি সমাজগৃহ ছিল।
2 আর পৌল তাঁর রীতি অনুসারে তাদের কাছে গেলেন এবং তিন বিশ্রামবারে শাস্ত্র থেকে তাদের সঙ্গে তর্ক করলেন।
3 খোলা এবং অভিযোগ, খ্রীষ্ট অবশ্যই কষ্ট ভোগ করতে হবে, এবং মৃতদের থেকে পুনরুত্থিত; আর এই যীশু, যাকে আমি তোমাদের কাছে প্রচার করছি তিনি হলেন খ্রীষ্ট।
4 তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্বাস করল এবং পৌল ও সীলের সঙ্গে মিলিত হল। এবং ধর্মপ্রাণ গ্রীকদের মধ্যে একটি বিশাল সংখ্যক, এবং প্রধান মহিলাদের মধ্যে কিছু নয়।
5 কিন্তু ইহুদীরা যারা বিশ্বাস করেনি, তারা ঈর্ষায় উদ্বেলিত হয়েছিল, তারা তাদের কাছে কিছু অশ্লীল লোককে ধরে নিয়েছিল এবং একটি দল জড়ো করে সমস্ত শহরে হৈচৈ ফেলে দিয়েছিল এবং জেসনের বাড়িতে আক্রমণ করেছিল এবং তাদের বের করে আনার চেষ্টা করেছিল। মানুষের কাছে
6 তারা তাদের খুঁজে না পেয়ে জেসন ও কয়েকজন ভাইকে শহরের শাসনকর্তাদের কাছে টেনে নিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল, "যারা বিশ্বকে উল্টে দিয়েছে তারা এখানেও এসেছে।
7 যাকে জেসন পেয়েছিলেন: আর এরা সবাই সিজারের আদেশের বিরুদ্ধে বলে যে আর একজন রাজা আছেন, একজন যীশু।
8 এই কথা শুনে তারা লোকে ও শহরের শাসনকর্তাদের বিরক্ত করল।
9 তারা জেসন ও অন্যজনের নিরাপত্তা নিয়ে তাদের ছেড়ে দিল।
10 ভাইয়েরা সঙ্গে সঙ্গে পৌল ও সীলকে রাতের বেলা বিরিয়াতে পাঠিয়ে দিল। তারা সেখানে এসে ইহুদীদের সমাজগৃহে গেল।
11 এরা থেসালোনিকার লোকদের চেয়ে বেশি মহৎ ছিল, কারণ তারা সমস্ত মন-প্রাণ সহকারে বাক্য গ্রহণ করেছিল এবং প্রতিদিন শাস্ত্রে অনুসন্ধান করেছিল, সেগুলি এমন ছিল কিনা।
12 তাই তাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস করল; এছাড়াও সম্মানিত মহিলাদের যারা গ্রীক ছিল, এবং পুরুষদের, কিছু না.
13 কিন্তু থিসালনিকার ইহুদীরা যখন জানতে পারল যে, বিরয়াতে পৌলের কাছ থেকে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করা হয়েছে, তখন তারা সেখানেও এসে লোকদের উত্তেজিত করল।
14 তখন ভাইয়েরা তখনই পৌলকে সমুদ্রের দিকে যেতে পাঠালেন, কিন্তু সীলা ও তীমোথিয় সেখানেই রইলেন।
15 আর যারা পৌলকে পরিচালনা করত তারা তাঁকে এথেন্সে নিয়ে গেল; এবং সীলা ও টিমোথিউসের কাছে সমস্ত দ্রুততার সাথে তাঁর কাছে আসার আদেশ পেয়ে তারা চলে গেল।
16 এখন যখন পৌল এথেন্সে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তখন তিনি শহরটিকে সম্পূর্ণরূপে মূর্তিপূজায় পতিত হতে দেখে তাঁর মধ্যে আত্মা উদ্বেলিত হয়েছিল।
17 তাই তিনি ইহুদীদের সঙ্গে সমাজ-গৃহে, ধর্মপ্রাণ লোকদের সঙ্গে এবং বাজারে যাঁরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন তাদের সঙ্গে প্রতিদিন তর্ক করতেন।
18 তারপর এপিকিউরিয়ান এবং স্টোইকদের কিছু দার্শনিক তার মুখোমুখি হলেন। আর কেউ কেউ বলল, এই বকবক কি বলবে? অন্য কিছু, তিনি অদ্ভুত দেবতাদের একজন স্থাপনকারী বলে মনে হচ্ছে: কারণ তিনি তাদের কাছে যীশু এবং পুনরুত্থানের কথা প্রচার করেছিলেন।
19 তারা তাকে ধরে আরিওপাগাসের কাছে নিয়ে গেল এবং বলল, আমরা কি জানতে পারি এই নতুন মতবাদ, যার বিষয়ে আপনি বলছেন?
20 কারণ আপনি আমাদের কানে কিছু অদ্ভুত বিষয় নিয়ে আসছেন, তাই আমরা জানতে পারব যে এসবের অর্থ কী।
21 (সেখানে যে সমস্ত এথেনিয়ান এবং অপরিচিত লোক ছিল তারা অন্য কিছুতে তাদের সময় কাটিয়েছে, হয় বলতে বা নতুন কিছু শোনার জন্য।)
22 তখন পৌল মঙ্গল গ্রহের পাহাড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন, হে এথেন্সের লোকেরা, আমি বুঝতে পারছি যে সব বিষয়েই তোমরা খুব কুসংস্কারাচ্ছন্ন।
23 কারণ আমি যখন পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, এবং আপনার ভক্তি দেখলাম, আমি অজানা ঈশ্বরের কাছে এই শিলালিপি সহ একটি বেদী পেয়েছি। তাই তোমরা অজ্ঞতাবশত যাকে উপাসনা কর, আমি তোমাদের কাছে সেই কথা ঘোষণা করছি।
24 ঈশ্বর যিনি এই জগৎ এবং তার মধ্যে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রভু, তিনি হাত দিয়ে তৈরি মন্দিরে বাস করেন না।
25 মানুষের হাত দিয়েও পূজা করা হয় না, যেন তার কোনো কিছুর প্রয়োজন ছিল না, কারণ তিনি সমস্ত জীবন, নিঃশ্বাস এবং সব কিছু দেন।
26 এবং পৃথিবীর সমস্ত মুখে বাস করার জন্য মানুষের সমস্ত জাতিকে এক রক্ত দিয়ে তৈরি করেছেন, এবং নির্ধারিত সময়ের আগে এবং তাদের বাসস্থানের সীমা নির্ধারণ করেছেন;
27 যাতে তারা প্রভুকে খুঁজতে পারে, যদি তারা তাকে অনুসরণ করতে পারে এবং তাকে খুঁজে পেতে পারে, যদিও তিনি আমাদের প্রত্যেকের থেকে দূরে নন।
28 কারণ তাঁর মধ্যেই আমরা বাস করি, চলাফেরা করি এবং আমাদের সত্তা আছে। আপনার নিজের কিছু কবিও বলেছেন, কারণ আমরাও তাঁরই বংশধর।
29 সেহেতু আমরা ঈশ্বরের বংশধর, তাই আমাদের ভাবা উচিত নয় যে ঈশ্বরকে শিল্প ও মানুষের যন্ত্র দ্বারা খোদাই করা সোনা, বা রূপা বা পাথরের মতো।
30 এবং এই অজ্ঞতার সময় ঈশ্বর চোখ মেললেন; কিন্তু এখন সব মানুষকে অনুতপ্ত হতে আদেশ করছে:
31 কারণ তিনি একটি দিন নির্ধারণ করেছেন, যেদিন তিনি ধার্মিকতার সাথে বিশ্বের বিচার করবেন যাকে তিনি নিযুক্ত করেছেন। তিনি তাকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন বলে তিনি সমস্ত লোককে আশ্বাস দিয়েছেন।

32 মৃতদের পুনরুত্থানের কথা শুনে কেউ কেউ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগল, আবার কেউ কেউ বলল, 'এই বিষয়ে আমরা আবার আপনার কথা শুনব।'
33 তাই পৌল তাদের মধ্য থেকে চলে গেলেন।
34তবুও কিছু লোক তাঁর কাছে আঁকড়ে ধরেছিল এবং বিশ্বাস করেছিল: যাদের মধ্যে ছিলেন অ্যারিওপাজিট ডায়োনিসিয়াস এবং ডামারিস নামে একজন মহিলা এবং তাদের সাথে অন্যরা।

অধ্যায় 18

1 এই ঘটনার পর পৌল এথেন্স ছেড়ে করিন্থে এলেন।
2 এবং আকুইলা নামে একজন ইহুদীকে দেখতে পেলেন, যিনি পন্টাসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, ইতালি থেকে এসেছেন, তাঁর স্ত্রী প্রিসিল্লার সঙ্গে। (কারণ ক্লডিয়াস সমস্ত ইহুদিদের রোম থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন:) এবং তাদের কাছে এসেছিলেন।
3 আর তিনি একই নৈপুণ্যের ছিলেন বলে তিনি তাদের সঙ্গে থাকতেন এবং কাজ করতেন, কারণ তাদের পেশায় তারা তাঁবু তৈরি করত।
4 তিনি প্রতি বিশ্রামবারে সমাজগৃহে তর্ক করতেন এবং ইহুদী ও গ্রীকদের বোঝাতেন।
5 আর সিলাস ও তীমোথিয়স যখন ম্যাসিডোনিয়া থেকে এসেছিলেন, তখন পৌল আত্মায় চাপা পড়েছিলেন এবং ইহুদীদের কাছে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে যীশুই খ্রীষ্ট।
6 আর যখন তারা নিজেদের বিরোধিতা করল এবং নিন্দা করল, তখন তিনি তার পোশাক ঝাঁকিয়ে বললেন, 'তোমাদের রক্ত তোমাদের নিজেদের মাথায় হোক। আমি শুচি: এখন থেকে আমি অইহুদীদের কাছে যাব।
7 পরে তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন এবং জাস্টাস নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে প্রবেশ করলেন, যিনি ঈশ্বরের উপাসনা করতেন, যাঁর বাড়ি সমাজ-গৃহের সঙ্গে যুক্ত ছিল।
8 আর ক্রিস্পাস, সমাজগৃহের প্রধান শাসক, তাঁর সমস্ত গৃহ সহ প্রভুতে বিশ্বাস করলেন। এবং করিন্থীয়দের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস করল এবং বাপ্তিস্ম নিল।
9 তারপর রাত্রে প্রভু পৌলকে দর্শন দিয়ে বললেন, ভয় পেও না, কথা বল, চুপ করে থেকো না।
10 কারণ আমি তোমার সঙ্গে আছি, আর কেউ তোমাকে আঘাত করতে বাধ্য করবে না, কারণ এই শহরে আমার অনেক লোক আছে।
11 আর তিনি সেখানে এক বছর ছয় মাস তাদের মধ্যে ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা দিলেন।
12 আর গ্যালিও যখন আখায়ার ডেপুটি ছিলেন, তখন ইহুদীরা একমত হয়ে পৌলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এবং তাকে বিচারের আসনে নিয়ে গিয়েছিল।
13 বলে, এই লোকটি লোকেদের বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঈশ্বরের উপাসনা করতে প্ররোচিত করে।
14 আর পৌল যখন মুখ খুলতে চলেছেন, তখন গ্যালিও ইহুদীদের বললেন, হে ইহুদীরা, এটা যদি অন্যায় বা দুষ্ট অশ্লীলতার বিষয় হত, কারণ আমি তোমাদের সহ্য করব।
15 কিন্তু যদি এটি শব্দ এবং নাম এবং আপনার আইনের প্রশ্ন হয়, তাহলে আপনি এটি দেখুন; কারণ আমি এই ধরনের বিষয়ে কোন বিচার করব না।
16 এবং তিনি তাদের বিচারের আসন থেকে তাড়িয়ে দিলেন।
17 তখন সমস্ত গ্রীকরা সমাজগৃহের প্রধান শাসক সোসথেনিসকে ধরে বিচারের আসনের সামনে প্রহার করল। এবং গ্যালিও এই জিনিসগুলির কোনটিই পাত্তা দেয়নি।
18 এরপর পৌল সেখানে আরও কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন, তারপর ভাইদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেখান থেকে জাহাজে করে সিরিয়ায় রওনা হলেন এবং তাঁর সঙ্গে প্রিস্কিলা ও আকিলা। সেঞ্চরিয়াতে তার মাথা ছেঁটে ফেলেছিল, কারণ তার একটি মানত ছিল।
19 পরে তিনি ইফিষে এসে তাদের সেখানে রেখে গেলেন, কিন্তু তিনি নিজে সমাজ-গৃহে ঢুকে ইহুদীদের সঙ্গে কথা বললেন।
20 যখন তারা তাকে তাদের সাথে আরও বেশি সময় কাটাতে চেয়েছিল, তখন সে রাজি হয়নি।
21 কিন্তু তাদের বিদায় জানালেন, বললেন, জেরুজালেমে যে উৎসব আসছে তা আমাকে অবশ্যই পালন করতে হবে; কিন্তু ঈশ্বর চাইলে আমি আবার তোমাদের কাছে ফিরে আসব। আর তিনি ইফিসাস থেকে জাহাজে রওনা হলেন।
22 পরে তিনি কৈসরিয়ায় অবতরণ করে উপরে গিয়ে মণ্ডলীকে অভিবাদন জানিয়ে এন্টিওকে নেমে গেলেন।
23 সেখানে কিছু সময় কাটিয়ে তিনি চলে গেলেন এবং সমস্ত শিষ্যদের শক্তিশালী করে গালাতিয়া ও ফ্রুগিয়া প্রদেশের সমস্ত দেশে ঘুরে বেড়ালেন।
24 আর অ্যাপোলোস নামে একজন ইহুদি, যিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তিনি একজন বাগ্মী ব্যক্তি এবং শাস্ত্রে পরাক্রমশালী ছিলেন, তিনি ইফিসাসে এলেন।
25 এই লোকটি প্রভুর পথে নির্দেশিত হয়েছিল; এবং আত্মার মধ্যে উদগ্রীব হয়ে তিনি যোহনের বাপ্তিস্মের কথা জানতেন এবং প্রভুর বিষয়গুলি অধ্যবসায়ের সাথে বলতেন এবং শিক্ষা দিতেন।
26 আর তিনি সমাজ-গৃহে নির্ভয়ে কথা বলতে লাগলেন: আকিলা ও প্রিস্কিলা যাঁর কথা শুনেছিলেন, তাঁরা তাঁকে তাঁদের কাছে নিয়ে গেলেন এবং তাঁকে ঈশ্বরের পথ আরও নিখুঁতভাবে ব্যাখ্যা করলেন।
27 এবং যখন তিনি আখায়ায় যাওয়ার জন্য মনোনীত হলেন, তখন ভাইয়েরা শিষ্যদের তাকে গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করে লিখেছিলেন: যারা তিনি এসেছিলেন, অনুগ্রহের মাধ্যমে যারা বিশ্বাস করেছিলেন তাদের অনেক সাহায্য করেছিলেন:
28 কারণ তিনি ইহুদীদেরকে প্রবলভাবে বিশ্বাস করেছিলেন এবং প্রকাশ্যে শাস্ত্রের দ্বারা প্রমাণ করেছিলেন যে যীশুই খ্রীষ্ট।

অধ্যায় 19

1 আর এমন হল যে, আপল্লো যখন করিন্থে ছিলেন, তখন পৌল উপরের উপকূল অতিক্রম করে ইফিষে এলেন; এবং কয়েকজন শিষ্যকে দেখতে পেলেন।
2 তিনি তাদের বললেন, 'তোমরা বিশ্বাস করার পর থেকে কি পবিত্র আত্মা পেয়েছ? তাঁরা তাঁকে বললেন, 'পবিত্র আত্মা আছে কি না, তা আমরা শুনিনি।'

3 তখন তিনি তাদের বললেন, 'তাহলে তোমরা কিসের জন্য বাপ্তিস্ম নিয়েছিলে? তারা বলল, য়োহনের বাপ্তিস্মের জন্য।
4 তারপর পৌল বললেন, যোহন সত্যিই অনুশোচনার বাপ্তিস্ম দিয়ে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন, লোকদের কাছে বলেছিলেন, যে তাঁর পরে আসবেন, অর্থাৎ খ্রীষ্ট যীশুর ওপর তাদের বিশ্বাস করা উচিত।
5 এই কথা শুনে তারা প্রভু যীশুর নামে বাপ্তিস্ম নিল।
6 পৌল যখন তাদের ওপর হাত রাখলেন, তখন পবিত্র আত্মা তাদের ওপর এল। এবং তারা জিভ দিয়ে কথা বলতেন এবং ভাববাণী করতেন।
7 আর সব পুরুষের সংখ্যা প্রায় বারোজন।
8 পরে তিনি সমাজ-গৃহে গেলেন এবং তিন মাস ধরে সাহসের সাথে কথা বলতে লাগলেন, ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে বিতর্ক ও বোঝাতে লাগলেন।
9 কিন্তু যখন ডুবুরিরা কঠোর হল, এবং বিশ্বাস করল না, কিন্তু জনতার সামনে এইভাবে খারাপ কথা বলল, তখন তিনি তাদের ছেড়ে চলে গেলেন এবং শিষ্যদের আলাদা করে দিলেন, একজন টাইরানাসের স্কুলে প্রতিদিন বিতর্ক করতে লাগলেন।
10 এবং এটি দুই বছর ধরে চলতে থাকে; যাতে এশিয়ার সমস্ত ইহুদী ও গ্রীক প্রভু যীশুর বাক্য শুনেছিল।
11 এবং ঈশ্বর পৌলের হাতে বিশেষ অলৌকিক কাজগুলি ঘটালেন:
12 যাতে তার শরীর থেকে অসুস্থ রুমাল বা অ্যাপ্রোনের কাছে নিয়ে আসা হয়, এবং সেগুলি থেকে রোগগুলি চলে যায় এবং মন্দ আত্মাগুলি তাদের থেকে বেরিয়ে যায়।
13 তখন ভবঘুরে ইহুদীদের মধ্যে কয়েকজন যাদুকর, যাঁদের মন্দ আত্মা আছে, তাদের প্রভু যীশুর নাম ধরে ডাকার জন্য তাদের কাছে নিয়ে গেল এবং বলল, পৌল যাঁর কথা প্রচার করছেন সেই যীশুর নামে আমরা তোমাদের প্রতিজ্ঞা করছি।
14 আর একজন স্কেভার সাত ছেলে, একজন ইহুদী এবং যাজকদের প্রধান, যারা তা করেছিল।
15 মন্দ আত্মা উত্তর দিয়ে বলল, 'আমি যীশুকে জানি আর পৌলকেও জানি। কিন্তু তুমি কে?
16 আর যে লোকটির মধ্যে মন্দ আত্মা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং তাদের জয় করেছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে এমনভাবে জয়লাভ করেছিল যে তারা উলঙ্গ ও আহত অবস্থায় সেই ঘর থেকে পালিয়ে গিয়েছিল।
17 আর ইফিষে বসবাসকারী সমস্ত ইহুদী ও গ্রীকদেরও এই কথা জানা গেল। এবং তাদের সকলের মধ্যে ভয় দেখা দিল এবং প্রভু যীশুর নাম মহিমান্বিত হল।
18 আর যারা বিশ্বাস করেছিল, তারা অনেক এসে স্বীকার করল এবং তাদের কাজ দেখাল।
19 তাদের মধ্যে অনেকেই যারা কৌতূহলী কলা ব্যবহার করত তারা তাদের বইগুলো একত্র করে সকলের সামনে পুড়িয়ে ফেলল এবং তারা সেগুলোর মূল্য গণনা করে পঞ্চাশ হাজার রূপার টুকরো পেল।
20 এইভাবে ঈশ্বরের বাক্য প্রবলভাবে বেড়ে উঠল এবং প্রবল হল।
21 এই সব শেষ হওয়ার পরে, পৌল যখন মেসিডোনিয়া ও আখায়া পেরিয়ে জেরুজালেমে যাবার জন্য আত্মায় উদ্দেশ্য করলেন, বললেন, আমি সেখানে যাওয়ার পর আমাকে রোমকেও দেখতে হবে।
22 তাই তিনি ম্যাসিডোনিয়ায় তাদের দুজনকে পাঠালেন যারা তাঁর সেবা করত, টিমোথিউস ও ইরাস্তুস। কিন্তু তিনি নিজে এক মৌসুম এশিয়ায় থেকে গেলেন।
23 আর একই সময়ে সেই পথ নিয়ে সামান্য আলোড়ন সৃষ্টি হল না।
24 ডেমেট্রিয়াস নামে একজন রৌপ্য কারিগর, যিনি ডায়ানার জন্য রৌপ্য মন্দির তৈরি করেছিলেন, কারিগরদের জন্য সামান্য লাভ আনেননি।
25 যাকে তিনি একই পেশার শ্রমিকদের সাথে ডেকে বললেন, মহাশয়, আপনি জানেন যে এই নৈপুণ্যে আমাদের সম্পদ আছে।
26 তাছাড়া তোমরা দেখেছ ও শুনেছ যে, একা ইফিসাসে নয়, প্রায় সমগ্র এশিয়াতেই এই পৌল বহু লোককে প্ররোচিত ও বিতাড়িত করেছে, এই বলে যে, এরা দেবতা নয়, যাঁরা হাত দিয়ে তৈরি।
27 তাই শুধু এই নয় যে আমাদের নৈপুণ্য ধ্বংস হয়ে যাবে; তবে মহান দেবী ডায়ানার মন্দিরকে তুচ্ছ করা উচিত এবং তার মহিমা ধ্বংস করা উচিত, যাকে সমস্ত এশিয়া এবং বিশ্ব পূজা করে।
28 এইসব কথা শুনে তারা ক্রোধে পূর্ণ হল এবং চিৎকার করে বলল, 'ইফিসীয়দের ডায়ানা মহান।'
29 এবং সমস্ত শহর বিভ্রান্তিতে পূর্ণ হল: এবং ভ্রমণে পৌলের সঙ্গী গায়ুস ও অ্যারিস্টার্কাস, ম্যাসিডোনিয়ার লোকদের ধরে, তারা একযোগে থিয়েটারে ছুটে গেল।
30 আর পৌল যখন লোকদের কাছে প্রবেশ করতে চান, তখন শিষ্যরা তাঁকে যেতে দেননি।
31 আর এশিয়ার কয়েকজন প্রধান, যাঁরা তাঁর বন্ধু ছিলেন, তাঁকে তাঁর কাছে পাঠালেন, এই অনুরোধ করলেন যে তিনি থিয়েটারে যেতে সাহস করবেন না।
32 সেইজন্য কেউ কেউ এক কথা বলে চিৎকার করল, কেউ অন্য কথা বলল, কারণ সমাবেশে বিভ্রান্তি ছিল। এবং আরও অংশ জানত না কেন তারা একত্রিত হয়েছিল।
33 এবং তারা আলেকজান্ডারকে ভিড়ের মধ্য থেকে টেনে আনল, ইহুদীরা তাকে এগিয়ে দিল। এবং আলেকজান্ডার হাত দিয়ে ইশারা করলেন, এবং লোকদের কাছে তার প্রতিরক্ষা করতে চাইবেন।
34 কিন্তু যখন তারা জানল যে তিনি একজন ইহুদী, তখন দুই ঘন্টার জায়গাজুড়ে সবাই এক কণ্ঠে চিৎকার করে বলে উঠল, ইফিসিয়ানদের ডায়ানা মহান।
35 এবং যখন নগরকর্তা লোকদের শান্ত করলেন, তখন তিনি বললেন, হে ইফিসাসের লোকেরা, এমন কোন লোক আছে যে জানে না যে ইফিসীয়দের শহর কীভাবে মহান দেবী ডায়ানা এবং বৃহস্পতি থেকে নেমে আসা মূর্তির উপাসক? ?
36 তাই দেখে যে এইসবের বিরুদ্ধে কথা বলা যাবে না, তাই তোমাদের চুপ থাকা উচিত এবং তাড়াহুড়ো করে কিছু করা উচিত নয়।
37 কারণ তোমরা এই লোকদের এখানে নিয়ে এসেছ, যারা গির্জার ডাকাত নয়, তোমাদের দেবীর নিন্দাকারীও নয়।
38 তাই ডেমেট্রিয়াস এবং তাঁর সঙ্গে থাকা কারিগরদের যদি কারও বিরুদ্ধে কোনো বিষয় থাকে, তবে আইন খোলা

আছে এবং সেখানে প্রতিনিধিরা আছেন: তারা একে অপরকে দোষারোপ করুক।
39 কিন্তু আপনি যদি অন্য বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করেন, তবে তা একটি আইনানুগ সমাবেশে নির্ধারণ করা হবে৷
40 কেননা আজকের এই কোলাহলের জন্য আমরা প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার আশঙ্কায় আছি, এই সমাবেশের হিসাব দেওয়ার কোন কারণ নেই।
41 এই কথা বলে তিনি সমাবেশ বাতিল করে দিলেন৷

অধ্যায় 20

1 আর হট্টগোল বন্ধ হয়ে গেলে, পৌল শিষ্যদের কাছে ডেকে তাদের জড়িয়ে ধরে মাসিডোনিয়ায় যাওয়ার জন্য রওনা হলেন৷
2 এবং যখন তিনি সেই অংশগুলি অতিক্রম করেছিলেন এবং তাদের অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন, তখন তিনি গ্রীসে এলেন৷
3 এবং সেখানে তিন মাস অবস্থান করলেন। ইহুদীরা যখন তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল, যখন তিনি সিরিয়ায় যাত্রা করতে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি মেসিডোনিয়া হয়ে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা করলেন।
4 আর সেখানে তার সঙ্গে বিরিয়ার এশিয়া সোপাটারে গেল৷ এবং থেসালোনীয়দের মধ্যে, অ্যারিস্টারকাস এবং সেকান্ডাস; এবং ডার্বের গায়াস এবং টিমোথিউস; এবং এশিয়া, Tychicus এবং Trophimus.
5 এর আগে তারা আমাদের জন্য ত্রোয়াতে অবস্থান করেছিল৷
6 এবং আমরা খামিরবিহীন রুটির দিনগুলির পরে ফিলিপী থেকে যাত্রা করে পাঁচ দিনের মধ্যে ত্রোয়াতে তাদের কাছে পৌঁছলাম৷ যেখানে আমরা সাত দিন অবস্থান করেছি।
7 এবং সপ্তাহের প্রথম দিনে, যখন শিষ্যরা রুটি ভাঙ্গার জন্য একত্রিত হয়েছিল, তখন পৌল তাদের কাছে প্রচার করলেন, পরের দিন চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত৷ এবং মধ্যরাত পর্যন্ত তার বক্তৃতা অব্যাহত.
8 এবং উপরের কক্ষে অনেকগুলি আলো ছিল, যেখানে তারা একত্রিত হয়েছিল৷
9 আর সেখানে ইউটিখস নামে এক যুবক জানালায় বসে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল৷ পৌল দীর্ঘক্ষণ প্রচার করতে করতে ঘুমের মধ্যে ডুবে গেলেন এবং তৃতীয় মাচা থেকে পড়ে গিয়ে মৃত অবস্থায় উঠলেন৷
10 তখন পৌল নেমে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তোমরা কষ্ট কোরো না৷ কারণ তার জীবন তার মধ্যে আছে।
11 সেইজন্য যখন তিনি আবার উঠে এসে রুটি ভাঙ্গলেন, খেয়ে ফেললেন, এবং অনেকক্ষণ কথা বললেন, এমন কি দিনের বিরতি পর্যন্ত, তাই তিনি চলে গেলেন৷
12 এবং তারা যুবকটিকে জীবিত করে আনল, এবং একটুও স্বস্তি পেল না৷
13 এবং আমরা জাহাজে যাওয়ার আগে গিয়েছিলাম, এবং আসোসের দিকে রওনা হলাম, সেখানে পলকে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, কারণ তিনি তাই ঠিক করেছিলেন, নিজেকে হাঁটতে মনস্থ করেছিলেন৷
14 এবং যখন তিনি আসোসে আমাদের সাথে দেখা করলেন, তখন আমরা তাকে নিয়ে গেলাম এবং মিটিলিনের কাছে এলাম৷
15 এবং আমরা সেখান থেকে জাহাজে রওনা হয়ে পরের দিন চিয়োসের কাছে এলাম৷ এবং পরের দিন আমরা সামোসে পৌঁছলাম এবং ট্রজিলিয়ামে থাকলাম; এবং পরের দিন আমরা মিলেটাসে এলাম।
16 কারণ পৌল ইফিসাস হয়ে জাহাজে যাত্রা করার সংকল্প করেছিলেন, কারণ তিনি এশিয়ায় সময় কাটাবেন না; কারণ তিনি তাড়াহুড়ো করেছিলেন, যদি তার পক্ষে সম্ভব হয়, পেন্টেকস্টের দিনে জেরুজালেমে যেতে।
17 এবং মিলেটাস থেকে তিনি ইফিষে পাঠালেন এবং মণ্ডলীর প্রাচীনদের ডেকে পাঠালেন৷
18তাঁরা তাঁর কাছে এলে তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমরা জানো, আমি যে প্রথম এশিয়ায় এসেছি, সেই দিন থেকেই আমি সব ঋতুতে তোমাদের সঙ্গে কেমন আছি৷
19 মনের সমস্ত নম্রতার সাথে প্রভুর সেবা করা, এবং অনেক অশ্রু এবং প্রলোভন সহ, যা ইহুদীদের অপেক্ষায় থাকা দ্বারা আমার ক্ষতি হয়েছিল:
20 এবং আমি কীভাবে তোমার উপকারী কিছুই রাখিনি, কিন্তু তোমাকে দেখিয়েছি এবং প্রকাশ্যে এবং ঘরে ঘরে শিক্ষা দিয়েছি,
21 ইহুদীদের কাছে এবং গ্রীকদের কাছেও সাক্ষ্য দিচ্ছি, ঈশ্বরের কাছে অনুতাপ এবং আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস৷
22এবং এখন, দেখ, আমি আত্মায় আবদ্ধ হয়ে জেরুজালেমে যাচ্ছি, সেখানে আমার উপর কী ঘটবে তা আমি জানি না৷
23 বাদে পবিত্র আত্মা প্রতিটি শহরে সাক্ষ্য দিচ্ছেন, বলছেন যে বন্ধন ও দুঃখ-কষ্ট আমার কাছে থাকে৷
24কিন্তু এসবের কোনটাই আমাকে নাড়া দেয় না, আমি আমার জীবনকে নিজের কাছে প্রিয় মনে করি না, যাতে আমি আনন্দের সাথে আমার পথ শেষ করতে পারি এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহের সুসমাচারের সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আমি প্রভু যীশুর কাছ থেকে যে পরিচর্যা পেয়েছি তা শেষ করতে পারি। .
25 আর এখন, দেখ, আমি জানি যে, তোমরা সকলেই, যাদের মধ্যে আমি ঈশ্বরের রাজ্যের প্রচার করতে গিয়েছিলাম, তারা আমার মুখ আর দেখতে পাবে না৷
26 সেইজন্য আমি আজ তোমাদের কাছে লিখছি যে, আমি সমস্ত মানুষের রক্ত থেকে শুদ্ধ৷
27 কারণ আমি তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সমস্ত পরামর্শ ঘোষণা করতে এড়িয়ে যাইনি৷
28 তাই নিজের প্রতি এবং সেই সমস্ত পালের প্রতি সতর্ক থাকুন, যার উপরে পবিত্র আত্মা তোমাদের অধ্যক্ষ করেছেন, ঈশ্বরের মণ্ডলীকে খাওয়ানোর জন্য, যা তিনি নিজের রক্ত দিয়ে কিনেছেন৷
29 কারণ আমি এটা জানি যে, আমার চলে যাওয়ার পর ভয়ঙ্কর নেকড়েরা তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করবে, পালের পালকে ছাড়বে না।
30 তোমাদের নিজেদের মধ্যেও মানুষ উঠবে, বিকৃত কথা বলবে, শিষ্যদের তাদের পিছনে টেনে নেবে৷

31 অতএব জেগে থাক এবং মনে রেখো, তিন বছরের
ব্যবধানে আমি প্রতি রাতে ও দিনে চোখের জলে সতর্ক করা
বন্ধ করিনি।
32 আর এখন, ভাই ও বোনেরা, আমি তোমাদের ঈশ্বরের
কাছে এবং তাঁর অনুগ্রহের বাণীর কাছে সমর্পণ করছি, যা
তোমাদের গড়ে তুলতে এবং পবিত্র করা লোকদের মধ্যে
তোমাদের একটি উত্তরাধিকার দিতে সক্ষম৷
33 আমি কোন মানুষের রৌপ্য, সোনা বা পোশাকের লোভ
করিনি৷
34 হ্যাঁ, তোমরা নিজেরাই জানো যে, এই হাতগুলো আমার
প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেছে এবং আমার সাথে যারা ছিল
তাদের।
35 আমি তোমাদিগকে সবই বুঝিয়েছি, কিভাবে এত
পরিশ্রম করে দুর্বলদের সাহায্য করতে হবে, এবং প্রভু
যীশুর কথা মনে রাখতে হবে, তিনি কীভাবে বলেছিলেন,
গ্রহণ করার চেয়ে দেওয়া আরও ধন্য৷
36 এই কথা বলার পর তিনি হাঁটু গেড়ে তাদের সকলের
সঙ্গে প্রার্থনা করলেন৷
37তখন সকলে প্রচণ্ড কাঁদিয়া পৌলের ঘাড়ে পড়িয়া
তাহাকে চুম্বন করিল।
38 তিনি যে কথাগুলো বলেছিলেন তার জন্য সবচেয়ে বেশি
দুঃখিত, যেন তারা আর তাঁর মুখ দেখতে না পায়৷ তারা
তাকে নিয়ে জাহাজে গেল৷

অধ্যায় 21

1 এবং এমনটি ঘটল যে, আমরা তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত
হওয়ার পরে এবং যাত্রা করার পরে, আমরা একটি সোজা
পথ নিয়ে চলে আসি কুউসে, এবং পরের দিন রোডসে এবং
সেখান থেকে পাতরার দিকে:
2 এবং ফিনিসিয়ার দিকে একটি জাহাজ দেখতে পেয়ে
আমরা জাহাজে চড়ে রওনা হলাম৷
3 এখন যখন আমরা সাইপ্রাস আবিষ্কার করেছি, তখন
আমরা এটিকে বাম দিকে ছেড়ে দিয়ে সিরিয়ায় যাত্রা
করলাম এবং টায়রে অবতরণ করলাম, কারণ সেখানে
জাহাজটি তার বোঝা খুলে ফেলবে৷
4 এবং শিষ্যদের খুঁজে পেয়ে আমরা সেখানে সাত দিন
থাকলাম; তিনি আত্মার মাধ্যমে পৌলকে বলেছিলেন, তিনি
যেন জেরুজালেমে না যান৷
5 সেই দিনগুলি শেষ করে আমরা চলে গেলাম এবং
আমাদের পথে চললাম৷ এবং আমরা শহরের বাইরে না
হওয়া পর্যন্ত তারা সকলেই আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে
আমাদের পথে নিয়ে এসেছিল৷ আমরা তীরে হাঁটু গেড়ে
প্রার্থনা করলাম৷
6 আমরা একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জাহাজে
উঠলাম৷ এবং তারা আবার বাড়িতে ফিরে.
7 সোর থেকে আমাদের পথ শেষ করে আমরা টলেমাইসে
এলাম এবং ভাইদের অভিবাদন জানালাম এবং একদিন
তাদের সঙ্গে থাকলাম৷
8 আর পরের দিন আমরা যারা পৌলের দলে ছিলাম,
সেখান থেকে রওনা হয়ে কৈসরিয়ায় এলাম; আর আমরা
সেই সাতজনের মধ্যে একজন সুসমাচার প্রচারক
ফিলিপের বাড়িতে প্রবেশ করলাম৷ এবং তার সাথে বসবাস.
9 আর সেই লোকটির চারটি কন্যা ছিল, কুমারী, যারা
ভাববাণী করেছিল৷
10 সেখানে আমরা অনেক দিন ছিলাম, এমন সময়
যিহূদিয়া থেকে আগাবাস নামে একজন ভাববাদী নেমে
এলেন৷
11 আর তিনি আমাদের কাছে এসে পৌলের কোমরে
বাঁধলেন এবং নিজের হাত-পা বেঁধে বললেন, পবিত্র আত্মা
এই কথা বলেন, জেরুজালেমের ইহুদীরা এই কোমরের
মালিককে বেঁধে তাকে তুলে দেবে। অইহুদীদের হাত।
12 এই কথা শুনে আমরা ও সেই জায়গার লোকেরা তাঁকে
জেরুজালেমে না যেতে অনুরোধ করেছিলাম৷
13 তখন পৌল উত্তর দিলেন, 'তোমরা কেঁদে আমার হৃদয়
ভাঙার মানে কি? কারণ আমি প্রভু যীশুর নামের জন্য
জেরুজালেমে শুধু আবদ্ধ হতেই নয়, মরতেও প্রস্তুত৷
14 আর যখন তিনি রাজি হলেন না, তখন আমরা এই বলে
থামলাম, প্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ হোক৷
15 সেই দিন পরে আমরা আমাদের গাড়ি নিয়ে
জেরুজালেমে গেলাম।
16 আমাদের সঙ্গে কৈসরিয়ার কয়েকজন শিষ্যও গেলেন
এবং সাইপ্রাসের একজন ম্নাসোনকে সঙ্গে নিয়ে
এসেছিলেন, যিনি একজন পুরানো শিষ্য ছিলেন, যার সঙ্গে
আমাদের থাকার কথা৷
17 আর আমরা যখন জেরুজালেমে আসি, তখন ভাইয়েরা
আনন্দের সঙ্গে আমাদের গ্রহণ করল৷
18 পরের দিন পৌল আমাদের সঙ্গে জেমসের কাছে
গেলেন৷ এবং সমস্ত প্রবীণ উপস্থিত ছিল.
19 এবং যখন তিনি তাদের অভিবাদন জানালেন, তখন
তিনি বিশেষভাবে ঘোষণা করলেন যে ঈশ্বর তাঁর পরিচর্যার
মাধ্যমে অইহুদীদের মধ্যে কী কী কাজ করেছেন৷
20 তারা এটা শুনে প্রভুর গৌরব করলেন এবং বললেন,
'ভাই, আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে কত হাজার হাজার ইহুদী
বিশ্বাস করে৷ এবং তারা সকলেই আইনের প্রতি উদ্যোগী:
21 এবং তারা আপনার সম্পর্কে অবগত হয়েছে যে,
আপনি অইহুদীদের মধ্যে যারা আছে তাদের সকলকে
মোশিকে পরিত্যাগ করতে শিখিয়েছেন, এই বলে যে তাদের
সন্তানদের সুন্নত করা উচিত নয় এবং রীতিনীতি অনুসরণ
করা উচিত নয়৷
22 তাই এটা কি? জনতাকে অবশ্যই একত্রিত হতে হবে:
কারণ তারা শুনতে পাবে যে তুমি এসেছ৷
23 সেইজন্য আমরা তোমাকে যা বলি তা কর: আমাদের
চারজন লোক আছে যারা তাদের কাছে মানত করেছে;
24 ওরা নিয়ে যাও, ওদের সাথে নিজেকে শুদ্ধ কর, এবং
তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কর, যাতে তারা তাদের মাথা
কামিয়ে দিতে পারে; এবং সবাই জানতে পারে যে, যে
বিষয়গুলো তাদের তোমার বিষয়ে জানানো হয়েছিল,
সেগুলো কিছুই নয়; কিন্তু আপনি নিজেও সুশৃঙ্খলভাবে
চলাফেরা করেন এবং আইন মেনে চলেন৷
25 যারা বিশ্বাসী অইহুদীদের স্পর্শ করে, আমরা লিখেছি
এবং উপসংহারে পৌঁছেছি যে তারা এমন কিছু পালন করে
না, শুধুমাত্র এই জন্য যে তারা মূর্তিকে উৎসর্গ করা জিনিস
থেকে, রক্ত থেকে, শ্বাসরোধ করা থেকে এবং ব্যভিচার
থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখো৷

26 তারপর পৌল সেই লোকদের নিয়ে গেলেন, এবং পরের দিন তাদের সঙ্গে নিজেকে শুদ্ধ করে মন্দিরে প্রবেশ করলেন, শুদ্ধিকরণের দিনগুলির পূর্ণতা বোঝাতে, যতক্ষণ না তাদের প্রত্যেকের জন্য একটি নৈবেদ্য দেওয়া হয়৷
27 সাত দিন প্রায় শেষ হলে, এশিয়ার ইহুদীরা তাঁকে মন্দিরে দেখে সমস্ত লোককে উত্তেজিত করল এবং তাঁর উপর হাত দিল৷
28 হে ইস্রায়েলের লোকরা, সাহায্য করুন: এই সেই ব্যক্তি, যে লোকদের, আইন এবং এই জায়গার বিরুদ্ধে সর্বত্র শিক্ষা দেয়: এবং গ্রীকদেরও মন্দিরে নিয়ে এসে এই পবিত্র স্থানটিকে অপবিত্র করেছে৷
29 (কারণ তারা ইতিপূর্বে ট্রফিমাস নামে একজন ইফিষীয় শহরে তাঁর সঙ্গে দেখেছিল, যাকে তারা মনে করেছিল যে পৌল মন্দিরে নিয়ে এসেছেন৷)
30 তখন সমস্ত শহর নড়বড়ে হয়ে গেল, এবং লোকেরা একত্রে দৌড়ে গেল৷ তারা পৌলকে ধরে মন্দির থেকে টেনে নিয়ে গেল৷ আর সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল৷
31 তারা যখন তাঁকে হত্যা করতে যাচ্ছিল, তখন দলের প্রধান সেনাপতির কাছে খবর এল যে, সমস্ত জেরুজালেমে হৈচৈ পড়ে গেছে৷
32 তিনি সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য ও সেনাপতিদের নিয়ে তাদের কাছে দৌড়ে গেলেন এবং প্রধান সেনাপতি ও সৈন্যদের দেখে পৌলকে মারতে ত্যাগ করলেন৷
33 তখন প্রধান সেনাপতি কাছে এসে তাকে ধরে দুটি শিকল দিয়ে বেঁধে রাখার আদেশ দিলেন৷ এবং তিনি কে ছিলেন এবং তিনি কি করেছিলেন তা দাবি করেছিলেন।
34 এবং ভিড়ের মধ্যে কেহ কেহ এক কথা, কেহ অন্য কথা বলে উঠল; এবং যখন সে গণ্ডগোলের বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারল না, তখন তিনি তাকে দুর্গে নিয়ে যেতে আদেশ করলেন।
35 এবং যখন তিনি সিঁড়িতে এলেন, তখন এমন হল যে, লোকদের অত্যাচারের জন্য তাকে সৈন্যদের বহন করা হয়েছিল৷
36 কারণ বহু লোকের পিছু পিছু চিৎকার করে বলতে লাগল, 'ওকে দূর হও৷'
37 পৌলকে দুর্গে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি প্রধান সেনাপতিকে বললেন, আমি কি আপনার সাথে কথা বলতে পারি? কে বলল, তুমি কি গ্রীক বলতে পার?
38 তুমি কি সেই মিশরীয় নও, যে এতদিন আগে গণ্ডগোল করেছিল এবং চার হাজার খুনি লোককে প্রান্তরে নিয়ে গিয়েছিল?
39 কিন্তু পৌল বললেন, 'আমি একজন ইহুদী তার্সুসের একজন ইহুদি, কিলিকিয়ার একটি শহর, আর আমি আপনার কাছে মিনতি করছি, আমাকে লোকদের সাথে কথা বলতে দিন৷'
40 পরে পৌলকে অনুমতি দেওয়ার পর পৌল সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে লোকদের দিকে হাত দিয়ে ইশারা করলেন৷ এবং যখন প্রচণ্ড নীরবতা ছিল, তখন তিনি তাদের সাথে হিব্রু ভাষায় কথা বললেন,

অধ্যায় 22

1 হে ভাই ও পিতারা, তোমরা আমার প্রতিরক্ষা শোন যা আমি এখন তোমাদের কাছে করছি৷
2 (এবং যখন তারা শুনল যে তিনি তাদের সাথে হিব্রু ভাষায় কথা বলছেন, তখন তারা আরও চুপ করে রইল: এবং তিনি বললেন,)
3 আমি সত্যিই একজন ইহুদি, কিলিসিয়ার একটি শহর টারসুসে জন্মগ্রহণ করেছি, কিন্তু এই শহরেই গামলীয়েলের পায়ের কাছে বড় হয়েছি, এবং পিতৃপুরুষদের আইনের নিখুঁত পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা দিয়েছি এবং তার প্রতি উদ্যোগী ছিলাম৷ ঈশ্বর, আজ যেমন তোমরা সবাই আছো।
4 এবং আমি এইভাবে মৃত্যু পর্যন্ত নিপীড়ন করেছি, পুরুষ এবং মহিলা উভয়কেই বেঁধে এবং কারাগারে পৌঁছে দিয়েছি।
5 যেমন মহাযাজকও আমাকে সাক্ষ্য দিচ্ছেন, এবং প্রাচীনদের সমস্ত সম্পত্তি: যাদের কাছ থেকেও আমি ভাইদের কাছে চিঠি পেয়েছিলাম এবং দামেস্কে গিয়েছিলাম, যাঁরা সেখানে বন্দী ছিল তাদের শাস্তি পাওয়ার জন্য জেরুজালেমে আনতে৷
6 আর এমন হল যে, যখন আমি আমার যাত্রা শুরু করে দুপুর নাগাদ দামেস্কের কাছে পৌঁছলাম, তখন হঠাৎ স্বর্গ থেকে আমার চারপাশে এক বিরাট আলো জ্বলে উঠল৷
7 এবং আমি মাটিতে পড়ে গেলাম, এবং একটি রব শুনতে পেলাম যে আমাকে বলছে, শৌল, শৌল, কেন তুমি আমাকে তাড়না করছ?
8 আমি উত্তর দিলাম, প্রভু, আপনি কে? তখন সে আমাকে বলল, আমি নাসরতের যীশু, যাকে তুমি নির্যাতিত করছ৷
9 আর যারা আমার সঙ্গে ছিল তারা সত্যিই আলো দেখে ভয় পেয়ে গেল৷ কিন্তু যে আমার সঙ্গে কথা বলেছিল তার কণ্ঠস্বর তারা শুনতে পায়নি৷
10 আমি বললাম, প্রভু, আমি কি করব? প্রভু আমাকে বললেন, ' ওঠো এবং দামেস্কে যাও। এবং সেখানে তোমাকে বলা হবে যে সমস্ত কাজ তোমার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে৷
11 আর সেই আলোর মহিমা দেখতে না পেয়ে আমার সঙ্গে যারা ছিল তাদের হাত ধরে আমি দামেস্কে চলে এলাম৷
12 আর একজন অননিয়া, আইন অনুসারে একজন ধার্মিক ব্যক্তি, সেখানে বসবাসকারী সমস্ত ইহুদীদের সম্পর্কে ভাল খবর রাখেন৷
13 আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'ভাই শৌল, তোমার দৃষ্টিশক্তি গ্রহণ কর৷' এবং একই ঘন্টা আমি তার দিকে তাকিয়ে.
14 তিনি বললেন, 'আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর তোমাকে মনোনীত করেছেন, যাতে তুমি তাঁর ইচ্ছা জানতে পার এবং সেই ধার্মিককে দেখতে পাও এবং তাঁর মুখের রব শুনতে পাও৷'
15 কারণ আপনি যা দেখেছেন এবং শুনেছেন তার সমস্ত লোকের কাছে আপনি তার সাক্ষী হবেন৷
16 আর এখন কেন তুমি দেরি করছ? উঠুন, বাপ্তিস্ম নিন এবং প্রভুর নাম ধরে আপনার পাপ ধুয়ে ফেলুন৷
17 আর এমন হল যে, আমি যখন জেরুজালেমে আবার ফিরে আসি, এমনকী মন্দিরে প্রার্থনা করার সময়ও আমি মুগ্ধ ছিলাম৷

18 আর তিনি আমাকে বলতে দেখলেন, তাড়াতাড়ি কর, জেরুজালেম থেকে তাড়াতাড়ি বের হও, কারণ তারা আমার বিষয়ে তোমার সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না৷
19 এবং আমি বললাম, প্রভু, তারা জানে যে আমি যারা আপনাকে বিশ্বাস করেছিল তাদের প্রত্যেকটি সমাজগৃহে বন্দী করেছি এবং প্রহার করেছি৷
20 এবং যখন তোমার শহীদ স্টিফেনের রক্তপাত হয়েছিল, আমিও পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম এবং তার মৃত্যুতে সম্মতি জানিয়েছিলাম এবং যারা তাকে হত্যা করেছিল তাদের পোশাক রেখেছিলাম৷
21 আর তিনি আমাকে বললেন, চলে যাও, কারণ আমি তোমাকে বহুদূরে অইহুদীদের কাছে পাঠাব৷
22 আর তারা তাঁকে এই কথা শোনার জন্য শ্রোতাদের দিল, এবং তারপর তাদের কণ্ঠস্বর তুলে বলল, 'এরকম একজন লোককে পৃথিবী থেকে দূরে সরিয়ে দাও, কারণ তার বেঁচে থাকা যোগ্য নয়৷'
23 আর যখন তারা চিৎকার করে তাদের জামাকাপড় খুলে ফেলল এবং বাতাসে ধুলো ফেলল,
24 প্রধান সেনাপতি তাকে দুর্গে আনার নির্দেশ দিলেন এবং তাকে চাবুক মেরে পরীক্ষা করতে বললেন; যাতে তিনি জানতে পারেন কেন তারা তাঁর বিরুদ্ধে এত চিৎকার করেছিল৷
25 তারা যখন তাকে ঠোঙা দিয়ে বেঁধে রাখল, তখন পৌল যে সেনাপতিকে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তাকে বললেন, একজন রোমান লোককে বেত্রাঘাত করা কি আপনার পক্ষে বৈধ?
26 এই কথা শুনে সেনাপতি গিয়ে প্রধান সেনাপতিকে বললেন, 'তোমরা যা করছ তাতে খেয়াল রেখো, কারণ এই লোকটি একজন রোমান৷'
27 তখন প্রধান সেনাপতি এসে তাঁকে বললেন, আমাকে বলুন, আপনি কি একজন রোমান? তিনি বললেন, হ্যাঁ।
28 প্রধান সেনাপতি উত্তরে বললেন, আমি অনেক টাকা দিয়ে এই স্বাধীনতা পেয়েছি। আর পল বললেন, কিন্তু আমি স্বাধীনভাবে জন্মেছি।
29 তারপর তারা সঙ্গে সঙ্গে তার কাছ থেকে চলে গেল যার তাকে পরীক্ষা করা উচিত ছিল৷ এবং প্রধান সেনাপতিও ভয় পেয়েছিলেন, কারণ তিনি জানতে পেরেছিলেন যে তিনি একজন রোমান, এবং তিনি তাকে বেঁধে রেখেছিলেন৷
30 পরের দিন, কারণ তিনি নিশ্চিতভাবে জানতেন যে ইহুদীদের বিরুদ্ধে তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, তাই তিনি তাকে তার দল থেকে মুক্ত করলেন, এবং প্রধান যাজকদের এবং তাদের সমস্ত পরিষদকে উপস্থিত হতে আদেশ করলেন, এবং পৌলকে নামিয়ে এনে তাদের সামনে দাঁড় করালেন৷

অধ্যায় 23

1 আর পৌল আন্তরিকভাবে পরিষদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মানুষ ও ভাইয়েরা, আমি আজ পর্যন্ত ঈশ্বরের সামনে সমস্ত ভাল বিবেকের সাথে বেঁচে আছি৷
2 আর মহাযাজক অননিয় যাঁরা তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিল তাদের তাঁর মুখে আঘাত করতে আদেশ করলেন৷
3 তখন পৌল তাঁকে বললেন, হে শুভ্র দেওয়াল, ঈশ্বর তোমাকে আঘাত করবেন, কেননা তুমি কি আইন অনুসারে আমার বিচার করতে বসেছ এবং আমাকে আইনের বিরুদ্ধে আঘাত করার আদেশ দিচ্ছ?
4যারা পাশে দাঁড়িয়েছিল তারা বলল, 'তুমি কি ঈশ্বরের মহাযাজককে নিন্দিত কর?
5 তখন পৌল বললেন, ভাইয়েরা, আমি বুঝতে পারিনি যে তিনি মহাযাজক ছিলেন, কারণ লেখা আছে, 'তুমি তোমার লোকদের শাসককে খারাপ কথা বলবে না৷'
6 কিন্তু পৌল যখন বুঝতে পারলেন যে, একদল সদ্দূকী এবং অন্যটি ফরীশী, তখন তিনি পরিষদে চিৎকার করে বললেন, হে ভাই ও বোনেরা, আমি একজন ফরীশী, একজন ফরীশীর পুত্র: মৃতদের আশা ও পুনরুত্থানের জন্য আমাকে বলা হয়েছে৷ প্রশ্নে
7 তিনি এই কথা বলার পর ফরীশী ও সদ্দূকীদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল এবং জনতা বিভক্ত হল৷
8 কারণ সদ্দূকীরা বলে যে পুনরুত্থান নেই, ফেরেশতাও নেই, আত্মাও নেই৷ কিন্তু ফরীশীরা উভয়ই স্বীকার করে৷
9 তখন একটা প্রচণ্ড চিৎকার শুরু হল, আর ফরীশীদের অংশের ব্যবস্থার শিক্ষকরা উঠে জোরে জোরে জোরে জোরে বলল, আমরা এই লোকটির মধ্যে কোন মন্দ দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু যদি কোন আত্মা বা ফেরেশতা তার সাথে কথা বলে থাকে, তাহলে আসুন আমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করি। ঈশ্বর
10 এবং যখন একটি বড় মতবিরোধ দেখা দিল, তখন প্রধান সেনাপতি পৌলকে তাদের টুকরো টুকরো করে টেনে নিয়ে যাওয়ার ভয়ে ভয়ে সৈন্যদের নীচে নামতে এবং তাদের মধ্য থেকে জোর করে তাকে নিয়ে যেতে এবং দুর্গে নিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন৷
11আর পরের রাতে প্রভু তাঁর পাশে দাঁড়ালেন, এবং বললেন, " উৎসাহ থেকো, পল, কারণ তুমি যেমন জেরুজালেমে আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছ, রোমেও তোমাকে সাক্ষ্য দিতে হবে৷
12 যখন দিন হল, তখন ইহুদীদের মধ্যে কয়েকজন একত্রিত হল এবং নিজেদের অভিশাপের মধ্যে বেঁধে বলল যে, পৌলকে হত্যা না করা পর্যন্ত তারা খাবে না, পান করবে না৷
13 আর তারা চল্লিশেরও বেশি যারা এই ষড়যন্ত্র করেছিল৷
14তখন তাঁরা প্রধান যাজকদের ও প্রাচীনদের কাছে এসে বললেন, আমরা নিজেদেরকে এক মহা অভিশাপে বেঁধে রেখেছি যে, পৌলকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমরা কিছুই খাব না।
15 তাই এখন আপনি কাউন্সিলের সাথে প্রধান ক্যাপ্টেনকে ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে তিনি আগামীকাল তাকে আপনার কাছে নামিয়ে আনবেন, যেন আপনি তার সম্পর্কে আরও নিখুঁতভাবে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন: এবং আমরা, বা সে কখনই কাছে আসে, তাকে হত্যা করতে প্রস্তুত।
16 পৌলের বোনের ছেলে তাদের অপেক্ষায় শুয়ে থাকার কথা শুনে দুর্গে ঢুকে পৌলকে বলল।
17 তখন পৌল একজন সেনাপতিকে কাছে ডেকে বললেন, এই যুবককে প্রধান সেনাপতির কাছে নিয়ে এস, কারণ তাকে কিছু বলার আছে৷

18 তাই তিনি তাকে নিয়ে প্রধান সেনাপতির কাছে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, বন্দী পল আমাকে তার কাছে ডেকেছে এবং এই যুবকটিকে তোমার কাছে নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করেছিল, যার তোমার কাছে কিছু বলার আছে।
19 তখন প্রধান সেনাপতি তাঁহার হাত ধরিয়া একান্তে তাঁহার সহিত একপাশে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাকে কি বলবেন?
20 তিনি বললেন, 'ইহুদীরা তোমাকে ইচ্ছা করতে রাজি হয়েছে যে, তুমি আগামীকাল পৌলকে পরিষদে নামিয়ে আনবে, যেন তারা আরও নিখুঁতভাবে তার বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করবে।
21 কিন্তু আপনি তাদের কাছে নতি স্বীকার করবেন না: কারণ তাদের মধ্যে চল্লিশ জনেরও বেশি লোক তাঁর জন্য অপেক্ষায় রয়েছে, যারা শপথ করে নিজেদেরকে আবদ্ধ করেছে যে, তারা তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত তারা খাবে না পান করবে না; এবং এখন তারা প্রস্তুত, তোমার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি খুঁজছি।
22 তখন প্রধান সেনাপতি সেই যুবকটিকে চলে যেতে দিলেন এবং তাকে আদেশ দিলেন, 'দেখ, তুমি যে আমাকে এসব দেখিয়েছ তা কাউকে বল না।
23 তখন তিনি দুজন সেনাপতিকে ডেকে বললেন, 'কৈসরিয়ায় যাওয়ার জন্য দু'শো সৈন্য, সত্তর দশজন ঘোড়সওয়ার এবং দুইশো বর্শাধারীকে রাতের তৃতীয় প্রহরে প্রস্তুত কর।
24 এবং তাদের পশু সরবরাহ করুন, যাতে তারা পৌলকে বসিয়ে রাজ্যপাল ফেলিক্সের কাছে নিরাপদে নিয়ে যেতে পারে।
25 এবং তিনি এইভাবে একটি চিঠি লিখেছিলেন:
26 ক্লডিয়াস লিসিয়াস সর্বোত্তম শাসনকর্তা ফেলিক্সকে শুভেচ্ছা জানালেন।
27 এই লোকটিকে ইহুদীদের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এবং তাদেরই হত্যা করা উচিত ছিল। তারপর আমি সৈন্যদল নিয়ে এসে তাকে উদ্ধার করলাম, বুঝতে পেরে যে সে একজন রোমান।
28 এবং যখন আমি জানতে পারতাম যে কেন তারা তাকে অভিযুক্ত করেছে, আমি তাকে তাদের পরিষদে নিয়ে এসেছি।
29 যাকে আমি তাদের আইনের প্রশ্নে অভিযুক্ত বলে বুঝতে পেরেছিলাম, কিন্তু মৃত্যু বা বন্ধনের যোগ্য তার অভিযোগে কিছু রাখা হয়নি।
30 আর যখন আমাকে বলা হল যে, ইহুদীরা কীভাবে লোকটির জন্য অপেক্ষা করছে, তখন আমি সরাসরি আপনার কাছে পাঠালাম, এবং তার অভিযুক্তদেরকেও আদেশ দিয়েছিলাম যে তারা তার বিরুদ্ধে যা আছে তা আপনার সামনে বলুন। বিদায়।
31তখন সৈন্যরা, যেমন আজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল, পৌলকে ধরে রাতের বেলা অ্যান্টিপাত্রিসে নিয়ে গেল।
32 পরের দিন তারা ঘোড়সওয়ারদের তার সাথে যাওয়ার জন্য ছেড়ে দিল এবং দুর্গে ফিরে গেল:
33 তারা কৈসরিয়ায় এসে রাজ্যপালের কাছে চিঠিটি পৌঁছে দিয়ে পৌলকেও তাঁর সামনে হাজির করলেন।
34 রাজ্যপাল চিঠিটি পড়ে জিজ্ঞেস করলেন তিনি কোন প্রদেশের? তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে তিনি কিলিকিয়ার লোক।
35 আমি তোমার কথা শুনব, তিনি বললেন, যখন তোমার অভিযুক্তরাও আসবে। এবং তিনি তাকে হেরোদের বিচারকক্ষে রাখার নির্দেশ দিলেন।

অধ্যায় 24

1 পাঁচ দিন পর অননিয়া মহাযাজক প্রাচীনদের সঙ্গে এবং টারটুলুস নামে একজন বক্তাকে নিয়ে নেমে এলেন, যিনি পৌলের বিরুদ্ধে রাজ্যপালকে খবর দিলেন।
2 এবং যখন তাকে ডাকা হল, তখন টারটুলাস তাকে দোষারোপ করতে লাগলেন, বললেন, আপনার দ্বারা আমরা অত্যন্ত নিস্তব্ধতা উপভোগ করি এবং আপনার তত্ত্বাবধানে এই জাতির জন্য অত্যন্ত যোগ্য কাজ করা হয়েছে,
3 আমরা সর্বদা এটি গ্রহণ করি, এবং সর্বত্র, সর্বশ্রেষ্ঠ ফেলিক্স, সমস্ত কৃতজ্ঞতার সাথে।
4 তবুও, আমি আপনার প্রতি আর বিরক্তিকর না হই, আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি যে আপনি আপনার দয়ার কিছু কথা আমাদের শুনতে পাবেন।
5 কারণ আমরা এই লোকটিকে সারা বিশ্বের সমস্ত ইহুদিদের মধ্যে একটি মহামারী সহকর্মী এবং রাষ্ট্রদ্রোহের প্ররোচনাকারী এবং নাজারেনিদের সম্প্রদায়ের একজন নেতা হিসেবে পেয়েছি।
6 কেও মন্দিরকে অপবিত্র করতে গিয়েছিল। আমরা যাকে ধরে নিয়েছি এবং আমাদের আইন অনুসারে বিচার করতাম।
7কিন্তু প্রধান সেনাপতি লিসিয়াস আমাদের উপর এসেছিলেন, এবং প্রচণ্ড অত্যাচারে তাকে আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন।
8 তাঁর অভিযুক্তদের আপনার কাছে আসতে আদেশ দিচ্ছেন: কার বিষয়ে আমরা তাকে দোষারোপ করি, এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে আপনি নিজেই জানতে পারেন।
9 আর ইহুদীরাও সম্মতি জানাল এবং বলল যে, এসবই তাই।
10 তারপর পৌল, রাজ্যপাল তাকে কথা বলার জন্য ইঙ্গিত করার পরে, উত্তর দিলেন, যেহেতু আমি জানি যে আপনি বহু বছর ধরে এই জাতির বিচারক ছিলেন, আমি নিজের জন্য আরও আনন্দের সাথে উত্তর দিই:
11 কারণ তুমি বুঝতে পারো যে, আমি উপাসনার জন্য জেরুজালেমে গিয়েছিলাম তখন আর বারো দিন বাকি আছে।
12আর তারা আমাকে মন্দিরে কোন লোকের সাথে বিতর্ক করতেও পায়নি, লোকদের উঠাতেও পায়নি, সমাজগৃহে বা শহরেও খুঁজে পায়নি।
13 তারা এখন যে বিষয়ে আমাকে দোষারোপ করছে তা প্রমাণ করতে পারে না।
14কিন্তু আমি তোমার কাছে একথা স্বীকার করছি যে, তারা যে পথকে ধর্মদ্রোহিতা বলে, তাই আমি আমার পিতৃপুরুষদের ঈশ্বরের উপাসনা কর, বিধি-ব্যবস্থা ও ভাববাদীদের মধ্যে যা লেখা আছে সবই বিশ্বাস করি।

15 এবং ঈশ্বরের প্রতি আশা রাখুন, যা তারা নিজেরাও অনুমোদন করে, যে মৃতদের পুনরুত্থান হবে, ন্যায় ও অন্যায় উভয়েরই।
16 এবং এখানে আমি নিজেকে অনুশীলন করি, সর্বদা ঈশ্বরের প্রতি এবং মানুষের প্রতি অপরাধের শূন্য বিবেক থাকতে।
17 এখন অনেক বছর পর আমি আমার জাতির জন্য ভিক্ষা ও নৈবেদ্য আনতে এসেছি।
18 তখন এশিয়ার কিছু ইহুদী আমাকে মন্দিরে শুদ্ধ দেখতে পেল, ভিড় বা কোলাহল দিয়েও নয়।
19 কার উচিত ছিল তোমার আগে এখানে থাকা এবং আমার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা উচিত ছিল৷
20 নতুবা তারা এখানে বলুক, আমি যখন পরিষদের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম তখন তারা যদি আমার মধ্যে কোন মন্দ কাজ দেখে থাকে,
21 এই একটি রব ছাড়া, আমি তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলেছিলাম, মৃতদের পুনরুত্থান স্পর্শ করে আমি আজ তোমাদের কাছে প্রশ্ন করছি৷
22 এই কথা শুনে ফেলিক্স সেই পথের আরও নিখুঁত জ্ঞান নিয়ে সেগুলিকে পিছিয়ে দিয়ে বললেন, যখন প্রধান সেনাপতি লুসিয়াস আসবেন, তখন আমি তোমাদের সব কথা জানতে পারব৷
23 আর তিনি একজন সেনাপতিকে আদেশ দিলেন যেন তিনি পৌলকে রাখতে পারেন এবং তাঁকে স্বাধীনতা দিতে দেন এবং তাঁর পরিচিত কাউকে তাঁর সেবা করতে বা তাঁর কাছে আসতে নিষেধ করেন৷
24 কিছু দিন পরে, যখন ফেলিক্স তাঁর স্ত্রী দ্রুসিলাকে নিয়ে আসলেন, যিনি একজন ইহুদী ছিলেন, তখন তিনি পৌলকে ডেকে পাঠালেন এবং খ্রীষ্টে বিশ্বাসের বিষয়ে তাঁর কথা শুনলেন৷
25 এবং যখন তিনি ধার্মিকতা, সহনশীলতা এবং ভবিষ্যতের বিচারের কথা ভাবছিলেন, তখন ফেলিক্স কাঁপতে কাঁপতে উত্তর দিলেন, এই সময়ের জন্য যাও; যখন আমার একটি সুবিধাজনক ঋতু হবে, আমি তোমাকে ডাকব।
26 তিনি আরও আশা করেছিলেন যে পৌলের কাছ থেকে তাকে টাকা দেওয়া উচিত ছিল, যাতে তিনি তাকে ছেড়ে দিতে পারেন, তাই তিনি প্রায়ই তাকে ডেকে পাঠাতেন এবং তার সাথে কথা বলতেন৷
27 কিন্তু দুই বছর পর পরকিয়াস ফেস্টাস ফেলিক্সের ঘরে এলেন, এবং ফেলিক্স ইহুদীদের খুশি করতে ইচ্ছুক হয়ে পৌলকে বেঁধে রেখে গেলেন।

অধ্যায় 25

1 ফীষ্ট প্রদেশে এসে তিন দিন পর কৈসরিয়া থেকে জেরুজালেমে গেলেন।
2 তখন মহাযাজক ও ইহুদীদের প্রধান তাঁকে পৌলের বিরুদ্ধে খবর দিলেন এবং তাঁকে অনুরোধ করলেন,
3 এবং তার প্রতি অনুগ্রহ চেয়েছিলেন যে, তিনি তাকে জেরুজালেমে ডেকে পাঠাবেন, তাকে হত্যা করার জন্য পথে বসে থাকবেন৷
4 কিন্তু ফেষ্টস উত্তর দিলেন, পৌলকে কৈসরিয়াতে রাখা উচিত এবং তিনি নিজেও শীঘ্রই সেখানে চলে যাবেন৷
5 সেইজন্য তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যাঁর সামর্থ্য আছে, তারা আমার সঙ্গে নেমে এই লোকটিকে দোষারোপ করুক, যদি তার মধ্যে কোনো দুষ্টতা থাকে৷
6 আর দশ দিনেরও বেশি সময় তাদের মধ্যে থাকার পর তিনি কৈসরিয়ায় গেলেন৷ পরের দিন বিচারকক্ষে বসে পৌলকে আনার আদেশ দিলেন৷
7 আর তিনি যখন এলেন, তখন জেরুজালেম থেকে নেমে আসা ইহুদীরা চারপাশে দাঁড়িয়ে পৌলের বিরুদ্ধে অনেক গুরুতর অভিযোগ করল, যা তারা প্রমাণ করতে পারেনি৷
8যখন তিনি নিজের পক্ষে উত্তর দিলেন, আমি ইহুদীদের আইনের বিরুদ্ধেও না, মন্দিরের বিরুদ্ধেও না, সিজারের বিরুদ্ধেও না, আমি কোন কিছুরই বিরুদ্ধাচরণ করিনি৷
9 কিন্তু ফেস্টাস ইহুদীদের আনন্দ দিতে ইচ্ছুক, পৌলকে উত্তর দিয়ে বললেন, আপনি কি জেরুজালেমে যাবেন এবং সেখানে আমার সামনে এই বিষয়গুলোর বিচার হবে?
10 তখন পৌল বললেন, আমি সিজারের বিচারের আসনে দাঁড়িয়ে আছি, যেখানে আমার বিচার হওয়া উচিত: ইহুদীদের প্রতি আমি কোন অন্যায় করিনি, আপনি ভালো করেই জানেন।
11 কেননা আমি যদি অপরাধী হই বা মৃত্যু যোগ্য কোনো কাজ করে থাকি, তবে আমি মরতে অস্বীকার করি না; কিন্তু যদি এইসব কিছু না থাকে যার জন্য এরা আমাকে অভিযুক্ত করে, কেউ আমাকে তাদের হাতে তুলে দিতে পারবে না৷ আমি সিজারের কাছে আবেদন করছি।
12 তারপর ফেস্টাস পরিষদের সাথে আলোচনা করে উত্তর দিলেন, আপনি কি সিজারের কাছে আবেদন করেছেন? তুমি সিজারের কাছে যাবে।
13 কিছু দিন পর রাজা আগ্রিপ্পা ও বার্নিস ফীষ্টাসকে অভিবাদন জানাতে কৈসরিয়ায় এলেন৷
14 তারা সেখানে অনেক দিন থাকার পর, ফেস্টাস রাজার কাছে পৌলের কারণ জানালেন, বললেন, 'ফেলিক্সের কাছে একজন লোককে বন্ধনে রেখে গেছে৷
15 আমি যখন জেরুজালেমে ছিলাম, তখন প্রধান যাজকেরা এবং ইহুদীদের বৃদ্ধ নেতারা তাঁর বিরুদ্ধে বিচার করতে চেয়ে তাঁর বিষয়ে আমাকে জানিয়েছিলেন৷
16 যাকে আমি উত্তর দিয়েছিলাম, রোমানদের পদ্ধতি নয় যে কাউকে মারার জন্য তুলে দেওয়া, তার আগে যাকে অভিযুক্ত করা হয় তাকে অভিযুক্তদের মুখোমুখি হতে হয় এবং তার বিরুদ্ধে করা অপরাধের বিষয়ে নিজের পক্ষে জবাব দেওয়ার লাইসেন্স থাকে৷
17 তাই, যখন তারা এখানে এসেছিল, পরশু আমি কোন দেরি না করে বিচারের আসনে বসলাম এবং লোকটিকে সামনে আনার আদেশ দিলাম৷
18 যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগকারীরা উঠে দাঁড়ালো, তখন তারা আমার ধারণা মতো কোনো অভিযোগ আনেনি:
19 কিন্তু তাদের নিজেদের কুসংস্কার এবং একজন মৃত যীশুর বিষয়ে তাঁর বিরুদ্ধে কিছু প্রশ্ন ছিল, যাকে পৌল জীবিত বলে নিশ্চিত করেছেন৷
20 এবং এই ধরনের প্রশ্ন সম্পর্কে আমার সন্দেহ হওয়ায় আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে তিনি জেরুজালেমে যাবেন, এবং সেখানে এই বিষয়গুলির বিচার হবে।

21 কিন্তু পল যখন অগাস্টাসের শুনানির জন্য রক্ষিত থাকার আবেদন করেছিলেন, তখন আমি তাকে সিজারের কাছে না পাঠানো পর্যন্ত তাকে আটকে রাখতে বলেছিলাম।
22 তখন আগ্রিপ্প ফীষ্টকে বললেন, আমি নিজেও লোকটির কথা শুনব। আগামীকাল, তিনি বললেন, আপনি তার কথা শুনবেন।
23 পরের দিন, যখন আগ্রিপ্পা এবং বার্নিস বড় আড়ম্বর সহকারে উপস্থিত হলেন, এবং প্রধান সেনাপতিদের এবং শহরের প্রধান লোকদের সঙ্গে ফেস্টসের আদেশে পৌলকে সেখানে নিয়ে আসা হল।
24 আর ফেস্টাস বললেন, রাজা আগ্রিপ্পা এবং আমাদের সাথে এখানে উপস্থিত সকলে, আপনি এই লোকটিকে দেখতে পাচ্ছেন, যাঁর বিষয়ে সমস্ত ইহুদীরা জেরুজালেমে এবং এখানেও আমার সাথে এমন আচরণ করেছে, চিৎকার করছে যে তার করা উচিত নয়। আর বাঁচুন।
25 কিন্তু যখন আমি দেখলাম যে সে মৃত্যুর যোগ্য কিছুই করেনি এবং সে নিজেই অগাস্টাসের কাছে আবেদন করেছে, তখন আমি তাকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
26 যাঁর বিষয়ে আমার প্রভুর কাছে লেখার মতো কোনো বিষয় আমার নেই। তাই আমি তাকে আপনার সামনে এবং বিশেষ করে আপনার সামনে, হে রাজা আগ্রিপ্পা, যাতে পরীক্ষা করার পরে, আমার কিছু লিখতে পারে।
27 কারণ একজন বন্দীকে পাঠানো আমার কাছে অযৌক্তিক বলে মনে হচ্ছে, এবং তার বিরুদ্ধে করা অপরাধগুলিকে বোঝানোর জন্য নয়।

অধ্যায় 26

1 তখন আগ্রিপ্প পৌলকে বললেন, তোমার নিজের পক্ষে কথা বলার অনুমতি আছে। তারপর পৌল হাত বাড়িয়ে নিজের জন্য উত্তর দিলেন:
2 রাজা আগ্রিপ্পা, আমি নিজেকে সুখী মনে করি, কারণ ইহুদীদের বিরুদ্ধে আমার বিরুদ্ধে যে সমস্ত বিষয়ে অভিযুক্ত করা হয়েছে, আমি আজ আপনার সামনে সেই সমস্ত বিষয়ের উত্তর দেব।
3 বিশেষ করে কারণ আমি জানি যে আপনি ইহুদীদের মধ্যে যে সমস্ত রীতিনীতি ও প্রশ্ন রয়েছে তাতে আপনি পারদর্শী, তাই আমি আপনাকে ধৈর্য সহকারে আমার কথা শুনতে অনুরোধ করছি।
4 যৌবনকাল থেকে আমার জীবনযাপনের ধরন, যা জেরুজালেমে আমার নিজের জাতির মধ্যে প্রথম ছিল, সমস্ত ইহুদি জানে;
5 যারা আমাকে প্রথম থেকেই চিনত, যদি তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আমাদের ধর্মের সবচেয়ে নীচু সম্প্রদায়ের পরে আমি একজন ফরীশী ছিলাম।
6 এবং এখন আমি দাঁড়িয়ে আছি এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির আশার জন্য বিচার করছি।
7 যে প্রতিশ্রুতিতে আমাদের বারোটি উপজাতি, অবিলম্বে দিনরাত ঈশ্বরের সেবা করে, আসার আশা করে। যে আশার জন্য, রাজা আগ্রিপা, আমি ইহুদিদের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত।
8 ঈশ্বর মৃতদের পুনরুত্থিত করবেন এই কথাটি কেন আপনার কাছে অবিশ্বাস্য মনে করা উচিত?
9 আমি সত্যিই মনে মনে ভেবেছিলাম যে, নাসরতের যীশুর নামের বিপরীতে আমার অনেক কিছু করা উচিত।
10 আমি জেরুজালেমেও যা করেছি: এবং প্রধান যাজকদের কাছ থেকে কর্তৃত্ব পেয়ে আমি অনেক সাধুকে কারাগারে বন্দী করেছি। এবং যখন তাদের হত্যা করা হয়েছিল, আমি তাদের বিরুদ্ধে আমার আওয়াজ দিয়েছিলাম।
11 এবং আমি প্রত্যেক সিনাগগে তাদের শাস্তি দিয়েছি এবং তাদের নিন্দা করতে বাধ্য করেছি; এবং আমি তাদের বিরুদ্ধে অতিশয় ক্ষিপ্ত হয়ে বিচিত্র শহর পর্যন্ত তাদের তাড়না করেছি।
12 তখন আমি প্রধান যাজকদের কাছ থেকে কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব নিয়ে দামেস্কে গিয়েছিলাম,
13 হে মহারাজ, মধ্যাহ্নে আমি পথের মধ্যে স্বর্গ থেকে সূর্যের তেজের উপরে একটি আলো দেখলাম, আমার চারপাশে এবং যারা আমার সঙ্গে যাত্রা করেছিল তাদের চারপাশে জ্বলজ্বল করছে।
14 এবং যখন আমরা সবাই মাটিতে পড়ে গেলাম, তখন আমি একটি রব শুনতে পেলাম যে আমার সাথে কথা বলছে এবং হিব্রু ভাষায় বলছে, শৌল, শৌল, কেন তুমি আমাকে তাড়না করছ? তোমার জন্য প্রিক্সের বিরুদ্ধে লাথি মারা কঠিন।
15 আমি বললাম, প্রভু, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি যীশু যাকে তুমি নির্যাতিত করছ।
16 কিন্তু ওঠো, তোমার পায়ে দাঁড়াও: কেননা আমি তোমার কাছে এই উদ্দেশ্যে হাজির হয়েছি, তোমাকে একজন পরিচারক ও সাক্ষী করতে এই দুটি বিষয়ের যা তুমি দেখেছ, এবং যে বিষয়গুলো আমি তোমার কাছে দেখাব;
17 জনগণ ও অইহুদীদের কাছ থেকে তোমাকে উদ্ধার করে, যাদের কাছে এখন আমি তোমাকে পাঠাচ্ছি,
18 তাদের চোখ খোলার জন্য, এবং তাদের অন্ধকার থেকে আলোতে এবং শয়তানের শক্তি থেকে ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়ে আনতে, যাতে তারা পাপের ক্ষমা এবং তাদের মধ্যে উত্তরাধিকার পায় যারা আমার উপর বিশ্বাসের দ্বারা পবিত্র হয়।
19 তখন, হে রাজা আগ্রিপা, আমি স্বর্গীয় দর্শনের অবাধ্য ছিলাম না:
20 কিন্তু প্রথমে দামেস্কে, জেরুজালেমে এবং যিহূদিয়ার সমস্ত উপকূলে এবং তারপর অইহুদীদের কাছে দেখালেন যে, তারা অনুতপ্ত হবে এবং ঈশ্বরের দিকে ফিরে আসবে এবং কাজগুলি অনুতাপের জন্য উপযুক্ত হবে।
21 এই কারণেই ইহুদীরা আমাকে মন্দিরে ধরেছিল এবং আমাকে হত্যা করতে গিয়েছিল।
22 তাই ঈশ্বরের সাহায্য পেয়ে, আমি আজ অবধি ছোট-বড় উভয়েরই সাক্ষ্য দিচ্ছি, ভাববাদী ও মূসা যা বলেছিল তা ছাড়া আর কিছুই বলিনি:
23 খ্রীষ্টের দুঃখভোগ করা উচিত, এবং তিনিই প্রথম হবেন যিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হবেন এবং লোকেদের এবং অইহুদীদের কাছে আলো দেখাবেন।

24 যখন তিনি নিজের পক্ষে কথা বলছিলেন, তখন ফেষ্ট উচ্চস্বরে বললেন, পল, আপনি আপনার পাশে আছেন; অনেক শেখা তোমাকে পাগল করে তোলে।
25কিন্তু তিনি বললেন, আমি পাগল নই, পরম মহান ফেস্টাস; কিন্তু সত্য ও সংযমের কথা বল।
26 কারণ রাজা এই বিষয়গুলি জানেন, যাঁর সামনে আমি নির্দ্বিধায় কথা বলি৷ কারণ এই জিনিস এক কোণে করা হয় নি.
27 রাজা আগ্রিপ্প, আপনি কি ভাববাদীদের বিশ্বাস করেন? আমি জানি তুমি বিশ্বাস কর।
28 তখন আগ্রিপ্প পৌলকে বললেন, আপনি প্রায় আমাকে খ্রিস্টান হতে প্ররোচিত করছেন।
29 তখন পৌল বললেন, আমি ঈশ্বরের কাছে চাই, এই বন্ধনগুলি ছাড়া শুধু তুমিই নয়, আজ যারা আমার কথা শুনবে তারাও প্রায় এবং সম্পূর্ণভাবে আমার মতোই হোক৷
30 তিনি এই কথা বলার পর রাজা, গভর্নর, বার্নিস এবং যাঁরা তাঁদের সঙ্গে বসেছিলেন তাঁরা উঠলেন৷
31 পরে তারা সরে গিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগল, এই লোকটি মৃত্যু বা বন্ধনের যোগ্য কিছুই করে না৷
32 তখন আগ্রিপ্পা ফেস্টাসকে বললেন, এই লোকটা হয়তো মুক্ত হতে পারত, যদি সে সিজারের কাছে আবেদন না করত।

অধ্যায় 27

1 এবং যখন আমরা ইতালিতে যাত্রা করব বলে ঠিক করা হল, তখন তারা পৌল এবং আরও কয়েকজন বন্দীকে জুলিয়াস নামে একজনের হাতে তুলে দিল, যিনি অগাস্টাস দলের একজন সেনাপতি ছিলেন৷
2 এবং অ্যাড্রামিটিয়ামের একটি জাহাজে প্রবেশ করে আমরা চালু করলাম, যার অর্থ এশিয়ার উপকূল দিয়ে যাত্রা করা; থেসালোনিকার একজন ম্যাসিডোনীয় আরিষ্টার্কাস আমাদের সঙ্গে ছিলেন৷
3 আর পরের দিন আমরা সীদোনে ছুঁলাম। এবং জুলিয়াস বিনীতভাবে পলকে অনুরোধ করলেন এবং তাকে ফ্রেশ হওয়ার জন্য তার বন্ধুদের কাছে যাওয়ার স্বাধীনতা দিলেন।
4 এবং সেখান থেকে যাত্রা করে সাইপ্রাসের নীচে যাত্রা করলাম, কারণ বাতাস বিপরীত ছিল৷
5 আর আমরা কিলিকিয়া ও পামফিলিয়া সাগরের উপর দিয়ে যাত্রা করে লুসিয়ার ময়রা শহরে এলাম।
6 আর সেখানে সেনাপতি আলেকজান্দ্রিয়ার একটি জাহাজ দেখতে পেলেন যা ইতালিতে যাচ্ছিল৷ এবং তিনি আমাদের সেখানে রাখলেন।
7 এবং যখন আমরা অনেক দিন ধরে ধীরে ধীরে যাত্রা করেছিলাম, এবং কনিডাসের বিরুদ্ধে দুষ্প্রাপ্য ছিল, বাতাস আমাদের কষ্ট দেয়নি, তখন আমরা ক্রীটের নীচে, সালমোনের বিরুদ্ধে যাত্রা করলাম৷
8 এবং, খুব কমই তা অতিক্রম করে, একটি জায়গায় এসে পৌঁছল যাকে বলা হয় মেলার আশ্রয়স্থল; যেখানে লাসিয়া শহর ছিল তার কাছাকাছি।
9 এখন যখন অনেক সময় অতিবাহিত হল, এবং জাহাজ চালানো এখন বিপজ্জনক, কারণ উপবাস এখন শেষ হয়ে গেছে, তখন পৌল তাদের উপদেশ দিলেন,
10 এবং তাদের বললেন, মহাশয়, আমি বুঝতে পারি যে এই যাত্রায় আঘাত ও অনেক ক্ষতি হবে, শুধু ঢালাই ও জাহাজেরই নয়, আমাদের জীবনেরও।
11তবুও সেনাপতি পৌলের কথার চেয়ে জাহাজের কর্তা ও মালিকের কথাই বিশ্বাস করলেন।
12 এবং যেহেতু হেভেনটি শীতকালে উপযোগী ছিল না, তাই আরও অংশটি সেখান থেকেও চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল, যদি কোন উপায়ে তারা ফেনিসে পৌঁছাতে পারে এবং সেখানে শীতের জন্য; যা ক্রীটের একটি আশ্রয়স্থল এবং দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত।
13 এবং যখন দক্ষিণের বাতাস মৃদুভাবে বয়ে গেল, মনে করে যে তারা তাদের উদ্দেশ্য অর্জন করেছে, সেখান থেকে হেরে গেছে, তারা ক্রীটের কাছাকাছি চলে গেল।
14 কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই এর বিরুদ্ধে ইউরোক্লাইডন নামক এক ঝড়ো হাওয়া উঠল৷
15 এবং যখন জাহাজটি ধরা পড়ল, এবং বাতাস সহ্য করতে পারল না, তখন আমরা তাকে চালাতে দিলাম৷
16 এবং ক্লাউদা নামে একটি নির্দিষ্ট দ্বীপের নীচে ছুটে চললাম, আমাদের নৌকায় করে আসতে অনেক কাজ ছিল৷
17 যা তারা তুলে নিয়েছিল, তারা জাহাজের নীচের অংশে সাহায্য করেছিল; এবং, ভয়ে পাছে তারা কুইকস্যান্ডে পড়ে যায়, পালের আঘাত করে, এবং তাই চালিত হয়েছিল।
18 এবং আমরা অত্যন্ত ঝড়ের সাথে নিক্ষেপ করছি, পরের দিন তারা জাহাজটিকে হালকা করে দিল;
19 আর তৃতীয় দিন আমরা নিজেদের হাতেই জাহাজের মোকাবিলা করে ফেললাম৷
20 এবং যখন অনেক দিন ধরে সূর্য বা তারা কেউই দেখা গেল না এবং কোন ছোট ঝড় আমাদের উপর পড়ল না, তখন আমাদের পরিত্রাণ পাওয়ার সমস্ত আশা কেড়ে নেওয়া হল।
21 কিন্তু দীর্ঘ বিরতির পর পল তাদের মাঝখানে দাঁড়ালেন এবং বললেন, মহাশয়, আপনার উচিত ছিল আমার কথা শোনেন, ক্রীট থেকে সরে না গিয়ে এই ক্ষতি ও ক্ষতি লাভ করতেন।
22এবং এখন আমি তোমাদেরকে ভালো থাকার পরামর্শ দিচ্ছি, কারণ তোমাদের মধ্যে কারো প্রাণহানি হবে না, কিন্তু জাহাজেরই ক্ষতি হবে৷
23কারণ আজ রাত্রে ঈশ্বরের দূত আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, আমি যাঁর সেবা করি,
24 কহিল, পল, ভয় করিও না; তোমাকে অবশ্যই সিজারের সামনে হাজির করতে হবে: এবং দেখ, তোমার সাথে যাঁরা যাত্রা করে তাদের সবাইকে ঈশ্বর তোমাকে দিয়েছেন৷
25 সেইজন্য, মহাশয়, আনন্দিত হোন, কারণ আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, আমাকে যেমন বলা হয়েছিল তেমনই হবে৷
26 তবে আমাদের অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট দ্বীপে নিক্ষেপ করা উচিত।
27 কিন্তু যখন চতুর্দশ রাত্রি হল, যখন আমরা আদ্রিয়াতে উঠা-নামা করছিলাম, তখন মধ্যরাতে জাহাজের চালকরা মনে করল যে তারা কোনো দেশের কাছাকাছি চলে এসেছে৷

28 এবং বাজানো, এবং এটি বিশ ফ্যাথম পাওয়া গেল: এবং কিছুদূর এগিয়ে তারা আবার বাজানো, এবং এটি 15 ফ্যাথম পাওয়া গেল.
29 তারপর ভয়ে পাছে আমরা পাথরের উপর পড়ি, তারা কড়া থেকে চারটি নোঙর ফেলে দিনটির জন্য কামনা করল।
30 আর জাহাজের চালকরা যখন জাহাজ থেকে পালাতে চাইছিল, তখন তারা নৌকাটিকে সমুদ্রে নামিয়ে দিয়েছিল, এমনভাবে রঙিন হয়ে গিয়েছিল যেন তারা সামনের অংশ থেকে নোঙর ফেলেছিল,
31 পৌল সেনাপতি ও সৈন্যদের বললেন, 'এরা জাহাজে না থাকলে তোমরা রক্ষা পাবে না।'
32 তখন সৈন্যরা নৌকার দড়ি কেটে ফেলল এবং তাকে পড়ে যেতে দিল।
33 যখন দিন ঘনিয়ে আসছিল, তখন পৌল তাদের সকলকে মাংস খাওয়ার জন্য অনুরোধ করে বললেন, আজ চৌদ্দতম দিন, যেদিন তোমরা কিছু না নিয়ে উপবাস করে থেকেছ এবং উপবাস করেছ৷
34 তাই আমি তোমাদের কাছে কিছু মাংস খাওয়ার জন্য প্রার্থনা করছি, কারণ এটি তোমাদের স্বাস্থ্যের জন্য৷
35 এই কথা বলার পর তিনি রুটি নিয়ে তাদের সকলের সামনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন, এবং তা ভেঙ্গে খেতে শুরু করলেন৷
36 তখন তারা সকলেই আনন্দিত হল এবং কিছু মাংসও নিল৷
37 আর আমরা মোট দুইশত ষোলজন জাহাজে ছিলাম।
38পরে তারা পর্যাপ্ত খাবার খেয়ে জাহাজটিকে হালকা করে গম সমুদ্রে ফেলে দিল।
39 এবং যখন দিন হল, তারা জমিটি চিনতে পারল না; কিন্তু তারা একটি তীরের সাথে একটি নির্দিষ্ট খাঁড়ি আবিষ্কার করেছিল, যেখানে তারা সম্ভব হলে জাহাজে ছুঁড়ে ফেলার চিন্তা করেছিল৷
40 এবং তারা নোঙ্গরগুলি তুলে নিয়ে সমুদ্রের কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করল, এবং রডার ব্যান্ডগুলি খুলে দিল, এবং বাতাসের প্রধান পাল তুলে তীরের দিকে গেল৷
41 আর দুই সাগরের মিলনস্থলে পড়িয়া তাহারা জাহাজটিকে দিয়া ছুটে চলিল; এবং অগ্রভাগ দ্রুত আটকে গেল এবং অচল রয়ে গেল, কিন্তু ঢেউয়ের দৌরাত্ম্যে পিছনের অংশটি ভেঙে গেল।
42 আর সৈন্যদের পরামর্শ হল বন্দীদের মেরে ফেলা, পাছে তাদের কেউ সাঁতার কেটে পালিয়ে যেতে পারে৷
43 কিন্তু সেনাপতি পলকে বাঁচাতে ইচ্ছুক, তাদের উদ্দেশ্য থেকে বিরত রাখলেন৷ এবং আদেশ দিলেন যে যারা সাঁতার কাটতে পারে তারা প্রথমে নিজেদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে এবং স্থলে যাবে:
44 আর বাকিরা, কিছু বোর্ডে এবং কিছু জাহাজের ভাঙ্গা টুকরোয়৷ এবং তাই ঘটল, তারা সবাই নিরাপদে ল্যান্ডে পালিয়ে গেল।

অধ্যায় 28

1 আর যখন তারা পালিয়ে গেল, তখন তারা জানল যে দ্বীপটির নাম মেলিটা।
2 এবং বর্বর লোকেরা আমাদের একটুও দয়া দেখায়নি: কারণ তারা আগুন জ্বালিয়েছিল এবং বর্তমান বৃষ্টি এবং ঠান্ডার কারণে আমাদের প্রত্যেককে গ্রহণ করেছিল।
3 আর পৌল যখন একগুচ্ছ লাঠি জড়ো করে আগুনে রাখলেন, তখন তাপ থেকে একটা সাপ বেরিয়ে এসে তার হাতে বেঁধে দিল।
4 এবং যখন বর্বররা বিষাক্ত জন্তুটিকে তার হাতে ঝুলতে দেখে নিজেদের মধ্যে বলেছিল, সন্দেহ নেই এই লোকটি একজন খুনি, যদিও সে সমুদ্র থেকে পালিয়েছে, তবুও প্রতিশোধের জন্য বাঁচতে হবে না।
5 আর তিনি সেই জন্তুটিকে আগুনে ঝেড়ে ফেললেন, আর কোন ক্ষতি করলেন না৷
6তবুও তারা তাকিয়েছিল যে কখন সে ফুলে উঠবে বা হঠাৎ মরে পড়ে যাবে; কিন্তু তারা অনেকক্ষণ তাকিয়ে তার কোন ক্ষতি করতে দেখেও তাদের মন পরিবর্তন করল এবং বলল যে তিনি একজন দেবতা।
7 একই জায়গায় দ্বীপের প্রধান লোকের সম্পত্তি ছিল, যার নাম ছিল পুবলিয়াস৷ যিনি আমাদের গ্রহণ করলেন, এবং আমাদের তিন দিন সৌজন্যের সাথে রাখলেন৷
8 আর এমন হল যে, পুবলিয়ের বাবা জ্বরে ও রক্তক্ষরণে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন৷ পৌল তাঁর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করলেন এবং তাঁর গায়ে হাত রেখে তাঁকে সুস্থ করলেন৷
9 তাই যখন এই কাজ করা হল, তখন সেই দ্বীপের অন্যান্য রোগে আক্রান্ত লোকেরাও এসে সুস্থ হল৷
10 তিনি আমাদের অনেক সম্মান দিয়ে সম্মানিত করেছেন; এবং আমরা যখন রওনা হলাম, তারা আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি দিয়ে চাপিয়ে দিল৷
11 এবং তিন মাস পর আমরা আলেকজান্দ্রিয়ার একটি জাহাজে রওনা হলাম, যেটি দ্বীপে শীতকাল ছিল, যার চিহ্ন ছিল ক্যাস্টর এবং পোলাক্স৷
12 আর সিরাকিউসে অবতরণ করে আমরা সেখানে তিন দিন ছিলাম৷
13 এবং সেখান থেকে আমরা একটি কম্পাস নিয়ে রেগিয়ামে এলাম: এবং একদিন পরে দক্ষিণের বাতাস বয়ে গেল এবং পরের দিন পুতেওলিতে এলাম:
14 যেখানে আমরা ভাইদের পেয়েছিলাম, এবং তাদের সাথে সাত দিন থাকতে চেয়েছিলাম, এবং তাই আমরা রোমের দিকে চলে গেলাম৷
15 আর সেখান থেকে ভাইয়েরা আমাদের কথা শুনে আপ্পি ফোরাম এবং তিনটি সরাই পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন৷ পৌল যাকে দেখে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন এবং সাহস করলেন৷
16 আমরা যখন রোমে এলাম, তখন সেনাপতি বন্দীদেরকে রক্ষীবাহিনীর সেনাপতির হাতে তুলে দিলেন, কিন্তু পৌলকে একজন সৈন্যের কাছে একা থাকতে দেওয়া হল, যিনি তাঁকে রক্ষা করেছিলেন।
17 আর এমন হল যে, তিন দিন পর পৌল ইহুদীদের প্রধানকে একত্রে ডেকে আনলেন, আর তারা একত্র হলে তিনি তাদের বললেন, ভাই ও বোনেরা, যদিও আমি লোকেদের বিরুদ্ধে বা আমাদের পূর্বপুরুষদের রীতিনীতির বিরুদ্ধে কিছু করিনি৷ তবুও আমি জেরুজালেম থেকে রোমানদের হাতে বন্দী হয়েছিলাম।

18 তারা আমাকে পরীক্ষা করে আমাকে ছেড়ে দিতেন, কারণ আমার মধ্যে মৃত্যুর কোন কারণ ছিল না।
19 কিন্তু ইহুদীরা এর বিরুদ্ধে কথা বললে আমি সিজারের কাছে আপীল করতে বাধ্য হলাম৷ এমন নয় যে আমার জাতিকে অভিযুক্ত করা উচিত ছিল।
20 এই কারণেই আমি তোমাকে ডেকেছি, তোমাকে দেখতে ও তোমার সাথে কথা বলার জন্য, কারণ ইস্রায়েলের আশার জন্য আমি এই শৃঙ্খলে আবদ্ধ।
21 তারা তাঁকে বলল, 'যিহূদিয়া থেকে আমরা তোমার বিষয়ে কোন চিঠি পাইনি, যে ভাইয়েরা এসেছেন তাদের মধ্যে কেউও তোমার বিষয়ে কোন কথা বলেনি বা বলে নি৷
22 কিন্তু আপনি কি ভাবছেন তা আমরা শুনতে চাই: কারণ এই সম্প্রদায়ের বিষয়ে আমরা জানি যে যেখানেই এর বিরুদ্ধে কথা বলা হয়েছে।
23 এবং যখন তারা তাকে একটি দিন নির্ধারণ করেছিল, তখন অনেক লোক তার বাসস্থানে তার কাছে এল৷ যাঁদের কাছে তিনি ঈশ্বরের রাজ্যের ব্যাখ্যা ও সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, মূসার আইন ও ভাববাদীদের মধ্য থেকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যীশুর বিষয়ে তাদের বোঝাতেন৷
24 আর কেউ কেউ যা বলা হয়েছিল তা বিশ্বাস করল, কেউ কেউ বিশ্বাস করল না৷
25 তারা নিজেদের মধ্যে একমত না হলে তারা চলে গেল, পৌল একটা কথা বলার পর, আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে ভাববাদী যিশাইয়ের দ্বারা পবিত্র আত্মা ভালই বলেছেন৷
26 তারা বলল, 'এই লোকদের কাছে যাও এবং বল, তোমরা শুনবে, কিন্তু বুঝবে না৷ আর দেখবে দেখবে, বুঝবে না।
27 কারণ এই লোকদের হৃদয় স্থূল, এবং তাদের কান শ্রবণে নিস্তেজ, এবং তাদের চোখ বন্ধ হয়ে গেছে; পাছে তারা তাদের চোখ দিয়ে দেখবে, কান দিয়ে শুনবে, এবং তাদের হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারবে, এবং ধর্মান্তরিত হবে, এবং আমি তাদের সুস্থ করব।
28 তাই তোমাদের জানা উচিত যে, ঈশ্বরের পরিত্রাণ অইহুদীদের কাছে পাঠানো হয়েছে এবং তারা তা শুনবে৷
29 তিনি এই কথাগুলো বলার পর ইহুদীরা চলে গেল এবং নিজেদের মধ্যে খুব তর্ক করতে লাগল৷
30 আর পৌল পুরো দুই বছর নিজের ভাড়ার বাড়িতে বাস করলেন, এবং যা কিছু তাঁর কাছে এসেছিল তা গ্রহণ করলেন৷
31 ঈশ্বরের রাজ্যের কথা প্রচার করা এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে যে বিষয়গুলি সম্বন্ধে তা শিক্ষা দেওয়া, সমস্ত আত্মবিশ্বাসের সাথে, কেউ তাকে নিষেধ করে না৷

রোমানরা

অধ্যায় 1

1 পল, যীশু খ্রীষ্টের একজন দাস, একজন প্রেরিত হওয়ার জন্য ডাকা হয়েছিল, ঈশ্বরের সুসমাচারের জন্য আলাদা হয়েছিলেন,
2 (যা তিনি পবিত্র ধর্মগ্রন্থে তাঁর নবীদের দ্বারা পূর্বে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন,)
3 তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে, যিনি আমাদের প্রভু, দায়ূদের বংশ থেকে তৈরি হয়েছিলেন।
4 এবং মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের মাধ্যমে পবিত্রতার আত্মা অনুসারে শক্তি সহ ঈশ্বরের পুত্র বলে ঘোষণা করলেন:
5 যাঁর দ্বারা আমরা অনুগ্রহ ও প্রেরিত পদ পেয়েছি, সমস্ত জাতির মধ্যে বিশ্বাসের আনুগত্যের জন্য, তাঁর নামের জন্য:
6 যাদের মধ্যে তোমরাও যীশু খ্রীষ্টের নামে আখ্যায়িত হও৷
7 রোমে যাঁরা আছেন, ঈশ্বরের প্রিয়, সাধু হওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়েছে: আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে তোমাদের অনুগ্রহ ও শান্তি৷
8প্রথমে, আমি তোমাদের সকলের জন্য যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই, যে তোমাদের বিশ্বাসের কথা সারা বিশ্বে প্রচারিত হয়৷
9 কারণ ঈশ্বর আমার সাক্ষী, আমি তাঁর পুত্রের সুসমাচারে আমার আত্মার সাথে যাঁর সেবা করি, আমি আমার প্রার্থনায় সর্বদা আপনার কথা বলি৷
10 অনুরোধ করছি, এখন যদি কোন উপায়ে দীর্ঘ সময় ধরে আমি আপনার কাছে আসার জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছায় একটি সমৃদ্ধ যাত্রা করতে পারি।
11 আমি তোমাদের দেখতে চাই, যাতে আমি তোমাদের কিছু আধ্যাত্মিক দান দিতে পারি, যাতে তোমরা স্থায়ী হতে পার৷
12অর্থাৎ, আমি যেন তোমাদের ও আমার উভয়ের পারস্পরিক বিশ্বাসের দ্বারা তোমাদের সঙ্গে সান্ত্বনা পাই৷
13 ভাই ও বোনেরা, আমি চাই না যে, প্রায়ই আমি তোমাদের কাছে আসতে চেয়েছিলাম, (কিন্তু এখন পর্যন্ত ছেড়ে দেওয়া হয়েছে) যাতে অন্য অইহুদীদের মতো আমিও তোমাদের মধ্যে কিছু ফল পেতে পারি৷
14 আমি গ্রীক এবং বর্বর উভয়ের কাছেই ঋণী; জ্ঞানী এবং অজ্ঞান উভয়ের কাছে।
15 তাই, আমার মধ্যে যতটা আছে, আমি রোমেও তোমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে প্রস্তুত৷
16 কারণ আমি খ্রীষ্টের সুসমাচারের জন্য লজ্জিত নই, কারণ এটা ঈশ্বরের শক্তি যা বিশ্বাস করে তাদের প্রত্যেকের পরিত্রাণ৷ প্রথমে ইহুদীদের কাছে এবং গ্রীকদের কাছেও৷
17 কারণ এতে ঈশ্বরের ধার্মিকতা বিশ্বাস থেকে বিশ্বাসের মধ্যে প্রকাশিত হয়: যেমন লেখা আছে, ধার্মিকরা বিশ্বাসের দ্বারা বাঁচবে৷
18 কারণ ঈশ্বরের ক্রোধ স্বর্গ থেকে প্রকাশিত হয়েছে সমস্ত অধার্মিকতা ও অধার্মিকতার বিরুদ্ধে, যারা অধার্মিকতায় সত্যকে ধরে রাখে;
19 কারণ ঈশ্বরের বিষয়ে যা জানা যায় তা তাদের মধ্যে প্রকাশ পায়৷ কারণ ঈশ্বর তাদের কাছে তা দেখিয়েছেন৷
20 কারণ জগৎ সৃষ্টির সময় থেকে তাঁর অদৃশ্য বিষয়গুলি স্পষ্টভাবে দেখা যায়, যা সৃষ্ট জিনিসগুলি দ্বারা বোঝা যায়, এমনকি তাঁর অনন্ত শক্তি ও ঈশ্বরত্ব৷ যাতে তারা অজুহাত ছাড়া হয়:
21 কারণ, যখন তারা ঈশ্বরকে চিনত, তখন তারা তাঁকে ঈশ্বর বলে মহিমান্বিত করল না, কৃতজ্ঞও হল না৷ কিন্তু তাদের কল্পনায় বৃথা হয়ে গেল, এবং তাদের মূর্খ হৃদয় অন্ধকার হয়ে গেল।
22 নিজেদেরকে জ্ঞানী বলে দাবী করে তারা বোকা হয়ে গেল,
23 এবং অক্ষয় ঈশ্বরের মহিমাকে ধ্বংসকারী মানুষ, পাখি, চতুষ্পদ জন্তু এবং লতানো জিনিসের মতো একটি মূর্তিতে পরিবর্তন করলেন৷
24 সেইজন্য ঈশ্বরও তাদের নিজেদের অন্তরের অভিলাষের মাধ্যমে তাদের নিজেদের মধ্যে নিজেদের দেহকে অসম্মান করার জন্য তাদের অশুচিতার কাছে ছেড়ে দিয়েছিলেন৷
25 যিনি ঈশ্বরের সত্যকে মিথ্যাতে পরিবর্তিত করেছেন, এবং সৃষ্টিকর্তার চেয়ে জীবের উপাসনা ও সেবা করেছেন, যিনি চিরকালের জন্য ধন্য। আমীন।
26 এই কারণেই ঈশ্বর তাদের মন্দ স্নেহের কাছে ছেড়ে দিয়েছিলেন: এমনকি তাদের মহিলারাও প্রাকৃতিক ব্যবহারকে প্রকৃতির বিরুদ্ধে পরিবর্তন করেছিলেন।
27 আর একইভাবে পুরুষরাও, নারীর স্বাভাবিক ব্যবহার ত্যাগ করে, নিজেদের লালসায় একে অপরের প্রতি জ্বলে উঠল৷ পুরুষদের সাথে পুরুষরা কাজ করে যা অপ্রীতিকর, এবং নিজেদের মধ্যে তাদের ভুলের প্রতিফল যা পূরণ হয়েছিল।
28 এবং যদিও তারা তাদের জ্ঞানে ঈশ্বরকে ধরে রাখতে পছন্দ করেনি, ঈশ্বর তাদের নিন্দিত মনের হাতে দিয়েছিলেন, যা সুবিধাজনক নয় সেগুলি করার জন্য;
29 সমস্ত অধার্মিকতা, ব্যভিচার, দুষ্টতা, লোভ, দুষ্টতায় পরিপূর্ণ হওয়া; ঈর্ষা, খুন, বিতর্ক, প্রতারণা, কুৎসায় পূর্ণ; ফিসফিসকারী,
30 নিন্দাকারী, ঈশ্বরের বিদ্বেষী, অহংকারী, অহংকারী, মন্দ জিনিসের উদ্ভাবক, পিতামাতার অবাধ্য,
31 বোধগম্যতা ছাড়া, চুক্তিভঙ্গকারী, স্বাভাবিক স্নেহ ছাড়া, অদম্য, নির্দয়:
32 যারা ঈশ্বরের বিচার জানে, যারা এই ধরনের কাজ করে তারা মৃত্যুর যোগ্য, তারা শুধু তা-ই করে না, কিন্তু যারা তা করে তাদের প্রতি আনন্দ পায়।

অধ্যায় 2

1 সেইজন্য তুমি অমার্জনীয়, হে মানুষ, তুমি যেই বিচার কর; কারণ আপনি যে বিচার করেন একই জিনিস করেন৷
2 কিন্তু আমরা নিশ্চিত যে, যারা এই ধরনের কাজ করে তাদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বিচার সত্য।
3 আর তুমি কি মনে কর, হে মানুষ, যারা এমন কাজ করে তাদের বিচার করে এবং একই কাজ করে যে তুমি ঈশ্বরের বিচার থেকে রক্ষা পাবে?

4 অথবা তুমি তার ধার্মিকতা, সহনশীলতা ও ধৈর্যের ধনকে তুচ্ছ করেছ; ঈশ্বরের ধার্মিকতা আপনাকে অনুশোচনার দিকে নিয়ে যায় তা জানেন না?
5 কিন্তু আপনার কঠোরতা এবং অনুতপ্ত হৃদয়ের পরে ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণ বিচারের ক্রোধ এবং প্রকাশের দিনের বিরুদ্ধে আপনার ক্রোধ আপনার কাছে সঞ্চয় করে;
6 যিনি প্রত্যেক মানুষকে তার কাজ অনুসারে প্রতিদান দেবেন:
7যারা ধৈর্য্য ধরে সৎকর্মের মাধ্যমে গৌরব, সম্মান ও অমরত্ব, অনন্ত জীবন কামনা করে৷
8 কিন্তু যারা বিবাদমান এবং সত্যকে মানে না, তাদের কাছে অধার্মিকতা, ক্রোধ ও ক্রোধকে মেনে চলে,
9 ক্লেশ ও যন্ত্রণা, প্রত্যেক মানুষের উপর যারা খারাপ কাজ করে, প্রথমে ইহুদীদের এবং অইহুদীদেরও;
10 কিন্তু গৌরব, সম্মান ও শান্তি, প্রত্যেকের জন্য যারা ভাল কাজ করে, প্রথমে ইহুদীদের এবং অইহুদীদেরও৷
11কারণ ঈশ্বরের কাছে মানুষের সম্মান নেই৷
12 কারণ যারা আইন ছাড়া পাপ করেছে তারাও আইন ছাড়াই ধ্বংস হবে;
13 (কারণ বিধি-ব্যবস্থা শ্রবণকারীরা ঈশ্বরের সামনে ন্যায্য নয়, কিন্তু বিধি-ব্যবস্থা পালনকারীরা ধার্মিক হবে৷
14কারণ বিধি-ব্যবস্থা না থাকা অইহুদীরা যখন স্বভাবতই বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে যা আছে তা করে, তখন এগুলি তাদের নিজেদের জন্য একটি আইন৷
15 যা তাদের অন্তরে লেখা আইনের কাজ দেখায়, তাদের বিবেকও সাক্ষ্য দেয় এবং তাদের চিন্তাভাবনা একে অপরকে দোষারোপ করার সময় বা অন্যথায় মাফ করে দেয়;)
16 যেদিন ঈশ্বর আমার সুসমাচার অনুসারে যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে মানুষের গোপনীয়তার বিচার করবেন৷
17দেখ, তোমাকে ইহুদি বলা হয়, আর তুমি বিধি-ব্যবস্থায় বিশ্রাম কর এবং ঈশ্বরের জন্য গর্ব কর,
18 এবং তাঁর ইচ্ছা জানেন, এবং আইন থেকে নির্দেশিত হয়ে আরও ভাল জিনিসগুলিকে অনুমোদন করেন৷
19 এবং আত্মবিশ্বাসী যে আপনি নিজেই অন্ধদের পথপ্রদর্শক, অন্ধকারে থাকা তাদের আলো,
20 মূর্খদের প্রশিক্ষক, বাচ্চাদের শিক্ষক, যাঁর বিধি-ব্যবস্থায় জ্ঞান ও সত্যের রূপ রয়েছে৷
21 তুমি যে অন্যকে শিক্ষা দাও, তুমি কি নিজেকে শিক্ষা দাও না? আপনি যে প্রচার করেন একজন মানুষকে চুরি করা উচিত নয়, আপনি কি চুরি করেন?
22 তুমি যে বলো একজন পুরুষ ব্যভিচার করবে না, তুমি কি ব্যভিচার করবে? তুমি যে মূর্তিকে ঘৃণা কর, তুমি কি পবিত্রতা করছ?
23 তুমি যে বিধি-ব্যবস্থা নিয়ে গর্ব করছ, বিধি ভঙ্গ করে তুমি কি ঈশ্বরকে অসম্মান করছ?
24 কারণ শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে, তোমার মাধ্যমে অইহুদীদের মধ্যে ঈশ্বরের নাম নিন্দা করা হয়।
25 কারণ আপনি যদি বিধি-ব্যবস্থা পালন করেন তবে সুন্নত করা সত্যিই লাভজনক৷
26অতএব যদি সুন্নত না করানো বিধি-ব্যবস্থার ধার্মিকতা বজায় রাখে, তবে কি তার সুন্নত না হওয়াকে সুন্নত বলে গণ্য করা হবে না?
27 আর স্বভাবতই সুন্নত না হওয়া, যদি তা বিধি-ব্যবস্থা পূর্ণ করে, তবে তোমার বিচার করবে, কে অক্ষর ও সুন্নত দ্বারা আইন লঙ্ঘন করে?
28 কারণ তিনি একজন ইহুদী নন, যিনি বাহ্যিকভাবে একজন; সেই সুন্নতও নয়, যা শরীরে বাহ্যিক৷
29 কিন্তু তিনি একজন ইহুদী, যিনি অন্তরে একজন; আর সুন্নত হল হৃদয়, আত্মায়, চিঠিতে নয়৷ যার প্রশংসা মানুষের নয়, ঈশ্বরের।

অধ্যায় 3

1 তাহলে ইহুদীদের কি লাভ? বা সুন্নত করে লাভ কি?
2 অনেকভাবে: প্রধানত, কারণ যে তাদের কাছে ঈশ্বরের বাণী প্রদান করা হয়েছিল৷
3 কেউ যদি বিশ্বাস না করে তাহলে কিসের জন্য? তাদের অবিশ্বাস কি ঈশ্বরের বিশ্বাসকে নিষ্ফল করে দেবে?
4 ঈশ্বর নিষেধ করুন: হ্যাঁ, ঈশ্বর সত্য হোক, কিন্তু প্রত্যেকেই মিথ্যাবাদী; শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে, 'তোমার কথায় তুমি ধার্মিক হতে পার, এবং তোমার বিচার হলে পরাজিত হতে পার৷'
5 কিন্তু আমাদের অধার্মিকতা যদি ঈশ্বরের ধার্মিকতার প্রশংসা করে, তাহলে আমরা কি বলব? প্রতিশোধ গ্রহণকারী ঈশ্বর কি অধার্মিক? (আমি একজন মানুষ হিসাবে কথা বলি)
6 ঈশ্বর নিষেধ করুন: তাহলে ঈশ্বর কীভাবে জগতের বিচার করবেন?
7 কারণ ঈশ্বরের সত্যতা যদি আমার মিথ্যার মাধ্যমে তাঁর মহিমাকে আরও বিস্তৃত করে থাকে; তবুও কেন আমাকে পাপী বলে বিচার করা হয়?
8 এবং বরং নয়, (যেমন আমাদের নিন্দা করা হয়েছে, এবং কেউ কেউ বলেছে যে, আমরা মন্দ কাজ করি, যাতে ভাল আসে? যার অভিশাপ ন্যায়সঙ্গত।
9 তাহলে কি? আমরা কি তাদের চেয়ে ভালো? না, কোনভাবেই নয়: কারণ আমরা ইহুদী ও অইহুদী উভয়কেই আগেই প্রমাণ করেছি যে তারা সকলেই পাপের অধীন৷
10 যেমন লেখা আছে, ধার্মিক কেউ নেই, নেই, একজনও নেই৷
11 এমন কেউ নেই যে বোঝে, এমন কেউ নেই যে ঈশ্বরের খোঁজ করে৷
12 তারা সকলেই পথের বাইরে চলে গেছে, তারা একসাথে অলাভজনক হয়েছে; ভালো কাজ করে এমন কেউ নেই, না, একজনও নেই৷
13 তাদের গলা একটি খোলা সমাধি; তারা তাদের জিহ্বা দিয়ে প্রতারণা করেছে; এস্পের বিষ তাদের ঠোঁটের নিচে রয়েছে:
14 যার মুখ অভিশাপ ও তিক্ততায় পূর্ণ:
15তাদের পা রক্তপাতের জন্য দ্রুত।
16 ধ্বংস ও দুর্দশা তাদের পথে রয়েছে:
17 আর শান্তির পথ তারা জানে না:
18 তাদের চোখের সামনে ঈশ্বরের ভয় নেই।
19 এখন আমরা জানি যে বিধি-ব্যবস্থা যা কিছু বলে, তা যাঁরা বিধি-ব্যবস্থার অধীন তাদেরই বলে: যাতে প্রত্যেকের

মুখ বন্ধ হয়ে যায় এবং সমস্ত জগৎ ঈশ্বরের সামনে দোষী হয়৷
20 তাই বিধি-ব্যবস্থার দ্বারা কোন মাংসই তার দৃষ্টিতে ধার্মিক বলে গণ্য হবে না, কারণ বিধি-ব্যবস্থাই পাপের জ্ঞান৷
21 কিন্তু এখন বিধি-ব্যবস্থা ব্যতীত ঈশ্বরের ধার্মিকতা প্রকাশ পায়, বিধি-ব্যবস্থা ও ভাববাদীরা তা প্রত্যক্ষ করেন৷
22 এমন কি ঈশ্বরের ধার্মিকতা যা যীশু খ্রীষ্টের বিশ্বাসের দ্বারা সকলের কাছে এবং যারা বিশ্বাসী তাদের সকলের উপর: কারণ কোন পার্থক্য নেই৷
23 কারণ সকলেই পাপ করেছে এবং ঈশ্বরের মহিমা থেকে বঞ্চিত হয়েছে৷
24 খ্রীষ্ট যীশুতে যে মুক্তির মাধ্যমে তাঁর অনুগ্রহের দ্বারা নির্দ্বিধায় ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়া:
25 যাঁকে ঈশ্বর তাঁর রক্তে বিশ্বাসের দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত হতে, ঈশ্বরের সহনশীলতার মাধ্যমে অতীতের পাপের ক্ষমার জন্য তাঁর ধার্মিকতা ঘোষণা করার জন্য প্রস্তুত করেছেন৷
26 আমি এই সময়ে তার ধার্মিকতা ঘোষণা করার জন্য বলছি: যাতে তিনি ধার্মিক হতে পারেন এবং যিনি যীশুতে বিশ্বাস করেন তার ধার্মিক হতে পারেন৷
27 তাহলে গর্ব করা কোথায়? এটা বাদ দেওয়া হয়। কোন আইন দ্বারা? কাজের? না: কিন্তু বিশ্বাসের আইন দ্বারা।
28 তাই আমরা এই উপসংহারে পৌঁছেছি যে একজন মানুষ আইনের কাজ ছাড়াই বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক বলে গণ্য হয়৷
29 তিনি কি শুধুমাত্র ইহুদীদের ঈশ্বর? তিনিও কি অইহুদীদের মধ্যে নন? হ্যাঁ, অইহুদীদের মধ্যেও:
30 এটা দেখে একজনই ঈশ্বর, যিনি বিশ্বাসের দ্বারা সুন্নতদেরকে ধার্মিক প্রতিপন্ন করবেন এবং বিশ্বাসের মাধ্যমে অসুন্নতদেরকে ধার্মিক করবেন৷
31 তাহলে কি আমরা বিশ্বাসের মাধ্যমে বিধি-ব্যবস্থা বাতিল করি? ঈশ্বর নিষেধ করুন: হ্যাঁ, আমরা আইন প্রতিষ্ঠা করি।

অধ্যায় 4

1 তাহলে আমরা কি বলব যে, আমাদের পিতা অব্রাহাম দেহের দিক থেকে খুঁজে পেয়েছেন?
2 কারণ অব্রাহাম যদি কাজের দ্বারা ধার্মিক হতেন, তবে তার গৌরব করার মতো কিছু আছে৷ কিন্তু ঈশ্বরের সামনে নয়।
3 শাস্ত্র কি বলে? আব্রাহাম ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেছিলেন এবং তা তাঁর কাছে ধার্মিকতার জন্য গণনা করা হয়েছিল৷
4 এখন যে কাজ করে তার কাছে পুরষ্কার অনুগ্রহ নয়, ঋণ হিসাবে গণ্য হয়৷
5 কিন্তু যে কাজ করে না, কিন্তু তাকে বিশ্বাস করে যে অধার্মিককে ধার্মিক বলে, তার বিশ্বাস ধার্মিকতা বলে গণ্য হয়৷
6 যেমন দায়ূদও সেই ব্যক্তির আশীর্বাদের বর্ণনা করেছেন, যাকে ঈশ্বর কর্ম ছাড়াই ধার্মিকতা বলে গণ্য করেন৷
7 তারা বলে, ধন্য তারা যাদের পাপ ক্ষমা করা হয়েছে এবং যাদের পাপ ঢেকে রাখা হয়েছে৷
8 ধন্য সেই ব্যক্তি যার কাছে প্রভু পাপকে দায়ী করবেন না৷
9 তাহলে এই আশীর্বাদ কি কেবল সুন্নতদের উপর আসে, না সুন্নত না হওয়াদের উপরও? কারণ আমরা বলি যে ইব্রাহিমের কাছে বিশ্বাসকে ধার্মিকতা বলে গণ্য করা হয়েছিল৷
10 তাহলে এটা কিভাবে গণনা করা হয়েছিল? যখন সে সুন্নত অবস্থায় ছিল, না সুন্নত অবস্থায় ছিল? সুন্নত নয়, সুন্নত নয়।
11 এবং তিনি সুন্নতকরণের চিহ্নটি পেয়েছিলেন, সেই বিশ্বাসের ধার্মিকতার একটি সীলমোহর যা তিনি এখনও সুন্নত করা হয়নি: যাতে তিনি তাদের সকলের পিতা হতে পারেন যারা বিশ্বাস করে, যদিও তারা সুন্নত না করে; যে ধার্মিকতা তাদের কাছেও গণ্য করা যেতে পারে:
12 আর যারা কেবল সুন্নত নয় তাদের জন্য সুন্নতের পিতা, কিন্তু যারা আমাদের পিতা অব্রাহামের সেই বিশ্বাসের পদক্ষেপে চলে, যা তিনি তখনও সুন্নত না করে ছিলেন৷
13 কারণ যে প্রতিশ্রুতি তিনি জগতের উত্তরাধিকারী হবেন তা অব্রাহাম বা তাঁর বংশের কাছে বিধি-ব্যবস্থার মাধ্যমে নয়, বরং বিশ্বাসের ধার্মিকতার মাধ্যমে হয়েছিল৷
14 কারণ বিধি-ব্যবস্থার লোকেরা যদি উত্তরাধিকারী হয়, তবে বিশ্বাস অকার্যকর হয়ে যায় এবং প্রতিশ্রুতি নিষ্ফল হয়৷
15 কারণ বিধি-ব্যবস্থা ক্রোধ সৃষ্টি করে, কারণ যেখানে আইন নেই সেখানে পাপ নেই৷
16 তাই এটা বিশ্বাসের, যাতে অনুগ্রহে হয়; শেষ পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি সব বীজ নিশ্চিত হতে পারে; কেবল সেই বিষয়ে নয় যা বিধি-ব্যবস্থা থেকে, কিন্তু যা অব্রাহামের বিশ্বাসের প্রতিও৷ যিনি আমাদের সকলের পিতা,
17 (যেমন লেখা আছে, আমি তোমাকে অনেক জাতির পিতা করেছি,) তাঁর সামনে যাঁকে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, এমনকী ঈশ্বর, যিনি মৃতদের জীবিত করেন এবং যা ছিল না, সেইগুলিকে ডাকেন৷
18 যিনি আশার বিরুদ্ধে আশায় বিশ্বাস করেছিলেন, যাতে তিনি অনেক জাতির পিতা হতে পারেন, যা বলা হয়েছিল, তোমার বংশও তাই হবে৷
19 এবং বিশ্বাসে দুর্বল না হওয়ায় তিনি প্রায় একশ বছর বয়সে নিজের দেহকে এখন মৃত মনে করেন নি, না সারার গর্ভের মৃতুযকেও৷
20 তিনি অবিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিতে স্তব্ধ হননি; কিন্তু তিনি বিশ্বাসে দৃঢ় ছিলেন, ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করতেন৷
21 এবং পূর্ণরূপে বিশ্বাস করায় যে, তিনি যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা পালন করতেও সক্ষম হয়েছেন৷
22 আর সেইজন্য তা তাঁর কাছে ধার্মিকতা বলে গণ্য হয়েছিল৷
23এখন শুধু তাঁর জন্যই লেখা হয়নি যে, তা তাঁরই জন্য দায়ী করা হয়েছিল৷
24 কিন্তু আমাদের জন্যও, যাঁর কাছে তা গণ্য করা হবে, যদি আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি যিনি আমাদের প্রভু যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন৷
25 যাকে আমাদের অপরাধের জন্য উদ্ধার করা হয়েছিল, এবং আমাদের ন্যায্যতার জন্য পুনরুত্থিত হয়েছিল৷

অধ্যায় 5

1 তাই বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক বলে আমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি পাই৷
2 যাঁর দ্বারা আমরা বিশ্বাসের দ্বারা এই অনুগ্রহে প্রবেশ করি, যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, এবং ঈশ্বরের মহিমার আশায় আনন্দ করি৷
3 এবং শুধু তাই নয়, আমরা দুর্দশার মধ্যেও গৌরব করি: এটা জেনে যে ক্লেশ ধৈর্যের কাজ করে৷
4 এবং ধৈর্য, অভিজ্ঞতা; এবং অভিজ্ঞতা, আশা:
5 আর আশা লজ্জিত হয় না; কারণ ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের অন্তরে পবিত্র আত্মার দ্বারা ছড়িয়ে পড়ে যা আমাদের দেওয়া হয়েছে৷
6 কারণ আমরা যখন শক্তিহীন ছিলাম, ঠিক সময়ে খ্রীষ্ট অধার্মিকদের জন্য মারা গেলেন৷
7 কারণ একজন ধার্মিক মানুষের জন্য খুব কমই একজনের মৃত্যু হবে: তবুও একজন ভাল মানুষের জন্য দুঃসাহসিকতার জন্য কেউ কেউ মরতেও সাহস করবে৷
8 কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসার প্রশংসা করেছেন যে, আমরা যখন পাপী ছিলাম, খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন৷
9 আরও অনেক বেশি, এখন তাঁর রক্তের দ্বারা ধার্মিক বলে আমরা তাঁর মাধ্যমে ক্রোধ থেকে রক্ষা পাব৷
10 কারণ, যখন আমরা শত্রু ছিলাম, তখন তাঁর পুত্রের মৃত্যুর মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে আমাদের মিলন হয়েছিল, আরও অনেক বেশি, পুনর্মিলন হচ্ছে, আমরা তাঁর জীবনের দ্বারা রক্ষা পাব৷
11 আর শুধু তাই নয়, কিন্তু আমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরে আনন্দ করি, যাঁর দ্বারা আমরা এখন প্রায়শ্চিত্ত পেয়েছি৷
12 তাই, একজন মানুষের দ্বারা যেমন পাপ জগতে প্রবেশ করেছে, এবং পাপের দ্বারা মৃত্যু; এবং তাই মৃত্যু সমস্ত মানুষের উপর চলে গেল, কারণ সকলেই পাপ করেছে৷
13 (কারণ বিধি-ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত পাপ জগতে ছিল৷
14 তবুও আদম থেকে মূসা পর্যন্ত মৃত্যু রাজত্ব করেছিল, এমনকী তাদের উপরেও যারা আদমের সীমালঙঘনের দৃষ্টান্তের পরে পাপ করেনি, যিনি আসন্ন তাঁর রূপকার।
15 কিন্তু অপরাধ হিসেবে নয়, বিনামূল্যের উপহারও তাই৷ কারণ যদি একজনের অপরাধে অনেকের মৃত্যু হয়, তবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ আরও অনেক বেশি এবং অনুগ্রহের দান, যা একজন ব্যক্তির দ্বারা, যীশু খ্রীষ্ট, অনেকের কাছে প্রভূত হয়েছে৷
16 আর একজনের দ্বারা যেমন পাপ করা হয়েছিল, তেমনি উপহারটিও নয়: কারণ বিচার একজনের দ্বারা দোষী সাব্যস্ত করার জন্য ছিল, কিন্তু বিনামূল্যের দানটি ন্যায়সঙ্গত হওয়ার জন্য অনেক অপরাধের।
17 কারণ যদি একজনের অপরাধে মৃত্যু একজনের দ্বারা রাজত্ব করে; অনেক বেশি যারা অনুগ্রহের প্রাচুর্য এবং ধার্মিকতার উপহার পায় তারা একের দ্বারা জীবনে রাজত্ব করবে, যীশু খ্রীষ্ট।)
18 সেইজন্য যেমন একটি বিচারের অপরাধের দ্বারা সমস্ত লোককে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল; তেমনি একজনের ধার্মিকতার দ্বারা বিনামূল্যে উপহার সমস্ত মানুষের কাছে এসেছিল জীবনের ধার্মিকতার জন্য৷
19 কারণ একজনের অবাধ্যতার ফলে যেমন অনেক লোক পাপী হয়েছে, তেমনি একজনের আনুগত্যের দ্বারা অনেককে ধার্মিক করা হবে৷
20 তাছাড়া আইন প্রবেশ করেছে, যাতে অপরাধের পরিমাণ বেড়ে যায়৷ কিন্তু যেখানে পাপ প্রচুর ছিল, অনুগ্রহ আরও অনেক বেশি ছিল:
21 যাতে পাপ যেমন মৃত্যু পর্যন্ত রাজত্ব করেছে, তেমনি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা ধার্মিকতার মাধ্যমে অনন্ত জীবনের জন্য অনুগ্রহ রাজত্ব করতে পারে৷

অধ্যায় 6

1 তাহলে আমরা কি বলব? আমরা কি পাপ করতে থাকব, যাতে অনুগ্রহ প্রচুর হতে পারে?
2 ঈশ্বর নিষেধ করুন। আমরা, যারা পাপের জন্য মৃত, সেখানে আর কীভাবে বেঁচে থাকব?
3 তোমরা কি জান না যে, আমাদের মধ্যে অনেকেই যীশু খ্রীষ্টে বাপ্তিস্ম নিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুতে বাপ্তিস্ম নিয়েছিলেন?
4 সেইজন্য আমরা মৃত্যুতে বাপ্তিস্মের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে সমাধিস্থ হয়েছি: যেন খ্রীষ্ট যেমন পিতার মহিমায় মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন, তেমনি আমাদেরও জীবনের নতুনত্বে চলা উচিত।
5 কারণ আমরা যদি তাঁর মৃত্যুর সাদৃশ্যে একত্রিত হয়ে থাকি, তবে আমরাও তাঁর পুনরুত্থানের সাদৃশ্যে থাকব৷
6 এটা জেনে, আমাদের বৃদ্ধকে তাঁর সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে, যাতে পাপের দেহ ধ্বংস হয়, যাতে আমরা এখন থেকে পাপের সেবা না করি৷
7 কারণ যে মৃত সে পাপ থেকে মুক্তি পায়৷
8 এখন আমরা যদি খ্রীষ্টের সাথে মৃত হই, তবে আমরা বিশ্বাস করি যে আমরাও তাঁর সাথে বেঁচে থাকব৷
9 আমি জানি যে খ্রীষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হচ্ছেন তিনি আর মৃত্যুবরণ করবেন না৷ তার উপর মৃত্যুর আর কর্তৃত্ব নেই।
10 কারণ তিনি মারা গেলেন, তিনি একবার পাপের জন্য মারা গেলেন, কিন্তু তিনি যে জীবিত থাকবেন তাতে তিনি ঈশ্বরের কাছে বেঁচে থাকবেন৷
11 একইভাবে তোমরাও নিজেদেরকে পাপের কাছে মৃত বলে মনে কর, কিন্তু আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে জীবিত৷
12 তাই পাপকে আপনার নশ্বর দেহে রাজত্ব করতে দেবেন না, যাতে আপনি তার লালসার মধ্যে তা মেনে চলেন৷
13 তোমরা তোমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অধার্মিকতার হাতিয়ার হিসেবে পাপের হাতে তুলে দিও না৷
14 কারণ পাপ তোমাদের ওপর কর্তৃত্ব করবে না, কারণ তোমরা বিধি-ব্যবস্থার অধীন নও, কিন্তু অনুগ্রহের অধীন৷
15 তাহলে কি? আমরা কি পাপ করব, কারণ আমরা বিধি-ব্যবস্থার অধীন নই, কিন্তু অনুগ্রহের অধীন? ঈশ্বর না করুন।
16 তোমরা কি জান না যে, যাঁর আনুগত্য করবার জন্য তোমরা নিজেদের দাস কর, তোমরা তাঁরই দাস; পাপের জন্য মৃত্যু, না ধার্মিকতার প্রতি আনুগত্য?

17 কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই যে, তোমরা পাপের দাস ছিলে, কিন্তু তোমাদের যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল তা তোমরা অন্তর থেকে পালন করেছ৷
18 তখন পাপ থেকে মুক্ত হয়ে তোমরা ধার্মিকতার দাস হয়েছ৷
19 আমি তোমাদের দেহের দুর্বলতার জন্য মানুষের আচরণ অনুসারে কথা বলছি, কারণ তোমরা যেমন তোমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অশুচিতা ও অন্যায়ের কাছে অন্যায়ের হাতে তুলে দিয়েছ; ঠিক তাই এখন আপনার সদস্যদের ধার্মিকতার জন্য পবিত্রতার কাছে সমর্পণ করুন৷
20 কারণ যখন তোমরা পাপের দাস ছিলে, তখন তোমরা ধার্মিকতা থেকে মুক্ত ছিলে৷
21 তখন যে সব বিষয়ে তোমরা লজ্জিত হচ্ছ তাতে তোমাদের কি ফল ছিল? কারণ এই জিনিসগুলোর শেষ মৃত্যু।
22 কিন্তু এখন পাপ থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের দাস হয়ে, পবিত্রতার কাছে তোমাদের ফল এবং অনন্ত জীবন শেষ৷
23 কারণ পাপের মজুরি হল মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের দান হল আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে অনন্ত জীবন৷

অধ্যায় 7

1 ভাই ও বোনেরা, তোমরা কি জান না (কারণ আমি তাদের কথা বলছি যারা বিধি-ব্যবস্থা জানে) যে যতদিন একজন মানুষ বেঁচে থাকে ততদিন আইন তার ওপর কর্তৃত্ব করে?
2 কারণ যে মহিলার স্বামী আছে সে যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন সে তার স্বামীর কাছে আইন দ্বারা আবদ্ধ থাকবে৷ কিন্তু যদি স্বামী মারা যায়, তবে সে তার স্বামীর আইন থেকে মুক্তি পাবে৷
3 তাই যদি তার স্বামী জীবিত থাকে, সে যদি অন্য পুরুষের সাথে বিবাহিত হয়, তবে তাকে ব্যভিচারিণী বলা হবে; কিন্তু যদি তার স্বামী মারা যায় তবে সে সেই আইন থেকে মুক্ত। যাতে সে ব্যভিচারী না হয়, যদিও সে অন্য পুরুষের সাথে বিয়ে করে।
4 সেইজন্য, আমার ভাইয়েরা, খ্রীষ্টের দেহ দ্বারা তোমরাও বিধি-ব্যবস্থার কাছে মৃত হয়েছ৷ য়েন তোমরা অন্যের সঙ্গে বিয়ে কর, এমন কি মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে ওঠার সঙ্গে, যাতে আমরা ঈশ্বরের কাছে ফল আনতে পারি৷
5 কারণ আমরা যখন দেহে ছিলাম, তখন পাপের গতিবিধি, যা আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কাজ করেছিল যাতে মৃত্যু পর্যন্ত ফল হয়৷
6 কিন্তু এখন আমরা সেই বিধি-ব্যবস্থা থেকে উদ্ধার পেয়েছি, যেখানে আমাদের আটকে রাখা হয়েছিল৷ আমাদের আত্মার নতুনত্বে পরিবেশন করা উচিত, চিঠির পুরানোতায় নয়।
7 তাহলে আমরা কি বলব? আইন কি পাপ? ঈশ্বর না করুন। না, আমি পাপ জানতাম না, কিন্তু বিধি-ব্যবস্থা দ্বারা; কারণ আমি লোভ জানতাম না, যদি আইন না বলে, 'তুমি লোভ করো না৷'
8 কিন্তু পাপ, আজ্ঞার দ্বারা সুযোগ গ্রহণ করে, আমার মধ্যে সমস্ত রকমের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে৷ কারণ আইন ছাড়া পাপ মৃত ছিল।
9কারণ আমি একবার বিধি-ব্যবস্থা ছাড়াই বেঁচে ছিলাম৷ কিন্তু যখন আদেশ এল, তখন পাপ পুনরুজ্জীবিত হল এবং আমি মারা গেলাম৷
10 আর সেই আজ্ঞা, যা জীবনের জন্য নির্ধারিত হয়েছিল, তা আমি মৃত্যু পর্যন্ত পেয়েছি৷
11 কারণ পাপ, আজ্ঞার দ্বারা সুযোগ গ্রহণ করে, আমাকে প্রতারিত করেছিল এবং আমাকে হত্যা করেছিল৷
12 সেইজন্য আইন পবিত্র, এবং আদেশ পবিত্র, ন্যায়পরায়ণ ও উত্তম৷
13 তাহলে যা ভাল তা কি আমার জন্য মৃত্যু হয়েছে? ঈশ্বর না করুন। কিন্তু পাপ, য়েন পাপ প্রতীয়মান হয়, যা ভালো তা দ্বারা আমার মধ্যে মৃত্যু কাজ করে৷ আদেশ দ্বারা পাপ অতিমাত্রায় পাপ হতে পারে.
14 কারণ আমরা জানি যে বিধি-ব্যবস্থা আধ্যাত্মিক: কিন্তু আমি জাগতিক, পাপের অধীনে বিক্রি হয়েছি৷
15 আমি যা করি তা করতে দিই না: আমি যা চাই, তা করি না; কিন্তু আমি যা ঘৃণা করি, তাই করি।
16 তাহলে আমি যা করতে চাই না তা যদি করি, তবে আমি সম্মতি দিচ্ছি যে এটি ভাল।
17 এখন আমি আর তা করি না, কিন্তু পাপ যা আমার মধ্যে বাস করে৷
18 কারণ আমি জানি যে আমার মধ্যে (অর্থাৎ আমার দেহে) কোন ভাল জিনিস বাস করে না, কারণ ইচ্ছা আমার কাছে উপস্থিত রয়েছে৷ কিন্তু যেটা ভালো সেটা কিভাবে করব সেটা আমি খুঁজে পাচ্ছি না।
19 কারণ আমি যা চাই তা ভালো করি না, কিন্তু মন্দ যা আমি চাই না, তাই করি৷
20 এখন আমি যদি তা করি না, তবে আমি আর তা করি না, কিন্তু পাপ যা আমার মধ্যে বাস করে৷
21 তখন আমি একটি আইন পাই যে, যখন আমি ভাল কাজ করি তখন মন্দ আমার কাছে উপস্থিত থাকে।
22 আমি অন্তরের মানুষের পরে ঈশ্বরের আইনে আনন্দিত:
23 কিন্তু আমি আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে অন্য একটি আইন দেখতে পাচ্ছি, যা আমার মনের আইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে এবং আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে থাকা পাপের আইনের কাছে আমাকে বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে।
24 হে হতভাগা মানুষ! কে আমাকে এই মৃত্যুর দেহ থেকে উদ্ধার করবে?
25 আমি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। তাই মন দিয়ে আমি নিজেই ঈশ্বরের বিধানের সেবা করি; কিন্তু মাংসের সাথে পাপের আইন৷

অধ্যায় 8

1 তাই এখন খ্রীষ্ট যীশুতে যারা আছে তাদের কোন দোষ নেই, যারা দেহের অনুসারী নয়, কিন্তু আত্মার পথে চলে৷
2 কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে জীবনের আত্মার আইন আমাকে পাপ ও মৃত্যুর আইন থেকে মুক্ত করেছে৷
3 কারণ শরীয়ত যা করতে পারেনি, কারণ তা দেহের দ্বারা দুর্বল ছিল, ঈশ্বর তাঁর নিজের পুত্রকে পাপী মাংসের সদৃশ দিয়ে পাঠালেন, এবং পাপের জন্য, দেহে পাপকে দোষী সাব্যস্ত করলেন:
4 য়েন বিধি-ব্যবস্থার ধার্মিকতা আমাদের মধ্যে পূর্ণ হয়৷

5 কারণ যারা মাংসের অনুসারী তারা দৈহিক বিষয়ের প্রতি মন দেয়; কিন্তু যারা আত্মার অনুসারী তারা আত্মার বিষয়।
6কেননা দৈহিক চিন্তা করা মৃত্যু; কিন্তু আধ্যাত্মিকভাবে চিন্তা করা জীবন এবং শান্তি।
7কারণ দৈহিক মন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে শত্রুতা; কারণ তা ঈশ্বরের আইনের অধীন নয়, হতেও পারে না।
8 তাই যারা দৈহিক আছে তারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারে না।
9 কিন্তু তোমরা দৈহিক নও, কিন্তু আত্মায় আছ, যদি তাই হয় যে ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের মধ্যে বাস করেন। এখন যদি কারো মধ্যে খ্রীষ্টের আত্মা না থাকে তবে সে তার কেউ নয়।
10 আর যদি খ্রীষ্ট তোমাদের মধ্যে থাকেন, তবে পাপের কারণে দেহ মৃত। কিন্তু ধার্মিকতার জন্য আত্মা জীবন।
11 কিন্তু যিনি যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন তাঁর আত্মা যদি তোমাদের মধ্যে বাস করেন, তবে যিনি খ্রীষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি তোমাদের মধ্যে বসবাসকারী তাঁর আত্মার দ্বারা তোমাদের নশ্বর দেহকেও জীবিত করবেন।
12অতএব, ভাইয়েরা, আমরা ঘৃণার পাত্র, মাংসের প্রতি নয়, মাংসের অনুগামী জীবনযাপন করার জন্য।
13 কারণ তোমরা যদি দেহের অনুসারী জীবনযাপন কর তবে তোমরা মরবে।
14 কারণ যত লোক ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়, তারাই ঈশ্বরের পুত্র।
15 কারণ তোমরা আবার ভয় পাওয়ার দাসত্বের আত্মা পান নি। কিন্তু তোমরা দত্তক নেওয়ার আত্মা পেয়েছ, যাতে আমরা আব্বা, পিতাকে ডাকি।
16 আত্মা নিজেই আমাদের আত্মার সাথে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান।
17 এবং যদি সন্তান হয়, তাহলে উত্তরাধিকারী; ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী, এবং খ্রীষ্টের সাথে যৌথ উত্তরাধিকারী; যদি তাই হয় যে আমরা তাঁর সঙ্গে দুঃখভোগ করি, যাতে আমরা একসঙ্গে মহিমান্বিত হতে পারি।
18কারণ আমি মনে করি যে আমাদের মধ্যে যে মহিমা প্রকাশিত হবে তার সাথে এই বর্তমান সময়ের দুর্ভোগগুলি তুলনা করার যোগ্য নয়।
19 কারণ জীবের আন্তরিক প্রত্যাশা ঈশ্বরের পুত্রদের প্রকাশের জন্য অপেক্ষা করে।
20কারণ প্রাণীকে অসারতার বশীভূত করা হয়েছিল, স্বেচ্ছায় নয়, কিন্তু যিনি আশায় তাকে বশীভূত করেছেন তার কারণে,
21 কারণ জীব নিজেও দুর্নীতির দাসত্ব থেকে ঈশ্বরের সন্তানদের মহিমান্বিত স্বাধীনতায় উদ্ধার হবে।
22 কারণ আমরা জানি যে, সমগ্র সৃষ্টি এখন পর্যন্ত একত্রে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে ও প্রসব করছে।
23 এবং কেবল তারাই নয়, আমরাও, যাদের আত্মার প্রথম ফল রয়েছে, এমনকি আমরা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে হাহাকার করি, দত্তক গ্রহণের জন্য, বুদ্ধির জন্য, আমাদের দেহের মুক্তির জন্য অপেক্ষা করি।
24 কারণ আমরা আশার দ্বারা পরিত্রাণ পাই, কিন্তু যে আশা দেখা যায় তা আশা নয়, কারণ একজন মানুষ যা দেখে, তবুও কেন সে আশা করে?
25কিন্তু যদি আমরা সেই আশা করি যা আমরা দেখতে পাই না, তবে কি আমরা ধৈর্য সহকারে তার জন্য অপেক্ষা করি।
26 একইভাবে আত্মাও আমাদের দুর্বলতাকে সাহায্য করে: কারণ আমরা জানি না কিসের জন্য আমাদের প্রার্থনা করা উচিত, কিন্তু আত্মা নিজেই আমাদের জন্য আর্তনাদ করে যা উচ্চারণ করা যায় না।
27 আর যিনি অন্তরের খোঁজ করেন তিনি জানেন আত্মার মন কী, কারণ তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে পবিত্র লোকদের জন্য সুপারিশ করেন।
28 আর আমরা জানি যে, যাঁরা ঈশ্বরকে ভালোবাসেন, যাঁরা তাঁর উদ্দেশ্য অনুসারে ডাকা হয়েছে, তাঁদের জন্য সব কিছু একত্রে কাজ করে।
29 যাঁদের জন্য তিনি আগে থেকেই জানতেন, তিনি তাঁর পুত্রের প্রতিমূর্তি ধারণ করার জন্য পূর্বনির্ধারিতও করেছিলেন, যাতে তিনি অনেক ভাইদের মধ্যে প্রথমজাত হতে পারেন।
30 তাছাড়া তিনি যাদেরকে পূর্বনির্ধারিত করেছিলেন, তাদেরকে তিনি ডাকতেন; এবং যাদের তিনি ডাকলেন, তাদেরকে তিনি ধার্মিকও করলেন; এবং যাদের তিনি ধার্মিক করেছেন, তাদেরকে তিনি মহিমান্বিতও করেছেন।
31 তাহলে আমরা এইসব বিষয়ে কি বলব? ঈশ্বর যদি আমাদের পক্ষে হন তবে কে আমাদের বিরুদ্ধে হতে পারে?
32 যিনি তাঁর নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন নি, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সমর্পণ করেছেন, তিনি কীভাবে তাঁর সঙ্গে আমাদের সব কিছু দেবেন না?
33 ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তিদের দায়ভার কে দেবে? এটা ঈশ্বর যে ন্যায়সঙ্গত.
34 নিন্দাকারী কে? তিনিই খ্রীষ্ট যিনি মারা গিয়েছিলেন, হ্যাঁ, বরং তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন, যিনি এমনকি ঈশ্বরের ডানদিকে আছেন, যিনি আমাদের জন্য সুপারিশও করেন।
35 খ্রীষ্টের ভালবাসা থেকে কে আমাদের আলাদা করবে? ক্লেশ, বা দুর্দশা, বা তাড়না, বা দুর্ভিক্ষ, বা নগ্নতা, বা বিপদ, বা তলোয়ার?
36 শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে, 'তোমার জন্য আমরা সারাদিন নিহত হচ্ছি।' আমরা জবাই করার জন্য ভেড়া হিসাবে গণ্য করা হয়.
37 না, এই সমস্ত বিষয়ে আমরা বিজয়ী হই, যিনি আমাদের ভালবাসেন তাঁর মাধ্যমে।
38কারণ আমি নিশ্চিত যে, না মৃত্যু, না জীবন, না ফেরেশতা, না রাজত্ব, না ক্ষমতা, না বর্তমানের, না ভবিষ্যৎ।
39 আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে থাকা ঈশ্বরের ভালবাসা থেকে উচ্চতা, গভীরতা বা অন্য কোন প্রাণী আমাদের আলাদা করতে পারবে না।

অধ্যায় 9

1আমি খ্রীষ্টে সত্য বলি, মিথ্যা বলি না, আমার বিবেকও পবিত্র আত্মায় আমাকে সাক্ষ্য দেয়,
2 যে আমার হৃদয়ে বড় ভারীতা এবং ক্রমাগত দুঃখ আছে।
3 কারণ আমি চাই যে আমি আমার ভাইদের জন্য, আমার আত্মীয়দের জন্য খ্রীষ্টের কাছ থেকে অভিশপ্ত হতাম।

4 ইস্রায়েলীয় কারা; যাকে দত্তক নেওয়া, গৌরব, চুক্তি, আইন দেওয়া, ঈশ্বরের সেবা এবং প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়;
5 কাদের পিতৃপুরুষ, এবং যাদের মধ্য থেকে মাংসের বিষয়ে খ্রীষ্ট এসেছিলেন, যিনি সকলের উপরে, ঈশ্বর চিরকালের জন্য ধন্য৷ আমীন।
6 যেন ঈশ্বরের বাক্য কোন কাজে আসেনি৷ কারণ তারা সব ইস্রায়েল নয়, যারা ইস্রায়েলের।
7 না, কারণ তারা অব্রাহামের বংশ, তারা সকলেই সন্তান নয়; কিন্তু, ইসহাকেই তোমার বংশ বলা হবে৷
8অর্থাৎ, যাহারা দেহের সন্তান, তাহারা ঈশ্বরের সন্তান নয়; কিন্তু প্রতিজ্ঞার সন্তানগণই বীজ গণিত হইয়াছে।
9 কেননা এই প্রতিশ্রুতির বাক্য, এই সময়ে আমি আসব, এবং সারার একটি পুত্র হবে৷
10 শুধু তাই নয়; কিন্তু যখন রেবেকাও একজনের দ্বারা গর্ভধারণ করেছিলেন, এমনকি আমাদের পিতা আইজ্যাকের দ্বারাও;
11 (কারণ যে সন্তানেরা এখনও জন্মগ্রহণ করেনি, তারা কোন ভাল বা মন্দ কাজ করেনি, যাতে নির্বাচন অনুসারে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য দাঁড়াতে পারে, কাজের জন্য নয়, কিন্তু যিনি ডাকেন তার জন্য;)
12 তাকে বলা হল, বড়টি ছোটের সেবা করবে৷
13 যেমন লেখা আছে, আমি যাকোবকে ভালবাসি, কিন্তু এষৌকে ঘৃণা করি।
14 তাহলে আমরা কি বলব? ঈশ্বরের কাছে কি অধর্ম আছে? ঈশ্বর না করুন।
15 কারণ তিনি মূসাকে বললেন, আমি যাকে করুণা করি তাকে করুণা করব এবং যাকে করুণা করব তাকে করুণা করব।
16তাহলে যে ইচ্ছা করে বা যে দৌড়ায় তার নয়, কিন্তু ঈশ্বর যিনি করুণা করেন৷
17 কেননা শাস্ত্র ফরৌণকে বলেছে, এই একই উদ্দেশ্যে আমি তোমাকে উত্থিত করেছি, যেন তোমার মধ্যে আমার শক্তি দেখাতে পারি এবং সারা পৃথিবীতে আমার নাম প্রচারিত হয়।
18 তাই তিনি যাকে ইচ্ছা করুণা করেন, আর যাকে ইচ্ছা কঠোর করেন৷
19 তখন তুমি আমাকে বলবে, কেন সে এখনও দোষ খুঁজে পায়? কে তার ইচ্ছার প্রতিহত করেছে?
20 না, কিন্তু হে মানুষ, তুমি কে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে জবাব দাও? যে সৃষ্টি করেছে তাকে কি বলবে, তুমি কেন আমাকে এমন করেছ?
21 মাটির উপরে কুম্ভকারের কি ক্ষমতা নেই, একই পিণ্ড দিয়ে একটি পাত্র সম্মানের জন্য এবং অন্যটি অসম্মানের জন্য?
22 কি হবে যদি ঈশ্বর, তাঁর ক্রোধ প্রকাশ করতে এবং তাঁর শক্তি প্রকাশ করতে ইচ্ছুক, ধ্বংসের জন্য উপযুক্ত ক্রোধের পাত্রগুলিকে অনেক ধৈর্য সহ্য করে:
23 এবং যাতে তিনি করুণার পাত্রে তাঁর মহিমার সম্পদ প্রকাশ করতে পারেন, যা তিনি গৌরবের জন্য আগে প্রস্তুত করেছিলেন,
24 এমনকি আমাদেরও, যাঁদের তিনি ডেকেছেন, কেবল ইহুদীদের নয়, অইহুদীদেরও?
25 ওসীতে তিনি যেমন বলেছেন, 'আমি তাদের আমার লোক বলব, যারা আমার লোক ছিল না৷ এবং তার প্রিয়, যা প্রিয় ছিল না.
26 আর এমন ঘটবে যে, যে জায়গায় তাদের বলা হয়েছিল, তোমরা আমার লোক নও; সেখানে তাদের জীবন্ত ঈশ্বরের সন্তান বলা হবে।
27 ইসাইয়াও ইস্রায়েল সম্বন্ধে ক্রন্দন করেন, যদিও ইস্রায়েলের সন্তানদের সংখ্যা সমুদ্রের বালির মতো, তবুও একটি অবশিষ্টাংশ রক্ষা পাবে:
28 কারণ তিনি কাজটি শেষ করবেন এবং ধার্মিকতায় তা ছোট করবেন, কারণ প্রভু পৃথিবীতে একটি ছোট কাজ করবেন৷
29 এবং যেমন ইশাইয়স আগে বলেছেন, সাবাথের প্রভু যদি আমাদের জন্য একটি বীজ রেখে না যেতেন তবে আমরা সদোমার মতো হতাম এবং গোমোরার মতো হতাম৷
30 তাহলে আমরা কি বলব? অইহুদীরা, যারা ধার্মিকতার অনুসরণ করেনি, তারা ধার্মিকতা পেয়েছে, এমনকী বিশ্বাসের ধার্মিকতা পেয়েছে৷
31 কিন্তু ইস্রায়েল, যারা ধার্মিকতার আইন অনুসরণ করেছিল, তারা ধার্মিকতার আইনে পৌঁছায়নি৷
32 কেন? কারণ তারা বিশ্বাসের দ্বারা নয়, বরং বিধি-ব্যবস্থার কাজগুলির দ্বারা তা অন্বেষণ করেছিল৷ কারণ তারা সেই হোঁচট খেয়ে হোঁচট খেয়েছিল;
33 শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে, 'দেখ, আমি সিয়োনে হোঁচট খাওয়ার পাথর ও অপরাধের পাথর রেখেছি, আর যে কেউ তাকে বিশ্বাস করে সে লজ্জিত হবে না৷

অধ্যায় 10

1 ভাই ও বোনেরা, ইস্রায়েলের জন্য ঈশ্বরের কাছে আমার মনের আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা হল, তারা যেন উদ্ধার পায়৷
2 কেননা আমি তাদের কথা স্বীকার করছি যে, তাদের ঈশ্বরের প্রতি উৎসাহ আছে, কিন্তু জ্ঞানের ভিত্তিতে নয়।
3 কারণ তারা ঈশ্বরের ধার্মিকতা সম্পর্কে অজ্ঞ এবং নিজেদের ধার্মিকতা প্রতিষ্ঠা করতে চলেছে, তারা ঈশ্বরের ধার্মিকতার কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করে নি৷
4 কারণ যারা বিশ্বাস করে তাদের প্রত্যেকের জন্য খ্রীষ্টই ধার্মিকতার জন্য আইনের শেষ৷
5 কারণ মূসা বিধি-ব্যবস্থার ধার্মিকতা বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি এই কাজগুলি করে সে তাদের দ্বারা বাঁচবে৷
6 কিন্তু বিশ্বাসের ধার্মিকতা এই বুদ্ধিমানের কথা বলে, মনে মনে বল না, কে স্বর্গে উঠবে? (অর্থাৎ, খ্রীষ্টকে উপর থেকে নিচে নিয়ে আসা:)
7 অথবা, কে গভীরে নামবে? (অর্থাৎ খ্রীষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করা।)
8 কিন্তু এটা কি বলে? শব্দটি আপনার কাছে, এমনকি আপনার মুখে এবং আপনার হৃদয়ে রয়েছে: অর্থাৎ বিশ্বাসের বাণী, যা আমরা প্রচার করি;
9 তুমি যদি তোমার মুখ দিয়ে প্রভু যীশুকে স্বীকার কর এবং তোমার অন্তরে বিশ্বাস কর যে ঈশ্বর তাকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তবে তুমি রক্ষা পাবে৷
10 কারণ মন দিয়ে মানুষ ধার্মিকতার প্রতি বিশ্বাস করে৷ এবং মুখে স্বীকারোক্তি পরিত্রাণের প্রতি তৈরি করা হয়.

11 কারণ শাস্ত্র বলে, যে কেউ তাকে বিশ্বাস করে সে লজ্জিত হবে না৷
12 কারণ ইহুদী এবং গ্রীকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কারণ সকলের উপরে একই প্রভু যারা তাকে ডাকে তাদের জন্য ধনী৷
13 কারণ যে কেউ প্রভুর নামে ডাকবে সে রক্ষা পাবে৷
14তাহলে যাঁকে তারা বিশ্বাস করেনি, তাঁকে ডাকবে কীভাবে? যাঁর কথা তাঁরা শোনেননি তাঁকে তাঁরা কীভাবে বিশ্বাস করবেন? এবং প্রচারক ছাড়া তারা কিভাবে শুনবে?
15 আর তাদের পাঠানো ছাড়া তারা কীভাবে প্রচার করবে? য়েমন লেখা আছে, 'যারা শান্তির সুসমাচার প্রচার করে এবং সুসমাচার নিয়ে আসে তাদের পা কত সুন্দর!
16 কিন্তু তারা সবাই সুসমাচার মানেনি৷ কারণ যিশাইয় বলেছেন, প্রভু, কে আমাদের সংবাদে বিশ্বাস করেছে?
17 তাই বিশ্বাস আসে শ্রবণ দ্বারা, এবং শোনার মাধ্যমে ঈশ্বরের বাক্য৷
18 কিন্তু আমি বলি, তারা কি শোনেনি? হ্যাঁ সত্যিই, তাদের শব্দ সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে গেল, এবং তাদের কথা পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত গেল৷
19কিন্তু আমি বলি, ইস্রায়েল কি জানত না? প্রথমে মূসা বলেন, যারা কোন লোক নয় তাদের দ্বারা আমি তোমাদের ঈর্ষা জাগিয়ে তুলব এবং একটি মূর্খ জাতির দ্বারা আমি তোমাদের রাগ করব।
20 কিন্তু ইশাইয় অত্যন্ত সাহসী এবং বলেন, যারা আমাকে খোঁজেনি তাদের মধ্যে আমি পেয়েছি; আমি তাদের কাছে প্রকাশ পেয়েছি যারা আমাকে অনুসরণ করেনি।
21 কিন্তু ইস্রায়েলকে তিনি বলেন, সারাদিন ধরে আমি এক অবাধ্য ও মূর্খ লোকের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছি।

অধ্যায় 11

1 আমি তখন বলি, ঈশ্বর কি তাঁর লোকদের তাড়িয়ে দিয়েছেন? ঈশ্বর না করুন। কারণ আমিও একজন ইস্রায়েলীয়, অব্রাহামের বংশের, বিন্যামিনের বংশের।
2 ঈশ্বর তাঁর লোকদের ত্যাগ করেননি যা তিনি আগে থেকেই জানতেন৷ ইলিয়াসের বিষয়ে শাস্ত্রে কি বলা আছে তা কি তোমরা জান না? কিভাবে তিনি ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের কাছে সুপারিশ করেন, বলেন,
3 প্রভু, তারা তোমার ভাববাদীদের হত্যা করেছে এবং তোমার বেদীগুলো খনন করেছে; আর আমি একা রয়ে গেছি, আর তারা আমার জীবন খুঁজছে।
4 কিন্তু ঈশ্বরের উত্তর তাকে কি বলে? আমি নিজের কাছে সাত হাজার পুরুষকে সংরক্ষিত রেখেছি, যারা বালের প্রতিমায় হাঁটু অবনত করেনি।
5 তবুও এই বর্তমান সময়েও অনুগ্রহের নির্বাচন অনুসারে একটি অবশিষ্টাংশ রয়েছে৷
6 আর যদি অনুগ্রহের দ্বারা, তবে তা আর কাজের নয়: অন্যথায় অনুগ্রহ আর অনুগ্রহ নয়৷ কিন্তু যদি কাজ হয়, তাহলে কি আর অনুগ্রহ নেই: নইলে কাজ আর কাজ নয়।
7 তাহলে কি? ইস্রায়েল যা চেয়েছে তা পায়নি; কিন্তু নির্বাচন তা পেয়েছে, এবং বাকিরা অন্ধ হয়ে গেছে
8 (যেমন লেখা আছে, ঈশ্বর আজ অবধি তাদের ঘুমের আত্মা দিয়েছেন, এমন চোখ দিয়েছেন যা তারা দেখতে পাবে না এবং কান দেবে যা তারা শুনতে পাবে না;)
9আর দায়ূদ বললেন, তাদের টেবিল ফাঁদ, ফাঁদ, হোঁচট খাওয়ার বাধা ও তাদের জন্য প্রতিশোধ হয়ে উঠুক।
10 তাদের চোখ অন্ধকার হয়ে যাক, যাতে তারা দেখতে না পায় এবং সর্বদা তাদের পিঠ নত করে।
11 তখন আমি বলি, তারা কি হোঁচট খেয়ে পড়েছিল? ঈশ্বর নিষেধ করুন: বরং তাদের পতনের মধ্য দিয়ে অইহুদীদের কাছে পরিত্রাণ এসেছে, তাদের ঈর্ষার উদ্রেক করার জন্য৷
12 এখন যদি তাদের পতন হয় বিশ্বের ধন, এবং তাদের হ্রাস অইহুদীদের ধন হয়; তাদের পূর্ণতা আর কত?
13কারণ আমি অইহুদীদের সাথে কথা বলছি, যেহেতু আমি অইহুদীদের প্রেরিত, আমি আমার পদকে বড় করি৷
14 যদি কোন উপায়ে আমি তাদের অনুকরণ করতে উত্তেজিত করতে পারি যারা আমার মাংস, এবং তাদের মধ্যে কাউকে বাঁচাতে পারি।
15 কেননা তাদের বিতাড়িত করা যদি জগতের মিলন হয়, তবে মৃতদের মধ্য থেকে জীবন ছাড়া তাদের গ্রহণ আর কী হবে?
16 কারণ প্রথম ফল যদি পবিত্র হয়, তবে পিণ্ডটিও পবিত্র; আর মূল যদি পবিত্র হয় তবে শাখাগুলিও পবিত্র৷
17 আর যদি কিছু ডাল ভেঙ্গে ফেলা হয়, আর তুমি বন্য জলপাই গাছ হয়ে তাদের মধ্যে কলম বাঁধে এবং তাদের সাথে জলপাই গাছের শিকড় ও চর্বি অংশ গ্রহণ কর;
18 শাখার বিরুদ্ধে গর্ব করো না। কিন্তু যদি আপনি গর্ব করেন, আপনি মূল নয়, কিন্তু মূল আপনাকে বহন করে।
19 তখন তুমি বলবে, ডালগুলো ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল, যাতে আমি গ্রাফিত হতে পারি।
20 ভাল; অবিশ্বাসের কারণে তারা ভেঙে পড়েছিল, আর তুমি বিশ্বাসের দ্বারা স্থির আছ৷ উচ্ছ্বসিত হবেন না, কিন্তু ভয় করুন:
21 কারণ ঈশ্বর যদি প্রাকৃতিক শাখাগুলিকে রেহাই না দেন, তবে সাবধান থেকো, পাছে তিনি তোমাকেও রেহাই না দেন৷
22 সেইজন্য ঈশ্বরের মঙ্গল ও কঠোরতা দেখুন: যারা পড়েছিল তাদের উপর কঠোরতা; কিন্তু তোমার প্রতি, মঙ্গলময়, যদি তুমি তার কল্যাণে অবিরত থাকো; অন্যথায় তোমাকেও ধ্বংস করা হবে।
23 এবং তারাও, যদি তারা অবিশ্বাসে না থাকে তবে তাদের মধ্যে গ্রাফ করা হবে, কারণ ঈশ্বর তাদের আবার গ্রাফ করতে সক্ষম৷
24কেননা প্রকৃতিগতভাবে বন্য জলপাই গাছটিকে যদি তুমি কেটে ফেলো এবং প্রকৃতির বিপরীতে একটি ভালো জলপাই গাছে গ্রাফিত হয়ে থাকো, তবে এগুলি, যেগুলি প্রাকৃতিক ডাল, তাদের নিজেদের জলপাই গাছে গ্রাফিত করা হবে?
25 ভাই ও বোনেরা, আমি চাই না যে তোমরা এই রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞ হও, পাছে তোমরা নিজেদের অহংকারে জ্ঞানী হতে পার৷ অইহুদীদের পূর্ণতা না আসা পর্যন্ত ইস্রায়েলের আংশিক অন্ধত্ব ঘটেছে৷
26 আর তাই সমস্ত ইস্রায়েল রক্ষা পাবে: যেমন লেখা আছে, উদ্ধারকারী সিয়োন থেকে বের হবে এবং যাকোবের কাছ থেকে অধার্মিকতা দূর করবে৷

27 কারণ এই হল তাদের প্রতি আমার চুক্তি, যখন আমি তাদের পাপ দূর করব৷
28 সুসমাচারের বিষয়ে, তারা তোমাদের জন্য শত্রু; কিন্তু নির্বাচন স্পর্শ করার মতো, তারা পিতাদের জন্য প্রিয়৷
29 কারণ ঈশ্বরের দান ও আহ্বান অনুতাপহীন৷
30 কারণ অতীতে যেমন তোমরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করনি, কিন্তু এখন তাদের অবিশ্বাসের দ্বারা করুণা লাভ করেছো৷
31 এইভাবে তারাও এখন বিশ্বাস করে নি, যেন তোমার করুণার দ্বারা তারাও করুণা পায়৷
32 কারণ ঈশ্বর তাদের সকলকে অবিশ্বাসে শেষ করেছেন, যাতে তিনি সকলের প্রতি দয়া করেন৷
33 হে ঈশ্বরের প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের ধন-সম্পদের গভীরতা! তার বিচার কতই না অন্বেষণযোগ্য, এবং তার অতীত পথ খুঁজে বের করা!
34কারণ প্রভুর মন কে জানে? বা তার পরামর্শদাতা কে?
35 অথবা কে তাকে প্রথম দিয়েছে এবং তার প্রতিদান তাকে আবার দেওয়া হবে?
36 কারণ তাঁরই, তাঁর মাধ্যমে এবং তাঁর কাছেই সব কিছু: যাঁর চিরকাল মহিমা হোক। আমীন।

অধ্যায় 12

1 তাই, ভাইয়েরা, ঈশ্বরের করুণার দ্বারা আমি তোমাদের কাছে অনুরোধ করছি, তোমরা তোমাদের দেহকে একটি জীবন্ত বলিদান কর, পবিত্র, ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য, যা তোমাদের যুক্তিসঙ্গত সেবা৷
2এবং এই জগতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবেন না: কিন্তু আপনার মনের নবায়নের দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে উঠুন, যাতে আপনি প্রমাণ করতে পারেন যে ঈশ্বরের সেই ভাল, গ্রহণযোগ্য এবং নিখুঁত ইচ্ছা কি।
3 কারণ আমি বলছি, আমাকে দেওয়া অনুগ্রহের মাধ্যমে, তোমাদের মধ্যে থাকা প্রত্যেক ব্যক্তিকে, নিজেকে তার চেয়ে বেশি উচ্চ মনে করবেন না; কিন্তু ঈশ্বরের বিশ্বাসের মাপকাঠি প্রতিটি মানুষের সাথে আচরণ করে সে অনুযায়ী চিন্তাভাবনা করা।
4 কারণ এক দেহে আমাদের অনেক সদস্য আছে, এবং সকল সদস্যের একই পদ নেই।
5 তাই আমরা অনেক হয়েও খ্রীষ্টে এক দেহ এবং প্রত্যেকেই একে অপরের অঙ্গ৷
6 তাহলে আমাদেরকে যে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে সেই অনুগ্রহ অনুসারে বিভিন্ন উপহার পেয়ে, ভাববাণী হোক না কেন, আসুন আমরা বিশ্বাসের অনুপাতে ভবিষ্যদ্বাণী করি৷
7 বা পরিচর্যা, আমরা আমাদের পরিচর্যার জন্য অপেক্ষা করি: অথবা যিনি শিক্ষা দেন, তিনি শিক্ষা দেন৷
8 অথবা যে উপদেশ দেয়, উপদেশের উপর; যে দেয়, সে সরলতার সাথে তা করুক; যিনি শাসন করেন, অধ্যবসায়ের সাথে; যে করুণা দেখায়, প্রফুল্লতার সাথে।
9 ভালোবাসাকে ছলনা ছাড়াই থাকুক। যা মন্দ তা ঘৃণা করে; যেটা ভালো তার সাথে লেগে থাকো।
10 ভ্রাতৃপ্রেম সহ একে অপরের প্রতি সদয় স্নেহ কর; সম্মানে একে অপরকে পছন্দ করা;
11 ব্যবসায় অলস না; আত্মার মধ্যে উত্সাহী; প্রভুর সেবা করা;
12 আশায় আনন্দিত; ক্লেশের রোগী; প্রার্থনা অবিরত অবিরত;
13 সাধুদের প্রয়োজনে বিতরণ করা; আতিথেয়তা দেওয়া.
14 যারা তোমাকে তাড়না করে তাদের আশীর্বাদ কর: আশীর্বাদ কর, অভিশাপ দিও না।
15 যারা আনন্দ করে তাদের সাথে আনন্দ কর এবং যারা কাঁদে তাদের সাথে কাঁদো৷
16 অন্যের প্রতি একই মনের হোন৷ মন উচ্চ জিনিস নয়, কিন্তু নিম্ন এস্টেট পুরুষদের অনুগ্রহ. নিজের অহংকারে জ্ঞানী হবেন না।
17 মন্দের জন্য কাউকে মন্দ প্রতিদান দিও না৷ সব পুরুষের দৃষ্টিতে সৎ জিনিস প্রদান করুন.
18 যদি সম্ভব হয়, যতটা তোমার মধ্যে আছে, সব মানুষের সঙ্গে শান্তিতে বাস কর।
19 প্রিয় প্রিয়জন, প্রতিশোধ নিও না, বরং ক্রোধকে স্থান দাও, কারণ লেখা আছে, প্রতিশোধ নেওয়া আমার কাজ৷ আমি শোধ দেব, প্রভু বলেন.
20 তাই তোমার শত্রু যদি ক্ষুধার্ত, তাকে খাওয়াও; যদি সে তৃষ্ণা পায় তবে তাকে পান করাও, কেননা তা করলে তুমি তার মাথায় আগুনের কয়লার স্তূপ করবে।
21 মন্দকে পরাস্ত করো না, কিন্তু ভালো দিয়ে মন্দকে জয় কর৷

অধ্যায় 13

1 প্রত্যেক আত্মা উচ্চ ক্ষমতার অধীন হোক। কারণ ঈশ্বর ব্যতীত কোন শক্তি নেই: যে শক্তিগুলি ঈশ্বরের দ্বারা নির্ধারিত৷
2 তাই যে কেউ শক্তির বিরোধিতা করে, সে ঈশ্বরের আদেশকে বিরোধিতা করে, আর যারা বিরোধিতা করে তারা নিজেদের শাস্তি ভোগ করবে৷
3 কারণ শাসকরা ভাল কাজের জন্য ভয় নয়, কিন্তু মন্দ কাজের জন্য ভয়। তুমি কি ক্ষমতাকে ভয় পাবে না? যা ভালো তা করো, আর তাতেই তোমার প্রশংসা হবে৷
4 কারণ তিনি আপনার মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের পরিচারক৷ কিন্তু তুমি যদি মন্দ কাজ কর, তবে ভয় কর; কারণ তিনি বৃথা তলোয়ার বহন করেন না: কারণ তিনি ঈশ্বরের মন্ত্রী, যিনি মন্দ কাজ করে তার উপর ক্রোধের প্রতিশোধ গ্রহণকারী৷
5 তাই শুধু ক্রোধের জন্য নয়, বিবেকের জন্যও তোমাদের অধীন হতে হবে৷
6 এই কারণে তোমরাও খাজনা দিও, কারণ তারা ঈশ্বরের পরিচারক, এই বিষয়ে নিরন্তর উপস্থিত থাকো৷
7 তাই তাদের সমস্ত পাওনা পরিশোধ করুন: যাঁর কাছে করণীয় রয়েছে তাকে কর; কাস্টম যাকে প্রথা; ভয় কাকে ভয় সম্মান যাকে সম্মান।
8 একে অপরকে ভালবাসা ছাড়া কাউকেই ঘৃণা করো না, কারণ যে অন্যকে ভালবাসে সে বিধি-ব্যবস্থা পালন করেছো৷
9 এই জন্য, তুমি ব্যভিচার করবে না, খুন করবে না, চুরি করবে না, মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না, লোভ করবে না; এবং যদি অন্য কোন আজ্ঞা থাকে, তবে তা সংক্ষেপে এই উক্তিতে বোঝা যায়, যথা, তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালবাসবে৷

10 ভালবাসা তার প্রতিবেশীর জন্য কোন খারাপ কাজ করে না, তাই ভালবাসা হল আইনের পরিপূর্ণতা।
11 আর এই যে, সময় জেনে, ঘুম থেকে জেগে ওঠার এখনই উপযুক্ত সময়, কারণ আমরা যখন বিশ্বাস করেছিলাম তার থেকে এখন আমাদের পরিত্রাণ কাছাকাছি।
12 রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছে, দিন আসিতেছে; তাই আসুন আমরা অন্ধকারের কাজ ত্যাগ করি এবং আলোর বর্ম পরিধান করি।
13 আসুন আমরা দিনের মতো সৎভাবে চলি; দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও মাতালতায় নয়, কোলাহল ও উন্মাদনায় নয়, কলহ ও হিংসার মধ্যে নয়।
14 কিন্তু তোমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে পরিধান কর, এবং তার কামনা চরিতার্থ করার জন্য মাংসের ব্যবস্থা করো না।

অধ্যায় 14

1 যে বিশ্বাসে দুর্বল তাকে তোমরা গ্রহণ কর, কিন্তু সন্দেহজনক বিতর্কে নয়।
2 কারণ একজন বিশ্বাস করে যে সে সব কিছু খেতে পারে, অন্যজন দুর্বল, ভেষজ খায়।
3 যে খায় সে যেন না খায় তাকে তুচ্ছ না করে; আর যে খায় সে যেন খায় তার বিচার না করে, কারণ ঈশ্বর তাকে গ্রহণ করেছেন।
4 তুমি কে যে অন্যের দাসের বিচার কর? সে তার নিজের মালিকের কাছে দাঁড়ায় বা পড়ে যায়। হ্যাঁ, তাকে ধরে রাখা হবে, কারণ ঈশ্বর তাকে দাঁড় করাতে সক্ষম।
5 একজন মানুষ এক দিনকে অন্যের উপরে সম্মান করে: অন্য একজন প্রতিদিন একইভাবে সম্মান করে। প্রতিটি মানুষ তার নিজের মনে সম্পূর্ণরূপে প্ররোচিত হোক।
6 যে দিনটিকে দেখে, সে প্রভুর দিকেই মনোযোগ দেয়। আর যে দিনটিকে গুরুত্ব দেয় না, সে প্রভুর কাছে তা বিবেচনা করে না। যে খায় সে প্রভুর জন্য খায়, কারণ সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়। আর যে খায় না, সে প্রভুর উদ্দেশে খায় না এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়।
7 কারণ আমরা কেউই নিজের জন্য বাঁচি না এবং কেউ নিজের জন্য মরে না।
8 আমরা বেঁচে থাকুক না কেন, আমরা প্রভুর উদ্দেশে বাস করি; আর আমরা মরে যাই না কেন, আমরা প্রভুর জন্যই মরি। তাই আমরা বাঁচি বা মরি, আমরা প্রভুরই।
9 এই উদ্দেশ্যে খ্রীষ্ট উভয়েই মারা গেলেন, পুনরুত্থিত হলেন এবং পুনরুজ্জীবিত হলেন, যেন তিনি মৃত ও জীবিত উভয়েরই প্রভু হতে পারেন।
10 কিন্তু তুমি কেন তোমার ভাইয়ের বিচার করছ? বা কেন তুমি তোমার ভাইকে অবজ্ঞা করছ? কারণ আমরা সবাই খ্রীষ্টের বিচারের আসনের সামনে দাঁড়াব।
11 কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে, আমার জীবিত কসম, প্রভু বলছেন, প্রত্যেক হাঁটু আমার কাছে নত হবে এবং প্রতিটি জিহ্বা ঈশ্বরের কাছে স্বীকার করবে।
12 তাহলে আমাদের প্রত্যেককেই ঈশ্বরের কাছে নিজের হিসাব দিতে হবে।
13 তাই আসুন আমরা একে অপরের আর বিচার করি না, বরং এই বিচার করি যে, কেউ তার ভাইয়ের পথে পদস্খলন বা পতনের উপলক্ষ না করে।
14 আমি জানি, এবং প্রভু যীশুর দ্বারা বিশ্বাস করি যে, নিজের থেকে অশুচি কিছু নেই; কিন্তু যে কোন জিনিসকে অশুচি বলে মনে করে, তার কাছে তা অশুচি।
15 কিন্তু যদি তোমার ভাই তোমার মাংসে দুঃখ পায়, তবে এখন তুমি কি দানশীলভাবে চলাফেরা করো না। তোমার মাংস দিয়ে তাকে ধ্বংস করো না, যার জন্য খ্রীষ্ট মারা গিয়েছিলেন।
16তাহলে তোমাদের ভালো মন্দের কথা যেন না বলা হয়।
17 কারণ ঈশ্বরের রাজ্য মাংস ও পানীয় নয়; কিন্তু ধার্মিকতা, শান্তি এবং পবিত্র আত্মায় আনন্দ।
18 কারণ যে এই সব বিষয়ে খ্রীষ্টের সেবা করে সে ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং মানুষের কাছে গৃহীত।
19 তাই আসুন আমরা সেই জিনিসগুলি অনুসরণ করি যা শান্তির জন্য এবং এমন জিনিসগুলির অনুসরণ করি যা দিয়ে একজন আরেকজনকে উন্নত করতে পারে।
20 কারণ মাংস ঈশ্বরের কাজকে ধ্বংস করে না। প্রকৃতপক্ষে সবকিছুই পবিত্র; কিন্তু যে লোক খারাপ করে খায় তার পক্ষে তা মন্দ।
21 মাংস খাওয়া, দ্রাক্ষারস বা এমন কোন জিনিস যা দ্বারা আপনার ভাই হোঁচট খায় বা বিরক্ত হয় বা দুর্বল হয়ে পড়ে তা ভাল নয়।
22 তুমি কি বিশ্বাস করেছ? ঈশ্বরের সামনে আপনার কাছে এটি আছে. ধন্য সেই ব্যক্তি যে নিজেকে নিন্দা করে না যা সে অনুমতি দেয়।
23 আর যে সন্দেহ করে সে যদি খায় তবে সে অভিশপ্ত, কারণ সে বিশ্বাস থেকে খায় না, কারণ যা বিশ্বাসের নয় তা পাপ।

অধ্যায় 15

1তাহলে আমরা যারা শক্তিশালী তাদের উচিত নিজেদেরকে খুশি করার জন্য নয়, দুর্বলদের অক্ষমতা সহ্য করা।
2 আমাদের প্রত্যেকে তার প্রতিবেশীকে তার উন্নতির জন্য খুশি করুক।
3 কারণ খ্রীষ্টও নিজেকে সন্তুষ্ট করেননি। কিন্তু শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে, 'যারা তোমাকে তিরস্কার করেছিল তাদের নিন্দা আমার উপর পড়ল।'
4 কারণ আগে যা কিছু লেখা হয়েছিল তা আমাদের শিক্ষার জন্য লেখা হয়েছিল, যাতে আমরা ধৈর্য্য ও শাস্ত্রের সান্ত্বনা দিয়ে আশা পেতে পারি।
5এখন ধৈর্য ও সান্ত্বনার ঈশ্বর তোমাদেরকে খ্রীষ্ট যীশুর মত একে অপরের প্রতি অনুরূপ মনোভাব দান করুন।
6 যেন তোমরা এক মন ও এক মুখ দিয়ে ঈশ্বরকে, এমনকী আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতার প্রশংসা করতে পার।
7 তাই তোমরা একে অপরকে গ্রহণ কর, যেমন খ্রীষ্টও ঈশ্বরের মহিমার জন্য আমাদের গ্রহণ করেছেন।
8 এখন আমি বলছি যে যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের সত্যের জন্য খৎনা-করার একজন মন্ত্রী ছিলেন, পিতাদের কাছে করা প্রতিশ্রুতিগুলিকে নিশ্চিত করার জন্য:
9 আর অইহুদীরা যেন ঈশ্বরের করুণার জন্য মহিমান্বিত হয়। যেমন লেখা আছে, 'এজন্য আমি অইহুদীদের মধ্যে তোমাকে স্বীকার করব এবং তোমার নামে গান গাইব।'

10 আর তিনি আবার বললেন, হে অইহুদীরা, তাঁর লোকেদের সঙ্গে আনন্দ কর৷
11 এবং আবার, হে অইহুদীরা, প্রভুর প্রশংসা কর; তোমরা সকলে তাঁর প্রশংসা কর৷
12 এবং আবার, যিশাইয় বলেছেন, যিশয়ের একটি শিকড় থাকবে, এবং যে অইহুদীদের উপরে রাজত্ব করতে উঠবে; অইহুদীরা তাঁর উপর নির্ভর করবে৷
13 এখন আশার ঈশ্বর তোমাদের বিশ্বাস করে সমস্ত আনন্দ ও শান্তিতে পূর্ণ করেন, যাতে তোমরা পবিত্র আত্মার শক্তির মাধ্যমে আশায় পরিপূর্ণ হতে পার৷
14 আমার ভাই ও বোনেরা, আমি নিজেও তোমাদের বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছি যে, তোমরাও কল্যাণে পূর্ণ, সমস্ত জ্ঞানে পরিপূর্ণ, একে অপরকে উপদেশ দিতেও সক্ষম৷
15তবুও, ভাই ও বোনেরা, ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাকে যে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে তার জন্য আমি তোমাদের কথা মনে রাখার মতো আরও সাহসিকতার সঙ্গে লিখেছি৷
16 আমি যেন অইহুদীদের যীশু খ্রীষ্টের পরিচারক হই, ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করি, যেন অইহুদীদের উৎসর্গ গ্রহণযোগ্য হয়, পবিত্র আত্মার দ্বারা পবিত্র হয়৷
17 তাই আমার কাছে আছে যা দিয়ে আমি যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের বিষয়ে গৌরব করতে পারি৷
18কারণ কথায় ও কাজে অইহুদীদের বাধ্য করার জন্য খ্রীষ্ট আমার দ্বারা যে কাজ করেননি, তার কোনোটির কথা বলতে আমি সাহস পাব না।
19 পরাক্রমশালী চিহ্ন ও আশ্চর্যের মাধ্যমে, ঈশ্বরের আত্মার শক্তি দ্বারা; যাতে জেরুজালেম থেকে শুরু করে ইলিরিকুম পর্যন্ত আমি সম্পূর্ণরূপে খ্রিস্টের সুসমাচার প্রচার করেছি৷
20 হ্যাঁ, তাই আমি সুসমাচার প্রচার করার চেষ্টা করেছি, যেখানে খ্রীষ্টের নামকরণ করা হয়েছিল সেখানে নয়, পাছে আমি অন্য ব্যক্তির ভিত্তির উপর গড়ে তুলি।
21 কিন্তু শাস্ত্রে য়েমন লেখা আছে, 'যাদের সম্বন্ধে তাঁর কথা বলা হয়নি, তারা দেখতে পাবে, আর যারা শোনেনি তারা বুঝতে পারবে৷'
22 সেই কারণে আমিও তোমাদের কাছে আসতে অনেক বাধা হয়েছি৷
23 কিন্তু এখন এই জায়গাগুলিতে আর কোন জায়গা নেই, এবং অনেক বছর ধরে তোমাদের কাছে আসার জন্য একটি বড় ইচ্ছা আছে৷
24 যখনই আমি স্পেনে আমার যাত্রা করব, আমি আপনার কাছে আসব: কারণ আমি বিশ্বাস করি যে আমার যাত্রায় আপনাকে দেখতে পাব, এবং আপনার দ্বারা আমার পথে নিয়ে আসা হবে, যদি প্রথমে আমি আপনার সাথে কিছুটা পরিপূর্ণ হই।
25 কিন্তু এখন আমি সাধুদের সেবা করতে জেরুজালেমে যাচ্ছি৷
26 কারণ জেরুজালেমে থাকা দরিদ্র সাধুদের জন্য একটি নির্দিষ্ট দান করতে মেসিডোনিয়া ও আখায়ার লোকেরা সন্তুষ্ট হয়েছে৷
27 এটা তাদের সত্যিই সন্তুষ্ট করেছে; এবং তারা তাদের ঋণী। কারণ অইহুদীদের যদি তাদের আধ্যাত্মিক বিষয়ের অংশীদার করা হয়, তবে তাদের কর্তব্য হল দৈহিক বিষয়গুলিতে তাদের সেবা করা৷
28 সেইজন্য যখন আমি এই কাজটি করব এবং তাদের কাছে এই ফলের সিলমোহর দেব, তখন আমি আপনার কাছে স্পেনে যাব৷
29 এবং আমি নিশ্চিত যে, যখন আমি তোমাদের কাছে আসব, তখন আমি খ্রীষ্টের সুসমাচারের আশীর্বাদের পূর্ণতায় আসব৷
30 ভাই ও বোনেরা, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্য এবং আত্মার ভালবাসার জন্য আমি তোমাদের মিনতি করছি যে, তোমরা আমার জন্য ঈশ্বরের কাছে তোমাদের প্রার্থনায় আমার সাথে একত্রে চেষ্টা কর৷
31 যারা যিহূদায় বিশ্বাস করে না তাদের হাত থেকে আমি উদ্ধার পেতে পারি; এবং জেরুজালেমের জন্য আমার যে সেবা আছে তা সাধুদের কাছে গৃহীত হবে।
32 য়েন আমি ঈশ্বরের ইচ্ছায় আনন্দে তোমাদের কাছে আসতে পারি এবং তোমাদের সঙ্গে সতেজ হতে পারি৷
33 এখন শান্তির ঈশ্বর তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুন৷ আমীন।

অধ্যায় 16

1 আমি তোমাদের কাছে আমাদের বোন ফেবিকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, যিনি চেঞ্চরিয়াতে অবস্থিত গির্জার সেবক৷
2 যেন আপনি তাকে প্রভুতে গ্রহণ করেন, যেমন সাধু হয়ে উঠেছেন, এবং যে ব্যবসায় তার আপনার প্রয়োজন আছে আপনি তাকে সহায়তা করবেন: কারণ সে অনেকের এবং আমারও সাহায্যকারী হয়েছে৷
3 খ্রীষ্ট যীশুতে আমার সহকারী প্রিস্কিলা ও আকিলাকে অভিবাদন জানাও৷
4 যারা আমার জীবনের জন্য নিজেদের ঘাড় তুলে দিয়েছে: যাদের শুধু আমিই নয়, অইহুদীদের সমস্ত মণ্ডলীও তাদের ধন্যবাদ জানাই৷
5 একইভাবে তাদের বাড়িতে যে মণ্ডলী আছে তাকেও শুভেচ্ছা জানাও৷ আমার প্রিয় ইপেনেটাসকে অভিবাদন জানাই, যিনি খ্রীষ্টের কাছে আখায়ার প্রথম ফল৷
6 মরিয়মকে অভিবাদন জানাও, যিনি আমাদের অনেক পরিশ্রম করেছেন৷
7 আন্দ্রোনিকাস ও জুনিয়াকে অভিবাদন জানাও, আমার আত্মীয় ও আমার সহবন্দী, যারা প্রেরিতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, যারা আমার আগে খ্রীষ্টে ছিলেন।
8 প্রভুতে আমার প্রিয় আমপ্লিয়াসকে শুভেচ্ছা জানাও৷
9 খ্রীষ্টে আমাদের সাহায্যকারী আরবানকে এবং আমার প্রিয় স্টাকিসকে অভিবাদন জানাও৷
10 স্যালুট অ্যাপেলিস খ্রীষ্টে অনুমোদিত৷ অ্যারিস্টোবুলাসের পরিবারের যারা তাদের অভিবাদন জানাও৷
11 আমার আত্মীয় হেরোদিয়নকে অভিবাদন জানাও। নার্সিসাসের পরিবারের যারা প্রভুতে আছেন তাদের শুভেচ্ছা জানাও৷
12 ত্রিফেনা ও ত্রিফোসাকে অভিবাদন জানাও, যারা প্রভুতে পরিশ্রম করে। প্রিয় পার্সিসকে অভিবাদন, যিনি প্রভুতে অনেক পরিশ্রম করেছেন৷

13 প্রভুতে মনোনীত রুফাসকে এবং তার মা ও আমার সালাম৷
14 অ্যাসিনক্রিটাস, ফ্লেগন, হারমাস, প্যাট্রোবাস, হার্মিস এবং তাদের সঙ্গে থাকা ভাইদের শুভেচ্ছা জানাও৷
15 ফিলোগাস, জুলিয়া, নেরিয়াস এবং তাঁর বোন ও অলিম্পাস এবং তাদের সঙ্গে থাকা সমস্ত সাধুদের অভিবাদন জানাও৷
16 পবিত্র চুম্বনে একে অপরকে অভিবাদন জানাও। খ্রীষ্টের মন্ডলী আপনাকে অভিবাদন জানায়।
17 এখন আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, ভাইয়েরা, তোমরা যা শিখেছ সেই মতবাদের বিরুদ্ধে যারা বিভেদ সৃষ্টি করে এবং অপরাধ করে তাদের চিহ্নিত কর; এবং তাদের এড়িয়ে চলুন।
18 কারণ যারা এই রকম তারা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সেবা করে না, কিন্তু তাদের নিজের পেটের সেবা করে৷ এবং ভাল কথা এবং ন্যায্য বক্তৃতা দ্বারা সহজ সরল হৃদয় প্রতারিত.
19 তোমার বাধ্যতা সব মানুষের কাছে এসেছে৷ তাই আমি আপনার পক্ষে আনন্দিত: কিন্তু তবুও আমি চাই যে আপনি ভাল বিষয়ে জ্ঞানী হন এবং মন্দ বিষয়ে সহজ হন৷
20 আর শান্তির ঈশ্বর শীঘ্রই শয়তানকে তোমার পায়ের তলায় কুপিয়ে দেবেন৷ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সঙ্গে থাকুক৷ আমীন।
21 আমার সহকর্মী তীমোথিয়স, এবং লুসিয়াস, জেসন এবং সোসিপেটার, আমার আত্মীয়রা আপনাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন৷
22 আমি টারটিয়াস, যিনি এই পত্র লিখেছিলেন, প্রভুতে তোমাকে অভিবাদন জানাই৷
23 গায়ুস আমার হোস্ট, এবং সমগ্র গির্জা, আপনাকে অভিবাদন. শহরের চেম্বারলেইন ইরাস্টাস আপনাকে অভিবাদন জানায় এবং কোয়ার্টাস ভাই।
24 আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুক৷ আমীন।
25এখন যিনি আমার সুসমাচার ও যীশু খ্রীষ্টের প্রচার অনুসারে তোমাদের স্থির করার ক্ষমতাবান, সেই রহস্যের প্রকাশ অনুসারে, যা জগতের শুরু থেকে গোপন রাখা হয়েছিল৷
26 কিন্তু এখন প্রকাশ করা হয়েছে, এবং ভাববাদীদের শাস্ত্রের দ্বারা, চিরস্থায়ী ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে, বিশ্বাসের আনুগত্যের জন্য সমস্ত জাতির কাছে জানানো হয়েছে:
27 শুধুমাত্র জ্ঞানী ঈশ্বরের কাছে, যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে চিরকাল মহিমা হও৷ আমীন। (করিন্থাস থেকে রোমানদের কাছে লেখা, এবং সেঞ্চরিয়াতে গির্জার সেবক ফেবি দ্বারা পাঠানো হয়েছে।)

1 করিন্থিয়ানস

অধ্যায় 1

1 পল, ঈশ্বরের ইচ্ছায় যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিত হওয়ার জন্য ডাকা হয়েছিল এবং আমাদের ভাই সোসথেনিস,
2 করিন্থে অবস্থিত ঈশ্বরের মন্ডলীর কাছে, যারা খ্রীষ্ট যীশুতে পবিত্রীকৃত, সন্ত হওয়ার জন্য ডাকা হয়েছে, তাদের এবং আমাদের উভয়েরই আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে ডাকা সকলের সাথে।
3 আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ষিত হোক।
4 যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা তোমাদের দেওয়া ঈশ্বরের অনুগ্রহের জন্য আমি সর্বদা তোমাদের জন্য আমার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই।
5 যে সমস্ত বিষয়ে তোমরা তাঁর দ্বারা সমৃদ্ধ হও, সমস্ত উচ্চারণে এবং সমস্ত জ্ঞানে;
6 এমনকি খ্রীষ্টের সাক্ষ্য যেমন তোমাদের মধ্যে প্রমাণিত হয়েছিল:
7 যাতে তোমরা কোন উপহার ছাড়াই পিছনে না আসো; আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমনের জন্য অপেক্ষা করছি:
8 যিনি শেষ পর্যন্ত তোমাদের নিশ্চিত করবেন, যাতে তোমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দিনে নির্দোষ হতে পার।
9 ঈশ্বর বিশ্বস্ত, যাঁর দ্বারা তোমাদের তাঁর পুত্র আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সাহচর্যে আহ্বান করা হয়েছিল।
10 ভাই ও বোনেরা, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা সবাই একই কথা বল এবং তোমাদের মধ্যে যেন কোনো বিভেদ না থাকে। কিন্তু যাতে আপনি একই মনে এবং একই বিচারে পুরোপুরি একত্রিত হন।
11 কেননা, আমার ভাই ও বোনেরা, ক্লোয়ের বাড়ির লোকেদের দ্বারা তোমাদের বিষয়ে আমাকে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে বিবাদ রয়েছে।
12 এখন আমি একথা বলছি, তোমরা সবাই বলে, আমি পৌলের লোক। এবং আমি আপল্লোসের; এবং আমি কেফাসের; এবং আমি খ্রীষ্টের।
13 খ্রীষ্ট কি বিভক্ত? পল কি আপনার জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিল? তোমরা কি পৌলের নামে বাপ্তিস্ম নিয়েছিলে?
14 আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে, আমি ক্রিসপাস ও গায়ুস ছাড়া তোমাদের কাউকেই বাপ্তিস্ম দিইনি।
15 পাছে কেউ না বলে যে আমি আমার নিজের নামে বাপ্তিস্ম নিয়েছি।
16 আর আমি স্তিফানের পরিবারকেও বাপ্তিস্ম দিয়েছিলাম। এছাড়া আমি আর কাউকে বাপ্তিস্ম দিয়েছি কিনা জানি না।
17 কারণ খ্রীষ্ট আমাকে বাপ্তিস্ম দিতে নয়, সুসমাচার প্রচার করার জন্য পাঠিয়েছেন: কথার জ্ঞান দিয়ে নয়, পাছে খ্রীষ্টের ক্রুশ বিফল না হয়।
18 কারণ ক্রুশের প্রচার তাদের কাছে মূর্খতা, যারা বিনষ্ট হয়; কিন্তু আমাদের কাছে যারা রক্ষা পেয়েছি এটা ঈশ্বরের শক্তি।
19 কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে, আমি জ্ঞানীদের প্রজ্ঞা বিনষ্ট করব এবং বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি নষ্ট করব।
20 জ্ঞানী কোথায়? লেখক কোথায়? এই দুনিয়ার বিতর্ককারী কোথায়? ঈশ্বর কি এই জগতের জ্ঞানকে বোকা বানিয়েছেন না?
21 কারণ তারপর ঈশ্বরের জ্ঞানে জগৎ প্রজ্ঞার দ্বারা ঈশ্বরকে চিনল না, যাঁরা বিশ্বাস করে তাদের রক্ষা করার জন্য প্রচারের মূর্খতার দ্বারা ঈশ্বরকে খুশি করলেন।
22 কারণ ইহুদীরা একটি চিহ্ন চায়, আর গ্রীকরা জ্ঞানের খোঁজ করে।
23 কিন্তু আমরা ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টকে প্রচার করি, ইহুদীদের কাছে হোঁচট খাওয়ার কারণ এবং গ্রীকদের কাছে মূর্খতা।
24 কিন্তু ইহুদী ও গ্রীক উভয়েই যাদের ডাকা হয়, তাদের কাছে খ্রীষ্ট ঈশ্বরের শক্তি এবং ঈশ্বরের প্রজ্ঞা।
25 কারণ ঈশ্বরের মূর্খতা মানুষের চেয়ে জ্ঞানী। এবং ঈশ্বরের দুর্বলতা মানুষের চেয়ে শক্তিশালী.
26 ভাই ও বোনেরা, তোমরা তোমাদের আহ্বান দেখছ যে, শারীরিকভাবে অনেক জ্ঞানী নয়, অনেক পরাক্রমশালী নয়, অনেক কুলীনদের ডাকা হয়।
27 কিন্তু ঈশ্বর জ্ঞানীদের বিভ্রান্ত করার জন্য জগতের মূর্খতাকে বেছে নিয়েছেন; এবং ঈশ্বর শক্তিশালী জিনিসগুলিকে বিভ্রান্ত করার জন্য বিশ্বের দুর্বল জিনিসগুলিকে বেছে নিয়েছেন।
28 এবং জগতের মূল জিনিসগুলি, এবং যেগুলিকে তুচ্ছ করা হয়, ঈশ্বর বেছে নিয়েছেন, হ্যাঁ, এবং যা নয়, এমন জিনিসগুলিকে নিষ্ফল করার জন্য:
29 যেন কোন মানুষই তাঁর সামনে গর্ব না করে।
30 কিন্তু তোমরা খ্রীষ্ট যীশুতে তাঁরই আছ, যিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাদের জন্য প্রজ্ঞা, ধার্মিকতা, পবিত্রতা ও মুক্তি পেয়েছেন।
31 যেমন লেখা আছে, 'যে গর্ব করে, সে প্রভুতে গৌরব করুক।'

অধ্যায় 2

1 আর ভাই ও বোনেরা, আমি যখন তোমাদের কাছে আসি, তখন তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সাক্ষ্য ঘোষণা করে বাচনভঙ্গি বা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে আসিনি।
2 কারণ আমি স্থির করেছিলাম যে, যীশু খ্রীষ্ট এবং তাঁকে ক্রুশে দেওয়া ছাড়া তোমাদের মধ্যে আর কিছু জানব না।
3 আর আমি দুর্বলতায়, ভয়ে ও প্রচণ্ড কম্পিত অবস্থায় তোমাদের সঙ্গে ছিলাম।
4আর আমার বক্তৃতা এবং আমার প্রচার ছিল মানুষের প্রজ্ঞার প্রলোভনজনক কথার দ্বারা নয়, কিন্তু আত্মা ও শক্তির প্রদর্শনে ছিল:
5 যেন তোমাদের বিশ্বাস মানুষের জ্ঞানের ওপর নয়, বরং ঈশ্বরের শক্তিতে স্থির থাকে।
6তবুও যারা নিখুঁত তাদের মধ্যে আমরা জ্ঞানের কথা বলি; তবুও এই জগতের জ্ঞানের কথা বা এই জগতের রাজপুত্রদেরও জ্ঞান নেই, যা শূন্য হয় না।
7 কিন্তু আমরা ঈশ্বরের জ্ঞানের কথা এক রহস্যের মধ্যে বলি, এমনকী সেই গোপন জ্ঞানের কথা, যা ঈশ্বর আমাদের মহিমার জন্য জগতের সামনে দিয়েছিলেন।

8 যা এই জগতের রাজপুত্রদের মধ্যে কেউই জানত না, কারণ তারা যদি তা জানত, তবে মহিমান্বিত প্রভুকে ক্রুশবিদ্ধ করতেন না৷
9 কিন্তু শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে, 'চোখ দেখেনি, কান শোনেনি, মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করেনি, যাঁরা তাঁকে ভালবাসে তাদের জন্য ঈশ্বর যা প্রস্তুত করেছেন৷
10 কিন্তু ঈশ্বর তাঁর আত্মার মাধ্যমে আমাদের কাছে সেগুলি প্রকাশ করেছেন৷
11 কেননা মানুষের মধ্যে যে আত্মা আছে তা ছাড়া মানুষ কী জানে? তেমনি ঈশ্বরের বিষয়গুলি কেউ জানে না, কিন্তু ঈশ্বরের আত্মাই জানেন৷
12 এখন আমরা জগতের আত্মা নয়, কিন্তু ঈশ্বরের আত্মা পেয়েছি৷ যাতে আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাদেরকে অবাধে দেওয়া জিনিসগুলি জানতে পারি৷
13 যে কথাগুলো আমরাও বলি, মানুষের প্রজ্ঞা যে শিক্ষা দেয় তাতে নয়, কিন্তু পবিত্র আত্মা যা শিক্ষা দেন৷ আধ্যাত্মিক জিনিস সঙ্গে আধ্যাত্মিক তুলনা.
14 কিন্তু স্বাভাবিক মানুষ ঈশ্বরের আত্মার বিষয়গুলি গ্রহণ করে না, কারণ সেগুলি তার কাছে মূর্খতা৷ সে সেগুলি জানতেও পারে না, কারণ সেগুলি আধ্যাত্মিকভাবে বোঝা যায়৷
15 কিন্তু যিনি আধ্যাত্মিক তিনি সব কিছুর বিচার করেন, কিন্তু তিনি নিজেও কাউকে বিচার করেন না৷
16কেন প্রভুর মন কে জানে, য়েন তিনি তাঁকে শিক্ষা দিতে পারেন? কিন্তু আমরা খ্রীষ্টের মন আছে.

অধ্যায় 3

1 আর ভাই ও বোনেরা, আমি তোমাদের সাথে আত্মিক কথা বলতে পারিনি, কিন্তু দৈহিক কথা বলতে পারিনি, এমন কি খ্রীষ্টে শিশুর মতো৷
2 আমি তোমাদের দুধ খাইয়েছি, মাংস নয়;
3 কারণ তোমরা এখনও দৈহিক আছ, কারণ তোমাদের মধ্যে হিংসা, কলহ ও বিভেদ আছে, কিন্তু তোমরা কি দৈহিক নও এবং মানুষের মতো চলাফেরা কর?
4 কারণ যখন কেউ বলে, আমি পৌলের লোক৷ আর একজন, আমি আপল্লোসের লোক৷ তোমরা কি জাগতিক নও?
5তাহলে পৌল কে এবং আপল্লো কে?
6 আমি রোপণ করেছি, আপল্লো জল দিয়েছেন; কিন্তু ঈশ্বর বৃদ্ধি দিয়েছেন।
7 তাহলে যে কেউ কিছু রোপণ করে সেও নয়, যে জল দেয় সেও নয়৷ কিন্তু ঈশ্বর যিনি বৃদ্ধি করেন।
8 এখন যে রোপণ করে এবং যে জল দেয় সে এক এবং প্রত্যেক মানুষ তার নিজের শ্রম অনুসারে তার নিজের পুরস্কার পাবে৷
9কারণ আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে একত্রে শ্রমিক, তোমরা ঈশ্বরের চাষী, তোমরাই ঈশ্বরের ভবন৷
10 ঈশ্বরের রহমত যা আমাকে দেওয়া হয়েছে, একজন বুদ্ধিমান মাস্টার-নির্মাতা হিসাবে, আমি ভিত্তি স্থাপন করেছি এবং অন্য একজন তার উপর নির্মাণ করেছে। কিন্তু প্রত্যেকেরই খেয়াল রাখা উচিত যে সে কীভাবে তার উপর নির্মাণ করে।
11কারণ যে ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে তার চেয়ে অন্য কোন ভিত্তি স্থাপন করতে পারে না, তিনি হলেন যীশু খ্রীষ্ট৷
12 এখন যদি কেউ এই ভিত্তির উপর সোনা, রূপা, মূল্যবান পাথর, কাঠ, খড়, খড় তৈরি করে;
13 প্রত্যেক মানুষের কাজ প্রকাশ করা হবে: দিন এটি ঘোষণা করবে, কারণ এটি আগুন দ্বারা প্রকাশিত হবে; এবং আগুন প্রতিটি মানুষের কাজ কি ধরণের তা পরীক্ষা করবে।
14 যদি কোন ব্যক্তির কাজ স্থায়ী হয় যা সে তার উপর নির্মাণ করেছে, সে একটি পুরস্কার পাবে।
15 যদি কারো কাজ পুড়ে যায় তবে তার ক্ষতি হবে, কিন্তু সে নিজেই রক্ষা পাবে৷ তবুও আগুনের মতো।
16 তোমরা কি জান না যে তোমরা ঈশ্বরের মন্দির এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের মধ্যে বাস করেন?
17 কেউ যদি ঈশ্বরের মন্দিরকে অপবিত্র করে তবে ঈশ্বর তাকে ধ্বংস করবেন৷ কারণ ঈশ্বরের মন্দির পবিত্র, সেই মন্দিরটিই তোমরা৷
18 কেউ যেন নিজেকে প্রতারিত না করে। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি এই পৃথিবীতে জ্ঞানী বলে মনে হয়, তবে সে বোকা হোক, যাতে সে জ্ঞানী হতে পারে৷
19 কারণ এই জগতের জ্ঞান ঈশ্বরের কাছে মূর্খতা৷ কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে, 'তিনি বুদ্ধিমানদের নিজেদের ধূর্ততায় নিয়ে যান৷'
20 এবং আবার, প্রভু জ্ঞানীদের চিন্তা জানেন, তারা নিরর্থক৷
21 তাই কেউ যেন মানুষের মধ্যে গর্ব না করে৷ কারণ সবই তোমার;
22 পল, আপল্লো, বা কৈফা, বা জগৎ, বা জীবন, বা মৃত্যু, বা বর্তমান জিনিস, বা ভবিষ্যত বিষয়; সব তোমার;
23 আর তোমরা খ্রীষ্টের; এবং খ্রীষ্ট ঈশ্বরের।

অধ্যায় 4

1 একজন মানুষ আমাদেরকে খ্রীষ্টের পরিচারক এবং ঈশ্বরের রহস্যের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে গণনা করুক৷
2 তাছাড়া স্টুয়ার্ডদের মধ্যে এটা আবশ্যক যে, একজন মানুষকে বিশ্বস্ত পাওয়া যায়৷
3কিন্তু আমার কাছে এটা খুবই ছোট বিষয় যে, আমি তোমার বা মানুষের বিচারের বিচার করা উচিত: হ্যাঁ, আমি আমার নিজের বিচার করি না৷
4 কারণ আমি নিজে কিছুই জানি না; তবুও আমি ধার্মিক নই৷ কিন্তু যিনি আমার বিচার করেন তিনি প্রভু৷
5 তাই সময়ের আগে কোন কিছুর বিচার করবেন না, যতক্ষণ না প্রভু আসবেন, যিনি উভয়েই অন্ধকারের লুকানো বিষয়গুলিকে আলোকিত করবেন, এবং হৃদয়ের মন্ত্রগুলি প্রকাশ করবেন: এবং তখন প্রত্যেক মানুষের ঈশ্বরের প্রশংসা হবে৷
6 ভাই ও বোনেরা, তোমাদের জন্য এই বিষয়গুলি আমি নিজের কাছে এবং আপল্লোর কাছে হস্তান্তর করেছি৷ য়েন তোমরা আমাদের মধ্যে শিখতে পার যে, যা লেখা আছে তার উপরে পুরুষদের ভাবতে হবে না, যাতে তোমাদের মধ্যে কেউ একে অপরের বিরুদ্ধে ফুঁপিয়ে না ওঠে৷

7 কে তোমাকে অন্যের থেকে আলাদা করে? আর তোমার কি আছে যা তুমি পাও নি? এখন যদি আপনি এটি গ্রহণ করেন তবে কেন আপনি অহংকার করবেন, যেন আপনি এটি পাননি?
8 এখন তোমরা পরিপূর্ণ, এখন তোমরা ধনী, তোমরা আমাদের ছাড়া রাজা হিসেবে রাজত্ব করেছ; এবং আমি ঈশ্বরের কাছে চাই তোমরা রাজত্ব করতে, যাতে আমরাও তোমাদের সঙ্গে রাজত্ব করতে পারি৷
9 কারণ আমি মনে করি যে ঈশ্বর আমাদের শেষ প্রেরিতদেরকে সামনে দাঁড় করিয়েছেন, যেমনটি মৃত্যুর জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল: কারণ আমরা জগতের কাছে, ফেরেশতাদের এবং মানুষের কাছে তামাশার হয়েছি৷
10 খ্রীষ্টের জন্য আমরা মূর্খ, কিন্তু তোমরা খ্রীষ্টে জ্ঞানী৷ আমরা দুর্বল, কিন্তু তোমরা শক্তিশালী; তোমরা সম্মানিত, কিন্তু আমরা তুচ্ছ৷
11 এমনকি এই বর্তমান সময় পর্যন্ত আমরা উভয়েই ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, এবং নগ্ন, এবং বুফেট, এবং কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান নেই;
12 এবং শ্রম, নিজের হাতে কাজ করুন: নিন্দিত হয়ে আমরা আশীর্বাদ করি; নির্যাতিত হচ্ছে, আমরা এটা ভোগ করি:
13 অপমানিত হয়ে আমরা অনুনয় করি: আমরা জগতের নোংরা হয়েছি এবং আজ অবধি আমরা সমস্ত কিছুর অপসারণ করছি৷
14 আমি তোমাদের লজ্জিত করার জন্য এসব লিখছি না, কিন্তু আমার প্রিয় পুত্র হিসেবে আমি তোমাদের সতর্ক করছি৷
15 কারণ খ্রীষ্টে তোমাদের দশ হাজার শিক্ষক থাকলেও তোমাদের অনেক পিতা নেই, কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে আমি সুসমাচারের মাধ্যমে তোমাদের জন্ম দিয়েছি৷
16 তাই আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা আমার অনুগামী হও৷
17 এই কারণেই আমি তীমোথিয়সকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি, যিনি আমার প্রিয় পুত্র এবং প্রভুতে বিশ্বস্ত, যিনি খ্রীষ্টে আমার পথের কথা তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেবেন, যেমন আমি প্রতিটি মন্ডলীতে সব জায়গায় শিক্ষা দিই৷
18 এখন কেউ কেউ ফুঁপিয়ে উঠেছে, যেন আমি তোমাদের কাছে আসব না৷
19 কিন্তু আমি শীঘ্রই তোমাদের কাছে আসব, যদি প্রভু চান, এবং জানবেন, যারা ফুঁপিয়ে আছে তাদের কথা নয়, কিন্তু শক্তি৷
20 কারণ ঈশ্বরের রাজ্য কথায় নয়, শক্তিতে।
21 তোমরা কি করবে? আমি কি আপনার কাছে লাঠি নিয়ে আসব, নাকি প্রেমে এবং নম্রতার আত্মায়?

অধ্যায় 5

1 সাধারণভাবে বলা হয় যে, তোমাদের মধ্যে ব্যভিচার আছে এবং অইহুদীদের মধ্যে এমন ব্যভিচারের নাম নেই যে তার পিতার স্ত্রী থাকা উচিত৷
2 আর তোমরা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে আছ, আর শোক করো নি, যে এই কাজ করেছে তাকে তোমাদের মধ্য থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে৷
3 কারণ যে এই কাজটি করেছে তার বিষয়ে আমি সত্যিই, দেহে অনুপস্থিত, কিন্তু আত্মায় উপস্থিত, ইতিমধ্যেই বিচার করেছি, যেন আমি উপস্থিত ছিলাম৷
4 আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে, যখন তোমরা একত্রিত হবে, এবং আমার আত্মা, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শক্তিতে,
5 মাংসের বিনাশের জন্য এমন একজনকে শয়তানের হাতে তুলে দেওয়া, যাতে প্রভু যীশুর দিনে আত্মা রক্ষা পায়৷
6 তোমার গর্ব করা ভাল নয়। তোমরা কি জানো না যে সামান্য খামির পুরো পিণ্ডকে খামির করে?
7 সেইজন্য পুরানো খামির মুছে ফেল, যেন তোমরা খামিরবিহীন, যেমন নতুন পিণ্ড হতে পার৷ এমনকি খ্রীষ্টের জন্য আমাদের নিস্তারপর্ব আমাদের জন্য বলি দেওয়া হয়:
8 তাই আসুন আমরা উত্সব পালন করি, পুরানো খামির দিয়ে নয়, দুষ্টতা ও দুষ্টতার খামির দিয়ে নয়; কিন্তু আন্তরিকতা ও সত্যের খামিরবিহীন রুটি দিয়ে।
9 আমি তোমাদের কাছে চিঠিতে লিখেছিলাম যে ব্যভিচারীদের সাথে সঙ্গম করো না৷
10 তবুও সম্পূর্ণভাবে এই জগতের ব্যভিচারীদের সাথে বা লোভীদের সাথে, বা চাঁদাবাজদের সাথে বা মূর্তিপূজারীদের সাথে নয়; কেননা তখন তোমাকে দুনিয়া থেকে চলে যেতে হবে।
11 কিন্তু এখন আমি তোমাদের কাছে লিখলাম যে, ভাই বলে পরিচিত কেউ যদি ব্যভিচারী, লোভী, মূর্তিপূজক, বা রেললাইন, মাতাল বা চাঁদাবাজ হয়; এমন একজনের সাথে না খেতে হবে।
12 যারা বাইরে আছে তাদের বিচার করার জন্য আমার কি করার আছে? তোমরা কি ভিতরে যারা আছে তাদের বিচার কর না?
13 কিন্তু যারা ঈশ্বর ছাড়া তাদের বিচার করে৷ তাই সেই দুষ্ট ব্যক্তিকে নিজেদের মধ্যে থেকে দূরে সরিয়ে দাও।

অধ্যায় 6

1 তোমাদের মধ্যে কেউ সাহস করে, যার অন্যের বিরুদ্ধে কোনো বিষয় আছে, সে অন্যায়কারীদের সামনে আইনের কাছে যাবে, সাধুদের সামনে নয়?
2 তোমরা কি জানো না যে, সাধুরা জগতের বিচার করবে? এবং যদি পৃথিবীর বিচার তোমার দ্বারা করা হয়, তবে তুমি কি ক্ষুদ্রতম বিষয়ে বিচার করার অযোগ্য?
3 তোমরা কি জান না যে আমরা স্বর্গদূতদের বিচার করব? এই জীবনের সাথে সম্পর্কিত আরও কত কিছু?
4 তাই যদি এই জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলির বিচার আপনার কাছে থাকে, তবে মন্ডলীতে যারা সবচেয়ে কম সম্মানিত তাদের বিচার করার জন্য তাদের নির্ধারণ করুন৷
5 আমি তোমার লজ্জার কথা বলছি। তাই কি তোমাদের মধ্যে জ্ঞানী লোক নেই? না, এমন একজন নয় যে তার ভাইদের মধ্যে বিচার করতে পারবে?
6 কিন্তু ভাই ভাইয়ের সাথে আইনের কাছে যায় এবং তা অবিশ্বাসীদের সামনে৷
7 তাই এখন তোমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ দোষ আছে, কারণ তোমরা একে অপরের সাথে আইন করতে যাচ্ছ৷ কেন

আপনি বরং ভুল গ্রহণ করবেন না? কেন তোমরা বরং নিজেদের প্রতারণার শিকার হও না?
8 না, তোমরা অন্যায় কর এবং প্রতারণা কর এবং তোমাদের ভাইয়েরা।
9 তোমরা কি জান না যে, অধার্মিকরা ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে না? প্রতারিত হবেন না: না ব্যভিচারী, না মূর্তিপূজক, না ব্যভিচারিরা, না পাপী, না মানবজাতির সাথে নিজেদের অপব্যবহারকারী,
10 চোর, লোভী, মাতাল, নিন্দাকারী বা চাঁদাবাজরা ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে না৷
11 আর তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন ছিল: কিন্তু তোমরা ধৌত হয়েছ, কিন্তু পবিত্র হয়েছ, কিন্তু প্রভু যীশুর নামে এবং আমাদের ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা তোমরা ধার্মিক বলে গণ্য হয়েছ৷
12 সব কিছুই আমার কাছে বৈধ, কিন্তু সব কিছুরই সঙ্গতিপূর্ণ নয়: সব কিছু আমার জন্য বৈধ, কিন্তু আমি কারো ক্ষমতার অধীনে আনব না৷
13 পেটের জন্য খাদ্য, এবং পেট মাংসের জন্য; কিন্তু ঈশ্বর এটি এবং তাদের উভয়কেই ধ্বংস করবেন। এখন শরীর ব্যভিচারের জন্য নয়, কিন্তু প্রভুর জন্য; এবং শরীরের জন্য প্রভু.
14 এবং ঈশ্বর উভয়ই প্রভুকে পুনরুত্থিত করেছেন, এবং তাঁর নিজের শক্তিতে আমাদেরও পুনরুত্থিত করবেন৷
15 তোমরা কি জান না যে তোমাদের দেহ খ্রীষ্টের অঙ্গ? তাহলে আমি কি খ্রীষ্টের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে তাদের বেশ্যার অঙ্গ করব? ঈশ্বর না করুন।
16 কি? তোমরা কি জানো না যে একজন বেশ্যার সাথে মিলিত হয় সে এক দেহ? দুই জন্য, তিনি বলেন, এক মাংস হবে.
17 কিন্তু যে প্রভুর সাথে যুক্ত হয় সে এক আত্মা৷
18 ব্যভিচার থেকে পালাও। একজন মানুষ যে সমস্ত পাপ করে তা দেহ ছাড়াই হয়৷ কিন্তু যে ব্যভিচার করে সে তার নিজের শরীরের বিরুদ্ধে পাপ করে৷
19 কি? তোমরা কি জানো না যে, তোমাদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির যা তোমাদের মধ্যে রয়েছে, যা তোমাদের কাছে ঈশ্বরের রয়েছে এবং তোমরা তোমাদের নিজেদের নও?
20 কারণ তোমরা মূল্য দিয়ে কেনা হয়েছ৷ তাই তোমাদের দেহে ও আত্মায় ঈশ্বরকে মহিমান্বিত কর৷

অধ্যায় 7

1 এখন আপনি আমাকে যে বিষয়গুলি লিখেছিলেন সে সম্পর্কে: একজন পুরুষের পক্ষে কোনও মহিলাকে স্পর্শ না করাই ভাল৷
2 তবুও, ব্যভিচার এড়াতে, প্রত্যেক পুরুষের নিজের স্ত্রী থাকুক, এবং প্রত্যেক মহিলার নিজের স্বামী থাকুক।
3 স্বামী স্ত্রীকে প্রাপ্য দয়া করুক এবং একইভাবে স্ত্রীও স্বামীর প্রতি দান করুক৷
4 স্ত্রীর নিজের দেহের ক্ষমতা নেই, কিন্তু স্বামীর আছে৷ একইভাবে স্বামীরও নিজের শরীরের ক্ষমতা নেই, কিন্তু স্ত্রীর৷
5 তোমরা পরস্পরকে ফাঁকি দিও না, সম্মতি ব্যতীত কিছু সময়ের জন্য, যাতে তোমরা উপবাস ও প্রার্থনায় নিজেদেরকে সঁপে দিতে পার৷ এবং আবার একত্রিত হও, যে শয়তান তোমাকে তোমার অসংযমের জন্য প্রলোভিত করবে না।
6কিন্তু আমি একথা আদেশের দ্বারা নয়, অনুমতিক্রমে বলি৷
7 কারণ আমি চাই যে সমস্ত মানুষ আমার মতোই হোক৷ কিন্তু প্রত্যেক মানুষেরই ঈশ্বরের কাছ থেকে তার যথাযথ দান আছে, একের পর এই পদ্ধতিতে, এবং অন্যটির পরে।
8অতএব অবিবাহিত ও বিধবাদের উদ্দেশে আমি বলছি, তারা যদি আমার মতো থাকে তবে তাদের জন্য মঙ্গল৷
9 কিন্তু যদি তারা ধারণ করতে না পারে তবে তাদের বিয়ে করুক, কারণ পোড়ার চেয়ে বিয়ে করা ভাল৷
10 এবং বিবাহিতদের আমি আজ্ঞা করি, তবুও আমি নই, কিন্তু প্রভু, স্ত্রী যেন তার স্বামীর কাছ থেকে দূরে না যায়৷
11 কিন্তু যদি সে চলে যায়, তবে সে অবিবাহিত থাকুক, অথবা তার স্বামীর সাথে মিলিত হোক, এবং স্বামী যেন তার স্ত্রীকে ত্যাগ না করে।
12 কিন্তু বাকিদের জন্য আমি বলছি, প্রভু নয়: যদি কোনো ভাইয়ের এমন স্ত্রী থাকে যে বিশ্বাস করে না এবং সে তার সঙ্গে থাকতে চায়, তবে সে যেন তাকে ত্যাগ না করে৷
13 আর যে স্ত্রীলোকের স্বামী আছে যে বিশ্বাস করে না, এবং যদি সে তার সাথে থাকতে সন্তুষ্ট হয়, সে যেন তাকে ছেড়ে না যায়৷
14 কারণ অবিশ্বাসী স্বামী স্ত্রীর দ্বারা পবিত্র হয়, এবং অবিশ্বাসী স্ত্রী স্বামীর দ্বারা পবিত্র হয়; অন্যথায় তোমাদের সন্তানরা অশুচি হত৷ কিন্তু এখন তারা পবিত্র।
15 কিন্তু অবিশ্বাসী যদি চলে যায়, তবে সে চলে যাক৷ এই ধরনের ক্ষেত্রে একটি ভাই বা বোন দাসত্বের অধীনে নয়: কিন্তু ঈশ্বর আমাদের শান্তিতে আহ্বান করেছেন।
16 কেননা হে স্ত্রী, তুমি কি জানো তোমার স্বামীকে রক্ষা করবে কি না? অথবা হে মানুষ, তুমি কি করে জানলে তুমি তোমার স্ত্রীকে রক্ষা করবে কি না?
17 কিন্তু ঈশ্বর যেমন প্রত্যেককে বণ্টন করেছেন, প্রভু যেমন প্রত্যেককে আহ্বান করেছেন, তেমনি তাকে চলতে দিন। এবং তাই আমি সব গির্জায় আদেশ.
18 কাউকে কি সুন্নত করা হয়েছে? সে যেন সুন্নত না হয়। কোন সুন্নত বলা হয়? তার সুন্নত না হোক।
19 সুন্নত কিছুই নয়, আর সুন্নত না হওয়া কিছুই নয়, কিন্তু ঈশ্বরের আদেশ পালন করা৷
20 প্রত্যেক ব্যক্তি সেই একই আহ্বানে থাকুক, যেখানে তাকে ডাকা হয়েছিল৷
21 তোমাকে কি দাস বলা হয়েছে? এটার জন্য চিন্তা করবেন না: কিন্তু যদি আপনি স্বাধীন করা হয়, বরং এটি ব্যবহার করুন.
22 কারণ দাস হয়ে প্রভুতে যাকে ডাকা হয়েছে, সে প্রভুর মুক্ত ব্যক্তি; একইভাবে যাকে ডাকা হয়েছে, স্বাধীন হয়ে সে খ্রীষ্টের দাস৷
23 তোমরা মূল্য দিয়ে কেনা হও; মানুষের দাস হয়ো না।
24 ভাই ও বোনেরা, প্রত্যেক মানুষ, যেখানে তাকে ডাকা হয়েছে, সেখানেই ঈশ্বরের সঙ্গে থাকুক৷

25 এখন কুমারীদের বিষয়ে আমার প্রভুর কোন আজ্ঞা নেই, তবুও আমি আমার বিচার দিচ্ছি, যে একজন বিশ্বস্ত হওয়ার জন্য প্রভুর করুণা পেয়েছে৷
26 তাই আমি মনে করি যে এটি বর্তমান দুর্দশার জন্য ভাল, আমি বলি, এটি একজন মানুষের পক্ষে ভাল।
27 তুমি কি স্ত্রীর সাথে আবদ্ধ? হারানো না চাও. তুমি কি স্ত্রীর কাছ থেকে মুক্ত হয়েছ? স্ত্রী খুঁজবেন না।
28 কিন্তু এবং যদি আপনি বিয়ে করেন, আপনি পাপ করেন নি; আর যদি কোন কুমারী বিয়ে করে তবে সে পাপ করেনি৷ তথাপি এই লোকেদের দৈহিক সমস্যা হবে: কিন্তু আমি তোমাকে রক্ষা করি।
29 কিন্তু ভাই ও বোনেরা, আমি বলছি, সময় খুব কম৷ যাঁদের স্ত্রী আছে তাদের দুজনেরই যেন কেউ নেই৷
30 আর যারা কাঁদে, তারা যেন কাঁদেনি; এবং যারা আনন্দ করে, তারা যেন আনন্দ করে না; এবং যারা ক্রয় করে, যেন তাদের নেই;
31 এবং যারা এই জগতকে ব্যবহার করে, তারা এটিকে অপব্যবহার করে না, কারণ এই জগতের ফ্যাশন চলে যাচ্ছে৷
32 কিন্তু আমি সতর্কতা ছাড়াই তোমাকে পেতে চাই। যে অবিবাহিত সে প্রভুর বিষয়ের জন্য চিন্তা করে, কিভাবে সে প্রভুকে খুশি করবে:
33 কিন্তু যে বিবাহিত সে দুনিয়ার জিনিসের জন্য চিন্তা করে, কীভাবে সে তার স্ত্রীকে খুশি করবে৷
34 স্ত্রী এবং কুমারীর মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে৷ অবিবাহিত স্ত্রীলোক প্রভুর জিনিসের জন্য চিন্তা করে, যাতে সে দেহে ও আত্মায় পবিত্র হতে পারে, কিন্তু যে বিবাহিত সে তার স্বামীকে কীভাবে খুশি করতে পারে তার জন্য জগতের বিষয়গুলির জন্য চিন্তা করে৷
35 আর আমি তোমার নিজের লাভের জন্যই বলছি; যেন আমি তোমাদের ওপর ফাঁদ ফেলতে পারি তা নয়, বরং যা সুন্দর তার জন্য এবং যাতে তোমরা বিনা বাধায় প্রভুর কাছে উপস্থিত হতে পার৷
36 কিন্তু যদি কেউ মনে করে যে সে তার কুমারীর প্রতি অশোভন আচরণ করছে, যদি সে তার বয়সের ফুল অতিক্রম করে এবং তার প্রয়োজন হয়, তবে তাকে যা ইচ্ছা তাই করতে দাও, সে পাপ করবে না: তাদের বিয়ে করুক।
37 তবুও যে তার হৃদয়ে অটল থাকে, তার কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু তার নিজের ইচ্ছার উপর ক্ষমতা রয়েছে এবং সে তার হৃদয়ে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সে তার কুমারীকে রাখবে, সে ভাল করে৷
38 তাই যে তাকে বিয়ে করে সে ভালই করে৷ কিন্তু যে তাকে বিয়ে করে না সে ভাল করে৷
39 যতদিন তার স্বামী বেঁচে থাকবে ততদিন স্ত্রী আইন দ্বারা আবদ্ধ থাকে; কিন্তু যদি তার স্বামী মারা যায়, তবে সে যাকে ইচ্ছা বিয়ে করতে পারবে; শুধুমাত্র প্রভুর মধ্যে
40 কিন্তু আমার বিচারের পর যদি সে তাই মেনে চলে তবে সে আরও সুখী: এবং আমিও মনে করি যে আমার কাছে ঈশ্বরের আত্মা আছে৷

অধ্যায় 8

1 এখন মূর্তির উদ্দেশে নিবেদন করা স্পর্শকাতর জিনিস, আমরা জানি যে আমাদের সকলেরই জ্ঞান আছে৷ জ্ঞান প্রস্ফুটিত করে, কিন্তু দাতব্য বৃদ্ধি করে।
2 আর কেউ যদি মনে করে যে সে কিছু জানে, তবে সে এখনও কিছুই জানে না, যা তার জানা উচিত৷
3 কিন্তু কেউ যদি ঈশ্বরকে ভালবাসে তবে তার সম্পর্কেও জানা যায়৷
4 তাই মূর্তির উদ্দেশে উৎসর্গ করা জিনিসগুলি খাওয়ার বিষয়ে, আমরা জানি যে মূর্তি জগতে কিছুই নয় এবং এক ছাড়া অন্য কেউ নেই৷
5কারণ স্বর্গে হোক বা পৃথিবীতে যাকে দেবতা বলা হয়, (যেমন অনেক দেবতা এবং অনেক প্রভু আছে)
6 কিন্তু আমাদের কাছে একমাত্র ঈশ্বরই আছেন, পিতা, যাঁর থেকে সব কিছু, আর আমরা তাঁরই মধ্যে৷ এবং এক প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু এবং আমরা তাঁর দ্বারা৷
7 যদিও প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সেই জ্ঞান নেই: কেননা কেউ কেউ এই মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতিমার বিবেক সহ প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করা জিনিস হিসাবে এটি খায়; এবং তাদের বিবেক দুর্বল হওয়ায় কলুষিত হয়।
8 কিন্তু মাংস আমাদের ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে না৷ না, যদি আমরা না খাই, তাহলে আমরা কি খারাপ?
9কিন্তু সাবধান থেকো, যাতে তোমাদের এই স্বাধীনতা দুর্বলদের জন্য হোঁচট খায়।
10 কারণ জ্ঞানসম্পন্ন কেউ যদি তোমাকে মূর্তির মন্দিরে মাংস খেতে বসতে দেখে, তবে দুর্বল তার বিবেক কি প্রতিমার কাছে নিবেদিত জিনিস খেতে সাহস পাবে না৷
11 আর তোমার জ্ঞানের দ্বারা সেই দুর্বল ভাই বিনষ্ট হবে, যার জন্য খ্রীষ্ট মারা গিয়েছিলেন?
12 কিন্তু যখন তোমরা ভাইদের বিরুদ্ধে পাপ কর এবং তাদের দুর্বল বিবেককে আঘাত কর, তখন খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে পাপ কর৷
13 তাই, মাংস যদি আমার ভাইকে অসন্তুষ্ট করে, তবে জগত স্থির থাকা পর্যন্ত আমি কোন মাংস খাব না, পাছে আমি আমার ভাইকে অসন্তুষ্ট করি৷

অধ্যায় 9

1 আমি কি একজন প্রেরিত নই? আমি কি স্বাধীন নই? আমি কি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে দেখিনি? তোমরা কি প্রভুতে আমার কাজ নও?
2 আমি যদি অন্যদের কাছে প্রেরিত না হই, তবুও নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের কাছে; কারণ তোমরা প্রভুতে আমার প্রেরিত হওয়ার সীলমোহর৷
3যারা আমাকে পরীক্ষা করে তাদের কাছে আমার উত্তর এই,
4 আমাদের কি খাওয়া ও পান করার ক্ষমতা নেই?
5 আমরা কি একজন বোন, একজন স্ত্রী, সেইসাথে অন্যান্য প্রেরিতদের এবং প্রভুর ভাই এবং কেফাস সম্পর্কে নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা নেই?
6 অথবা শুধু আমি এবং বার্নাবাস, আমাদের কি কাজ বন্ধ করার ক্ষমতা নেই?

7 কে তার নিজের অভিযোগে যে কোন সময় যুদ্ধে যায়? কে একটি দ্রাক্ষাক্ষেত্র রোপণ করে, এবং তার ফল খায় না? বা ভেড়ার দুধ কে খায় না?
8 আমি একজন মানুষ হিসাবে এসব কথা বলি? নাকি আইনও একই বলে না?
9কারণ মোশির আইনে লেখা আছে, 'যে বলদ শস্য মাড়ায়, তার মুখে মুখ ঠুকবে না।' ঈশ্বর কি গরুর যত্ন নেন?
10 তিনি নাকি আমাদের জন্যই এটা বলছেন? আমাদের জন্য, নিঃসন্দেহে, এটা লেখা হয়েছে: যে চাষ করে সে আশায় চাষ করুক। এবং যে আশায় মাড়াই করে সে যেন তার আশার অংশীদার হয়।
11 আমরা যদি তোমাদের কাছে আধ্যাত্মিক জিনিস বপন করে থাকি, তাহলে কি তোমাদের জাগতিক জিনিস কাটতে হবে?
12 যদি অন্যরা তোমাদের উপর এই ক্ষমতার অংশীদার হয়, তবে আমরা কি তার চেয়ে বেশি নয়? তবুও আমরা এই শক্তি ব্যবহার করিনি; কিন্তু আমরা সব কিছু ভোগ করি, পাছে আমরা খ্রীষ্টের সুসমাচার বাধাগ্রস্ত না হয়.
13 তোমরা কি জানো না যে, যারা পবিত্র জিনিসের পরিচর্যা করে তারা মন্দিরের জিনিস থেকে বেঁচে থাকে? আর যারা বেদীর কাছে অপেক্ষা করে তারা কি বেদীর অংশীদার?
14 এমনিভাবে প্রভু আদেশ করেছেন যে, যারা সুসমাচার প্রচার করে তারা সুসমাচারে বেঁচে থাকুক।
15 কিন্তু আমি এই জিনিসগুলির কোনটিই ব্যবহার করি নি: আমি এই জিনিসগুলি লিখিনি যে আমার প্রতি এমনটি করা উচিত; কারণ যে কেউ আমার গৌরবকে শূন্য করে দেওয়ার চেয়ে আমার মরে যাওয়াই ভাল ছিল।
16 কারণ আমি সুসমাচার প্রচার করলেও আমার কাছে গৌরব করার কিছু নেই, কারণ আমার উপর প্রয়োজনীয়তা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে৷ হ্যাঁ, আমি যদি সুসমাচার প্রচার না করি তবে ধিক্ আমার!
17 কারণ আমি যদি এই কাজটি স্বেচ্ছায় করি, তবে আমার একটি পুরস্কার আছে: কিন্তু যদি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, সুসমাচারের ব্যবস্থা আমাকে দেওয়া হয়।
18 তাহলে আমার পুরস্কার কি? সত্যই, যখন আমি সুসমাচার প্রচার করি, তখন আমি বিনা দোষে খ্রীষ্টের সুসমাচার করতে পারি, যাতে আমি সুসমাচারে আমার ক্ষমতার অপব্যবহার না করি।
19 আমি যদিও সকল মানুষের থেকে মুক্ত, তবুও আমি নিজেকে সকলের দাস করেছি, যাতে আমি আরও বেশি লাভ করতে পারি।
20 এবং ইহুদীদের কাছে আমি ইহুদী হয়েছিলাম, যাতে আমি ইহুদীদের লাভ করতে পারি; যাঁরা বিধি-ব্যবস্থার অধীন, সেইরূপ বিধি-ব্যবস্থার অধীন, যেন আমি বিধি-ব্যবস্থার অধীন তাহাদিগকে লাভ করিতে পারি।
21 যাঁরা বিধি-ব্যবস্থা বিহীন, তাদের কাছে বিধি-বিধানহীন, (ঈশ্বরের কাছে বিধি-ব্যবস্থা ছাড়া নয়, কিন্তু খ্রীষ্টের কাছে বিধি-ব্যবস্থার অধীনে) যাতে আমি তাদের লাভ করতে পারি যাঁরা বিধি-বিধানহীন।
22 দুর্বলদের কাছে আমি দুর্বল হয়েছি, যাতে আমি দুর্বলদের লাভ করতে পারি: আমি সমস্ত মানুষের জন্য সমস্ত কিছু তৈরি করেছি, যাতে আমি সর্বোপরি কাউকে বাঁচাতে পারি।
23 আর আমি সুসমাচারের জন্যই এটা করছি, যাতে আমি তোমাদের সঙ্গে এর অংশীদার হতে পারি।
24 তোমরা কি জানো না যে যারা দৌড়ে দৌড়ায় তারা সবাই দৌড়ায়, কিন্তু একজনই পুরস্কার পায়? তাই দৌড়াও, যাতে তোমরা পেতে পার।
25 আর প্রত্যেক ব্যক্তি যে আয়ত্তের জন্য চেষ্টা করে সে সব বিষয়েই নাতিশীতোষ্ণ। এখন তারা এটা করে নষ্ট মুকুট পাওয়ার জন্য; কিন্তু আমরা একটি অক্ষয়.
26 আমি তাই দৌড়াচ্ছি, অনিশ্চিতভাবে নয়; তাই আমি যুদ্ধ করি, এমন একজনের মতো নয় যে বাতাসে আঘাত করে।
27 কিন্তু আমি আমার দেহের নীচে রাখি এবং বশীভূত করি: পাছে অন্যদের কাছে প্রচার করার সময় আমি নিজেই বিতাড়িত হই।

অধ্যায় 10

1 তাছাড়া, ভাই ও বোনেরা, আমি চাই না যে, তোমরা অজ্ঞ থাকো যে, আমাদের সমস্ত পূর্বপুরুষরা মেঘের নীচে ছিলেন এবং সকলেই সমুদ্রের মধ্য দিয়ে গিয়েছে৷
2 আর সকলেই মেঘে ও সমুদ্রে মোশির কাছে বাপ্তিস্ম নিল।
3 এবং সবাই একই আধ্যাত্মিক মাংস খেয়েছিল;
4 এবং সবাই একই আধ্যাত্মিক পানীয় পান করেছিল: কারণ তারা সেই আধ্যাত্মিক শিলা থেকে পান করেছিল যে তাদের অনুসরণ করেছিল: এবং সেই শিলাটি ছিলেন খ্রীষ্ট।
5 কিন্তু তাদের অনেকের প্রতি ঈশ্বর সন্তুষ্ট ছিলেন না, কারণ তারা মরুভূমিতে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।
6এখন এই বিষয়গুলি আমাদের উদাহরণ ছিল, আমরা যেন মন্দ জিনিসের প্রতি কামনা না করি, যেমন তারা কামনা করেছিল।
7 তোমরা মূর্তিপূজক হয়ো না, যেমন তাদের মধ্যে কেউ ছিল; শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে, 'লোকেরা খেতে বসল আর খেলতে উঠল।'
8 আমরাও যেন ব্যভিচার করি না, যেমন তাদের মধ্যে কেউ কেউ করেছিল, এবং একদিনে তেইশ হাজার মারা গিয়েছিল।
9 আমরাও যেন খ্রীষ্টকে প্রলোভিত না করি, যেমন তাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রলোভিত হয়েছিল এবং সাপের দ্বারা ধ্বংস হয়েছিল।
10 তোমরাও বচসা করো না, যেমন তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিড়বিড় করেছিল এবং ধ্বংসকারীর কাছ থেকে ধ্বংস হয়েছিল।
11 এখন এই সমস্ত ঘটনা তাদের কাছে নমুনার জন্য ঘটেছে: এবং সেগুলি আমাদের উপদেশের জন্য লেখা হয়েছে, যাঁদের উপর জগতের শেষ এসেছে৷
12 সেইজন্য যে মনে করে যে সে দাঁড়িয়ে আছে সে সতর্ক থাকুক পাছে সে পড়ে না যায়।
13 এমন কোন প্রলোভন আপনাকে নিয়ে যায় নি যা মানুষের কাছে সাধারণ; কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বস্ত, তিনি আপনার সামর্থ্যের চেয়ে বেশি প্রলোভনে পড়তে দেবেন না; কিন্তু প্রলোভনের সঙ্গে পালাবার পথও তৈরি করবে, যাতে তোমরা তা সহ্য করতে পার।
14 অতএব, আমার প্রিয়তম, মূর্তিপূজা থেকে পলায়ন কর।

15 আমি জ্ঞানী লোকদের মত কথা বলি; আমি যা বলি তা বিচার কর।
16 যে আশীর্বাদের পানপাত্রে আমরা আশীর্বাদ করি, তা কি খ্রীষ্টের রক্তের মিলন নয়? যে রুটি আমরা ভাঙি, তা কি খ্রীষ্টের দেহের মিলন নয়?
17 কারণ আমরা অনেকগুলি হল একটি রুটি এবং একটি দেহ৷ আমরা সবাই সেই একটি রুটির অংশীদার৷
18দেখ, মাংসের পিছনে ইস্রায়েল, যারা বলি খায় তারা কি বেদীর অংশীদার নয়?
19 তাহলে আমি কি বলব? যে মূর্তি কোন জিনিস, বা প্রতিমা যা বলি দেওয়া হয় তা কোন জিনিস?
20 কিন্তু আমি বলি, অইহুদীরা যা বলি দেয়, তা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নয়, শয়তানের উদ্দেশ্যেই উৎসর্গ করে৷
21 তোমরা প্রভুর পেয়ালা এবং শয়তানের পেয়ালা পান করতে পারবে না: তোমরা প্রভুর টেবিলের এবং শয়তানের টেবিলের অংশীদার হতে পারবে না৷
22 আমরা কি প্রভুকে ঈর্ষান্বিত করি? আমরা কি তার চেয়ে শক্তিশালী?
23 সব কিছুই আমার জন্য বৈধ, কিন্তু সমস্ত জিনিসই সমীচীন নয়: সবই আমার জন্য বৈধ, কিন্তু সব কিছু তৈরি করে না৷
24 কেউ যেন নিজের ধন-সম্পদের খোঁজ না করে।
25 বিবেকের দোহাই দিয়ে যা কিছু বিক্রি হয়, তা খায়, কোন প্রশ্ন না করে।
26 কারণ পৃথিবী প্রভুর এবং তার পূর্ণতা।
27 যারা বিশ্বাস করে না তাদের মধ্যে কেউ যদি আপনাকে একটি ভোজে নিমন্ত্রণ করে এবং আপনি যেতে চান; যা কিছু তোমার সামনে রাখা হয়েছে, খাও, বিবেকের জন্য কোন প্রশ্ন করো না।
28কিন্তু যদি কেউ তোমাকে বলে, এটা প্রতিমার উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়, তবে যে এটা দেখিয়েছে তার জন্য এবং বিবেকের জন্য খাও না, কারণ পৃথিবী প্রভুর এবং তার পূর্ণতা৷
29 বিবেক, আমি বলি, আপনার নিজের নয়, অন্যের বিবেক, কেন আমার স্বাধীনতা অন্যের বিবেক থেকে বিচার করা হয়?
30 কারণ আমি যদি অনুগ্রহে অংশীদার হই, তবে আমি যে জন্য ধন্যবাদ জানাই তার জন্য কেন আমাকে খারাপ বলা হবে?
31 তাই তোমরা খাও বা পান কর বা যা কিছু কর না কেন, সবই ঈশ্বরের মহিমার জন্য কর৷
32 ইহুদীদের, অইহুদীদের বা ঈশ্বরের মন্ডলীকেও অপরাধ দিও না৷
33 আমি যেমন সব বিষয়ে সকলকে সন্তুষ্ট করি, আমার নিজের লাভ নয়, বরং অনেকের লাভ চাই, যাতে তারা উদ্ধার পায়।

অধ্যায় 11

1 তোমরা আমার অনুগামী হও, যেমন আমি খ্রীষ্টের অনুসারী।
2 ভাই ও বোনেরা, এখন আমি তোমাদের প্রশংসা করছি যে, তোমরা সব বিষয়ে আমাকে স্মরণ কর এবং বিধি-বিধান পালন কর, যেমন আমি তোমাদের হাতে তুলে দিয়েছিলাম৷
3কিন্তু আমি তোমাদের জানাতে চাই, প্রত্যেক মানুষের মস্তক হলেন খ্রীষ্ট৷ আর নারীর মাথা হল পুরুষ; এবং খ্রীষ্টের মাথা ঈশ্বর।
4 যে কেউ মাথা ঢেকে প্রার্থনা করে বা ভাববাণী করে, সে তার মাথার অসম্মান করে।
5 কিন্তু প্রত্যেক নারী যে মাথা না ঢেকে প্রার্থনা করে বা ভবিষ্যদ্বাণী করে, সে তার মাথার অসম্মান করে, কারণ সে সবই যেন সে কামানো হয়েছে।
6 কারণ যদি স্ত্রীলোকটি ঢেকে না থাকে, তবে তাকেও ছেঁটে ফেলা হোক; কিন্তু যদি একজন মহিলার ছেঁটে ফেলা বা কামানো লজ্জাজনক হয়, তবে তাকে ঢেকে দেওয়া হোক৷
7 কারণ একজন পুরুষের তার মাথা ঢেকে রাখা উচিত নয়, কারণ সে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ও মহিমা; কিন্তু নারী হল পুরুষের মহিমা৷
8 কারণ পুরুষ নারীর নয়; কিন্তু পুরুষের নারী।
9 পুরুষকেও নারীর জন্য সৃষ্টি করা হয়নি; কিন্তু নারী পুরুষের জন্য।
10 এই কারণে স্বর্গদূতদের জন্য মহিলার তার মাথায় ক্ষমতা থাকা উচিত৷
11 তবুও প্রভুতে পুরুষ ছাড়া নারীও নয়, পুরুষ ছাড়া নারীও নয়।
12 কারণ নারী যেমন পুরুষের, তেমনি পুরুষও নারীর মধ্য থেকে; কিন্তু সব কিছু ঈশ্বরের।
13 নিজের মধ্যে বিচার করুন: এটা কি সুন্দর যে একজন মহিলা ঈশ্বরের কাছে অনাবৃত প্রার্থনা করেন?
14 প্রকৃতি নিজেও কি আপনাকে শিক্ষা দেয় না যে, যদি একজন মানুষের লম্বা চুল থাকে তবে তা তার কাছে লজ্জাজনক?
15কিন্তু যদি কোন স্ত্রীলোকের লম্বা চুল থাকে তবে তা তার জন্য গৌরবের বিষয়, কারণ তার চুল তাকে আচ্ছাদনের জন্য দেওয়া হয়েছে৷
16কিন্তু কেউ যদি বিতর্কিত বলে মনে হয়, তবে আমাদের এমন কোন রীতি নেই, ঈশ্বরের মণ্ডলীতেও নেই৷
17 এখন আমি তোমাদের কাছে যে ঘোষণা করছি তাতে আমি তোমাদের প্রশংসা করি না, যে তোমরা ভালোর জন্য নয়, বরং খারাপের জন্য একত্রিত হও৷
18 কারণ প্রথমত, যখন তোমরা মণ্ডলীতে একত্র হও, তখন আমি শুনি যে তোমাদের মধ্যে বিভেদ রয়েছে৷ এবং আমি আংশিকভাবে এটা বিশ্বাস করি।
19 কারণ তোমাদের মধ্যেও বিদ্রোহ থাকতে হবে, য়েন তোমাদের মধ্যে যা অনুমোদিত তা প্রকাশ পায়৷
20 তাই যখন তোমরা এক জায়গায় একত্র হবে, তখন প্রভুর ভোজ খাওয়া যাবে না৷
21 কারণ খাওয়ার সময় প্রত্যেকে তার নিজের নৈশভোজের আগে নেয়; আর একজন ক্ষুধার্ত, আর একজন মাতাল হয়৷
22 কি? তোমাদের কি খাওয়া-দাওয়ার জন্য ঘর নেই? নাকি তোমরা ঈশ্বরের মণ্ডলীকে ঘৃণা কর এবং যাদের নেই তাদের লজ্জা কর? আমি তোমাকে কি বলব? আমি কি

এতে তোমার প্রশংসা করব? আমি তোমার প্রশংসা করি না।
23 কারণ আমি প্রভুর কাছ থেকে তা পেয়েছি যা আমি তোমাদের কাছেও দিয়েছিলাম, যে রাতে প্রভু যীশুকে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই রাতেই তিনি রুটি নিয়েছিলেন৷
24 আর ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি তা ভেঙ্গে বললেন, নাও, খাও, এটা আমার দেহ, যা তোমার জন্য ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে: আমার স্মরণে এটা কর।
25 একইভাবে খাবার খাওয়ার পর তিনি পানপাত্রটি নিয়ে বললেন, এই পানপাত্রটি আমার রক্তের নতুন নিয়ম৷ তোমরা যতবার পান কর, আমার স্মরণে এটি কর৷
26 কারণ যতবার তোমরা এই রুটি খাও এবং এই পেয়ালা পান কর, ততবার প্রভুর মৃত্যু তিনি না আসা পর্যন্ত দেখান৷
27 সেইজন্য যে কেউ এই রুটি খাবে এবং প্রভুর এই পেয়ালাটি অযোগ্যভাবে পান করবে, সে প্রভুর দেহ ও রক্তের জন্য দোষী হবে৷
28 কিন্তু একজন মানুষ নিজেকে পরীক্ষা করুক, আর তাই সে সেই রুটি খাবে এবং সেই পেয়ালা থেকে পান করুক৷
29 কারণ যে খায় ও পান করে অযোগ্য, সে খায় ও পান করে নিজের জন্য অভিশাপ, প্রভুর দেহকে না বুঝে।
30 এই কারণে তোমাদের মধ্যে অনেকেই দুর্বল ও অসুস্থ এবং অনেকে ঘুমিয়ে পড়েছে৷
31 কারণ আমরা যদি নিজেদের বিচার করতে চাই তবে আমাদের বিচার করা উচিত নয়৷
32 কিন্তু যখন আমাদের বিচার করা হয়, তখন প্রভুর কাছ থেকে আমাদের শায়েস্তা করা হয়, যাতে জগতের সঙ্গে আমাদের নিন্দা করা না হয়৷
33 সেইজন্য, আমার ভাইয়েরা, তোমরা যখন খেতে একত্র হও, তখন একে অপরের জন্য থেকো৷
34 আর যদি কেউ ক্ষুধার্ত হয়, তবে সে বাড়িতে খেতে দাও; যাতে তোমরা নিন্দার জন্য একত্র না হও৷ আর বাকিটা আমি এসে ঠিক করে দেব।

অধ্যায় 12

1 ভাই ও বোনেরা, আধ্যাত্মিক দান সম্বন্ধে এখন আমি তোমাদের অজ্ঞ রাখতে চাই না৷
2 তোমরা জানো যে তোমরা অইহুদী ছিলে, এই বোবা মূর্তির কাছে নিয়ে গিয়েছিল, যেমন তোমাদের পরিচালিত হয়েছিল৷
3 সেইজন্য আমি তোমাদের বুঝতে দিচ্ছি যে, ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা কথা বলে কেউ যীশুকে অভিশপ্ত বলে না৷ আর কেউ বলতে পারে না যে যীশুই প্রভু, কিন্তু পবিত্র আত্মার দ্বারা৷
4 এখন বিভিন্ন ধরনের উপহার আছে, কিন্তু একই আত্মা৷
5 এবং প্রশাসনের পার্থক্য আছে, কিন্তু একই প্রভু।
6 এবং ক্রিয়াকলাপের বিভিন্নতা রয়েছে, কিন্তু এটি একই ঈশ্বর যিনি সব কিছুতে কাজ করেন৷
7 কিন্তু আত্মার প্রকাশ প্রত্যেক মানুষকে লাভের জন্য দেওয়া হয়েছে৷
8 কারণ আত্মা দ্বারা একজনকে জ্ঞানের বাণী দেওয়া হয়৷ একই আত্মার দ্বারা অন্যকে জ্ঞানের বাণী;
9 একই আত্মার দ্বারা অন্য বিশ্বাস; একই আত্মা দ্বারা আরোগ্যের উপহার অন্যদের;
10 অন্যের কাছে অলৌকিক কাজ; অন্য একটি ভবিষ্যদ্বাণী; আত্মার অন্য বিচক্ষণতার কাছে; অন্য বিভিন্ন ধরণের জিভের কাছে; অন্যের কাছে ভাষার ব্যাখ্যা:
11 কিন্তু এই সমস্ত কাজ করে সেই এক এবং একই আত্মা, প্রত্যেক মানুষকে তার ইচ্ছামত আলাদা করে ভাগ করে৷
12 কারণ দেহ যেমন এক, এবং তার অনেকগুলি অঙ্গ রয়েছে, এবং সেই এক দেহের সমস্ত অঙ্গ, বহু হওয়া সত্ত্বেও, একই দেহ, খ্রীষ্টও তাই৷
13 কারণ আমরা সকলেই এক আত্মায় বাপ্তাইজিত হয়ে এক দেহে পরিণত হই, আমরা ইহুদি বা অইহুদী হই, দাস হই বা স্বাধীন হই; এবং সকলকে এক আত্মায় পান করানো হয়েছে৷
14কারণ দেহের একটি অঙ্গ নয়, বহু অঙ্গ৷
15 পা যদি বলে, আমি হাত নই, তাই আমি শরীরের নই৷ তাই এটা কি শরীরের নয়?
16 আর কান যদি বলে, 'আমি চোখ নই, তাই আমি দেহের নই৷' তাই এটা কি শরীরের নয়?
17 সমস্ত শরীর যদি চোখ হত, তবে শ্রবণশক্তি কোথায় থাকত? পুরোটা শুনলে গন্ধ কোথায় ছিল?
18 কিন্তু এখন ঈশ্বর তাদের প্রত্যেকটি অঙ্গকে দেহে স্থাপন করেছেন, যেমন তিনি তাঁর সন্তুষ্টি করেছেন৷
19 আর যদি তারা সবাই এক অঙ্গ হত, তবে দেহ কোথায় থাকত?
20 কিন্তু এখন তারা অনেক অঙ্গ, কিন্তু একটি দেহ৷
21 আর চোখ হাতকে বলতে পারে না, আমার তোমার প্রয়োজন নেই; আবার মাথার কাছে পায়ের কাছেও বলতে পারে না, তোমার প্রয়োজন নেই৷
22 বরং, শরীরের যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বেশি দুর্বল বলে মনে হয়, সেগুলোর অনেক বেশি প্রয়োজন।
23 আর দেহের যে সকল অঙ্গকে আমরা কম সম্মানজনক মনে করি, সেগুলিকেই আমরা অধিকতর সম্মান দান করি; এবং আমাদের অপ্রীতিকর অংশগুলিতে আরও প্রচুর সুন্দরতা রয়েছে।
24 কারণ আমাদের সুন্দর অঙ্গগুলির কোন প্রয়োজন নেই; কিন্তু ঈশ্বর দেহকে একত্রিত করেছেন, যে অংশের অভাব ছিল তাকে আরও প্রচুর সম্মান দিয়েছেন৷
25 দেহে যেন কোন বিভেদ না থাকে; কিন্তু সদস্যদের একে অপরের জন্য একই যত্ন থাকা উচিত।
26 আর একটি অঙ্গের কষ্ট হোক না কেন, তার সঙ্গে সমস্ত অঙ্গই কষ্ট পাবে৷ অথবা একজন সদস্যকে সম্মানিত করা হবে, এতে সকল সদস্য আনন্দিত হবেন।
27 এখন তোমরা খ্রীষ্টের দেহ এবং বিশেষভাবে অঙ্গ৷
28 এবং ঈশ্বর গির্জার মধ্যে কয়েকজনকে, প্রথম প্রেরিত, দ্বিতীয়ত নবী, তৃতীয়ত শিক্ষক, তারপর অলৌকিক কাজ, তারপর নিরাময়, সাহায্য, সরকার, বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন উপহার।
29 সবাই কি প্রেরিত? সবাই কি নবী? সবাই কি শিক্ষক? সবাই কি অলৌকিক কাজ করে?
30 নিরাময় সব উপহার আছে? সবাই কি জিভ দিয়ে কথা বলে? সব কি ব্যাখ্যা?

31 কিন্তু সর্বোত্তম উপহারের জন্য আন্তরিকভাবে লোভ কর, তবুও আমি তোমাদেরকে আরও চমৎকার একটি পথ দেখাই৷

অধ্যায় 13

1যদিও আমি মানুষের ও ফেরেশতাদের জিভ দিয়ে কথা বলি, এবং আমার দান-খয়রাত নেই, তবুও আমি ধ্বনিত পিতলের মতো বা ঝিকঝিক করা করতালের মতো হয়েছি৷
2 যদিও আমার কাছে ভবিষ্যদ্বাণী করার দান আছে এবং আমি সমস্ত রহস্য এবং সমস্ত জ্ঞান বুঝতে পারি; এবং যদিও আমার সমস্ত বিশ্বাস আছে, যাতে আমি পাহাড় অপসারণ করতে পারি, এবং দান না করি, আমি কিছুই নই।
3 এবং যদিও আমি আমার সমস্ত জিনিস দরিদ্রদের খাওয়ানোর জন্য দান করি, এবং যদিও আমি আমার দেহকে পোড়ানোর জন্য দান করি এবং দান না করি, তাতে আমার কোন লাভ হয় না।
4 দাতব্য দীর্ঘ কষ্ট পায়, এবং দয়ালু হয়; দাতব্য envieth না; দাতব্য নিজেকে মুগ্ধ করে না, ফুলে যায় না,
5 নিজেকে অশোভন আচরণ করে না, নিজের খোঁজ করে না, সহজে প্ররোচিত হয় না, মন্দ মনে করে না;
6 অন্যায়ে আনন্দিত হয় না, কিন্তু সত্যে আনন্দিত হয়;
7 সব কিছু বহন করে, সব কিছু বিশ্বাস করে, সব কিছু আশা করে, সব কিছু সহ্য করে।
8 দাতব্য কখনও ব্যর্থ হয় না: কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী আছে কি না, তারা ব্যর্থ হবে; জিভ থাকুক না কেন, তা বন্ধ হয়ে যাবে; জ্ঞান থাকুক না কেন, তা দূর হয়ে যাবে।
9 কেননা আমরা আংশিক জানি এবং আংশিক ভবিষ্যদ্বাণী করি৷
10 কিন্তু যা সিদ্ধ তা যখন আসবে, তখন যা কিছু আছে তা শেষ হয়ে যাবে৷
11 আমি যখন শিশু ছিলাম, আমি শিশুর মতো কথা বলতাম, আমি শিশুর মতো বুঝতাম, আমি শিশুর মতো ভাবতাম: কিন্তু যখন আমি একজন মানুষ হলাম, তখন আমি শিশুসুলভ জিনিসগুলি বাদ দিয়েছিলাম।
12 আপাতত আমরা একটি কাচের মধ্য দিয়ে দেখি, অন্ধকারে; কিন্তু তারপর মুখোমুখি: এখন আমি কিছুটা জানি; কিন্তু তখন আমি যেমন জানি তেমনি জানি।
13 এবং এখন বিশ্বাস, আশা, দাতব্য, এই তিনটিই থাকে; কিন্তু এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল দাতব্য।

অধ্যায় 14

1 দাতব্যের অনুসরণ কর, এবং আধ্যাত্মিক দান কামনা কর, বরং তোমরা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পার৷
2 কারণ যে অচেনা ভাষায় কথা বলে সে মানুষের সাথে কথা বলে না, কিন্তু ঈশ্বরের সাথে কথা বলে, কারণ কেউ তাকে বোঝে না৷ কিন্তু আত্মায় সে রহস্যের কথা বলে৷
3 কিন্তু যে ভবিষ্যদ্বাণী করে সে মানুষের কাছে উন্নতি, উপদেশ ও সান্ত্বনার কথা বলে৷
4 যে অপরিচিত ভাষায় কথা বলে সে নিজেকে উন্নত করে; কিন্তু যে ভবিষ্যদ্বাণী করে সে মণ্ডলীকে উন্নত করে৷
5 আমি চাই যে তোমরা সকলে বিভিন্ন ভাষায় কথা বল, বরং তোমরা ভবিষ্যদ্বাণী কর; কারণ যে ব্যক্তি অন্য ভাষায় কথা বলে, তার চেয়ে যে ভাববাণী করে সে মহান, সে ব্যাখ্যা না করে, যাতে মন্ডলীর উন্নতি হয়৷
6 এখন ভাই ও বোনেরা, আমি যদি তোমাদের কাছে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে আসি, তবে আমি তোমাদের সাথে কি উদ্ঘাটন, বা জ্ঞান, বা ভবিষ্যদ্বাণী বা মতবাদের মাধ্যমে কথা বলব?
7 আর প্রাণহীন জিনিসগুলিও ধ্বনি দেয়, তা নল হোক বা বীণা, যদি তারা ধ্বনির মধ্যে পার্থক্য না করে, তবে কী করে তা জানা যাবে যে কী বাজে বা বীণা?
8 কারণ শিঙা যদি অনিশ্চিত শব্দ দেয়, তবে কে নিজেকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করবে?
9 একইভাবে, তোমরা যদি সহজে বোঝা যায় এমন জিভ দিয়ে কথা না উচ্চারণ কর, তবে যা বলা হয়েছে তা কীভাবে জানা যাবে? কারণ তোমরা বাতাসে কথা বলবে৷
10 এমনও হতে পারে, পৃথিবীতে অনেক ধরনের কণ্ঠস্বর আছে, এবং তাদের কোনটিই তাৎপর্যহীন নয়।
11 তাই যদি আমি কণ্ঠের অর্থ না জানি, তবে যে কথা বলে তার কাছে আমি অসভ্য হব এবং যে কথা বলে সে আমার কাছে অসভ্য হবে৷
12 তেমনি তোমরাও, যেহেতু তোমরা আধ্যাত্মিক দানের জন্য উদ্যমী, তাই চাও যাতে তোমরা গির্জার উন্নয়নে উৎকৃষ্ট হতে পার৷
13 সেইজন্য যে অচেনা ভাষায় কথা বলে সে প্রার্থনা করুক যেন সে ব্যাখ্যা করতে পারে৷
14কারণ আমি যদি অজানা ভাষায় প্রার্থনা করি, তবে আমার আত্মা প্রার্থনা করে, কিন্তু আমার বুদ্ধি নিষ্ফল হয়৷
15 তাহলে এটা কি? আমি আত্মার সাথে প্রার্থনা করব, এবং আমি বুদ্ধির সাথেও প্রার্থনা করব: আমি আত্মার সাথে গান করব এবং আমি বোধের সাথেও গান করব৷
16 অন্যথায় আপনি যখন আত্মা দিয়ে আশীর্বাদ করবেন, তখন যিনি অশিক্ষিতের ঘরে বসে আছেন তিনি কীভাবে আপনার ধন্যবাদ জানাতে আমেন বলবেন, কারণ তিনি আপনি যা বলছেন তা বুঝতে পারছেন না?
17 কারণ আপনি সত্যই ভাল ধন্যবাদ দেন, কিন্তু অন্যটি উন্নত হয় না৷
18 আমি আমার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই, আমি তোমাদের সকলের চেয়ে বেশি ভাষায় কথা বলি৷
19 তবুও মন্ডলীতে আমি আমার বোধগম্যতার সাথে পাঁচটি কথা বলেছিলাম, যেন আমার কণ্ঠে আমি অন্যদেরকেও শিক্ষা দিতে পারি, অজানা ভাষায় দশ হাজার কথা বলার চেয়ে।
20 ভাই ও বোনেরা, বুদ্ধিতে শিশু হয়ো না, কিন্তু দ্বেষের ক্ষেত্রে তোমরা শিশু হও, কিন্তু বুদ্ধিতে পুরুষ হও৷
21 বিধি-ব্যবস্থায় লেখা আছে, 'আমি এই লোকদের সঙ্গে অন্য ভাষা ও অন্য ঠোঁটে কথা বলব৷ কিন্তু তবুও তারা আমার কথা শুনবে না, প্রভু বলেন।
22 তাই যারা বিশ্বাস করে তাদের জন্য নয়, যারা বিশ্বাস করে না তাদের জন্য জিহ্বা একটি চিহ্নের জন্য; কিন্তু যারা বিশ্বাস করে না তাদের জন্য ভাববাণী নয়, কিন্তু যারা বিশ্বাস করে তাদের জন্য।

23 তাই যদি সমস্ত মণ্ডলী এক জায়গায় জড়ো হয়, এবং সকলে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে, এবং সেখানে যারা অশিক্ষিত বা অবিশ্বাসী আসে, তারা কি বলবে না যে তোমরা পাগল?
24কিন্তু যদি সকলে ভাববাণী করে, আর এমন একজন আসে যে বিশ্বাস করে না বা কেউ অশিক্ষিত, সে সকলের প্রতি বিশ্বাসী হয়, সে সকলের বিচার হয়৷
25 আর এইভাবে তাঁর অন্তরের গোপন কথা প্রকাশিত হয়েছে; এবং তাই মুখের উপর উপুড় হয়ে তিনি ঈশ্বরের উপাসনা করবেন এবং জানাবেন যে ঈশ্বর আপনার মধ্যে আছেন।
26 তাহলে ভাইয়েরা কেমন হল? যখন তোমরা একত্র হবে, তোমাদের প্রত্যেকেরই একটি গীত আছে, একটি মতবাদ আছে, একটি জিহ্বা আছে, একটি উদ্ঘাটন আছে, একটি ব্যাখ্যা আছে৷ সব কিছু edifying প্রতি সম্পন্ন করা যাক.
27 যদি কেউ অপরিচিত ভাষায় কথা বলে, তবে তা দু'জন বা সর্বাধিক তিনজন করে, এবং অবশ্যই; এবং একজনকে ব্যাখ্যা করতে দিন।
28 কিন্তু যদি কোন দোভাষী না থাকে, তবে সে মন্ডলীতে নীরব থাকুক; এবং সে নিজের সাথে এবং ঈশ্বরের সাথে কথা বলুক৷
29 ভাববাদীরা দু-তিনটি কথা বলুক আর অন্যরা বিচার করুক৷
30 যদি পাশে বসে থাকা অন্যের কাছে কিছু প্রকাশ পায়, তবে প্রথমটি শান্ত থাকুক।
31 কেননা তোমরা সবাই একে একে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পার, যাতে সকলে শিখতে পারে এবং সকলে সান্ত্বনা লাভ করতে পারে৷
32 আর ভাববাদীদের আত্মা ভাববাদীদের অধীন৷
33 কারণ ঈশ্বর বিভ্রান্তির রচয়িতা নন, কিন্তু শান্তির রচয়িতা, যেমন সাধুদের সমস্ত মণ্ডলীতে হয়৷
34 তোমাদের মহিলারা মন্ডলীতে চুপ থাকুক, কারণ তাদের কথা বলার অনুমতি নেই৷ কিন্তু তাদের বাধ্য হতে আদেশ করা হয়েছে, যেমন আইন বলে৷
35 আর যদি তারা কিছু শিখতে চায়, তবে তারা তাদের স্বামীদের বাড়িতে জিজ্ঞাসা করুক, কারণ মন্ডলীতে কথা বলা মহিলাদের জন্য লজ্জাজনক৷
36 কি? আপনার কাছ থেকে ঈশ্বরের বাণী এসেছে? নাকি শুধু তোমার কাছেই এসেছে?
37 যদি কেউ নিজেকে ভাববাদী বা আধ্যাত্মিক বলে মনে করে, তবে সে স্বীকার করুক যে আমি তোমাদের কাছে যা লিখছি তা প্রভুর আদেশ৷
38 কিন্তু কেউ যদি অজ্ঞ হয়, তবে সে অজ্ঞই থাকুক৷
39 সেইজন্য, ভাই ও বোনেরা, ভাববাণী করতে লোভ কর, আর জিভ দিয়ে কথা বলতে নিষেধ কর৷
40 সব কিছু শালীনভাবে এবং সুশৃঙ্খলভাবে করা হোক।

অধ্যায় 15

1 তাছাড়া, ভাই ও বোনেরা, আমি তোমাদের কাছে সেই সুসমাচার ঘোষণা করছি যা আমি তোমাদের কাছে প্রচার করেছি, যা তোমরা গ্রহণও করেছ এবং যেখানে তোমরা দাঁড়িয়েছ৷
2 এর দ্বারাও তোমরা পরিত্রাণ পাও, যদি আমি তোমাদের কাছে যা প্রচার করেছি তা যদি তোমরা স্মরণে রাখ, যদি না তোমরা বৃথা বিশ্বাস না কর৷
3 কারণ আমিও যা পেয়েছি তা আমি প্রথমে তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলাম, শাস্ত্র অনুসারে খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য মারা গিয়েছিলেন৷
4 এবং তাকে কবর দেওয়া হয়েছিল, এবং শাস্ত্র অনুসারে তৃতীয় দিনে তিনি পুনরুত্থিত হলেন:
5 আর সেই বারোজনের মধ্যে কেফাসকে দেখা গেল৷
6 এর পরে, তাকে একবারে পাঁচশত ভাইয়ের মধ্যে দেখা গেল; যাদের মধ্যে বৃহত্তর অংশ এই বর্তমান পর্যন্ত রয়ে গেছে, কিন্তু কেউ কেউ ঘুমিয়ে পড়েছে।
7 এর পরে, জেমসকে দেখা গেল; তারপর সমস্ত প্রেরিতদের মধ্যে।
8 এবং সবশেষে তিনি আমার কাছেও দেখা গেলেন, যথাসময়ে জন্ম নেওয়া একজনের মতো৷
9 আমি প্রেরিতদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট, যাকে প্রেরিত বলা যায় না, কারণ আমি ঈশ্বরের মণ্ডলীকে তাড়না করেছি৷
10 কিন্তু ঈশ্বরের রহমতে আমি যা আছি তা-ই, এবং আমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বৃথা যায়নি৷ কিন্তু আমি তাদের সকলের চেয়ে অনেক বেশি পরিশ্রম করেছি, তবুও আমি নই, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমার সাথে ছিল৷
11 তাই আমি বা তারা, আমরা তাই প্রচার করি, আর তোমরা বিশ্বাস করেছ৷
12 এখন যদি প্রচার করা হয় যে খ্রীষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন, তবে তোমাদের মধ্যে কেউ কি করে বলে যে মৃতদের পুনরুত্থান নেই?
13 কিন্তু মৃতদের পুনরুত্থান না হলে খ্রীষ্ট কি পুনরুত্থিত হন না৷
14 আর যদি খ্রীষ্ট পুনরুত্থিত না হন, তবে আমাদের প্রচার করা বৃথা এবং তোমাদের বিশ্বাসও বৃথা৷
15 হ্যাঁ, এবং আমরা ঈশ্বরের মিথ্যা সাক্ষী পেয়েছি; কারণ আমরা ঈশ্বরের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছি যে তিনি খ্রীষ্টকে পুনরুত্থিত করেছেন৷
16কারণ মৃতরা যদি জীবিত না হয়, তবে খ্রীষ্ট পুনরুত্থিত হন না৷
17 আর যদি খ্রীষ্টকে পুনরুত্থিত না করা হয়, তবে তোমাদের বিশ্বাস বৃথা৷ আপনি এখনও আপনার পাপের মধ্যে আছে.
18 তারপর যারা খ্রীষ্টে ঘুমিয়ে পড়েছে তারাও ধ্বংস হয়েছে৷
19 এই জীবনে যদি আমাদের কেবল খ্রীষ্টের উপর আশা থাকে তবে আমরা সকল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে দুঃখী৷
20 কিন্তু এখন খ্রীষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন এবং যারা ঘুমিয়েছিলেন তাদের প্রথম ফল হয়ে উঠেছেন৷
21 কারণ যেহেতু মানুষের দ্বারা মৃত্যু এসেছে, মানুষের দ্বারা মৃতদের পুনরুত্থানও এসেছে৷
22 কারণ আদমের মধ্যে যেমন সকলেই মরে, তেমনি খ্রীষ্টে সকলেই জীবিত হবে৷
23 কিন্তু প্রত্যেক মানুষ তার নিজের ক্রমে: খ্রীষ্ট প্রথম ফল; পরে যারা খ্রীষ্টের তার আগমনে।
24 তারপর শেষ হবে, যখন তিনি রাজ্যটি ঈশ্বরের হাতে, এমনকি পিতার হাতে তুলে দেবেন৷ যখন তিনি সমস্ত শাসন এবং সমস্ত কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা নিক্ষেপ করবেন।

25 কারণ তাকে রাজত্ব করতে হবে, যতক্ষণ না তিনি সমস্ত শত্রুকে তার পায়ের নীচে না ফেলেন৷
26 শেষ শত্রু যে ধ্বংস হবে তা হল মৃত্যু৷
27 কারণ তিনি সব কিছু তাঁর পায়ের নিচে রেখেছেন৷ কিন্তু যখন সে বলে যে সব কিছু তার অধীনে রাখা হয়েছে, তখন এটা স্পষ্ট যে তিনি বাদ পড়েছেন, যিনি সবকিছু তার অধীনে রেখেছেন।
28 এবং যখন সমস্ত কিছু তাঁর বশীভূত হবে, তখন পুত্র নিজেও তাঁর অধীন হবেন যিনি সমস্ত কিছু তাঁর অধীনে রেখেছেন, যাতে ঈশ্বর সব কিছুর মধ্যেই হন৷
29 অন্যথায় মৃতদের জন্য যারা বাপ্তিস্ম নিচ্ছে তারা কি করবে, যদি মৃতরা জীবিত না হয়? তাহলে কেন তারা মৃতদের জন্য বাপ্তিস্ম নেয়?
30 আর প্রতি ঘণ্টায় কেন আমরা বিপদে পড়ি?
31আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে আমি তোমার আনন্দের প্রতিবাদ করছি, আমি প্রতিদিন মারা যাচ্ছি।
32 ইফিসাসে যদি আমি মানুষের মতো পশুদের সাথে যুদ্ধ করেছি, তাহলে মৃতরা না উঠলে আমার কি লাভ? আসুন আমরা খাই এবং পান করি; আগামীকাল আমরা মরব।
33 প্রতারিত হবেন না: খারাপ যোগাযোগ ভাল আচরণ কলুষিত.
34 ধার্মিকতা জাগ্রত, এবং পাপ না; কেউ কেউ ঈশ্বরকে জানে না৷
35 কিন্তু কেউ কেউ বলবে, মৃতরা কিভাবে জীবিত হয়? এবং তারা কি শরীর নিয়ে আসে?
36 হে বোকা, তুমি যা বপন কর, তা মরে না গেলে তা সজীব হয় না।
37 আর তুমি যা বপন কর, তুমি সেই দেহ বপন করো না যেটা হবে, কিন্তু খালি শস্য, সেটা হতে পারে গমের বা অন্য কোনো শস্যের।
38 কিন্তু ঈশ্বর তাকে যেমন খুশি তেমনি দেহ দেন এবং প্রত্যেক বীজকে তার নিজের দেহ দেন।
39 সব মাংস একই রকম নয়; কিন্তু মানুষের মাংস এক রকম, পশুর মাংস আরেক রকম, মাছের আরেক রকম, পাখিদের আরেক রকম।
40 স্বর্গীয় দেহগুলিও আছে এবং পার্থিব দেহগুলিও রয়েছে৷ কিন্তু স্বর্গীয়দের মহিমা এক, এবং পার্থিবের মহিমা অন্য৷
41 সূর্যের এক মহিমা, চন্দ্রের আর এক প্রতাপ, এবং নক্ষত্রের অন্য মহিমা, কারণ এক নক্ষত্র অন্য নক্ষত্রের থেকে আলাদা।
42 মৃতদের পুনরুত্থানও তাই৷ এটা দুর্নীতিতে বপন করা হয়; এটি অবিকৃতভাবে উত্থাপিত হয়:
43 এটা অসম্মানের মধ্যে বপন করা হয়; তা গৌরবে উত্থিত হয়: দুর্বলতায় বপন করা হয়; এটা ক্ষমতায় উত্থাপিত হয়:
44 এটি একটি প্রাকৃতিক শরীর বপন করা হয়; এটা একটি আধ্যাত্মিক শরীর উত্থাপিত হয়. একটি প্রাকৃতিক শরীর আছে, এবং একটি আধ্যাত্মিক শরীর আছে।
45 আর তাই লেখা আছে, 'প্রথম মানুষ আদমকে জীবন্ত আত্মা করা হয়েছিল৷ শেষ আদম একটি দ্রুত আত্মা করা হয়েছিল.
46 যদিও এটা প্রথম ছিল না যা আধ্যাত্মিক, কিন্তু যা স্বাভাবিক; এবং পরে যা আধ্যাত্মিক।
47 প্রথম মানুষটি পৃথিবীর, মাটির: দ্বিতীয় মানুষটি স্বর্গ থেকে প্রভু৷
48 মাটির মানুষ যেমন মাটির, তেমনি তারাও যারা মাটির এবং যেমন স্বর্গীয়, তারাও স্বর্গীয়।
49 এবং আমরা যেমন মাটির প্রতিমূর্তি ধারণ করেছি, তেমনি আমরা স্বর্গীয় প্রতিমূর্তিও বহন করব৷
50 ভাই ও বোনেরা, এখন আমি একথা বলছি যে, মাংস ও রক্ত ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হতে পারে না৷ দুর্নীতিও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয় না।
51 দেখ, আমি তোমাকে একটা রহস্য দেখাচ্ছি; আমরা সবাই ঘুমাবো না, কিন্তু আমরা সবাই বদলে যাবো,
52 এক মুহুর্তের মধ্যে, চোখের পলকে, শেষ ট্রাম্পে: কারণ শিঙা বাজবে, এবং মৃতরা অবিনশ্বর হয়ে উঠবে এবং আমরা পরিবর্তিত হব।
53 কারণ এই ধ্বংসশীলকে অবশ্যই অক্ষয় পরিধান করতে হবে এবং এই মরণশীলকে অবশ্যই অমরত্ব পরিধান করতে হবে৷
54 তাই যখন এই ধ্বংসশীল অক্ষয় পরিধান করবে এবং এই মরণশীল অমরত্ব ধারণ করবে, তখন এই কথাটি বাস্তবায়িত হবে যে লেখা আছে, মৃত্যু বিজয়ে গ্রাস করা হয়েছে।
55 হে মৃত্যু, কোথায় তোমার হুল? হে কবর, কোথায় তোমার জয়?
56 মৃত্যুর হুল পাপ; আর পাপের শক্তি হল আইন৷
57 কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, যিনি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমাদের বিজয় দিয়েছেন৷
58অতএব, আমার প্রিয় ভাইয়েরা, তোমরা অবিচল হও, অটল হও, প্রভুর কাজে সর্বদা প্রভূত হও, কারণ তোমরা জান যে প্রভুতে তোমাদের পরিশ্রম বৃথা যায় না৷

অধ্যায় 16

1 এখন ঈশ্বরের লোকদের জন্য সংগ্রহের বিষয়ে, আমি গালাতিয়ার মণ্ডলীগুলিকে যেমন আদেশ দিয়েছি, তোমরাও তাই কর৷
2সপ্তাহের প্রথম দিনে তোমরা প্রত্যেকে তার কাছে সঞ্চয় করে রাখো, যেমন ঈশ্বর তাকে সমৃদ্ধ করেছেন, আমি যখন আসি তখন কোনো জমায়েত না হয়।
3 এবং আমি যখন আসব, তোমরা যাকে চিঠি দিয়ে অনুমোদন করবে, আমি তাদের পাঠাব জেরুজালেমে তোমাদের উদারতা আনার জন্য৷
4 আর যদি আমারও যাওয়া ঠিক হয়, তবে তারা আমার সঙ্গে যাবে৷
5 এখন আমি তোমাদের কাছে আসব, যখন আমি ম্যাসিডোনিয়া পার হব, কারণ আমি মেসিডোনিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি৷
6 আর এটা হতে পারে যে আমি, হ্যাঁ, এবং শীতকাল তোমার সাথে থাকব, যাতে আমি যেখানেই যাই সেখানেই তুমি আমাকে নিয়ে যেতে পার৷
7 কারণ আমি এখন তোমাকে পথে দেখব না; কিন্তু প্রভু যদি অনুমতি দেন তবে আমি আপনার সাথে কিছুক্ষণ থাকার বিশ্বাস করি।
8কিন্তু আমি পঞ্চাশত্তমী পর্যন্ত ইফিষে থাকব।

9 কারণ আমার জন্য একটি মহান এবং কার্যকরী দরজা খোলা হয়েছে, এবং সেখানে অনেক প্রতিপক্ষ রয়েছে৷
10 এখন যদি তীমোথিয়স আসেন, দেখবেন তিনি নির্ভয়ে তোমাদের সঙ্গে থাকতে পারেন, কারণ তিনি প্রভুর কাজ করেন, যেমন আমিও করি৷
11 তাই কেউ তাকে তুচ্ছ না করুক, কিন্তু তাকে শান্তিতে নিয়ে যাও, যেন সে আমার কাছে আসতে পারে, কারণ আমি ভাইদের সঙ্গে তাকে খুঁজছি৷
12 আমাদের ভাই আপল্লোসকে স্পর্শ করার জন্য, আমি খুব ইচ্ছা করেছিলাম যে তিনি ভাইদের সাথে তোমাদের কাছে আসবেন; কিন্তু এই সময়ে তাঁর আসার ইচ্ছা ছিল না৷ কিন্তু সে আসবে যখন তার সুবিধাজনক সময় হবে৷
13 তোমরা সতর্ক থাক, বিশ্বাসে দৃঢ় থেকো, পুরুষদের মত ত্যাগ কর, শক্তিশালী হও।
14 তোমার সমস্ত কাজ দাতব্য দিয়ে করা হোক।
15 ভাই ও বোনেরা, আমি তোমাদের মিনতি করছি (তোমরা স্তিফানের বাড়ীর কথা জান, এটা আখায়ার প্রথম ফল এবং তারা পবিত্র লোকদের পরিচর্যায় আসক্ত হয়েছে)
16 যাতে তোমরা নিজেদেরকে তাদের কাছে এবং আমাদের সাহায্যকারী এবং পরিশ্রমকারী প্রত্যেকের কাছে আত্মসমর্পণ কর৷
17 স্টিফানাস, ফরচুনাটাস এবং আখাইকাসের আগমনে আমি আনন্দিত, কারণ আপনার পক্ষ থেকে যা অভাব ছিল তারা তা পূরণ করেছে৷
18 কারণ তারা আমার ও তোমাদের আত্মাকে সতেজ করেছে৷
19 এশিয়ার মণ্ডলীরা তোমাদের অভিবাদন জানায়৷ আকিলা ও প্রিস্কিলা প্রভুতে, তাদের বাড়িতে যে মণ্ডলী আছে, তাদের অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছে৷
20 সব ভাইয়েরা তোমাদের শুভেচ্ছা জানায়৷ পবিত্র চুম্বনে তোমরা একে অপরকে অভিবাদন জানাও৷
21 পলকে আমার নিজের হাতে অভিবাদন৷
22 যদি কেউ প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে ভালবাসে না, তবে সে অনাথেমা মারানাথ হোক৷
23 আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সঙ্গে থাকুক৷
24 খ্রীষ্ট যীশুতে আমার ভালবাসা তোমাদের সকলের সাথে থাকুক৷ আমীন। (করিন্থীয়দের কাছে প্রথম পত্রটি ফিলিপি থেকে স্টিফানাস এবং ফরচুনাটাস এবং আচাইকাস এবং টিমোথিউস দ্বারা লেখা হয়েছিল।)

2 করিন্থিয়ানস

অধ্যায় 1

1 পল, ঈশ্বরের ইচ্ছায় যীশু খ্রীষ্টের একজন প্রেরিত, এবং আমাদের ভাই তীমোথি, করিন্থের ঈশ্বরের মন্ডলীর কাছে, সমস্ত আখায়াতে থাকা সমস্ত সাধুদের সাথে৷
2 আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ষিত হোক৷
3 ধন্য ঈশ্বর, এমনকি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা, করুণার পিতা এবং সমস্ত সান্ত্বনার ঈশ্বর৷
4 আমাদের সমস্ত ক্লেশের মধ্যে যিনি আমাদের সান্ত্বনা দেন, যাতে আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে যে সান্ত্বনা পেয়ে থাকি, সেই সান্ত্বনার দ্বারা আমরা যে কোনও সমস্যায় তাদের সান্ত্বনা দিতে পারি৷
5 কারণ খ্রীষ্টের দুঃখভোগ যেমন আমাদের মধ্যে প্রচুর, তেমনি খ্রীষ্টের দ্বারা আমাদের সান্ত্বনাও প্রচুর।
6 এবং আমরা দুঃখিত হই কি না, তা আপনার সান্ত্বনা ও পরিত্রাণের জন্য, যা একই রকম কষ্ট সহ্য করার জন্য কার্যকর হয় যা আমরাও ভোগ করি: অথবা আমরা সান্ত্বনা পাই, এটি আপনার সান্ত্বনা ও পরিত্রাণের জন্য৷
7 আর তোমাদের প্রতি আমাদের আশা দৃঢ়, এটা জেনে যে, তোমরা যেমন দুঃখের অংশীদার, তেমনি তোমরাও সান্ত্বনার অংশীদার হবে।
8 ভাই ও বোনেরা, আমরা চাই না যে, এশিয়াতে আমাদের কাছে যে সমস্যাটি এসেছিল, সেই বিষয়ে তোমরা কি অজ্ঞান হয়েছ, যে আমরা পরিমাপের বাইরে, শক্তির ঊর্ধ্বে চাপা পড়েছিলাম, এমনকি জীবন থেকেও আমরা হতাশ হয়ে পড়েছিলাম৷
9 কিন্তু আমাদের নিজেদের মধ্যেই মৃত্যুদণ্ড ছিল, যাতে আমরা নিজেদের উপর ভরসা করি না, কিন্তু ঈশ্বরের উপর, যিনি মৃতদের জীবিত করেন৷
10 যিনি আমাদেরকে এত বড় মৃত্যু থেকে উদ্ধার করেছেন, এবং উদ্ধার করেন; যাঁর উপর আমরা বিশ্বাস করি যে তিনি এখনও আমাদের উদ্ধার করবেন;
11 তোমরাও আমাদের জন্য প্রার্থনার মাধ্যমে একত্রে সাহায্য কর, যাতে বহু লোকের দ্বারা আমাদেরকে দেওয়া উপহারের জন্য আমাদের পক্ষ থেকে অনেকে ধন্যবাদ দিতে পারে৷
12 কারণ আমাদের আনন্দের বিষয় এই যে, আমাদের বিবেকের সাক্ষ্য এই যে, সরলতা ও ঈশ্বরীয় আন্তরিকতায়, দৈহিক জ্ঞানের দ্বারা নয়, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায়, আমরা পৃথিবীতে এবং আরও বেশি পরিমাণে তোমাদের সাথে কথাবার্তা বলেছি৷
13 কারণ তোমরা যা পড় বা স্বীকার কর তা ছাড়া আমরা তোমাদের কাছে আর কিছুই লিখি না৷ এবং আমি বিশ্বাস করি আপনি শেষ পর্যন্ত স্বীকার করবেন;
14 তোমরা যেমন আমাদের আংশিকভাবে স্বীকার করেছ যে, আমরা তোমাদের আনন্দ, যেমন প্রভু যীশুর দিনে তোমরাও আমাদের আনন্দিত৷
15 আর এই আত্মবিশ্বাসে আমি আগে তোমাদের কাছে আসার কথা ভেবেছিলাম, যাতে তোমরা দ্বিতীয়বার লাভ করতে পারো৷
16 এবং তোমাদের পাশ দিয়ে ম্যাসিডোনিয়ায় যাবার জন্য এবং ম্যাসিডোনিয়া থেকে তোমাদের কাছে ফিরে আসার জন্য এবং তোমাদেরকে আমার পথে যিহূদিয়ার দিকে নিয়ে আসার জন্য৷
17 তাই যখন আমি এইরকম মন দিয়েছিলাম, আমি কি হালকা ব্যবহার করেছি? অথবা আমি যা উদ্দেশ্য করি, আমি কি দৈহিকভাবে উদ্দেশ্য করি?
18 কিন্তু ঈশ্বর যেমন সত্য, তোমাদের প্রতি আমাদের কথা হ্যাঁ বা না ছিল না৷
19 কারণ ঈশ্বরের পুত্র, যীশু খ্রীষ্ট, যিনি আমাদের দ্বারা তোমাদের মধ্যে প্রচার করেছিলেন, এমনকী আমি এবং সিলভানাস এবং টিমোথিউসের দ্বারা, হ্যাঁ এবং না নয়, কিন্তু তাঁর মধ্যে হ্যাঁ ছিল৷
20 কারণ তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের সমস্ত প্রতিশ্রুতি হ্যাঁ, এবং তাঁর মধ্যে আমেন, আমাদের দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা।
21 এখন যিনি খ্রীষ্টে তোমাদের সঙ্গে আমাদের স্থির করেছেন এবং আমাদের অভিষেক করেছেন, তিনি হলেন ঈশ্বর৷
22 যিনি আমাদেরও সীলমোহর করেছেন, এবং আমাদের অন্তরে আত্মার আন্তরিকতা দিয়েছেন৷
23 তাছাড়া আমি আমার আত্মার কাছে একটি রেকর্ডের জন্য ঈশ্বরকে ডাকি, যে আপনাকে বাঁচাতে আমি এখনও করিন্থে আসিনি৷
24 এই জন্য নয় যে আমরা তোমাদের বিশ্বাসের উপর কর্তৃত্ব করি, কিন্তু আমরা তোমাদের আনন্দের সাহায্যকারী, কারণ বিশ্বাসের দ্বারাই তোমরা দাঁড়িয়ে আছ৷

অধ্যায় 2

1কিন্তু আমি মনে মনে এই দৃঢ়সংকল্প করেছি যে, আমি আর তোমার কাছে কষ্টের মধ্যে আসব না৷
2 কারণ আমি যদি তোমাকে দুঃখিত করি, তবে কে আছে যে আমাকে আনন্দিত করে, কিন্তু যে আমার দ্বারা দুঃখিত হয়?
3 আর আমি তোমাদের কাছেও এই কথাই লিখেছিলাম, পাছে আমি আসার পর যাদের নিয়ে আমার আনন্দ করা উচিত তাদের কাছ থেকে আমার দুঃখ না হয়৷ তোমাদের সকলের উপর আস্থা রাখছি যে, আমার আনন্দই তোমাদের সকলের আনন্দ।
4 কারণ অনেক কষ্ট ও হৃদয়ের যন্ত্রণা থেকে আমি অনেক চোখের জলে তোমাদের কাছে লিখলাম৷ এই জন্য নয় যে, তোমরা দুঃখিত হও, কিন্তু তোমরা জানতে পারো যে, তোমাদের প্রতি আমার যে ভালবাসা রয়েছে তা আরও বেশি।
5 কিন্তু যদি কেউ দুঃখের কারণ হয়ে থাকে, তবে সে আমাকে দুঃখ দেয়নি, কিন্তু আংশিকভাবে, যাতে আমি তোমাদের সকলের উপর অতিরিক্ত ভার না দিতে পারি৷
6 এই ধরনের লোকের জন্য এই শাস্তিই যথেষ্ট, যা অনেকের দ্বারা দেওয়া হয়েছিল৷
7 তাই এর বিপরীতে আপনার উচিত তাকে ক্ষমা করা এবং তাকে সান্ত্বনা দেওয়া, পাছে এমন একজনকে অতিশয় দুঃখে গ্রাস করা উচিত।

8 সেইজন্য আমি তোমাদের কাছে মিনতি করছি যে তোমরা তাঁর প্রতি তোমাদের ভালবাসা নিশ্চিত কর৷
9 আমিও এই জন্যই লিখলাম, যেন আমি তোমাদের প্রমাণ জানতে পারি, তোমরা সব বিষয়ে বাধ্য হও কি না৷
10 তোমরা যাকে কিছু ক্ষমা কর, আমিও তাকে ক্ষমা কর৷
11 পাছে শয়তান আমাদের সুবিধা না পায়, কারণ আমরা তার কৌশল সম্পর্কে অজ্ঞ নই।
12 উপরন্তু, যখন আমি খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করতে ত্রোয়াসে এসেছিলাম, এবং প্রভুর কাছে আমার জন্য একটি দরজা খোলা হয়েছিল,
13 আমার আত্মায় বিশ্রাম ছিল না, কারণ আমি আমার ভাই তিতাসকে পাইনি; কিন্তু তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি সেখান থেকে ম্যাসিডোনিয়ায় চলে গেলাম।
14 এখন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, যিনি সর্বদা খ্রীষ্টে আমাদের বিজয়ী করেন এবং সর্বত্র আমাদের দ্বারা তাঁর জ্ঞানের গন্ধ প্রকাশ করেন৷
15 কারণ আমরা ঈশ্বরের কাছে খ্রীষ্টের সুগন্ধী, যারা পরিত্রাণ পেয়েছে এবং যারা বিনষ্ট হচ্ছে তাদের মধ্যে৷
16 যার কাছে আমরা মৃত্যুর গন্ধ; এবং অন্যদের কাছে জীবনের জন্য জীবনের গন্ধ। এবং এই জিনিসগুলির জন্য কে যথেষ্ট?
17 কারণ আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে নষ্ট করে এমন অনেক নই, কিন্তু আন্তরিকতার জন্য, কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আমরা খ্রীষ্টে কথা বলি৷

অধ্যায় 3

1 আমরা কি আবার নিজেদের প্রশংসা করতে শুরু করি? অথবা আমাদের, অন্যদের মতো, আপনার কাছে প্রশংসার পত্র বা আপনার কাছ থেকে প্রশংসার চিঠি দরকার?
2 তোমরা আমাদের হৃদয়ে লেখা চিঠি, যা সকল মানুষের কাছে পরিচিত ও পঠিত৷
3 কারণ তোমাদেরকে আমাদের দ্বারা পরিচর্যা করা খ্রীষ্টের পত্র বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয়েছে, যা কালি দিয়ে লেখা হয়নি, কিন্তু জীবন্ত ঈশ্বরের আত্মা দিয়ে লেখা হয়েছে৷ পাথরের টেবিলে নয়, হৃদয়ের মাংসল টেবিলে।
4 এবং খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের এইরকম বিশ্বাস আছে:
5 এমন নয় যে আমরা নিজেরাই নিজেদের মতো করে কিছু ভাবতে পারি৷ কিন্তু আমাদের যথেষ্ট ঈশ্বরের কাছ থেকে;
6 যিনি আমাদের নতুন নিয়মের যোগ্য মন্ত্রী করেছেন; চিঠি থেকে নয়, আত্মা থেকে৷ কারণ চিঠি হত্যা করে, কিন্তু আত্মা জীবন দেয়৷
7 কিন্তু যদি মৃত্যুর পরিচর্যা, পাথরে লেখা ও খোদাই করা, মহিমান্বিত হয়, যাতে ইস্রায়েল-সন্তানরা মোশির মুখের মহিমার জন্য দৃঢ়ভাবে তাঁর মুখ দেখতে না পারে; যা গৌরব দূর করা হবে:
8 কিভাবে আত্মার পরিচর্যা বরং মহিমান্বিত হবে না?
9 কারণ নিন্দার পরিচর্যা যদি গৌরবের হয়, তবে ধার্মিকতার পরিচর্যা মহিমায় অনেক বেশি হয়৷
10 কারণ যাকে মহিমান্বিত করা হয়েছিল তারও এই বিষয়ে কোন গৌরব ছিল না৷
11 কারণ যা দূর হয়ে গেছে তা যদি মহিমান্বিত হত, তবে যা অবশিষ্ট থাকে তা আরও মহিমান্বিত৷
12 তখন দেখে যে আমাদের এইরকম আশা আছে, আমরা বড় সরলতা ব্যবহার করি৷
13 এবং মোশির মতো নয়, যিনি তার মুখের উপর আবরণ রেখেছিলেন, যে ইস্রায়েলের সন্তানেরা অবিচলভাবে বিলুপ্ত হওয়া শেষের দিকে তাকাতে পারেনি৷
14 কিন্তু তাদের মন অন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কারণ আজ অবধি পুরানো নিয়মের পাঠে সেই আবরণটি দূর করা হয়নি; যা খ্রীষ্টে দূর করা হয়েছে৷
15 কিন্তু আজ অবধি, যখন মূসা পাঠ করা হয়, তখন তাদের হৃদয়ের উপর আবরণ থাকে৷
16তবুও যখন তা প্রভুর দিকে ফিরবে, তখন ঘোমটা সরিয়ে নেওয়া হবে৷
17 এখন প্রভু সেই আত্মা: আর যেখানে প্রভুর আত্মা সেখানে স্বাধীনতা আছে৷
18 কিন্তু আমরা সকলেই খোলা মুখের সাথে কাঁচের মধ্যে প্রভুর মহিমা দেখছি, প্রভুর আত্মার দ্বারা একই প্রতিমূর্তিতে গৌরব থেকে মহিমাতে পরিবর্তিত হয়েছি৷

অধ্যায় 4

1 সেইজন্য আমাদের এই পরিচর্যা দেখে আমরা যেমন করুণা পেয়েছি, আমরা হতাশ হই না;
2 কিন্তু অসাধুতার লুকানো জিনিসগুলি ত্যাগ করেছি, ধূর্ততায় চলিনি, ছলনামূলকভাবে ঈশ্বরের বাক্য পরিচালনা করি নি; কিন্তু সত্যের প্রকাশের মাধ্যমে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে প্রত্যেক মানুষের বিবেকের কাছে নিজেদের প্রশংসা করি৷
3 কিন্তু যদি আমাদের সুসমাচার লুকিয়ে রাখা হয়, তবে যারা হারিয়ে গেছে তাদের কাছে তা লুকিয়ে রাখা হবে৷
4 যাঁদের মধ্যে এই জগতের দেবতা তাদের মনকে অন্ধ করে দিয়েছেন যারা বিশ্বাস করে না, পাছে খ্রীষ্টের মহিমান্বিত সুসমাচারের আলো, যিনি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, তাদের কাছে আলোকিত না হয়৷
5 কারণ আমরা নিজেদের প্রচার করি না, কিন্তু খ্রীষ্ট যীশু প্রভুর কথা প্রচার করি৷ এবং আমরা যীশুর জন্য আপনার দাস.
6 কারণ ঈশ্বর, যিনি অন্ধকার থেকে আলোকে আলোকিত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তিনি যীশু খ্রীষ্টের মুখে ঈশ্বরের মহিমার জ্ঞানের আলো দিতে আমাদের অন্তরে আলোকিত করেছেন৷
7 কিন্তু আমাদের কাছে এই ধন মাটির পাত্রে আছে, যাতে শক্তির মহিমা ঈশ্বরের হয়, আমাদের নয়৷
8 আমরা সর্বত্রই অস্থির, তবু দুঃখিত নই; আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়, কিন্তু হতাশ নই;
9 নির্যাতিত, কিন্তু পরিত্যাগ করা হয় না; নিক্ষিপ্ত, কিন্তু ধ্বংস না;
10 প্রভু যীশুর মৃত্যুকে সর্বদা দেহের মধ্যে বহন করি, যেন যীশুর জীবনও আমাদের দেহে প্রকাশ পায়৷
11 কারণ আমরা যারা বেঁচে আছি তারা যীশুর জন্য সর্বদা মৃত্যুর হাতে তুলে দিয়েছি, যাতে যীশুর জীবনও আমাদের নশ্বর দেহে প্রকাশ পায়৷

12 তাই মৃত্যু আমাদের মধ্যে কাজ করে, কিন্তু জীবন তোমাদের মধ্যে কাজ করে।
13 আমাদের বিশ্বাসের একই আত্মা আছে, যেমন লেখা আছে, 'আমি বিশ্বাস করেছি, তাই বলেছি।' আমরাও বিশ্বাস করি, এবং তাই বলি;
14 আমি জানি যে যিনি প্রভু যীশুকে পুনরুত্থিত করেছেন তিনি আমাদেরকেও যীশুর দ্বারাই পুনরুত্থিত করবেন এবং তোমাদের কাছে উপস্থিত করবেন।
15 কারণ সমস্ত কিছুই তোমাদের জন্য, যাতে অনেকের ধন্যবাদের মাধ্যমে প্রচুর অনুগ্রহ ঈশ্বরের মহিমায় পরিণত হয়।
16 যার জন্য আমরা হতাশ হই না; কিন্তু যদিও আমাদের বাহ্যিক মানুষ বিনষ্ট হয়, তথাপি ভিতরের মানুষটি দিনে দিনে নতুন হয়ে ওঠে।
17 কারণ আমাদের হালকা দুর্দশা, যা ক্ষণিকের জন্য, আমাদের জন্য অনেক বেশি অত্যধিক এবং চিরন্তন গৌরব কাজ করে;
18 যদিও আমরা যা দেখা যায় তার দিকে তাকাই না, কিন্তু যা দেখা যায় না তার দিকেই তাকাই। কিন্তু যা দেখা যায় না তা চিরন্তন।

অধ্যায় 5

1 কারণ আমরা জানি যে, আমাদের এই আবাসের পার্থিব ঘরটি যদি ভেঙ্গে যায়, তবে আমাদের কাছে ঈশ্বরের একটি দালান রয়েছে, এমন একটি বাড়ি যা হাতে তৈরি নয়, স্বর্গে চিরস্থায়ী।
2 কেননা এতে আমরা হাহাকার করি, স্বর্গ থেকে আমাদের ঘরের পোশাক পরার জন্য আন্তরিকভাবে কামনা করি।
3 যদি তাই হয় পোশাক পরা অবস্থায় আমাদের উলঙ্গ পাওয়া যাবে না।
4 কারণ আমরা যারা এই তাঁবুতে রয়েছি, বোঝা হয়ে হাহাকার করি: এই জন্য নয় যে আমরা বস্ত্রহীন থাকব, কিন্তু পরিধান করব, যাতে মৃত্যু জীবনকে গ্রাস করতে পারে।
5 এখন যিনি আমাদের নিজের জন্য তৈরি করেছেন তিনি হলেন ঈশ্বর, যিনি আমাদেরকে আত্মার আন্তরিক দানও করেছেন।
6 তাই আমরা সর্বদা আত্মবিশ্বাসী, জেনেছি যে, যখন আমরা দেহে ঘরে থাকি, আমরা প্রভুর কাছ থেকে অনুপস্থিত:
7 (কারণ আমরা বিশ্বাসের দ্বারা চলি, দৃষ্টি দ্বারা নয় :)
8 আমি বলি, আমরা আত্মবিশ্বাসী এবং দেহ থেকে অনুপস্থিত থাকতে এবং প্রভুর কাছে উপস্থিত থাকতে ইচ্ছুক।
9 সেইজন্য আমরা পরিশ্রম করি, যেন আমরা উপস্থিত থাকি বা অনুপস্থিত থাকি না কেন, আমরা তাঁর কাছে গৃহীত হতে পারি।
10 কারণ আমাদের সকলকে খ্রীষ্টের বিচারের আসনের সামনে উপস্থিত হতে হবে; যেন প্রত্যেকে তার দেহে যা কিছু করেছে তা সে যা করেছে, তা ভাল বা খারাপ হোক না কেন তা গ্রহণ করতে পারে।
11 তাই প্রভুর ভয় জেনে আমরা লোকেদের বোঝাই। কিন্তু আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রকাশ পেয়েছি; এবং আমি বিশ্বাস করি তোমাদের বিবেকেও প্রকাশ পেয়েছে।
12 কারণ আমরা আবার তোমাদের কাছে নিজেদের প্রশংসা করি না, কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের গৌরব করার সুযোগ দিই, যাতে তোমরা তাদের উত্তর দিতে পারো যাঁরা চেহারায় গৌরব করে, হৃদয়ে নয়।
13 কেননা আমরা নিজেদের পাশে থাকুক না কেন, তা ঈশ্বরের জন্য; অথবা আমরা শান্ত থাকি না কেন, তা তোমাদের জন্য।
14 কারণ খ্রীষ্টের ভালবাসা আমাদের সীমাবদ্ধ করে; কারণ আমরা এইভাবে বিচার করি যে, যদি একজন সবার জন্য মারা যায়, তবে সবাই মৃত ছিল:
15 এবং তিনি সকলের জন্য মারা গেলেন, যাতে যারা বেঁচে থাকে তারা এখন থেকে নিজেদের জন্য বাঁচবে না, কিন্তু তার কাছে যা তাদের জন্য মরেছে এবং পুনরুত্থিত হয়েছে।
16 সেইজন্য এখন থেকে আমরা আর কাউকে জানি না।
17 সেইজন্য যদি কেউ খ্রীষ্টে থাকে, তবে সে নতুন সৃষ্টি। দেখ, সব কিছু নতুন হয়ে গেছে।
18 আর সবই ঈশ্বরের কাছ থেকে, যিনি যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমাদের নিজের সঙ্গে মিলিত করেছেন, এবং আমাদের পুনর্মিলনের পরিচর্যা দিয়েছেন।
19 বুদ্ধিমান যে, ঈশ্বর খ্রীষ্টের মধ্যে ছিলেন, জগৎকে নিজের সাথে পুনর্মিলন করেছিলেন, তাদের প্রতি তাদের পাপকে দায়ী করেননি। এবং আমাদের কাছে সমঝোতার বাণী প্রদান করেছে।
20 তাহলে এখন আমরা খ্রীষ্টের দূত, যেন ঈশ্বর আমাদের দ্বারা তোমাদের মিনতি করেছেন: আমরা খ্রীষ্টের পরিবর্তে তোমাদের প্রার্থনা করি, তোমরা ঈশ্বরের সাথে মিলিত হও।
21 কারণ তিনি তাকে আমাদের জন্য পাপ করেছেন, যিনি কোন পাপ জানতেন না। যাতে আমরা তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের ধার্মিকতা হতে পারি।

অধ্যায় 6

1তাহলে আমরা, তাঁর সঙ্গে একত্রে কর্মী হিসাবে, তোমাদেরও অনুরোধ করছি, তোমরা যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহ বৃথা না পায়।
2 (কারণ তিনি বলেছেন, আমি তোমাকে স্বীকৃত সময়ে শুনেছি, এবং পরিত্রাণের দিনে আমি তোমাকে সাহায্য করেছি: দেখ, এখনই গ্রহণযোগ্য সময়; দেখ, এখন পরিত্রাণের দিন।)
3 কোনো বিষয়ে কোনো অপরাধ না করা, যাতে মন্ত্রণালয়কে দোষ দেওয়া না হয়:
4কিন্তু সব বিষয়েই নিজেদেরকে ঈশ্বরের পরিচারক বলে অনুমোদন করে, অনেক ধৈর্য্য সহকারে, কষ্টে, প্রয়োজনে, কষ্টে,
5 বেত্রাঘাতে, কারাবাসে, কোলাহলে, শ্রমে, প্রহরে, উপবাসে;
6বিশুদ্ধতা দ্বারা, জ্ঞান দ্বারা, ধৈর্য দ্বারা, দয়া দ্বারা, পবিত্র আত্মার দ্বারা, অকৃত্রিম প্রেম দ্বারা,
7 সত্যের বাক্য দ্বারা, ঈশ্বরের শক্তি দ্বারা, ডান এবং বাম দিকে ধার্মিকতার বর্ম দ্বারা,

8 সম্মান এবং অসম্মান দ্বারা, খারাপ রিপোর্ট এবং ভাল রিপোর্ট দ্বারা: প্রতারক হিসাবে, এবং তবুও সত্য;
9 অজানা, এবং এখনও সুপরিচিত; মরার মতো, এবং দেখো, আমরা বেঁচে আছি; যেমন শাস্তি দেওয়া হয়েছে, এবং হত্যা করা হয়নি;
10 দুঃখিত, তবুও সর্বদা আনন্দিত; দরিদ্র হিসাবে, তবুও অনেক ধনী; যেমন কিছুই নেই, তবুও সব কিছুর অধিকারী।
11 হে করিন্থীয়রা, তোমাদের জন্য আমাদের মুখ খোলা, আমাদের হৃদয় প্রসারিত৷
12 তোমরা আমাদের মধ্যে সংকীর্ণ নও, কিন্তু তোমাদের নিজেদের অন্ত্রে সংকীর্ণ৷
13 এখন এর প্রতিফলের জন্য, (আমি আমার সন্তানদের মতো বলছি) তোমরাও বড় হও৷
14 তোমরা অবিশ্বাসীদের সঙ্গে অসমভাবে একত্রিত হও না, কারণ অধার্মিকতার সঙ্গে ধার্মিকতার কী মিল রয়েছে? আলোর সাথে অন্ধকারের কি মিল আছে?
15 আর বেলিয়ালের সাথে খ্রীষ্টের কি মিল আছে? অথবা একজন কাফের সাথে বিশ্বাসী তার কি অংশ আছে?
16 আর মূর্তির সঙ্গে ঈশ্বরের মন্দিরের কি চুক্তি আছে? কারণ তোমরা জীবন্ত ঈশ্বরের মন্দির৷ ঈশ্বর যেমন বলেছেন, আমি তাদের মধ্যে বাস করব এবং তাদের মধ্যেই চলব। আমি তাদের ঈশ্বর হব এবং তারা আমার লোক হবে।
17 সেইজন্য তাদের মধ্য থেকে বের হয়ে আস এবং আলাদা হয়ে যাও, প্রভু বলছেন, অশুচি জিনিস স্পর্শ করবেন না; এবং আমি তোমাকে গ্রহণ করব,
18 এবং তোমাদের পিতা হবেন এবং তোমরা আমার পুত্র ও কন্যা হবে, সর্বশক্তিমান প্রভু বলেছেন৷

অধ্যায় 7

1 সেইজন্য, প্রিয় প্রিয়জন, এই প্রতিশ্রুতিগুলি পেয়ে, আসুন আমরা দেহ ও আত্মার সমস্ত নোংরাতা থেকে নিজেদেরকে শুচি করি, ঈশ্বরের ভয়ে পবিত্রতা পরিপূর্ণ করি৷
2 আমাদের গ্রহণ করুন; আমরা কোনো মানুষের প্রতি অন্যায় করিনি, কোনো মানুষকে কলুষিত করিনি, কোনো মানুষকে প্রতারণা করিনি৷
3 আমি তোমাদের দোষী সাব্যস্ত করার জন্য এই কথা বলছি না, কারণ আমি আগেই বলেছি যে, তোমরা আমাদের অন্তরে মরবে এবং তোমাদের সঙ্গে বাঁচবে৷
4 তোমার প্রতি আমার কথা বলার সাহস মহান, তোমার প্রতি আমার মহিমা মহান: আমি সান্ত্বনায় পরিপূর্ণ, আমাদের সমস্ত ক্লেশের মধ্যে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।
5 কারণ, আমরা যখন মাসিডোনিয়ায় আসি, তখন আমাদের দেহের বিশ্রাম ছিল না, কিন্তু আমরা চারদিকে অস্থির ছিলাম৷ মারামারি ছাড়া, ভয় ছিল.
6 তথাপি ঈশ্বর, যিনি নিক্ষিপ্ত লোকদের সান্ত্বনা দেন, তিতাসের আগমনে আমাদের সান্ত্বনা দিয়েছেন;
7 এবং শুধুমাত্র তাঁর আগমনের দ্বারা নয়, কিন্তু যে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি তোমাদের মধ্যে সান্ত্বনা পেয়েছিলেন, যখন তিনি আমাদেরকে তোমাদের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা, তোমাদের শোক, আমার প্রতি আপনার আন্তরিক মন বলেছিলেন৷ যাতে আমি আরও আনন্দিত হই।
8 কারণ আমি চিঠি দিয়ে তোমাকে দুঃখিত করেছিলাম, তবুও আমি অনুতাপ করি না, যদিও আমি অনুতপ্ত হয়েছি; কারণ আমি বুঝতে পারি যে একই পত্রটি তোমাকে দুঃখিত করেছে, যদিও এটি একটি ঋতুর জন্য ছিল।
9 এখন আমি আনন্দিত যে, তোমরা দুঃখিত হয়েছিলে তা নয়, কিন্তু তোমরা অনুতাপের জন্য দুঃখ পেয়েছ, কারণ তোমরা ধার্মিকভাবে অনুতপ্ত হয়েছ, যাতে তোমরা আমাদের দ্বারা কোন ক্ষতি না করতে পার৷
10 কারণ ঈশ্বরীয় দুঃখ পরিত্রাণের জন্য অনুতাপকে কাজ করে যা অনুতপ্ত হতে পারে না, কিন্তু জগতের দুঃখ মৃত্যুকে কাজ করে৷
11 কেননা দেখ, এই একই জিনিস, যে তোমরা ধার্মিক ধরণের জন্য দুঃখ পেয়েছ, এটি তোমাদের মধ্যে কী সতর্কতা তৈরি করেছিল, হ্যাঁ, কী পরিচ্ছন্নতা, হ্যাঁ, কী ক্রোধ, হ্যাঁ, কী ভয়, হ্যাঁ, কী তীব্র আকাঙ্ক্ষা, হ্যাঁ, কী উদ্যম, হ্যাঁ, কি প্রতিশোধ! সব কিছুতেই তোমরা নিজেদেরকে এই বিষয়ে স্পষ্ট বলে অনুমোদন করেছ৷
12 সেইজন্য, যদিও আমি তোমাদের কাছে লিখেছিলাম, আমি তার জন্য যে অন্যায় করেছে তার জন্য করিনি, বা তার কারণে যে অন্যায় ভোগ করেছে তার জন্য করিনি, কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তোমাদের জন্য আমাদের যত্ন তোমাদের কাছে প্রকাশ পায়৷
13 তাই তোমাদের সান্ত্বনায় আমরা সান্ত্বনা পেয়েছিলাম: হ্যাঁ, এবং তিতের আনন্দে আমরা আরও বেশি আনন্দিত হয়েছিলাম, কারণ তোমাদের সকলের দ্বারা তাঁর আত্মা সতেজ হয়েছিল৷
14 কারণ আমি যদি তার কাছে তোমাদের বিষয়ে গর্ব করে থাকি তবে আমি লজ্জিত নই৷ কিন্তু আমরা যেমন তোমাদের কাছে সব কথা সত্য বলেছি, ঠিক তেমনি তিতের সামনে আমাদের গর্বও সত্য হয়েছে৷
15 এবং তাঁর অভ্যন্তরীণ স্নেহ আপনার প্রতি আরও প্রচুর, যখন তিনি আপনার সকলের আনুগত্যের কথা স্মরণ করেন, আপনি কীভাবে ভয়ে এবং কাঁপতে কাঁপতে তাকে গ্রহণ করেছিলেন।
16 তাই আমি আনন্দিত যে আমি সব বিষয়ে তোমার উপর আস্থা রাখি।

অধ্যায় 8

1 তাছাড়া ভাই ও বোনেরা, ম্যাসিডোনিয়ার মন্ডলীতে ঈশ্বরের অনুগ্রহের জন্য আমরা তোমাদের বুদ্ধি দিচ্ছি৷
2 কিভাবে কষ্টের একটি মহান পরীক্ষায় তাদের আনন্দের প্রাচুর্য এবং তাদের গভীর দারিদ্র্য তাদের উদারতার ধন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।
3 তাদের ক্ষমতার জন্য, আমি রেকর্ড বহন করছি, হ্যাঁ, এবং তাদের ক্ষমতার বাইরে তারা নিজেদের ইচ্ছামত ছিল;
4 আমাদের কাছে অনেক বিনীতভাবে প্রার্থনা করছি যে আমরা উপহারটি গ্রহণ করি এবং আমাদের সাধুদের সেবা করার সহভাগিতা গ্রহণ করি৷

5 আর আমরা যেমন আশা করেছিলাম তেমনটা তারা তা করেনি, কিন্তু প্রথমে প্রভুর কাছে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমাদের কাছে নিজেদের সঁপে দিয়েছিল।
6 আমরা তিতাসকে চেয়েছিলাম যে, তিনি যেমন শুরু করেছিলেন, তেমনি তিনিও তোমাদের মধ্যে সেই অনুগ্রহ শেষ করবেন।
7 তাই, বিশ্বাস, কথা, জ্ঞান এবং সমস্ত অধ্যবসায় এবং আমাদের প্রতি ভালবাসায় যেমন তোমরা প্রচুর আছ, এই অনুগ্রহেও তোমরা পূর্ণ হও।
8 আমি আদেশের দ্বারা বলি না, কিন্তু অন্যদের অগ্রগতির উপলক্ষ্যে এবং আপনার ভালবাসার আন্তরিকতা প্রমাণ করার জন্য বলি।
9 কারণ তোমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ জানো যে, যদিও তিনি ধনী ছিলেন, তবুও তোমাদের জন্য তিনি দরিদ্র হলেন, যাতে তোমরা তাঁর দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে ধনী হতে পার।
10 এবং এখানে আমি আমার পরামর্শ দিচ্ছি: কারণ এটি আপনার জন্য সমীচীন, যারা আগে থেকে শুরু করেছেন, শুধু করতেই নয়, এক বছর আগেও এগিয়ে যেতে হবে।
11 তাই এখন তা কর; যাতে ইচ্ছার জন্য যেমন প্রস্তুতি ছিল, তেমনি আপনার যা আছে তা থেকেও একটি কর্মক্ষমতা হতে পারে।
12 কারণ প্রথমে যদি ইচ্ছুক মন থাকে, তবে একজন মানুষের যা আছে সেই অনুসারেই তা গ্রহণ করা হবে, তার যা নেই তা অনুসারে নয়।
13কারণ আমি বলতে চাচ্ছি না যে অন্য লোকেদের স্বস্তি দেওয়া হবে এবং তোমরা বোঝা হয়ে যাও।
14 কিন্তু সাম্যের দ্বারা, এই সময়ে আপনার প্রাচুর্য তাদের অভাবের যোগান হতে পারে, যাতে তাদের প্রাচুর্যও আপনার অভাবের যোগান হতে পারে: যাতে সমতা থাকতে পারে।
15 শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে, 'যিনি অনেক কিছু কুড়িয়েছিলেন তার কিছুই ছিল না। আর যে অল্প সংগ্রহ করেছিল তার অভাব ছিল না।
16কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, যিনি তিতের হৃদয়ে আপনার জন্য একই আন্তরিক যত্ন রেখেছেন।
17 কারণ সত্যিই তিনি উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু তিনি আরও এগিয়ে গিয়ে নিজের ইচ্ছায় তোমাদের কাছে গেলেন।
18 এবং আমরা তাঁর সঙ্গে সেই ভাইকে পাঠিয়েছি, যাঁর প্রশংসা সমস্ত মণ্ডলীতে সুসমাচারে রয়েছে।
19 এবং শুধু তাই নয়, কিন্তু মন্ডলী থেকে যাকে আমাদের সাথে এই অনুগ্রহ নিয়ে ভ্রমণ করার জন্য মনোনীত করা হয়েছিল, যা একই প্রভুর মহিমা এবং আপনার প্রস্তুত মনের ঘোষণার জন্য আমাদের দ্বারা পরিচালিত হয়:
20 এটা এড়িয়ে চলুন যে, আমাদের দ্বারা পরিচালিত এই প্রাচুর্যে কেউ যেন আমাদের দোষারোপ না করে।
21 সৎ জিনিসের জন্য জোগান, শুধু প্রভুর দৃষ্টিতে নয়, মানুষের দৃষ্টিতেও।
22 আর আমরা তাদের সঙ্গে আমাদের ভাইকে পাঠিয়েছি, যাকে আমরা বারবার অনেক বিষয়ে অধ্যবসায়ী প্রমাণ করেছি, কিন্তু এখন অনেক বেশি পরিশ্রমী, তোমাদের ওপর আমার যে অগাধ আস্থা রয়েছে তার জন্য।
23 কেউ তিতাসকে জিজ্ঞাসা করুক না কেন, তিনি তোমাদের বিষয়ে আমার সঙ্গী ও সহকারী। অথবা আমাদের ভাইদের জিজ্ঞাসা করা হোক, তারা মণ্ডলীর বার্তাবাহক এবং খ্রীষ্টের মহিমা।
24 তাই তাদের কাছে এবং মণ্ডলীর সামনে তোমাদের ভালবাসার প্রমাণ এবং তোমাদের পক্ষে আমাদের গর্ব দেখাও।

অধ্যায় 9

1 কারণ সাধুদের পরিচর্যাকে স্পর্শ করার জন্য, আপনাকে লিখতে আমার পক্ষে অপ্রয়োজনীয়:
2 কেননা আমি জানি তোমার মনের অগ্রগতি, যার জন্য আমি ম্যাসিডোনিয়ার লোকদের কাছে তোমাকে নিয়ে গর্ব করি যে, আখায়া এক বছর আগে প্রস্তুত ছিল; এবং তোমার উদ্যম অনেককে উত্তেজিত করেছে।
3তবুও আমি ভাইদের পাঠিয়েছি, যাতে তোমাদের নিয়ে আমাদের গর্ব বৃথা না হয়। যে, যেমন আমি বলেছি, আপনি প্রস্তুত হতে পারেন:
4 পাছে যদি মেসিডোনিয়ার লোকরা আমার সাথে আসে এবং আপনাকে অপ্রস্তুত পায়, তবে আমাদের (যা আমরা বলি না, তোমরা) একই আত্মবিশ্বাসী গর্ব করার জন্য লজ্জিত হতে হবে।
5 সেইজন্য আমি ভাইদের উদ্দেশ করা প্রয়োজন বলে মনে করেছি, যে তারা আপনার কাছে আগে যাবে এবং আপনার অনুগ্রহ আগে থেকে তৈরি করবে, যা আপনি আগে থেকেই লক্ষ্য করেছিলেন, যাতে লোভের মতো নয়, অনুগ্রহের বিষয় হিসাবে এটি প্রস্তুত হতে পারে। .
6 কিন্তু আমি বলছি, যে অল্প বপন করে সে অল্পই কাটবে। এবং যে প্রচুর পরিমাণে বীজ বপন করে সে প্রচুর পরিমাণে কাটবে।
7 প্রত্যেক মানুষ তার মনের মত করে, সে দান করুক; ক্ষোভের সাথে নয়, বা প্রয়োজনের জন্য নয়: কারণ ঈশ্বর একজন আনন্দদায়ক দাতাকে ভালবাসেন।
8 এবং ঈশ্বর আপনার প্রতি সমস্ত অনুগ্রহ বৃদ্ধি করতে সক্ষম; যাতে আপনি সর্বদা সমস্ত কিছুতে যথেষ্ট পরিমাণে থাকেন, প্রতিটি ভাল কাজের জন্য প্রচুর পরিমাণে থাকতে পারেন।
9 (যেমন লেখা আছে, তিনি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছেন; তিনি গরীবদের দিয়েছেন; তাঁর ধার্মিকতা চিরকাল থাকবে।
10 এখন যে বীজ বপনকারীকে বীজের সেবা করে সে আপনার খাদ্যের জন্য রুটি উভয়ই দেয় এবং আপনার বপন করা বীজকে বহুগুণ করে এবং আপনার ধার্মিকতার ফল বৃদ্ধি করে;)
11 সমস্ত কিছুতে সমৃদ্ধ হওয়া সমস্ত উদারতার জন্য, যা আমাদের মাধ্যমে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানায়।
12 কারণ এই সেবার শাসন কেবল সাধুদের অভাবই পূরণ করে না, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে অনেক ধন্যবাদের দ্বারাও প্রচুর হয়;
13 এই পরিচর্যার পরীক্ষার মাধ্যমে তারা খ্রীষ্টের সুসমাচারের প্রতি আপনার দাবিদার বশ্যতা এবং তাদের এবং সমস্ত মানুষের কাছে আপনার উদার বন্টনের জন্য ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করে;

14 এবং আপনার জন্য তাদের প্রার্থনার দ্বারা, যারা আপনার মধ্যে ঈশ্বরের অত্যাধিক অনুগ্রহের জন্য আপনার অপেক্ষা করে৷
15 ঈশ্বরকে ধন্যবাদ তাঁর অকথ্য উপহারের জন্য৷

অধ্যায় 10

1 এখন আমি পৌল নিজেই খ্রীষ্টের নম্রতা ও নম্রতা দ্বারা তোমাদের কাছে অনুরোধ করছি, যিনি উপস্থিতিতে তোমাদের মধ্যে প্রধান, কিন্তু অনুপস্থিত থাকায় আমি তোমাদের প্রতি সাহসী৷
2 কিন্তু আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, যখন আমি সেই আত্মবিশ্বাসের সাথে উপস্থিত থাকি তখন আমি সাহসী হতে না পারি, যার সাথে আমি কিছু লোকের বিরুদ্ধে সাহসী হতে বলে মনে করি, যারা আমাদের সম্পর্কে মনে করে যেন আমরা দৈহিকভাবে চলছি৷
3কারণ যদিও আমরা মাংসে চলি, তবে আমরা মাংসের জন্য যুদ্ধ করি না৷
4 (কারণ আমাদের যুদ্ধের অস্ত্রগুলি দৈহিক নয়, কিন্তু ঈশ্বরের দ্বারা শক্তিশালী ধারগুলিকে টেনে নামানোর জন্য শক্তিশালী;)
5 কল্পনা এবং ঈশ্বরের জ্ঞানের বিরুদ্ধে নিজেকে উন্নীত করে এমন সমস্ত উচ্চতাকে বাদ দেওয়া এবং খ্রীষ্টের আনুগত্যের জন্য সমস্ত চিন্তাকে বন্দী করা;
6 এবং আপনার বাধ্যতা পূর্ণ হলে সমস্ত অবাধ্যতার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা।
7 তোমরা কি বাহ্যিক চেহারার পর জিনিসের দিকে তাকাও? যদি কেউ নিজেকে বিশ্বাস করে যে সে খ্রীষ্টের, তবে সে নিজের সম্পর্কে আবার ভাবুক যে, সে যেমন খ্রীষ্টের, তেমনি আমরাও খ্রীষ্টের।
8 কারণ যদিও আমি আমাদের কর্তৃত্বের আরও কিছুটা গর্ব করব, যা প্রভু আমাদের উন্নতির জন্য দিয়েছেন, আপনার ধ্বংসের জন্য নয়, আমার লজ্জিত হওয়া উচিত নয়:
9 আমি যেন চিঠির মাধ্যমে তোমাদের ভয় দেখাই না৷
10 কারণ তাঁর চিঠিগুলি, তারা বলে, ভারী এবং শক্তিশালী; কিন্তু তার শারীরিক উপস্থিতি দুর্বল, এবং তার কথাবার্তা অবমাননাকর।
11 এইরকম একজন ভাবুক যে, আমরা অনুপস্থিত থাকলে আমরা যেমন অক্ষরে কথায় কথায় থাকি, আমরা উপস্থিত থাকলে কাজেও তেমন হব।
12 কারণ আমরা নিজেদেরকে সংখ্যায় পরিণত করার সাহস করি না বা নিজেদের প্রশংসা করে এমন কিছুর সাথে নিজেদের তুলনা করতে পারি না; কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে নিজেদের পরিমাপ করে এবং নিজেদের মধ্যে নিজেদের তুলনা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়৷
13 কিন্তু আমরা আমাদের পরিমাপ ছাড়া কিছু নিয়ে গর্ব করব না, কিন্তু ঈশ্বর আমাদেরকে যে শাসন বন্টন করেছেন তার পরিমাপ অনুসারে, আপনার কাছে পৌঁছানোর জন্য একটি পরিমাপ।
14 কারণ আমরা নিজেদেরকে আমাদের পরিমাপের বাইরে প্রসারিত করি না, যেন আমরা তোমাদের কাছে পৌঁছাইনি;
15 আমাদের পরিমাপ ছাড়া জিনিস নিয়ে গর্ব করবেন না, অর্থাৎ অন্য পুরুষদের পরিশ্রমের বিষয়ে; কিন্তু আশা রাখি, যখন তোমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে, তখন আমাদের শাসন অনুসারে তোমাদের দ্বারা আমরা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাব৷
16 আপনার বাইরের অঞ্চলে সুসমাচার প্রচার করার জন্য, এবং আমাদের হাতে প্রস্তুত করা জিনিসের অন্য লোকের লাইনে গর্ব না করার জন্য।
17 কিন্তু যে গর্ব করে, সে প্রভুতে গৌরব করুক৷
18 কেননা যে নিজের প্রশংসা করে সে সম্মত হয় না, কিন্তু প্রভু যাকে প্রশংসা করেন তিনিই প্রশংসিত হন৷

অধ্যায় 11

1 ঈশ্বরের কাছে আমার মূর্খতার জন্য আপনি আমার সাথে একটু সহ্য করতে চান: এবং সত্যিই আমার সাথে সহ্য করুন৷
2 কারণ আমি ঈশ্বরীয় ঈর্ষায় তোমার প্রতি ঈর্ষান্বিত: কারণ আমি তোমাকে একজন স্বামীর সাথে সঙ্গী করেছি, যাতে আমি তোমাকে খ্রীষ্টের কাছে একজন পবিত্র কুমারী হিসাবে উপস্থাপন করতে পারি।
3কিন্তু আমি ভয় করি, পাছে সাপ যেমন তার সূক্ষ্মতার দ্বারা হবাকে প্রতারিত করেছিল, তেমনি খ্রীষ্টের মধ্যে যে সরলতা রয়েছে তা থেকে তোমাদের মন কলুষিত না হয়ে যায়৷
4 কারণ যিনি আসছেন তিনি যদি অন্য যীশুর কথা প্রচার করেন, যাকে আমরা প্রচার করিনি, অথবা আপনি যদি অন্য আত্মা পান, যা আপনি পাননি, বা অন্য কোনো সুসমাচার পান, যা আপনি গ্রহণ করেননি, তবে আপনি তাকে সহ্য করতে পারেন৷
5 কারণ আমি মনে করি আমি সবচেয়ে প্রধান প্রেরিতদের পিছনে ছিলাম না।
6 যদিও আমি কথায় অভদ্র, তবুও জ্ঞানে নই; কিন্তু আমরা সব বিষয়েই তোমাদের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছি৷
7 আমি কি নিজেকে হেয় করার অপরাধ করেছি যাতে তোমরা উচ্চতর হতে পার, কারণ আমি তোমাদের কাছে নির্দ্বিধায় ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করেছি?
8 তোমাদের সেবা করার জন্য আমি অন্য মণ্ডলীগুলো লুট করেছি, তাদের কাছ থেকে মজুরি নিয়েছি।
9 এবং যখন আমি আপনার সাথে উপস্থিত ছিলাম, এবং চেয়েছিলাম, তখন আমি কারও কাছে দায়বদ্ধ ছিলাম না: আমার কাছে যা অভাব ছিল তা মেসিডোনিয়া থেকে আগত ভাইয়েরা সরবরাহ করেছিল: এবং সমস্ত কিছুতেই আমি নিজেকে আপনার কাছে বোঝা হওয়া থেকে রক্ষা করেছি, এবং তাই আমি কি নিজেকে রাখব?
10 খ্রীষ্টের সত্য আমার মধ্যে আছে বলে আখায়া অঞ্চলে কেউ আমাকে এই গর্ব করতে বাধা দেবে না।
11 কেন? কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি না? ঈশ্বর জানেন।
12 কিন্তু আমি যা করি, তাই করব, যাতে যারা উপলক্ষ চায় তাদের কাছ থেকে আমি উপলক্ষ বাদ দিতে পারি৷ যাতে তারা যেখানে গৌরব করে, তারাও আমাদের মতো পাওয়া যায়৷

13কারণ এরা মিথ্যা প্রেরিত, প্রতারক কর্মী, নিজেদেরকে খ্রীষ্টের প্রেরিতদের মধ্যে রূপান্তরিত করে৷
14 আর আশ্চর্যের কিছু নেই; কারণ শয়তান নিজেই আলোর দেবদূতে রূপান্তরিত হয়েছে।
15 তাই তার মন্ত্রীরাও যদি ধার্মিকতার মন্ত্রী হিসাবে রূপান্তরিত হয় তবে এটি বড় কথা নয়; যার শেষ হবে তাদের কাজ অনুসারে।
16 আমি আবার বলছি, কেউ যেন আমাকে বোকা না ভাবে। যদি না হয়, তবুও বোকার মতো আমাকে গ্রহণ কর, যাতে আমি একটু গর্ব করতে পারি৷
17 আমি যা বলি, আমি তা প্রভুর নামে বলি না, কিন্তু মূর্খতার মতই বলি, এই গর্ব করার জন্য।
18 আমিও গর্ব করব৷
19 কারণ তোমরা নিজেদের জ্ঞানী দেখে আনন্দের সাথে বোকাদের কষ্ট পাও৷
20 কারণ তোমরা কষ্ট পাও, যদি কেউ তোমাদের দাসত্ব করে, যদি কেউ তোমাদের গ্রাস করে, যদি কেউ তোমাদের নিয়ে যায়, যদি কেউ নিজেকে বড় করে, যদি কেউ তোমাদের মুখে আঘাত করে৷
21 আমি তিরস্কারের বিষয়ে বলি, যেন আমরা দুর্বল ছিলাম৷ যাইহোক, যেখানেই কেউ সাহসী, (আমি বোকার মতো বলি,) আমিও সাহসী৷
22 তারা কি হিব্রু? আমিও তাই। তারা কি ইস্রায়েলীয়? আমিও তাই। তারা কি আব্রাহামের বংশ? আমিও তাই
23 তারা কি খ্রীষ্টের পরিচারক? (আমি বোকার মত বলি) আমি আরো; শ্রমে বেশি পরিমানে, পরিমাপের উপরে ডোরাকাটা, কারাগারে বেশি ঘন ঘন, মৃত্যু প্রায়ই।
24 ইহুদিদের মধ্যে পাঁচবার আমি একটি বাদে চল্লিশটি ফিতে পেয়েছি।
25 তিনবার আমাকে লাঠি দিয়ে পিটিয়েছে, একবার পাথর ছুঁড়ে মারা হয়েছে, তিনবার আমি জাহাজ ভাঙার শিকার হয়েছি, এক রাত এবং একদিন আমি গভীরে ছিলাম;
26 প্রায়ই ভ্রমণে, জলের বিপদে, ডাকাতদের বিপদে, আমার নিজের দেশবাসীর বিপদে, জাতিদের বিপদে, শহরের বিপদে, প্রান্তরে বিপদে, সমুদ্রের বিপদে, মিথ্যার মধ্যে বিপদে ভাইরা
27 ক্লান্তি ও যন্ত্রণার মধ্যে, প্রায়ই দেখায়, ক্ষুধা ও তৃষ্ণায়, প্রায়ই উপবাসে, ঠান্ডা ও উলঙ্গতায়।
28 বাইরের জিনিসগুলি ছাড়াও, যা প্রতিদিন আমার উপর আসে, সমস্ত মন্ডলীর যত্ন।
29 কে দুর্বল, আর আমি দুর্বল নই? কে অসন্তুষ্ট, এবং আমি পোড়া না?
30 যদি আমার গৌরবের প্রয়োজন হয়, তবে আমি সেই বিষয়গুলির গৌরব করব যা আমার দুর্বলতার জন্য দায়ী৷
31 আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা, যিনি চিরকালের জন্য ধন্য, তিনি জানেন যে আমি মিথ্যা বলি না৷
32 দামেস্কে আরেটাসের অধীনস্থ গভর্নর রাজা আমাকে ধরতে চেয়ে দামেস্কিদের শহরকে একটি গ্যারিসন দিয়ে রেখেছিলেন:
33 এবং একটি ঝুড়িতে একটি জানালা দিয়ে আমি প্রাচীর দ্বারা নামিয়ে দিয়েছিলাম এবং তার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম৷

অধ্যায় 12

1 নিঃসন্দেহে গৌরব করা আমার পক্ষে সমীচীন নয়। আমি প্রভুর দর্শন এবং উদ্ঘাটন আসতে হবে.
2 চৌদ্দ বছর আগে আমি খ্রীষ্টের মধ্যে একজন লোককে চিনতাম, (শরীরে কিনা, আমি বলতে পারি না; নাকি শরীরের বাইরে, আমি বলতে পারি না: ঈশ্বর জানেন;) এইরকম একজন তৃতীয় স্বর্গে উঠেছে।
3 এবং আমি এমন একজন মানুষকে চিনতাম, (দেহের মধ্যে হোক বা শরীরের বাইরে, আমি বলতে পারি না: ঈশ্বর জানেন;)
4 কিভাবে তাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এবং অকথ্য কথা শুনেছিল, যা একজন মানুষের পক্ষে উচ্চারণ করা বৈধ নয়৷
5 আমি এমন একজনকে গৌরব করব; তবুও আমি নিজেকে গৌরব করব না, কিন্তু আমার দুর্বলতায়।
6 কারণ আমি গৌরব করতে চাইলেও আমি বোকা হব না; কারণ আমি সত্যই বলব, কিন্তু এখন আমি বরদাশত করছি, যেন কেউ আমাকে যা হতে দেখে বা আমার সম্পর্কে শোনেন তার থেকে বড় মনে না করে৷
7 এবং পাছে আমি উদ্ঘাটনের প্রাচুর্যের মাধ্যমে পরিমাপের ঊর্ধ্বে উন্নীত না হই, আমাকে মাংসে একটি কাঁটা দেওয়া হয়েছিল, শয়তানের দূত আমাকে আঘাত করার জন্য, পাছে আমি পরিমাপের উপরে উন্নীত হই।
8 এই বিষয়ে আমি তিনবার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, যেন এটা আমার কাছ থেকে চলে যায়৷
9 এবং তিনি আমাকে বললেন, আমার অনুগ্রহ তোমার জন্য যথেষ্ট, কারণ আমার শক্তি দুর্বলতায় পরিপূর্ণ হয়৷ তাই খুব আনন্দের সাথে আমি বরং আমার দুর্বলতায় গৌরব করব, যাতে খ্রীষ্টের শক্তি আমার উপর নির্ভর করে৷
10 তাই আমি খ্রীষ্টের জন্য দুর্বলতা, তিরস্কার, প্রয়োজনে, তাড়নায়, কষ্টে আনন্দ পাই: কারণ আমি যখন দুর্বল, তখন আমি শক্তিশালী।
11 আমি গৌরব করতে করতে বোকা হয়েছি; তোমরা আমাকে বাধ্য করেছ৷ কারণ তোমাদের থেকে আমার প্রশংসা করা উচিত ছিল৷ কারণ আমি কিছুই না হলেও প্রধান প্রেরিতদের পিছনে নেই৷
12সত্যিই একজন প্রেরিতের নিদর্শন সকল ধৈর্য্য, চিহ্ন, আশ্চর্য ও পরাক্রমের মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল৷
13 কারণ আমি নিজেও তোমাদের বোঝা ছিলাম না তা ছাড়া অন্য মণ্ডলীর চেয়ে তোমরা নিকৃষ্ট ছিলে? আমাকে এই ভুল ক্ষমা করুন।
14 দেখ, তৃতীয়বার আমি তোমার কাছে আসতে প্রস্তুত; এবং আমি আপনার জন্য বোঝা হয়ে উঠব না: কারণ আমি আপনার জন্য নয়, কিন্তু আপনাকে খুঁজছি: কারণ সন্তানদের পিতামাতার জন্য নয়, কিন্তু পিতামাতার সন্তানদের জন্য রাখা উচিত।
15 এবং আমি খুব আনন্দের সাথে ব্যয় করব এবং আপনার জন্য ব্যয় করব; যদিও আমি তোমাকে যত বেশি ভালবাসি, তত কম ভালবাসি।
16 কিন্তু তাই হউক, আমি তোমাকে বোঝা করিনি, তবুও আমি ধূর্ত হয়ে তোমাকে ছলনা করে ধরলাম।

17 আমি যাদেরকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি তাদের কারো দ্বারা আমি কি তোমাদের কোনো লাভ করেছি?
18 আমি তিতাসকে চাইলাম এবং তার সাথে একজন ভাইকে পাঠালাম। তিতাস কি আপনার একটা লাভ করেছে? আমরা একই আত্মা হাঁটা না? আমরা কি একই পদক্ষেপে হেঁটেছি না?
19 আবার, আপনি কি মনে করেন যে আমরা আপনার কাছে ক্ষমা চাই? আমরা খ্রীষ্টে ঈশ্বরের সামনে কথা বলি৷ কিন্তু প্রিয়তম, আমরা সবই করি তোমাদের উন্নতির জন্য৷
20 কারণ আমি ভয় করি, পাছে, যখন আমি আসব, তখন আমি যেমন চাই তেমন তোমাকে পাব না, এবং আমি তোমার কাছে এমনটা পাব যেমনটা তুমি চাও না: পাছে বিতর্ক, হিংসা, ক্রোধ, কলহ, গীবত, ফিসফিসানি, ফোলাভাব, গণ্ডগোল:
21 এবং পাছে, যখন আমি আবার আসব, তখন আমার ঈশ্বর আমাকে তোমাদের মধ্যে নত করবেন, এবং আমি এমন অনেকের জন্য বিলাপ করব যারা ইতিমধ্যে পাপ করেছে, এবং তারা যে অশুচিতা, ব্যভিচার ও অশ্লীলতা করেছে তার জন্য অনুতপ্ত হয়নি৷

অধ্যায় 13

1 এই তৃতীয়বার আমি তোমাদের কাছে আসছি৷ দুই বা তিনজন সাক্ষীর মুখে প্রতিটি কথা প্রতিষ্ঠিত হবে।
2 আমি তোমাকে আগেও বলেছিলাম, এবং দ্বিতীয়বার এমনভাবে বলেছিলাম যেন আমি উপস্থিত ছিলাম; এবং এখন অনুপস্থিত থেকে আমি তাদের কাছে লিখছি যারা ইতিপূর্বে পাপ করেছে এবং অন্য সকলকে লিখছি যে, যদি আমি আবার আসি তবে আমি রেহাই দেব না৷
3 যেহেতু তোমরা খ্রীষ্টের আমার মধ্যে কথা বলার প্রমাণ খুঁজছ, যা তোমাদের কাছে দুর্বল নয়, কিন্তু তোমাদের মধ্যে পরাক্রমশালী৷
4 কারণ যদিও তিনি দুর্বলতার কারণে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, তবুও তিনি ঈশ্বরের শক্তিতে বেঁচে আছেন৷ কারণ আমরাও তাঁর প্রতি দুর্বল, কিন্তু তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের শক্তিতে আমরা তাঁর সঙ্গে বাস করব৷
5 নিজেদের পরীক্ষা কর, তোমরা বিশ্বাসে আছ কি না৷ নিজেকে প্রমাণ করুন। তোমরা কি নিজেদেরই জান না যে, যীশু খ্রীষ্ট তোমাদের মধ্যে কেমন আছেন, যদি তোমরা তিরস্কার না কর?
6 কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে তোমরা জানবে যে আমরা বদনাম নই৷
7 এখন আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি যে তোমরা কোন মন্দ করো না৷ এমন নয় যে আমরা প্রশংসিত হউক, কিন্তু আমরা তিরস্কারের মতো হলেও তোমরা যা সৎ তা করো৷
8 কারণ আমরা সত্যের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারি না, কিন্তু সত্যের জন্য৷
9 কারণ আমরা আনন্দিত, যখন আমরা দুর্বল, এবং আপনি শক্তিশালী: এবং এটা আমরা আপনার পরিপূর্ণতা কামনা করি.
10 তাই আমি অনুপস্থিত থেকে এই সব লিখছি, যাতে উপস্থিত থেকে আমি তীক্ষ্নতা ব্যবহার না করি, প্রভু আমাকে যে শক্তি দিয়েছেন তা সংশোধন করার জন্য নয়, ধ্বংসের জন্য নয়৷
11 অবশেষে, ভাইয়েরা, বিদায়। নিখুঁত হও, ভালো আরামের হও, এক মনের হও, শান্তিতে থাকো; এবং প্রেম ও শান্তির ঈশ্বর তোমার সঙ্গে থাকবেন৷
12 পবিত্র চুম্বনে একে অপরকে শুভেচ্ছা জানাও।
13 সমস্ত সাধুরা আপনাকে অভিবাদন জানায়৷
14 প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ, ঈশ্বরের ভালবাসা এবং পবিত্র আত্মার মিলন তোমাদের সকলের সাথে থাকুক৷ আমীন। (করিন্থীয়দের দ্বিতীয় পত্রটি মেসিডোনিয়ার একটি শহর ফিলিপি থেকে টাইটাস এবং লুকাস দ্বারা লেখা হয়েছিল।)

গ্যালাটিয়ান

অধ্যায় 1

1 পল, একজন প্রেরিত, (মানুষের নয়, মানুষের দ্বারা নয়, কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট এবং পিতা ঈশ্বরের দ্বারা, যিনি তাকে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করেছেন;)
2 এবং আমার সাথে থাকা সমস্ত ভাইদের, গালাতিয়ার মন্ডলীর কাছে:
3 পিতা ঈশ্বর এবং আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে তোমাদের অনুগ্রহ ও শান্তি হোক৷
4 যিনি আমাদের পাপের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন, যেন তিনি আমাদের এই বর্তমান মন্দ জগৎ থেকে উদ্ধার করতে পারেন, ঈশ্বর ও আমাদের পিতার ইচ্ছা অনুসারে:
5 চিরকাল যাঁর মহিমা হোক৷ আমীন।
6 আমি আশ্চর্য হচ্ছি যে, তোমরা এত শীঘ্রই তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গেলে যিনি তোমাদেরকে খ্রীষ্টের অনুগ্রহে অন্য একটি সুসমাচারের জন্য আহ্বান করেছিলেন৷
7 যা অন্য নয়; কিন্তু কিছু আছে যারা তোমাকে কষ্ট দেয় এবং খ্রীষ্টের সুসমাচারকে বিকৃত করে।
8 কিন্তু আমরা, বা স্বর্গের কোন দেবদূত, তোমাদের কাছে যে সুসমাচার প্রচার করেছি তা ছাড়া অন্য কোন সুসমাচার প্রচার করলেও সে অভিশপ্ত হোক।
9 আমরা আগে যেমন বলেছিলাম, এখন আমি আবার বলছি, তোমরা যা পেয়েছ তার চেয়ে যদি কেউ তোমাদের কাছে অন্য কোন সুসমাচার প্রচার করে, তবে সে অভিশপ্ত হোক।
10 কেননা এখন আমি কি মানুষকে বোঝাতে চাই, নাকি ঈশ্বর? নাকি আমি পুরুষদের খুশি করতে চাই? কারণ যদি আমি এখনও মানুষকে সন্তুষ্ট করি তবে আমি খ্রীষ্টের দাস হব না৷
11 কিন্তু ভাই ও বোনেরা, আমি তোমাদের সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমার বিষয়ে যে সুসমাচার প্রচার করা হয়েছে তা মানুষের জন্য নয়৷
12কারণ আমি তা মানুষের কাছ থেকে পাইনি, আমাকে শেখানোও হয়নি, কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশের মাধ্যমে।
13 কারণ ইহুদীদের ধর্মে অতীতে আমার কথোপকথন তোমরা শুনেছ যে, আমি কীভাবে ঈশ্বরের মণ্ডলীকে অত্যাচার করেছিলাম এবং তা নষ্ট করেছিলাম৷
14 এবং আমার পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যের প্রতি অতিশয় উদ্যোগী হয়ে আমার নিজের জাতির মধ্যে আমার সমকক্ষের চেয়ে ইহুদীদের ধর্মে লাভবান হয়েছি।
15 কিন্তু যখন ঈশ্বর সন্তুষ্ট হলেন, যিনি আমাকে আমার মায়ের গর্ভ থেকে আলাদা করেছেন এবং তাঁর অনুগ্রহে আমাকে ডেকেছেন,
16 আমার মধ্যে তাঁর পুত্রকে প্রকাশ করার জন্য, আমি তাকে জাতিদের মধ্যে প্রচার করতে পারি; অবিলম্বে আমি মাংস এবং রক্ত দিয়ে অর্পণ করিনি:
17 আমার আগে যারা প্রেরিত ছিলেন তাদের কাছে আমি জেরুজালেমে যাইনি; কিন্তু আমি আরবে গিয়েছিলাম এবং আবার দামেস্কে ফিরে এসেছি।
18 তারপর তিন বছর পর আমি পিতরকে দেখতে জেরুজালেমে গেলাম এবং পনেরো দিন তাঁর সঙ্গে থাকলাম৷
19 কিন্তু অন্য প্রেরিতরা প্রভুর ভাই যাকোব ছাড়া আমি কাউকেই দেখতে পেলাম না৷
20 এখন আমি তোমাদের কাছে যা লিখছি, দেখ, ঈশ্বরের সামনে আমি মিথ্যা বলি না৷
21পরে আমি সিরিয়া ও কিলিকিয়া অঞ্চলে এলাম;
22 এবং খ্রীষ্টের মধ্যে থাকা যিহূদিয়ার মন্ডলীগুলির কাছে তিনি অজানা ছিলেন৷
23 কিন্তু তারা কেবল শুনেছিল, অতীতে যে আমাদের নির্যাতিত করেছিল সে এখন সেই বিশ্বাসের কথা প্রচার করছে যা তিনি একবার ধ্বংস করেছিলেন৷
24 আর তারা আমার মধ্যে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করল৷

অধ্যায় 2

1 তারপর চৌদ্দ বছর পর আমি বার্নাবাসের সঙ্গে জেরুজালেমে আবার গেলাম এবং তিতাসকেও সঙ্গে নিয়ে গেলাম৷
2 এবং আমি প্রকাশের মাধ্যমে উপরে গিয়েছিলাম, এবং আমি অইহুদীদের মধ্যে যে সুসমাচার প্রচার করি তা তাদের কাছে জানিয়েছিলাম, কিন্তু যারা সুনামসম্পন্ন ছিল তাদের কাছে গোপনে, পাছে কোন উপায়ে আমি দৌড়াতে পারি বা দৌড়াতে পারি না।
3 কিন্তু তিতাস, যিনি আমার সাথে ছিলেন, একজন গ্রীক হয়েও খৎনা করাতে বাধ্য হননি৷
4 আর মিথ্যা ভাইদের অজান্তে আনা হয়েছিল, যারা খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদের যে স্বাধীনতা আছে তা গোপনে গুপ্তচর করতে এসেছিল, যাতে তারা আমাদের দাসত্বে আনতে পারে৷
5 যাকে আমরা বশীভূত করে স্থান দিয়েছিলাম, না, এক ঘন্টার জন্য নয়; যাতে সুসমাচারের সত্য আপনার সাথে চলতে পারে।
6 কিন্তু তাদের মধ্যে যারা কিছুটা বলে মনে হয়েছিল, (তারা যা-ই হোক না কেন, এটি আমার কাছে কোন ব্যাপারই নয়: ঈশ্বর কোন মানুষের ব্যক্তিকে গ্রহণ করেন না:) কারণ যারা সম্মেলনে কিছুটা ছিল বলে মনে হয়েছিল তারা আমার সাথে কিছুই যোগ করেনি:
7 কিন্তু এর বিপরীতে, যখন তারা দেখল যে, সুন্নত না-করার সুসমাচার আমার কাছে ন্যস্ত করা হয়েছে, যেমন সুন্নতদের সুসমাচার পিতরের কাছে ছিল;
8 (কারণ যে সুন্নতের প্রেরিত হওয়ার জন্য পিতরের মধ্যে কার্যকরীভাবে কাজ করেছেন, অইহুদীদের কাছে তিনি আমার মধ্যে পরাক্রমশালী ছিলেন:)
9 আর যখন জেমস, কেফাস এবং যোহন, যারা স্তম্ভ বলে মনে হচ্ছিল, তারা আমাকে যে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছিল তা বুঝতে পেরে তারা আমাকে এবং বার্নাবাসকে সহভাগীর ডান হাত দিয়েছিল৷ যাতে আমরা জাতিদের কাছে যাই, আর তারা সুন্নতের কাছে যায়৷
10 কেবল তারাই চায় যে আমরা দরিদ্রদের স্মরণ করি; একই যা আমিও করতে এগিয়ে ছিলাম।
11 কিন্তু পিতর যখন আন্তিয়খিয়ায় এলেন, তখন আমি তাঁকে মুখের কাছে বাধা দিয়েছিলাম, কারণ তাঁকে দোষারোপ করা হয়েছিল৷

12 কারণ যাকোবের কাছ থেকে কিছু লোক আসার আগে, তিনি অইহুদীদের সঙ্গে খেতেন৷ কিন্তু তারা যখন এল, তখন সুন্নত করা লোকদের ভয়ে তিনি সরে গেলেন এবং নিজেকে আলাদা করলেন৷
13 আর অন্যান্য ইহুদীরাও একইভাবে তাঁর সঙ্গে মিলিত হল৷ এতটাই যে বার্নাবাসও তাদের ছত্রভঙ্গতায় বয়ে গিয়েছিল।
14কিন্তু যখন আমি দেখলাম যে, সুসমাচারের সত্যতা অনুসারে তারা সরলভাবে চলে না, তখন আমি তাদের সকলের সামনে পিতরকে বললাম, আপনি যদি একজন ইহুদী হয়েও অইহুদীদের মতো না হয়ে অইহুদীদের মতো জীবনযাপন করেন, তাহলে আপনি কেন বাধ্য করছেন? অইহুদীরা কি ইহুদীদের মত জীবনযাপন করবে?
15 আমরা যারা স্বভাবগতভাবে ইহুদী, অইহুদীদের পাপী নই,
16 এই জেনে যে, একজন মানুষ বিধি-ব্যবস্থার কাজের দ্বারা ধার্মিক নয়, কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের বিশ্বাসের দ্বারাই ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়, আমরাও যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করেছি, যাতে আমরা খ্রীষ্টের বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক হতে পারি, আইনের কাজের দ্বারা নয়৷ কারণ বিধি-ব্যবস্থার দ্বারা কোন মাংসই ধার্মিক হবে না৷
17 কিন্তু, যখন আমরা খ্রীষ্টের দ্বারা ধার্মিক বলে প্রমাণিত হতে চাই, তখন আমরা নিজেরাও পাপী হয়ে উঠি, তাহলে খ্রীষ্ট কি পাপের মন্ত্রী? ঈশ্বর না করুন।
18 কারণ আমি যে জিনিসগুলি ধ্বংস করেছিলাম তা যদি আবার তৈরি করি তবে আমি নিজেকে সীমালঙ্ঘনকারী হব।
19 কারণ বিধি-ব্যবস্থার মাধ্যমে আমি বিধি-ব্যবস্থার কাছে মৃত, যাতে আমি ঈশ্বরের কাছে বেঁচে থাকতে পারি৷
20 আমি খ্রীষ্টের সাথে ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছি, তবুও আমি বেঁচে আছি; তবুও আমি নই, কিন্তু খ্রীষ্ট আমার মধ্যে বাস করেন৷ আর আমি এখন দেহের মধ্যে যে জীবন যাপন করি তা আমি ঈশ্বরের পুত্রের বিশ্বাসের দ্বারা বেঁচে আছি, যিনি আমাকে ভালোবাসতেন এবং আমার জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন৷
21 আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহকে নিরাশ করি না, কারণ যদি আইন দ্বারা ধার্মিকতা আসে, তবে খ্রীষ্ট বৃথাই মৃত৷

অধ্যায় 3

1 ওহে মূর্খ গালাতীয়রা, কে তোমাদেরকে জাদু করেছে যে, তোমরা সত্যকে মান্য করবে না, যাঁদের চোখের সামনে যীশু খ্রীষ্টকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে, তোমাদের মধ্যে ক্রুশে দেওয়া হয়েছে?
2 আমি তোমাদের কাছে শুধু এইটুকুই শিখব, তোমরা কি বিধি-ব্যবস্থার কাজ দ্বারা আত্মা পেয়েছ, নাকি বিশ্বাসের শ্রবণ দ্বারা?
3 তোমরা কি এতই বোকা? আত্মায় শুরু করে, এখন কি তোমরা দেহের দ্বারা সিদ্ধ হয়েছ?
4তোমরা কি বৃথা অনেক কষ্ট সহ্য করেছ? যদি এটি এখনও নিরর্থক হয়।
5 সেইজন্য যিনি তোমাদের আত্মার সেবা করেন এবং তোমাদের মধ্যে অলৌকিক কাজ করেন, তিনি কি বিধি-ব্যবস্থা দ্বারা কাজ করেন, নাকি বিশ্বাসের শ্রবণ দ্বারা?
6 যেমন অব্রাহাম ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেছিলেন এবং তা তাঁর কাছে ধার্মিকতা হিসাবে গণ্য হয়েছিল৷
7 তাই তোমরা জান যে যারা বিশ্বাসী তারাই অব্রাহামের সন্তান৷
8 এবং ধর্মগ্রন্থটি পূর্বাভাস দিয়ে যে ঈশ্বর বিশ্বাসের মাধ্যমে জাতিদের ধার্মিক প্রতিপন্ন করবেন, অব্রাহামের কাছে সুসমাচারের আগে প্রচার করেছিলেন যে, তোমার দ্বারা সমস্ত জাতি আশীর্বাদ পাবে৷
9 তাই যারা বিশ্বাসী তারা বিশ্বস্ত অব্রাহামের দ্বারা আশীর্বাদিত হয়৷
10 বিধি-ব্যবস্থার যতগুলি কাজ আছে তারা অভিশাপের অধীন৷ কারণ লেখা আছে, বিধি-ব্যবস্থার পুস্তকে যা যা লেখা আছে, সেগুলি করতে না পারা প্রত্যেকেই অভিশপ্ত৷
11 কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বিধি-ব্যবস্থার দ্বারা কোন মানুষই ধার্মিক বলে প্রমাণিত হয় না, এটা স্পষ্ট৷
12 বিধি-ব্যবস্থা বিশ্বাসের নয়৷
13 খ্রীষ্ট আমাদের বিধি-ব্যবস্থার অভিশাপ থেকে মুক্ত করেছেন, আমাদের জন্য অভিশাপ হয়ে উঠেছেন, কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে, যে কেউ গাছে ঝুলেছে সে অভিশপ্ত৷
14 যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ইব্রাহিমের আশীর্বাদ অইহুদীদের উপর আসতে পারে; যাতে আমরা বিশ্বাসের মাধ্যমে আত্মার প্রতিশ্রুতি পেতে পারি৷
15 ভাই ও বোনেরা, আমি মানুষের মতো কথা বলছি৷ যদিও এটি কেবল একজন মানুষের চুক্তি, তবুও যদি এটি নিশ্চিত করা হয় তবে কেউ এটি বাতিল করে না বা যোগ করে না।
16 এখন অব্রাহাম ও তাঁর বংশের কাছে প্রতিশ্রুতি ছিল৷ তিনি বলেন না, এবং বীজ, অনেক হিসাবে; কিন্তু একজনের মতো, এবং আপনার বংশের কাছে, যিনি খ্রীষ্ট৷
17 এবং আমি এই কথা বলছি, যে চুক্তি, যা খ্রীষ্টের মধ্যে ঈশ্বরের আগে নিশ্চিত করা হয়েছিল, আইনটি, যা চারশত ত্রিশ বছর পরে ছিল, তা বাতিল করতে পারে না, যাতে এটি কার্যকর না হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়৷
18 কারণ উত্তরাধিকার যদি বিধি-ব্যবস্থার হয়, তবে তা আর প্রতিশ্রুতির নয়, কিন্তু ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দ্বারা অব্রাহামকে তা দিয়েছিলেন৷
19 তাহলে বিধি-ব্যবস্থা পালন করে কেন? সীমালঙ্ঘনের কারণে এটি যোগ করা হয়েছিল, যতক্ষণ না সেই বীজ আসে যার কাছে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল; এবং এটি একজন মধ্যস্থতার হাতে ফেরেশতাদের দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল।
20 এখন একজন মধ্যস্থতাকারী একজনের মধ্যস্থতাকারী নয়, কিন্তু ঈশ্বর একজন।
21 তাহলে আইন কি ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধে? ঈশ্বর নিষেধ করুন: কারণ যদি এমন একটি আইন দেওয়া হত যা জীবন দিতে পারে, তবে সত্যই ধার্মিকতা আইন দ্বারা হওয়া উচিত ছিল।
22কিন্তু শাস্ত্রে সমস্ত কিছু পাপের অধীন শেষ করা হয়েছে, যেন যীশু খ্রীষ্টের বিশ্বাসের প্রতিশ্রুতি যাঁরা বিশ্বাস করে তাদের দেওয়া হয়৷

23 কিন্তু বিশ্বাস আসার আগে, আমাদের বিধি-ব্যবস্থার অধীনে রাখা হয়েছিল, যে বিশ্বাসের পরে প্রকাশ হওয়া উচিত ছিল তার জন্য আমাদের আটকে রাখা হয়েছিল৷
24 সেইজন্য খ্রীষ্টের কাছে আমাদের নিয়ে আসার জন্য আইন ছিল আমাদের স্কুলশিক্ষক, যাতে আমরা বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক হতে পারি৷
25 কিন্তু সেই বিশ্বাস আসার পর আমরা আর একজন শিক্ষকের অধীনে থাকব না৷
26 কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাস করে তোমরা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান৷
27 তোমাদের মধ্যে যতজন খ্রীষ্টে বাপ্তিস্ম নিয়েছে তারা খ্রীষ্টকে পরিধান করেছো৷
28 সেখানে ইহুদী বা গ্রীক কেউই নেই, বন্ধনও নেই, স্বাধীনও নেই, পুরুষ বা মহিলাও নেই, কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে তোমরা সবাই এক৷
29 আর যদি তোমরা খ্রীষ্টের হয়ে থাক, তবে তোমরা অব্রাহামের বংশ এবং প্রতিশ্রুতি অনুসারে উত্তরাধিকারী৷

অধ্যায় 4

1 এখন আমি বলছি, উত্তরাধিকারী, যতক্ষণ পর্যন্ত সে শিশু থাকে, সে সকলের প্রভু হলেও একজন দাস থেকে আলাদা হয় না৷
2 কিন্তু পিতার নিযুক্ত সময় পর্যন্ত গৃহশিক্ষক ও গভর্নরের অধীন।
3 তেমনি আমরাও, যখন আমরা শিশু ছিলাম, জগতের উপাদানগুলির অধীনে ছিলাম৷
4কিন্তু যখন সময় পূর্ণ হল, তখন ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে পাঠালেন, যিনি একজন স্ত্রীলোকের দ্বারা তৈরি, আইনের অধীনে তৈরি৷
5 যারা আইনের অধীনে ছিল তাদের মুক্ত করার জন্য, যাতে আমরা দত্তক গ্রহণ করতে পারি৷
6 আর তোমরা পুত্র বলেই ঈশ্বর তাঁর পুত্রের আত্মাকে তোমাদের হৃদয়ে পাঠিয়েছেন, আব্বা, পিতা, চিৎকার করো৷
7 সেইজন্য তুমি আর দাস নও, কিন্তু পুত্র; এবং যদি একটি পুত্র, তাহলে খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী৷
8তবুও, যখন তোমরা ঈশ্বরকে চিনতে না, তখন তোমরা তাদের সেবা করেছ, যাঁরা স্বভাবতই দেবতা নন৷
9 কিন্তু এখন, তোমরা ঈশ্বরকে চিনতে পেরেছ বা ঈশ্বরকে চিনতে পেরেছ, তাহলে কীভাবে তোমরা আবার দুর্বল ও ভিখারিদের দিকে ফিরে যাও, যেখানে তোমরা আবার দাসত্বে থাকতে চাও?
10 তোমরা দিন, মাস, সময় ও বছর পালন কর।
11 আমি তোমাকে ভয় পাই, পাছে তোমার শ্রম বৃথা দিয়েছি।
12 ভাই ও বোনেরা, আমি তোমাদের মিনতি করছি, আমার মতো হও৷ কারণ আমি তোমাদের মতোই আছি৷ তোমরা আমাকে কোনো ক্ষতি করনি৷
13 তোমরা জানো কিভাবে আমি প্রথম দিকে তোমাদের কাছে দৈহিক দুর্বলতার মাধ্যমে সুসমাচার প্রচার করেছিলাম৷
14 এবং আমার প্রলোভন যা আমার দেহে ছিল তোমরা তা তুচ্ছ করনি বা প্রত্যাখ্যানও করো নি৷ কিন্তু খ্রীষ্ট যীশুর মতো ঈশ্বরের ফেরেশতা হিসেবে আমাকে গ্রহণ করেছেন৷
15 তাহলে তোমরা যে আশীর্বাদের কথা বললে তা কোথায়? কারণ আমি আপনার কাছে রেকর্ড করছি যে, যদি এটা সম্ভব হতো, তাহলে তোমরা নিজের চোখগুলো বের করে আমাকে দিয়ে দিতে।
16 তাই আমি কি তোমাদের শত্রু হলাম, কারণ আমি তোমাদের সত্য বলছি?
17 তারা উদ্যোগের সাথে আপনাকে প্রভাবিত করে, কিন্তু ভাল নয়; হ্যাঁ, তারা আপনাকে বাদ দেবে, যাতে আপনি তাদের প্রভাবিত করতে পারেন৷
18 কিন্তু উত্তম বিষয়ে সর্বদা উদ্যোগী হওয়া উত্তম, এবং শুধুমাত্র যখন আমি তোমাদের কাছে থাকি তখন নয়৷
19 আমার ছোট ছেলেমেয়েরা, যাদের মধ্যে খ্রীষ্ট তোমাদের মধ্যে গঠিত না হওয়া পর্যন্ত আমি আবার জন্মে কষ্ট পাচ্ছি,
20 আমি এখন আপনার সাথে উপস্থিত হতে এবং আমার কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করতে চাই; কারণ আমি তোমাকে নিয়ে সন্দেহের মধ্যে আছি।
21 তোমরা যারা বিধি-ব্যবস্থার অধীন হতে চাও, আমাকে বল, তোমরা কি বিধি-ব্যবস্থা শোন না?
22 কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে, অব্রাহামের দুটি পুত্র ছিল, একটি দাসীর দ্বারা, অন্যটি স্বাধীন মহিলার দ্বারা৷
23 কিন্তু যিনি দাসত্বের মধ্যে ছিলেন তিনি মাংসের পরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন৷ কিন্তু তিনি স্বাধীন মহিলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন৷
24 কোন জিনিসগুলি একটি রূপক: কারণ এই দুটি চুক্তি; সিনাই পর্বত থেকে একজন, যা বন্ধনে লিঙ্গ, যা আগর।
25 কারণ এই আগর আরবের সিনাই পর্বত, এবং এখন জেরুজালেমকে উত্তর দেয়, এবং তার সন্তানদের সাথে দাসত্বে রয়েছে৷
26 কিন্তু উপরের জেরুজালেম স্বাধীন, যেটি আমাদের সকলের জননী৷
27 কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে, 'আনন্দ কর! তুমি যে প্রসব করো না, তুমি জেগে ওঠো এবং কাঁদো, কারণ যার স্বামী আছে তার চেয়ে নির্জনতার অনেক বেশি সন্তান রয়েছে।
28 ভাই ও বোনেরা, ইস্হাকের মতো আমরাও প্রতিশ্রুতির সন্তান৷
29 কিন্তু তখন যে মাংসের পরে জন্মেছিল সে আত্মার পরে জন্মগ্রহণকারীকে তাড়না করেছিল, এখনও তাই হচ্ছে৷
30 তথাপি শাস্ত্র কি বলে? দাসী ও তার ছেলেকে তাড়িয়ে দাও, কারণ দাসীর ছেলে স্বাধীন মহিলার ছেলের সাথে উত্তরাধিকারী হবে না।
31 তাই ভাইয়েরা, আমরা দাসীর সন্তান নই, স্বাধীনের সন্তান।

অধ্যায় 5

1 তাই খ্রীষ্ট যে স্বাধীনতা দিয়ে আমাদের মুক্ত করেছেন সেই স্বাধীনতায় দৃঢ়ভাবে দাঁড়াও এবং আবার দাসত্বের জোয়ালে জড়াবেন না।
2 দেখ, আমি পৌল তোমাদের বলছি, যদি তোমাদের সুন্নত করানো হয়, তবে খ্রীষ্ট তোমাদের কোন লাভ হবে না৷

3কারণ সুন্নত করা প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে আমি আবারও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সে সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা পালন করতে ঋণী৷
4 খ্রীষ্ট তোমাদের জন্য কোন কার্যকারী নন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ আইন দ্বারা ধার্মিক প্রতিপন্ন হবেন৷ আপনি অনুগ্রহ থেকে পতিত হয়.
5 কারণ আমরা আত্মার মাধ্যমে বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিকতার আশার জন্য অপেক্ষা করি৷
6 কারণ যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে সুন্নত বা সুন্নত কোনো কিছুরই উপকার হয় না৷ কিন্তু বিশ্বাস যা ভালবাসার দ্বারা কাজ করে৷
7 তোমরা ভাল দৌড়েছ; কে তোমাদেরকে বাধা দিল যে তোমরা সত্যকে মান্য করো না?
8 যে তোমাকে ডাকে তার কাছ থেকে এই প্ররোচনা আসে না৷
9 সামান্য খামির পুরো পিণ্ডটিকে খামির করে।
10 প্রভুর মধ্য দিয়ে আমি তোমাদের ওপর আস্থা রাখি, তোমরা অন্য কেউ হবে না৷
11 আর ভাই ও বোনেরা, আমি যদি এখনও সুন্নতের কথা প্রচার করি, তবে কেন আমি এখনও তাড়না ভোগ করছি? তাহলে ক্রুশের অপরাধ বন্ধ হয়ে যায়।
12 আমি চাই তারাও কেটে যাবে যা তোমাকে কষ্ট দেয়।
13 ভাই ও বোনেরা, তোমাদের মুক্তির জন্য ডাকা হয়েছে৷ শুধুমাত্র মাংসের উপলক্ষ্যের জন্য স্বাধীনতা ব্যবহার করবেন না, কিন্তু প্রেমের দ্বারা একে অপরের সেবা করুন।
14 কারণ সমস্ত আইন এক কথায় পূর্ণ হয়, এমনকী এতেও; তুমি তোমার প্রতিবেশীকে তোমার মত ভালবাসবে।
15কিন্তু যদি তোমরা একে অপরকে কামড়াও এবং গ্রাস কর, তবে সাবধান থেকো, যেন একে অপরকে গ্রাস না করা হয়৷
16তখন আমি একথা বলছি, আত্মায় চলাফেরা কর, আর তোমরা দেহের লালসা পূর্ণ করবে না৷
17 কারণ দেহ আত্মার বিরুদ্ধে এবং আত্মা দেহের বিরুদ্ধে কামনা করে৷ আর এগুলি একে অপরের বিপরীত, যাতে তোমরা যা করতে চাও তা করতে পার না৷
18 কিন্তু যদি তোমরা আত্মার দ্বারা পরিচালিত হও, তবে তোমরা বিধি-ব্যবস্থার অধীন নও৷
19 এখন দৈহিক কাজ প্রকাশ পেয়েছে, যা এইগুলি; ব্যভিচার, ব্যভিচার, অপবিত্রতা, লম্পটতা,
20 মূর্তিপূজা, জাদুবিদ্যা, ঘৃণা, ভিন্নতা, অনুকরণ, ক্রোধ, কলহ, বিদ্রোহ, ধর্মদ্রোহিতা,
21 ঈর্ষা, খুন, মাতাল, মত্ততা, এবং এই ধরনের: যা আমি আপনাকে আগে বলেছি, যেমন আমি অতীতেও বলেছি, যারা এই ধরনের কাজ করে তারা ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে না।
22 কিন্তু আত্মার ফল হল প্রেম, আনন্দ, শান্তি, ধৈর্য্য, ভদ্রতা, মঙ্গলময়তা, বিশ্বাস,
23 নম্রতা, সংযম: এই ধরনের বিরুদ্ধে কোন আইন নেই।
24 আর যারা খ্রীষ্টের তারা স্নেহ ও লালসায় মাংসকে ক্রুশবিদ্ধ করেছে৷
25 আমরা যদি আত্মায় বাস করি, তবে আসুন আমরাও আত্মায় চলতে পারি৷
26 আসুন আমরা বৃথা গৌরব কামনা করি না, একে অপরকে উত্তেজিত করি, পরস্পরকে হিংসা করি।

অধ্যায় 6

1 ভাই ও বোনেরা, যদি কোন লোকের কোন দোষ ধরা পড়ে, তবে তোমরা যারা আধ্যাত্মিক, নম্রতার আত্মায় তাকে ফিরিয়ে দাও৷ নিজের কথা চিন্তা কর, পাছে তুমিও প্রলুব্ধ না হও।
2 তোমরা একে অপরের ভার বহন কর, আর তাই খ্রীষ্টের আইন পূর্ণ কর৷
3 কারণ যদি একজন মানুষ নিজেকে কিছু মনে করে, যখন সে কিছুই না, তবে সে নিজেকে প্রতারিত করে৷
4 কিন্তু প্রত্যেকে তার নিজের কাজকে প্রমাণ করুক, তাহলে সে একাই আনন্দ করবে, অন্যের মধ্যে নয়৷
5 কারণ প্রত্যেক মানুষ তার নিজের বোঝা বহন করবে৷
6 যাকে এই বাক্যে শিক্ষা দেওয়া হয় সে তার সাথে যোগাযোগ করুক যিনি সমস্ত ভাল বিষয়ে শিক্ষা দেন৷
7 প্রতারিত হবেন না; ঈশ্বরকে উপহাস করা হয় না, কারণ মানুষ যা কিছু বপন করে, সে তা কাটবে৷
8 কারণ যে তার মাংসের জন্য বীজ বপন করে, সে মাংস থেকে ক্ষয়ক্ষতি কাটবে; কিন্তু যে আত্মার জন্য বীজ বপন করে, সে আত্মা থেকে অনন্ত জীবন কাটবে৷
9 এবং আমরা ভাল কাজ করতে ক্লান্ত না হই: কারণ আমরা অজ্ঞান না হলে, আমরা যথাসময়ে ফসল কাটা হবে.
10 সেইজন্য আমাদের কাছে যেমন সুযোগ আছে, আসুন আমরা সকল মানুষের, বিশেষ করে যারা বিশ্বাসী পরিবারের, তাদের প্রতি মঙ্গল করি৷
11 তোমরা দেখছ আমি নিজের হাতে তোমাদের কাছে কত বড় চিঠি লিখেছি৷
12 যত লোক দেহে সুন্দর দেখাতে চায়, তারা তোমাদের সুন্নত করাতে বাধ্য করে; শুধু পাছে তারা খ্রীষ্টের ক্রুশের জন্য নিপীড়নের শিকার না হয়।
13 কারণ যারা সুন্নত করানো হয়েছে তারা নিজেরাই বিধি-ব্যবস্থা মানে না৷ কিন্তু তোমাদের সুন্নত করাতে চাই, যাতে তারা তোমাদের দেহে গর্বিত হয়৷
14 কিন্তু আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশ ছাড়া আমি গৌরব করি, যাঁর দ্বারা জগৎ আমার কাছে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে, আর আমি জগতের কাছে।
15কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে সুন্নত বা সুন্নত কোনো কিছুরই উপকার হয় না, কিন্তু নতুন সৃষ্টি হয়৷
16 আর যারা এই নিয়ম অনুসারে চলে, তাদের শান্তি ও করুণা বর্ষিত হোক এবং ঈশ্বরের ইস্রায়েলের উপর।
17 এখন থেকে কেউ যেন আমাকে কষ্ট না দেয়, কারণ আমি আমার শরীরে প্রভু যীশুর চিহ্ন বহন করছি৷
18 ভাই ও বোনেরা, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের আত্মার সঙ্গে থাকুক৷ আমীন। (রোম থেকে লেখা গালাতীয়দের কাছে।)

ইফেসিয়ানস

অধ্যায় 1

1 পল, ঈশ্বরের ইচ্ছায় যীশু খ্রীষ্টের একজন প্রেরিত, ইফিসাসের সাধুদের কাছে এবং খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বস্তদের কাছে:
2 আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ষিত হোক।
3 ধন্য হোক আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা, যিনি খ্রীষ্টের স্বর্গীয় স্থানে আমাদের সমস্ত আধ্যাত্মিক আশীর্বাদ দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন:
4 জগতের পত্তনের আগে তিনি যেমন আমাদেরকে তাঁর মধ্যে মনোনীত করেছেন, যেন আমরা তাঁর সামনে প্রেমে পবিত্র ও নির্দোষ থাকি।
5 যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা সন্তান দত্তক গ্রহণের জন্য আমাদের পূর্বনির্ধারিত করে, তাঁর ইচ্ছার ভাল সন্তুষ্টি অনুসারে,
6 তাঁর করুণার মহিমার প্রশংসার জন্য, যেখানে তিনি আমাদের প্রিয়জনের মধ্যে গ্রহণ করেছেন।
7 যাঁর মধ্যে আমরা তাঁর রক্তের মাধ্যমে মুক্তি পেয়েছি, তাঁর অনুগ্রহের ধন অনুসারে পাপের ক্ষমা পেয়েছি।
8 যেখানে তিনি সমস্ত জ্ঞান এবং বিচক্ষণতার সাথে আমাদের প্রতি প্রশস্ত করেছেন;
9 আমাদের কাছে তাঁর ইচ্ছার রহস্য জানালেন, তাঁর সন্তুষ্টি অনুসারে যা তিনি নিজের মধ্যে উদ্দেশ্য করেছেন:
10 যাতে সময়ের পূর্ণতার ব্যবস্থায় তিনি স্বর্গে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই খ্রীষ্টে একত্রিত করতে পারেন। এমনকি তার মধ্যে:
11 যাঁর মধ্যে আমরাও উত্তরাধিকার পেয়েছি, যিনি তাঁর নিজের ইচ্ছার পরামর্শ অনুসারে সমস্ত কাজ করেন তাঁর উদ্দেশ্য অনুসারে পূর্বনির্ধারিত।
12 আমরা তাঁর মহিমার প্রশংসা করতে পারি, যিনি প্রথমে খ্রীষ্টে বিশ্বাস করেছিলেন।
13 যাঁর ওপর তোমরাও বিশ্বাস করেছিলে, তার পরে তোমরা সত্যের বাণী, তোমাদের পরিত্রাণের সুসমাচার শুনেছিলো।
14 যা আমাদের উত্তরাধিকারের বায়না, যতক্ষণ না ক্রয়কৃত সম্পত্তির মুক্তি, তাঁর মহিমার প্রশংসার জন্য।
15 সেইজন্য আমিও প্রভু যীশুতে তোমাদের বিশ্বাস এবং সমস্ত সাধুদের প্রতি ভালবাসার কথা শুনেছি,
16 আমার প্রার্থনায় তোমার কথা স্মরণ করে তোমার জন্য ধন্যবাদ দিতে থামো না;
17 যেন আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর, মহিমার পিতা, তাঁর জ্ঞানে তোমাদের প্রজ্ঞা ও প্রকাশের আত্মা দিতে পারেন।
18 তোমার বুদ্ধির চোখ আলোকিত হচ্ছে; যাতে তোমরা জানতে পার যে, তাঁর আহ্বানের আশা কী এবং সাধুদের মধ্যে তাঁর উত্তরাধিকারের গৌরব কী,
19 আর যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁর পরাক্রমশালী শক্তির কাজ অনুসারে আমাদের কাছে তাঁর শক্তির অত্যাধিক মহিমা কী?
20 যা তিনি খ্রীষ্টে করেছিলেন, যখন তিনি তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছিলেন এবং স্বর্গীয় স্থানে তাঁর নিজের ডানদিকে স্থাপন করেছিলেন,
21 সমস্ত রাজত্ব, শক্তি, শক্তি, আধিপত্য এবং সমস্ত নাম যা নামকরণ করা হয়েছে, কেবল এই পৃথিবীতেই নয়, ভবিষ্যতে যা হবে তারও ঊর্ধ্বে:
22 এবং সমস্ত কিছু তাঁর পায়ের নীচে রেখেছেন এবং তাঁকে মন্ডলীতে সমস্ত কিছুর প্রধান হতে দিয়েছেন,
23 যা তাঁর দেহ, তাঁর পূর্ণতা যিনি সমস্ত কিছুকে পূর্ণ করেন।

অধ্যায় 2

1 আর তোমরা যারা অন্যায় ও পাপে মৃত ছিল তাদের জীবিত করেছ;
2 যেখানে অতীতে তোমরা এই জগতের গতিপথ অনুসারে, আকাশের শক্তির রাজপুত্রের মত, যে আত্মা এখন অবাধ্যতার সন্তানদের মধ্যে কাজ করে সেই অনুসারে চলছিলে:
3 যাঁদের মধ্যে আমরা সকলেই অতীতে আমাদের দেহের লালসায় কথাবার্তা বলেছিলাম, দেহের ও মনের বাসনা পূরণ করেছিলাম। এবং স্বভাবতই ছিল ক্রোধের সন্তান, এমনকি অন্যদের মতো।
4কিন্তু ঈশ্বর, যিনি করুণার অধিকারী, তাঁর মহান প্রেমের জন্য যে তিনি আমাদের ভালবাসেন,
5 এমনকি যখন আমরা পাপে মৃত ছিলাম, তখনও খ্রীষ্টের সাথে আমাদের জীবিত করেছেন, (অনুগ্রহে তোমরা উদ্ধার পেয়েছ;)
6 এবং আমাদের একত্রে উত্থাপন করেছেন এবং খ্রীষ্ট যীশুতে স্বর্গীয় স্থানে বসিয়েছেন।
7 যেন পরবর্তী যুগে তিনি খ্রীষ্ট যীশুর মাধ্যমে আমাদের প্রতি তাঁর দয়ার মাধ্যমে তাঁর অনুগ্রহের অত্যাধিক ধন দেখাতে পারেন।
8 কেননা অনুগ্রহের দ্বারা বিশ্বাসের মাধ্যমে তোমরা উদ্ধার পেয়েছ। এবং তা আপনার নিজের নয়: এটি ঈশ্বরের উপহার।
9 কাজের জন্য নয়, যাতে কেউ গর্ব না করে।
10 কারণ আমরা তাঁহার কারিগর, খ্রীষ্ট যীশুতে সৃষ্ট ভাল কাজের জন্য, যা ঈশ্বর পূর্বেই স্থির করিয়াছেন যেন আমরা সেগুলির মধ্যে চলতে পারি।
11 সেইজন্য মনে রাখবেন যে, তোমরা মাংসের দিক থেকে অইহুদীদের অতীত হয়েছ, যাদেরকে সুন্নত না বলা হয় যাকে হাতের তৈরি মাংসে সুন্নত বলা হয়।
12 সেই সময়ে তোমরা খ্রীষ্ট ছাড়া ছিলে, ইস্রায়েলের কমনওয়েলথ থেকে বিদেশী ছিলে এবং প্রতিশ্রুতির চুক্তি থেকে বিদেশী ছিলে, কোন আশা ছিল না এবং পৃথিবীতে ঈশ্বর ছাড়া ছিলে।
13 কিন্তু এখন খ্রীষ্ট যীশুতে তোমরা যারা কখনও কখনও দূরে ছিলে তারা খ্রীষ্টের রক্তের দ্বারা নিকটবর্তী হয়েছ।
14 কারণ তিনিই আমাদের শান্তি, যিনি উভয়কে এক করেছেন এবং আমাদের মধ্যে বিভাজনের মধ্যবর্তী প্রাচীর ভেঙে দিয়েছেন;
15 তাঁর দেহে শত্রুতা, এমনকি বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে থাকা আজ্ঞার আইনও রহিত করে; নিজের মধ্যে দু'জন নতুন মানুষ তৈরি করার জন্য, তাই শান্তি স্থাপন করা;
16 এবং যাতে তিনি ক্রুশের দ্বারা এক দেহে ঈশ্বরের সাথে উভয়ের মিলন ঘটাতে পারেন, এর দ্বারা শত্রুতাকে মেরে ফেলেন:

17 এবং এসে তোমাদের কাছে যাঁরা দূরে ছিলেন এবং যাঁরা কাছে ছিলেন তাঁদের কাছে শান্তির কথা প্রচার করলেন।
18 কারণ তাঁর মাধ্যমে আমরা উভয়ই এক আত্মার দ্বারা পিতার কাছে প্রবেশ করি।
19 তাই এখন তোমরা আর অপরিচিত ও বিদেশী নও, বরং সাধুদের সঙ্গে এবং ঈশ্বরের পরিবারের সহনাগরিক।
20 এবং প্রেরিতদের এবং ভাববাদীদের ভিত্তির উপর নির্মিত হয়, যীশু খ্রীষ্ট নিজেই প্রধান কোণের পাথর;
21 যাঁর মধ্যে সমস্ত বিল্ডিং একত্রে তৈরি হয়ে প্রভুর একটি পবিত্র মন্দিরে পরিণত হয়েছে।
22 যাঁর মধ্যে তোমরাও আত্মার মাধ্যমে ঈশ্বরের বাসস্থানের জন্য একত্রিত হয়েছ।

অধ্যায় 3

1 এই জন্য আমি পৌল, তোমাদের অইহুদীদের জন্য যীশু খ্রীষ্টের বন্দী,
2 যদি তোমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহের কথা শুনে থাক যা আমাকে তোমাদের জন্য দেওয়া হয়েছে:
3 কিভাবে তিনি প্রকাশের মাধ্যমে আমার কাছে রহস্য জানালেন; (যেমন আমি আগেই লিখেছি অল্প কথায়,
4 এর দ্বারা, যখন তোমরা পড়বে, তখন খ্রীষ্টের রহস্যের মধ্যে আমার জ্ঞান বুঝতে পারবে)
5 যেটি অন্য যুগে মানবসন্তানদের কাছে প্রকাশ করা হয়নি, যেমনটি এখন আত্মার দ্বারা তাঁর পবিত্র প্রেরিত ও ভাববাদীদের কাছে প্রকাশিত হয়েছে।
6 যাতে অইহুদীরা সহ-উত্তরাধিকারী হয় এবং একই দেহের এবং সুসমাচারের মাধ্যমে খ্রীষ্টে তাঁর প্রতিশ্রুতির অংশীদার হয়:
7 ঈশ্বরের অনুগ্রহের দান অনুসারে আমি একজন পরিচারক হয়েছিলাম যা তাঁর ক্ষমতার কার্যকরী কাজের দ্বারা আমাকে দেওয়া হয়েছিল।
8 আমার কাছে, যিনি সমস্ত সাধুদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট, এই অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে যে আমি অইহুদীদের মধ্যে খ্রীষ্টের অলক্ষ্য ধন প্রচার করি।
9 এবং সমস্ত লোককে বোঝানোর জন্য সেই রহস্যের সহভাগিতা কী, যা জগতের শুরু থেকে ঈশ্বরের মধ্যে লুকিয়ে আছে, যিনি যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন:
10 এই অভিপ্রায়ে যে এখন স্বর্গীয় স্থানের শাসন ও ক্ষমতা মন্ডলীর দ্বারা ঈশ্বরের বহুবিধ জ্ঞান জানা যায়,
11 আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে তিনি যে চিরন্তন উদ্দেশ্য করেছিলেন সেই অনুসারে:
12 যাঁর প্রতি বিশ্বাসের দ্বারা আমাদের সাহস ও আত্মবিশ্বাস আছে।
13 সেইজন্য আমি চাই যে তোমরা তোমাদের জন্য আমার কষ্টে হতাশ না হও, যা তোমাদের গৌরব।
14 এই জন্য আমি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতার কাছে আমার হাঁটু নত করছি,
15 যাঁদের মধ্যে স্বর্গ ও পৃথিবীতে সমগ্র পরিবারের নাম রাখা হয়েছে,
16 যেন তিনি তাঁর মহিমার ধন অনুসারে তোমাদেরকে দেবেন, যাতে তিনি তাঁর আত্মার মধ্য দিয়ে শক্তিতে শক্তিশালী হন।
17 যেন খ্রীষ্ট বিশ্বাসের দ্বারা তোমাদের অন্তরে বাস করেন। যে আপনি, প্রেমে মূল এবং ভিত্তি করে,
18 প্রস্থ, দৈর্ঘ্য, গভীরতা এবং উচ্চতা কী তা সমস্ত সাধুদের সাথে বুঝতে সক্ষম হতে পারে;
19 এবং খ্রীষ্টের প্রেমকে জানুন, যা জ্ঞানের বাইরে চলে যায়, যাতে তোমরা ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতায় পূর্ণ হতে পার।
20 এখন যে শক্তি আমাদের মধ্যে কাজ করে সেই শক্তি অনুসারে আমরা যা চাই বা চিন্তা করি তার থেকেও বেশি করে যা করতে পারে তার কাছে,
21 খ্রীষ্ট যীশুর দ্বারা মন্ডলীতে তাঁর গৌরব হোক সকল যুগে, অন্তহীন জগতে। আমীন।

অধ্যায় 4

1 তাই আমি, প্রভুর বন্দী, তোমাদের কাছে মিনতি করছি যে, যে কাজে তোমাদের ডাকা হয়েছে তার যোগ্যভাবে চলাফেরা কর।
2 সমস্ত নম্রতা ও নম্রতা সহ, ধৈর্য সহ, প্রেমে একে অপরকে সহনশীল;
3 শান্তির বন্ধনে আত্মার ঐক্য বজায় রাখার চেষ্টা করা।
4 এক দেহ, এবং এক আত্মা, যেমন তোমাদের ডাকার এক আশায় ডাকা হয়।
5 এক প্রভু, এক বিশ্বাস, এক বাপ্তিস্ম,
6 সকলের এক ঈশ্বর ও পিতা, যিনি সকলের উপরে, সকলের মাধ্যমে এবং তোমাদের সকলের মধ্যে আছেন।
7 কিন্তু খ্রীষ্টের উপহারের পরিমাপ অনুসারে আমাদের প্রত্যেককে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে।
8 সেইজন্য তিনি বলেছেন, যখন তিনি উঁচুতে উঠেছিলেন, তখন তিনি বন্দীদশাকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং মানুষকে উপহার দিয়েছিলেন।
9 (এখন যে তিনি আরোহণ করেছেন, তা ছাড়া আর কি আছে যে তিনি পৃথিবীর নীচের অংশে প্রথমে নেমে গেলেন?
10 যিনি নেমে এসেছেন তিনিই সেই একই যিনি সমস্ত স্বর্গের উপরে উঠে গিয়েছিলেন, যাতে তিনি সমস্ত কিছু পূর্ণ করেন।)
11 এবং তিনি কিছু, প্রেরিত দিয়েছেন; এবং কিছু, নবী; এবং কিছু, প্রচারক; এবং কিছু, যাজক এবং শিক্ষক;
12 সাধুদের নিখুঁত করার জন্য, পরিচর্যার কাজের জন্য, খ্রীষ্টের দেহের উন্নতির জন্য:
13 যতক্ষণ না আমরা সকলে বিশ্বাসের ঐক্যে, এবং ঈশ্বরের পুত্রের জ্ঞানে, একজন সিদ্ধ মানুষের কাছে, খ্রীষ্টের পূর্ণতার মাপকাঠিতে না আসি।
14 যে আমরা এখন থেকে আর শিশু হব না, এদিক-ওদিক ছুঁড়ে মারব, এবং তত্ত্বের প্রতিটি বাতাসের সাথে, মানুষের চাতুরী এবং ধূর্ত ধূর্ততার দ্বারা, যেখানে তারা প্রতারণা করার অপেক্ষায় থাকে;
15 কিন্তু প্রেমে সত্য কথা বলা, সমস্ত বিষয়ে তাঁর মধ্যে বড় হতে পারে, যা মস্তক, এমনকি খ্রীষ্টও।
16 যাঁর কাছ থেকে সমস্ত শরীর স্থিরভাবে একত্রিত হয়েছে এবং যা প্রতিটি জয়েন্ট সরবরাহ করে, প্রতিটি অঙ্গের

পরিমাপে কার্যকরী কাজ অনুসারে, প্রেমে নিজেকে উন্নত করার জন্য দেহের বৃদ্ধি করে।
17 তাই আমি একথা বলছি, এবং প্রভুতে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমরা এখন থেকে অন্য অইহুদীরা তাদের মনের অসারতায় যেভাবে চলে, সেভাবে চলবে না৷৷
18 তাদের অন্তরের অন্ধত্বের কারণে তাদের মধ্যে যে অজ্ঞতা রয়েছে তার দ্বারা ঈশ্বরের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বুদ্ধি অন্ধকার হয়ে গেছে:
19 যারা অতীতের অনুভূতিতে নিজেদেরকে লোভের সাথে সমস্ত অশুচি কাজ করার জন্য লোভের কাছে সমর্পণ করেছে।
20 কিন্তু তোমরা খ্রীষ্টকে এতটা শিখে নি;
21 যদি তাই হয় যে তোমরা তাঁর কথা শুনেছ এবং তাঁর দ্বারা শিক্ষা পেয়েছ, যেমন যীশুর মধ্যে সত্য আছে৷
22 যে বৃদ্ধ লোকটির পূর্বের কথোপকথন তোমরা স্থগিত করেছ, যে প্রতারণাপূর্ণ অভিলাষ অনুসারে কলুষিত;
23 এবং আপনার মনের আত্মায় নতুন করে উঠুন;
24 আর তোমরা সেই নতুন মানুষটিকে পরিধান কর, যাকে ঈশ্বরের পরে ধার্মিকতা ও সত্যিকারের পবিত্রতায় সৃষ্টি করা হয়েছে৷
25 তাই মিথ্যা কথা বাদ দিয়ে প্রত্যেকে তার প্রতিবেশীর সাথে সত্য কথা বলুন, কারণ আমরা একে অপরের অঙ্গ।
26 তোমরা রাগান্বিত হও, পাপ করো না, সূর্য তোমাদের ক্রোধের উপর অস্তমিত না হোক৷
27 শয়তানকেও স্থান দিও না।
28 যে চুরি করেছে সে যেন আর চুরি না করে, বরং সে শ্রম করুক, নিজের হাত দিয়ে ভাল কাজ করুক, যাতে তাকে যাকে প্রয়োজন তাকে দিতে হয়৷
29 তোমার মুখ থেকে কোন কলুষিত কথা বেরোবে না, কিন্তু যা উন্নতির কাজে ভাল, তা যেন শ্রোতাদের অনুগ্রহ করে।
30 এবং ঈশ্বরের পবিত্র আত্মাকে দুঃখিত করবেন না, যার দ্বারা তোমরা মুক্তির দিন পর্যন্ত সীলমোহরযুক্ত৷
31 সমস্ত তিক্ততা, ক্রোধ, ক্রোধ, কোলাহল এবং মন্দ কথা, সমস্ত বিদ্বেষ সহ আপনার কাছ থেকে দূরে থাকুক:
32 আর তোমরা পরস্পরের প্রতি সদয় হও, কোমল হৃদয়ের হও, একে অপরকে ক্ষমা কর, যেমন খ্রীষ্টের জন্য ঈশ্বর তোমাদের ক্ষমা করেছেন৷

অধ্যায় 5

1 তাই প্রিয় সন্তানদের মত তোমরা ঈশ্বরের অনুগামী হও;
2 এবং প্রেমে চলুন, যেমন খ্রীষ্টও আমাদের প্রেম করেছেন, এবং আমাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে একটি নৈবেদ্য ও বলিদান দিয়েছেন সুগন্ধযুক্ত গন্ধ৷
3 কিন্তু ব্যভিচার, এবং সমস্ত অশুচিতা, বা লোভ, এটাকে তোমাদের মধ্যে একবার নাম না দেওয়া হোক, যেমন সাধু হয়ে ওঠে;
4 নোংরাতা, বোকা কথা বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ নয়, যা সুবিধাজনক নয়; বরং ধন্যবাদ জানাই৷
5 কারণ তোমরা জান যে, কোন ব্যভিচারী, অশুচি বা লোভী লোক, যে মূর্তিপূজক, খ্রীষ্টের ও ঈশ্বরের রাজ্যে তার কোন অধিকার নেই৷
6 কেউ যেন অযথা কথা বলে তোমাদের প্রতারণা না করে, কারণ এসবের কারণে অবাধ্য সন্তানদের ওপর ঈশ্বরের ক্রোধ নেমে আসে৷
7 তাই তোমরা তাদের সঙ্গে শরীক হয়ো না৷৷
8কারণ কখনও কখনও তোমরা অন্ধকার ছিলে, কিন্তু এখন তোমরা প্রভুতে আলো আছ৷ আলোর সন্তানের মতো চল৷
9 (কারণ আত্মার ফল সমস্ত মঙ্গল, ধার্মিকতা এবং সত্যের মধ্যে রয়েছে;)
10 প্রভুর কাছে কি গ্রহণযোগ্য তা প্রমাণ করা৷৷
11 এবং অন্ধকারের নিষ্ফল কাজের সাথে কোন অংশীদারিত্ব করবেন না, বরং তাদের তিরস্কার করুন৷
12 কেননা গোপনে যে সব কাজ করা হয় সেসব কথা বলতেও লজ্জার বিষয়।
13 কিন্তু যা কিছু তিরস্কার করা হয় তা আলোর দ্বারা প্রকাশিত হয়, কারণ যা কিছু প্রকাশ করে তা হল আলো৷৷
14 সেইজন্য তিনি বলছেন, 'যা ঘুমিয়ে আছেন, জেগে উঠুন, মৃতদের মধ্য থেকে উঠুন, আর খ্রীষ্ট তোমাকে আলো দেবেন৷'
15তাহলে দেখো, তোমরা মূর্খের মতো নয়, জ্ঞানীর মতো সাবধানে চলাফেরা কর৷
16 সময় উদ্ধার করা, কারণ দিন খারাপ.
17 তাই তোমরা বোকা থেকো না, কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা কি তা বুঝতে পার৷
18 আর দ্রাক্ষারস পান করো না, যার মধ্যে অতিরিক্ত আছে৷ কিন্তু আত্মায় পূর্ণ হও;
19 গীতসংহিতা, স্তোত্র এবং আধ্যাত্মিক গানে নিজেদের সাথে কথা বলুন, প্রভুর উদ্দেশে আপনার হৃদয়ে গান গাও এবং সুর কর;
20 আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে সর্বদা ঈশ্বর ও পিতাকে সমস্ত কিছুর জন্য ধন্যবাদ জানাই৷
21 ঈশ্বরের ভয়ে নিজেদের একে অপরের বশীভূত কর।
22 স্ত্রীগণ, প্রভুর কাছে যেমন আত্মসমর্পণ কর, তেমনি নিজেদের স্বামীদের কাছে আত্মসমর্পণ কর।
23 কারণ স্বামী স্ত্রীর মস্তক, যেমন খ্রীষ্ট মণ্ডলীর মস্তক, এবং তিনি দেহের ত্রাণকর্তা৷
24 তাই মণ্ডলী যেমন খ্রীষ্টের অধীন, তেমনি স্ত্রীরাও যেন সব বিষয়ে তাদের স্বামীর অধীন হয়৷
25 স্বামীরা, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের ভালবাস, যেমন খ্রীষ্টও মণ্ডলীকে ভালবাসতেন এবং এর জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন৷
26 যেন তিনি শব্দের দ্বারা জলে ধোয়ার মাধ্যমে তা পবিত্র ও শুদ্ধ করতে পারেন,
27 যাতে তিনি এটিকে নিজের কাছে একটি মহিমান্বিত মন্ডলী উপস্থাপন করতে পারেন, যেখানে দাগ বা কুঁচকানো বা এই জাতীয় কোন জিনিস নেই; কিন্তু তা যেন পবিত্র ও নির্দোষ হয়।
28 তাই পুরুষদের উচিত তাদের স্ত্রীদেরকে তাদের নিজেদের দেহের মতো ভালবাসতে হবে৷ যে তার স্ত্রীকে ভালবাসে সে নিজেকে ভালবাসে।
29 কারণ এখনও পর্যন্ত কেউ নিজের মাংসকে ঘৃণা করেনি৷ কিন্তু লালন-পালন করে, যেমন প্রভু গির্জা:
30 কারণ আমরা তাঁর শরীরের, তাঁর মাংস ও হাড়ের অঙ্গ৷

31 এই কারণে একজন পুরুষ তার পিতামাতাকে ছেড়ে যাবে এবং তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হবে এবং তারা দুজন এক দেহ হবে।
32 এটা একটা বড় রহস্য, কিন্তু আমি খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীর বিষয়ে বলছি।
33 তবুও তোমাদের প্রত্যেকে বিশেষভাবে নিজের স্ত্রীকে নিজের মতো ভালবাসুক। এবং স্ত্রী দেখতে পায় যে সে তার স্বামীকে শ্রদ্ধা করে।

অধ্যায় 6

1 ছেলেমেয়েরা, প্রভুতে তোমাদের পিতামাতার বাধ্য হও, কারণ এটাই সঠিক।
2 তোমার পিতা ও মাতাকে সম্মান কর; (যা প্রতিশ্রুতি সহ প্রথম আদেশ;)
3 যেন তোমার মঙ্গল হয় এবং তুমি পৃথিবীতে দীর্ঘজীবী হও।
4 আর, হে পিতারা, তোমাদের সন্তানদেরকে ক্রোধে প্ররোচিত করবেন না, কিন্তু প্রভুর লালন-পালন ও উপদেশে তাদের বড় করুন।
5 দাসেরা, তোমাদের মনিবদের বাধ্য হও যাঁরা দৈহিকভাবে তোমাদের কর্তা, ভয়ে ও কাঁপতে কাঁপতে, খ্রীষ্টের মতো তোমাদের হৃদয়ের একাকীত্বে।
6 চক্ষুসেবা দিয়ে নয়, পুরুষপ্রিয়তার মতো; কিন্তু খ্রীষ্টের দাস হিসাবে, হৃদয় থেকে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে;
7 সৎ ইচ্ছা সহকারে সেবা কর, যেমন প্রভুর, পুরুষদের নয়।
8 এটা জেনে যে, কোন ব্যক্তি যা কিছু ভাল কাজ করে, সে তা প্রভুর কাছ থেকে পাবে, সে দাস হোক বা স্বাধীন।
9 এবং হে প্রভুগণ, ধমক দেওয়া সহ্য করে তাদের প্রতিও একই কাজ করুন: জেনে রাখুন যে আপনার প্রভু স্বর্গে আছেন। তার সাথে মানুষের সম্মানও নেই।
10 অবশেষে, আমার ভাইয়েরা, প্রভুতে এবং তাঁর শক্তির শক্তিতে বলবান হও।
11 ঈশ্বরের সমস্ত বর্ম পরিধান কর, যাতে তোমরা শয়তানের কৌশলের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পার।
12 কেননা আমরা মাংস ও রক্তের বিরুদ্ধে নয়, কিন্তু রাজত্বের বিরুদ্ধে, ক্ষমতার বিরুদ্ধে, এই জগতের অন্ধকারের শাসকদের বিরুদ্ধে, উচ্চ স্থানে আধ্যাত্মিক দুষ্টতার বিরুদ্ধে লড়াই করছি।
13 সেইজন্য ঈশ্বরের সমস্ত বর্ম তোমাদের কাছে নিয়ে নাও, যাতে তোমরা মন্দ দিনে প্রতিরোধ করতে এবং সব কিছু করার পরেও দাঁড়াতে পার।
14 তাই দাঁড়াও, তোমার কোমর বেঁধে সত্যের সাথে এবং ধার্মিকতার বক্ষবন্ধনী নিয়ে দাঁড়াও।
15 এবং শান্তির সুসমাচারের প্রস্তুতির সাথে আপনার পায়ে ঝাঁক দিন;
16 সর্বোপরি, বিশ্বাসের ঢাল গ্রহণ করুন, যার সাহায্যে আপনি দুষ্টদের সমস্ত অগ্নিকুণ্ড নিভিয়ে দিতে সক্ষম হবেন।
17 এবং পরিত্রাণের শিরস্ত্রাণ এবং আত্মার তলোয়ার নিন, যা ঈশ্বরের বাক্য:
18 আত্মায় সর্বদা সমস্ত প্রার্থনা ও বিনতি সহকারে প্রার্থনা করা, এবং সমস্ত অধ্যবসায় ও সমস্ত সাধুদের জন্য বিনতি সহকারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা;
19 এবং আমার জন্য, এই উচ্চারণ আমাকে দেওয়া হোক, যাতে আমি সুসমাচারের রহস্য জানাতে সাহসের সাথে আমার মুখ খুলতে পারি,
20 যার জন্য আমি বন্ধনের দূত: যাতে আমি সাহসের সাথে কথা বলতে পারি, যেমন আমার কথা বলা উচিত।
21 কিন্তু যাতে তোমরাও আমার বিষয় জানতে পার এবং আমি কেমন করি, টাইখিকাস, একজন প্রিয় ভাই এবং প্রভুর বিশ্বস্ত পরিচারক, তিনি তোমাদের সব কিছু জানাবেন।
22 আমি যাঁকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি সেই উদ্দেশ্যেই, যাতে তোমরা আমাদের বিষয় জানতে পার এবং তিনি তোমাদের হৃদয়কে সান্ত্বনা দিতে পারেন।
23 পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে ভাইদের শান্তি ও বিশ্বাসের সঙ্গে প্রেম হোক।
24 যারা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে আন্তরিকভাবে ভালবাসে তাদের সকলের প্রতি অনুগ্রহ থাকুক। আমীন।
(Tychicus দ্বারা রোম থেকে লেখা ইফিসিয়ানদের কাছে।)

ফিলিপিয়ান

অধ্যায় 1

1 যীশু খ্রীষ্টের দাস পল এবং তিমোথিউস, ফিলিপীতে থাকা খ্রীষ্ট যীশুর সমস্ত সাধুদের প্রতি, বিশপ ও ডিকনদের সাথে:
2 আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ষিত হোক৷
3 তোমার প্রতি স্মরণে আমি আমার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই,
4তোমাদের জন্য আমার প্রতিটি প্রার্থনায় সর্বদা আনন্দের সাথে অনুরোধ করছি,
5 প্রথম দিন থেকে এখন পর্যন্ত সুসমাচারে তোমাদের সহভাগিতা;
6 এই বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী যে, যিনি তোমাদের মধ্যে একটি ভাল কাজ শুরু করেছেন তিনি যীশু খ্রীষ্টের দিন পর্যন্ত তা সম্পাদন করবেন৷
7তোমাদের সম্বন্ধে এই কথা ভাবা আমার পক্ষে উপযুক্ত, কারণ আমার অন্তরে তোমরা আছ৷ আমার বন্ধনে এবং সুসমাচারের প্রতিরক্ষা এবং নিশ্চিতকরণ উভয় ক্ষেত্রেই, তোমরা সবাই আমার অনুগ্রহের অংশীদার।
8 কারণ ঈশ্বর আমার রেকর্ড, আমি যীশু খ্রীষ্টের অন্ত্রে তোমাদের সকলের জন্য কতই না আকুল আকাঙ্খা করি৷
9 আর আমি এই প্রার্থনা করি যে, জ্ঞানে ও সমস্ত বিচারে তোমাদের ভালবাসা যেন আরও বেশি হয়৷
10 যাতে তোমরা ভাল জিনিসগুলিকে অনুমোদন করতে পার৷ যাতে খ্রীষ্টের দিন পর্যন্ত তোমরা আন্তরিক এবং অপরাধমুক্ত হতে পার৷
11 ঈশ্বরের মহিমা ও প্রশংসার জন্য যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা ধার্মিকতার ফল দিয়ে পূর্ণ হওয়া৷
12 কিন্তু আমি চাই, ভাইয়েরা, তোমরা বুঝতে পারো যে আমার সাথে যা ঘটেছিল তা সুসমাচারের অগ্রগতির জন্য নয়;
13 যাতে খ্রীষ্টে আমার বন্ধন সমস্ত প্রাসাদে এবং অন্যান্য সমস্ত জায়গায় প্রকাশিত হয়;
14 এবং প্রভুর অনেক ভাই, আমার বন্ধনের দ্বারা আত্মবিশ্বাসী হয়ে, নির্ভয়ে কথা বলতে অনেক বেশি সাহসী৷
15 কেউ কেউ হিংসা ও বিবাদের মধ্যেও খ্রীষ্টের প্রচার করে; এবং কিছু ভাল ইচ্ছাও:
16 যে ব্যক্তি বিবাদের খ্রীষ্টের কথা প্রচার করে, আন্তরিকভাবে নয়, আমার বন্ধনে দুঃখ যোগ করতে চায়:
17 কিন্তু প্রেমের অন্য, জানি আমি সুসমাচার রক্ষার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে.
18 তাহলে কি? তা সত্ত্বেও, সমস্ত উপায়ে, ছলে হোক বা সত্য হোক, খ্রীষ্টের প্রচার করা হয়৷ এবং আমি সেখানে আনন্দিত, হ্যাঁ, এবং আনন্দিত হবে.
19কারণ আমি জানি যে এটা তোমার প্রার্থনার মাধ্যমে আমার পরিত্রাণের দিকে এবং যীশু খ্রীষ্টের আত্মার যোগানের দিকে ফিরে আসবে,
20 আমার আন্তরিক প্রত্যাশা এবং আমার আশা অনুসারে, আমি কোন কিছুতেই লজ্জিত হব না, কিন্তু সর্বদা যেমন সাহসের সাথে, তেমনি এখন খ্রীষ্টও আমার দেহে মহিমান্বিত হবেন, তা জীবন দ্বারা হোক বা মৃত্যুর মাধ্যমে।
21 কেননা আমার কাছে বেঁচে থাকাই খ্রীষ্ট, আর মৃত্যু লাভ।
22 কিন্তু আমি যদি দেহে বাস করি, তবে এটা আমার শ্রমের ফল; তবুও আমি যা বেছে নেব তা আমি জানি না৷
23 কারণ আমি দু'জনের মধ্যে একটি স্ট্রেসে আছি, আমি চলে যেতে চাই এবং খ্রীষ্টের সাথে থাকতে চাই৷ যা অনেক ভালো:
24 তবুও মাংসে থাকা আপনার জন্য আরও প্রয়োজনীয়।
25 এবং এই আত্মবিশ্বাসের সাথে, আমি জানি যে আমি তোমাদের সাথে থাকব এবং বিশ্বাসের আনন্দের জন্য তোমাদের সকলের সাথে থাকব;
26 যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে তোমাদের আনন্দ আমার আবার তোমাদের কাছে আসার মধ্য দিয়ে আমার জন্য আরও বেশি হয়৷
27 শুধুমাত্র খ্রীষ্টের সুসমাচারের মতই আপনার কথাবার্তা হতে দিন: যাতে আমি এসে আপনাকে দেখি বা অনুপস্থিত থাকি না কেন, আমি আপনার বিষয়গুলি শুনতে পারি, যাতে তোমরা এক আত্মায় দৃঢ়ভাবে দাঁড়াও, এক চিত্তে বিশ্বাসের জন্য একত্রে চেষ্টা কর। সুসমাচারের;
28 এবং আপনার প্রতিপক্ষের দ্বারা কোন কিছুতেই ভীত হবেন না: যা তাদের কাছে সর্বনাশের স্পষ্ট নিদর্শন, কিন্তু আপনার কাছে এবং ঈশ্বরের পরিত্রাণ।
29 কারণ খ্রীষ্টের পক্ষে তোমাদের দেওয়া হয়েছে, কেবল তাঁর উপর বিশ্বাস করাই নয়, তাঁর জন্য দুঃখভোগও করা হয়েছে৷
30 তোমরা আমার মধ্যে যে বিবাদ দেখেছ আর এখন আমার মধ্যে থাকতে শুনছ৷

অধ্যায় 2

1 তাই যদি খ্রীষ্টের মধ্যে কোন সান্ত্বনা থাকে, যদি ভালবাসার কোন সান্ত্বনা থাকে, যদি আত্মার কোন সহভাগিতা থাকে, যদি কোন অন্ত্র ও করুণা থাকে,
2 তোমরা আমার আনন্দকে পূর্ণ কর, যাতে তোমরা একই মনের হও, একই রকম ভালবাসা থাক, একমত, এক মনে।
3 ঝগড়া বা অহংকার দ্বারা কিছু করা উচিত নয়; কিন্তু মনের নম্রতায় প্রত্যেকে নিজের চেয়ে অন্যকে ভালোভাবে সম্মান করুক।
4 প্রত্যেকে নিজের জিনিসের দিকে তাকাও না, কিন্তু প্রত্যেকে অন্যের জিনিসের দিকেও তাকাও৷
5 এই মন তোমাদের মধ্যে থাকুক, যা খ্রীষ্ট যীশুতেও ছিল৷
6 যিনি ঈশ্বরের রূপে থাকতেন, ঈশ্বরের সমান হওয়া ডাকাতি নয় বলে মনে করেছিলেন৷
7 কিন্তু নিজেকে কোন খ্যাতিহীন করে তোলেন, এবং তাকে একজন দাসের রূপ ধারণ করেছিলেন এবং মানুষের মতো করে তৈরি করেছিলেন৷
8 এবং একজন মানুষ হিসাবে ফ্যাশনে পাওয়া গিয়েছিল, তিনি নিজেকে নত করেছিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশের মৃত্যু পর্যন্ত বাধ্য হয়েছিলেন৷
9 সেইজন্য ঈশ্বরও তাঁকে উচ্চতর করেছেন, এবং তাঁকে একটি নাম দিয়েছেন যা প্রত্যেক নামের উপরে৷
10 যীশুর নামে প্রতিটি হাঁটু নত করা উচিত, স্বর্গের জিনিস, পৃথিবীতে এবং পৃথিবীর নীচের জিনিসগুলি;

11 আর প্রত্যেক জিভ যেন স্বীকার করে যে যীশু খ্রীষ্টই প্রভু, পিতা ঈশ্বরের মহিমার জন্য।
12 সেইজন্য, আমার প্রিয়, আপনি যেমন সর্বদা আদেশ পালন করেছেন, কেবল আমার উপস্থিতিতে নয়, এখন আমার অনুপস্থিতিতে আরও অনেক বেশি, ভয় ও কাঁপতে আপনার নিজের পরিত্রাণের কাজ করুন।
13 কারণ ঈশ্বরই তোমাদের মধ্যে কাজ করেন এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ইচ্ছা ও কাজ করেন।
14 বচসা ও বিবাদ ছাড়াই সব কিছু করুন।
15 যাতে তোমরা নির্দোষ ও নিরীহ হতে পার, ঈশ্বরের পুত্র, তিরস্কার ছাড়াই, একটি কুটিল ও বিকৃত জাতির মধ্যে, যাদের মধ্যে তোমরা পৃথিবীতে আলোর মতো জ্বলে উঠো;
16 জীবনের বাণী সামনে রাখা; যাতে আমি খ্রীষ্টের দিনে আনন্দ করতে পারি, আমি বৃথা দৌড়াইনি, বৃথা পরিশ্রমও করিনি।
17 হ্যাঁ, এবং যদি আমি আপনার বিশ্বাসের বলিদান ও সেবার জন্য নিবেদিত হই, আমি আনন্দ করি এবং তোমাদের সকলের সাথে আনন্দ করি।
18 একই কারণে তোমরাও আনন্দ কর এবং আমার সঙ্গে আনন্দ কর।
19 কিন্তু আমি প্রভু যীশুতে বিশ্বাস করি যে শীঘ্রই টিমোথিউসকে তোমাদের কাছে পাঠাবেন, যাতে আমিও আপনার অবস্থা জানতে পেরে সান্ত্বনা পেতে পারি।
20 কারণ আমার সমমনা কোন মানুষ নেই, যে স্বাভাবিকভাবেই তোমার রাজ্যের যত্ন নেবে।
21 কারণ সকলেই তাদের নিজেদের খোঁজে, যীশু খ্রীষ্টের জিনিস নয়।
22 কিন্তু তোমরা তাঁর প্রমাণ জান যে, পিতার সঙ্গে পুত্রের মতো সে সুসমাচারে আমার সঙ্গে সেবা করেছে।
23 তাই আমি তাকে এখনই পাঠাতে চাই, যত তাড়াতাড়ি আমি দেখতে পাব আমার সাথে কেমন হবে।
24কিন্তু আমি প্রভুর উপর ভরসা করি যে আমি নিজেও শীঘ্রই আসব।
25 তবুও আমি মনে করি আপনার কাছে আমার ভাই এবং শ্রমের সঙ্গী এবং সহযোদ্ধা ইপাফ্রোডিটাসকে আপনার কাছে পাঠানো প্রয়োজন, কিন্তু আপনার বার্তাবাহক, এবং যিনি আমার চাহিদা পূরণ করেছিলেন।
26কারণ তিনি তোমাদের সকলের জন্য আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, এবং তিনি অসুস্থতায় পূর্ণ ছিলেন, কারণ তোমরা শুনেছিলে যে তিনি অসুস্থ।
27 কারণ সত্যিই তিনি মৃত্যুর কাছে অসুস্থ ছিলেন, কিন্তু ঈশ্বর তাঁর প্রতি করুণা করেছিলেন। এবং শুধু তার উপর নয়, আমার উপরও, যাতে আমি দুঃখের উপর দুঃখ না পাই।
28 তাই আমি তাকে আরও যত্ন সহকারে পাঠিয়েছিলাম, যাতে তোমরা তাকে আবার দেখতে পেলে আনন্দ করতে পার এবং আমি যেন কম দুঃখিত হতে পারি।
29 তাই প্রভুর মধ্যে সমস্ত আনন্দের সাথে তাঁকে গ্রহণ কর। এবং খ্যাতি ধরে রাখুন:
30 কারণ খ্রীষ্টের কাজের জন্য তিনি মৃত্যুর সন্নিকটে ছিলেন, তাঁর জীবনের বিষয়ে নয়, আমার প্রতি তোমাদের সেবার অভাব পূরণ করতে।

অধ্যায় 3

1 অবশেষে, আমার ভাইয়েরা, প্রভুতে আনন্দ কর। আপনার কাছে একই জিনিস লিখতে, আমার কাছে সত্যিই দুঃখজনক নয়, তবে আপনার জন্য এটি নিরাপদ।
2 কুকুর থেকে সাবধান, মন্দ কর্মীদের থেকে সাবধান, সংকীর্ণতা থেকে সাবধান।
3 কারণ আমরা সেই সুন্নত, যারা আত্মায় ঈশ্বরের উপাসনা করি, এবং খ্রীষ্ট যীশুতে আনন্দ করি এবং দেহের প্রতি আস্থা নেই।
4 যদিও আমার দেহের উপরও আস্থা থাকতে পারে। যদি অন্য কেউ মনে করে যে তার শরীরে ভরসা করার কিছু আছে, আমি আরও বলি:
5 অষ্টম দিনে সুন্নত করা হল, ইস্রায়েলের স্টক, বিন্যামীন গোত্রের, হিব্রুদের একজন হিব্রু; আইন স্পর্শ করার মত, একজন ফরীশী;
6 উদ্যমের বিষয়ে, গির্জার তাড়না; বিধি-ব্যবস্থায় ধার্মিকতাকে স্পর্শ করা, নির্দোষ।
7 কিন্তু যা কিছু আমার জন্য লাভ ছিল, আমি খ্রীষ্টের জন্য ক্ষতি বলে গণ্য করেছি।
8 হ্যাঁ নিঃসন্দেহে, এবং আমি আমার প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য ক্ষতি ছাড়া সমস্ত কিছু গণনা করি: যাঁর জন্য আমি সমস্ত কিছুর ক্ষতি সহ্য করেছি, এবং সেগুলিকে গোবর ছাড়া গণনা করি, যাতে আমি খ্রীষ্টকে জয় করতে পারি।
9এবং তাঁর মধ্যে খুঁজে পাও, আমার নিজের ধার্মিকতা নেই, যা বিধি-ব্যবস্থা থেকে, কিন্তু যা খ্রীষ্টের বিশ্বাসের মাধ্যমে, বিশ্বাসের দ্বারা ঈশ্বরের ধার্মিকতা।
10 যেন আমি তাঁকে জানতে পারি, তাঁর পুনরুত্থানের শক্তি এবং তাঁর দুঃখভোগের সহভাগীতাকে, তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে মানানসই করে।
11 যদি কোন উপায়ে আমি মৃতদের পুনরুত্থানে পৌঁছাতে পারি।
12 এমন নয় যে আমি ইতিমধ্যেই অর্জন করেছি, হয় ইতিমধ্যেই নিখুঁত ছিলাম; কিন্তু আমি অনুসরণ করি, যদি আমি তা ধরতে পারি যার জন্য আমি খ্রীষ্ট যীশুকেও ধরেছি।
13 ভাই ও বোনেরা, আমি নিজেকে ধরা পড়েছি বলে গণ্য করি না, কিন্তু আমি এই একটি কাজ করি, পিছনের জিনিসগুলি ভুলে গিয়ে সামনের জিনিসগুলির কাছে পৌঁছে যাচ্ছি।
14 খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের উচ্চ আহ্বানের পুরস্কারের জন্য আমি চিহ্নের দিকে চাপ দিই।
15 অতএব, আসুন আমরা যতজন নিখুঁত হই, এইরূপ মনে করি: এবং যদি কোন বিষয়ে আপনি অন্যথায় মনোভাব পোষণ করেন, তবে ঈশ্বর আপনার কাছে তা প্রকাশ করবেন।
16 তথাপি, আমরা ইতিমধ্যে যেখানে অর্জন করেছি, আসুন আমরা একই নিয়মে চলি, একই জিনিস মনে করি।
17 ভাই ও বোনেরা, একত্রে আমার অনুগামী হোন এবং যাঁরা হাঁটেন তাদের চিহ্নিত করুন যেন আমরা একটি নমুনা হয়েছি।

18 (অনেক পথ চলার জন্য, যাদের সম্পর্কে আমি আপনাকে প্রায়ই বলেছি, এবং এখন এমনকি কাঁদতে কাঁদতেও বলছি, তারা খ্রীষ্টের ক্রুশের শত্রু:
19যাদের শেষ ধ্বংস, যাদের ঈশ্বর তাদের উদর, এবং যাঁদের গৌরব তাদের লজ্জায়, যারা পার্থিব বিষয় মনে করে।)
20 আমাদের কথোপকথন স্বর্গে; যেখান থেকে আমরা ত্রাণকর্তা, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সন্ধান করি:
21 যিনি আমাদের হীন দেহকে পরিবর্তন করবেন, যেন তা তাঁর মহিমান্বিত দেহের মতো হয়ে ওঠে, যার দ্বারা তিনি সমস্ত কিছুকে নিজের কাছে বশীভূত করতে সক্ষম হন৷

অধ্যায় 4

1অতএব, আমার প্রিয় ভাইয়েরা, আমার আনন্দ এবং মুকুটের জন্য আকাঙ্ক্ষিত, তাই আমার প্রিয় প্রিয় প্রভুতে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াও৷
2 আমি ইউওদিয়াস ও সুন্তিখকে অনুরোধ করছি, তারা যেন প্রভুতে একই মনের হয়৷
3 এবং আমি আপনাকেও অনুরোধ করছি, সত্যিকারের জোয়ালের সহকর্মী, সেই সব মহিলাকে সাহায্য করুন যারা আমার সাথে সুসমাচারে পরিশ্রম করেছে, ক্লিমেন্টের সাথে এবং আমার অন্যান্য সহকর্মীদের সাথে, যাদের নাম জীবন বইতে রয়েছে৷
4 প্রভুতে সর্বদা আনন্দ কর; এবং আমি আবার বলি, আনন্দ কর।
5 তোমাদের সংযম সকল মানুষের কাছে পরিচিত হউক৷ প্রভু হাতের কাছে।
6 কোন কিছুর জন্য সাবধান; কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ে প্রার্থনা ও বিনতি দ্বারা ধন্যবাদ সহকারে তোমাদের অনুরোধ ঈশ্বরের কাছে জানানো হোক৷
7 এবং ঈশ্বরের শান্তি, যা সমস্ত বোধগম্যতা অতিক্রম করে, খ্রীষ্ট যীশুর মাধ্যমে তোমাদের হৃদয় ও মনকে রক্ষা করবে৷
8 পরিশেষে, ভাই ও বোনেরা, যা কিছু সত্য, যা কিছু সত্য, যা কিছু ন্যায্য, যা কিছু বিশুদ্ধ, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু ভাল খবর৷ যদি কোন গুণ থাকে, এবং যদি কোন প্রশংসা থাকে, এই বিষয়গুলি নিয়ে ভাবুন।
9 তোমরা যা শিখেছ, গ্রহণ করেছ, শুনেছ এবং আমার মধ্যে দেখেছ, সেগুলি কর৷ শান্তির ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে থাকবেন৷
10 কিন্তু আমি প্রভুতে খুব আনন্দিত হয়েছিলাম, এখন শেষ পর্যন্ত আমার প্রতি তোমার যত্ন আবার বেড়েছে৷ যেখানে তোমরাও সতর্ক ছিলে, কিন্তু তোমাদের সুযোগের অভাব ছিল৷
11 এমন নয় যে আমি অভাবের কথা বলছি; কারণ আমি শিখেছি, আমি যে অবস্থায়ই থাকি, তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারি৷
12 আমি জানি কিভাবে নীচু হতে হয়, এবং কিভাবে প্রচুর হতে হয় তাও আমি জানি: সর্বত্র এবং সব কিছুতেই আমাকে তৃপ্ত হতে এবং ক্ষুধার্ত হতে, প্রচুর এবং অভাব ভোগ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
13 খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমি সব কিছু করতে পারি যা আমাকে শক্তিশালী করে৷
14 যদিও তোমরা ভাল করেছ, আমার কষ্টের সাথে যোগাযোগ করেছ৷
15 এখন তোমরা ফিলিপীয়রা এটাও জান যে, সুসমাচারের শুরুতে, যখন আমি ম্যাসিডোনিয়া থেকে চলে গিয়েছিলাম, তখন কোন মন্ডলী আমার সাথে দান ও গ্রহণের বিষয়ে যোগাযোগ করেনি, শুধুমাত্র তোমরাই।
16 কারণ থিসালোনিকাতেও তোমরা আমার প্রয়োজনে বারবার পাঠিয়েছিলে৷
17 এই জন্য নয় যে আমি উপহার চাই;
18কিন্তু আমার কাছে সবই আছে এবং প্রচুর আছে: ইপাফ্রোডিটাসের কাছ থেকে আপনার কাছ থেকে যা পাঠানো হয়েছিল তা পেয়ে আমি পূর্ণ হয়েছি, একটি সুগন্ধযুক্ত গন্ধ, ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি বলিদান।
19কিন্তু আমার ঈশ্বর খ্রীষ্ট যীশুর মাধ্যমে তাঁর মহিমায় তোমাদের সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করবেন৷
20 এখন ঈশ্বর ও আমাদের পিতার মহিমা চিরকাল হোক৷ আমীন।
21 খ্রীষ্ট যীশুতে প্রত্যেক সাধুকে অভিবাদন জানাও৷ আমার সঙ্গে থাকা ভাইয়েরা তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে৷
22 সমস্ত সাধুরা আপনাকে অভিবাদন জানায়, বিশেষ করে যারা সিজারের পরিবারের।
23 আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুক৷ আমীন। (ইপাফ্রোডিটাস দ্বারা রোম থেকে লেখা ফিলিপীয়দের কাছে।)

কলসিয়ান

অধ্যায় 1

1 পল, ঈশ্বরের ইচ্ছায় যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিত এবং আমাদের ভাই টিমোথিউস,
2 কলোসে খ্রীষ্টের সাধু ও বিশ্বস্ত ভাইদের প্রতি: আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে তোমাদের অনুগ্রহ ও শান্তি হোক৷
3 আমরা ঈশ্বর ও আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতাকে ধন্যবাদ জানাই, সর্বদা তোমাদের জন্য প্রার্থনা করি৷
4 যেহেতু আমরা খ্রীষ্ট যীশুতে তোমাদের বিশ্বাস এবং সমস্ত পবিত্র লোকদের প্রতি তোমাদের ভালবাসার কথা শুনেছি৷
5 স্বর্গে তোমাদের জন্য যে আশা রাখা হয়েছে, যার কথা তোমরা আগে শুনেছ সুসমাচারের সত্যের বাক্যে৷
6 যা সমস্ত জগতের মতই তোমাদের কাছে এসেছে৷ যেদিন থেকে তোমরা এটা শুনেছিলে এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহকে সত্যে জানতে পেরেছিলে, সেই দিন থেকে তোমাদের মধ্যেও ফল দেয়৷
7 তোমরা যেমন আমাদের প্রিয় সহদাস ইপাফ্রাসের কাছে জানতে পেরেছ, যিনি তোমাদের জন্য খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত পরিচারক৷
8 যিনি আমাদের কাছে আত্মার মাধ্যমে তোমাদের ভালবাসার কথা ঘোষণা করেছেন৷
9 এই কারণে, যেদিন থেকে আমরা এটা শুনেছি, সেই দিন থেকে আমরাও তোমাদের জন্য প্রার্থনা করতে ক্ষান্ত হইনি, এবং কামনা করছি যে তোমরা সমস্ত প্রজ্ঞা ও আধ্যাত্মিক বুদ্ধিতে তাঁর ইচ্ছার জ্ঞানে পরিপূর্ণ হও৷
10 য়েন তোমরা প্রভুর যোগ্যভাবে চলতে পার যাতে তোমরা সকলকে খুশি কর, প্রতিটি ভাল কাজে ফলদায়ক হও এবং ঈশ্বরের জ্ঞানে বৃদ্ধি পাও৷
11 তাঁর মহিমান্বিত শক্তি অনুসারে সমস্ত শক্তি দিয়ে, সমস্ত ধৈর্য্য এবং আনন্দের সাথে ধৈর্য্যের জন্য শক্তিশালী;
12 পিতাকে ধন্যবাদ জানাই, যিনি আমাদের আলোতে সাধুদের উত্তরাধিকারের অংশীদার হতে পেরেছেন:
13 যিনি আমাদের অন্ধকারের শক্তি থেকে উদ্ধার করেছেন এবং তাঁর প্রিয় পুত্রের রাজ্যে আমাদের অনুবাদ করেছেন:
14 যাঁর মধ্যে আমরা তাঁর রক্তের মাধ্যমে মুক্তি পেয়েছি, এমনকী পাপের ক্ষমাও পেয়েছি৷
15 যিনি অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, প্রত্যেক প্রাণীর প্রথমজাত:
16 কারণ স্বর্গে এবং পৃথিবীতে যা কিছু দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য, সেগুলি সিংহাসন, কর্তৃত্ব, বা রাজত্ব, বা ক্ষমতা সবই তাঁর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল: সমস্ত কিছু তাঁর দ্বারা এবং তাঁর জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল:
17 আর তিনিই সব কিছুর আগে এবং তাঁর দ্বারাই সব কিছু গঠিত৷
18 আর তিনিই দেহের মস্তক, মণ্ডলী৷ যিনি আদি, মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত৷ যাতে সব কিছুতেই তার প্রাধান্য থাকতে পারে।
19 কারণ পিতার ইচ্ছা ছিল যে, সমস্ত পূর্ণতা তাঁর মধ্যে বাস করুক৷
20 এবং, তাঁর ক্রুশের রক্তের মাধ্যমে শান্তি স্থাপন করে, তাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু নিজের সাথে পুনর্মিলন করার জন্য; তাঁর দ্বারা, আমি বলি, সেগুলি পৃথিবীর জিনিস হোক বা স্বর্গের জিনিস হোক৷
21 আর তুমি, যাঁরা একসময় বিচ্ছিন্ন ছিলে এবং দুষ্ট কাজের দ্বারা তোমার মনের শত্রু ছিলে, তবুও সে এখন মিটমাট করেছে।
22মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাঁর মাংসের দেহে, তোমাদেরকে তাঁর দৃষ্টিতে পবিত্র ও নিন্দনীয় ও অপ্রতিরোধ্য উপস্থাপন করার জন্য:
23 যদি তোমরা বিশ্বাসে অবিচল থাক এবং স্থির থাক, এবং সুসমাচারের আশা থেকে সরে না যাও, যা তোমরা শুনেছ এবং যা স্বর্গের নীচের সমস্ত প্রাণীর কাছে প্রচার করা হয়েছিল৷ যার জন্য আমি পলকে মন্ত্রী করা হয়েছে;
24 যিনি এখন তোমাদের জন্য আমার কষ্টে আনন্দিত হন এবং খ্রীষ্টের দুঃখ-কষ্টের পিছনে যা আছে তা তাঁর দেহের জন্য আমার দেহে পূরণ করেন, যা মন্ডলী৷
25 ঈশ্বরের বিধি অনুসারে আমাকে মন্ত্রী করা হয়েছে, যা তোমাদের জন্য আমাকে দেওয়া হয়েছে, ঈশ্বরের বাক্য পূর্ণ করার জন্য৷
26 এমনকি সেই রহস্য যা যুগে যুগে এবং প্রজন্ম থেকে লুকিয়ে ছিল, কিন্তু এখন তাঁর সাধুদের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে:
27 ঈশ্বর যাকে জানাবেন অইহুদীদের মধ্যে এই রহস্যের মহিমার সম্পদ কী? যা তোমাদের মধ্যে খ্রীষ্ট, মহিমার আশা৷
28 যাকে আমরা প্রচার করি, প্রত্যেক মানুষকে সতর্ক করি এবং প্রত্যেক মানুষকে সমস্ত জ্ঞানে শিক্ষা দিই; যাতে আমরা প্রত্যেক মানুষকে খ্রীষ্ট যীশুতে নিখুঁত উপস্থাপন করতে পারি:
29 সেই জন্য আমিও পরিশ্রম করি, তাঁর কাজ অনুসারে সংগ্রাম করি, যা আমার মধ্যে শক্তির সাথে কাজ করে৷

অধ্যায় 2

1 কারণ আমি চাই যে তোমরা জানতে, আমি তোমাদের জন্য এবং লাউদিকিয়াতে তাদের জন্য এবং যারা আমার চেহারা দেখেনি তাদের জন্য কত বড় বিরোধ রয়েছে;
2 যাতে তাদের হৃদয় সান্ত্বনা পায়, প্রেমে একত্রে আবদ্ধ হয়, এবং বোঝার পূর্ণ নিশ্চয়তার সমস্ত সম্পদের কাছে, ঈশ্বর, পিতা এবং খ্রীষ্টের রহস্যের স্বীকৃতির জন্য;
3 যাঁর মধ্যে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের সমস্ত ভান্ডার লুকিয়ে আছে৷
4এবং আমি একথা বলছি, যাতে কেউ লোভনীয় কথা বলে তোমাদের প্রতারণা না করে৷
5কারণ যদিও আমি দৈহিকভাবে অনুপস্থিত, তবুও আমি আত্মায় তোমাদের সাথে আছি, আনন্দ করছি এবং তোমাদের শাসন এবং খ্রীষ্টের প্রতি তোমাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখছি৷
6 সেইজন্য তোমরা যেমন প্রভু খ্রীষ্ট যীশুকে গ্রহণ করেছ, তেমনি তাঁর মধ্যে চল।
7 তাঁর মধ্যে বদ্ধমূল ও গড়ে তুলুন, এবং বিশ্বাসে দৃঢ় হও, যেমন তোমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন৷

8 সাবধান থেকো, কেউ যেন দর্শন ও নিরর্থক প্রতারণার মাধ্যমে তোমাকে নষ্ট না করে, মানুষের ঐতিহ্য অনুসারে, জগতের মূলনীতি অনুসারে, খ্রীষ্টের পরে নয়।
9 কারণ ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতা তাঁর মধ্যেই বাস করে৷
10 আর তোমরা তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ, যিনি সমস্ত শাসন ও ক্ষমতার প্রধান৷
11 খ্রীষ্টের সুন্নতকরণের দ্বারা দেহের পাপ দূর করার জন্য হাত ছাড়াই তোমাদের সুন্নত করা হয়েছে৷
12 বাপ্তিস্মে তাঁর সাথে সমাধিস্থ করা হয়েছে, যেখানে তোমরাও তাঁর সাথে জীবিত হয়েছ ঈশ্বরের কর্মের বিশ্বাসের মাধ্যমে, যিনি তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন৷
13 আর তোমরা, তোমাদের পাপে ও তোমাদের দেহের সুন্নত না হওয়াতে মৃত হয়ে, তিনি তোমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে তাঁর সঙ্গে জীবিত হয়েছেন৷
14 আমাদের বিরুদ্ধে, যা আমাদের বিরুদ্ধে ছিল, তার হাতের লেখা মুছে ফেললেন, এবং তার ক্রুশে পেরেক মেরে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিলেন;
15 এবং শাসন ও ক্ষমতা লুণ্ঠন করে, তিনি প্রকাশ্যে তাদের একটি প্রদর্শন করলেন, তাতে তাদের উপর জয়লাভ করলেন।
16অতএব মাংস, পানীয়, বা পবিত্র দিবস, অমাবস্যা বা বিশ্রামবারে কেউ যেন তোমাদের বিচার না করে৷
17 যা আসন্ন জিনিসের ছায়া; কিন্তু দেহ খ্রীষ্টের।
18 কেউ যেন স্বেচ্ছাকৃত নম্রতা এবং ফেরেশতাদের উপাসনায় আপনার পুরস্কার থেকে প্রতারিত না হয়, যে জিনিসগুলি তিনি দেখেননি, তার দৈহিক মন দ্বারা বৃথাভাবে ফুঁপিয়ে উঠেছে,
19 এবং সেই মস্তকটিকে ধরে রাখি না, যা থেকে সমস্ত দেহ জোড়া এবং ব্যান্ড দ্বারা পুষ্টির পরিচর্যা করে এবং একত্রে বাঁধা, ঈশ্বরের বৃদ্ধির সাথে বৃদ্ধি পায়৷
20 সেইজন্য যদি তোমরা জগতের সূচনা থেকে খ্রীষ্টের সাথে মৃত হয়ে থাক, তবে কেন তোমরা পৃথিবীতে জীবিত হয়েও নিয়মের অধীন হয়েছ?
21 (স্পর্শ না; স্বাদ না; হাত না;
22 কোনটি ব্যবহার করে ধ্বংস হবে?) মানুষের আদেশ ও মতবাদের পরে?
23 যে জিনিসগুলি প্রকৃতপক্ষে প্রজ্ঞার প্রকাশ, ইচ্ছা, নম্রতা এবং দেহকে অবহেলা করে; মাংসের সন্তুষ্টির জন্য কোন সম্মানে নয়।

অধ্যায় 3

1 তাই যদি তোমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়ে থাক, তবে উপরের জিনিসগুলির সন্ধান কর, যেখানে খ্রীষ্ট ঈশ্বরের ডানদিকে বসে আছেন৷
2 উপরের জিনিসগুলির উপর আপনার স্নেহ স্থাপন করুন, পৃথিবীর জিনিসগুলিতে নয়।
3 কারণ তোমরা মৃত এবং তোমাদের জীবন খ্রীষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরের মধ্যে লুকিয়ে আছে৷
4 খ্রীষ্ট, যিনি আমাদের জীবন, তিনি যখন আবির্ভূত হবেন, তখন তোমরাও তাঁর সঙ্গে মহিমায় আবির্ভূত হবে৷
5 তাই পৃথিবীতে আপনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ক্ষয় কর; ব্যভিচার, অশুচিতা, অযৌক্তিক স্নেহ, মন্দ ভোজন, এবং লোভ, যা মূর্তিপূজা:
6 যে বিষয়গুলির জন্য ঈশ্বরের ক্রোধ অবাধ্য সন্তানদের উপর আসে:
7 যেখানে তোমরাও কিছু সময় হেঁটেছিলে, যখন তোমরা তাদের মধ্যে থাকতে।
8 কিন্তু এখন তোমরাও এই সব বন্ধ করে দিয়েছ৷ আপনার মুখ থেকে রাগ, ক্রোধ, বিদ্বেষ, নিন্দা, নোংরা যোগাযোগ।
9 একে অপরের সাথে মিথ্যা বলো না, কারণ তোমরা বুড়ো লোকটিকে তার কাজ দিয়ে বাদ দিয়েছ৷
10 এবং নতুন মানুষ পরিধান করুন, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন তার প্রতিমূর্তি অনুসারে জ্ঞানে নবায়ন হয়৷
11 যেখানে গ্রীক বা ইহুদি নেই, সুন্নত বা অসুন্নত, বর্বর, সিথিয়ান, দাস বা মুক্ত নেই; কিন্তু খ্রীষ্ট সবই এবং সর্বোপরি।
12 অতএব, ঈশ্বরের মনোনীত, পবিত্র ও প্রিয়, করুণার অন্ত্র, দয়া, মনের নম্রতা, নম্রতা, ধৈর্যশীলতা পরিধান করুন;
13 একে অপরকে সহনশীল করুন এবং একে অপরকে ক্ষমা করুন, যদি কারও কারও বিরুদ্ধে ঝগড়া হয়; খ্রীষ্ট যেমন তোমাদের ক্ষমা করেছেন, তেমনি তোমরাও কর৷
14 আর এই সব কিছুর উপরে দাতব্য, যা পরিপূর্ণতার বন্ধন।
15 এবং ঈশ্বরের শান্তি তোমাদের অন্তরে রাজত্ব করুক, যার জন্য তোমরা এক দেহে ডাকা হও৷ এবং তোমরা কৃতজ্ঞ হও।
16 খ্রীষ্টের বাক্য সমস্ত জ্ঞানে সমৃদ্ধভাবে তোমাদের মধ্যে বাস করুক; গীতসংহিতা, স্তোত্র এবং আধ্যাত্মিক গানে একে অপরকে শিক্ষা ও উপদেশ দাও, প্রভুর উদ্দেশে আপনার হৃদয়ে অনুগ্রহ করে গান গাও।
17 আর কথায় বা কাজে যা কিছুই কর না কেন, প্রভু যীশুর নামেই কর, তাঁর দ্বারা ঈশ্বর ও পিতাকে ধন্যবাদ জানাই৷
18 স্ত্রীগণ, তোমাদের নিজেদের স্বামীদের কাছে আত্মসমর্পণ কর, যেমন প্রভুর মধ্যে উপযুক্ত৷
19স্বামীরা, তোমাদের স্ত্রীদের ভালবাস, তাদের প্রতি তিক্ত হয়ো না৷
20 ছেলেমেয়েরা, সব বিষয়ে তোমাদের পিতামাতার বাধ্য হও, কেননা এটা প্রভুর সন্তুষ্টি৷
21 পিতাগণ, তোমাদের সন্তানদের রাগ করিও না, পাছে তাহারা নিরুৎসাহিত হইবে।
22 দাসেরা, সব বিষয়েই তোমাদের মনিবের বাধ্য হও। চক্ষুসেবা দিয়ে নয়, পুরুষপ্রিয় হিসাবে; কিন্তু হৃদয়ের এককভাবে, ঈশ্বরকে ভয় করে:
23 আর তোমরা যা কিছু করো, মন থেকে করো, যেমন প্রভুর জন্য, মানুষের জন্য নয়৷
24 প্রভুকে জেনে তোমরা উত্তরাধিকারের পুরস্কার পাবে, কারণ তোমরা প্রভু খ্রীষ্টের সেবা কর৷
25 কিন্তু যে অন্যায় করে সে তার অন্যায়ের জন্য পাবে; এবং মানুষের কোন সম্মান নেই।

অধ্যায় 4

1 প্রভু, আপনার দাসদের যা ন্যায় ও সমান তা প্রদান করুন; তোমরা জান যে স্বর্গে তোমাদেরও একজন প্রভু আছেন৷

2 প্রার্থনা চালিয়ে যাও এবং ধন্যবাদের সাথে একইভাবে লক্ষ্য কর;
3 আমাদের জন্যও প্রার্থনা করার সাথে, ঈশ্বর আমাদের জন্য খ্রীষ্টের রহস্য বলার জন্য একটি উচ্চারণের দরজা খুলে দেবেন, যার জন্য আমিও বন্ধনে আছি:
4 যেন আমি তা প্রকাশ করতে পারি, যেমন আমার বলা উচিত৷
5 যারা বাইরে আছে তাদের দিকে প্রজ্ঞার সাথে চল, সময় উদ্ধার কর।
6 তোমাদের কথা সর্বদা করুণার সাথে থাকুক, লবণে মসৃণ হোক, যাতে তোমরা জানতে পার যে, তোমাদের প্রত্যেককে কেমন উত্তর দেওয়া উচিত৷
7 আমার সমস্ত রাজ্য টাইচিকাস তোমাদের কাছে ঘোষণা করবে, যিনি একজন প্রিয় ভাই এবং প্রভুতে একজন বিশ্বস্ত মন্ত্রী ও সহকর্মী:
8 আমি যাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি সেই উদ্দেশ্যেই, যাতে তিনি তোমাদের সম্পত্তি জানতে পারেন এবং তোমাদের হৃদয়কে সান্ত্বনা দিতে পারেন৷
9 ওনেসিমাসের সাথে, একজন বিশ্বস্ত ও প্রিয় ভাই, যিনি তোমাদের মধ্যে একজন। এখানে যা যা করা হয়েছে তা তারা তোমাদের জানাবে৷
10 আমার সহবন্দী অ্যারিস্টার্কাস আপনাকে অভিবাদন জানাচ্ছেন, এবং বার্নাবাসের বোনের ছেলে মার্কাস, (যাকে স্পর্শ করে তোমরা আদেশ পেয়েছ: তিনি যদি তোমাদের কাছে আসেন, তবে তাকে গ্রহণ করুন;)
11 আর যীশু, যাকে জাস্টস বলা হয়, যারা সুন্নত করা হয়েছে৷ ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য তারাই আমার সহকর্মী, যারা আমার জন্য সান্ত্বনা হয়েছে৷
12 ইপাফ্রাস, যিনি তোমাদের মধ্যে একজন, খ্রীষ্টের একজন দাস, তোমাদের অভিবাদন জানাচ্ছেন, সর্বদা প্রার্থনায় তোমাদের জন্য আন্তরিকভাবে পরিশ্রম করেন, যাতে তোমরা ঈশ্বরের সমস্ত ইচ্ছায় নিখুঁত ও সম্পূর্ণভাবে দাঁড়াতে পার৷
13 কারণ আমি তাঁর কথা স্বীকার করছি যে, তোমাদের জন্য, লাউদিসিয়ায় এবং হীরাপলিসে তাদের জন্য তাঁর অনেক উৎসাহ রয়েছে৷
14 প্রিয় চিকিৎসক লূক ও দেমাস তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন৷
15 লাউদিশিয়ার ভাইদের, নিম্ফাকে এবং তাঁর বাড়িতে যে মণ্ডলী আছে তাদের সালাম জানাও৷
16আর যখন এই পত্র তোমাদের মধ্যে পঠিত হয়, তখন লায়দিসীয়দের মণ্ডলীতেও তা পাঠ করা হয়৷ এবং তোমরাও একইভাবে লায়ডিশিয়ার পত্রটি পড়৷
17আর আর্কিপ্পাসকে বল, প্রভুর মধ্যে যে পরিচর্যা তুমি পেয়েছ, তা পূর্ণ কর।
18 পল আমার হাত দ্বারা অভিবাদন. আমার বন্ধন মনে রাখবেন. কৃপা তোমার সাথে থাকুক। আমীন। (Tychicus এবং Onesimus দ্বারা রোম থেকে Colossians লিখিত।)

1 থিসালনীয়

অধ্যায় 1

1 পল, সিলভানাস এবং টিমোথিউস, থিসালনীয়দের মন্ডলীর কাছে যা পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টে রয়েছে: আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ষিত হোক।
2 আমরা তোমাদের সকলের জন্য সর্বদা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই, আমাদের প্রার্থনায় তোমাদের স্মরণ করি।
3 ঈশ্বর ও আমাদের পিতার দৃষ্টিতে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি আপনার বিশ্বাসের কাজ, প্রেমের পরিশ্রম এবং আশার ধৈর্য্যের কথা মনে রাখবেন।
4 প্রিয় ভাই ও বোনেরা, ঈশ্বরের জন্য তোমাদের নির্বাচন।
5 কারণ আমাদের সুসমাচার তোমাদের কাছে শুধু কথায় আসেনি, বরং শক্তিতে, পবিত্র আত্মায় এবং অনেক আশ্বাসে এসেছিল। যেমন আপনি জানেন যে আমরা আপনার জন্য আপনার মধ্যে কি ধরনের মানুষ ছিলাম।
6 আর তোমরা আমাদের ও প্রভুর অনুগামী হয়েছ, অনেক কষ্টের মধ্যে পবিত্র আত্মার আনন্দে এই বাক্য গ্রহণ করেছিলে।
7 যাতে তোমরা মাসিডোনিয়া ও আখায়াতে বিশ্বাসী সকলের কাছে উদাহরণ হয়েছ।
8 কারণ তোমাদের মধ্য থেকে প্রভুর বাক্য কেবল মেসিডোনিয়া ও আখায়াতেই ধ্বনিত হল না, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের বিশ্বাস সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। যাতে আমাদের কোন কথা বলতে না হয়।
9 কারণ তারা নিজেরাই আমাদেরকে দেখায় যে আমরা তোমাদের কাছে প্রবেশ করতে পেরেছিলাম এবং জীবিত ও সত্য ঈশ্বরের সেবা করার জন্য কীভাবে তোমরা প্রতিমা থেকে ঈশ্বরের দিকে ফিরেছিলে।
10 এবং স্বর্গ থেকে তাঁর পুত্রের জন্য অপেক্ষা করা, যাকে তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, এমনকী যীশু, যিনি আমাদেরকে আসন্ন ক্রোধ থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

অধ্যায় 2

1 ভাই ও বোনেরা, তোমাদের মধ্যে আমাদের প্রবেশের পথ জেনে নিন, তা বৃথা যায়নি।
2 কিন্তু তার পরেও আমরা আগেও কষ্ট সহ্য করেছিলাম, এবং লজ্জাজনকভাবে অনুতপ্ত হয়েছিলাম, যেমন আপনি জানেন, ফিলিপীতে, আমরা আমাদের ঈশ্বরে অনেক বিবাদের সাথে তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার বলতে সাহসী ছিলাম।
3কারণ আমাদের উপদেশ প্রতারণার, অশুচিতা বা প্রতারণার ছিল না।
4 কিন্তু ঈশ্বরের কাছ থেকে যেমন সুসমাচারের ওপর আস্থা রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, আমরাও তাই বলি। মানুষকে খুশি করার মতো নয়, কিন্তু ঈশ্বর, যিনি আমাদের হৃদয় পরীক্ষা করেন।
5 কারণ আমরা কোন সময়েই চাটুকার শব্দ ব্যবহার করিনি, যেমনটা আপনারা জানেন, বা লোভের পোশাকও ব্যবহার করিনি। ঈশ্বর সাক্ষী:
6 আমরা যখন খ্রীষ্টের প্রেরিত ছিলাম, তখন আমরা আপনার বা অন্যদের কাছেও গৌরব কামনা করিনি।
7 কিন্তু আমরা তোমাদের মধ্যে কোমল ছিলাম, যেমন একজন সেবিকা তার সন্তানদের লালন-পালন করে।
8 তাই আমরা আপনার প্রতি অনুরাগে আকাঙ্ক্ষিত ছিলাম, আমরা আপনাকে কেবল ঈশ্বরের সুসমাচারই নয়, আমাদের নিজেদের আত্মাও দিতে ইচ্ছুক ছিলাম, কারণ আপনি আমাদের প্রিয় ছিলেন।
9 ভাই ও বোনেরা, তোমরা আমাদের শ্রম ও পরিশ্রমের কথা মনে রাখছ। রাতদিন পরিশ্রম করার জন্য, আমরা তোমাদের কারো কাছে দায়বদ্ধ থাকব না বলে আমরা তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করেছি।
10 তোমরা সাক্ষী এবং ঈশ্বরও, আমরা তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী তাদের মধ্যে কত পবিত্র, ন্যায়পরায়ণ এবং নির্দোষ আচরণ করেছি।
11 তোমরা যেমন জানো যে, আমরা তোমাদের প্রত্যেককে কীভাবে উপদেশ দিয়েছিলাম, সান্ত্বনা দিয়েছিলাম এবং আদেশ দিয়েছিলাম, যেমন একজন পিতা তার সন্তানদের করেন,
12 যাতে তোমরা ঈশ্বরের যোগ্যভাবে চলতে পার, যিনি তোমাদেরকে তাঁর রাজ্য ও মহিমার কাছে ডেকেছেন।
13 এই জন্য আমরা অবিরাম ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই, কারণ, যখন তোমরা ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করেছিলে যা তোমরা আমাদের সম্বন্ধে শুনেছিলে, তখন তোমরা তা মানুষের বাণী হিসাবে গ্রহণ কর নি, বরং সত্যে ঈশ্বরের বাক্য, যা কার্যকরভাবে যারা বিশ্বাসী আপনার মধ্যেও কাজ করে।
14কারণ ভাই ও বোনেরা, তোমরা ঈশ্বরের মণ্ডলীর অনুগামী হয়েছ যেগুলি যিহূদিয়াতে খ্রীষ্ট যীশুতে রয়েছে।
15 যারা উভয়েই প্রভু যীশুকে এবং তাদের নিজেদের ভাববাদীদের হত্যা করেছে এবং আমাদের নির্যাতিত করেছে; এবং তারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে না, এবং সমস্ত মানুষের বিপরীত।
16 আমাদেরকে অইহুদীদের সাথে কথা বলতে নিষেধ করে যাতে তারা পরিত্রাণ পায়, তাদের পাপগুলি সর্বদা পূরণ করতে পারে: কারণ তাদের উপর ক্রোধ চূড়ান্ত অবধি নেমে এসেছে।
17 কিন্তু ভাই ও বোনেরা, আমরা খুব অল্প সময়ের জন্যই তোমাদের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলাম, হৃদয়ে নয়, তোমাদের মুখ দেখার জন্য অনেক বেশি চেষ্টা করেছি।
18 সেইজন্য আমরা তোমাদের কাছে আসতাম, এমনকি আমি পৌলও, বারবার; কিন্তু শয়তান আমাদের বাধা দিয়েছে।
19 আমাদের আশা, বা আনন্দ, বা আনন্দের মুকুট কি? এমনকি তোমরা কি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমনের সময় তাঁর সামনে উপস্থিত নও?
20 কারণ তোমরাই আমাদের গৌরব ও আনন্দ।

অধ্যায় 3

1 সেইজন্য যখন আমরা আর সহ্য করতে পারিনি, তখন আমরা এথেন্সে একা থাকাই ভালো ভেবেছিলাম;

2 এবং তিমোথিউসকে পাঠিয়েছেন, আমাদের ভাই ও ঈশ্বরের পরিচারক, এবং খ্রীষ্টের সুসমাচারে আমাদের সহকর্মী, আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং আপনার বিশ্বাসের বিষয়ে আপনাকে সান্ত্বনা দিতে।
3 য়েন এই সমস্ত দুঃখ-কষ্টের দ্বারা কেউ বিচলিত না হয়, কারণ তোমরা নিজেরাই জানো যে আমরা সেই জন্য নিযুক্ত৷
4 কারণ, আমরা যখন তোমাদের সঙ্গে ছিলাম, তখন আগেই বলেছিলাম যে আমাদের ক্লেশ ভোগ করতে হবে৷ এটা যেমন ঘটল, এবং আপনি জানেন.
5 এই কারণে, যখন আমি আর সহ্য করতে পারিনি, তখন আমি তোমাদের বিশ্বাস জানার জন্য পাঠালাম, পাছে কোন উপায়ে প্রলোভনকারী তোমাদের প্রলোভনে ফেলেছে এবং আমাদের পরিশ্রম বৃথা যায়৷
6 কিন্তু এখন যখন টিমোথিয়স আপনার কাছ থেকে আমাদের কাছে এসেছেন, এবং আপনার বিশ্বাস এবং দাতব্যের সুসংবাদ নিয়ে এসেছেন, এবং আপনি সবসময় আমাদেরকে স্মরণ করছেন, আমাদের দেখতে খুব ইচ্ছা করছেন, যেমন আমরাও আপনাকে দেখতে চাই:
7 তাই, ভাইয়েরা, তোমাদের বিশ্বাসের দ্বারা আমাদের সমস্ত দুঃখ-কষ্টে আমরা তোমাদের জন্য সান্ত্বনা পেয়েছি৷
8 এখন আমরা বেঁচে আছি, যদি তোমরা প্রভুতে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াও৷
9 আমাদের ঈশ্বরের সামনে তোমাদের জন্য যে আনন্দ আমরা আনন্দ করি তার জন্য আমরা তোমাদের জন্য আবার ঈশ্বরকে কী ধন্যবাদ জানাতে পারি৷
10 দিনরাত অত্যধিক প্রার্থনা করছি যাতে আমরা আপনার মুখ দেখতে পারি এবং আপনার বিশ্বাসে যে অভাব রয়েছে তা পূর্ণ করতে পারি?
11 এখন ঈশ্বর নিজে এবং আমাদের পিতা, এবং আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, তোমাদের কাছে আমাদের পথ দেখান৷
12 আর প্রভু তোমাদের একে অপরের প্রতি এবং সকল মানুষের প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধ করুন, যেমন আমরা তোমাদের প্রতি করি৷
13 শেষ পর্যন্ত তিনি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের তাঁর সমস্ত সাধুদের সঙ্গে আগমনের সময় ঈশ্বরের, এমনকী আমাদের পিতার সামনেও তোমাদের হৃদয়কে পবিত্রতায় স্থির রাখতে পারেন৷

অধ্যায় 4

1 তাছাড়া ভাই ও বোনেরা, আমরা প্রভু যীশুর মাধ্যমে তোমাদের মিনতি করছি এবং তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তোমরা যেমন আমাদের কাছ থেকে পেয়েছ যেভাবে চলতে হবে এবং ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে হবে, তেমনি তোমরা আরও বেশি বেশি হবে৷
2 কারণ প্রভু যীশুর মধ্য দিয়ে আমরা তোমাদের কি আদেশ দিয়েছি তা তোমরা জান৷
3 কারণ এই ঈশ্বরের ইচ্ছা, এমনকি তোমাদের পবিত্রতা, তোমরা ব্যভিচার থেকে বিরত থাকো৷
4 যাতে তোমাদের প্রত্যেকের পবিত্রতা ও সম্মানের সাথে তার পাত্রটি কীভাবে রাখতে হয় তা জানা উচিত;
5 অইহুদীদের মত যারা ঈশ্বরকে চেনে না, তাদের মত ভ্রুক্ষেপের লালসায় নয়৷
6 য়েন কেউ তার বাইরে গিয়ে তার ভাইকে কোন বিষয়ে প্রতারণা না করে, কারণ প্রভু এই সকলের প্রতিশোধদাতা, যেমন আমরা আপনাকে আগেই সতর্ক করেছি এবং সাক্ষ্য দিয়েছি।
7 কারণ ঈশ্বর আমাদের অশুচিতার দিকে ডাকেন নি, কিন্তু পবিত্রতার দিকে ডেকেছেন৷
8 তাই যে তুচ্ছ করে, সে মানুষকে নয়, ঈশ্বরকে ঘৃণা করে, যিনি আমাদেরকে তাঁর পবিত্র আত্মাও দিয়েছেন৷
9 কিন্তু ভ্রাতৃপ্রেমকে স্পর্শ করার জন্য আমি তোমাদের লিখতে চাই না৷
10 এবং প্রকৃতপক্ষে আপনি সমস্ত মেসিডোনিয়ার সমস্ত ভাইদের প্রতি তা করেন৷
11 আর যে তোমরা চুপচাপ পড়াশুনা করো, নিজের কাজ করো এবং নিজের হাতে কাজ করো, যেমন আমরা তোমাকে আদেশ দিয়েছিলাম৷
12 যাতে তোমরা বাইরের লোকদের প্রতি সৎভাবে চলতে পার এবং তোমাদের কোন কিছুর অভাব না থাকে৷
13 কিন্তু ভাই ও বোনেরা, যারা ঘুমিয়ে আছে তাদের বিষয়ে তোমরা অজ্ঞ থাকো, যাতে অন্যদের আশা নেই তাদের মতো তোমরা দুঃখিত না হও৷
14 কারণ আমরা যদি বিশ্বাস করি যে যীশু মারা গেছেন এবং পুনরুত্থিত হয়েছেন, ঠিক তেমনি যারা যীশুতে ঘুমাচ্ছেন তাদেরও ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে আনবেন৷
15 এই জন্য আমরা প্রভুর বাক্য দ্বারা তোমাদের বলছি, আমরা যারা জীবিত আছি এবং প্রভুর আগমন পর্যন্ত রয়েছি, আমরা যারা ঘুমিয়ে আছে তাদের বাধা দেব না৷
16কারণ প্রভু স্বয়ং স্বর্গ থেকে নেমে আসবেন একটি চিৎকারের সাথে, প্রধান দূতের কণ্ঠে এবং ঈশ্বরের তুরুপের সাথে, এবং খ্রীষ্টে মৃতরা প্রথমে উঠবে:
17 তারপর আমরা যারা জীবিত এবং অবশিষ্ট তাদের সাথে মেঘের মধ্যে একত্রিত হবে, আকাশে প্রভুর সাথে দেখা করার জন্য: এবং আমরা সবসময় প্রভুর সাথে থাকব।
18 তাই এই কথাগুলো দিয়ে একে অপরকে সান্ত্বনা দাও।

অধ্যায় 5

1 কিন্তু ভাই ও বোনেরা, সময় ও ঋতু সম্পর্কে আমি তোমাদের লিখতে চাই না৷
2 কেননা তোমরা নিজেরাই ভালো করে জানো যে, রাত্রিতে চোরের মত প্রভুর দিন আসে।
3 কারণ যখন তারা বলবে, শান্তি ও নিরাপত্তা; অতঃপর অকস্মাৎ ধ্বংস তাদের উপর এসে পড়ে, যেমন সন্তান ধারণ করা নারীর প্রসব বেদনা। তারা পালাতে পারবে না।
4কিন্তু ভাই ও বোনেরা, তোমরা অন্ধকারে রয়েছ না যে, সেই দিন চোরের মত তোমাদেরকে গ্রাস করবে৷
5 তোমরা সকলেই আলোর সন্তান এবং দিনের সন্তান; আমরা রাতের নই, অন্ধকারেরও নই৷
6 তাই আমরা যেন অন্যদের মতো ঘুমাই না; কিন্তু আমাদের সজাগ এবং শান্ত হতে দিন.
7 যারা ঘুমায় তারা রাতে ঘুমায়; আর যারা মাতাল তারা রাতে মাতাল হয়।

8 কিন্তু আসুন আমরা যারা দিনের বেলা আছি তারা বিশ্বাস
ও প্রেমের বক্ষবন্ধনী পরিধান করে সতর্ক হই। এবং একটি
শিরস্ত্রাণ জন্য, পরিত্রাণের আশা.
9কারণ ঈশ্বর আমাদের ক্রোধের জন্য নিযুক্ত করেন নি,
কিন্তু আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা পরিত্রাণ পেতে
নিযুক্ত করেছেন৷
10 যিনি আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন, আমরা জেগে
থাকি বা ঘুমাই, তাঁর সঙ্গে একত্রে বাস করি৷
11 সেইজন্য নিজেদেরকে একত্রে সান্ত্বনা দাও এবং একে
অপরকে উন্নত কর, যেমন তোমরাও কর৷
12 ভাই ও বোনেরা, আমরা তোমাদের কাছে মিনতি করছি,
যারা তোমাদের মধ্যে পরিশ্রম করে, এবং প্রভুতে তোমাদের
উপরে থাকে এবং তোমাদেরকে উপদেশ দেয়, তাদের
জানুন৷
13 এবং তাদের কাজের জন্য তাদের ভালবাসায় অত্যন্ত
সম্মান করা। এবং নিজেদের মধ্যে শান্তিতে থাকুন।
14 ভাই ও বোনেরা, আমরা তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি, যারা
অশান্ত তাদের সতর্ক কর, দুর্বলদের সান্ত্বনা দাও, দুর্বলদের
সমর্থন কর, সকল মানুষের প্রতি ধৈর্য ধর৷
15 কেহ যেন কারো মন্দের বিনিময়ে মন্দ না করে; কিন্তু
কখনও যা ভাল তা অনুসরণ কর, নিজেদের মধ্যে এবং
সমস্ত মানুষের জন্য৷
16 চিরকাল আনন্দ কর।
17 বিরতি ছাড়া প্রার্থনা.
18 প্রত্যেক বিষয়ে ধন্যবাদ দাও, কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে
তোমাদের বিষয়ে ঈশ্বরের এই ইচ্ছা৷
19 আত্মাকে নিভিয়ে দিও না৷
20 ভাববাণীকে তুচ্ছ করো না।
21 সব কিছু প্রমাণ করুন; যা ভালো তা ধরে রাখো।
22 সমস্ত মন্দ চেহারা থেকে দূরে থাক।
23 আর শান্তির ঈশ্বরই আপনাকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র
করেন; এবং আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যে,
আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমন পর্যন্ত আপনার সমস্ত
আত্মা, আত্মা এবং দেহ যেন নির্দোষভাবে সুরক্ষিত থাকে।
24 বিশ্বস্ত তিনিই যিনি আপনাকে ডাকেন, তিনিও তা
করবেন৷
25 ভাইয়েরা, আমাদের জন্য প্রার্থনা কর।
26 পবিত্র চুম্বনে সমস্ত ভাইদের শুভেচ্ছা জানাও৷
27 আমি প্রভুর দ্বারা আপনাকে এই পত্রটি সমস্ত পবিত্র
ভাইদের কাছে পাঠ করার জন্য আদেশ করছি৷
28 আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সঙ্গে
থাকুক৷ আমীন। (থিসালনীয়দের প্রথম পত্রটি এথেন্স থেকে
লেখা হয়েছিল।)

2 থিসালনীয়

অধ্যায় 1

1 পল, সিলভানাস এবং তিমোথিউস, আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টে থিসালনীয়দের মন্ডলীর কাছে:
2 আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে তোমাদের অনুগ্রহ ও শান্তি হোক।
3 ভাই ও বোনেরা, আমরা সবসময় তোমাদের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে বাধ্য, কারণ তোমাদের বিশ্বাস অত্যধিক বৃদ্ধি পায়, এবং একে অপরের প্রতি তোমাদের প্রত্যেকের দান প্রচুর হয়।
4 যাতে আমরা নিজেরাই ঈশ্বরের মণ্ডলীতে তোমাদের মধ্যে গৌরব করি, তোমাদের ধৈর্য্য ও বিশ্বাসের জন্য তোমাদের সমস্ত তাড়না ও ক্লেশ যা তোমরা সহ্য করেছ।
5 যা ঈশ্বরের ধার্মিক বিচারের একটি স্পষ্ট নিদর্শন, যাতে তোমরা ঈশ্বরের রাজ্যের যোগ্য বলে গণ্য হতে পার, যার জন্য তোমরা কষ্টও পাও।
6 যারা তোমাকে কষ্ট দেয় তাদের ক্লেশের প্রতিদান দেওয়া ঈশ্বরের কাছে ধার্মিক ব্যাপার;
7 আর তোমরা যারা বিচলিত, আমাদের সঙ্গে বিশ্রাম, যখন প্রভু যীশু স্বর্গ থেকে তাঁর পরাক্রমশালী ফেরেশতাদের সঙ্গে প্রকাশিত হবেন,
8 যারা ঈশ্বরকে জানে না এবং যারা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার মানে না তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে জ্বলন্ত আগুনে:
9 যাকে প্রভুর উপস্থিতি থেকে এবং তাঁর শক্তির মহিমা থেকে অনন্ত ধ্বংসের শাস্তি দেওয়া হবে;
10 যখন তিনি তাঁর সাধুদের মধ্যে মহিমান্বিত হতে আসবেন এবং যারা বিশ্বাস করে তাদের সকলের কাছে প্রশংসিত হবেন (কারণ তোমাদের মধ্যে আমাদের সাক্ষ্য বিশ্বাস করা হয়েছিল)।
11 সেইজন্য আমরাও আপনার জন্য সর্বদা প্রার্থনা করি, আমাদের ঈশ্বর যেন আপনাকে এই আহ্বানের যোগ্য বলে গণ্য করেন, এবং তাঁর মঙ্গলময়তার সমস্ত ভাল আনন্দ এবং শক্তির সাথে বিশ্বাসের কাজ পূর্ণ করেন।
12 য়েন আমাদের ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ অনুসারে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নাম তোমাদের মধ্যে মহিমান্বিত হতে পারে এবং তোমরা তাঁর মধ্যে মহিমান্বিত হও।

অধ্যায় 2

1 ভাই ও বোনেরা, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমনের মাধ্যমে এবং তাঁর কাছে আমাদের একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে আমরা তোমাদের মিনতি করছি।
2 যেন খ্রীষ্টের দিন আসন্ন বলে তোমরা শীঘ্রই মন থেকে বিচলিত না হও, বা আত্মার দ্বারা, বাক্য দ্বারা বা চিঠির দ্বারা বিচলিত না হও।
3 কেউ যেন আপনাকে কোনোভাবেই প্রতারিত না করে: কারণ সেই দিন আসবে না, যদি না প্রথমে একটি পতন না আসে, এবং সেই পাপের লোকটি প্রকাশ পায়, ধ্বংসের পুত্র;
4 যিনি বিরোধিতা করেন এবং নিজেকে ঈশ্বর বলা হয় বা যাকে উপাসনা করা হয় তার থেকে উন্নীত করেন; যাতে সে ঈশ্বরের মতো ঈশ্বরের মন্দিরে বসে নিজেকে প্রকাশ করে যে তিনিই ঈশ্বর।
5তোমাদের কি মনে আছে না যে, আমি যখন তোমাদের কাছে ছিলাম, তখনই তোমাদের এসব বলেছিলাম?
6 এবং এখন আপনি জানেন কি আটকে রাখে যাতে তিনি তাঁর সময়ে প্রকাশ পেতে পারেন।
7 কারণ অন্যায়ের রহস্য ইতিমধ্যেই কাজ করছে: যে এখন অনুমতি দেয় সে যেতে দেবে, যতক্ষণ না তাকে পথ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।
8 তারপর সেই দুষ্ট প্রকাশ পাবে, যাকে প্রভু তাঁর মুখের আত্মা দিয়ে গ্রাস করবেন এবং তাঁর আগমনের তেজ দিয়ে ধ্বংস করবেন।
9এমনকি তিনিও, যাঁর আগমন শয়তানের সমস্ত শক্তি, চিহ্ন এবং মিথ্যা আশ্চর্যের কাজ করার পরে,
10 এবং যারা ধ্বংস হয় তাদের মধ্যে অন্যায়ের সমস্ত প্রতারণার সাথে; কারণ তারা সত্যের ভালবাসা পায়নি, যাতে তারা উদ্ধার পায়।
11 এবং এই কারণে ঈশ্বর তাদের একটি শক্তিশালী বিভ্রম পাঠাবেন, যাতে তারা মিথ্যা বিশ্বাস করে।
12 যাতে তারা সকলেই অভিশপ্ত হয় যারা সত্যকে বিশ্বাস করে নি, কিন্তু অন্যায়ে আনন্দ পেয়েছে।
13কিন্তু, প্রভুর প্রিয় ভাই ও বোনেরা, তোমাদের জন্য আমরা সর্বদা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে বাধ্য, কারণ ঈশ্বর শুরু থেকেই তোমাদের আত্মার পবিত্রীকরণ এবং সত্যের বিশ্বাসের মাধ্যমে পরিত্রাণের জন্য মনোনীত করেছেন।
আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মহিমা লাভের জন্য তিনি আমাদের সুসমাচারের মাধ্যমে তোমাদের ডাকলেন।
15অতএব, ভাইয়েরা, দৃঢ়ভাবে দাঁড়াও এবং সেই ঐতিহ্য ধরে রাখো যা তোমাদের শেখানো হয়েছে, তা কথার মাধ্যমে হোক বা আমাদের চিঠিতে।
16 এখন আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট নিজে, এবং ঈশ্বর, এমনকি আমাদের পিতা, যিনি আমাদের ভালবাসেন, এবং অনুগ্রহের মাধ্যমে আমাদের চিরস্থায়ী সান্ত্বনা এবং ভাল আশা দিয়েছেন,
17 তোমার হৃদয়কে সান্ত্বনা দাও, এবং প্রতিটি ভাল কথা ও কাজে তোমাকে স্থির কর।

অধ্যায় 3

1 পরিশেষে, ভাইয়েরা, আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন, যেন প্রভুর বাক্য স্বাধীনভাবে চলতে পারে এবং মহিমান্বিত হতে পারে, যেমনটা তোমাদের কাছে আছে:
2 আর আমরা যেন অযৌক্তিক ও দুষ্ট লোকদের হাত থেকে উদ্ধার পাই, কারণ সব মানুষের বিশ্বাস নেই।
3 কিন্তু সদাপ্রভু বিশ্বস্ত, যিনি তোমাকে স্থির করবেন এবং মন্দ থেকে রক্ষা করবেন।
4 আর প্রভুর প্রতি আমাদের আস্থা আছে যে, আমরা তোমাদেরকে যা আদেশ করি, তোমরা উভয়েই তা-ই করবে এবং করবে।
5 আর প্রভু আপনার হৃদয়কে ঈশ্বরের প্রেমে এবং খ্রীষ্টের জন্য অপেক্ষারত ধৈর্যের দিকে পরিচালিত করুন।
6 ভাই ও বোনেরা, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে এখন আমরা তোমাদেরকে আদেশ করছি যে, তোমরা প্রত্যেক

ভাই থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখো যারা উচ্ছৃঙ্খলভাবে চলাফেরা করে, এবং আমাদের কাছ থেকে য়ে প্রথা সে পেয়েছিল সে অনুসারে নয়৷
7 কেননা আপনারা নিজেরাই জানেন কিভাবে আমাদের অনুসরণ করা উচিত;
8 আমরা কোন মানুষের রুটিও খাই নি; কিন্তু দিনরাত পরিশ্রম ও পরিশ্রম দিয়ে তৈরি করেছি, যাতে আমরা তোমাদের কারো কাছে দায়বদ্ধ না হই।
9 আমাদের ক্ষমতা নেই বলে নয়, বরং আমাদের অনুসরণ করার জন্য তোমাদের কাছে নিজেদেরকে একটি নমুনা করার জন্য৷
10 কারণ আমরা যখন তোমাদের সঙ্গে ছিলাম, তখনও তোমাদের এই আদেশ দিয়েছিলাম যে, কেউ যদি কাজ না করে তবে সে খাবে না৷
11 কারণ আমরা শুনছি যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে যারা উচ্ছৃঙ্খলভাবে চলাফেরা করে, তারা মোটেও কাজ করে না, কিন্তু ব্যস্ত থাকে৷
12 এখন আমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা এই ধরনের লোকদেরকে আদেশ ও উপদেশ দিই যে, তারা নীরবে কাজ করে এবং নিজেদের রুটি খায়৷
13 কিন্তু ভাই ও বোনেরা, ভালো করতে ক্লান্ত হয়ো না৷
14 আর যদি কেউ এই পত্রের মাধ্যমে আমাদের কথা না মানে, তবে সেই লোকটিকে লক্ষ্য করুন এবং তার সঙ্গে সঙ্গম করবেন না, যাতে সে লজ্জিত হয়৷
15তবুও তাকে শত্রু হিসাবে গণ্য করো না, বরং তাকে ভাই হিসাবে উপদেশ দাও।
16 এখন শান্তির প্রভু নিজেই সর্বদা সর্বদা তোমাদের শান্তি দেন৷ প্রভু তোমাদের সকলের সাথে থাকুন।
17 আমার নিজের হাতে পৌলের অভিবাদন, যা প্রতিটি পত্রের নিদর্শন৷ তাই আমি লিখছি৷
18 আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুক৷ আমীন। (থিসালোনীয়দের দ্বিতীয় পত্রটি এথেন্স থেকে লেখা হয়েছিল।)

1 টিমোথি

অধ্যায় 1

1 পল, আমাদের ত্রাণকর্তা এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আদেশে যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিত, যিনি আমাদের আশা;
2 তীমথিয়ের কাছে, বিশ্বাসে আমার নিজের পুত্র: আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে অনুগ্রহ, করুণা ও শান্তি।
3 আমি যখন ম্যাসিডোনিয়ায় গিয়েছিলাম তখন আমি আপনাকে ইফিসাসে স্থির থাকতে অনুরোধ করেছিলাম, যাতে আপনি কাউকে অভিযোগ করেন যে তারা অন্য কোন মতবাদ শেখায় না।
4 কল্পকাহিনী এবং অন্তহীন বংশবৃত্তান্তের প্রতি মনোযোগ দিও না, যেগুলিকে প্রশ্ন করে, বরং বিশ্বাসে যা ঈশ্বরীয় উন্নতিসাধন করে: তাই করুন।
5 এখন আজ্ঞার শেষ হল শুদ্ধ হৃদয় থেকে দান করা, এবং একটি ভাল বিবেক, এবং অবিকৃত বিশ্বাস থেকে।
6 যা থেকে কেউ কেউ বিচ্যুত হয়ে নিরর্থক জঙ্গলের দিকে ফিরে গেছে;
7 আইনের শিক্ষক হতে চান; তারা যা বলে তা বুঝতে পারে না বা তারা যা নিশ্চিত করে।
8 কিন্তু আমরা জানি য়ে বিধি-ব্যবস্থা ভালো, যদি কেউ তা ব্যবহার করে৷
9 এটা জেনে যে, বিধি-ব্যবস্থা কোন ধার্মিক লোকের জন্য নয়, কিন্তু অধর্ম ও অবাধ্যদের জন্য, অধার্মিকদের জন্য এবং পাপীদের জন্য, অপবিত্র ও অপবিত্রদের জন্য, পিতার হত্যাকারীদের জন্য এবং মাতার হত্যাকারীদের জন্য, নরহত্যাকারীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে৷
10 ব্যভিচারীদের জন্য, তাদের জন্য যারা মানবজাতির সাথে নিজেদেরকে অপবিত্র করে, তাদের জন্য, ঋতু চুরিকারীদের জন্য, মিথ্যাবাদীদের জন্য, মিথ্যাবাদীদের জন্য, এবং যদি অন্য কোন বিষয় থাকে যা সঠিক মতবাদের বিপরীত হয়;
11 ধন্য ঈশ্বরের মহিমান্বিত সুসমাচার অনুসারে, যা আমার বিশ্বাসে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল।
12 এবং আমি আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুকে ধন্যবাদ জানাই, যিনি আমাকে সক্ষম করেছেন, কারণ তিনি আমাকে বিশ্বস্ত বলে গণ্য করেছেন, আমাকে পরিচর্যায় নিযুক্ত করেছেন।
13 যিনি একজন নিন্দাকারী, নিপীড়ক এবং আঘাতকারীর আগে ছিলেন: কিন্তু আমি করুণা পেয়েছি, কারণ আমি অবিশ্বাসে অজ্ঞতার সাথে এটি করেছি৷
14 আর আমাদের প্রভুর অনুগ্রহ বিশ্বাস ও ভালবাসার সাথে প্রচুর ছিল যা খ্রীষ্ট যীশুতে রয়েছে৷
15 এই একটি বিশ্বস্ত কথা, এবং সমস্ত গ্রহণযোগ্য যে খ্রীষ্ট যীশু পাপীদের উদ্ধার করার জন্য জগতে এসেছিলেন৷ যাদের আমি প্রধান।
16 তবু এই কারণেই আমি করুণা পেয়েছি, যাতে প্রথমে আমার মধ্যে যীশু খ্রীষ্ট সমস্ত ধৈর্য প্রকাশ করতে পারেন, তাদের জন্য একটি নমুনা হিসাবে যারা পরবর্তীকালে অনন্ত জীবনের জন্য তাঁর উপর বিশ্বাস করবে৷
17 এখন রাজা অনন্ত, অমর, অদৃশ্য, একমাত্র জ্ঞানী ঈশ্বরের কাছে, চিরকালের জন্য সম্মান ও গৌরব হোক। আমীন।
18 ছেলে তীমথিয়, আমি তোমাকে এই আজ্ঞা দিচ্ছি, তোমার পূর্বে যে ভবিষ্যদ্বাণীগুলো হয়েছিল সেই অনুসারে, যাতে তুমি তাদের দ্বারা ভাল যুদ্ধ করতে পারো;
19 বিশ্বাস রাখা, এবং একটি ভাল বিবেক; যাকে কেউ কেউ বিশ্বাসের বিষয়ে ফেলে দিয়ে জাহাজ ভেঙ্গে ফেলেছে৷
20 যাদের মধ্যে হাইমেনিয়াস এবং আলেকজান্ডার; যাকে আমি শয়তানের হাতে তুলে দিয়েছি, যাতে তারা পরনিন্দা না করতে শেখে৷

অধ্যায় 2

1 তাই আমি অনুনয় করছি যে, সবার আগে প্রার্থনা, প্রার্থনা, মধ্যস্থতা ও ধন্যবাদ জানানো সকল মানুষের জন্য করা হোক৷
2 রাজাদের জন্য এবং ক্ষমতায় থাকা সকলের জন্য; যাতে আমরা সমস্ত ধার্মিকতা এবং সততার মধ্যে একটি শান্ত এবং শান্তিময় জীবনযাপন করতে পারি।
3 কারণ আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের কাছে এটা ভাল ও গ্রহণযোগ্য৷
4 যিনি সমস্ত মানুষকে উদ্ধার করতে এবং সত্যের জ্ঞানের কাছে আসতে চান৷
5 কারণ একজন ঈশ্বর আছেন, এবং ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে একজন মধ্যস্থতাকারী, সেই মানুষ খ্রীষ্ট যীশু৷
6 তিনি নিজেকে সকলের জন্য মুক্তিপণ দিয়েছিলেন, যথাসময়ে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য৷
7 আমি একজন প্রচারক এবং একজন প্রেরিত নিযুক্ত হয়েছি, (আমি খ্রীষ্টে সত্য বলি, মিথ্যা বলি না;) বিশ্বাস ও সত্যে অইহুদীদের একজন শিক্ষক৷
8 তাই আমি চাই যে লোকেরা সর্বত্র প্রার্থনা করুক, পবিত্র হাত তুলে, ক্রোধ ও সন্দেহ ছাড়াই।
9 একইভাবে, মহিলারা নিজেদেরকে শালীন পোশাকে, লজ্জা ও সংযম সহকারে সজ্জিত করে; বিনুনি করা চুল, বা সোনা, বা মুক্তা, বা দামী অ্যারে দিয়ে নয়;
10 কিন্তু (যা নারীদের ধার্মিকতা বলে) ভাল কাজের মাধ্যমে৷
11 স্ত্রীলোক সমস্ত বশ্যতা সহ নীরবে শিখুক।
12কিন্তু আমি কোন স্ত্রীলোককে শিক্ষা দিতে বা পুরুষের উপর কর্তৃত্ব হরণ করতে দেই না, বরং নীরবে থাকতে দিই।
13 কারণ আদমকে প্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তারপর ইভ৷
14 আর আদম প্রতারিত হননি, কিন্তু যে নারী প্রতারিত হয়েছিল সে পাপাচারে ছিল৷
15 তা সত্ত্বেও সে সন্তান ধারণে রক্ষা পাবে, যদি তারা বিশ্বাস ও দানশীলতা এবং পবিত্রতার সাথে আন্তরিকতার সাথে চলতে থাকে।

অধ্যায় 3

1 এটি একটি সত্য কথা, যদি একজন ব্যক্তি বিশপের পদ পেতে চান তবে তিনি একটি ভাল কাজ চান৷
2 তাহলে একজন বিশপকে অবশ্যই নির্দোষ হতে হবে, এক স্ত্রীর স্বামী, সজাগ, শান্ত, ভালো আচরণের, আতিথেয়তায় দেওয়া, শিক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত;

3 ওয়াইন দেওয়া হয় না, স্ট্রাইকার নয়, নোংরা লাভের লোভী নয়; কিন্তু ধৈর্যশীল, ঝগড়াবাজ নয়, লোভী নয়;
4 যে তার নিজের ঘরকে ভালভাবে শাসন করে, তার সন্তানদের সমস্ত মাধ্যাকর্ষণ সহ বশীভূত করে;
5 (কারণ একজন মানুষ যদি নিজের ঘরকে শাসন করতে না জানে, তবে সে ঈশ্বরের মণ্ডলীর যত্ন নেবে কি করে?)
6 নবীন নন, পাছে গর্বিত হয়ে তিনি শয়তানের নিন্দায় পড়েন৷
7 তাছাড়া যারা বাইরে আছে তাদের সম্পর্কে তার অবশ্যই ভাল খবর থাকতে হবে; পাছে সে তিরস্কার ও শয়তানের ফাঁদে পড়ে।
8 একইভাবে ডিকনদেরও অবশ্যই গুরুতর হতে হবে, দ্বিভাষী নয়, বেশি মদ পান করা উচিত নয়, নোংরা অর্থের লোভী নয়;
9 বিশুদ্ধ বিবেকের মধ্যে বিশ্বাসের রহস্য ধারণ করা।
10 আর এগুলোও আগে প্রমাণ করুক; তারপর তাদের একটি ডিকনের অফিস ব্যবহার করা যাক, নির্দোষ পাওয়া যাচ্ছে।
11 তেমনি তাদের স্ত্রীদেরও হতে হবে গুরুগম্ভীর, নিন্দাকারী নয়, বিনয়ী, সব বিষয়ে বিশ্বস্ত।
12 ডিকনরা এক স্ত্রীর স্বামী হউক, তাদের সন্তানদের এবং তাদের নিজেদের ঘর ভালভাবে শাসন করুক।
13 কারণ যাঁরা ডিকনের পদ ব্যবহার করেছেন তারা নিজেদের জন্য ভাল পদ এবং খ্রীষ্ট যীশুতে যে বিশ্বাস রয়েছে তাতে বড় সাহস কিনেছেন৷
14 শীঘ্রই তোমার কাছে আসার আশায় আমি তোমাকে এই কথাগুলো লিখছি:
15 কিন্তু যদি আমি দীর্ঘ সময় ধরে থাকি, তাহলে আপনি জানতে পারেন যে ঈশ্বরের গৃহে, যেটি জীবন্ত ঈশ্বরের মণ্ডলী, সত্যের স্তম্ভ ও স্থল, সেখানে আপনার কীভাবে আচরণ করা উচিত৷
16 এবং বিতর্ক ছাড়াই ধার্মিকতার রহস্য মহান: ঈশ্বর দেহে প্রকাশ পেয়েছিলেন, আত্মায় ধার্মিক ছিলেন, ফেরেশতাদের দ্বারা দেখা হয়েছিল, অইহুদীদের কাছে প্রচার করা হয়েছিল, জগতে বিশ্বাস হয়েছিল, মহিমায় গৃহীত হয়েছিল৷

অধ্যায় 4

1 এখন আত্মা স্পষ্টভাবে বলছেন যে, পরবর্তী সময়ে কেউ কেউ বিশ্বাস থেকে দূরে সরে যাবে, প্রলুব্ধকারী আত্মা ও শয়তানের মতবাদে মনোযোগ দেবে৷
2 ভণ্ডামিতে মিথ্যা কথা বলা; তাদের বিবেক একটি গরম লোহা দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করা;
3 বিয়ে করতে নিষেধ করা, এবং আমিষ থেকে বিরত থাকার আদেশ দেওয়া, যা ঈশ্বর তৈরি করেছেন তাদের ধন্যবাদ সহকারে গ্রহণ করার জন্য যারা বিশ্বাস করে এবং সত্য জানে৷
4 কারণ ঈশ্বরের প্রতিটি সৃষ্টিই উত্তম, আর কিছু অস্বীকার করা যাবে না, যদি তা ধন্যবাদ সহকারে গ্রহণ করা হয়:
5 কারণ ঈশ্বরের বাক্য ও প্রার্থনার দ্বারা তা পবিত্র হয়৷
6 আপনি যদি ভাইদের এই বিষয়গুলি মনে রাখবেন, আপনি যীশু খ্রীষ্টের একজন ভাল পরিচারক হবেন, আপনি বিশ্বাসের বাক্যে এবং ভাল মতবাদে লালিত হবেন, যেখানে আপনি অর্জন করেছেন৷
7 কিন্তু অপবিত্র এবং পুরানো স্ত্রীদের কল্পকাহিনী প্রত্যাখ্যান করুন, এবং নিজেকে বরং ধার্মিকতার প্রতি অনুশীলন করুন৷
8 কারণ শারীরিক ব্যায়াম খুব কমই লাভজনক: কিন্তু ধার্মিকতা সব কিছুর জন্যই লাভজনক, এখন যা আছে এবং ভবিষ্যতের জীবনের প্রতিশ্রুতি আছে৷
9এটি একটি বিশ্বস্ত বাণী এবং সমস্ত গ্রহণযোগ্য৷
10 সেইজন্য আমরা উভয়েই পরিশ্রম ও নিন্দা সহ্য করি, কারণ আমরা জীবন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, যিনি সকল মানুষের, বিশেষ করে যারা বিশ্বাস করেন তাদের পরিত্রাতা৷
11 এই সব আদেশ এবং শিক্ষা.
12 কেউ যেন তোমার যৌবনকে তুচ্ছ না করে; কিন্তু আপনি বিশ্বাসীদের উদাহরণ হয়ে উঠুন, কথায়, কথাবার্তায়, দানশীলতায়, আত্মায়, বিশ্বাসে, পবিত্রতায়।
13 আমি না আসা পর্যন্ত পাঠে, উপদেশে, মতবাদে উপস্থিত হও৷
14 তোমার মধ্যে যে দান আছে, সেই দানকে অবহেলা করো না, যা তোমাকে ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা দেওয়া হয়েছিল, প্রিবেটারির হাত রেখে।
15 এই সব বিষয়ে ধ্যান কর; তাদের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দাও; যাতে তোমার লাভ সবার কাছে প্রকাশ পায়।
16 নিজের প্রতি এবং মতবাদের প্রতি সতর্ক হও; তাদের মধ্যে অবিরত থাক, কারণ এটা করে তুমি নিজেকে এবং যারা তোমার কথা শোনে তাদের উভয়কেই রক্ষা করবে৷

অধ্যায় 5

1 একজন প্রবীণকে ধমক দিও না, কিন্তু তাকে পিতার মতো অনুগ্রহ কর; এবং অল্পবয়সিরা ভাই হিসাবে;
2 মা হিসাবে বয়স্ক মহিলা; বোন হিসাবে ছোট, সমস্ত বিশুদ্ধতা সঙ্গে.
3 বিধবাদের সম্মান কর যারা প্রকৃতপক্ষে বিধবা৷
4কিন্তু যদি কোন বিধবার সন্তান বা ভাগ্নে থাকে, তবে তারা প্রথমে বাড়িতে ধার্মিকতা দেখাতে এবং তাদের পিতামাতার প্রতিফল দিতে শিখুক, কারণ এটি ঈশ্বরের কাছে ভাল এবং গ্রহণযোগ্য।
5 এখন যে সত্যিই একজন বিধবা এবং নির্জন, সে ঈশ্বরের উপর ভরসা করে এবং রাতদিন প্রার্থনা ও প্রার্থনায় থাকে৷
6 কিন্তু যে আনন্দে বাস করে সে জীবিত অবস্থায় মৃত।
7 এবং এই জিনিসগুলি দায়িত্ব দেয়, যাতে তারা নির্দোষ হয়৷
8 কিন্তু যদি কেউ তার নিজের জন্য, বিশেষ করে তার নিজের বাড়ির লোকদের জন্য জোগান না দেয় তবে সে বিশ্বাসকে অস্বীকার করেছে এবং কাফের থেকেও খারাপ।
9কোন বিধবাকে যেন তিরিশ বছরের কম বয়সে গণনা করা না হয়, সে এক পুরুষের স্ত্রী হয়েছে।
10 ভাল কাজের জন্য সুপরিচিত; যদি সে সন্তানদের লালন-পালন করে থাকে, যদি সে অপরিচিতদের আশ্রয় দিয়ে থাকে, যদি সে সাধুদের পা ধোয়, যদি সে দুঃখিতকে উপশম করে থাকে, যদি সে অধ্যবসায়ের সাথে প্রতিটি ভাল কাজ অনুসরণ করে থাকে।

11 কিন্তু অল্পবয়সী বিধবারা প্রত্যাখ্যান করে, কারণ তারা যখন খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে উন্মাদ হয়ে উঠতে শুরু করেছে, তখন তারা বিয়ে করবে;
12 অভিশাপ আছে, কারণ তারা তাদের প্রথম বিশ্বাস ত্যাগ করেছে।
13 এবং সেই সাথে তারা অলস হতে শিখেছে, ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে; এবং শুধুমাত্র নিষ্ক্রিয় নয়, বরং বখাটে এবং ব্যস্ত ব্যক্তিরা এমন কথা বলে যা তাদের উচিত নয়।
14 তাই আমি চাই যে অল্পবয়সী মহিলারা বিয়ে করবে, সন্তান প্রসব করবে, ঘর পরিচালনা করবে, প্রতিপক্ষকে নিন্দিত কথা বলার সুযোগ দেবে না।
15 কেননা কেউ কেউ ইতিমধ্যেই শয়তানের পিছনে ফিরে গেছে।
16 বিশ্বাসী কোন পুরুষ বা মহিলার যদি বিধবা থাকে, তবে তারা তাদের মুক্ত করুক এবং মন্ডলীকে দোষী না করা হোক। বিধবা যারা প্রকৃতপক্ষে তাদের উপশম করতে পারে।
17 প্রবীণরা যারা ভালভাবে শাসন করে তাদের দ্বিগুণ সম্মানের যোগ্য বলে গণ্য করা হোক, বিশেষ করে যারা বাক্য ও মতবাদে পরিশ্রম করে।
18 কেননা শাস্ত্র বলে, 'যে বলদ শস্য মাড়ায়, তার মুখ তুমি বাঁধবে না।' এবং, শ্রমিক তার পুরস্কারের যোগ্য।
19 একজন প্রবীণের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ গ্রহণ না, কিন্তু দুই বা তিনজন সাক্ষীর সামনে.
20 যারা পাপ করে তাদের সবার সামনে তিরস্কার করে, যাতে অন্যরাও ভয় পায়।
21 ঈশ্বর, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এবং মনোনীত ফেরেশতাদের সামনে আমি তোমাকে এই আদেশ দিচ্ছি যে, তুমি একে অপরকে পছন্দ না করে, পক্ষপাতিত্ব করে কিছুই করো না।
22 হঠাৎ করে কারোর ওপর হাত দিও না, অন্যের পাপের অংশীদারও হয়ো না: নিজেকে শুচি রাখ।
23 আর জল পান করবেন না, তবে আপনার পেটের জন্য এবং আপনার প্রায়শই অসুস্থতার জন্য সামান্য ওয়াইন ব্যবহার করুন।
24 কিছু মানুষের পাপ আগেই প্রকাশ্যে আছে, বিচারের আগে যাচ্ছে; এবং কিছু পুরুষকে তারা অনুসরণ করে।
25 একইভাবে কারো কারো ভালো কাজ আগে থেকেই প্রকাশ পায়। এবং অন্যথায় যে লুকানো যাবে না.

অধ্যায় 6

1 জোয়ালের নীচে যত দাস আছে, তারা যেন তাদের নিজেদের মালিককে সমস্ত সম্মানের যোগ্য বলে গণ্য করে, যাতে ঈশ্বরের নাম ও তাঁর মতবাদের নিন্দা করা না হয়।
2 আর যাদের বিশ্বাসী প্রভু আছে, তারা যেন তাদের তুচ্ছ না করে, কারণ তারা ভাই। বরং তাদের সেবা কর, কারণ তারা বিশ্বস্ত ও প্রিয়, উপকারের অংশীদার। এই বিষয়গুলো শিক্ষা দেয় এবং উপদেশ দেয়।
3 যদি কেউ অন্যথায় শিক্ষা দেয় এবং স্বাস্থ্যকর কথা, এমনকি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বাণী এবং ধার্মিকতার মত শিক্ষার প্রতি সম্মত না হয়;
4 সে গর্বিত, কিছুই জানে না, কিন্তু প্রশ্ন ও কথার ঝগড়ার কথা বলে, যার থেকে হিংসা, কলহ, রেলিং, মন্দ অনুমান,
5 কলুষিত মনের লোকদের বিকৃত বিতর্ক, এবং সত্যের নিঃস্ব, মনে করুন যে লাভটি ধার্মিকতা: এগুলি থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করুন।
6কিন্তু সন্তুষ্টি সহ ধার্মিকতা বড় লাভ।
7 কারণ আমরা এই জগতে কিছুই আনি, এবং এটা নিশ্চিত যে আমরা কিছুই বহন করতে পারব না।
8 আর খাদ্য ও বস্ত্র আছে আমরা তাতেই সন্তুষ্ট থাকি।
9 কিন্তু যারা ধনী হবে তারা প্রলোভন ও ফাঁদে পড়ে এবং অনেক মূর্খ ও ক্ষতিকর লালসার মধ্যে পড়ে যা মানুষকে ধ্বংস ও ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত করে।
10 অর্থের প্রতি ভালবাসা হল সমস্ত মন্দের মূল। কেউ কেউ লোভ দেখিয়ে বিশ্বাস থেকে বিপথগামী হয়েছে এবং অনেক দুঃখে নিজেদের বিদ্ধ করেছে।
11 কিন্তু হে ঈশ্বরের লোক, তুমি এই সব থেকে পালিয়ে যাও; এবং ধার্মিকতা, ধার্মিকতা, বিশ্বাস, প্রেম, ধৈর্য, নম্রতা অনুসরণ করুন।
12 বিশ্বাসের উত্তম যুদ্ধে লড়ুন, অনন্ত জীবন ধরে রাখুন, যার জন্য আপনাকেও ডাকা হয়, এবং অনেক সাক্ষীর সামনে আপনি একটি ভাল পেশা স্বীকার করেছেন।
13 আমি তোমাকে ঈশ্বরের সামনে দায়িত্ব দিচ্ছি, যিনি সমস্ত কিছুকে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং খ্রীষ্ট যীশুর সামনে, যিনি পন্তিয়াস পীলাতের সামনে একটি ভাল স্বীকারোক্তির সাক্ষী ছিলেন।
14 আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত আপনি এই আদেশটি নির্দোষ, নিন্দনীয় পালন করুন।
15 যা তিনি তাঁর সময়ে দেখাবেন, যিনি ধন্য এবং একমাত্র ক্ষমতাবান, রাজাদের রাজা এবং প্রভুদের প্রভু;
16 যার কেবল অমরত্ব আছে, তিনি সেই আলোতে বাস করেন যার কাছে কেউ যেতে পারে না; যাঁকে কেউ দেখেনি, দেখতেও পায়নি। যাঁর সম্মান ও ক্ষমতা চিরস্থায়ী। আমীন।
17 এই জগতে যারা ধনী তাদের আজ্ঞা দাও, তারা যেন উচ্চাভিলাষী না হয় এবং অনিশ্চিত ধন-সম্পদের উপর ভরসা না করে, কিন্তু জীবন্ত ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে, যিনি আমাদের উপভোগ করার জন্য প্রচুর পরিমাণে সবকিছু দেন;
18 যে তারা ভাল কাজ করে, যাতে তারা ভাল কাজে ধনী হয়, বিতরণ করতে প্রস্তুত, যোগাযোগ করতে ইচ্ছুক;
19 ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের জন্য একটি ভাল ভিত্তি সঞ্চয় করে, যাতে তারা অনন্ত জীবন ধরে রাখতে পারে।
20 হে তীমথিয়, আপনার বিশ্বাসের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ তা রাখুন, অপবিত্র এবং নিরর্থক বকবক এড়িয়ে চলুন এবং তথাকথিত বিজ্ঞানের বিরোধিতা করুন:
21 যা কিছু বিশ্বাসী বিশ্বাসের বিষয়ে ভুল করেছে। কৃপা তোমার সাথে থাকুক। আমীন। (টিমোথির কাছে প্রথম লেখাটি লায়ডিশিয়া থেকে লেখা হয়েছিল, যা ফ্রেগিয়া প্যাকাটিয়ানার প্রধান শহর।)

2 টিমোথি

অধ্যায় 1

1 পল, খ্রীষ্ট যীশুতে জীবনের প্রতিশ্রুতি অনুসারে ঈশ্বরের ইচ্ছায় যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিত৷
2 আমার প্রিয় পুত্র তীমোথির কাছে: পিতা ঈশ্বর এবং আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর কাছ থেকে অনুগ্রহ, করুণা ও শান্তি৷
3 আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই, যাকে আমি আমার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে বিশুদ্ধ বিবেক দিয়ে সেবা করে আসছি, যে আমি আমার প্রার্থনায় রাতদিন অবিরাম তোমাকে স্মরণ করি;
4 তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছে, তোমার কান্নার কথা মনে রাখছি, যেন আমি আনন্দে পরিপূর্ণ হতে পারি;
5 যখন আমি তোমার মধ্যে সেই অবিকৃত বিশ্বাসের কথা স্মরণ করিয়ে দেব, যা প্রথমে তোমার দাদী লোইস এবং তোমার মা ইউনিসের মধ্যে ছিল; এবং আমি তোমার মধ্যেও তা নিশ্চিত করেছি৷
6 সেইজন্য আমি তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, তুমি ঈশ্বরের দানকে জাগিয়ে তুলছ, যা আমার হাতের দ্বারা তোমার মধ্যে রয়েছে৷
7 কারণ ঈশ্বর আমাদের ভয়ের আত্মা দেননি; কিন্তু শক্তি, এবং ভালবাসা, এবং একটি সুস্থ মনে.
8 অতএব তুমি আমাদের প্রভুর সাক্ষ্যের জন্য লজ্জিত হও না, এবং আমি তার বন্দী নই;
9যিনি আমাদের উদ্ধার করেছেন এবং আমাদের কাজ অনুসারে নয়, বরং তাঁর নিজের উদ্দেশ্য ও অনুগ্রহ অনুসারে আমাদেরকে উদ্ধার করেছেন এবং পবিত্র আহ্বানে ডেকেছেন, যা জগৎ শুরু হওয়ার আগে খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদের দেওয়া হয়েছিল৷
10 কিন্তু এখন আমাদের ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের আবির্ভাবের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, যিনি মৃত্যুকে বাতিল করেছেন এবং সুসমাচারের মাধ্যমে জীবন ও অমরত্বকে আলোকিত করেছেন:
11 এই জন্য আমি একজন প্রচারক, একজন প্রেরিত এবং অইহুদীদের একজন শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছি৷
12 যে কারণে আমিও এইসব দুঃখভোগ করছি: তবুও আমি লজ্জিত নই: কারণ আমি যাকে বিশ্বাস করেছি তা আমি জানি, এবং আমি বিশ্বাস করি যে সেই দিনের বিরুদ্ধে আমি তাঁর কাছে যা দিয়েছি তা তিনি রাখতে পারবেন৷
13 খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাস ও প্রেমে যা তুমি আমার সম্বন্ধে শুনেছ, সেই শুদ্ধ শব্দের রূপ ধরে রাখ৷
14 পবিত্র আত্মা যে আমাদের মধ্যে বাস করে, সেই ভাল জিনিসটি তোমার কাছে ন্যস্ত কর৷
15 তুমি জানো যে, এশিয়াতে যারা আছে তারা আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। যাদের মধ্যে Phygellus এবং Hermogenes হল।
16 প্রভু ওনেসিফরাসের বাড়ির প্রতি করুণা করুন; কারণ তিনি আমাকে সতেজ করতেন, এবং আমার শৃঙ্খলে লজ্জিত হননি৷
17 কিন্তু, তিনি যখন রোমে ছিলেন, তিনি আমাকে খুব যত্ন সহকারে খুঁজলেন এবং আমাকে খুঁজে পেলেন৷
18 প্রভু তাকে সেই দিন প্রভুর করুণা পেতে পারেন: এবং তিনি ইফিসাসে আমার কত কিছু সেবা করেছেন, আপনি ভাল করেই জানেন৷

অধ্যায় 2

1 অতএব, আমার পুত্র, খ্রীষ্ট যীশুর অনুগ্রহে তুমি শক্তিশালী হও৷
2 আর অনেক সাক্ষীর মধ্যে তুমি আমার সম্বন্ধে যে কথা শুনেছ, সেই সব বিশ্বস্ত লোকদের কাছে সোপর্দ কর, যারা অন্যদেরও শিক্ষা দিতে পারবে৷
3 তাই আপনি যীশু খ্রীষ্টের একজন ভাল সৈনিক হিসাবে কঠোরতা সহ্য করুন।
4 যে কেউ যুদ্ধ করে সে এই জীবনের বিষয়ের সাথে নিজেকে জড়িয়ে রাখে না; যাতে তিনি তাকে সন্তুষ্ট করতে পারেন যিনি তাকে সৈনিক হিসেবে বেছে নিয়েছেন।
5 আর যদি একজন ব্যক্তিও কর্তৃত্বের জন্য চেষ্টা করে, তবে সে বৈধভাবে সংগ্রাম না করলে তাকে মুকুট দেওয়া হয় না৷
6 যে চাষী পরিশ্রম করে তাকে অবশ্যই ফলগুলির প্রথম অংশীদার হতে হবে৷
7 আমি যা বলি তা বিবেচনা কর; এবং প্রভু তোমাকে সব বিষয়ে বুদ্ধি দান করুন৷
8 মনে রাখবেন যে দায়ূদের বংশের যীশু খ্রীষ্ট আমার সুসমাচার অনুসারে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়েছিলেন:
9 যেখানে আমি দুষ্টের মত কষ্ট সহ্য করি, এমনকি বন্ধনে আবদ্ধ হই; কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য আবদ্ধ নয়।
10 সেইজন্য আমি মনোনীতদের জন্য সব কিছু সহ্য করি, যেন তারাও সেই পরিত্রাণ লাভ করতে পারে যা খ্রীষ্ট যীশুতে অনন্ত মহিমা সহকারে রয়েছে৷
11 এটি একটি বিশ্বস্ত উক্তি: কারণ আমরা যদি তার সাথে মৃত হই, তবে আমরাও তার সাথে বেঁচে থাকব:
12 যদি আমরা কষ্ট পাই, আমরাও তাঁর সঙ্গে রাজত্ব করব; যদি আমরা তাঁকে অস্বীকার করি, তবে তিনিও আমাদের অস্বীকার করবেন৷
13 যদি আমরা বিশ্বাস না করি, তবুও তিনি বিশ্বস্ত থাকেন: তিনি নিজেকে অস্বীকার করতে পারেন না৷
14 এই বিষয়গুলির মধ্যে তাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, প্রভুর সামনে তাদের অভিযুক্ত করে যে তারা কোন লাভের জন্য কথা নয়, বরং শ্রোতাদের বিকৃত করার জন্য লড়াই করে।
15 নিজেকে ঈশ্বরের কাছে অনুমোদিত দেখানোর জন্য অধ্যয়ন করুন, এমন একজন কর্মী যার লজ্জিত হওয়ার দরকার নেই, সঠিকভাবে সত্যের বাক্যকে ভাগ করে।
16 কিন্তু অপবিত্র ও নিরর্থক বকবক করা থেকে দূরে থাক, কারণ সেগুলো আরও অধার্মিকতায় বৃদ্ধি পাবে।
17 এবং তাদের বাক্য একটি ক্যাঙ্কারের মত খেয়ে ফেলবে: যাদের মধ্যে হাইমেনিয়াস এবং ফিলেটাস;
18 যারা সত্যের বিষয়ে ভুল করেছে, তারা বলেছে যে পুনরুত্থান ইতিমধ্যেই অতীত হয়ে গেছে; এবং কিছু বিশ্বাস উচ্ছেদ.
19 তথাপি ঈশ্বরের ভিত্তি সুনিশ্চিত, এই সীলমোহর আছে, প্রভু তাদের জানেন যারা তাঁর। এবং, যারা খ্রীষ্টের নাম রাখে তারা অন্যায় থেকে দূরে থাকুক।

20 কিন্তু একটা বড় বাড়িতে শুধু সোনা ও রৌপ্যের পাত্রই থাকে না, কাঠ ও মাটিরও থাকে; এবং কেউ সম্মান করার জন্য, এবং কেউ অসম্মান করার জন্য।
21 তাই যদি একজন মানুষ নিজেকে এগুলি থেকে শুদ্ধ করে, তবে সে সম্মানের পাত্র হবে, পবিত্র হবে এবং মালিকের ব্যবহারের জন্য মিলিত হবে এবং প্রতিটি ভাল কাজের জন্য প্রস্তুত হবে৷
22 যৌবনের লালসা থেকেও পালাও: কিন্তু ধার্মিকতা, বিশ্বাস, দাতব্য, শান্তির অনুসরণ কর, যারা শুদ্ধ হৃদয়ে প্রভুকে ডাকে তাদের সাথে।
23 কিন্তু মূর্খ ও অশিক্ষিত প্রশ্ন এড়িয়ে যায়, জেনেও তারা লিঙ্গগত বিবাদ করে।
24 আর প্রভুর দাসকে লড়াই করা উচিত নয়; কিন্তু সকল মানুষের প্রতি নম্র হও, শিক্ষা দিতে যোগ্য, ধৈর্যশীল হও,
25 যারা নিজেদের বিরোধিতা করে তাদের নম্রতার সাথে নির্দেশ দেয়; যদি ঈশ্বর তাদের সত্য স্বীকার করার জন্য অনুশোচনা দান করেন;
26 আর তারা যেন শয়তানের ফাঁদ থেকে নিজেদের উদ্ধার করতে পারে, যারা তার ইচ্ছায় শয়তানের দ্বারা বন্দী হয়েছে।

অধ্যায় 3

1 এটাও জেনে রাখ, শেষ দিনে বিপদজনক সময় আসবে৷
2কারণ পুরুষরা হবে নিজেদের প্রেমিক, লোভী, অহংকারী, অহংকারী, নিন্দাকারী, পিতামাতার অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, অপবিত্র,
3 স্বাভাবিক স্নেহ ছাড়া, যুদ্ধবিরতিকারী, মিথ্যা অভিযোগকারী, অসংযমী, উগ্র, যারা ভাল তাদের তুচ্ছকারী,
4 বিশ্বাসঘাতক, মাথা ঘোরা, উচ্চমনা, ঈশ্বরের প্রেমীদের চেয়ে আনন্দের প্রেমিক;
5 ধার্মিকতার একটি রূপ আছে, কিন্তু তার ক্ষমতা অস্বীকার করা: এই ধরনের থেকে দূরে সরে.
6কারণ এই রকমই তারা যারা ঘরে ঢুকে পড়ে, এবং পাপের বোঝায় বন্দী নির্বোধ নারীদের নিয়ে যায়, বিভিন্ন লালসায় নিয়ে যায়,
7 কখনও শিখে না, এবং কখনও সত্যের জ্ঞানে আসতে সক্ষম হয় না।
8 এখন জ্যানেস এবং জাম্ব্রেস যেমন মোশিকে প্রতিরোধ করেছিল, তেমনি তারাও সত্যকে প্রতিরোধ করে: কলুষিত মনের লোকেরা, বিশ্বাসের বিষয়ে তিরস্কার করে।
9 কিন্তু তারা আর এগোবে না, কারণ তাদের মূর্খতা সকল মানুষের কাছে প্রকাশ পাবে, যেমন তাদেরও ছিল৷
10কিন্তু তুমি আমার মতবাদ, জীবনের ধরণ, উদ্দেশ্য, বিশ্বাস, ধৈর্য্য, দান, ধৈর্য,
11 নিপীড়ন, দুর্দশা, যা আমার কাছে এন্টিওকে, আইকনিয়ামে, লিস্ত্রায় এসেছিল; আমি কি অত্যাচার সহ্য করেছি, কিন্তু প্রভু আমাকে তাদের সকল থেকে উদ্ধার করেছেন।
12 হ্যাঁ, এবং যারা খ্রীষ্ট যীশুতে ধার্মিকভাবে জীবনযাপন করবে তারা তাড়না ভোগ করবে৷
13 কিন্তু দুষ্ট লোক এবং প্রতারকরা আরও খারাপ হতে থাকবে, প্রতারণা করবে এবং প্রতারিত হবে৷
14 কিন্তু আপনি যা শিখেছেন এবং কার কাছ থেকে শিখেছেন তা জেনে আপনি যে বিষয়গুলি শিখেছেন এবং নিশ্চিত হয়েছেন তা চালিয়ে যান৷
15 আর সেই ছোটবেলা থেকেই তুমি পবিত্র শাস্ত্রগুলি জেনেছ, যা খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসের মাধ্যমে পরিত্রাণের জন্য তোমাকে জ্ঞানী করে তুলতে পারে৷
16 সমস্ত শাস্ত্র ঈশ্বরের অনুপ্রেরণা দ্বারা প্রদত্ত, এবং মতবাদের জন্য, তিরস্কারের জন্য, সংশোধনের জন্য, ধার্মিকতার নির্দেশের জন্য লাভজনক:
17 যাতে ঈশ্বরের লোক নিখুঁত হতে পারে, সমস্ত ভাল কাজের জন্য সুসজ্জিত হয়৷

অধ্যায় 4

1 তাই আমি তোমাকে ঈশ্বরের সামনে এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সামনে নির্দেশ দিচ্ছি, যিনি তাঁর আবির্ভাবের সময় এবং তাঁর রাজ্যের সময় দ্রুত ও মৃতদের বিচার করবেন৷
2 বাণী প্রচার করা; ঋতুতে তাত্ক্ষণিক হতে, ঋতুর বাইরে; সমস্ত ধৈর্য এবং মতবাদ দিয়ে তিরস্কার, তিরস্কার, উপদেশ দিন।
3 কারণ এমন সময় আসবে যখন তারা সঠিক মতবাদ সহ্য করবে না; কিন্তু তাদের নিজেদের লালসা অনুসারে তারা নিজেদের জন্য শিক্ষকদের স্তূপ করবে, কান চুলকায়;
4 এবং তারা সত্য থেকে তাদের কান ফিরিয়ে নেবে, এবং কল্পকাহিনীতে পরিণত হবে৷
5 কিন্তু আপনি সব বিষয়ে সতর্ক থাকুন, দুর্দশা সহ্য করুন, একজন ধর্মপ্রচারকের কাজ করুন, আপনার পরিচর্যার সম্পূর্ণ প্রমাণ করুন।
6 কারণ আমি এখন উৎসর্গের জন্য প্রস্তুত, এবং আমার প্রস্থানের সময় নিকটে।
7 আমি একটি ভাল যুদ্ধ করেছি, আমি আমার কোর্স শেষ করেছি, আমি বিশ্বাস বজায় রেখেছি:
8 এখন থেকে আমার জন্য ধার্মিকতার একটি মুকুট রাখা হয়েছে, যা প্রভু, ধার্মিক বিচারক, সেই দিন আমাকে দেবেন: এবং কেবল আমাকে নয়, কিন্তু তাদের সকলের কাছেও যারা তাঁর উপস্থিতি পছন্দ করে৷
9 শীঘ্রই আমার কাছে আসার জন্য তোমার অধ্যবসায় কর:
10 কারণ দেমাস এই বর্তমান জগতকে ভালোবেসে আমাকে ত্যাগ করেছে এবং থিসালোনিকায় চলে গেছে৷ ক্রিসেন্স থেকে গালাতিয়া, টাইটাস থেকে ডালমাটিয়া।
11 শুধু লূক আমার সঙ্গে আছে৷ মার্ককে নিয়ে যাও এবং তাকে তোমার সাথে নিয়ে যাও, কারণ সে আমার কাছে পরিচর্যার জন্য লাভজনক৷
12 আর তুখিকসকে আমি ইফিষে পাঠিয়েছি।
13 আমি ত্রোয়াসে কারপাসের কাছে যে কাপড় রেখে এসেছি, তুমি এলে সঙ্গে আনবে বইগুলো, কিন্তু বিশেষ করে পার্চমেন্টগুলো।
14 আলেকজান্ডার তাম্রমিস্ত্রি আমার জন্য অনেক খারাপ কাজ করেছিল: প্রভু তাকে তার কাজ অনুসারে পুরস্কৃত করেন:
15 তুমিও তাদের থেকে সাবধান হও; কারণ তিনি আমাদের কথাগুলোকে অনেকটাই প্রতিরোধ করেছেন।

16 আমার প্রথম উত্তরে কেউ আমার পাশে দাঁড়ায়নি, কিন্তু সকলেই আমাকে ত্যাগ করেছিল: আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন তাদের দোষারোপ করা না হয়।
17 তবুও প্রভু আমার সাথে দাঁড়িয়েছিলেন এবং আমাকে শক্তিশালী করেছিলেন; যাতে আমার দ্বারা প্রচারটি সম্পূর্ণরূপে জানা যায় এবং সমস্ত অইহুদীরা শুনতে পায়, এবং আমি সিংহের মুখ থেকে উদ্ধার পেয়েছিলাম৷
18 এবং প্রভু আমাকে সমস্ত মন্দ কাজ থেকে উদ্ধার করবেন, এবং তাঁর স্বর্গীয় রাজ্যে আমাকে রক্ষা করবেন: যাঁর সর্বকালের জন্য মহিমা হোক। আমীন।
19 প্রিস্কা ও আকিলা এবং ওনেসিফরাসের পরিবারকে অভিবাদন জানাও৷
20 ইরাস্টাস করিন্থে বাস করত; কিন্তু ট্রফিমাস অসুস্থ হয়ে মিলেটামে চলে এসেছি।
21 শীতের আগে আসতে তোমার অধ্যবসায় কর। ইউবুলাস, পুডেনস, লিনাস, ক্লডিয়া এবং সমস্ত ভাইরা আপনাকে শুভেচ্ছা জানায়৷
22 প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তোমার আত্মার সাথে থাকুন৷ কৃপা তোমার সাথে থাকুক। আমীন। (টিমোথিউসের কাছে দ্বিতীয় পত্রটি, ইফিসিয়ানদের গির্জার প্রথম বিশপকে নিযুক্ত করা হয়েছিল, রোম থেকে লেখা হয়েছিল, যখন পলকে দ্বিতীয়বার নিরোর সামনে আনা হয়েছিল।)

তিতাস

অধ্যায় 1

1 পল, ঈশ্বরের একজন দাস, এবং যীশু খ্রীষ্টের একজন প্রেরিত, ঈশ্বরের মনোনীতদের বিশ্বাস অনুসারে, এবং সত্যকে স্বীকার করা যা খোদাভীতির পরে;
2 অনন্ত জীবনের আশায়, যা ঈশ্বর, যিনি মিথ্যা বলতে পারেন না, জগত শুরু হওয়ার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন;
3 কিন্তু যথাসময়ে প্রচারের মাধ্যমে তাঁর বাক্য প্রকাশ করেছেন, যা আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে আমাকে দেওয়া হয়েছে৷
4 টাইটাসের কাছে, সাধারণ বিশ্বাস অনুসারে আমার নিজের পুত্র: পিতা ঈশ্বর এবং আমাদের ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে অনুগ্রহ, করুণা এবং শান্তি৷
5 এই জন্যই আমি তোমাকে ক্রীতে রেখে এসেছি, যাতে আমি তোমাকে যেভাবে নিযুক্ত করেছিলাম, সেইভাবে তুমি যা যা পছন্দ করে তা ঠিক করে দাও এবং প্রতিটি শহরে প্রাচীনদের নিযুক্ত কর।
6 যদি কেউ নির্দোষ হয়, এক স্ত্রীর স্বামী, যার বিশ্বস্ত সন্তান দাঙ্গা বা অনিয়মের অভিযোগ নেই।
7 একজন বিশপকে অবশ্যই ঈশ্বরের স্টুয়ার্ড হিসাবে নির্দোষ হতে হবে; স্বেচ্ছাকৃত নয়, শীঘ্রই রাগান্বিত নয়, ওয়াইন দেওয়া হয়নি, স্ট্রাইকার নয়, নোংরা লুকারকে দেওয়া হয়নি;
8 কিন্তু আতিথেয়তা প্রেমী, ভাল মানুষের প্রেমিক, শান্ত, ন্যায়পরায়ণ, পবিত্র, নাতিশীতোষ্ণ;
9 তাকে যেমন শিক্ষা দেওয়া হয়েছে সেইভাবে বিশ্বস্ত বাক্যকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখা, যাতে তিনি সঠিক মতবাদ দ্বারা উপদেশ দিতে এবং লাভবাদীদের বোঝাতে সক্ষম হন।
10কারণ অনেক বেয়াদব ও নিরর্থক কথাবার্তা ও প্রতারক আছে, বিশেষ করে তারা সুন্নতদের।
11 যাদের মুখ বন্ধ করতে হবে, যারা নোংরা লোভের জন্য সমস্ত বাড়ি ধ্বংস করে, যা তাদের উচিত নয় তা শিক্ষা দেয়।
12 নিজেদের মধ্যে একজন, এমনকি তাদের নিজেদের একজন ভাববাদীও বলেছিলেন, ক্রেটিয়ানরা সর্বদা মিথ্যাবাদী, দুষ্ট জন্তু, ধীর পেটের মানুষ।
13 এই সাক্ষ্য সত্য। তাই তাদের কঠোরভাবে তিরস্কার কর, যেন তারা বিশ্বাসে সুস্থ থাকে৷
14 ইহুদিদের কল্পকাহিনীতে এবং মানুষের আদেশের প্রতি মনোযোগ না দেওয়া, যা সত্য থেকে সরে যায়৷
15 যারা শুদ্ধ তাদের কাছে সবকিছুই পবিত্র, কিন্তু যারা অপবিত্র ও অবিশ্বাসী তাদের কাছে কিছুই শুদ্ধ নয়৷ কিন্তু তাদের মন ও বিবেকও কলুষিত।
16 তারা দাবী করে যে তারা ঈশ্বরকে জানে; কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে তারা তাকে অস্বীকার করে, জঘন্য, অবাধ্য এবং প্রতিটি ভাল কাজের প্রতি তিরস্কার করে৷

অধ্যায় 2

1 কিন্তু তুমি সেই সব কথা বল যা সঠিক মতবাদে পরিণত হয়:
2 বয়স্ক ব্যক্তিরা যেন শান্ত, গম্ভীর, নাতিশীতোষ্ণ, বিশ্বাসে, দানশীলতায়, ধৈর্যশীল হয়৷
3 বয়স্ক মহিলারা একইভাবে, তারা যেন পবিত্রতার মতো আচরণ করে, মিথ্যা অভিযোগকারী নয়, বেশি মদ খাওয়ানো হয় না, ভাল জিনিসের শিক্ষক;
4 যাতে তারা যুবতী নারীদের শান্ত হতে, তাদের স্বামীদের ভালবাসতে, তাদের সন্তানদের ভালবাসতে শেখায়,
5 বিচক্ষণ, শুচি, গৃহের রক্ষক, ভাল, তাদের স্বামীদের বাধ্য হওয়া, যাতে ঈশ্বরের বাক্য নিন্দা না হয়৷
৬ যুবক-যুবতীরাও একইভাবে শান্ত মনের হতে পরামর্শ দেয়।
7 সমস্ত কিছুতে নিজেকে ভাল কাজের একটি নমুনা দেখান: মতবাদে অদৃষ্টতা, মাধ্যাকর্ষণ, আন্তরিকতা,
8 সুরক্ষিত বক্তৃতা, যা নিন্দা করা যায় না; য়েন বিরোধী পক্ষের লোক লজ্জিত হয়, তোমার সম্বন্ধে তার কোন মন্দ কথা নেই৷
9 দাসদেরকে তাদের নিজেদের প্রভুর বাধ্য হতে এবং সব বিষয়ে তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য উপদেশ দাও; আবার উত্তর দিচ্ছে না;
10 ছদ্মবেশী নয়, বরং সমস্ত ভাল বিশ্বস্ততা দেখান; যাতে তারা সব বিষয়ে আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের মতবাদকে সাজাতে পারে৷
11কারণ ঈশ্বরের রহমত যা পরিত্রাণ আনয়ন করে তা সকল মানুষের কাছে প্রকাশ পেয়েছে,
12 আমাদের শিক্ষা দেয় যে, অধার্মিকতা এবং পার্থিব লালসাকে অস্বীকার করে, আমাদের এই বর্তমান পৃথিবীতে শান্তভাবে, ধার্মিকভাবে এবং ধার্মিকভাবে জীবনযাপন করা উচিত;
13 সেই আশীর্বাদপূর্ণ আশা, এবং মহান ঈশ্বর এবং আমাদের ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের মহিমান্বিত আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করছি;
14 যিনি আমাদের জন্য নিজেকে দিয়েছেন, যাতে তিনি আমাদের সমস্ত অন্যায় থেকে মুক্ত করতে পারেন, এবং নিজের কাছে একটি অদ্ভুত লোক, ভাল কাজের উদ্যোগী হয়ে নিজেকে শুদ্ধ করতে পারেন৷
15 এই সব কথা বলুন, উপদেশ দিন এবং সমস্ত কর্তৃত্বের সাথে তিরস্কার করুন৷ কেউ যেন তোমাকে তুচ্ছ না করে।

অধ্যায় 3

1তাদের মনে রাখো যেন তারা শাসন ও ক্ষমতার অধীন হয়, ম্যাজিস্ট্রেটদের আজ্ঞাবহ থাকে, প্রতিটি ভালো কাজের জন্য প্রস্তুত থাকে,
2 কাউকে মন্দ কথা না বলা, ঝগড়া-বিবাদকারী না হওয়া, কিন্তু নম্র হওয়া, সমস্ত মানুষের প্রতি সমস্ত নম্রতা দেখানো।
3কারণ আমরা নিজেরাও কখনও কখনও নির্বোধ, অবাধ্য, প্রতারিত, বিভিন্ন লালসা ও ভোগ-বিলাসের সেবা করতাম, বিদ্বেষ ও হিংসার মধ্যে বাস করতাম, ঘৃণা করতাম এবং একে অপরকে ঘৃণা করতাম।
4কিন্তু তার পরেই মানুষের প্রতি আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের দয়া ও ভালবাসা দেখা দিল,
5 আমরা যে ধার্মিকতার কাজ করেছি তার দ্বারা নয়, কিন্তু তাঁর করুণা অনুসারে তিনি আমাদের রক্ষা করেছেন, পুনরুত্থানের ধোয়ার মাধ্যমে এবং পবিত্র আত্মার নবায়নের মাধ্যমে;
6 তিনি আমাদের পরিত্রাতা যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমাদের উপর প্রচুর পরিমাণে বর্ষণ করেছেন৷
7 তাঁর অনুগ্রহে ধার্মিক বলে আমরা অনন্ত জীবনের আশা অনুসারে উত্তরাধিকারী হওয়া উচিত৷
8 এটি একটি বিশ্বস্ত কথা, এবং আমি এই বিষয়গুলি আপনি ক্রমাগত নিশ্চিত করতে চাই, যাতে যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তারা ভাল কাজগুলি বজায় রাখতে সতর্ক থাকে৷ এই জিনিসগুলি পুরুষদের কাছে ভাল এবং লাভজনক৷
9 কিন্তু মূর্খতাপূর্ণ প্রশ্ন, বংশতালিকা, তর্ক-বিতর্ক এবং বিধি-ব্যবস্থা নিয়ে লড়াই এড়িয়ে চলুন৷ কারণ তারা অলাভজনক এবং নিরর্থক।
10 একজন মানুষ যে প্রথম এবং দ্বিতীয় উপদেশ প্রত্যাখ্যান করার পরে একজন ধর্মবিরোধী;
11 জানি য়ে এই রকম লোক সে বিপর্যস্ত, এবং পাপ করে, নিজেকে দোষী করে৷
12 আমি যখন আপনার কাছে আর্টেমাস বা টাইকিকাসকে পাঠাব, তখন নিকোপলিসে আমার কাছে আসার জন্য অধ্যবসায়ী হোন, কারণ আমি সেখানে শীতকাল নির্ধারণ করেছি৷
13 জেনাস আইনজীবী এবং অ্যাপোলোসকে তাদের যাত্রায় অধ্যবসায়ের সাথে নিয়ে আসুন, যাতে তাদের কাছে কিছু চাওয়া না হয়।
14 এবং আমাদেরও প্রয়োজনীয় ব্যবহারের জন্য ভাল কাজগুলি বজায় রাখতে শিখুন, যাতে তারা নিষ্ফল না হয়।
15 আমার সাথে যারা আছে তারা সবাই তোমাকে অভিবাদন জানায়। যারা বিশ্বাসে আমাদের ভালোবাসে তাদের সালাম জানাও৷ রহমত তোমাদের সবার সাথে থাকুক। আমীন। (এটি টাইটাসকে লেখা হয়েছিল, ম্যাসিডোনিয়ার নিকোপলিস থেকে ক্রেটিয়ানদের গির্জার প্রথম বিশপ নিযুক্ত করা হয়েছিল।)

ফিলেমন

অধ্যায় 1

1 যীশু খ্রীষ্টের বন্দী পৌল এবং আমাদের ভাই তীমথিয়, আমাদের প্রিয়তম ও সহকর্মী ফিলেমনের কাছে,
2 এবং আমাদের প্রিয় আফিয়া, আমাদের সহযোদ্ধা আর্কিপ্পাস এবং আপনার বাড়ির মন্ডলীর কাছে:
3 আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে তোমাদের অনুগ্রহ ও শান্তি হোক।
4 আমি আমার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই, আমার প্রার্থনায় সর্বদা তোমাকে স্মরণ করি,
5 প্রভু যীশুর প্রতি এবং সমস্ত পবিত্র লোকদের প্রতি আপনার ভালবাসা ও বিশ্বাসের কথা শুনে।
6 খ্রীষ্ট যীশুতে তোমাদের মধ্যে যে সব ভাল জিনিস রয়েছে তা স্বীকার করার মাধ্যমে তোমাদের বিশ্বাসের যোগাযোগ ফলপ্রসূ হয়।
7 তোমার প্রেমে আমাদের অনেক আনন্দ ও সান্ত্বনা আছে, কারণ ভাই, তোমার দ্বারা সাধুদের অন্ত্র সতেজ হয়।
8অতএব, যদিও আমি খ্রীষ্টের মধ্যে অনেক সাহসী হতে পারি যাতে আপনার সুবিধাজনক হয়,
9তবুও প্রেমের খাতিরে আমি বরং তোমাকে মিনতি করছি, বয়স্ক পৌলের মতো একজন এবং এখন যীশু খ্রীষ্টের বন্দী।
10 আমার ছেলে ওনেসিমাসের জন্য আমি আপনার কাছে মিনতি করছি, যাকে আমি আমার বন্ধনে জন্ম দিয়েছি:
11 যা অতীতে তোমার কাছে অলাভজনক ছিল, কিন্তু এখন তোমার ও আমার কাছে লাভজনক।
12 আমি যাঁকে আবার পাঠিয়েছি, তাই তুমি তাকে গ্রহণ কর, অর্থাৎ আমার নিজের অন্ত্র।
13 যাকে আমি আমার সাথে রাখতাম, যেন তোমার পরিবর্তে সে সুসমাচারের বন্ধনে আমার সেবা করত:
14 কিন্তু তোমার মন ছাড়া আমি কিছুই করতে পারতাম না; আপনার সুবিধা যেন প্রয়োজনের মত না হয়, কিন্তু স্বেচ্ছায়।
15 কারণ সম্ভবত তিনি একটি সময়ের জন্য চলে গেছেন, যাতে আপনি তাকে চিরকালের জন্য গ্রহণ করতে পারেন;
16 এখন একজন দাস হিসাবে নয়, বরং একজন দাসের উপরে, একজন প্রিয় ভাই, বিশেষ করে আমার কাছে, তবে আপনার কাছে, দেহে এবং প্রভু উভয়েই কত বেশি?
17 তাই যদি আপনি আমাকে একজন অংশীদার মনে করেন তবে তাকে আমার মতো গ্রহণ করুন।
18 যদি সে তোমার প্রতি অন্যায় করে থাকে বা তোমার পাওনা থাকে, তবে তা আমার জন্য রাখো;
19 আমি পৌল আমার নিজের হাতে লিখেছি, আমি এটি শোধ করব: যদিও আমি আপনাকে বলি না যে আপনি আমার কাছে আপনার নিজের থেকেও ঋণী।
20 হ্যাঁ, ভাই, আমাকে প্রভুতে আপনার জন্য আনন্দ পেতে দিন: প্রভুতে আমার অন্ত্রকে সতেজ করুন।
21 তোমার আনুগত্যের উপর আস্থা রেখেই আমি তোমাকে লিখলাম, কারণ তুমিও আমার কথার চেয়ে বেশি করবে।
22 কিন্তু আমার জন্য একটি বাসস্থানও প্রস্তুত কর, কারণ আমি বিশ্বাস করি যে তোমাদের প্রার্থনার মাধ্যমে আমাকে তোমাদের দেওয়া হবে।
23 খ্রীষ্ট যীশুতে আমার সহবন্দী ইপাফ্রাস তোমাকে অভিবাদন জানাই।
24 মার্কাস, অ্যারিস্টারকাস, ডেমাস, লুকাস, আমার সহকর্মীরা।
25 আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের আত্মার সাথে থাকুক। আমীন।

হিব্রুদের কাছে পত্র

অধ্যায় 1

1 ঈশ্বর, যিনি বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন ভঙ্গীতে অতীতে পূর্ববর্তীদের কাছে ভাববাদীদের মাধ্যমে কথা বলেছেন,
2 এই শেষ দিনে তাঁর পুত্রের মাধ্যমে আমাদের সাথে কথা বলেছেন, যাকে তিনি সমস্ত কিছুর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেছেন, যাঁর দ্বারা তিনি বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন৷
3 যিনি তাঁর মহিমার উজ্জ্বলতা এবং তাঁর ব্যক্তির প্রকাশ মূর্তি হয়েছিলেন, এবং তাঁর শক্তির বাক্য দ্বারা সমস্ত কিছু বজায় রেখেছিলেন, যখন তিনি নিজেই আমাদের পাপগুলি শুদ্ধ করেছিলেন, তখন তিনি মহারাজের ডানদিকে বসেছিলেন;
4 স্বর্গদূতদের থেকে অনেক বেশি উত্তম হয়ে উঠেছেন, কারণ তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে তাদের চেয়ে আরও ভাল নাম পেয়েছেন৷
5 কারণ দেবদূতদের মধ্যে কাকে তিনি কোন সময়ে বলেছিলেন, 'তুমি আমার পুত্র, আজ আমি তোমাকে জন্ম দিয়েছি?' এবং আবার, আমি তার পিতা হব, এবং তিনি আমার পুত্র হবেন?
6 এবং আবার, যখন তিনি প্রথমজাতকে জগতে নিয়ে আসবেন, তখন তিনি বললেন, এবং ঈশ্বরের সমস্ত দূতেরা তাঁকে উপাসনা করুক৷
7 আর স্বর্গদূতদের বিষয়ে তিনি বলেন, যিনি তাঁর ফেরেশতাদের আত্মা ও তাঁর পরিচারকদের আগুনের শিখা করেন৷
8 কিন্তু পুত্রের কাছে তিনি বলেন, হে ঈশ্বর, তোমার সিংহাসন চিরকালের জন্য; ধার্মিকতার রাজদণ্ড হল তোমার রাজ্যের রাজদণ্ড৷
9 তুমি ধার্মিকতা পছন্দ করেছ এবং অন্যায়কে ঘৃণা করেছ; সেইজন্য ঈশ্বর, এমনকি আপনার ঈশ্বর, আপনার সহকর্মীদের উপরে আনন্দের তেল দিয়ে আপনাকে অভিষিক্ত করেছেন।
10 আর, হে প্রভু, তুমি আদিতে পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপন করেছ; আর আকাশ তোমার হাতের কাজ।
11 তারা ধ্বংস হবে; কিন্তু তুমি রয়েছ; এবং তারা সব একটি পোশাকের মত পুরানো হবে;
12 এবং একটি পোশাক হিসাবে আপনি তাদের ভাঁজ করা হবে, এবং তারা পরিবর্তন করা হবে: কিন্তু আপনি একই, এবং আপনার বছর নষ্ট হবে না.
13 কিন্তু কোন ফেরেশতাকে তিনি কোন সময়ে বলেছিলেন, 'আমার ডানদিকে বসো, যতক্ষণ না আমি তোমার শত্রুদের তোমার পায়ের তলায় পরিণত করি?'
14 তারা কি পরিচর্যাকারী আত্মা নয়, যারা পরিত্রাণের উত্তরাধিকারী হবে তাদের জন্য পরিচর্যা করার জন্য পাঠানো হয়েছে?

অধ্যায় 2

1 তাই আমরা যা শুনেছি সেগুলির প্রতি আমাদের আরও আন্তরিকভাবে মনোযোগ দেওয়া উচিত, পাছে যে কোনও সময় আমরা সেগুলি পিছলে না যাই৷
2 কারণ যদি স্বর্গদূতদের দ্বারা উচ্চারিত শব্দ দৃঢ় হয়, এবং প্রতিটি সীমালঙ্ঘন ও অবাধ্যতার একটি ন্যায়সঙ্গত প্রতিফল পাওয়া যায়;
3 যদি আমরা এত বড় পরিত্রাণকে অবহেলা করি তবে আমরা কীভাবে পালাব; যা প্রথমে প্রভুর দ্বারা বলা শুরু হয়েছিল এবং যাঁরা তাঁর কথা শুনেছিলেন তাদের দ্বারা আমাদের কাছে তা নিশ্চিত হয়েছিল৷
4 ঈশ্বরও তাদের সাক্ষ্য দিচ্ছেন, উভয় চিহ্ন এবং আশ্চর্যের সাথে, এবং বিভিন্ন অলৌকিক কাজ এবং পবিত্র আত্মার উপহার দিয়ে, তাঁর নিজের ইচ্ছা অনুসারে?
5 কারণ আমরা যে জগতের কথা বলি তিনি সেই ভবিষ্যৎ জগতকে ফেরেশতাদের বশীভূত করেন নি৷
6 কিন্তু এক জায়গায় একজন সাক্ষ্য দিয়ে বললেন, 'মানুষ কি, তুমি তার কথা মনে রাখছ? নাকি মনুষ্যপুত্র, তুমি তাকে দেখতে চাও?
7 তুমি তাকে স্বর্গদূতদের থেকে একটু কম করেছ; তুমি তাকে গৌরব ও সম্মানের মুকুট পরিয়েছ এবং তোমার হাতের কাজের উপরে তাকে নিযুক্ত করেছ।
8 তুমি তার পায়ের নীচে সমস্ত কিছু বশীভূত করেছ। কারণ তিনি সমস্ত কিছুকে তাঁর অধীনস্থ করেছিলেন, তিনি এমন কিছুই রেখেছিলেন যা তাঁর অধীনে রাখা হয়নি৷ কিন্তু এখন আমরা দেখতে পাই না যে সব কিছু তার অধীনে রাখা হয়েছে৷
9 কিন্তু আমরা যীশুকে দেখতে পাচ্ছি, যাকে মৃত্যুর কষ্টের জন্য স্বর্গদূতদের থেকে একটু নীচে করা হয়েছিল, গৌরব ও সম্মানের মুকুট পরানো হয়েছিল৷ যাতে তিনি ঈশ্বরের কৃপায় প্রত্যেক মানুষের জন্য মৃত্যুর স্বাদ পান।
10 কারণ তিনিই হয়েছিলেন, যাঁর জন্য সমস্ত কিছু এবং যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু, অনেক পুত্রকে মহিমায় নিয়ে আসার জন্য, তাদের পরিত্রাণের অধিনায়ককে দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে নিখুঁত করতে৷
11কারণ যিনি পবিত্র করেন এবং যাঁরা পবিত্র হন তাঁরা সকলেই এক; এই কারণে তিনি তাদের ভাই বলতে লজ্জিত হন না,
12 এই বলে, আমি আমার ভাইদের কাছে তোমার নাম ঘোষণা করব, গির্জার মাঝখানে আমি তোমার প্রশংসা গান করব৷
13 এবং আবার, আমি তাঁর উপর আমার বিশ্বাস রাখব। এবং আবার, দেখ আমি এবং সেই সন্তানদের যা ঈশ্বর আমাকে দিয়েছেন৷
14 তাই শিশুরা যেমন মাংস ও রক্তের অংশীদার, তিনি নিজেও একইভাবে অংশ নিলেন৷ যাতে তিনি মৃত্যুর মাধ্যমে তাকে ধ্বংস করতে পারেন যার মৃত্যুর ক্ষমতা ছিল, অর্থাৎ শয়তান;
15 আর যারা মৃত্যুর ভয়ে সারা জীবন দাসত্বের অধীন ছিল তাদের উদ্ধার করুন৷
16 কারণ সত্যিই তিনি তার উপর স্বর্গদূতদের স্বভাব গ্রহণ করেননি; কিন্তু তিনি অব্রাহামের বংশ গ্রহণ করেছিলেন।

17 তাই সব কিছুতে তাকে তার ভাইদের মতো করা উচিত, যাতে তিনি ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে একজন করুণাময় এবং বিশ্বস্ত মহাযাজক হতে পারেন, মানুষের পাপের জন্য পুনর্মিলন করতে পারেন।
18 কারণ তিনি নিজে প্রলোভন ভোগ করেছেন, তাই তিনি প্রলোভিতদের সাহায্য করতে সক্ষম।

অধ্যায় 3

1 তাই, পবিত্র ভাইয়েরা, স্বর্গীয় আহ্বানের অংশীদার, আমাদের পেশার প্রেরিত এবং মহাযাজক, খ্রীষ্ট যীশুকে বিবেচনা করুন;
2 যিনি তাঁকে নিযুক্ত করেছিলেন তাঁর প্রতি যিনি বিশ্বস্ত ছিলেন, মোশিও তাঁর সমস্ত গৃহে বিশ্বস্ত ছিলেন।
3 কারণ এই লোকটিকে মোশির চেয়েও বেশি গৌরবের যোগ্য বলে গণ্য করা হয়েছিল, কারণ যে গৃহ নির্মাণ করেছে সে বাড়ির চেয়ে বেশি সম্মানের অধিকারী।
4 কারণ প্রত্যেকটি ঘরই কোনো না কোনো মানুষ তৈরি করে; কিন্তু যিনি সব কিছু তৈরি করেছেন তিনিই ঈশ্বর।
5 এবং মূসা সত্যই তাঁর সমস্ত বাড়ীতে বিশ্বস্ত ছিলেন, একজন দাস হিসাবে, যা পরে বলা হবে তার সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য।
6 কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁর নিজের বাড়ির উপর পুত্র হিসাবে; আমরা কার ঘর, যদি আমরা শেষ পর্যন্ত দৃঢ় আস্থা ও আনন্দ দৃঢ়ভাবে ধরে রাখি।
7 তাই (পবিত্র আত্মা যেমন বলেছেন, আজ যদি তোমরা তাঁর রব শুনতে পাও,
8 মরুভূমিতে প্রলোভনের দিনে উত্তেজনার মতো, তোমাদের হৃদয়কে কঠিন করো না।
9 তোমাদের পূর্বপুরুষেরা যখন আমাকে পরীক্ষা করেছিলেন, আমাকে পরীক্ষা করেছিলেন এবং চল্লিশ বছর আমার কাজ দেখেছিলেন।
10 সেইজন্য আমি সেই প্রজন্মের জন্য দুঃখ পেয়েছিলাম এবং বলেছিলাম, তারা সবসময় তাদের হৃদয়ে ভুল করে; তারা আমার পথ জানে না।
11 তাই আমি আমার ক্রোধে শপথ করে বলছি, তারা আমার বিশ্রামে প্রবেশ করবে না।)
12 ভাই ও বোনেরা, সাবধান থেকো, জীবন্ত ঈশ্বরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তোমাদের কারো মধ্যে অবিশ্বাসের মন্দ হৃদয় না থাকে।
13 কিন্তু প্রতিদিন একে অপরকে উপদেশ দাও, যখন একে বলা হয় আজকের দিন। পাছে তোমাদের মধ্যে কেউ পাপের প্রতারণার দ্বারা শক্ত হয়ে নাও।
14 কারণ আমরা খ্রীষ্টের অংশীদার হয়েছি, যদি আমরা আমাদের আত্মবিশ্বাসের শুরুকে শেষ পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে ধরে রাখি;
15 যদিও বলা হয়, আজ যদি তোমরা তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পাও, তবে উত্তেজনার মতো তোমাদের হৃদয়কে শক্ত করো না।
16কারণ কেউ কেউ শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, কিন্তু মোশির দ্বারা মিশর থেকে যা বের হয়েছিল তা নয়।
17 কিন্তু তিনি কার সঙ্গে চল্লিশ বছর দুঃখ পেয়েছিলেন? মরুভূমিতে যাদের মৃতদেহ পড়েছিল তারা কি পাপ করেছিল?
18 আর যাঁরা বিশ্বাস করে না তাদের ছাড়া তিনি কাদের কাছে শপথ করেছিলেন যে তারা তাঁর বিশ্রামে প্রবেশ করবে না?
19 তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, অবিশ্বাসের কারণে তারা প্রবেশ করতে পারেনি।

অধ্যায় 4

1 তাই আসুন আমরা ভয় করি, পাছে তাঁর বিশ্রামে প্রবেশ করার প্রতিশ্রুতি আমাদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন তা পূরণ করতে না পারে।
2 কারণ আমাদের কাছেও সুসমাচার প্রচার করা হয়েছিল, যেমন তাদের কাছেও প্রচারিত হয়েছিল; কিন্তু প্রচারিত বাক্য তাদের কোন উপকারে আসেনি, যারা তা শুনেছিল তাদের বিশ্বাসের সাথে মিশ্রিত হয়নি।
3 কারণ আমরা যারা বিশ্বাস করেছি বিশ্রামে প্রবেশ করি, যেমন তিনি বলেছিলেন, যেমন আমি আমার ক্রোধে শপথ করেছি, যদি তারা আমার বিশ্রামে প্রবেশ করে, যদিও জগতের ভিত্তি থেকে কাজগুলি শেষ হয়েছিল।
4 কারণ তিনি সপ্তম দিনের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় এই জ্ঞানী কথা বলেছিলেন, এবং ঈশ্বর সপ্তম দিনে তাঁর সমস্ত কাজ থেকে বিশ্রাম নিলেন।
5 এবং এই জায়গায় আবার, যদি তারা আমার বিশ্রামে প্রবেশ করে।
6 সেইজন্য দেখা যাচ্ছে যে কেউ কেউ অবশ্যই সেখানে প্রবেশ করবে এবং যাদের কাছে এটি প্রথম প্রচার করা হয়েছিল তারা অবিশ্বাসের কারণে প্রবেশ করেনি।
7 আবার, তিনি একটি নির্দিষ্ট দিনকে সীমাবদ্ধ করেন, ডেভিডের মধ্যে বলেন, আজ, এতদিন পর; যেমন বলা হয়, আজ যদি তোমরা তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পাও, তবে তোমাদের হৃদয়কে কঠিন করো না।
8কারণ যীশু যদি তাদের বিশ্রাম দিতেন, তবে তিনি কি পরবর্তীতে অন্য দিনের কথা বলতেন না।
9 তাই ঈশ্বরের লোকেদের জন্য বিশ্রাম বাকি আছে।
10 কারণ যিনি তাঁর বিশ্রামে প্রবেশ করেন, তিনিও তাঁর নিজের কাজ থেকে বিরত হয়েছিলেন, যেমন ঈশ্বর তাঁর থেকে করেছিলেন।
11 তাই আসুন আমরা সেই বিশ্রামে প্রবেশ করার জন্য পরিশ্রম করি, পাছে কেউ অবিশ্বাসের একই উদাহরণের পিছনে পড়ে।
12 কারণ ঈশ্বরের বাক্য দ্রুত, শক্তিশালী এবং যেকোনো দুধারী তরবারির চেয়েও তীক্ষ্ণ, এমনকি আত্মা ও আত্মা এবং সন্ধি ও মজ্জার বিভাজন পর্যন্ত ছিদ্র করে এবং হৃদয়ের চিন্তা ও অভিপ্রায়ের বিচক্ষণ।
13 এমন কোন প্রাণী নেই যা তাঁর দৃষ্টিতে প্রকাশ পায় না; কিন্তু যাঁর সঙ্গে আমাদের করতে হবে তাঁর চোখের সামনে সমস্ত কিছু নগ্ন এবং উন্মুক্ত।
14 তাই দেখে আমাদের একজন মহান মহাযাজক আছেন, যিনি স্বর্গে চলে গেছেন, ঈশ্বরের পুত্র যীশু, আসুন আমরা আমাদের পেশাকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখি।

15 কারণ আমাদের এমন কোন মহাযাজক নেই যাকে আমাদের দুর্বলতার অনুভূতি স্পর্শ করা যায় না। কিন্তু সব দিক দিয়েই আমাদের মতোই প্রলুব্ধ হয়েছিল, তবুও পাপ ছাড়াই।
16 তাই আসুন আমরা সাহসের সাথে অনুগ্রহের সিংহাসনে আসি, যাতে আমরা করুণা পেতে পারি এবং প্রয়োজনের সময় সাহায্য করার জন্য অনুগ্রহ পেতে পারি।

অধ্যায় 5

1 কারণ প্রত্যেক মহাযাজককে মানুষের মধ্য থেকে নেওয়া হয়েছে ঈশ্বরের বিষয়ে পুরুষদের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে, যাতে তিনি পাপের জন্য উপহার এবং বলি উভয়ই দিতে পারেন:
2 যারা অজ্ঞদের প্রতি এবং যারা পথের বাইরে তাদের প্রতি করুণা করতে পারে; সে জন্য সে নিজেও দুর্বলতায় আচ্ছন্ন।
3 আর এই কারণে তার উচিত, যেমন লোকেদের জন্য, তেমনি নিজের জন্যও, পাপের জন্য উৎসর্গ করা।
4 আর কেউই এই সম্মান নিজের কাছে গ্রহণ করে না, কিন্তু হারোণের মতো যাকে ঈশ্বরের ডাকা হয়।
5 সেইভাবে খ্রীষ্টও মহাযাজক হওয়ার জন্য নিজেকে মহিমান্বিত করেন নি। কিন্তু যিনি তাকে বললেন, 'তুমি আমার পুত্র, আজ আমি তোমাকে জন্ম দিয়েছি।'
6 তিনি যেমন অন্য জায়গায় বলেছেন, তুমি মেল্কীসেদকের আদেশ অনুসারে চিরকালের জন্য পুরোহিত।
7 যিনি তাঁর দেহের দিনগুলিতে, যখন তিনি তাঁর কাছে প্রবল কান্না ও কান্নার সাথে প্রার্থনা ও মিনতি করেছিলেন, যিনি তাঁকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম ছিলেন এবং তিনি ভয় পেয়েছিলেন তা শুনেছিলেন।
8 যদিও তিনি পুত্র ছিলেন, তথাপি তিনি যা দুঃখ ভোগ করেছেন তার দ্বারা তিনি বাধ্যতা শিখেছিলেন।
9 এবং নিখুঁত হওয়ার পরে, যারা তাকে মান্য করে তাদের সকলের কাছে তিনি অনন্ত পরিত্রাণের লেখক হয়েছিলেন;
10 মেল্কিসেডেকের আদেশ অনুসারে ঈশ্বরের একজন মহাযাজককে ডাকা হয়েছে।
11 যাঁদের সম্বন্ধে আমাদের অনেক কিছু বলার আছে এবং বলা কঠিন, কারণ তোমরা শুনতে অক্ষম।
12 কারণ যখন আপনার শিক্ষক হওয়া উচিত, তখন আপনার দরকার ছিল যে একজন আপনাকে আবার শিক্ষা দেবে যা ঈশ্বরের বাণীর প্রথম নীতি; এবং তারা এমন হয়ে গেছে যাদের দুধের প্রয়োজন, শক্ত মাংসের নয়।
13 কারণ প্রত্যেকে যে দুধ ব্যবহার করে সে ধার্মিকতার বাক্যে অদক্ষ, কারণ সে একটি শিশু।
14 কিন্তু শক্ত মাংস তাদেরই, যারা পূর্ণবয়সী, এমনকি যারা ব্যবহার করার কারণে তাদের ইন্দ্রিয়গুলি ভাল এবং মন্দ উভয়ই বোঝার জন্য অনুশীলন করেছে।

অধ্যায় 6

1 তাই খ্রীষ্টের মতবাদের নীতিগুলি ত্যাগ করে, আসুন আমরা পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাই; মৃত কাজ থেকে অনুতাপ এবং ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন না করা,
2 বাপ্তিস্মের মতবাদ, এবং হাত রাখার এবং মৃতদের পুনরুত্থান এবং অনন্ত বিচারের বিষয়ে।
3 আর এটা আমরা করব, যদি ঈশ্বর অনুমতি দেন।
4 কারণ যাঁরা একবার আলোকিত হয়েছিলেন এবং স্বর্গীয় উপহারের স্বাদ গ্রহণ করেছিলেন এবং পবিত্র আত্মার অংশীদার হয়েছিলেন তাদের পক্ষে এটা অসম্ভব,
5 এবং ঈশ্বরের উত্তম বাক্য এবং আগামী জগতের শক্তির স্বাদ গ্রহণ করেছি,
6 যদি তারা দূরে পতিত হয়, তাদের আবার অনুতাপ করার জন্য পুনর্নবীকরণ করতে; তারা ঈশ্বরের পুত্রকে নতুন করে ক্রুশবিদ্ধ করতে দেখে তাকে লজ্জায় ফেলেছে।
7 কারণ যে পৃথিবী তার উপর আসা বৃষ্টিতে পান করে এবং যাদের দ্বারা এটি সাজানো হয় তাদের জন্য ভেষজ উদ্ভিদ জন্মায়, তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে আশীর্বাদ লাভ করে:
8 কিন্তু যা কাঁটা ও ঝাঁক বহন করে তা প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং অভিশাপ দেওয়ার কাছাকাছি। যার শেষ পোড়ানো হবে।
9কিন্তু, প্রিয়জন, আমরা তোমাদের থেকে আরও ভাল জিনিস এবং পরিত্রাণের সাথে যে বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলি, তাতে আমরা বিশ্বাস করি।
10 কারণ ঈশ্বর অধার্মিক নন যে, তোমাদের কাজ ও ভালবাসার শ্রম ভুলে যাবেন, যা তোমরা তাঁর নামের প্রতি দেখিয়েছ, যাতে তোমরা পবিত্র লোকদের সেবা করেছ এবং সেবা করেছ।
11 এবং আমরা চাই যে আপনারা প্রত্যেকেই শেষ পর্যন্ত আশার পূর্ণ নিশ্চয়তার জন্য একই অধ্যবসায় দেখান:
12 যাতে তোমরা অলস না হও, তবে তাদের অনুগামী হও যারা বিশ্বাস ও ধৈর্যের মাধ্যমে প্রতিশ্রুতির উত্তরাধিকারী হয়।
13 কারণ ঈশ্বর যখন ইব্রাহিমকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কারণ তিনি এর চেয়ে বড় কোন শপথ করতে পারেন না, তখন তিনি নিজের নামে শপথ করেছিলেন,
14 বলছিলেন, নিশ্চয়ই আশীর্বাদ আমি তোমাকে আশীর্বাদ করব এবং বহুগুণ করে তোমাকে বহুগুণ করব।
15 আর তাই, ধৈর্য সহ্য করার পর, তিনি প্রতিশ্রুতি লাভ করলেন।
16 কারণ লোকেরা সত্যই বৃহত্তর নামে শপথ করে: এবং নিশ্চিত করার শপথ তাদের কাছে সমস্ত বিবাদের অবসান।
17 যেখানে ঈশ্বর, প্রতিশ্রুতির উত্তরাধিকারীদের কাছে তাঁর পরামর্শের অপরিবর্তনীয়তা দেখাতে ইচ্ছুক, একটি শপথ দ্বারা এটি নিশ্চিত করেছেন:
18 যে দুটি অপরিবর্তনীয় জিনিসের দ্বারা, যেখানে ঈশ্বরের পক্ষে মিথ্যা বলা অসম্ভব, আমরা একটি শক্তিশালী সান্ত্বনা পেতে পারি, যারা আমাদের সামনে রাখা আশাকে ধরে রাখতে আশ্রয়ের জন্য পালিয়ে এসেছি:
19 যে আশা আমাদের আত্মার একটি নোঙ্গর হিসাবে আছে, উভয়ই নিশ্চিত এবং দৃঢ়, এবং যা পর্দার মধ্যে প্রবেশ করে;
20 যেখানে আমাদের জন্য অগ্রদূত প্রবেশ করেছেন, এমনকি যীশুও মেল্কীসেদেকের আদেশ অনুসারে চিরকালের জন্য মহাযাজক করেছেন।

অধ্যায় 7

1 এই মেল্কিসেদেক, সালেমের রাজা, পরমেশ্বর ঈশ্বরের পুরোহিত, যিনি রাজাদের বধ থেকে ফিরে আব্রাহামের সাথে দেখা করেছিলেন এবং তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন;
2 যাকে অব্রাহামও সকলের দশমাংশ দিয়েছিলেন; প্রথমে ধার্মিকতার রাজা, এবং তার পরেও সালেমের রাজা, যা শান্তির রাজা;
3 বাবা ছাড়া, মা ছাড়া, বংশ ছাড়া, দিনের শুরুও নেই, জীবনের শেষও নেই; কিন্তু ঈশ্বরের পুত্রের মত করা হয়েছে; ক্রমাগত একজন যাজক থাকেন।
4 এখন বিবেচনা করুন এই ব্যক্তি কত মহান ছিলেন, যাকে এমনকি কুলপতি অব্রাহামও লুটের দশমাংশ দিয়েছিলেন।
5 এবং সত্যই লেবির সন্তানদের মধ্যে যারা যাজকত্বের পদ পায়, তাদের আইন অনুসারে লোকদের দশমাংশ নেওয়ার আদেশ রয়েছে, অর্থাৎ তাদের ভাইদের কাছ থেকে, যদিও তারা অব্রাহামের কোমর থেকে বেরিয়ে আসে। :
6 কিন্তু যার বংশধর তাদের থেকে গণনা করা হয় না সে অব্রাহামের দশমাংশ পেয়েছিল এবং যার প্রতিশ্রুতি ছিল তাকে আশীর্বাদ করেছিল।
7 এবং সমস্ত দ্বন্দ্ব ছাড়াই কম ভালোর আশীর্বাদ করা হয়।
8 আর এখানে যারা মারা যায় তারা দশমাংশ পায়; কিন্তু সেখানে তিনি তাদের গ্রহণ করেন, যাদের সম্পর্কে তিনি বেঁচে আছেন বলে সাক্ষী।
9 আর আমি যেমন বলতে পারি, লেবিও, যিনি দশমাংশ পান, তিনি অব্রাহামের দশমাংশ দিয়েছিলেন।
10 কারণ তিনি তখনও তাঁর পিতার কোমরে ছিলেন, যখন মল্কীসেদক তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন।
11 তাই যদি লেবীয় যাজকত্বের দ্বারা পরিপূর্ণতা হত, (কারণ এর অধীনে লোকেরা আইন পেয়েছিল) তবে আর কী দরকার ছিল যে মেল্কিসেদেকের আদেশ অনুসারে অন্য পুরোহিতের উত্থান হওয়া উচিত এবং হারুনের আদেশ অনুসারে ডাকা হবে না?
12 যাজকত্ব পরিবর্তন করা হচ্ছে, তাই আইনেরও পরিবর্তন প্রয়োজন।
13কারণ যাঁর সম্বন্ধে এই কথাগুলি বলা হয়েছে, তিনি অন্য একটি গোষ্ঠীর লোক, যার মধ্যে কেউ বেদীতে উপস্থিত হননি।
14 কারণ এটা স্পষ্ট যে আমাদের প্রভু যিহূদা থেকে উদ্‌ভূত; যে গোত্রের মূসা যাজকত্ব সম্পর্কে কিছুই বলেননি।
15এবং এটি এখনও অনেক বেশি স্পষ্ট: কারণ মেল্কিসেদেকের উপমার পরে আর একজন যাজক উঠলেন,
16 যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, কোন দৈহিক আদেশের আইন অনুসারে নয়, বরং অন্তহীন জীবনের শক্তির পরে।
17 কারণ তিনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন, আপনি মেল্কীসেদেকের আদেশ অনুসারে চিরকালের জন্য পুরোহিত।
18 কারণ এর দুর্বলতা এবং অলাভজনকতার জন্য আগে থেকে আসা আদেশকে অবশ্যই বাতিল করা হয়েছে।
19 কারণ আইন কিছুই নিখুঁত করেনি, কিন্তু আরও ভালো আশা নিয়ে এসেছে৷ যার দ্বারা আমরা ঈশ্বরের নিকটবর্তী হই।
20 এবং শপথ ছাড়াই তাকে পুরোহিত করা হয়েছিল:
21 (কারণ সেই সমস্ত যাজকদের শপথ ছাড়াই করা হয়েছিল; কিন্তু এটি তাঁর শপথের মাধ্যমে যিনি তাঁকে বলেছিলেন, প্রভু শপথ করেছেন এবং অনুশোচনা করবেন না, আপনি মেল্কিসেদেকের আদেশ অনুসারে চিরকালের জন্য পুরোহিত:)
22 এত বেশি করে যীশুকে আরও ভাল টেস্টামেন্টের জামিন করা হয়েছিল।
23 এবং তারা সত্যই অনেক পুরোহিত ছিল, কারণ মৃত্যুর কারণে তাদের চলতে দেওয়া হয়নি।
24 কিন্তু এই লোকটি, কারণ সে চিরকালই আছে, তার একটি অপরিবর্তনীয় যাজকত্ব আছে৷
25 সেইজন্য তিনি তাদের শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে সক্ষম হন যারা তাঁর দ্বারা ঈশ্বরের কাছে আসে, কারণ তিনি তাদের জন্য সুপারিশ করার জন্য চিরকাল বেঁচে আছেন।
26 কারণ এইরকম একজন মহাযাজক আমাদের হয়েছিলেন, যিনি পবিত্র, নিরীহ, অপবিত্র, পাপীদের থেকে আলাদা এবং স্বর্গের চেয়েও উচ্চতর।
27 যাকে সেই মহাযাজকদের মতো প্রতিদিন বলি উৎসর্গ করার প্রয়োজন নেই, প্রথমে নিজের পাপের জন্য, তারপর লোকদের জন্য; এই জন্য তিনি একবার নিজেকে উৎসর্গ করার সময় এটি করেছিলেন।
28 কারণ বিধি-ব্যবস্থা এমন লোকদের মহাযাজক করে যাদের দুর্বলতা আছে৷ কিন্তু শপথের বাক্য, যা বিধি-ব্যবস্থা থেকে ছিল, পুত্রকে সৃষ্টি করে, যিনি চিরকালের জন্য পবিত্র৷

অধ্যায় 8

1 এখন আমরা যা বলেছি তার সমষ্টি হল: আমাদের এমন একজন মহাযাজক আছেন, যিনি স্বর্গে মহারাজের সিংহাসনের ডানদিকে বসে আছেন;
2 পবিত্র স্থানের একজন পরিচারক, এবং সত্য তাঁবুর, যা প্রভু স্থাপন করেছিলেন, মানুষ নয়।
3 কারণ প্রত্যেক মহাযাজককে উপহার ও বলি উৎসর্গ করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে, সেইজন্য এই ব্যক্তিরও কিছু নৈবেদ্য থাকা আবশ্যক৷
4 কারণ তিনি যদি পৃথিবীতে থাকতেন, তবে তাঁর পুরোহিত হওয়া উচিত নয়, কারণ সেখানে যাজক রয়েছে যারা আইন অনুসারে উপহার দেয়:
5 যারা স্বর্গীয় জিনিসের উদাহরণ ও ছায়ার জন্য সেবা করে, যেমন মোশি ঈশ্বরের উপদেশ দিয়েছিলেন যখন তিনি তাঁবু তৈরি করতে চলেছেন: কারণ, দেখুন, তিনি বলেছেন, আপনি পাহাড়ে আপনাকে দেখানো নমুনা অনুসারে সমস্ত কিছু তৈরি করুন৷
6 কিন্তু এখন তিনি আরও চমৎকার মন্ত্রিত্ব পেয়েছেন, কতটা তিনি আরও ভাল চুক্তির মধ্যস্থতাকারী, যা আরও ভাল প্রতিশ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল৷
7কারণ সেই প্রথম চুক্তি যদি ত্রুটিহীন হত, তবে দ্বিতীয়টির জন্য কোন স্থান চাওয়া হত না৷
8তাদের দোষ খুঁজতে গিয়ে তিনি বললেন, দেখ, এমন দিন আসছে, সদাপ্রভু বলছেন, যখন আমি ইস্রায়েলের পরিবারের সঙ্গে ও যিহূদার পরিবারের সঙ্গে নতুন চুক্তি করব:

9 মিশর দেশ থেকে তাদের বের করে আনতে আমি তাদের হাত ধরে তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে যে চুক্তি করেছিলাম সেই দিন নয়; কারণ তারা আমার চুক্তিতে স্থির ছিল না, এবং আমি তাদের বিবেচনা করি নি, প্রভু বলেছেন।
10 কারণ সেই দিনগুলির পরে আমি ইস্রায়েল পরিবারের সঙ্গে যে চুক্তি করব, প্রভু এই কথা বলেন৷ আমি আমার বিধিগুলি তাদের মনের মধ্যে রাখব এবং তাদের হৃদয়ে সেগুলি লিখব: এবং আমি তাদের কাছে ঈশ্বর হব এবং তারা আমার কাছে একজন প্রজা হবে৷
11 তারা প্রত্যেকে তার প্রতিবেশীকে এবং প্রত্যেককে তার ভাইকে এই বলে শিক্ষা দেবে না যে, প্রভুকে জান, কারণ ছোট থেকে বড় সকলেই আমাকে চিনবে৷
12 কারণ আমি তাদের অন্যায়ের প্রতি করুণাময় হব, এবং তাদের পাপ ও অন্যায় আমি আর স্মরণ করব না।
13 তিনি বলেন, একটি নতুন চুক্তি, তিনি প্রথম পুরানো করেছেন. এখন যা ক্ষয়িষ্ণু এবং পুরাতন হয়ে গেছে তা বিলুপ্ত হতে প্রস্তুত।

অধ্যায় 9

1 তারপর সত্যই প্রথম চুক্তিতে ঐশ্বরিক সেবার নিয়মাবলী এবং একটি পার্থিব পবিত্র স্থান ছিল৷
2 কারণ সেখানে একটি তাঁবু তৈরি করা হয়েছিল; প্রথমটি, যেখানে মোমবাতি, টেবিল এবং শোভা রুটি ছিল৷ যাকে অভয়ারণ্য বলা হয়।
3 এবং দ্বিতীয় ঘোমটা পরে, তাম্বু যাকে বলা হয় পবিত্রতম;
4 তাতে সোনার ধূপধূনো ছিল, এবং চুক্তির সিন্দুকটি সোনা দিয়ে মোড়ানো ছিল, সেই সোনার পাত্রটিতে মান্না ছিল, এবং হারোণের কুঁড়ি ছিল, এবং চুক্তির টেবিলগুলি ছিল৷
5 আর তার উপরে মহিমান্বিত করুবীরা রহমতের আসন ছায়া করছে; যা আমরা এখন বিশেষভাবে বলতে পারি না।
6 এইভাবে যখন এই সব ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তখন পুরোহিতেরা সর্বদা প্রথম তাঁবুতে যেতেন, ঈশ্বরের সেবা সম্পন্ন করতেন৷
7 কিন্তু দ্বিতীয়টিতে মহাযাজক একাই বছরে একবার যেতেন, রক্ত ছাড়াই নয়, যা তিনি নিজের জন্য এবং লোকদের ভুলের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন:
8 পবিত্র আত্মা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, প্রথম তাঁবুর মতো দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় সর্বাপেক্ষা পবিত্রতম প্রবেশের পথ এখনও প্রকাশিত হয়নি:
9 যা তখনকার সময়ের জন্য একটি চিত্র ছিল, যেখানে উপহার এবং বলি উভয়ই দেওয়া হয়েছিল, যা বিবেকের সাথে সম্পর্কিত হিসাবে সেবাকারীকে নিখুঁত করতে পারেনি;
10 যা শুধুমাত্র মাংস এবং পানীয়, এবং বিভিন্ন ধৌতকরণ, এবং শারীরিক নিয়ম, সংস্কারের সময় পর্যন্ত তাদের উপর আরোপিত ছিল।
11 কিন্তু খ্রীষ্ট আসন্ন ভাল জিনিসের মহাযাজক হয়ে এসেছেন, একটি বড় এবং আরও নিখুঁত তাঁবুর দ্বারা, হাতে তৈরি নয়, অর্থাৎ এই ভবনের নয়৷
12 ছাগল ও বাছুরের রক্তের দ্বারা নয়, কিন্তু তাঁর নিজের রক্তের দ্বারা তিনি একবার পবিত্র স্থানে প্রবেশ করেছিলেন, আমাদের জন্য অনন্ত মুক্তি লাভ করেছিলেন৷
13কারণ যদি ষাঁড় ও ছাগলের রক্ত এবং অশুচির ছিটানো গরুর ছাই মাংসকে পবিত্র করার জন্য পবিত্র করে:
14 খ্রীষ্টের রক্ত, যিনি অনন্ত আত্মার মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে নির্দোষভাবে উৎসর্গ করেছেন, জীবন্ত ঈশ্বরের সেবা করার জন্য আপনার বিবেককে মৃত কাজ থেকে শুদ্ধ করবে?
15 এবং এই কারণেই তিনি নতুন নিয়মের মধ্যস্থতাকারী, যাতে মৃত্যুর মাধ্যমে, প্রথম নিয়মের অধীনে যে সীমালঙ্ঘনগুলি ছিল তার মুক্তির জন্য, যাদের ডাকা হয় তারা অনন্ত উত্তরাধিকারের প্রতিশ্রুতি পেতে পারে৷
16 কারণ যেখানে একটি উইল আছে, সেখানে অবশ্যই উইলকারীর মৃত্যু হওয়া আবশ্যক৷
17 কারণ পুরুষের মৃত্যুর পরে একটি উইল কার্যকর হয়: অন্যথায় উইলকারী জীবিত থাকাকালীন এটি কোনও শক্তিশালী নয়৷
18 তাই প্রথম টেস্টামেন্টও রক্ত ছাড়া উৎসর্গ করা হয়নি।
19 কারণ মোশি যখন সমস্ত লোকের কাছে বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে সমস্ত আদেশের কথা বলেছিলেন, তখন তিনি বাছুর ও ছাগলের রক্ত, জল, লাল রঙের পশম এবং এসোপ নিয়ে পুস্তকটি এবং সমস্ত লোকের উপরে ছিটিয়ে দিলেন৷
20 বললেন, এটা সেই নিয়মের রক্ত যা ঈশ্বর তোমাদের জন্য আদেশ করেছেন৷
21 তাছাড়া তিনি পবিত্র তাঁবু ও পরিচর্যার সমস্ত পাত্রে রক্ত ছিটিয়ে দিলেন।
22 এবং প্রায় সব কিছুই রক্ত দিয়ে শুদ্ধ করা হয় আইন দ্বারা; এবং রক্তপাত ছাড়া কোন ক্ষমা হয় না।
23 তাই স্বর্গের জিনিসের নিদর্শনগুলো এগুলো দিয়ে শুদ্ধ করা দরকার ছিল; কিন্তু স্বর্গীয় জিনিষ নিজেরাই এগুলোর চেয়ে ভালো বলি দিয়ে।
24 কারণ খ্রীষ্ট সেই পবিত্র স্থানগুলিতে প্রবেশ করেননি যা হাত দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, যা সত্যের প্রতিকৃতি৷ কিন্তু স্বর্গে, এখন আমাদের জন্য ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হতে:
25 বা এখনও নিজেকে প্রায়ই উৎসর্গ করা উচিত নয়, যেমন মহাযাজক প্রতি বছর অন্যদের রক্ত দিয়ে পবিত্র স্থানে প্রবেশ করেন;
26 কারণ তখন জগৎ সৃষ্টির পর থেকে তিনি অবশ্যই প্রায়ই কষ্ট ভোগ করেছেন; কিন্তু এখন জগতের শেষের দিকে একবার তিনি নিজেকে বলিদানের মাধ্যমে পাপ দূর করতে আবির্ভূত হয়েছেন৷
27 এবং যেমন পুরুষদের জন্য একবার মরতে নিযুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু এর পরে বিচার:
28 তাই খ্রীষ্টকে একবার অনেকের পাপ বহন করার জন্য উৎসর্গ করা হয়েছিল; এবং যারা তাকে খুঁজছে তাদের কাছে তিনি দ্বিতীয়বার পরিত্রাণের জন্য পাপ ছাড়াই দেখা দেবেন৷

অধ্যায় 10

1 কারণ যে আইনে আসন্ন ভাল জিনিসগুলির ছায়া রয়েছে, এবং জিনিসগুলির একেবারে প্রতিমূর্তি নয়, সেই সমস্ত বলি দিয়ে তারা যা বছরে বছরে নিবেদন করে আসছেন তাদের নিখুঁত করতে পারে না৷

2 তাহলে কি তারা উৎসর্গ করা বন্ধ করত না? কারণ যে উপাসকদের একবার শুদ্ধ করা হয়েছিল তাদের আর পাপের বিবেক থাকা উচিত ছিল না।
3 কিন্তু সেইসব বলির মধ্যে প্রতি বছর পাপের কথা আবার স্মরণ করা হয়৷
4কারণ ষাঁড় ও ছাগলের রক্ত পাপ দূরীভূত করা সম্ভব নয়।
5 সেইজন্য যখন তিনি জগতে আসেন, তখন তিনি বলেন, বলিদান ও নৈবেদ্য তুমি চাও না, কিন্তু তুমি আমাকে একটি দেহ প্রস্তুত করেছ৷
6 পাপের জন্য হোমবলি ও বলিদানে তোমার কোন আনন্দ ছিল না।
7 তখন আমি বললাম, দেখ, হে ঈশ্বর, তোমার ইচ্ছা পালন করতে আমি এসেছি (পুস্তকে আমার বিষয়ে লেখা আছে)।
8 উপরে যখন তিনি বলেছিলেন, বলিদান, নৈবেদ্য, হোমবলি এবং পাপের জন্য নৈবেদ্য আপনি চান না, তাতে আনন্দও ছিল না৷ যা আইন দ্বারা দেওয়া হয়;
9তখন তিনি বললেন, হে ঈশ্বর, আমি তোমার ইচ্ছা পালন করতে এসেছি। তিনি প্রথমটি নিয়ে যান, যাতে তিনি দ্বিতীয়টি প্রতিষ্ঠা করেন৷
10 যীশু খ্রীষ্টের দেহ একবারের জন্য উৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে আমরা সেই ইচ্ছার দ্বারা পবিত্র হয়েছি৷
11 আর প্রত্যেক যাজক প্রতিদিন দাঁড়িয়ে পরিচর্যা করেন এবং প্রায়ই একই বলি উৎসর্গ করেন, যা কখনও পাপ দূর করতে পারে না৷
12 কিন্তু এই লোকটি পাপের জন্য চিরকালের জন্য একটি বলি উৎসর্গ করার পর ঈশ্বরের ডানদিকে বসেছিল৷
13 এখন থেকে তার শত্রুরা তার পায়ের তলায় পরিণত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যাশী।
14 কেননা এক নৈবেদ্য দ্বারা তিনি চিরকালের জন্য তাদের পবিত্র করেছেন৷
15 পবিত্র আত্মাও আমাদের সাক্ষ্য দিচ্ছেন, কারণ এর পরে তিনি আগেই বলেছিলেন,
16 সেই দিনগুলির পরে আমি তাদের সাথে যে চুক্তি করব তা হল প্রভু বলেন, আমি আমার বিধিগুলি তাদের হৃদয়ে স্থাপন করব এবং তাদের মনে আমি সেগুলি লিখব৷
17 আর তাদের পাপ ও অন্যায় আমি আর মনে রাখব না।
18 এখন যেখানে এগুলোর মাফ, সেখানে পাপের জন্য আর কোন উৎসর্গ নেই৷
19অতএব, ভাই ও বোনেরা, যীশুর রক্তের দ্বারা পবিত্রতম স্থানে প্রবেশ করার জন্য সাহসী হয়ে,
20 একটি নতুন এবং জীবন্ত উপায় দ্বারা, যা তিনি আমাদের জন্য পবিত্র করেছেন, পর্দার মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ তাঁর মাংস;
21 আর ঈশ্বরের ঘরের একজন মহাযাজক আছেন৷
22 আসুন আমরা বিশ্বাসের পূর্ণ আশ্বাসে সত্যিকারের হৃদয়ে কাছে আসি, আমাদের হৃদয় মন্দ বিবেক থেকে ছিটিয়ে দিয়ে, এবং আমাদের দেহ বিশুদ্ধ জলে ধুয়ে নেওয়া হয়।
23 আসুন আমরা আমাদের বিশ্বাসের পেশাকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখি। (কারণ তিনি বিশ্বস্ত যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন;)
24 এবং আসুন আমরা একে অপরকে ভালবাসা এবং ভাল কাজের প্রতি উস্কানি দেওয়ার জন্য বিবেচনা করি:
25 নিজেদেরকে একত্রিত করাকে ত্যাগ করি না, যেমনটা কেউ কেউ করে; কিন্তু একে অপরকে উপদেশ দিচ্ছেন: এবং আরও অনেক বেশি, দিন যত ঘনিয়ে আসছে দেখছেন৷
26 কারণ সত্যের জ্ঞান পাওয়ার পরে যদি আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে পাপ করি, তবে পাপের জন্য আর কোন বলিদান অবশিষ্ট থাকে না,
27 কিন্তু একটি নির্দিষ্ট ভীতিকর বিচার এবং জ্বলন্ত ক্রোধের সন্ধান করছে, যা প্রতিপক্ষকে গ্রাস করবে।
28 যে মূসার আইনকে অবজ্ঞা করেছিল সে দুই বা তিনজন সাক্ষীর অধীনে করুণা ছাড়াই মারা গিয়েছিল:
29 কত কঠিন শাস্তি, ধরুন, আপনি তাকে যোগ্য বলে মনে করবেন, যিনি ঈশ্বরের পুত্রকে পদদলিত করেছেন, এবং চুক্তির রক্ত গণনা করেছেন, যা দিয়ে তাকে পবিত্র করা হয়েছিল, একটি অপবিত্র কাজ, এবং ঈশ্বরের কাছে করা সত্ত্বেও অনুগ্রহের আত্মা?
30 কারণ আমরা তাকে জানি যে বলেছে, প্রতিশোধ নেওয়া আমারই, আমি প্রতিদান দেব, প্রভু বলেছেন৷ এবং আবার, প্রভু তাঁর লোকদের বিচার করবেন।
31 জীবন্ত ঈশ্বরের হাতে পতিত হওয়া ভয়ঙ্কর ব্যাপার৷
32 কিন্তু সেই আগের দিনগুলোকে স্মরণ কর, যেদিনে, আপনি আলোকিত হওয়ার পর, আপনি অনেক কষ্টের লড়াই সহ্য করেছিলেন;
33 আংশিকভাবে, যখন তোমরা তিরস্কার ও দুঃখ-দুর্দশা উভয়ের দ্বারাই চমকপ্রদ হয়ে ছিলে; এবং আংশিকভাবে, যখন আপনি তাদের সঙ্গী হয়েছিলেন যেগুলি এত ব্যবহার করা হয়েছিল।
34 কারণ তোমরা আমার বন্ধনে আমার প্রতি করুণা করেছিলে এবং তোমাদের মাল লুট করাটা আনন্দের সাথে গ্রহণ করেছিলে, জেনেছিলে যে স্বর্গে তোমাদের আরও ভাল ও স্থায়ী সম্পদ রয়েছে৷
35 তাই তোমার আত্মবিশ্বাসকে দূরে সরিয়ে দিও না, যার অনেক পুরস্কার আছে৷
36 কারণ তোমাদের ধৈর্য্যের প্রয়োজন, যাতে তোমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করার পর প্রতিশ্রুতি লাভ করতে পার৷
37 কারণ আর কিছুক্ষণ, আর যে আসবে সে আসবে, আর দেরি করবে না৷
38 এখন ধার্মিকরা বিশ্বাসের দ্বারা বাঁচবে, কিন্তু কেউ যদি পিছিয়ে যায় তবে আমার প্রাণ তার প্রতি খুশি হবে না৷
39 কিন্তু আমরা তাদের মধ্যে নই যারা ধ্বংসের দিকে ফিরে যায়; কিন্তু তাদের যারা আত্মার পরিত্রাণে বিশ্বাস করে।

অধ্যায় 11

1 এখন বিশ্বাস হল প্রত্যাশিত জিনিসের সারবস্তু, যা দেখা যায়নি তার প্রমাণ৷
2 কারণ এর দ্বারা প্রাচীনরা একটি ভাল রিপোর্ট পেয়েছিলেন৷
3 বিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা জগৎগুলি তৈরি হয়েছিল, যাতে যা দেখা যায় তা যা দেখা যায় তা দিয়ে তৈরি হয়নি৷
4 বিশ্বাসের দ্বারা হেবল ঈশ্বরের কাছে কয়িনের চেয়ে আরও উত্তম বলিদান করেছিলেন, যার দ্বারা তিনি সাক্ষ্য পেয়েছিলেন যে তিনি ধার্মিক ছিলেন, ঈশ্বর তাঁর উপহারের সাক্ষ্য দিচ্ছেন এবং এর দ্বারা তিনি মৃত হয়েও কথা বলছেন৷

5 বিশ্বাসের দ্বারা হনোককে অনুবাদ করা হয়েছিল যে তিনি মৃত্যু দেখতে পাবেন না। এবং খুঁজে পাওয়া যায়নি, কারণ ঈশ্বর তাকে অনুবাদ করেছিলেন, কারণ তার অনুবাদের আগে তিনি এই সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে তিনি ঈশ্বরকে খুশি করেছিলেন।
6 কিন্তু বিশ্বাস ব্যতীত তাকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব: কারণ যে ঈশ্বরের কাছে আসে তাকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে তিনিই আছেন এবং যারা তাকে অধ্যবসায়ের সাথে অন্বেষণ করে তাদের তিনি পুরস্কারদাতা।
7 বিশ্বাসের দ্বারা নোহ, ঈশ্বরের কাছ থেকে এখনও পর্যন্ত দেখা যায়নি এমন বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল, ভয়ে সরে গিয়ে তাঁর বাড়ির রক্ষার জন্য একটি জাহাজ প্রস্তুত করেছিলেন। যার দ্বারা তিনি জগতের নিন্দা করেছিলেন এবং বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিকতার উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন।
8 বিশ্বাসের দ্বারা ইব্রাহিম, যখন তাকে এমন একটি জায়গায় যেতে বলা হয়েছিল যা তার উত্তরাধিকারের জন্য গ্রহণ করা উচিত ছিল, তখন তিনি তা মানলেন। আর সে বাইরে চলে গেল, কোথায় গেল বুঝতে পারল না।
9বিশ্বাসের দ্বারা তিনি প্রতিশ্রুতির দেশে বিদেশী দেশে বাস করেছিলেন, ইসহাক ও জ্যাকবের সাথে তাঁবুতে বাস করতেন, একই প্রতিশ্রুতির উত্তরাধিকারীরা।
10 কারণ তিনি এমন একটি শহরের সন্ধান করেছিলেন যার ভিত্তি রয়েছে, যার নির্মাতা ও নির্মাতা হলেন ঈশ্বর।
11 বিশ্বাসের মাধ্যমে সারা নিজেও গর্ভধারণ করার শক্তি পেয়েছিলেন, এবং তার বয়স পেরিয়ে গেলে তিনি একটি সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন, কারণ তিনি তাকে বিশ্বস্ত বিচার করেছিলেন যিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।
12 সেইজন্য সেখানে একজনের জন্ম হল, এবং সে মৃতের মত ভাল, আকাশের তারার মত অসংখ্য এবং সমুদ্রের ধারে বালির মত অসংখ্য।
13 এরা সকলেই বিশ্বাসে মারা গেল, প্রতিশ্রুতি না পেয়ে, কিন্তু দূর থেকে তাদের দেখে, তাদের প্রতি প্ররোচিত হয়েছিল এবং তাদের আলিঙ্গন করেছিল এবং স্বীকার করেছিল যে তারা পৃথিবীতে অপরিচিত এবং তীর্থযাত্রী।
14 কারণ যারা এই ধরনের কথা বলে তারা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে তারা একটি দেশ চাইছে।
15 এবং সত্যিই, যদি তারা সেই দেশটির কথা মনে রাখত যেখান থেকে তারা বেরিয়ে এসেছিল, তারা হয়তো ফিরে আসার সুযোগ পেত।
16 কিন্তু এখন তারা একটি ভাল দেশ চায়, অর্থাৎ একটি স্বর্গীয়: সেইজন্য ঈশ্বর তাদের ঈশ্বর বলতে লজ্জিত হন না, কারণ তিনি তাদের জন্য একটি শহর প্রস্তুত করেছেন।
17 বিশ্বাসের দ্বারা অব্রাহাম, যখন তার পরীক্ষা করা হয়েছিল, তখন তিনি ইসহাককে উৎসর্গ করেছিলেন: এবং যে প্রতিশ্রুতি পেয়েছিল সে তার একমাত্র পুত্রকে উৎসর্গ করেছিল,
18 যাঁদের সম্বন্ধে বলা হয়েছিল, ইসহাকেই তোমার বংশ বলা হবে।
19 ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকেও পুনরুত্থিত করতে পেরেছিলেন বলে হিসাব করা; যেখান থেকে তিনি তাকে একটি চিত্রে গ্রহণ করেছিলেন।
20 বিশ্বাসের দ্বারা ইসহাক যাকোব ও এষৌকে ভবিষ্যৎ বিষয়ে আশীর্বাদ করলেন।
21 বিশ্বাসের দ্বারা যাকোব, যখন তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তখন যোষেফের উভয় পুত্রকে আশীর্বাদ করেছিলেন। এবং তার লাঠির উপরে হেলান দিয়ে উপাসনা করলেন।
22 বিশ্বাসে যোষেফ মারা যাওয়ার সময় ইস্রায়েল-সন্তানদের চলে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেছিলেন; এবং তার হাড়ের বিষয়ে আদেশ দিলেন।
23 বিশ্বাসের দ্বারা মোশি যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন তাঁর পিতামাতার কাছে তিন মাস লুকিয়ে ছিলেন, কারণ তারা দেখেছিল যে তিনি একজন উপযুক্ত সন্তান। রাজার আদেশে তারা ভয় পেল না।
24 বিশ্বাসে মোশি বছর বয়সে এসে ফেরাউনের কন্যার পুত্র বলে অভিহিত করতে অস্বীকার করেছিলেন।
25 ঋতুর জন্য পাপের আনন্দ উপভোগ করার চেয়ে ঈশ্বরের লোকদের সাথে দুঃখভোগ করা বেছে নেওয়া;
26 খ্রীষ্টের তিরস্কারকে মিশরের ধন-সম্পদের চেয়ে বড় ধন-সম্পদ মনে করা, কারণ তিনি পুরস্কারের প্রতিফলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।
27 বিশ্বাসে তিনি রাজার ক্রোধকে ভয় না করে মিশরকে পরিত্যাগ করেছিলেন, কারণ যিনি অদৃশ্য তাঁকে দেখেছিলেন সেভাবে তিনি সহ্য করেছিলেন।
28 বিশ্বাসের মাধ্যমেই তিনি নিস্তারপর্ব পালন করলেন এবং রক্ত ছিটিয়ে দিলেন, পাছে যে প্রথমজাতকে ধ্বংস করেছে সে তাদের স্পর্শ না করে।
29 বিশ্বাসে তারা শুষ্ক ভূমির মতো লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল, যা করতে মিশরীয়রা ডুবে গিয়েছিল।
30 বিশ্বাসের দ্বারাই জেরিহোর দেয়াল পড়ে গেল, প্রায় সাত দিন ঘেরাও করার পর।
31 বিশ্বাসের দ্বারা বেশ্যা রাহাব তাদের সাথে মারা যায়নি যারা বিশ্বাস করেনি, যখন সে গুপ্তচরদের শান্তিতে পেয়েছিল।
32 আর আমি কি বলব? কারণ সময় আমাকে গেদিওন, বারাক, স্যামসন এবং জেফথার সম্পর্কে বলতে ব্যর্থ হবে; দায়ূদ, শমূয়েল এবং ভাববাদীদের সম্পর্কেও:
33 যিনি বিশ্বাসের দ্বারা রাজ্যগুলিকে বশীভূত করেছিলেন, ধার্মিকতা করেছিলেন, প্রতিশ্রুতি লাভ করেছিলেন, সিংহের মুখ বন্ধ করেছিলেন,
34 আগুনের হিংস্রতা নিভিয়েছেন, তরবারির ধার থেকে রক্ষা পেয়েছেন, দুর্বলতা থেকে শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন, যুদ্ধে বীর হয়ে উঠেছেন, বিদেশীদের সৈন্যদের পালাতে পেরেছেন।
35 মহিলারা তাদের মৃতদের পুনরুত্থিত করেছিল: এবং অন্যরা নির্যাতিত হয়েছিল, মুক্তি গ্রহণ করেনি; যাতে তারা একটি ভাল পুনরুত্থান পেতে পারে:
36 এবং অন্যদের নিষ্ঠুর উপহাস এবং বেত্রাঘাতের বিচার হয়েছিল, হ্যাঁ, আরও বেশি বন্ধন এবং কারাবাসের জন্য:
37 তাদের পাথর ছুড়ে মারা হয়েছিল, তাদের করাত বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল, প্রলুব্ধ করা হয়েছিল, তলোয়ার দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল: তারা ভেড়ার চামড়া ও ছাগলের চামড়া নিয়ে ঘুরে বেড়াত; নিঃস্ব, পীড়িত, যন্ত্রণাপ্রাপ্ত;
38 (যাদের জন্য দুনিয়া যোগ্য ছিল না:) তারা মরুভূমিতে, পাহাড়ে, পৃথিবীর গর্ত ও গুহায় ঘুরে বেড়াত।

39 আর এরা সকলেই বিশ্বাসের দ্বারা ভাল খবর পেয়েও প্রতিশ্রুতি পায়নি।
40 ঈশ্বর আমাদের জন্য আরও ভাল কিছু দিয়েছেন, যাতে আমাদের ছাড়া তারা নিখুঁত না হয়।

অধ্যায় 12

1 সেইজন্য আমরাও এত বড় সাক্ষীর মেঘে ঘেরা দেখেছি, আসুন আমরা সমস্ত ভার এবং পাপ যা আমাদের খুব সহজেই ঘিরে ফেলছে তা একপাশে রেখে ধৈর্যের সাথে আমাদের সামনে যে দৌড় দাঁড় করানো হয়েছে তাতে দৌড়াই,
2 আমাদের বিশ্বাসের লেখক ও সমাপ্তকারী যীশুর দিকে তাকিয়ে আছি; যে আনন্দের জন্য তাঁর সামনে রাখা হয়েছিল, তিনি লজ্জাকে তুচ্ছ করে ক্রুশ সহ্য করেছিলেন এবং ঈশ্বরের সিংহাসনের ডানদিকে বসে আছেন।
3 কেননা তাকে বিবেচনা করুন যিনি নিজের বিরুদ্ধে পাপীদের এই ধরনের দ্বন্দ্ব সহ্য করেছেন, পাছে আপনি ক্লান্ত এবং আপনার মনে অজ্ঞান হয়ে পড়বেন।
4 তোমরা এখনও পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে রক্তের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করনি।
5 আর তোমরা সেই উপদেশ ভুলে গেছ যা তোমাদের কাছে শিশুদের মতো বলেছিল, হে আমার পুত্র, প্রভুর শাসনকে তুচ্ছ করো না, এবং যখন তাকে তিরস্কার করা হয় তখন হতাশ হয়ো না।।
6কারণ প্রভু যাকে ভালোবাসেন তিনি শায়েস্তা করেন, এবং যাকে তিনি গ্রহণ করেন প্রত্যেক পুত্রকে বেত্রাঘাত করেন।
7 যদি তোমরা শাস্তি সহ্য কর, তবে ঈশ্বর তোমাদের পুত্রদের মতো ব্যবহার করেন৷ কারণ পিতা যাকে শাসন করেন না সে কোন পুত্র?
8 কিন্তু যদি তোমরা শাস্তিহীন হও, যার সকলে অংশীদার, তবে তোমরা জারজ, পুত্র নও।
9 অধিকন্তু আমাদের দেহের পিতা ছিলেন যারা আমাদের সংশোধন করেছেন এবং আমরা তাদের শ্রদ্ধা করেছি: আমরা কি আত্মাদের পিতার বশীভূত হয়ে বেঁচে থাকব না?
10 কারণ তারা সত্যই কিছু দিনের জন্য তাদের নিজেদের খুশির জন্য আমাদেরকে শায়েস্তা করেছে; কিন্তু তিনি আমাদের লাভের জন্য, যাতে আমরা তাঁর পবিত্রতার অংশীদার হতে পারি।
11 এখন বর্তমানের জন্য কোন শাস্তি আনন্দদায়ক বলে মনে হয় না, কিন্তু বেদনাদায়ক: যদিও পরে এটি তাদের জন্য ধার্মিকতার শান্তিময় ফল দেয় যারা এর দ্বারা অনুশীলন করা হয়।
12 সেইজন্য নীচে ঝুলে থাকা হাতগুলি এবং দুর্বল হাঁটুগুলিকে উপরে তুলুন;
13 আর তোমার পায়ের জন্য সোজা পথ তৈরি কর, পাছে খোঁড়া পথ থেকে দূরে সরে যায়; কিন্তু এটা বরং আরোগ্য করা যাক.
14 সমস্ত মানুষের সাথে শান্তি এবং পবিত্রতা অনুসরণ করুন, যা ছাড়া কেউ প্রভুকে দেখতে পাবে না।
15 কেউ যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহে ব্যর্থ না হয় সেদিকে মনোযোগ দিয়ে দেখ; পাছে কোন তিক্ততার শিকড় আপনাকে কষ্ট দেয়, এবং এর ফলে অনেক লোক নাপাক হয়;
16 পাছে কোন ব্যভিচারী বা অপবিত্র ব্যক্তি, এষৌর মত, যে এক টুকরো মাংসের জন্য তার জন্মগত অধিকার বিক্রি করেছে।
17 কারণ আপনারা জানেন যে, পরবর্তীকালে যখন তিনি আশীর্বাদের উত্তরাধিকারী হতেন, তখন তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন: কারণ তিনি চোখের জলে সাবধানে খোঁজ করলেও অনুশোচনার কোনো জায়গা পাননি।
18কেননা তোমরা সেই পর্বতের কাছে যাকে স্পর্শ করা যায় না, এবং যেটি আগুনে পুড়ে যায়, কিংবা অন্ধকার, অন্ধকার ও ঝড়ের কাছে আসো নি।
19 এবং শিঙার আওয়াজ এবং শব্দের আওয়াজ; যারা শুনেছিল তারা কোন কণ্ঠস্বর অনুরোধ করেছিল যে তাদের সাথে আর কথা বলা উচিত নয়:
20 (কারণ যা আদেশ করা হয়েছিল তা তারা সহ্য করতে পারেনি, এবং যদি একটি পশু পাহাড়কে স্পর্শ করে তবে তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা হবে বা ডার্ট দিয়ে ছুঁড়ে মারতে হবে:
21 আর সেই দৃশ্য এতটাই ভয়ানক ছিল যে, মূসা বললেন, আমি খুব ভয় পেয়ে কাঁপছি :)
22 কিন্তু তোমরা সিয়োন পর্বতে এবং জীবন্ত ঈশ্বরের নগরীতে, স্বর্গীয় জেরুজালেমে এবং অসংখ্য স্বর্গদূতদের দলে এসেছ,
23 প্রথমজাতদের সাধারণ সমাবেশ ও মণ্ডলীর কাছে, যা স্বর্গে লেখা আছে, এবং সকলের বিচারক ঈশ্বরের কাছে এবং সিদ্ধ মানুষদের আত্মাদের কাছে,
24 এবং নতুন চুক্তির মধ্যস্থতাকারী যীশুর কাছে এবং ছিটানো রক্তের কাছে, যে হেবলের চেয়ে ভাল কথা বলে৷
25 যে কথা বলছে তাকে যেন অস্বীকার না কর। কারণ যারা পৃথিবীতে কথা বলেছিল তাকে প্রত্যাখ্যানকারী যদি তারা পালিয়ে না যায়, তবে আমরা যদি স্বর্গ থেকে কথা বলে তার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিই, তবে আমরা আরও অনেক কিছু রক্ষা করব না:
26 কার কণ্ঠস্বর তখন পৃথিবী কাঁপিয়েছিল; কিন্তু এখন তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, আর একবার আমি শুধু পৃথিবী নয়, স্বর্গকেও কাঁপিয়ে দেব।
27 এবং এই শব্দটি, আরও একবার, সেই জিনিসগুলিকে সরিয়ে দেওয়াকে বোঝায় যেগুলি তৈরি করা হয়েছে, যাতে যা নাড়াতে পারে না সেগুলি থেকে যায়।
28 তাই আমরা এমন এক রাজ্য পাচ্ছি যা সরানো যায় না, আমাদের অনুগ্রহ হোক, যাতে আমরা শ্রদ্ধা ও ধার্মিক ভয়ের সাথে গ্রহণযোগ্যভাবে ঈশ্বরের সেবা করতে পারি:
29 কারণ আমাদের ঈশ্বর ভস্মীভূত আগুন।

অধ্যায় 13

1 ভ্রাতৃপ্রেম অব্যাহত থাকুক।
2 অপরিচিতদের আপ্যায়ন করতে ভুলে যেও না, কেননা কেউ কেউ অজান্তেই স্বর্গদূতদের আপ্যায়ন করেছে।
3 যারা বন্ধনে আছে তাদের মনে রাখবে, তাদের সাথে আবদ্ধ আছে; এবং যারা প্রতিকূলতা সহ্য করে, যেমন তোমরা নিজেরা দেহে থাকো।

4 বিবাহ সর্বক্ষেত্রে সম্মানজনক, এবং বিছানা অপবিত্র; কিন্তু ব্যভিচারী ও ব্যভিচারীদের ঈশ্বর বিচার করবেন।
5তোমাদের কথাবার্তা লোভহীন হোক; আর তোমার যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাক, কারণ সে বলেছে, আমি তোমাকে কখনও ত্যাগ করব না, তোমাকে ত্যাগ করব না।
6 যাতে আমরা সাহসের সাথে বলতে পারি, প্রভু আমার সহায়, এবং মানুষ আমার প্রতি কি করবে আমি ভয় করব না।
7 তাদের কথা মনে রেখো যারা তোমাদের ওপর শাসন করেছে, যারা তোমাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য বলেছে: যাদের বিশ্বাস অনুসরণ করে, তাদের কথাবার্তা শেষ হওয়ার কথা বিবেচনা করে।
8 যীশু খ্রীষ্ট গতকাল, আজ এবং চিরকাল একই।
9 বিচিত্র ও বিচিত্র মতবাদের দ্বারা বিচলিত হবেন না। কারণ হৃদয়কে অনুগ্রহের সাথে স্থির করা ভাল; মাংসের সাথে নয়, যা তাদের জন্য লাভবান হয়নি যারা সেখানে দখল করেছে।
10 আমাদের একটি বেদী আছে, তাঁবুর সেবা করার জন্য তাদের খাওয়ার অধিকার নেই।
11কারণ সেই সমস্ত পশুদের মৃতদেহ, যাদের রক্ত মহাযাজক পাপের জন্য পবিত্র স্থানের মধ্যে নিয়ে আসেন, শিবির ছাড়াই পুড়িয়ে ফেলা হয়।
12 সেইজন্য যীশুও, যাতে তিনি নিজের রক্ত দিয়ে লোকেদের পবিত্র করতে পারেন, গেট ছাড়াই দুঃখভোগ করেছেন।
13 তাই আমরা শিবিরের বাইরে তাঁর কাছে যাই, তাঁর তিরস্কার সহ্য করি।
14 কারণ এখানে আমাদের কোন অবিরাম শহর নেই, কিন্তু আমরা একটি আসার জন্য চাই।
15 তাই আসুন আমরা ঈশ্বরের কাছে ক্রমাগত প্রশংসার বলি উৎসর্গ করি, অর্থাৎ তাঁর নামকে ধন্যবাদ জানাতে আমাদের ঠোঁটের ফল।
16 কিন্তু ভাল কাজ করতে এবং যোগাযোগ করতে ভুলবেন না: কারণ এই ধরনের বলিদানে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন।
17 যারা তোমাদের উপর শাসন করে তাদের আনুগত্য কর এবং নিজেদের বশ্যতা স্বীকার কর: কারণ তারা তোমাদের আত্মার জন্য সতর্ক থাকে, যেমন তাদের হিসাব দিতে হবে, যাতে তারা আনন্দের সাথে তা করতে পারে, দুঃখের সাথে নয়: কারণ এটি তোমাদের জন্য অলাভজনক।
18 আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন: কারণ আমরা বিশ্বাস করি আমাদের একটি ভাল বিবেক আছে, সব বিষয়ে সৎভাবে জীবনযাপন করতে ইচ্ছুক।
19কিন্তু আমি তোমাদের কাছে অনুরোধ করছি, বরং আমি এই কাজটি কর, যেন আমি তাড়াতাড়ি তোমাদের কাছে ফিরে আসতে পারি।
20 এখন শান্তির ঈশ্বর, যিনি আমাদের প্রভু যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, মেষের সেই মহান মেষপালক, চিরস্থায়ী চুক্তির রক্তের মাধ্যমে,
21 যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে তাঁর দৃষ্টিতে যা খুশি তা আপনার মধ্যে কাজ করার জন্য তাঁর ইচ্ছা পালন করার জন্য প্রতিটি ভাল কাজে আপনাকে সিদ্ধ করুন; যাঁর চিরকাল মহিমা হোক। আমীন।
22 এবং আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, ভাইয়েরা, উপদেশের বাক্যটি সহ্য করুন, কারণ আমি অল্প কথায় তোমাদের কাছে একটি চিঠি লিখেছি।
23 তোমরা জানো যে আমাদের ভাই তীমথিয় মুক্ত হয়েছেন; কার সাথে, সে যদি একটু পরেই আসে, দেখা হবে।
24 যারা তোমাদের ওপর শাসন করে তাদের সকলকে এবং সমস্ত পবিত্র লোকদের অভিবাদন জানাও। ইতালির তারা আপনাকে স্যালুট।
25 অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সাথে থাকুক। আমীন।

জেমস

অধ্যায় 1

1 ঈশ্বরের ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দাস যাকোব, সেই বারোটি গোষ্ঠীকে, যারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, শুভেচ্ছা জানাই৷
2 আমার ভাইয়েরা, যখন তোমরা বিভিন্ন প্রলোভনের মধ্যে পড়ে তখন সমস্ত আনন্দের কথা মনে কর;
3 এটা জানি যে, তোমাদের বিশ্বাসের চেষ্টা ধৈর্যের কাজ করে৷
4 কিন্তু ধৈর্যকে তার নিখুঁত কাজ করতে দিন, যাতে তোমরা নিখুঁত এবং সম্পূর্ণ হতে পার, কিছুর অভাব না করে৷
5 তোমাদের মধ্যে যদি কারো প্রজ্ঞার অভাব থাকে, তবে সে ঈশ্বরের কাছে চাইবে, যিনি সকল মানুষকে উদারভাবে দেন, তুচ্ছ করেন না৷ এবং এটা তাকে দেওয়া হবে.
6 কিন্তু সে বিশ্বাসের সাথে চাইবে, কিছুতেই দোলাবে না৷ কেননা যে দোলা দেয় সে বাতাসে চালিত সমুদ্রের ঢেউয়ের মত।
7 কারণ সেই লোকটি যেন মনে না করে যে সে প্রভুর কাছ থেকে কিছু পাবে৷
8 একজন দ্বৈত মনের মানুষ তার সমস্ত পথেই অস্থির।
9 নীচু স্তরের ভাই আনন্দ করুক যে সে উচ্চতর হয়েছে:
10 কিন্তু ধনী, তাতে তাকে নীচু করা হয়, কারণ ঘাসের ফুলের মতো সে চলে যাবে৷
11 কারণ সূর্য জ্বলন্ত তাপ সহ শীঘ্রই উদিত হয় না, কিন্তু ঘাস শুকিয়ে যায়, এবং তার ফুল ঝরে যায়, এবং এর ফ্যাশনের লাবণ্য বিনষ্ট হয়: ধনী ব্যক্তিও তার পথে ম্লান হয়ে যায়৷
12 ধন্য সেই ব্যক্তি যে প্রলোভন সহ্য করে, কারণ যখন তার পরীক্ষা করা হবে, তখন সে জীবনের মুকুট পাবে, যা প্রভু তাকে ভালবাসেন তাদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন৷
13 কেউ যেন প্রলোভিত না হয়, আমি ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রলুব্ধ হয়েছি৷
14 কিন্তু প্রত্যেক মানুষ প্রলোভিত হয়, যখন সে তার নিজের লালসা থেকে দূরে সরে যায় এবং প্রলুব্ধ হয়৷
15 অতঃপর লালসা যখন গর্ভধারণ করে, তখন তা পাপের জন্ম দেয় এবং পাপ যখন শেষ হয়, তখন তা মৃত্যুকে ডেকে আনে৷
16 আমার প্রিয় ভাইয়েরা, ভুল কোরো না।
17 প্রতিটি ভাল উপহার এবং প্রতিটি নিখুঁত উপহার উপরে থেকে আসে এবং আলোর পিতার কাছ থেকে নেমে আসে, যার সাথে কোন পরিবর্তনশীলতা নেই, বাঁকানোর ছায়াও নেই।
18 তাঁর নিজের ইচ্ছা থেকেই তিনি আমাদেরকে সত্যের বাণী দিয়ে জন্ম দিয়েছেন, যেন আমরা তাঁর সৃষ্টির প্রথম ফল হতে পারি।
19অতএব, আমার প্রিয় ভাইয়েরা, প্রত্যেক মানুষ শুনতে দ্রুত, কথা বলতে ধীর, ক্রোধে ধীর হোক৷
20 কারণ মানুষের ক্রোধ ঈশ্বরের ন্যায় কাজ করে না৷
21 সেইজন্য সমস্ত নোংরাতা এবং নোংরাতার অতিরিক্ততা বাদ দিন এবং নম্রতার সাথে খোদাই করা বাক্য গ্রহণ করুন, যা আপনার আত্মাকে রক্ষা করতে সক্ষম।
22 কিন্তু তোমরা বাক্য পালনকারী হও, এবং কেবল শ্রবণকারীই নও, নিজেদেরকে প্রতারিত কর৷
23কেউ যদি শব্দের শ্রবণকারী হয় এবং পালনকারী না হয়, তবে সে এমন একজন লোকের মতো যা কাচের মধ্যে তার স্বাভাবিক মুখ দেখছে:
24 কারণ সে নিজেকে দেখতে পায় এবং তার পথে চলে যায় এবং সাথে সাথে ভুলে যায় সে কেমন মানুষ ছিল৷
25 কিন্তু যে ব্যক্তি স্বাধীনতার নিখুঁত আইনের দিকে তাকায় এবং তাতে চালিয়ে যায়, সে ভুলে যাওয়া শ্রোতা নয়, কিন্তু কাজ করে, এই লোকটি তার কাজে আশীর্বাদ পাবে৷
26 তোমাদের মধ্যে কেউ যদি ধার্মিক বলে মনে হয়, এবং নিজের জিভকে লাগাম না দিয়ে নিজের হৃদয়কে প্রতারণা করে, তবে এই ব্যক্তির ধর্ম বৃথা৷
27 ঈশ্বর ও পিতার সামনে শুদ্ধ ধর্ম এবং নির্মল ধর্ম হল এই যে, অনাথ ও বিধবাদের দুঃখ-কষ্টে তাদের পরিচর্যা করা এবং নিজেকে জগৎ থেকে নিষ্পাপ রাখা।

অধ্যায় 2

1 আমার ভাই ও বোনেরা, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, যিনি মহিমাময় প্রভু, মানুষের প্রতি বিশ্বাস রাখেন না৷
2 কেননা যদি তোমাদের মণ্ডলীতে সোনার আংটি পরা, সুন্দর পোশাক পরা একজন লোক আসে, আর সেখানে একজন গরীব লোকও আসে যাঁরা খারাপ পোশাক পরে থাকে;
3 আর যে সমকামী পোশাক পরে তাকে তোমরা সম্মান কর এবং তাকে বল, তুমি এখানে ভালো জায়গায় বসো; এবং গরীবদের বল, তুমি সেখানে দাঁড়াও, অথবা এখানে আমার পায়ের তলায় বসো।
4তাহলে কি তোমরা নিজেদের মধ্যে পক্ষপাতী নও এবং মন্দ চিন্তার বিচারকারী হয়েছ?
5 আমার প্রিয় ভাইয়েরা, শোন, ঈশ্বর কি এই জগতের দরিদ্রদের বিশ্বাসে ধনী এবং রাজ্যের উত্তরাধিকারী বাছাই করেননি, যা তিনি তাকে ভালবাসেন তাদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন?
6 কিন্তু তোমরা গরীবদের তুচ্ছ করেছ৷ ধনী ব্যক্তিরা কি আপনার উপর অত্যাচার করে না, এবং বিচারের আসনের আগে আপনাকে টানে না?
7 তারা কি সেই যোগ্য নামের নিন্দা করে না যা দিয়ে তোমরা ডাকছ?
8 আপনি যদি শাস্ত্র অনুসারে রাজকীয় আইন পালন করেন, আপনি আপনার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালবাসবেন, তবে আপনি ভাল করবেন:
9 কিন্তু যদি তোমরা ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান দেখাও, তবে তোমরা পাপ করছ এবং বিধি-ব্যবস্থা লঙ্ঘনকারী বলে বিশ্বাস করছ৷
10 কারণ যে কেউ পুরো বিধি-ব্যবস্থা পালন করে, তারপরও একটি বিন্দুতে অপরাধ করে, সে সকলের জন্য দোষী৷
11 কারণ যিনি বলেছেন, ব্যভিচার কোরো না, তিনিও বলেছেন, হত্যা করো না৷ এখন যদি তুমি ব্যভিচার না করো, তবুও যদি তুমি হত্যা করো, তাহলে তুমি আইন লঙ্ঘনকারী হয়ে যাবে।
12 স্বাধীনতার আইন দ্বারা বিচার করা হবে তাদের মত, আপনি তাই বলুন এবং তাই করুন.

13 কারণ তিনি করুণা ছাড়াই বিচার করবেন, যে করুণা দেখায়নি। এবং করুণা বিচারের বিরুদ্ধে আনন্দিত হয়।
14 আমার ভাই ও বোনেরা, যদি একজন লোক বলে তার বিশ্বাস আছে কিন্তু তার কোন কাজ নেই তাতে কি লাভ? বিশ্বাস কি তাকে বাঁচাতে পারে?
15 যদি কোন ভাই বা বোন উলঙ্গ হয় এবং প্রতিদিনের খাবারের অভাব হয়,
16 এবং তোমাদের মধ্যে একজন তাদের বলে, শান্তিতে চলে যাও, উষ্ণ ও পরিপূর্ণ হও। যদিও শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি তোমরা তাদের দেবে না। এটা কি লাভ?
17 তেমনি বিশ্বাস যদি কাজ না করে তবে তা মৃত, একা থাকা।
18 হ্যাঁ, একজন মানুষ বলতে পারে, তোমার বিশ্বাস আছে এবং আমার কাজ আছে: তোমার কাজ ছাড়া তোমার বিশ্বাস আমাকে দেখাও, আর আমি আমার কাজ দিয়ে তোমাকে আমার বিশ্বাস দেখাব।
19 তুমি বিশ্বাস কর যে এক ঈশ্বর আছেন; তুমি ভালো করেছ: শয়তানরাও বিশ্বাস করে এবং কাঁপতে থাকে।
20 কিন্তু হে নিরর্থক মানুষ, তুমি কি জানবে যে কর্ম ছাড়া বিশ্বাস মৃত?
21 আমাদের পিতা অব্রাহাম কি কাজের দ্বারা ধার্মিক ছিলেন না, যখন তিনি তাঁর পুত্র ইসহাককে বেদীতে উৎসর্গ করেছিলেন?
22 তুমি কি দেখেছ যে, তাঁর কাজের দ্বারা বিশ্বাস কীভাবে তৈরি হয়েছিল এবং কাজের দ্বারা বিশ্বাসকে সিদ্ধ করা হয়েছিল?
23 আর শাস্ত্রের সেই কথা পূর্ণ হল যা বলে, অব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছিলেন এবং তা তাঁর কাছে ধার্মিক বলে গণ্য হয়েছিল এবং তাঁকে ঈশ্বরের বন্ধু বলা হয়েছিল।
24তখন তোমরা দেখছ যে কিভাবে একজন ব্যক্তি কাজ দ্বারা ধার্মিক হয়, কেবল বিশ্বাসের দ্বারা নয়।
25 একইভাবে রাহাব বেশ্যাও কি কাজের দ্বারা ধার্মিক ছিল না, যখন সে বার্তাবাহকদের গ্রহণ করেছিল এবং তাদের অন্য পথে পাঠিয়েছিল?
26 কারণ আত্মা ছাড়া শরীর যেমন মৃত, তেমনি কাজ ছাড়া বিশ্বাসও মৃত।

অধ্যায় 3

1 আমার ভাই ও বোনেরা, বেশি কর্তা হবেন না, জেনে রাখুন যে আমরা আরও শাস্তি পাব।
2 কারণ অনেক বিষয়েই আমরা সকলকে অসন্তুষ্ট করি। কেউ যদি কথায় অপমান না করে, তবে সে একজন নিখুঁত মানুষ, এবং পুরো শরীরকে লাগাম দিতেও সক্ষম।
3 দেখ, আমরা ঘোড়ার মুখে বিট রাখি, যেন তারা আমাদের কথা মানতে পারে; এবং আমরা তাদের পুরো শরীর ঘুরিয়ে দিই।
4 সেই জাহাজগুলিকেও দেখুন, যেগুলি এত বড় হওয়া সত্ত্বেও এবং প্রচণ্ড বাতাসে চালিত হয়, তবুও রাজ্যপাল যেখানেই চান না কেন তারা একটি খুব ছোট শিক নিয়ে ঘুরছে।
5 তেমনি জিহ্বা একটি ক্ষুদ্র অঙ্গ, এবং বড় বড় কথা বলে। দেখ, কত বড় ব্যাপার একটু আগুন জ্বলে!
6 এবং জিভ হল আগুন, অন্যায়ের জগৎ: আমাদের অঙ্গগুলির মধ্যে জিহ্বাও তাই, যে এটি সমস্ত শরীরকে কলুষিত করে এবং প্রকৃতির গতিপথকে আগুনে পুড়িয়ে দেয়; এবং তা জাহান্নামের আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।
7কারণ সকল প্রকার জন্তু, পাখী, সাপ এবং সমুদ্রের জিনিসগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে এবং মানবজাতির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।
8 কিন্তু জিহ্বা কোন লোককে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না; এটি একটি অনিয়মিত মন্দ, মারাত্মক বিষে পূর্ণ।
9 এইভাবে আমরা ঈশ্বরকে আশীর্বাদ করি, এমনকী পিতাকেও। এবং এর সাথে আমরা পুরুষদের অভিশাপ দিই, যা ঈশ্বরের উপমা অনুসারে তৈরি।
10 একই মুখ থেকে আশীর্বাদ ও অভিশাপ বের হয়। আমার ভাইয়েরা, এই জিনিসগুলি এমন হওয়া উচিত নয়।
11 একটি ঝর্ণা কি একই জায়গায় মিষ্টি ও তেতো জল পাঠায়?
12 আমার ভাইয়েরা, ডুমুর গাছ কি জলপাইয়ের ফল বহন করতে পারে? হয় একটি লতা, ডুমুর? তাই কোন ঝর্ণা নোনা জল এবং তাজা উভয় ফলন করতে পারে না।
13 তোমাদের মধ্যে জ্ঞানী ও জ্ঞানী কে? তাকে একটি ভাল কথোপকথন থেকে প্রজ্ঞার নম্রতা সঙ্গে তার কাজ দেখান.
14 কিন্তু যদি তোমাদের অন্তরে তিক্ত হিংসা ও বিবাদ থাকে, তবে গর্ব করবেন না এবং সত্যের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলবেন না।
15 এই জ্ঞান উপরে থেকে আসে না, কিন্তু পার্থিব, কামুক, শয়তান।
16কারণ যেখানে হিংসা ও কলহ সেখানে বিভ্রান্তি ও সমস্ত মন্দ কাজ।
17 কিন্তু উপর থেকে যে প্রজ্ঞা আসে তা প্রথমে শুদ্ধ, তারপর শান্তিপ্রিয়, কোমল ও সহজে ব্যবহার করা যায়, করুণা ও উত্তম ফলে পূর্ণ, পক্ষপাতহীন ও কপটতা ছাড়া।
18 যারা শান্তি স্থাপন করে তাদের শান্তিতে ধার্মিকতার ফল বপন করা হয়।

অধ্যায় 4

1 কোথা থেকে তোমাদের মধ্যে যুদ্ধ ও মারামারি আসে? তারা আসে না, এমনকি আপনার লালসার জন্য যে আপনার সদস্যদের মধ্যে যুদ্ধ?
2 তোমরা আকাঙ্ক্ষা কর, কিন্তু নেই: তোমরা হত্যা কর, এবং পাওয়ার আকাঙ্খা কর, এবং পেতে পার না: তোমরা যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর, তবুও তোমাদের নেই, কারণ তোমরা চাও না।
3 তোমরা চাও, কিন্তু গ্রহণ করো না, কারণ তোমরা ভুল চাও, যাতে তোমরা তা তোমাদের অভিলাষে গ্রাস করতে পার।
4 হে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীরা, তোমরা জানো না যে জগতের বন্ধুত্ব ঈশ্বরের সঙ্গে শত্রুতা? অতএব যে কেউ জগতের বন্ধু হবে সে ঈশ্বরের শত্রু।
5 তোমরা কি মনে কর যে শাস্ত্র নিরর্থক বলে, 'আমাদের মধ্যে যে আত্মা বাস করে সে হিংসা করতে চায়?'

6 কিন্তু তিনি আরও অনুগ্রহ করেন। তাই তিনি বলেছেন, ঈশ্বর অহংকারীদের প্রতিরোধ করেন, কিন্তু নম্রদের প্রতি অনুগ্রহ করেন।
7 তাই ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ কর। শয়তানকে প্রতিহত করুন, এবং সে আপনার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে।
8 ঈশ্বরের নিকটবর্তী হও, তিনি তোমার নিকটবর্তী হবেন। হে পাপীগণ, তোমাদের হাত পরিষ্কার কর; এবং আপনার হৃদয় শুদ্ধ, আপনি দ্বিগুণ.
9 দুঃখিত হও, শোক কর এবং কাঁদো, তোমার হাসি শোকে পরিণত হও, এবং তোমার আনন্দ ভারী হয়ে উঠুক।
10 প্রভুর সামনে নম্র হও, তাহলে তিনি তোমাদের উঁচু করবেন।
11 ভাই ও বোনেরা, একে অপরকে মন্দ কথা বলবেন না। যে তার ভাইয়ের মন্দ কথা বলে এবং তার ভাইকে বিচার করে, সে আইনের মন্দ কথা বলে এবং আইনের বিচার করে;
12 একজন আইনদাতা আছেন, যিনি রক্ষা করতে ও ধ্বংস করতে পারেন: আপনি কে অন্যের বিচার করেন?
13 তোমরা যারা বল, আজ বা আগামীকাল আমরা এমন একটি শহরে যাব, সেখানে এক বছর যাব এবং ক্রয়-বিক্রয় করে লাভ করব।
14 কিন্তু আগামীকাল কি হবে তা তোমরা জান না। তোমার জীবন কিসের জন্য? এমনকি এটি একটি বাষ্প, যা কিছু সময়ের জন্য প্রদর্শিত হয় এবং তারপরে অদৃশ্য হয়ে যায়।
15 কারণ তোমাদের বলা উচিৎ, যদি প্রভু চান, আমরা বাঁচব, এবং এই বা ওটা করব।
16 কিন্তু এখন তোমরা তোমাদের অহংকারে আনন্দ কর।
17 তাই যে ভালো করতে জানে কিন্তু তা করে না, তার কাছে তা পাপ।

অধ্যায় 5

1 ধনী ব্যক্তিরা, এখন যাও, তোমার উপর যে দুর্দশা আসবে তার জন্য কাঁদো ও কাঁদো।
2 তোমার ধন-সম্পদ নষ্ট হয়ে গেছে, আর তোমার কাপড়-চোপড় নষ্ট হয়ে গেছে।
3 তোমার সোনা ও রৌপ্য নষ্ট হয়ে গেছে; এবং তাদের মরিচা আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে, এবং আগুনের মত আপনার মাংস খেয়ে ফেলবে। শেষ দিন ধরে তোমরা ধন সংগ্রহ করেছ।
4 দেখ, যে মজুররা তোমার ক্ষেত কেটে ফেলেছে, যা তোমাকে প্রতারণার মাধ্যমে আটকে রাখা হয়েছে, তারা চিৎকার করছে, আর যারা ফসল কেটেছে তাদের আর্তনাদ সাবাথের প্রভুর কানে পৌঁছেছে।
5 তোমরা পৃথিবীতে আমোদ-প্রমোদে বাস করেছ, অসহায় ছিলে; বধের দিনের মতো তোমরা তোমাদের হৃদয়কে পুষ্ট করেছ।
6 তোমরা ধার্মিকদের দোষী ও হত্যা করেছ; এবং তিনি আপনাকে বিরোধিতা করবেন না।
7 তাই ভাইয়েরা, প্রভুর আগমন পর্যন্ত ধৈর্য ধরুন। দেখ, চাষী পৃথিবীর মূল্যবান ফলের জন্য অপেক্ষা করে, এবং তার জন্য দীর্ঘ ধৈর্য্য ধরে, যতক্ষণ না সে প্রথম ও শেষের বৃষ্টি পায়।
8 তোমরাও ধৈর্য ধর; তোমার হৃদয়কে স্থির কর, কারণ প্রভুর আগমন নিকটবর্তী।
9 ভাই ও বোনেরা, একে অপরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ কোরো না, পাছে তোমাদের দোষী সাব্যস্ত হবে। দেখ, বিচারক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।
10 আমার ভাইয়েরা, ভাববাদীরা, যারা প্রভুর নামে কথা বলেছে, তারা দুঃখ-কষ্ট ও ধৈর্যের উদাহরণ গ্রহণ কর।
11 দেখ, যারা ধৈর্য ধরে তাদের আমরা ধন্য মনে করি। তোমরা ইয়োবের ধৈর্যের কথা শুনেছ এবং প্রভুর শেষ দেখেছ। যে প্রভু অত্যন্ত করুণাময়, এবং কোমল করুণার।
12 কিন্তু সর্বোপরি, আমার ভাইয়েরা, শপথ করো না, স্বর্গের নামেও না, পৃথিবীর নামেও না, অন্য কোনও শপথের নামেও নয়; কিন্তু তোমার হ্যাঁ হ্যাঁ হতে দাও; আর তোমার না, না; পাছে নিন্দার মধ্যে পড়েন।
13 তোমাদের মধ্যে কেউ কি কষ্ট পেয়েছে? তাকে প্রার্থনা করতে দিন। কোন আনন্দিত? তাকে গান গাইতে দাও।
14 তোমাদের মধ্যে কেউ কি অসুস্থ? সে গির্জার প্রাচীনদের ডাকুক; এবং তারা প্রভুর নামে তাকে তেল দিয়ে অভিষেক করে তার জন্য প্রার্থনা করুক।
15 এবং বিশ্বাসের প্রার্থনা অসুস্থকে রক্ষা করবে এবং প্রভু তাকে উঠাবেন; এবং যদি সে পাপ করে থাকে তবে তারা তাকে ক্ষমা করা হবে।
16 একে অপরের কাছে আপনার দোষ স্বীকার করুন এবং একে অপরের জন্য প্রার্থনা করুন, যাতে আপনি সুস্থ হতে পারেন। একজন ধার্মিক ব্যক্তির কার্যকরী আন্তরিক প্রার্থনা অনেক উপকার করে।
17 ইলিয়াস আমাদের মতোই আবেগের অধিকারী একজন মানুষ ছিলেন, এবং তিনি আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করেছিলেন যাতে বৃষ্টি না হয়: এবং তিন বছর ছয় মাস ব্যবধানে পৃথিবীতে বৃষ্টি হয়নি।
18 আর তিনি আবার প্রার্থনা করলেন, আর আকাশ বৃষ্টি দিল, আর পৃথিবী তার ফল দিল।
19 ভাই ও বোনেরা, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ সত্য থেকে ভ্রান্ত হয় এবং কেউ তাকে ধর্মান্তরিত করে;
20 সে জানুক, যে পাপীকে তার পথের ভ্রান্তি থেকে রুপান্তরিত করে সে একজন আত্মাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবে এবং অনেক পাপ লুকিয়ে রাখবে।

1 পিটার

অধ্যায় 1

1 পিতর, যীশু খ্রীষ্টের একজন প্রেরিত, পন্টাস, গালাতিয়া, কাপাডোকিয়া, এশিয়া এবং বিথনিয়াতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অপরিচিত লোকদের কাছে,
2 ঈশ্বর পিতার পূর্বজ্ঞান অনুসারে, আত্মার পবিত্রকরণের মাধ্যমে, বাধ্যতা ও যীশু খ্রীষ্টের রক্ত ছিটিয়ে দেওয়ার জন্য মনোনীত করুন: আপনার প্রতি অনুগ্রহ এবং শান্তি বহুগুণ বৃদ্ধি হোক৷
3 ধন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা, যিনি তাঁর অঢেল করুণা অনুসারে আমাদেরকে মৃতদের মধ্য থেকে যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের মাধ্যমে একটি জীবন্ত আশার জন্য আবার জন্ম দিয়েছেন,
4 এমন উত্তরাধিকারের কাছে যা অবিনশ্বর, অপবিত্র, এবং যা ম্লান হয় না, স্বর্গে তোমাদের জন্য সংরক্ষিত,
5 শেষ সময়ে প্রকাশের জন্য প্রস্তুত পরিত্রাণের জন্য যারা বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের শক্তি দ্বারা রক্ষা করা হয়৷
6 যেখানে তোমরা খুব আনন্দ করছ, যদিও এখন এক ঋতুর জন্য, প্রয়োজন হলে, বহুবিধ প্রলোভনের মধ্য দিয়ে তোমরা ভারী হয়ে আছ৷
7 যাতে আপনার বিশ্বাসের পরীক্ষা, ধ্বংস হওয়া সোনার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান, যদিও তা আগুন দিয়ে পরীক্ষা করা হয়, যীশু খ্রীষ্টের আবির্ভাবের সময় প্রশংসা, সম্মান ও গৌরব পাওয়া যায়:
8 তোমরা যাকে না দেখেও ভালোবাসো৷ যাঁর মধ্যে, যদিও এখন তোমরা তাঁকে দেখতে পাও না, তবুও বিশ্বাস করে, অকথ্য ও মহিমায় পূর্ণ আনন্দে আনন্দ কর৷
9 আপনার বিশ্বাসের শেষ প্রাপ্তি, এমনকি আপনার আত্মার পরিত্রাণ.
10 যে পরিত্রাণের বিষয়ে ভাববাদীরা অনুসন্ধান করেছেন এবং অধ্যবসায়ের সাথে অনুসন্ধান করেছেন, যারা আপনার কাছে যে অনুগ্রহ আসবে তার ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন:
11 খ্রীষ্টের আত্মা তাদের মধ্যে ছিলেন কি কি বা কোন পদ্ধতিতে খ্রীষ্টের আত্মা আগে থেকেই সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে খ্রীষ্টের দুঃখভোগ এবং যে মহিমা অনুসরণ করা উচিত তা বোঝায়৷
12 যাঁদের কাছে এটি প্রকাশিত হয়েছিল যে, নিজেদের কাছে নয়, কিন্তু আমাদের কাছেই তারা সেই জিনিসগুলির পরিচর্যা করেছিল, যা এখন তাদের দ্বারা তোমাদের কাছে জানানো হয়েছে যারা স্বর্গ থেকে নাযিল হওয়া পবিত্র আত্মার মাধ্যমে তোমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করেছেন৷ যা ফেরেশতারা দেখতে চায়।
13 তাই আপনার মনের কোমর বেঁধে রাখুন, শান্ত হোন এবং যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশের সময় আপনার কাছে যে অনুগ্রহ আনা হবে তার জন্য শেষ পর্যন্ত আশা করুন৷
14 বাধ্য সন্তানের মত, নিজেদের অজ্ঞতায় পূর্বের অভিলাষ অনুসারে নিজেকে সাজান না।
15 কিন্তু যিনি তোমাদের ডেকেছেন তিনি যেমন পবিত্র, তেমনি তোমরা সকল প্রকার কথাবার্তায় পবিত্র হও;
16 কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে, 'তোমরা পবিত্র হও৷ কারণ আমি পবিত্র।
17 আর যদি তোমরা পিতাকে ডাকো, যিনি সম্মান না করেই প্রত্যেকের কাজ অনুসারে বিচার করেন, তবে ভয়ে এখানে বসবাসের সময় কাটান৷
18 কারণ তোমরা জানো যে, তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বৃথা কথাবার্তা থেকে তোমাদের রৌপ্য ও সোনার মতো ধ্বংসাত্মক জিনিস দিয়ে উদ্ধার করা হয়নি৷
19 কিন্তু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত দিয়ে, যেমন একটি নির্দোষ ও দাগহীন মেষশাবক।
20 যাঁকে জগৎ সৃষ্টির আগে আগে থেকেই নিযুক্ত করা হয়েছিল, কিন্তু এই শেষ সময়ে তোমাদের জন্য তিনি প্রকাশ পেয়েছিলেন,
21 যিনি তাঁর দ্বারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, যিনি তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন এবং তাঁকে মহিমান্বিত করেছেন৷ আপনার বিশ্বাস এবং আশা ঈশ্বরের উপর হতে পারে.
22 ভাইদের অকৃত্রিম ভালবাসার জন্য আত্মার মাধ্যমে সত্যের আনুগত্য করার জন্য তোমরা তোমাদের আত্মাকে শুদ্ধ করেছ, দেখো তোমরা পরস্পরকে শুদ্ধ হৃদয়ে আন্তরিকভাবে ভালোবাসো৷
23 নতুন করে জন্ম নেওয়া, বিনষ্টকারী বীজ থেকে নয়, কিন্তু অবিনশ্বর থেকে, ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা, যিনি বেঁচে আছেন এবং চিরকাল থাকবেন৷
24 কারণ সমস্ত মাংস ঘাসের মতো, এবং মানুষের সমস্ত গৌরব ঘাসের ফুলের মতো৷ ঘাস শুকিয়ে যায়, এবং তার ফুল ঝরে যায়:
25 কিন্তু প্রভুর বাক্য চিরকাল স্থায়ী হয়৷ আর এই সেই বাক্য যা সুসমাচারের মাধ্যমে তোমাদের কাছে প্রচার করা হয়৷

অধ্যায় 2

1 সেইজন্য সমস্ত বিদ্বেষ, সমস্ত ছলনা, ভণ্ডামি, হিংসা এবং সমস্ত মন্দ কথা বাদ দিয়ে,
2 নবজাতক শিশুর মতো, শব্দের আন্তরিক দুধের আকাঙ্ক্ষা কর, যাতে তোমরা তার দ্বারা বেড়ে উঠতে পার:
3 যদি তাই হয় তবে তোমরা দেখেছ যে প্রভু করুণাময়৷
4 যাঁর কাছে জীবন্ত পাথরের মতো আগমন, তা মানুষের কাছে অস্বীকৃত, কিন্তু ঈশ্বরের মনোনীত এবং মূল্যবান,
5 তোমরাও, জীবন্ত পাথরের মতো, একটি আধ্যাত্মিক ঘর, একটি পবিত্র যাজকত্ব, আধ্যাত্মিক বলি উৎসর্গ করার জন্য, যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য।
6 সেইজন্য শাস্ত্রেও আছে, দেখ, আমি সিয়োনে একটি প্রধান কোণার পাথর রাখছি, নির্বাচিত, মূল্যবান: এবং যে তাকে বিশ্বাস করে সে লজ্জিত হবে না৷
7 তাই তোমাদের কাছে যারা বিশ্বাস করে সে মূল্যবান; কিন্তু যারা অবাধ্য তাদের কাছে, যে পাথরটি নির্মাণকারীরা অস্বীকার করেছিল, তাকেই কোণার মাথা করা হয়েছে৷
8 এবং হোঁচট খাওয়ার পাথর, এবং অপরাধের পাথর, এমনকি যারা অবাধ্য হয়ে বাক্যে হোঁচট খায়, তাদের জন্যও তাদের নিযুক্ত করা হয়েছিল৷
9 কিন্তু তোমরা একটি মনোনীত প্রজন্ম, রাজকীয় যাজকগোষ্ঠী, একটি পবিত্র জাতি, একটি বিচিত্র প্রজা; যাতে আপনি তাঁর প্রশংসা প্রকাশ করেন যিনি আপনাকে অন্ধকার থেকে তাঁর দুর্দান্ত আলোতে ডেকেছেন:

10 যাঁরা অতীতে জাতি ছিল না, কিন্তু এখন ঈশ্বরের লোকা যাঁরা করুণা পান নি, কিন্তু এখন দয়া পেয়েছেন।
11 প্রিয় প্রিয়, আমি আপনাকে অপরিচিত এবং তীর্থযাত্রী হিসাবে অনুরোধ করছি, দৈহিক লালসা থেকে বিরত থাকুন, যা আত্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে;
12 অইহুদীদের মধ্যে আপনার কথাবার্তা সৎ থাকা: যাতে তারা আপনার বিরুদ্ধে অন্যায়কারী বলে কথা বলে, তারা আপনার ভাল কাজের দ্বারা, যা তারা দেখবে, দর্শনের দিনে ঈশ্বরের গৌরব করবে।
13 প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য মানুষের প্রতিটি নিয়মের কাছে নিজেকে সমর্পণ কর: তা রাজার কাছেই হোক না কেন, সর্বোত্তম;
14 অথবা গভর্নরদের কাছে, যেমন তিনি তাদের কাছে পাঠিয়েছেন যাঁরা অন্যায়কারীদের শাস্তির জন্য এবং যারা ভাল কাজ করে তাদের প্রশংসার জন্য।
15কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা তাই, য়েন ভাল কাজ করে তোমরা নির্বোধ লোকদের অজ্ঞতাকে চুপ করে দিতে পার।
16 স্বাধীন হিসাবে, এবং আপনার স্বাধীনতাকে বিদ্বেষের ঘোড়ার জন্য ব্যবহার না করে, কিন্তু ঈশ্বরের দাস হিসাবে।
17 সকল মানুষকে সম্মান কর। ভ্রাতৃত্বকে ভালবাসুন। আল্লাহকে ভয় কর। রাজাকে সম্মান করুন।
18 দাসগণ, সমস্ত ভয় সহকারে তোমাদের প্রভুর অধীন হও; শুধু ভাল এবং ভদ্র নয়, কিন্তু কৃপণদেরও।
19 কারণ ঈশ্বরের প্রতি বিবেকের জন্য একজন মানুষ যদি অন্যায়ভাবে দুঃখ সহ্য করে, তবে এটা কৃতজ্ঞতার যোগ্য।
20 এটা কি গৌরবের, যদি, যখন তোমাদের দোষের জন্য মারধর করা হয়, তখন তোমরা ধৈর্য সহকারে তা গ্রহণ করবে? কিন্তু, যখন তোমরা ভাল কাজ কর এবং কষ্টভোগ কর, তবে ধৈর্য সহকারে তা গ্রহণ কর, তবে তা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য।
21 কারণ এখানেও তোমাদের ডাকা হয়েছিল, কারণ খ্রীষ্টও আমাদের জন্য দুঃখভোগ করেছেন, আমাদের জন্য একটি উদাহরণ রেখে গেছেন, যাতে তোমরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ কর।
22 যে কোন পাপ করেনি, তার মুখে ছলনাও পাওয়া যায়নি।
23 যখন তাকে নিন্দিত করা হয়েছিল, তখন তিনি আর নিন্দা করেননি। যখন সে কষ্ট পেয়েছিল, তখন সে হুমকি দেয়নি; কিন্তু যিনি ন্যায়ের সাথে বিচার করেন তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন।
24 যিনি নিজের দেহে আমাদের পাপগুলিকে গাছের উপরে বহন করেছিলেন, যাতে আমরা পাপের জন্য মৃত হয়ে ধার্মিকতার জন্য বেঁচে থাকি। যার আঘাতে তোমরা সুস্থ হয়েছ।
25 কারণ তোমরা বিপথগামী ভেড়ার মত ছিলে; কিন্তু এখন আপনার আত্মার মেষপালক এবং বিশপের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অধ্যায় 3

1 একইভাবে, হে স্ত্রীরা, তোমরা নিজেদের স্বামীদের বশীভূত হও; যে, কেউ যদি শব্দ না মানে, তবে তারাও কথা ছাড়া স্ত্রীদের কথোপকথনে জয়ী হতে পারে;
2 যখন তারা ভয়ের সাথে আপনার পবিত্র কথাবার্তা দেখছে।
3 যাঁর সাজসজ্জা চুলের প্রলেপ দেওয়া, সোনার পরিধান বা পোশাক পরার মতো বাহ্যিক সাজসজ্জা না হোক;
4 কিন্তু তা হোক হৃদয়ের লুকানো মানুষ, যা নষ্ট হয় না, এমন কি নম্র ও শান্ত আত্মার অলঙ্কার, যা ঈশ্বরের কাছে অনেক মূল্যবান।
5 কারণ এই পদ্ধতিতে পুরানো সময়ে পবিত্র মহিলারাও, যারা ঈশ্বরের উপর ভরসা করেছিল, তাদের নিজেদের স্বামীর বশীভূত হয়ে নিজেদেরকে সাজিয়েছিল।
6 যেমন সারা অব্রাহামকে প্রভু বলে ডাকতে বাধ্য করেছিল: যতদিন তোমরা ভাল করবে ততক্ষণ তোমরা যাঁর কন্যা, এবং বিস্ময়ের সাথে ভয় পাবে না।
7 একইভাবে, হে স্বামীরা, জ্ঞান অনুসারে তাদের সাথে বাস কর, স্ত্রীকে সম্মান কর, দুর্বল পাত্রের মতো এবং জীবনের অনুগ্রহের একত্রে উত্তরাধিকারী হিসাবে; যাতে আপনার প্রার্থনা বাধাগ্রস্ত না হয়।
8 পরিশেষে, তোমরা সকলে এক মনের হও, একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হও, ভাইদের মতো প্রেম কর, করুণাময় হও, বিনয়ী হও।
9 মন্দের বদলে মন্দ নয়, রেলিং-এর বদলে রেলিং নয়; বরং উল্টো আশীর্বাদ; জেনে রাখো যে, তোমাকে ডাকা হয়েছে, যাতে তুমি আশীর্বাদের উত্তরাধিকারী হবে।
10 কারণ যে জীবনকে ভালবাসে এবং ভাল দিন দেখতে চায়, সে তার জিহ্বাকে মন্দ থেকে বিরত রাখুক এবং তার ঠোঁট যেন ছলনাময় কথা না বলে।
11 সে মন্দকে পরিহার করুক, ভাল করুক; সে শান্তি খুঁজুক, এবং তা নিশ্চিত করুক।
12 কারণ সদাপ্রভুর চোখ ধার্মিকদের উপরে থাকে এবং তাদের প্রার্থনার জন্য তাঁর কান খোলা থাকে; কিন্তু যারা মন্দ কাজ করে তাদের বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর মুখ।
13 আর কে আছে যে তোমাদের ক্ষতি করবে, যদি তোমরা যা ভালো তার অনুসারী হও?
14 কিন্তু এবং যদি তোমরা ধার্মিকতার জন্য কষ্ট পাও, তবে তোমরা ধন্য: এবং তাদের ভয়ে ভয় পেয়ো না, বিচলিত হবে না।
15কিন্তু তোমাদের অন্তরে প্রভু ঈশ্বরকে পবিত্র কর, এবং যে লোক তোমাদের মধ্যে নম্রতা ও ভয়ের সঙ্গে আশার কারণ জিজ্ঞাসা করে, তাদের উত্তর দিতে সর্বদা প্রস্তুত থেকো।
16 একটি ভাল বিবেক থাকা; যাতে, তারা যেখানে আপনার সম্পর্কে খারাপ কথা বলে, অন্যায়কারীদের হিসাবে, তারা লজ্জিত হতে পারে যারা খ্রীষ্টে আপনার ভাল কথাবার্তার মিথ্যা অভিযোগ করে।
17 কারণ মন্দ কাজের চেয়ে ভাল কাজের জন্য দুঃখভোগ করা ঈশ্বরের ইচ্ছা হলেই ভাল।
18 কারণ খ্রীষ্টও একবার পাপের জন্য দুঃখভোগ করেছেন, ধার্মিক অন্যায়দের জন্য, যাতে তিনি আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে পারেন, দৈহিকভাবে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত হয়েও আত্মার দ্বারা জীবিত হয়েছিলেন।
19 এর দ্বারাও তিনি গিয়ে কারাগারে থাকা আত্মাদের কাছে প্রচার করলেন।

20 যা কিছু সময় অবাধ্য ছিল, যখন নোহের দিনে একবার ঈশ্বরের ধৈর্য্য অপেক্ষা করছিল, যখন জাহাজটি একটি প্রস্তুতি ছিল, যেখানে অল্প কিছু, অর্থাৎ আটটি প্রাণ জল দ্বারা রক্ষা পেয়েছিল।
21 সেই অনুরূপ চিত্র যেখানে এমনকি বাপ্তিস্মও এখন যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের মাধ্যমে আমাদের (মাংসের ময়লা দূর করা নয়, বরং ঈশ্বরের প্রতি সৎ বিবেকের উত্তর) রক্ষা করে৷
22 যিনি স্বর্গে গেছেন এবং ঈশ্বরের ডানদিকে আছেন; ফেরেশতা এবং কর্তৃপক্ষ এবং ক্ষমতা তার অধীন করা হচ্ছে.

অধ্যায় 4

1 সেইজন্য খ্রীষ্ট যেমন আমাদের জন্য দৈহিকভাবে দুঃখভোগ করেছেন, তেমনি তোমরাও একই মন দিয়ে সজ্জিত হও, কারণ যে দৈহিকভাবে দুঃখভোগ করেছে সে পাপ থেকে বিরত হয়েছে;
2 যেন তিনি আর তার বাকি সময় মানুষের লালসায় দৈহিক জীবনযাপন করবেন না, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় বেঁচে থাকবেন৷
3কারণ আমাদের জীবনের অতীতের সময়গুলো অইহুদীদের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য আমাদের যথেষ্ট হতে পারে, যখন আমরা লোভ, লালসা, মদের আধিক্য, আমোদ-প্রমোদ, ভোজ এবং জঘন্য মূর্তিপূজার মধ্যে চলতাম:
4 তারা এটা অদ্ভুত মনে করে যে আপনি তাদের সাথে একই রকম দাঙ্গার দিকে ছুটছেন না, আপনার সম্পর্কে খারাপ কথা বলছেন৷
5 যিনি দ্রুত এবং মৃতদের বিচার করতে প্রস্তুত তাকে হিসাব দেবেন৷
6 এই কারণে যারা মৃত তাদের কাছেও সুসমাচার প্রচার করা হয়েছিল, যাতে তারা দৈহিকভাবে মানুষের মত বিচার পায় কিন্তু আত্মায় ঈশ্বরের মত জীবনযাপন করে৷
7 কিন্তু সব কিছুর শেষ ঘনিয়ে এসেছে৷ তাই তোমরা সাবধান হও এবং প্রার্থনার জন্য সতর্ক থাক৷
8 এবং সর্বোপরি নিজেদের মধ্যে আন্তরিকভাবে দান করুন: কারণ দাতব্য অনেক পাপকে ঢেকে দেবে৷
9 বিরক্ত না করে একে অপরের সাথে আতিথেয়তা করুন।
10 প্রত্যেক মানুষ যেমন দান পেয়েছে, তেমনি ঈশ্বরের বহুবিধ অনুগ্রহের উত্তম কর্মচারী হিসাবে একে অপরের পরিচর্যা করে৷
11 যদি কেউ কথা বলে, তবে সে ঈশ্বরের বাণী হিসাবে কথা বলুক; যদি কেউ পরিচর্যা করে, তবে তাকে ঈশ্বরের ক্ষমতা অনুসারে তা করতে দিন: যেন যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের মহিমান্বিত হয়, যাঁর প্রশংসা ও কর্তৃত্ব চিরকাল থাকবে৷ আমীন।
12 প্রিয়তম, মনে করুন যে অগ্নিপরীক্ষার বিষয়ে যা আপনাকে পরীক্ষা করতে চলেছে তা অদ্ভুত নয়, যেন আপনার সাথে কিছু অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে৷
13 কিন্তু আনন্দ কর, কারণ তোমরা খ্রীষ্টের দুঃখভোগের অংশীদার; যখন তাঁর মহিমা প্রকাশিত হবে, তখন তোমরাও অতি আনন্দে আনন্দিত হবে৷
14 খ্রীষ্টের নামের জন্য যদি তোমরা অপমানিত হও, তবে তোমরা ধন্য৷ কারণ গৌরব ও ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের মধ্যে বিরাজ করছে৷ তাদের পক্ষ থেকে তিনি মন্দ কথা বলেছেন, কিন্তু তোমাদের পক্ষ থেকে তিনি মহিমান্বিত৷
15 কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ যেন খুনী, চোর, অন্যায়কারী বা অন্য পুরুষের বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে কষ্ট না পায়৷
16 তবুও যদি কেউ একজন খ্রিস্টান হিসাবে কষ্ট পায়, তবে সে লজ্জিত হবে না; কিন্তু সে এই জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করুক।
17 কারণ সময় এসেছে যে বিচার শুরু হবে ঈশ্বরের গৃহে৷ এবং যদি তা প্রথমে আমাদের থেকে শুরু হয়, তবে যারা ঈশ্বরের সুসমাচার মানে না তাদের শেষ কী হবে?
18 আর যদি ধার্মিকরা খুব কমই পরিত্রাণ পায়, তবে অধার্মিক ও পাপী কোথায় উপস্থিত হবে?
19 সেইজন্য যারা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে দুঃখভোগ করে, তারা তাদের আত্মাকে বিশ্বস্ত সৃষ্টিকর্তার কাছে সৎকর্ম করার জন্য তাঁর কাছে সমর্পণ করুক।

অধ্যায় 5

1তোমাদের মধ্যে যে বৃদ্ধ নেতারা আছেন আমি তাদের পরামর্শ দিচ্ছি, যারা একজন প্রবীণ এবং খ্রীষ্টের দুঃখভোগের সাক্ষী এবং যে মহিমা প্রকাশিত হবে তারও একজন অংশীদার৷
2 তোমাদের মধ্যে যে ঈশ্বরের মেষ আছে তাকে চরান, তার তত্ত্বাবধান কর, বাধা দিয়ে নয়, স্বেচ্ছায়; নোংরা লাভের জন্য নয়, একটি প্রস্তুত মনের জন্য;
3 ঈশ্বরের উত্তরাধিকারের প্রভু হিসাবে নয়, বরং পালের জন্য নমুনা হচ্ছেন৷
4 আর যখন প্রধান মেষপালক আবির্ভূত হবেন, তখন তোমরা মহিমান্বিত একটি মুকুট পাবে যা ম্লান হবে না৷৷
5 অনুরূপভাবে, তোমরা ছোটো, বড়ের কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ কর৷ হ্যাঁ, তোমরা সকলে একে অপরের অধীন হও এবং নম্রতা পরিধান কর, কারণ ঈশ্বর গর্বিতদের প্রতিরোধ করেন এবং নম্রদের অনুগ্রহ করেন৷
6অতএব ঈশ্বরের পরাক্রমশালী হাতের নীচে নিজেদের নত কর, যেন তিনি যথাসময়ে তোমাদেরকে উন্নত করেন৷
7 তোমার সমস্ত যত্ন তার উপর নিক্ষেপ কর; কারণ তিনি আপনার জন্য যত্নশীল।
8 শান্ত হও, সতর্ক হও; কারণ তোমার শত্রু শয়তান, গর্জনকারী সিংহের মতো, কাকে গ্রাস করতে পারে তার খোঁজে ঘুরে বেড়ায়৷
9 যাকে বিশ্বাসে দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ কর, জেনে রাখ যে, জগতের তোমাদের ভাইদের মধ্যেও একই রকম দুঃখ-কষ্ট হচ্ছে৷
10 কিন্তু সমস্ত রহমতের ঈশ্বর, যিনি খ্রীষ্ট যীশুর মাধ্যমে তাঁর অনন্ত মহিমার কাছে আমাদের ডেকেছেন, কিছুক্ষণ কষ্ট সহ্য করার পর, তিনি তোমাদের নিখুঁত, স্থির, শক্তিশালী, স্থির করে তুলছেন৷
11 চিরকালের জন্য তাঁর মহিমা ও রাজত্ব হোক। আমীন।
12 সিলভানাসের মাধ্যমে, তোমাদের একজন বিশ্বস্ত ভাই, আমার ধারণা, আমি সংক্ষিপ্তভাবে লিখেছি, উপদেশ দিয়ে

এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে এটাই ঈশ্বরের প্রকৃত অনুগ্রহ যেখানে
তোমরা দাঁড়িয়ে আছ।
13 ব্যাবিলনের গির্জা, আপনার সাথে একত্রে নির্বাচিত,
আপনাকে অভিবাদন জানায়; এবং আমার ছেলে মার্কাসও
তাই করে।
14 দাতব্য চুম্বন দিয়ে একে অপরকে শুভেচ্ছা জানাও। যারা
খ্রীষ্ট যীশুতে আছেন তাদের সকলের সঙ্গে শান্তি হোক।
আমীন।

পিটারের দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায় 1

1 শিমোন পিটার, যীশু খ্রীষ্টের একজন দাস এবং একজন প্রেরিত, যারা ঈশ্বর এবং আমাদের ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের ধার্মিকতার মাধ্যমে আমাদের কাছে মূল্যবান বিশ্বাস অর্জন করেছেন তাদের কাছে:
2 ঈশ্বরের এবং আমাদের প্রভু যীশুর জ্ঞানের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও শান্তি বহুগুণে বর্ষিত হোক,
3 তাঁর ঐশ্বরিক শক্তি অনুসারে জীবন ও ধার্মিকতার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত কিছু আমাদের দিয়েছেন, তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমে যিনি আমাদেরকে মহিমা ও গুণের দিকে আহ্বান করেছেন:
4 এর দ্বারা আমাদের কাছে অত্যাধিক মহান এবং মূল্যবান প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে: যাতে আপনি লালসার মাধ্যমে জগতের কলুষতা থেকে রক্ষা পেয়ে ঐশ্বরিক প্রকৃতির অংশীদার হতে পারেন৷
5 এবং এর পাশাপাশি, সমস্ত অধ্যবসায় দিয়ে, আপনার বিশ্বাসের গুণ যোগ করুন; এবং পুণ্য জ্ঞান;
6 এবং জ্ঞানের প্রতি সংযম; এবং ধৈর্য সহ্য করা; এবং ধৈর্য ধার্মিকতা;
7 এবং ধার্মিকতার প্রতি ভ্রাতৃত্বের দয়া; এবং ভ্রাতৃত্বপূর্ণ দয়া দাতব্য.
8 কারণ এই সমস্ত বিষয় যদি তোমাদের মধ্যে থাকে এবং প্রচুর পরিমাণে থাকে, তবে তা তোমাদের এমন করে তোলে যে, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জ্ঞানে তোমরা বন্ধ্যা বা নিষ্ফল হবে না৷
9 কিন্তু যার মধ্যে এসবের অভাব আছে সে অন্ধ, এবং সে দূর থেকে দেখতে পায় না এবং ভুলে গেছে যে সে তার পুরানো পাপ থেকে মুক্ত হয়েছে৷
10 তাই বরং, ভাইয়েরা, তোমাদের আহ্বান ও নির্বাচনকে নিশ্চিত করার জন্য অধ্যবসায় কর, কারণ যদি তোমরা এই কাজগুলি কর, তবে কখনও পতন হবে না৷
11 তাই আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের অনন্ত রাজ্যে তোমাদের জন্য একটি প্রবেশদ্বার প্রচুর পরিচর্যা করা হবে৷
12 সেইজন্য আমি এই বিষয়গুলিকে সর্বদা স্মরণ করিয়ে দিতে অবহেলা করব না, যদিও আপনি সেগুলি জানেন এবং বর্তমান সত্যে প্রতিষ্ঠিত হন৷
13 হ্যাঁ, আমি মনে করি, যতদিন আমি এই তাঁবুতে আছি, তোমাকে স্মরণে রেখে তোমাকে আলোড়িত করতে হবে;
14 আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যেমন আমাকে দেখিয়েছেন, শীঘ্রই আমার এই তাঁবুটি বন্ধ করতে হবে তা জেনেছি৷
15 তাছাড়া আমি চেষ্টা করব যাতে তোমরা আমার মৃত্যুর পর এই বিষয়গুলো সর্বদা মনে রাখতে পারো৷
16 কারণ যখন আমরা তোমাদের কাছে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শক্তি ও আগমনের কথা জানিয়েছিলাম, তখন আমরা ধূর্তভাবে রচিত রূপকথার অনুসরণ করিনি, কিন্তু তাঁর মহিমার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম৷
17 কারণ তিনি পিতা ঈশ্বরের কাছ থেকে সম্মান ও গৌরব পেয়েছিলেন, যখন চমৎকার মহিমা থেকে তাঁর কাছে এমন একটি রব এল, 'ইনি আমার প্রিয় পুত্র, যাঁর প্রতি আমি খুব খুশি৷'
18 আর স্বর্গ থেকে আসা এই কণ্ঠস্বর আমরা শুনেছিলাম, যখন আমরা পবিত্র পর্বতে তাঁর সঙ্গে ছিলাম৷
19 আমাদের কাছে আরও নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে; অন্ধকার জায়গায় আলোর মতন আলোর দিকে খেয়াল রাখা ভাল, যেদিন ভোর না হওয়া পর্যন্ত এবং দিনের তারা উদিত না হওয়া পর্যন্ত।
20 প্রথমে এটা জেনে রাখো যে, ধর্মগ্রন্থের কোন ভবিষ্যদ্বাণী কোন ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা নয়।
21 কারণ ভবিষ্যদ্বাণী প্রাচীনকালে মানুষের ইচ্ছায় আসে নি, কিন্তু ঈশ্বরের পবিত্র লোকেরা পবিত্র আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কথা বলেছিলেন৷

অধ্যায় 2

1 কিন্তু লোকেদের মধ্যে মিথ্যা ভাববাদীও ছিল, যেমন তোমাদের মধ্যে মিথ্যা শিক্ষক থাকবে, যারা গোপনে জঘন্য ধর্মদ্রোহিতা আনবে, এমনকি প্রভুকে অস্বীকার করবে যে তাদের কিনেছিল এবং দ্রুত ধ্বংস ডেকে আনবে৷
2 এবং অনেকে তাদের ক্ষতিকর পথ অনুসরণ করবে; যার কারণে সত্যের পথ মন্দ হবে।
3 এবং লোভের মাধ্যমে তারা মিথ্যা কথা দিয়ে তোমাদের বাণিজ্য করবে: যাদের বিচার এখন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না এবং তাদের অভিশাপ ঘুমিয়ে পড়ে না।
4 কারণ ঈশ্বর যদি সেই ফেরেশতাদেরকে রেহাই না দেন যারা পাপ করেছিল, কিন্তু তাদের নরকে নিক্ষেপ করতেন, এবং তাদের বিচারের জন্য সংরক্ষিত রাখার জন্য অন্ধকারের শৃঙ্খলে তুলে দিয়েছিলেন;
5 এবং পুরানো জগতকে রক্ষা করেননি, কিন্তু অষ্টম ব্যক্তি নোহকে রক্ষা করেছিলেন, যিনি ধার্মিকতার প্রচারক, অধার্মিকদের জগতে বন্যা এনেছিলেন;
6 এবং সদোম ও গমোরা শহরগুলিকে ছাইয়ে পরিণত করে তাদের ধ্বংস করে দোষী সাব্যস্ত করে, তাদের কাছে যারা পরে অধার্মিক জীবনযাপন করবে তাদের কাছে একটি উদাহরণ করে;
7 এবং দুষ্টদের নোংরা কথোপকথনে বিরক্ত হয়ে শুধু লোটকে উদ্ধার করলেন:
8 (কারণ যে ধার্মিক লোকটি তাদের মধ্যে বাস করে, দেখে এবং শুনে, তাদের বেআইনি কাজ দিয়ে প্রতিদিন তার ধার্মিক আত্মাকে বিরক্ত করেছিল;)
9 প্রভু জানেন কিভাবে ধার্মিকদের প্রলোভন থেকে উদ্ধার করতে হয় এবং বিচারের দিন পর্যন্ত অন্যায়কারীদের শাস্তির জন্য সংরক্ষণ করতে হয়:
10 কিন্তু প্রধানত তারা যারা অশুচিতার লালসায় দেহের অনুসরণ করে এবং সরকারকে তুচ্ছ করে। তারা অহংকারী, স্বেচ্ছাচারী, তারা মর্যাদার খারাপ কথা বলতে ভয় পায় না।
11 যদিও ফেরেশতারা, যারা শক্তি ও পরাক্রমের চেয়ে বড়, তারা প্রভুর সামনে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন না৷
12 কিন্তু এরা প্রাকৃতিক পাশবিক জন্তুদের মত, যাকে ধরে নেওয়ার জন্য এবং ধ্বংস করার জন্য তৈরি করা হয়েছে, তারা যা বোঝে না তার বিষয়ে খারাপ কথা বলে৷ এবং সম্পূর্ণরূপে তাদের নিজেদের দুর্নীতিতে ধ্বংস হবে;
13 এবং অধার্মিকতার পুরষ্কার পাবে, যারা দিনের বেলা দাঙ্গা করতে আনন্দ পায়। তারা দাগ এবং দাগ, যখন তারা

আপনার সাথে ভোজন তাদের নিজেদের প্রতারণা সঙ্গে খেলা;
14 ব্যভিচারে ভরা চোখ, এবং পাপ থেকে বিরত থাকতে পারে না; বিভ্রান্তিকর অস্থির আত্মা: একটি হৃদয় তারা লোভ অভ্যাস সঙ্গে অনুশীলন করেছে; অভিশপ্ত শিশু:
15 যারা সঠিক পথ ত্যাগ করেছে এবং বিপথে চলে গেছে, বোসোরের ছেলে বালামের পথ অনুসরণ করেছে, যিনি অন্যায়ের মজুরি পছন্দ করতেন;
16 কিন্তু তার অন্যায়ের জন্য তাকে তিরস্কার করা হয়েছিল: বোবা গাধা মানুষের কণ্ঠে কথা বলা ভাববাদীর পাগলামি নিষেধ করেছিল।
17 এগুলি জলবিহীন কূপ, মেঘ যা ঝড় বয়ে যায়; যার কাছে অন্ধকারের কুয়াশা চিরকালের জন্য সংরক্ষিত।
18কারণ যখন তারা অসারতার কথা বলে, তখন তারা দৈহিক লোভের দ্বারা আকৃষ্ট করে, অনেক হীনমন্যতার মাধ্যমে, যারা শুচি ছিল তারা ভুল পথে বাস করে তাদের কাছ থেকে রক্ষা পায়।
19 যখন তারা তাদের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেয়, তারা নিজেরাই দুর্নীতির দাস; যার জন্য একজন মানুষ পরাজিত হয়, তাকে দাসত্বে আনা হয়।
20 কারণ প্রভু এবং ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের জ্ঞানের মাধ্যমে তারা যদি জগতের দূষণ থেকে রক্ষা পায়, তারা আবার সেখানে আটকে পড়ে এবং পরাস্ত হয়, তবে শেষের শেষ তাদের কাছে শুরুর চেয়ে খারাপ।
21 কারণ ধার্মিকতার পথ না জানাই তাদের পক্ষে ভাল ছিল, তা জানার পরে, তাদের কাছে দেওয়া পবিত্র আদেশ থেকে সরে আসা।
22 কিন্তু সত্যিকারের প্রবাদ অনুসারে তাদের ক্ষেত্রে ঘটেছিল, কুকুর আবার নিজের বমি হয়ে যায়; এবং বপন যে তার জলে ভেসে যাচ্ছে ধুয়ে ফেলা হয়েছিল।

অধ্যায় 3

1 প্রিয় বন্ধুরা, আমি এখন তোমাদের কাছে এই দ্বিতীয় পত্র লিখছি৷ যে দুটিতে আমি স্মরণের মাধ্যমে আপনার শুদ্ধ মনকে আলোড়িত করি:
2 যাতে তোমরা সেই কথাগুলি মনে রাখতে পার যা আগে পবিত্র ভাববাদীদের দ্বারা বলা হয়েছিল এবং আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তার প্রেরিতদের আদেশ সম্পর্কে:
3 এই প্রথম জেনেছি যে, শেষ দিনে উপহাসকারীরা আসবে, তারা নিজেদের অভিলাষের অনুগামী হবে।
4 আর বললেন, তাঁর আসার প্রতিশ্রুতি কোথায়? কারণ পিতৃপুরুষেরা ঘুমিয়ে পড়ার পর থেকে সৃষ্টির শুরু থেকে সব কিছু যেমন ছিল তেমনি চলছে।
5 কারণ তারা স্বেচ্ছায় অজ্ঞ যে, ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা স্বর্গ প্রাচীনকালের ছিল এবং পৃথিবী জলের মধ্যে ও জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল৷
6 যার দ্বারা তখন যে জগতটি জলে উপচে পড়েছিল, তা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল৷
7 কিন্তু স্বর্গ ও পৃথিবী, যা এখন, একই শব্দ দ্বারা সঞ্চয় করা হয়েছে, বিচারের দিন এবং অধার্মিক লোকদের ধ্বংসের জন্য আগুনের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে৷
8কিন্তু, প্রিয় বন্ধুরা, এই একটা বিষয়ে অজ্ঞ হয়ো না যে, প্রভুর কাছে এক দিন হাজার বছরের মত আর এক হাজার বছর একদিনের মত।
9 প্রভু তাঁর প্রতিশ্রুতির বিষয়ে শিথিল হন না, যেমন কিছু লোক শিথিলতা গণনা করে; কিন্তু আমাদের-ওয়ার্ডের জন্য ধৈর্যশীল, ইচ্ছুক নয় যে কেউ বিনষ্ট হোক, কিন্তু সকলেই অনুতপ্ত হওয়া উচিত।
10কিন্তু মাবুদের দিন রাতের চোরের মত আসবে; যেখানে আকাশ প্রচণ্ড আওয়াজের সাথে চলে যাবে, এবং উপাদানগুলি প্রচণ্ড উত্তাপে গলে যাবে, পৃথিবী ও তার মধ্যেকার কাজগুলিও পুড়ে যাবে৷
11তখন এই সমস্ত জিনিস দ্রবীভূত হবে দেখে, সমস্ত পবিত্র কথাবার্তা ও ধার্মিকতায় তোমাদের কেমন হওয়া উচিত,
12 ঈশ্বরের সেই দিনের আগমনের জন্য খুঁজছেন এবং তাড়াহুড়ো করছেন, যেখানে আকাশ আগুনে জ্বলছে এবং উপাদানগুলি প্রচণ্ড উত্তাপে গলে যাবে?
13 তবুও আমরা, তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে, নতুন স্বর্গ ও নতুন পৃথিবীর সন্ধান করি, যেখানে ধার্মিকতা বাস করে।
14 সেইজন্য, প্রিয় বন্ধুরা, যখন তোমরা এই ধরনের জিনিসের খোঁজ করছ, তাই অধ্যবসায়ী হও যাতে তোমরা তাঁর কাছে শান্তিতে, দাগহীন ও নির্দোষ পাও৷
15 এবং বিবেচনা করুন যে আমাদের প্রভুর ধৈর্যই পরিত্রাণ; যেমন আমাদের প্রিয় ভাই পৌলও তাঁর দেওয়া জ্ঞান অনুসারে তোমাদের কাছে লিখেছেন৷
16 যেমন তাঁর সমস্ত পত্রে এই সব কথা বলা হয়েছে৷ যার মধ্যে কিছু জিনিস বোঝা কঠিন, যা অশিক্ষিত এবং অস্থির তারা নিজেদের ধ্বংসের দিকে অন্য ধর্মগ্রন্থের মতো করে।
17 তাই, প্রিয় বন্ধুরা, এইসব আগে থেকেই জানতে দেখে সাবধান হও, পাছে দুষ্টদের ভ্রান্তির দ্বারা দূরে সরে গিয়ে নিজের দৃঢ়তা থেকে পড়ে নাও৷
18 কিন্তু আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহে এবং জ্ঞানে বেড়ে উঠুন৷ এখন এবং চিরকাল তাঁর মহিমা হোক। আমীন।

জন প্রথম পত্র

অধ্যায় 1

1 যা শুরু থেকে ছিল, যা আমরা শুনেছি, যা আমরা আমাদের চোখে দেখেছি, যা আমরা দেখেছি এবং আমাদের হাত পরিচালনা করেছি, জীবনের বাক্য থেকে;
2 (কারণ জীবন প্রকাশিত হয়েছিল, এবং আমরা তা দেখেছি এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি, এবং সেই অনন্ত জীবন তোমাকে দেখাচ্ছি, যা পিতার সাথে ছিল এবং আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়েছিল;)
3 আমরা যা দেখেছি এবং শুনেছি তা আমরা তোমাদের কাছে ঘোষণা করছি, যাতে তোমরাও আমাদের সহভাগী হও। এবং সত্যিই আমাদের সহভাগিতা পিতা ও তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে।
4 আর এই বিষয়গুলো আমরা তোমাদের লিখছি, যাতে তোমাদের আনন্দ পরিপূর্ণ হয়।
5 এই হল সেই বার্তা যা আমরা তাঁর সম্বন্ধে শুনেছি এবং তোমাদের কাছে ঘোষণা করছি যে, ঈশ্বর আলো এবং তাঁর মধ্যে কোন অন্ধকার নেই।
6 যদি আমরা বলি যে, তাঁর সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা আছে এবং অন্ধকারে চলছি, তবে আমরা মিথ্যা বলি, সত্য করি না।
7 কিন্তু আমরা যদি আলোতে চলি, যেমন তিনি আলোতে আছেন, তবে আমাদের একে অপরের সাথে সহভাগিতা আছে এবং তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের রক্ত আমাদের সমস্ত পাপ থেকে শুচি করে।
8 আমরা যদি বলি যে আমাদের কোন পাপ নেই, তবে আমরা নিজেদেরকে প্রতারণা করি এবং সত্য আমাদের মধ্যে নেই।
9 আমরা যদি আমাদের পাপ স্বীকার করি, তবে তিনি আমাদের পাপ ক্ষমা করতে এবং সমস্ত অধার্মিকতা থেকে আমাদের শুদ্ধ করতে বিশ্বস্ত এবং ন্যায়পরায়ণ।
10 আমরা যদি বলি যে আমরা পাপ করিনি, তবে আমরা তাকে মিথ্যাবাদী করব এবং তাঁর বাক্য আমাদের মধ্যে নেই।

অধ্যায় 2

1 আমার ছোট ছেলেমেয়েরা, এই সব কথা আমি তোমাদের লিখছি, যাতে তোমরা পাপ না করো। আর যদি কেউ পাপ করে, তবে পিতার কাছে আমাদের একজন উকিল আছে, যীশু খ্রীষ্ট ধার্মিক।
2 এবং তিনি আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত: এবং শুধুমাত্র আমাদের জন্য নয়, সমগ্র বিশ্বের পাপের জন্যও।
3 আর এই দ্বারা আমরা জানি যে আমরা তাঁকে জানি, যদি আমরা তাঁর আজ্ঞা পালন করি।
4 যে বলে, আমি তাঁকে জানি, কিন্তু তাঁর আজ্ঞা পালন করে না, সে মিথ্যাবাদী এবং সত্য তার মধ্যে নেই।
5 কিন্তু যে কেউ তাঁর বাক্য পালন করে, তার মধ্যে ঈশ্বরের প্রেম নিখুঁত হয়, এর দ্বারা আমরা জানি যে আমরা তাঁর মধ্যে আছি।
6 যে বলে যে আমি তাঁর মধ্যে বাস করি, তার নিজেরও উচিত সেভাবে চলাফেরা করা, যেমন সে চলছিল।
7 ভাই ও বোনেরা, আমি তোমাদের কাছে কোন নতুন আজ্ঞা লিখছি না, কিন্তু একটি পুরানো আজ্ঞা লিখছি যা শুরু থেকেই তোমাদের ছিল। পুরানো আদেশ হল সেই শব্দ যা তোমরা শুরু থেকেই শুনেছ।
8 আবার, আমি তোমাদের কাছে একটি নতুন আদেশ লিখছি, যা তাঁর এবং তোমাদের মধ্যে সত্য: কারণ অন্ধকার অতীত হয়েছে, এবং সত্য আলো এখন জ্বলছে।
9 যে বলে সে আলোতে আছে এবং তার ভাইকে ঘৃণা করে, সে এখন পর্যন্ত অন্ধকারে আছে।
10 যে তার ভাইকে ভালবাসে সে আলোতে থাকে এবং তার মধ্যে হোঁচট খাওয়ার কোন সুযোগ নেই।
11 কিন্তু যে তার ভাইকে ঘৃণা করে সে অন্ধকারে থাকে এবং অন্ধকারে চলে এবং সে জানে না সে কোথায় যাবে, কারণ সেই অন্ধকার তার চোখকে অন্ধ করে দিয়েছে।
12 ছোট বাচ্চারা, আমি তোমাদের লিখছি, কারণ তাঁর নামের জন্য তোমাদের পাপ ক্ষমা করা হয়েছে।
13 পিতারা, আমি তোমাদের লিখছি, কারণ তোমরা যাঁকে আদি থেকে চিনতে পেরেছ। যুবকরা, আমি তোমাদের লিখছি, কারণ তোমরা সেই দুষ্টকে পরাজিত করেছ। ছোট বাচ্চারা, আমি তোমাদের লিখছি, কারণ তোমরা পিতাকে চিনতে পেরেছ।
14 পিতারা, আমি তোমাদের কাছে লিখলাম, কারণ তোমরা যাঁকে আদি থেকে চিনতে পেরেছ। হে যুবকরা, আমি তোমাদের লিখলাম কারণ তোমরা শক্তিশালী এবং ঈশ্বরের বাক্য তোমাদের মধ্যে থাকে এবং তোমরা সেই দুষ্টকে পরাজিত করেছ।
15 জগতকে ভালোবাসো না, জগতের জিনিসকেও ভালোবাসো না। যদি কেউ জগতকে ভালবাসে তবে পিতার ভালবাসা তার মধ্যে নেই।
16 কারণ জগতে যা কিছু আছে, মাংসের লালসা, চোখের লালসা, এবং জীবনের অহংকার, তা পিতার নয়, কিন্তু জগতের।
17 আর জগৎ ও তার কামনা-বাসনা চলে যায়, কিন্তু যে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে সে চিরকাল থাকে।
18 ছোট বাচ্চারা, এটাই শেষ সময়: এবং যেমন তোমরা শুনেছ যে খ্রিস্টবিরোধী আসবে, এখন অনেক খ্রিস্টবিরোধী আছে; যার দ্বারা আমরা জানি যে এটি শেষ সময়।
19 তারা আমাদের ছেড়ে চলে গেল, কিন্তু তারা আমাদের ছিল না; কারণ তারা যদি আমাদের হতেন, তবে তারা নিঃসন্দেহে আমাদের সাথেই চলতে পারত। কিন্তু তারা বেরিয়ে গেল, যাতে তারা প্রকাশ পায় যে তারা সবাই আমাদের নয়।
20 কিন্তু সেই পবিত্রের কাছ থেকে তোমাদের একটা মিল আছে এবং তোমরা সবই জানো।
21 আমি তোমাদের কাছে লিখিনি কারণ তোমরা সত্য জানো না, কিন্তু কারণ তোমরা তা জানো এবং কোন মিথ্যাই সত্য নয়।
22 একজন মিথ্যাবাদী ছাড়া আর কে আছে যে যীশুকে খ্রীষ্ট অস্বীকার করে? তিনি খ্রীষ্টবিরোধী, যে পিতা ও পুত্রকে অস্বীকার করে।
23 যে কেউ পুত্রকে অস্বীকার করে, তার পিতা নেই: (কিন্তু) যে পুত্রকে স্বীকার করে তার পিতাও রয়েছে।

24 সেইজন্য তা তোমাদের মধ্যে থাকুক, যা তোমরা শুরু থেকে শুনেছ৷ তোমরা শুরু থেকে যা শুনেছ তা যদি তোমাদের মধ্যে থেকে যায়, তবে তোমরাও পুত্র ও পিতার মধ্যে থাকবে৷
25 আর এই সেই প্রতিশ্রুতি যা তিনি আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এমনকি অনন্ত জীবনও৷
26 যারা তোমাদের প্ররোচিত করে তাদের বিষয়ে আমি তোমাদের কাছে এইসব কথা লিখেছি৷
27কিন্তু তাঁর কাছ থেকে তোমরা যে অভিষেকটি পেয়েছ তা তোমাদের মধ্যে থাকে, আর তোমাদের প্রয়োজন নেই যে কেউ তোমাদের শেখায়৷ তোমরা, তোমরা তাঁর মধ্যে থাকবে৷
28 আর এখন, ছোট বাচ্চারা, তাঁর মধ্যে থাক; যাতে, তিনি যখন আবির্ভূত হবেন, তখন আমরা আস্থা রাখতে পারি এবং তাঁর আগমনে তাঁর সামনে লজ্জিত হতে পারি না৷
29 যদি তোমরা জান যে তিনি ধার্মিক, তবে তোমরা জান যে ধার্মিক কাজ করে তারা প্রত্যেকেই তাঁর থেকে জন্মগ্রহণ করে৷

অধ্যায় 3

1দেখুন, পিতা আমাদেরকে কতটা ভালবাসা দিয়েছেন, যাতে আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত হই৷ সেইজন্য জগত আমাদের জানে না, কারণ তারা তাঁকে চিনেনি৷
2 প্রিয় বন্ধুরা, এখন আমরা ঈশ্বরের পুত্র, এবং আমরা কী হব তা এখনও প্রকাশ পায় না৷ কিন্তু আমরা জানি যে, তিনি যখন আবির্ভূত হবেন, তখন আমরা তাঁর মতো হব৷ কারণ আমরা তাকে দেখতে পাব সে যেমন আছে৷
3 আর প্রত্যেকে যার কাছে এই আশা আছে সে নিজেকে শুদ্ধ করে, যেমন সে শুদ্ধ।
4 যে কেউ পাপ করে সে বিধি লঙঘন করে, কারণ পাপ হল বিধি লঙঘন৷
5 আর তোমরা জানো যে তিনি আমাদের পাপ দূর করার জন্য প্রকাশিত হয়েছিলেন৷ এবং তাঁর মধ্যে কোন পাপ নেই৷
6 যে তার মধ্যে থাকে সে পাপ করে না, যে পাপ করে সে তাকে দেখেনি, জানেও না৷
7 ছোট বাচ্চারা, কেউ যেন তোমাদের প্রতারণা না করে: যে ধার্মিক কাজ করে সে যেমন ধার্মিক তেমনি ধার্মিক।
8 যে পাপ করে সে শয়তানের লোক; কারণ শয়তান শুরু থেকেই পাপ করে। এই উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের পুত্র প্রকাশিত হয়েছিল, যাতে তিনি শয়তানের কাজগুলিকে ধ্বংস করতে পারেন৷
9 যে কেউ ঈশ্বর থেকে জন্মেছে সে পাপ করে না; কারণ তার বীজ তার মধ্যে থাকে এবং সে পাপ করতে পারে না, কারণ সে ঈশ্বর থেকে জন্মেছে৷
10 এতে ঈশ্বরের সন্তানরা প্রকাশ পায়, এবং শয়তানের সন্তানরা: যে কেউ ধার্মিক কাজ করে না সে ঈশ্বরের নয়, যে তার ভাইকে ভালবাসে না সেও নয়৷
11 কারণ এই হল সেই বার্তা যা তোমরা শুরু থেকে শুনেছ, আমাদের একে অপরকে ভালবাসতে হবে৷
12 কয়িনের মতো নয়, যে সেই দুষ্টের ছিল এবং তার ভাইকে হত্যা করেছিল৷ আর কেন সে তাকে হত্যা করল? কারণ তার নিজের কাজ ছিল মন্দ, আর তার ভাই ধার্মিক৷
13 আমার ভাই ও বোনেরা, জগৎ যদি তোমাদের ঘৃণা করে, তাহলে অবাক হবেন না৷
14 আমরা জানি যে আমরা মৃত্যু থেকে জীবনে চলে এসেছি, কারণ আমরা ভাইদের ভালবাসি৷ যে তার ভাইকে ভালবাসে না সে মৃত্যুতে থাকে।
15 যে কেউ তার ভাইকে ঘৃণা করে সে একজন খুনী৷ আর তোমরা জান যে কোন খুনীর মধ্যে অনন্ত জীবন থাকে না৷
16 এর দ্বারা আমরা ঈশ্বরের ভালবাসা বুঝতে পারি, কারণ তিনি আমাদের জন্য তাঁর জীবন দিয়েছেন এবং আমাদের ভাইদের জন্য আমাদের জীবন উৎসর্গ করা উচিত৷
17 কিন্তু যার কাছে এই দুনিয়ার মঙ্গল আছে, এবং তার ভাইয়ের অভাব আছে দেখে এবং তার থেকে তার মমতা বন্ধ করে দেয়, তার মধ্যে ঈশ্বরের ভালবাসা কেমন করে থাকে?
18 আমার ছোট বাচ্চারা, আসুন আমরা কথায় প্রেম না করি, ভাষায়ও না করি; কিন্তু কাজে এবং সত্যে।
19 এবং এর দ্বারা আমরা জানি যে আমরা সত্যের, এবং তাঁর সামনে আমাদের হৃদয়কে নিশ্চিত করব৷
20 কারণ যদি আমাদের অন্তর আমাদের দোষী সাব্যস্ত করে, তবে ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ের চেয়ে মহান, তিনি সব কিছু জানেন৷
21 প্রিয়, আমাদের অন্তর যদি আমাদের দোষী না করে, তবে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের আস্থা আছে৷
22 আর আমরা যা কিছু চাই তা তাঁর কাছ থেকে পাব, কারণ আমরা তাঁর আদেশ পালন করি এবং তাঁর দৃষ্টিতে যা খুশি তা-ই করি৷
23 আর এই তাঁর আদেশ হল, আমরা তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের নামে বিশ্বাস করি এবং পরস্পরকে ভালবাসি, যেমন তিনি আমাদের আদেশ দিয়েছিলেন৷
24 আর যে তার আজ্ঞা পালন করে সে তার মধ্যে থাকে এবং সে তার মধ্যে থাকে৷ আর এই দ্বারা আমরা জানি যে তিনি আমাদের মধ্যে থাকেন, সেই আত্মার দ্বারা যা তিনি আমাদের দিয়েছেন৷

অধ্যায় 4

1 প্রিয় বন্ধুরা, প্রত্যেক আত্মাকে বিশ্বাস কোরো না, কিন্তু সেই আত্মাদের পরীক্ষা কর যে তারা ঈশ্বরের লোক কিনা, কারণ অনেক ভণ্ড ভাববাদী পৃথিবীতে চলে গেছে৷
2 এইভাবে তোমরা ঈশ্বরের আত্মাকে জান: প্রত্যেক আত্মা যে স্বীকার করে যে যীশু খ্রীষ্ট দৈহিকভাবে এসেছেন সে ঈশ্বরের৷
3 আর প্রত্যেক আত্মা যে স্বীকার করে না যে যীশু খ্রীষ্ট দেহে এসেছেন তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে নন: এবং এটি সেই খ্রীষ্ট-বিরোধী আত্মা, যার আসার কথা তোমরা শুনেছ৷ এবং এমনকি এখন এটি ইতিমধ্যে বিশ্বের মধ্যে আছে.
4 ছোট ছেলেমেয়েরা, তোমরা ঈশ্বরের হয়েছ এবং তাদের জয় করেছ৷
5 তারা জগতের, তাই তারা জগতের কথা বলে, আর জগৎ তাদের কথা শোনে৷

6 আমরা ঈশ্বরের লোক৷ যে ঈশ্বরকে জানে সে আমাদের কথা শোনে৷ য়ে ঈশ্বরের নয় সে আমাদের কথা শোনে না৷৷ এর দ্বারা আমরা সত্যের আত্মা এবং ভুলের আত্মাকে জানি৷
7 প্রিয়, আসুন আমরা একে অপরকে ভালবাসি, কারণ প্রেম ঈশ্বরের কাছ থেকে; আর যে কেউ ভালবাসে সে ঈশ্বর থেকে জন্মগ্রহণ করে এবং ঈশ্বরকে জানে৷
8 যে ভালবাসে না সে ঈশ্বরকে জানে না; ঈশ্বর প্রেম.
9 এতে আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশিত হয়েছিল, কারণ ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্রকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, যাতে আমরা তাঁর মাধ্যমে বাঁচতে পারি৷
10 এখানেই প্রেম, আমরা ঈশ্বরকে ভালবাসি এমন নয়, কিন্তু তিনি আমাদের ভালবাসেন এবং আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে তাঁর পুত্রকে পাঠিয়েছেন৷
11 প্রিয় বন্ধুরা, ঈশ্বর যদি আমাদের এতই ভালোবাসেন তবে আমাদেরও একে অপরকে ভালবাসতে হবে৷
12 কেউ কখনও ঈশ্বরকে দেখেনি৷ আমরা যদি একে অপরকে ভালবাসি, তবে ঈশ্বর আমাদের মধ্যে বাস করেন এবং তাঁর ভালবাসা আমাদের মধ্যে পরিপূর্ণ হয়৷
13 এইভাবে আমরা জানি যে আমরা তাঁর মধ্যে বাস করি এবং তিনি আমাদের মধ্যে, কারণ তিনি তাঁর আত্মা আমাদের দিয়েছেন৷
14 এবং আমরা দেখেছি এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে পিতা পুত্রকে জগতের ত্রাণকর্তা হতে পাঠিয়েছেন৷
15 যে কেউ স্বীকার করবে যে যীশু ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বর তার মধ্যে বাস করেন এবং তিনি ঈশ্বরে থাকেন৷
16 আর আমরা জেনেছি এবং বিশ্বাস করেছি যে ঈশ্বর আমাদের প্রতি যে ভালবাসা রাখেন৷ ঈশ্বর প্রেম; এবং যে প্রেমে বাস করে সে ঈশ্বরের মধ্যে বাস করে এবং ঈশ্বর তার মধ্যে বাস করেন৷
17 এখানে আমাদের ভালবাসা নিখুঁত করা হয়েছে, যাতে বিচারের দিনে আমাদের সাহস হয়, কারণ তিনি যেমন আছেন, আমরাও এই জগতে তেমনই।
18 প্রেমে কোন ভয় নেই; কিন্তু নিখুঁত ভালবাসা ভয় দূর করে, কারণ ভয়ের যন্ত্রণা আছে৷ যে ভয় পায় সে প্রেমে নিখুঁত হয় না।
19 আমরা তাঁকে ভালবাসি, কারণ তিনি প্রথমে আমাদের ভালবাসেন৷
20 যদি কেউ বলে, আমি ঈশ্বরকে ভালবাসি এবং তার ভাইকে ঘৃণা করে, তবে সে মিথ্যাবাদী, কারণ যে তার ভাই যাকে সে দেখেছে তাকে ভালবাসে না, সে যাকে দেখেনি তাকে কীভাবে ভালবাসবে?
21 আর তাঁর কাছ থেকে আমাদের এই আদেশ হল, য়ে ঈশ্বরকে ভালবাসে সে তার ভাইকেও ভালবাসে৷

অধ্যায় 5

1 যে কেউ বিশ্বাস করে যে যীশুই খ্রীষ্ট, সে ঈশ্বরের থেকে জন্মগ্রহণ করে৷
2 এর দ্বারা আমরা জানি যে আমরা ঈশ্বরের সন্তানদের ভালবাসি, যখন আমরা ঈশ্বরকে ভালবাসি এবং তাঁর আদেশ পালন করি৷
3 কারণ ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা হল এই যে, আমরা তাঁর আজ্ঞা পালন করি এবং তাঁর আদেশগুলি কঠিন নয়৷
4 কারণ ঈশ্বরের থেকে যা কিছু জন্মেছে সে জগৎকে জয় করে এবং এই জয়ই বিশ্বকে জয় করে, এমনকি আমাদের বিশ্বাসকেও।
5 কে সেই জগৎকে জয় করে, কিন্তু সেই যে বিশ্বাস করে যে যীশু ঈশ্বরের পুত্র?
6 ইনি সেই ব্যক্তি যিনি জল ও রক্ত দিয়ে এসেছিলেন, এমনকি যীশু খ্রীষ্টও৷ শুধুমাত্র জল দ্বারা নয়, কিন্তু জল এবং রক্ত দ্বারা. আর আত্মাই সাক্ষ্য দেন, কারণ আত্মাই সত্য৷
7 কেননা স্বর্গে তিনজনই আছে যাঁরা রেকর্ড বহন করে, পিতা, বাক্য এবং পবিত্র আত্মা: আর এই তিনজন এক৷
8 আর পৃথিবীতে তিনজন সাক্ষ্য দেয়, আত্মা, জল ও রক্ত৷ আর এই তিনজন একমত৷
9 যদি আমরা মানুষের সাক্ষ্য গ্রহণ করি, তবে ঈশ্বরের সাক্ষ্য আরও বড়, কারণ ঈশ্বরের এই সাক্ষ্যই তিনি তাঁর পুত্রের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন৷
10 যে ঈশ্বরের পুত্রকে বিশ্বাস করে তার নিজের মধ্যেই সাক্ষ্য আছে৷ যে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে না সে তাকে মিথ্যাবাদী করেছে৷ কারণ ঈশ্বর তাঁর পুত্রের যে নথি দিয়েছেন তা সে বিশ্বাস করে না৷৷
11 এবং এই নথি, ঈশ্বর আমাদের অনন্ত জীবন দিয়েছেন এবং এই জীবন তাঁর পুত্রের মধ্যে রয়েছে৷
12 যার পুত্র আছে তার জীবন আছে৷ আর য়ে ঈশ্বরের পুত্র নেই তার জীবন নেই৷
13 যারা ঈশ্বরের পুত্রের নামে বিশ্বাস করেন আমি তোমাদের কাছে এইসব কথা লিখেছি৷ যাতে তোমরা জানতে পার যে তোমাদের অনন্ত জীবন আছে এবং তোমরা ঈশ্বরের পুত্রের নামে বিশ্বাস করতে পার৷
14এবং তাঁর প্রতি আমাদের এই আস্থা রয়েছে যে, আমরা তাঁর ইচ্ছা অনুসারে কিছু চাইলে তিনি আমাদের কথা শোনেন৷
15 আর যদি আমরা জানি যে তিনি আমাদের কথা শুনছেন, আমরা যা চাই না কেন, আমরা জানি যে আমরা তাঁর কাছে যা চেয়েছিলাম তা আমাদের কাছে আছে৷
16 যদি কেউ তার ভাইকে এমন পাপ করতে দেখে যা মৃত্যু নয়, সে চাইবে, এবং সে তাকে তাদের জন্য জীবন দেবে যারা পাপ মৃত্যু নয়৷ মৃত্যু পর্যন্ত একটি পাপ আছে: আমি বলি না যে সে এটির জন্য প্রার্থনা করবে৷
17 সমস্ত অধার্মিকতা পাপ: এবং এমন একটি পাপ আছে যা মৃত্যু নয়৷
18 আমরা জানি য়ে ঈশ্বরের জন্ম হয় সে পাপ করে না৷৷ কিন্তু য়ে ঈশ্বরের সন্তান সে নিজেকে রক্ষা করে, আর সেই দুষ্ট তাকে স্পর্শ করে না৷৷
19 এবং আমরা জানি যে আমরা ঈশ্বরের এবং সমস্ত জগৎ দুষ্টতার মধ্যে পড়ে আছে৷
20 এবং আমরা জানি যে ঈশ্বরের পুত্র এসেছেন, এবং তিনি আমাদের একটি বোধগম্যতা দিয়েছেন, যাতে আমরা তাঁকে জানতে পারি যিনি সত্য, এবং আমরা তাঁর মধ্যে আছি, এমনকী তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে৷ এই সত্য ঈশ্বর, এবং অনন্ত জীবন.
21 ছোট বাচ্চারা, মূর্তি থেকে নিজেদের দূরে রাখ। আমীন।

দ্বিতীয় জন

অধ্যায় 1

1 প্রবীণ নির্বাচিত মহিলা এবং তার সন্তানদের প্রতি, যাকে আমি সত্যে ভালবাসি; এবং শুধু আমিই নই, যারা সত্য জানে তারাও।
2 সত্যের জন্য, যা আমাদের মধ্যে বাস করে এবং চিরকাল আমাদের সাথে থাকবে।
3 পিতা ঈশ্বর এবং পিতার পুত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে সত্য ও প্রেমে অনুগ্রহ, করুণা ও শান্তি তোমাদের সঙ্গে থাকুক।
4 আমি খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম যে আমি তোমার সন্তানদের সত্যে চলতে দেখেছি, যেমন আমরা পিতার কাছ থেকে আজ্ঞা পেয়েছি।
5 এবং এখন আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, ভদ্রমহিলা, আমি যেন তোমাকে একটি নতুন আদেশ লিখেছি তা নয়, কিন্তু শুরু থেকে আমাদের যা ছিল, আমরা একে অপরকে ভালবাসি।
6 আর এটাই প্রেম, যে আমরা তাঁর আজ্ঞা অনুসারে চলি। এই আদেশ হল, তোমরা যেমন শুরু থেকে শুনে আসছ, তাতেই চলতে হবে।
7 কারণ অনেক প্রতারক জগতে প্রবেশ করেছে, যারা স্বীকার করে না যে যীশু খ্রীষ্ট দৈহিকভাবে এসেছেন। এটি একটি প্রতারক এবং একটি খ্রীষ্টশত্রু হয়।
8 নিজের দিকে লক্ষ্য করুন, আমরা যা করেছি তা হারাবো না, কিন্তু আমরা যেন পূর্ণ পুরস্কার পাই।
9 যে কেউ লঙ্ঘন করে এবং খ্রীষ্টের মতবাদে থাকে না, তার ঈশ্বর নেই। যে খ্রীষ্টের মতবাদে থাকে, তার পিতা ও পুত্র উভয়ই আছে।
10 যদি কেউ আপনার কাছে আসে, এবং এই মতবাদ না আনে, তবে তাকে আপনার বাড়িতে গ্রহণ করবেন না, তাকে ঈশ্বরের গতি বলবেন না।
11 কেননা যে তাকে ঈশ্বরের গতি নির্দেশ করে সে তার মন্দ কাজের অংশীদার।
12 তোমাদের কাছে অনেক কিছু লিখার আছে, আমি কাগজ ও কালি দিয়ে লিখতে চাই না; কিন্তু আমি তোমাদের কাছে আসতে এবং মুখোমুখি কথা বলতে বিশ্বাস করি, যাতে আমাদের আনন্দ পূর্ণ হয়।
13 তোমার নির্বাচিত বোনের সন্তানেরা তোমাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। আমীন।

তৃতীয় জন

অধ্যায় 1

1 প্রবীণ প্রিয় গায়ুসের কাছে, যাকে আমি সত্যে ভালবাসি।
2 প্রিয়, আমি সব কিছুর উপরে চাই যে তুমি উন্নতি কর এবং সুস্থ হও, যেমন তোমার আত্মার উন্নতি হয়।
3 কারণ আমি খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম, যখন ভাইয়েরা এসে তোমার মধ্যে যে সত্য আছে তার সাক্ষ্য দিল, যেমন তুমি সত্যে চলেছ।
4 আমার সন্তানেরা সত্যে চলে এই কথা শুনে আমার চেয়ে বড় আনন্দ আর নেই।
5 প্রিয় বন্ধুরা, ভাইদের ও অপরিচিতদের প্রতি তুমি যা কিছু করো বিশ্বস্ততার সাথে করো।
6 যাঁরা গির্জার সামনে আপনার দাতব্যতার সাক্ষ্য দিয়েছেন: আপনি যদি তাদের ধার্মিক বাছাই অনুসারে তাদের যাত্রায় এগিয়ে আনেন তবে আপনি ভাল করবেন:
7 কারণ তাঁর নামের জন্য তারা অইহুদীদের কিছুই না নিয়ে বেরিয়েছিল।
8 সেইজন্য আমাদের এইরকম গ্রহণ করা উচিত, যাতে আমরা সত্যের সহকারী হতে পারি।
9 আমি গির্জাকে লিখেছিলাম: কিন্তু দিয়োত্রেফস, যারা তাদের মধ্যে অগ্রাধিকার পেতে পছন্দ করে, আমাদের গ্রহণ করে না।
10 সেইজন্য, যদি আমি আসি, তবে আমি তাঁর সেই কাজগুলি মনে রাখব যা তিনি করেন, আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ কথা বলে প্রতারণা করেন: এবং তাতে সন্তুষ্ট নন, তিনি নিজেও ভাইদের গ্রহণ করেন না, এবং যারা চান তাদের নিষেধ করেন এবং গির্জা থেকে বের করে দেন।
11 হে প্রিয়তম, যা মন্দ তা অনুসরণ করো না, বরং যা ভাল তা অনুসরণ কর। যে ভাল কাজ করে সে ঈশ্বরের লোক, কিন্তু যে মন্দ কাজ করে সে ঈশ্বরকে দেখেনি।
12 ডেমেট্রিয়াস সব মানুষের ভাল রিপোর্ট আছে, এবং সত্য নিজেই: হ্যাঁ, এবং আমরা রেকর্ড বহন; আর তোমরা জানো যে, আমাদের কথা সত্য।
13 আমার অনেক কিছু লেখার ছিল, কিন্তু আমি কালি ও কলম দিয়ে তোমাকে লিখব না।
14 কিন্তু আমি বিশ্বাস করি শীঘ্রই আমি তোমাকে দেখতে পাব, এবং আমরা মুখোমুখি কথা বলব। তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমাদের বন্ধুরা তোমাকে অভিবাদন জানায়। নাম ধরে বন্ধুদের অভিবাদন।

জুড

অধ্যায় 1

1 যিহূদা, যীশু খ্রীষ্টের দাস এবং জেমসের ভাই, তাদের কাছে যারা পিতা ঈশ্বরের দ্বারা পবিত্র ও সংরক্ষিত হয়েছে
যীশু খ্রীষ্টে, এবং বলা হয়:
2 তোমার প্রতি অনুগ্রহ এবং শান্তি ও ভালবাসা বহুগুণ বৃদ্ধি হোক।
3 প্রিয়, আমি যখন সাধারণ পরিত্রাণের বিষয়ে আপনাকে লিখতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি, তখন আমার জন্য এটি প্রয়োজনীয় ছিল।
আপনাকে চিঠি লিখছি এবং সাধুদের দেওয়া বিশ্বাসের জন্য আন্তরিকভাবে লড়াই করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি
হস্তান্তর করা হয়েছে।
4কারণ কিছু কিছু লোক আছে যারা অজান্তেই ছটফট করেছে, যারা এই বিচারের জন্য পূর্বনির্ধারিত, দুষ্ট।
যারা আমাদের ঈশ্বরের অনুগ্রহকে স্বাধীনতা এবং একমাত্র প্রভু ঈশ্বর এবং আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে পরিবর্তন করে
পরিত্যাগ
5 তারপর আমি আপনাকে মনে করিয়ে দেব, যদিও আপনি একবার জানতেন যে, প্রভু লোকদের বাইরে পাঠানোর পরে
মিশরকে রক্ষা করেছেন, তারপর অবিশ্বাসীদের ধ্বংস করেছেন।
6 এবং যে ফেরেশতারা তাদের প্রথম স্থান রাখেনি, কিন্তু তাদের নিজস্ব বাসস্থান ছেড়ে চলে যায়, তিনি অনন্ত শৃঙ্খলে আছেন।
মহান দিনের বিচার পর্যন্ত অন্ধকার রাখা.
7যেমন সদোম ও ঘমোরা এবং তাদের আশেপাশের শহরগুলো একইভাবে নিজেদেরকে ব্যভিচার ও
তারা অনন্ত আগুনের প্রতিশোধ ভোগ করার সময়, একটি উদাহরণ হিসাবে সেট করা, অদ্ভুত মাংস পরে গিয়েছিলাম.
8 একইভাবে এই নোংরা স্বপ্নদ্রষ্টারা মাংসকে অপবিত্র করে, আধিপত্যকে তুচ্ছ করে এবং মর্যাদার খারাপ কথা বলে।
9 কিন্তু প্রধান দূত মাইকেল, যখন তিনি শয়তানের সাথে তর্ক করেছিলেন যে তিনি মূসার দেহ নিয়ে বিতর্ক করেছিলেন, তখন তিনি তা করেননি।
তার বিরুদ্ধে অপমানজনক অভিযোগ আনতে সাহস করেননি, কিন্তু বলেছিলেন: প্রভু তোমাকে তিরস্কার করেন।
10 কিন্তু তারা যা জানে না তা নিয়ে মন্দ কথা বলে। কিন্তু তারা প্রকৃতির দ্বারা যা জানে, পাশবিক পশুর মতো, এর দ্বারা তারা নিজেদের ধ্বংস
করে।
11 ধিক্ তাদের! কারণ তারা কয়িনের পথে গিয়েছিল এবং লোভের সাথে বালামের ভুলের পিছনে দৌড়েছিল
পুরস্কার, এবং কোরের দ্বন্দ্বে ধ্বংস হয়ে গেছে।
12 এগুলি তোমার প্রেমের উৎসবের দাগ, যখন তারা তোমার সাথে ভোজ করে, নির্ভয়ে নিজেদের খাওয়ায়: মেঘ
তারা কি জলহীন, বাতাসের দ্বারা বাহিত হয়? গাছ যার ফল শুকিয়ে যায়, ফল ছাড়াই, দুবার মৃত,
শিকড় উপড়ে ফেলা;
13 সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ, নিজেদের লজ্জায় ফেনা দিচ্ছে; বিচরণকারী নক্ষত্র, কার কাছে অন্ধকার
অন্ধকার চিরতরে সংরক্ষিত হয়।
14আর আদমের সপ্তম হনোকও তাদের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করে বললেন, দেখ, প্রভু দশ হাজার লোক নিয়ে আসছেন।
তাঁর সাধু,
15 সকলের বিচার কার্যকর করার জন্য এবং তাদের মধ্যে যারা দুষ্ট তাদের সমস্ত দুষ্ট কাজের জন্য দোষী সাব্যস্ত করতে
যা তারা দুষ্টভাবে করেছে, এবং তাদের সমস্ত কঠোর বক্তৃতা যা দুষ্ট পাপীরা তার বিরুদ্ধে বলেছে।
16 এরা বকবককারী, অভিযোগকারী যারা নিজেদের অভিলাষ অনুসারে চলে; এবং তাদের মুখ বড় উত্তেজনার কথা বলে
শব্দ, লোকেদের সুবিধা নেওয়ার জন্য প্রশংসা সহ।
17 কিন্তু, প্রিয় বন্ধুরা, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিতদের দ্বারা আগে বলা কথাগুলি মনে রেখো।
18 তারা আপনাকে কীভাবে বলেছিল যে শেষ সময়ে এমন উপহাসকারী থাকতে হবে যারা তাদের নিজেদের দুষ্টের মত করে
lusts চলতে হবে.
19 এরাই তারা যারা আত্মা ছাড়াই ইন্দ্রিয়গতভাবে নিজেদের আলাদা করে।
20কিন্তু, প্রিয়জন, তোমরা পবিত্র আত্মায় প্রার্থনা করার সময় নিজেদের সবচেয়ে পবিত্র বিশ্বাসে গড়ে তুল,
21 ঈশ্বরের প্রেমে নিজেদেরকে রক্ষা কর, যতক্ষণ না তোমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের করুণার জন্য অপেক্ষা কর।
অনন্ত জীবন.
22 এবং কারো কারো সাথে সমবেদনা থাকে, যা পার্থক্য করে:
23 এবং অন্যরা আগুন থেকে তাদের টেনে নিয়ে ভয়ে বাঁচায়; এমনকি মাংস দ্বারা দাগযুক্ত পোশাককেও ঘৃণা করে।
24 আর যিনি তোমাকে পতন থেকে রক্ষা করতে এবং তাঁর মহিমার সামনে তোমাকে নির্দোষ উপস্থাপন করতে সক্ষম।
মহা আনন্দের সাথে সেট করুন,
25 একমাত্র জ্ঞানী ঈশ্বর, আমাদের ত্রাণকর্তা, গৌরব ও মহিমা, আধিপত্য ও শক্তি, এখন এবং সর্বদা। আমীন

উদঘাটন

অধ্যায় 1

1 যীশু খ্রীষ্টের উদঘাটন, যা ঈশ্বর তাঁকে দিয়েছিলেন, তাঁর দাসদের কাছে এমন কিছু দেখানোর জন্য যা শীঘ্রই ঘটতে হবে; এবং তিনি পাঠালেন এবং তার স্বর্গদূতের মাধ্যমে তার দাস যোহনের কাছে তা নির্দেশ করলেন:
2 তিনি ঈশ্বরের বাক্য, যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষ্য এবং তিনি যা কিছু দেখেছিলেন তার কথা লিখেছিলেন৷
3 ধন্য সেই ব্যক্তি, যারা এই ভবিষ্যদ্বাণীর কথাগুলো পড়ে, এবং তাতে যা লেখা আছে তা পালন করে, কারণ সময় ঘনিয়ে এসেছে৷
4 এশিয়ার সাতটি মন্ডলীর প্রতি যোহন: যিনি আছেন, যিনি ছিলেন এবং যা আসছেন তাঁর কাছ থেকে তোমাদের অনুগ্রহ ও শান্তি হোক৷ এবং তাঁর সিংহাসনের সামনে থাকা সাতটি আত্মা থেকে;
5 এবং যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে, যিনি বিশ্বস্ত সাক্ষী, এবং মৃতদের মধ্যে প্রথম জন্মদাতা এবং পৃথিবীর রাজাদের রাজপুত্র৷ তাঁর কাছে যিনি আমাদের ভালবাসেন, এবং তাঁর নিজের রক্তে আমাদের পাপ থেকে ধুয়ে দিয়েছেন,
6 এবং ঈশ্বর ও তাঁর পিতার কাছে আমাদের রাজা ও যাজক করেছেন৷ চিরকালের জন্য তাঁর মহিমা ও রাজত্ব হোক। আমীন।
7 দেখ, তিনি মেঘ নিয়ে আসছেন; এবং প্রত্যেক চোখ তাকে দেখতে পাবে, এবং যারা তাকে বিদ্ধ করেছিল তারাও: এবং পৃথিবীর সমস্ত জাতি তার জন্য বিলাপ করবে৷ তারপরও আমিন।
8 আমিই আলফা ও ওমেগা, আদি ও শেষ, প্রভু বলেন, যা আছে, যা ছিল এবং যা আসবে, সর্বশক্তিমান।
9 আমি যোহন, যিনি আপনার ভাই এবং ক্লেশে এবং যীশু খ্রীষ্টের রাজ্যে ও ধৈর্যের সহচর, ঈশ্বরের বাক্য এবং যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষ্যের জন্য পটমোস নামক দ্বীপে ছিলাম৷
10 প্রভুর দিনে আমি আত্মায় ছিলাম, এবং আমার পিছনে একটি শিঙার মত একটি মহান কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম,
11 বলছিলেন, আমিই আলফা ও ওমেগা, প্রথম ও শেষ৷ ইফিসাস, স্মার্না, পার্গামোস, থিয়াতিরা, সার্ডিস, ফিলাডেলফিয়া এবং লাওদিসিয়া পর্যন্ত।
12 আর আমি মুখ ফিরিয়ে দেখলাম যে আমার সাথে কথা বলছে। আর ঘুরে ফিরে দেখলাম সাতটা সোনার বাতি;
13 এবং সাতটি দীপাধারের মাঝখানে মানবপুত্রের মতো একজন, পায়ের কাছে একটি পোশাক পরা এবং একটি সোনার কোমর দিয়ে প্যাপগুলির চারপাশে বেঁধেছে৷
14তার মাথা ও চুল ছিল পশমের মত সাদা, বরফের মত সাদা; এবং তার চোখ আগুনের শিখার মত ছিল;
15 এবং তার পা সূক্ষ্ম পিতলের মত, যেন তারা একটি চুল্লিতে পুড়ে যায়; এবং তার কণ্ঠস্বর অনেক জলের শব্দের মত।
16 আর তার ডান হাতে সাতটি তারা ছিল: এবং তার মুখ থেকে একটি ধারালো দুই ধারযুক্ত তলোয়ার বেরিয়েছিল: এবং তার মুখ ছিল সূর্যের মতো তার শক্তিতে উজ্জ্বল।
17 আর তাকে দেখে আমি মৃতের মত তার পায়ের কাছে পড়ে গেলাম। তখন সে আমার ওপর তার ডান হাত রেখে বলল, ' ভয় পেও না! আমিই প্রথম এবং শেষ:
18 আমিই সেই ব্যক্তি যে জীবিত এবং মৃত ছিল; এবং, দেখ, আমি চিরকাল বেঁচে আছি, আমেন; এবং নরক এবং মৃত্যুর চাবি আছে.
19 আপনি যা দেখেছেন এবং যা আছে এবং যা পরবর্তীতে হবে তা লিখুন;
20 তুমি আমার ডান হাতে যে সাতটি তারা দেখেছ এবং সাতটি সোনার দীপাধারের রহস্য। সাতটি তারা হল সাতটি মন্ডলীর ফেরেশতা: এবং আপনি যে সাতটি দীপাধার দেখেছেন তা হল সাতটি মন্ডলী৷

অধ্যায় 2

1 ইফিসাসের মন্ডলীর দেবদূতের কাছে লিখ; এই কথাগুলো তিনি বলেছেন যিনি তাঁর ডান হাতে সাতটি তারা ধরে রেখেছেন, যিনি সাতটি সোনার দীপাধারের মাঝখানে চলেন৷
2 আমি তোমার কাজ, তোমার শ্রম এবং তোমার ধৈর্য জানি, এবং তুমি কিভাবে মন্দ তাদের সহ্য করতে পারো না: এবং তুমি তাদের পরীক্ষা করেছ যারা বলে যে তারা প্রেরিত, কিন্তু নয়, এবং তাদের মিথ্যাবাদী খুঁজে পেয়েছে:
3 আর ধারন করেছেন, ধৈর্য ধরেছেন, এবং আমার নামের জন্য পরিশ্রম করেছেন, অজ্ঞান হন নি।
4তবুও তোমার বিরুদ্ধে আমার কিছুটা বিরোধিতা আছে, কারণ তুমি তোমার প্রথম প্রেম ত্যাগ করেছ।
5 তাই মনে রেখো তুমি কোথা থেকে পড়েছ, এবং অনুতাপ কর এবং প্রথম কাজগুলি কর৷ অন্যথায় আমি দ্রুত তোমার কাছে আসব এবং তোমার প্রদীপটি তার স্থান থেকে সরিয়ে দেব, যদি তুমি অনুতপ্ত না হও৷
6 কিন্তু তোমার কাছে এটা আছে যে তুমি নিকোলাইটানদের কাজকে ঘৃণা কর, যা আমিও ঘৃণা করি৷
7 যার কান আছে সে শুনুক আত্মা মণ্ডলীকে কি বলছেন৷ যে জয়ী হয় তাকে আমি জীবন গাছের ফল খেতে দেব, যা ঈশ্বরের স্বর্গের মাঝখানে রয়েছে।
8 আর স্মুর্নার মণ্ডলীর স্বর্গদূতকে লিখ; এই সব প্রথম এবং শেষ বলছেন, যিনি মৃত এবং জীবিত;
9 আমি তোমার কাজ, ক্লেশ এবং দারিদ্র্য জানি, (কিন্তু তুমি ধনী) এবং যারা বলে যে তারা ইহুদী, তারা নয়, কিন্তু শয়তানের সমাজ-গৃহ।
10 তোমরা যা ভোগ করবে সেগুলিকে ভয় কোরো না: দেখ, শয়তান তোমাদের মধ্যে কয়েকজনকে কারাগারে নিক্ষেপ করবে, যাতে তোমাদের বিচার করা হয়৷ আর দশ দিন তোমার কষ্ট হবে: তুমি মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্বস্ত হও, আমি তোমাকে জীবনের মুকুট দেব।
11 যার কান আছে, সে শুনুক আত্মা মণ্ডলীকে কি বলছেন৷ যে পরাজিত হয় সে দ্বিতীয় মৃত্যুতে আঘাত পাবে না।
12 আর পার্গামোসের মণ্ডলীর দেবদূতকে লিখ; যাঁর দুই ধার বিশিষ্ট ধারালো তলোয়ার আছে তিনিই এই কথাগুলি বলেন৷
13 আমি তোমার কাজ জানি, এবং তুমি কোথায় থাকো, এমনকি যেখানে শয়তানের আস্তানা আছে: এবং তুমি আমার নাম ধরে রেখেছ, এবং আমার বিশ্বাসকে অস্বীকার করোনি, এমনকি সেই দিনগুলিতেও যখন অ্যান্টিপাস

আমার বিশ্বস্ত শহীদ ছিলেন, যিনি তোমাদের মধ্যে নিহত হয়েছিলেন, যেখানে শয়তান বাস করে
14 কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে আমার কিছু কথা আছে, কারণ তোমার কাছে এমন লোক আছে যারা বালামের মতবাদকে ধারণ করে, যারা বালাককে ইস্রায়েল-সন্তানদের সামনে পদস্খলন করতে, প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করা জিনিস খেতে এবং ব্যভিচার করতে শিখিয়েছিল।
15 নিকোলাইটানদের মতবাদের ধারক যারা, আমি যে জিনিসটি ঘৃণা করি, তাদেরও আপনি কি তাই করেছেন৷
16 অনুতপ্ত; না হলে আমি তাড়াতাড়ি তোমার কাছে আসব এবং আমার মুখের তলোয়ার দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।
17 যার কান আছে, সে শুনুক আত্মা মণ্ডলীকে কি বলছেন৷ যে জয়ী হয় তাকে আমি লুকানো মান্না খেতে দেব এবং তাকে একটি শ্বেতপাথর দেব এবং সেই পাথরে একটি নতুন নাম লেখা হবে, যেটি গ্রহণ করবে তাকে বাঁচাতে কেউ জানে না৷
18 আর থুয়াতিরার মণ্ডলীর দেবদূতকে লিখ; ঈশ্বরের পুত্র এই কথাগুলি বলেছেন, যার চোখ আগুনের শিখার মতো এবং তার পাগুলি সূক্ষ্ম পিতলের মতো৷
19 আমি তোমার কাজ, দাতব্য, সেবা, বিশ্বাস, তোমার ধৈর্য এবং তোমার কাজ জানি; এবং শেষটি প্রথমটির চেয়ে বেশি হবে।
20 তবুও তোমার বিরুদ্ধে আমার কিছু কথা আছে, কারণ তুমি সেই মহিলা ঈজেবেলকে ভোগ করছ, যে নিজেকে একজন ভাববাদী বলে, আমার দাসদের ব্যভিচারে শিক্ষা দিতে এবং প্রলুব্ধ করতে এবং প্রতিমার উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া জিনিস খেতে।
21 এবং আমি তাকে তার ব্যভিচারের জন্য অনুতপ্ত হওয়ার জায়গা দিয়েছিলাম; এবং তিনি অনুতপ্ত না.
22 দেখ, আমি তাকে বিছানায় ফেলে দেব, এবং যারা তার সাথে ব্যভিচার করে তারা তাদের কাজের জন্য অনুতাপ না করলে মহাক্লেশের মধ্যে পড়ে।
23 আমি তার ছেলেমেয়েদের মেরে ফেলব; এবং সমস্ত গির্জা জানবে যে আমিই সেই ব্যক্তি যিনি লাগাম এবং হৃদয় অনুসন্ধান করেন: এবং আমি তোমাদের প্রত্যেককে তোমাদের কাজ অনুসারে দেব৷
24 কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, এবং থিয়াতিরার বাকিদের কাছে, যাদের অনেকের কাছে এই মতবাদ নেই, এবং যারা শয়তানের গভীরতা জানে না, তারা যেমন কথা বলে; আমি তোমার উপর আর কোন বোঝা চাপাবো না।
25 কিন্তু আমি না আসা পর্যন্ত তোমরা যা ধরে রেখেছ৷
26 আর যে জয়ী হয় এবং আমার কাজ শেষ পর্যন্ত পালন করে, আমি তাকে জাতিদের উপর ক্ষমতা দেব।
27 এবং সে লোহার রড দিয়ে তাদের শাসন করবে; কুমোরের পাত্রের মতো তারা কাঁপতে কাঁপতে ভেঙ্গে যাবে, যেমন আমি আমার পিতার কাছ থেকে পেয়েছি৷
28 আর আমি তাকে সকালের তারা দেব।
29 যার কান আছে সে শুনুক আত্মা মণ্ডলীকে কি বলছেন৷

অধ্যায় 3

1 আর সার্দিসের মণ্ডলীর দেবদূতকে লিখ; যাঁর ঈশ্বরের সাতটি আত্মা এবং সাতটি নক্ষত্র আছে তিনিই এই কথাগুলি বলেন৷ আমি তোমার কাজ জানি, তোমার নাম আছে যে তুমি বেঁচে আছ এবং মৃত।
2 সজাগ হও, আর যা কিছু অবশিষ্ট আছে, সেগুলিকে শক্তিশালী কর, যা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত, কারণ আমি ঈশ্বরের সামনে তোমার কাজগুলিকে নিখুঁত পাইনি৷
3 সেইজন্য মনে রেখো কিভাবে তুমি পেয়েছ এবং শুনেছ, এবং দৃঢ়ভাবে ধরে থাক এবং অনুতপ্ত হও৷ অতএব তুমি যদি সতর্ক না হও, তবে আমি চোরের মত তোমার উপরে আসব, আর কোন্ সময়ে তোমার উপরে আসব তা তুমি জানবে না।
4 সার্ডিসেও তোমার কিছু নাম আছে যারা তাদের পোশাককে অপবিত্র করেনি; এবং তারা আমার সাথে সাদা পোশাকে হাঁটবে, কারণ তারা যোগ্য৷
5 যে জয়ী হবে, তাকে সাদা পোশাক পরা হবে; এবং আমি তার নাম জীবন পুস্তক থেকে মুছে ফেলব না, কিন্তু আমি আমার পিতার সামনে এবং তার ফেরেশতাদের সামনে তার নাম স্বীকার করব৷
6 যার কান আছে সে শুনুক আত্মা মণ্ডলীকে কি বলছেন৷
7 এবং ফিলাডেলফিয়ার মন্ডলীর দেবদূতকে লিখ; যাঁর কাছে দায়ূদের চাবি আছে, তিনিই খোলেন, কেউ বন্ধ করেন না৷ আর বন্ধ করে, কেউ খুলবে না৷
8 আমি তোমার কাজ জানি: দেখ, আমি তোমার সামনে একটি খোলা দরজা রেখেছি, আর কেউ তা বন্ধ করতে পারবে না, কারণ তোমার একটু শক্তি আছে, এবং আমার কথা পালন করেছ, এবং আমার নাম অস্বীকার করনি৷
9দেখ, আমি তাদের শয়তানের সমাজ-গৃহে পরিণত করব, যারা বলে তারা ইহুদী, কিন্তু নয়, কিন্তু মিথ্যা বলে৷ দেখ, আমি তাদের তোমার পায়ের সামনে এসে উপাসনা করতে বাধ্য করব, এবং জানব যে আমি তোমাকে ভালবাসি।
10 কারণ তুমি আমার ধৈর্যের বাক্য পালন করেছ, তাই আমিও তোমাকে প্রলোভনের সময় থেকে রক্ষা করব, যা সমস্ত জগতের ওপর আসবে, যা পৃথিবীতে বাস করে তাদের পরীক্ষা করার জন্য৷
11 দেখ, আমি তাড়াতাড়ি আসছি: তোমার যা আছে তা ধরে রাখো, যেন কেউ তোমার মুকুট না নেয়।
12 যে জয়ী হবে তাকে আমি আমার ঈশ্বরের মন্দিরে একটি স্তম্ভ তৈরি করব এবং সে আর বাইরে যাবে না: এবং আমি তার উপরে আমার ঈশ্বরের নাম এবং আমার ঈশ্বরের শহরের নাম লিখব, যেটি নতুন জেরুজালেম। , যিনি আমার ঈশ্বরের কাছ থেকে স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন: এবং আমি তাঁর উপর আমার নতুন নাম লিখব৷
13 যার কান আছে সে শুনুক আত্মা মণ্ডলীকে কি বলছেন৷
14 আর লায়ডিশিয়ানদের মণ্ডলীর দেবদূতের কাছে লিখ; আমিন, বিশ্বস্ত ও সত্য সাক্ষী, ঈশ্বরের সৃষ্টির সূচনা এই কথাগুলো বলেন;
15 আমি তোমার কাজ জানি, তুমি ঠাণ্ডাও নও, গরমও নও; আমি চাই তুমি ঠান্ডা না গরম।
16তাহলে তুমি যেহেতু উষ্ণ এবং ঠান্ডাও না গরমও তাই আমি তোমাকে আমার মুখ থেকে বের করে দেব।

17 কারণ তুমি বলছ, আমি ধনী, আমি ধনসম্পদ বৃদ্ধি করেছি, এবং আমার কোন প্রয়োজন নেই৷ আর তুমি জানো না যে তুমি হতভাগা, দুঃখী, দরিদ্র, অন্ধ ও নগ্ন:
18 আমি তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি যে আমার কাছ থেকে আগুনে পরীক্ষা করা সোনা কিনুন, যাতে আপনি ধনী হতে পারেন; এবং সাদা পোশাক, যাতে আপনি পরিধান করতে পারেন এবং আপনার নগ্নতার লজ্জা প্রকাশ না করে; এবং তোমার চোখকে চক্ষুদানে অভিষেক কর, যেন তুমি দেখতে পাও।
19 আমি যতজনকে ভালবাসি, আমি তিরস্কার করি এবং শায়েস্তা করি: তাই উদ্যোগী হও এবং অনুতপ্ত হও।
20 দেখ, আমি দরজায় দাঁড়িয়ে ধাক্কা দিচ্ছি, যদি কেউ আমার কণ্ঠস্বর শুনে দরজা খুলে দেয়, আমি তার কাছে আসব, তার সঙ্গে খাবার খাব, আর সে আমার সঙ্গে৷
21 যে জয়ী হয় তাকে আমি আমার সাথে আমার সিংহাসনে বসতে দেব, যেমন আমিও জয়ী হয়েছিলাম এবং আমার পিতার সাথে তাঁর সিংহাসনে বসেছি৷
22 যার কান আছে সে শুনুক আত্মা মণ্ডলীকে কি বলছেন৷

অধ্যায় 4

1 এর পরে আমি তাকালাম, আর দেখ, স্বর্গে একটি দরজা খোলা হয়েছে; এবং আমি যে প্রথম কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম তা আমার সঙ্গে কথা বলার মতো ছিল৷ যা বলেছিল, এখানে এসো, আমি তোমাকে দেখাব যা পরবর্তীতে হবে৷
2 আর সঙ্গে সঙ্গে আমি আত্মায় ছিলাম: আর দেখ, স্বর্গে একটি সিংহাসন স্থাপন করা হয়েছে এবং একজন সিংহাসনে বসেছেন৷
3 আর যিনি বসেছিলেন তিনি একটি জ্যাস্পার এবং একটি সার্ডাইন পাথরের মতো দেখতে ছিলেন: এবং সিংহাসনের চারপাশে একটি রংধনু ছিল, যা একটি পান্নার মতো দৃষ্টিতে ছিল৷
4 আর সিংহাসনের চারপাশে চার বিশটি আসন ছিল; এবং সেই আসনে আমি সাদা পোশাক পরা চার বিশ জন প্রাচীনকে বসে থাকতে দেখলাম৷ তাদের মাথায় সোনার মুকুট ছিল।
5 আর সিংহাসন থেকে বজ্রপাত, বজ্রপাত ও কণ্ঠস্বর বের হল এবং সিংহাসনের সামনে আগুনের সাতটি প্রদীপ জ্বলছিল, যা ঈশ্বরের সাতটি আত্মা৷
6 আর সিংহাসনের সামনে স্ফটিকের মতো কাঁচের সমুদ্র ছিল; আর সিংহাসনের মাঝখানে এবং সিংহাসনের চারপাশে, সামনে এবং পিছনে চারটি চোখ ভরা জন্তু ছিল৷
7 আর প্রথম জন্তুটি ছিল সিংহের মতো, দ্বিতীয় জন্তুটি ছিল বাছুরের মতো, এবং তৃতীয় জন্তুটির মুখ ছিল মানুষের মতো, আর চতুর্থ জন্তুটি ছিল উড়ন্ত ঈগলের মতো৷
8আর চারটি জন্তুর প্রত্যেকের ছয়টি করে ডানা ছিল; এবং তারা ভিতরে চোখ পূর্ণ ছিল: এবং তারা দিনরাত বিশ্রাম না করে এই বলে, পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, প্রভু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, যিনি ছিলেন এবং আছেন এবং আসছেন৷
9 এবং যখন সেই পশুরা সিংহাসনে বসেন, যিনি চিরকাল বেঁচে আছেন, তাঁকে গৌরব ও সম্মান ও ধন্যবাদ জানাবে,
10 সিংহাসনে যিনি বসে আছেন তাঁর সামনে চব্বিশজন প্রবীণ উপুড় হয়ে পড়েন এবং যিনি অনন্তকাল জীবিত তাঁকে উপাসনা করেন এবং সিংহাসনের সামনে তাদের মুকুট নিক্ষেপ করে বলেন,
11 হে প্রভু, আপনি গৌরব, সম্মান এবং শক্তি পাওয়ার যোগ্য: আপনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার সন্তুষ্টির জন্যই সেগুলি সৃষ্টি করা হয়েছে৷

অধ্যায় 5

1 আর আমি সিংহাসনে যিনি বসেছিলেন তাঁর ডান হাতে একটা বই দেখতে পেলাম, যার ভিতরে ও পিছনে সাতটি সীলমোহর করা আছে।
2 আর আমি একজন শক্তিশালী স্বর্গদূতকে জোরে জোরে ঘোষণা করতে দেখলাম, কে বইটি খুলতে এবং এর সীলমোহর খুলে দেওয়ার যোগ্য?
3 আর স্বর্গে বা পৃথিবীতে বা পৃথিবীর নীচে কোন মানুষই বইটি খুলতে পারেনি বা তার দিকে তাকাতে পারেনি৷
4 আর আমি খুব কেঁদেছিলাম, কারণ বইটি খোলার ও পড়ার যোগ্য কাউকে পাওয়া যায় নি, না তা দেখার যোগ্য।
5 এবং প্রবীণদের মধ্যে একজন আমাকে বললেন, কেঁদো না: দেখ, যিহূদার বংশের সিংহ, ডেভিডের মূল, বইটি খুলতে এবং এর সাতটি সীলমোহর খুলতে বিজয়ী হয়েছে৷
6 এবং আমি দেখলাম, এবং দেখলাম, সিংহাসন এবং চারটি প্রাণীর মধ্যে এবং প্রাচীনদের মধ্যে, একটি মেষশাবক দাঁড়িয়ে আছে যেমনটি তাকে হত্যা করা হয়েছিল, যার সাতটি শিং এবং সাতটি চোখ ছিল, যা হল সাতটি আত্মা। ঈশ্বরের সমস্ত পৃথিবীতে প্রেরিত.
7 আর তিনি এসে সিংহাসনে যিনি বসেছিলেন তার ডান হাত থেকে বইটি নিয়ে নিলেন৷
8 এবং যখন তিনি বইটি নিলেন, তখন চারটি জন্তু এবং চব্বিশজন প্রাচীন মেষশাবকের সামনে পড়ে গেলেন, তাদের প্রত্যেকের কাছে বীণা এবং সুগন্ধে ভরা সোনার শিশি ছিল, যা সাধুদের প্রার্থনা।
9 এবং তারা একটি নতুন গান গেয়েছিল, এই বলে যে, আপনি বইটি নিতে এবং এর সীলমোহরগুলি খোলার যোগ্য: কেননা আপনি নিহত হয়েছিলেন এবং আপনার রক্তের দ্বারা সমস্ত আত্মীয়, ভাষা এবং লোকেদের থেকে আমাদের ঈশ্বরের কাছে মুক্ত করেছেন৷ এবং জাতি;
10 এবং আমাদের ঈশ্বরের কাছে আমাদের রাজা ও যাজক বানিয়েছেন এবং আমরা পৃথিবীতে রাজত্ব করব৷
11 এবং আমি দেখলাম, এবং আমি সিংহাসনের চারপাশে অনেক স্বর্গদূতের কন্ঠস্বর শুনতে পেলাম, পশু এবং প্রাচীনদের; এবং তাদের সংখ্যা দশ হাজার গুণ দশ হাজার এবং হাজার হাজার ছিল;
12 উচ্চস্বরে বলছিলেন, শক্তি, ধন, জ্ঞান, শক্তি, সম্মান, গৌরব ও আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য যে মেষশাবককে হত্যা করা হয়েছিল সে যোগ্য৷
13 এবং স্বর্গে, পৃথিবীতে, পৃথিবীর নীচে এবং সমুদ্রের মধ্যে যা কিছু আছে এবং তাদের মধ্যে যা কিছু আছে, আমি এই কথা বলতে শুনেছি, আশীর্বাদ, সম্মান, গৌরব ও শক্তি হোক। তাঁর কাছে যিনি সিংহাসনে বসে আছেন এবং চিরকালের জন্য মেষশাবকের কাছে৷
14 আর চারটি জন্তু বলল, আমেন। আর সেই চব্বিশজন প্রবীণ উপাসনা করলেন যিনি চিরকাল বেঁচে আছেন।

অধ্যায় 6

1 এবং আমি দেখলাম যখন মেষশাবক সীলমোহরগুলির মধ্যে একটি খুললেন, এবং আমি শুনতে পেলাম, বজ্রপাতের শব্দ, চারটি জন্তুর মধ্যে একটি বলছে, এসো এবং দেখ।
2 আর আমি দেখলাম, এবং দেখলাম একটা সাদা ঘোড়া; আর যে তার উপর বসেছিল তার একটা ধনুক ছিল; এবং তাকে একটি মুকুট দেওয়া হল: এবং তিনি বিজয়ী হতে এবং জয় করতে এগিয়ে গেলেন।
3 আর যখন তিনি দ্বিতীয় সীলমোহরটি খুললেন, তখন আমি দ্বিতীয় জন্তুটিকে বলতে শুনলাম, এসো এবং দেখ।
4 আর একটা লাল ঘোড়া বের হল৷ আর যে ঘোড়ায় বসেছিল তাকে পৃথিবী থেকে শান্তি ফিরিয়ে আনার এবং একে অপরকে হত্যা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল৷ এবং তাকে একটি বড় তলোয়ার দেওয়া হয়েছিল৷
5 আর যখন তিনি তৃতীয় সীলমোহরটি খুললেন, তখন আমি তৃতীয় জন্তুটিকে বলতে শুনলাম, এসো এবং দেখ৷ এবং আমি একটি কালো ঘোড়া দেখলাম; আর যে তার ওপর বসেছিল তার হাতে একজোড়া ভারসাম্য ছিল৷
6 আর আমি চারটি জন্তুর মাঝখানে একটা কন্ঠস্বর শুনতে পেলাম যে, এক পয়সার বিনিময়ে এক মাপ গম এবং এক পয়সার জন্য তিন মাপ যব; আর দেখো তেল ও দ্রাক্ষারসের ক্ষতি করো না।
7 আর যখন তিনি চতুর্থ সীলমোহরটি খুললেন, আমি চতুর্থ জন্তুটির কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, 'এসো এবং দেখ।'
8 এবং আমি তাকালাম, এবং একটি ফ্যাকাশে ঘোড়া দেখতে পেলাম: এবং তার উপর বসে থাকা তার নাম ছিল মৃত্যু, এবং নরক তার সাথে অনুসরণ করেছিল৷ এবং তাদের কাছে পৃথিবীর চতুর্থ অংশের উপর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, তরবারি, ক্ষুধা, মৃত্যু এবং পৃথিবীর পশুদের দ্বারা হত্যা করার জন্য।
9 এবং যখন তিনি পঞ্চম সীলমোহরটি খুললেন, তখন আমি বেদীর নীচে তাদের আত্মা দেখতে পেলাম যারা ঈশ্বরের বাক্য এবং তারা যে সাক্ষ্য দিয়েছিল তার জন্য হত্যা করা হয়েছিল:
10 আর তারা উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলল, হে প্রভু, পবিত্র ও সত্য, আর কতকাল তুমি বিচার করবে না এবং পৃথিবীতে যারা বাস করে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের রক্তের প্রতিশোধ নেবে না?
11 এবং তাদের প্রত্যেককে সাদা পোশাক দেওয়া হয়েছিল; এবং তাদের বলা হয়েছিল, যে তাদের সহকর্মীরা এবং তাদের ভাইদেরও, যারা তাদের মতো করে হত্যা করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা অল্প সময়ের জন্য বিশ্রাম নেবে৷
12 এবং আমি দেখলাম যখন তিনি ষষ্ঠ সীলমোহরটি খুললেন, এবং দেখ, একটি প্রচণ্ড ভূমিকম্প হল৷ সূর্য চুলের চটের মত কালো হয়ে গেল আর চাঁদ হল রক্তের মত।
13 এবং আকাশের তারাগুলি পৃথিবীতে পড়ল, যেমন একটি ডুমুর গাছ তার অসময়ে ডুমুরগুলি ফেলে দেয়, যখন সে প্রবল বাতাসে কেঁপে ওঠে৷
14 এবং স্বর্গ একটি স্ক্রোল হিসাবে প্রস্থান করা হয় যখন এটি একসঙ্গে গুটানো হয়; সমস্ত পর্বত ও দ্বীপ তাদের জায়গা থেকে সরে গেল।
15 এবং পৃথিবীর রাজারা, মহান ব্যক্তিরা, ধনী ব্যক্তিরা, প্রধান সেনাপতি, বীর পুরুষ, এবং প্রতিটি দাস এবং প্রত্যেক স্বাধীন মানুষ গর্ত ও পাহাড়ের পাথরের মধ্যে নিজেদের লুকিয়ে রেখেছিলেন;
16 এবং পর্বত ও পাথরকে বললেন, আমাদের উপর পড়ুন এবং যিনি সিংহাসনে বসে আছেন তার মুখ থেকে এবং মেষশাবকের ক্রোধ থেকে আমাদের আড়াল করুন:
17 কারণ তাঁর ক্রোধের মহান দিন এসেছে; এবং কে দাঁড়াতে সক্ষম হবে?

অধ্যায় 7

1 এই ঘটনার পরে আমি চারজন স্বর্গদূতকে পৃথিবীর চার কোণে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর চারটি বাতাসকে ধরে থাকতে দেখলাম, যাতে বাতাস পৃথিবীতে, সমুদ্রে বা কোনও গাছে না বয়ে যায়৷
2 আর আমি জীবন্ত ঈশ্বরের সীলমোহর নিয়ে পূর্ব দিক থেকে আরেকজন ফেরেশতাকে উপরে উঠতে দেখলাম; আর তিনি সেই চারজন স্বর্গদূতকে উচ্চস্বরে ডাকলেন, যাদেরকে পৃথিবী ও সমুদ্রকে আঘাত করার জন্য দেওয়া হয়েছিল,
3 আমরা আমাদের ঈশ্বরের দাসদের কপালে সীলমোহর না করা পর্যন্ত পৃথিবী, সমুদ্র বা বৃক্ষকে আঘাত করো না।
4 আর আমি শুনলাম যে সীলমোহর করা হয়েছিল তাদের সংখ্যা; এবং ইস্রায়েল-সন্তানদের সমস্ত গোষ্ঠীর এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার সীলমোহর করা হয়েছিল।
5 যিহূদার উপজাতির বারো হাজার সিল করা হয়েছিল। রূবেন বংশের বারো হাজার সিল করা হয়েছিল. গাদ গোষ্ঠীর বারো হাজার সিল করা হয়েছিল।
6 আসের বংশের বারো হাজার সীলমোহর করা হয়েছিল। নেপথালিম গোত্রের বারো হাজার সিল করা হয়েছিল। মানসেস গোত্রের বারো হাজার সিল করা হয়েছিল।
7 শিমিয়োন-গোষ্ঠীর বারো হাজার সীলমোহর করা হয়েছিল। লেভি গোষ্ঠীর বারো হাজার সিল করা হয়েছিল। ইষাখর গোত্রের বারো হাজার সিল করা হয়েছিল।
8 জাবুলন গোষ্ঠীর বারো হাজার সীলমোহর করা হয়েছিল। জোসেফ গোত্রের বারো হাজার সিল করা হয়েছিল. বিন্যামীন গোত্রের বারো হাজার সিল করা হয়েছিল।
9 এর পরে আমি দেখলাম, এবং দেখলাম, সমস্ত জাতি, আত্মীয়, মানুষ এবং ভাষাভাষিদের একটি বিশাল জনসমাগম, যাকে কেউ গণনা করতে পারে না, সিংহাসনের সামনে এবং মেষশাবকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, সাদা পোশাক এবং হাতের তালু পরিহিত। তাদের হাতে;
10 এবং উচ্চস্বরে চিৎকার করে বললেন, আমাদের ঈশ্বর যিনি সিংহাসনে বসে আছেন এবং মেষশাবকের কাছে পরিত্রাণ৷
11 আর সমস্ত স্বর্গদূতেরা সিংহাসনের চারপাশে এবং প্রাচীনদের এবং চারটি পশুর চারপাশে দাঁড়িয়ে সিংহাসনের সামনে মুখ থুবড়ে পড়লেন এবং ঈশ্বরের উপাসনা করলেন,

12 বলুন, আমেন: আশীর্বাদ, মহিমা, প্রজ্ঞা, ধন্যবাদ, সম্মান, শক্তি এবং শক্তি আমাদের ঈশ্বরের কাছে চিরকালের জন্য হোক৷ আমীন।
13 আর একজন প্রবীণ উত্তর দিলেন, আমাকে বললেন, সাদা পোশাক পরা এরা কী? এবং তারা কোথা থেকে এসেছে?
14 আমি তাকে বললাম, 'স্যার, আপনি জানেন৷ এবং তিনি আমাকে বললেন, এরাই তারা যারা মহাক্লেশ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, এবং তাদের পোশাক ধুয়ে মেষশাবকের রক্তে সাদা করেছেন৷
15 সেইজন্য তারা ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে থাকে এবং তাঁর মন্দিরে দিনরাত তাঁর সেবা করে এবং যে সিংহাসনে বসে থাকে সে তাদের মধ্যে বাস করবে৷
16 তারা আর ক্ষুধার্ত হবে না, পিপাসাও পাবে না; তাদের উপর সূর্যের আলোও পড়বে না, তাপও থাকবে না।
17 কারণ সিংহাসনের মাঝখানে যে মেষশাবকটি রয়েছে সে তাদের খাওয়াবে এবং তাদের জীবন্ত জলের ফোয়ারার দিকে নিয়ে যাবে: এবং ঈশ্বর তাদের চোখ থেকে সমস্ত অশ্রু মুছে দেবেন৷

অধ্যায় 8

1 তিনি যখন সপ্তম সীলমোহর খুললেন, তখন স্বর্গে প্রায় আধঘণ্টা নীরবতা ছিল৷
2 আর আমি সেই সাতজন ফেরেশতাকে দেখলাম যারা ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়েছিল৷ তাদের সাতটি তূরী দেওয়া হল৷
3 আর একজন স্বর্গদূত এসে বেদীর কাছে দাঁড়ালেন, তাঁর কাছে সোনার ধূপধূনো ছিল৷ এবং তাকে প্রচুর ধূপ দেওয়া হয়েছিল, যাতে তিনি সিংহাসনের সামনে থাকা সোনার বেদীতে সমস্ত সাধুদের প্রার্থনার সাথে এটি উত্সর্গ করেন৷
4 আর সেই ধূপের ধোঁয়া, যা পবিত্র লোকদের প্রার্থনার সাথে এসেছিল, স্বর্গদূতের হাত থেকে ঈশ্বরের সামনে উঠে গেল৷
5 আর ফেরেশতা ধূপধূনোটি নিয়ে বেদীর আগুনে পূর্ণ করে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করলেন, এবং সেখানে শব্দ, বজ্রপাত, বিদ্যুৎ চমকানো এবং ভূমিকম্প হল৷
6 আর সাতটি স্বর্গদূত যাদের সাতটি তূরী ছিল তারা বাজানোর জন্য প্রস্তুত হল৷
7 প্রথম ফেরেশতা বাজালেন, তারপর রক্তে মিশ্রিত শিলা ও আগুনের পিছু নিল, এবং সেগুলি পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হল: এবং গাছের তৃতীয় অংশ পুড়ে গেল এবং সমস্ত সবুজ ঘাস পুড়ে গেল।
8 আর দ্বিতীয় ফেরেশতা বাজালেন, এবং আগুনে জ্বলন্ত একটি বড় পাহাড়ের মতো সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হল, আর সমুদ্রের তৃতীয় অংশ রক্তে পরিণত হল৷
9 আর সমুদ্রের মধ্যে থাকা প্রাণীদের তৃতীয় অংশ মারা গেল৷ এবং জাহাজের তৃতীয় অংশ ধ্বংস হয়ে গেল।
10 আর তৃতীয় ফেরেশতা বাজালেন, আর স্বর্গ থেকে একটা বড় তারা পড়ল, প্রদীপের মতো জ্বলতে লাগল, আর তা নদীগুলির তৃতীয় অংশে এবং জলের ফোয়ারার উপরে পড়ল৷
11 আর নক্ষত্রটির নাম কৃমি কাঠ; এবং অনেক লোক জলে মারা গেল, কারণ সেগুলি তেতো হয়েছিল৷
12 আর চতুর্থ স্বর্গদূত বাজালেন, তাতে সূর্যের এক তৃতীয়াংশ, চাঁদের তৃতীয় অংশ এবং তারার তৃতীয় অংশে আঘাত হল৷ তাই তাদের তৃতীয় অংশ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, এবং দিনের এক তৃতীয়াংশের জন্যও আলো আসেনি এবং রাতও একইভাবে।
13 আর আমি দেখলাম, এবং শুনলাম একজন স্বর্গদূত স্বর্গের মাঝ দিয়ে উড়ে যাচ্ছেন, উচ্চস্বরে বলছেন, ধিক্, ধিক্, ধিক্, ধিক্, ধিক্, পৃথিবীর বাসিন্দাদের জন্য, তিনজন স্বর্গদূতের শিঙার অন্য কণ্ঠের কারণে। এখনও শব্দ!

অধ্যায় 9

1 আর পঞ্চম ফেরেশতা বাজালেন, এবং আমি স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে একটি তারা পড়ে যেতে দেখলাম, এবং তাকে অতল গর্তের চাবি দেওয়া হল।
2 এবং তিনি অতল গর্ত খুললেন; আর সেই গর্ত থেকে একটা ধোঁয়া উঠল, যেন একটা বড় চুল্লির ধোঁয়া। গর্তের ধোঁয়ায় সূর্য ও বাতাস অন্ধকার হয়ে গেল।
3 আর ধোঁয়া থেকে পৃথিবীতে পঙ্গপাল বের হল এবং পৃথিবীর বিচ্ছুদের মত ক্ষমতা তাদের দেওয়া হল৷
4 এবং তাদের আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে তারা পৃথিবীর ঘাস, কোন সবুজ জিনিস বা কোন গাছের ক্ষতি করবে না; কিন্তু শুধুমাত্র সেইসব লোক যাদের কপালে ঈশ্বরের সিল নেই৷
5 এবং তাদের দেওয়া হয়েছিল যে তারা তাদের হত্যা করবে না, কিন্তু তাদের পাঁচ মাস যন্ত্রণা দিতে হবে: এবং তাদের যন্ত্রণা ছিল একটি বিচ্ছুর যন্ত্রণার মতো, যখন সে একজন মানুষকে আঘাত করে৷
6 আর সেই সময়ে মানুষ মৃত্যু খুঁজবে কিন্তু তা পাবে না৷ এবং মৃত্যু কামনা করবে, এবং মৃত্যু তাদের কাছ থেকে পলায়ন করবে৷
7 আর পঙ্গপালের আকৃতি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ঘোড়ার মত ছিল; তাদের মাথায় ছিল সোনার মতো মুকুট এবং তাদের মুখ ছিল মানুষের মুখের মতো৷
8তাদের চুল ছিল মহিলাদের চুলের মত আর তাদের দাঁত ছিল সিংহের দাঁতের মত।
9 আর তাদের বক্ষবন্ধনী ছিল, যেমন লোহার বক্ষবন্ধনী; এবং তাদের পাখার আওয়াজ ছিল অনেক ঘোড়ার রথের শব্দ যা যুদ্ধে ছুটে আসছে।
10 এবং তাদের লেজ ছিল বিচ্ছুর মত, এবং তাদের লেজে ডাল ছিল: এবং তাদের ক্ষমতা ছিল পাঁচ মাস মানুষকে আঘাত করার।
11 এবং তাদের উপরে একজন রাজা ছিলেন, তিনি হলেন অতল গহ্বরের দেবদূত, হিব্রু ভাষায় যাঁর নাম অ্যাবাডন, কিন্তু গ্রীক ভাষায় তাঁর নাম অ্যাপলিয়ন৷
12 এক দুর্ভোগ অতীত; এবং, দেখো, পরবর্তীতে আরও দুটি দুর্ভোগ আসবে।
13 আর ষষ্ঠ স্বর্গদূত বাজালেন, আর আমি ঈশ্বরের সামনে সোনার বেদীর চারটি শিং থেকে একটি রব শুনতে পেলাম,

14 ষষ্ঠ ফেরেশতা যাঁর শিঙা ছিল, তাঁকে বললেন, যে চারজন ফেরেশতা গ্রেট নদীতে বাঁধা আছে তাদের খুলে দাও।
15 আর চারজন ফেরেশতাকে খুলে দেওয়া হল, যারা এক ঘণ্টা, এক দিন, এক মাস ও এক বছরের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল, মানুষের তৃতীয়াংশকে হত্যা করার জন্য৷
16 আর ঘোড়সওয়ারদের সৈন্যের সংখ্যা ছিল দুই লক্ষ, এবং আমি তাদের সংখ্যা শুনলাম।
17 এবং এইভাবে আমি দর্শনে ঘোড়াগুলিকে দেখলাম, এবং তাদের উপর যারা বসেছিল, তাদের বক্ষবন্ধনী ছিল আগুন, জ্যাসিন্থ এবং গন্ধক; এবং ঘোড়াগুলির মাথাগুলি সিংহের মাথার মত ছিল; আর তাদের মুখ থেকে আগুন, ধোঁয়া ও গন্ধক বের হল।
18 এই তিনজনের দ্বারা লোকদের তৃতীয় অংশকে হত্যা করা হয়েছিল, আগুন, ধোঁয়া এবং গন্ধক দ্বারা, যা তাদের মুখ থেকে নির্গত হয়েছিল।
19 কারণ তাদের শক্তি তাদের মুখে এবং তাদের লেজে রয়েছে: কারণ তাদের লেজগুলি সাপের মতো ছিল এবং তাদের মাথা ছিল এবং তাদের দ্বারা তারা আঘাত করে৷
20 আর বাকি মানুষ যারা এই মহামারীতে নিহত হয়নি তারা এখনও তাদের হাতের কাজের জন্য অনুতপ্ত হয়নি, যাতে তারা শয়তান, সোনা, রূপা, পিতল, পাথর ও কাঠের মূর্তিদের পূজা না করে। না দেখতে, না শুনতে, না হাঁটা:
21 তারা তাদের হত্যার জন্য অনুতপ্ত হয়নি, তাদের যাদুবিদ্যার জন্য, তাদের ব্যভিচারের জন্য বা তাদের চুরির জন্য অনুতপ্ত হয়নি৷

অধ্যায় 10

1 আর আমি আর একজন পরাক্রমশালী স্বর্গদূতকে মেঘ পরা স্বর্গ থেকে নেমে আসতে দেখলাম: এবং তার মাথায় একটি রংধনু ছিল, এবং তার মুখ সূর্যের মতো এবং তার পা আগুনের স্তম্ভের মতো ছিল:
2 এবং তার হাতে একটি ছোট বই খোলা ছিল: এবং তিনি তার ডান পা সমুদ্রের উপর এবং তার বাম পা পৃথিবীতে রাখলেন,
3 আর সিংহের গর্জনের মতো উচ্চস্বরে চিৎকার করলেন; আর তিনি যখন চিৎকার করলেন, তখন সাতটি বজ্রধ্বনি উচ্চারণ করল।
4 এবং যখন সাতটি বজ্র তাদের কণ্ঠস্বর উচ্চারণ করেছিল, আমি লিখতে যাচ্ছিলাম: এবং আমি স্বর্গ থেকে একটি রব শুনতে পেলাম যে আমাকে বলছে, সাতটি বজ্র যা উচ্চারণ করেছে সেগুলিকে সীলমোহর কর এবং সেগুলি লিখো না৷
5আর আমি যে ফেরেশতাকে সমুদ্রে ও পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি, তিনি স্বর্গের দিকে তাঁর হাত তুলেছেন,
6 এবং যিনি চিরকাল বেঁচে আছেন, যিনি স্বর্গ, সেখানে যা কিছু আছে, পৃথিবী এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে, সমুদ্র এবং এর মধ্যে যা আছে সব সৃষ্টি করেছেন, তাঁর নামে শপথ করেছিলাম যে সময় হবে। আর নেই:
7 কিন্তু সপ্তম ফেরেশতার কণ্ঠস্বরের দিনে, যখন তিনি বাজাতে শুরু করবেন, তখন ঈশ্বরের রহস্য শেষ হওয়া উচিত, যেমন তিনি তাঁর দাসদের ভাববাদীদের কাছে ঘোষণা করেছেন৷
8 আর আমি স্বর্গ থেকে যে কন্ঠস্বর শুনলাম তা আবার আমাকে বলল, "যাও এবং সেই ছোট্ট বইটি নিয়ে নাও যা সেই দেবদূতের হাতে খোলা আছে, যিনি সমুদ্র ও পৃথিবীর উপরে দাঁড়িয়ে আছেন৷
9 আর আমি ফেরেশতার কাছে গিয়ে বললাম, আমাকে ছোট্ট বইটা দাও। তিনি আমাকে বললেন, 'এটা নাও এবং খাও। আর তা তোমার পেটকে তিক্ত করে তুলবে, কিন্তু তা তোমার মুখে মধুর মত মিষ্টি হবে।
10 আর আমি দেবদূতের হাত থেকে ছোট্ট বইটা নিয়ে খেয়ে ফেললাম; আর তা আমার মুখে মধুর মতো মিষ্টি ছিল৷
11 এবং তিনি আমাকে বললেন, তোমাকে অনেক জাতি, জাতি, ভাষা ও রাজাদের সামনে আবার ভাববাণী বলতে হবে৷

অধ্যায় 11

1 এবং সেখানে আমাকে একটি লাঠির মত একটি নল দেওয়া হল: এবং স্বর্গদূত দাঁড়িয়ে বললেন, উঠুন এবং ঈশ্বরের মন্দির, বেদী এবং সেখানে যারা উপাসনা করে তাদের পরিমাপ করুন৷
2 কিন্তু মন্দিরের বাইরে যে প্রাঙ্গণ আছে তা ছেড়ে দাও, মাপবে না৷ কারণ এটি অইহুদীদের দেওয়া হয়েছে: এবং পবিত্র শহরটি তারা 42 মাস পায়ের নীচে মাড়াবে৷
3 এবং আমি আমার দুই সাক্ষীকে ক্ষমতা দেব, এবং তারা চট পরিহিত এক হাজার দুইশত তিরিশ দিন ভবিষ্যদ্বাণী করবে।
4 এই দুটি জলপাই গাছ এবং পৃথিবীর ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দুটি দীপাধার৷
5 আর যদি কেউ তাদের আঘাত করে, তবে তাদের মুখ থেকে আগুন বের হয় এবং তাদের শত্রুদের গ্রাস করে এবং যদি কেউ তাদের আঘাত করে তবে তাকে এইভাবে হত্যা করতে হবে।
6 তাদের ভবিষ্যদ্বাণীর দিনে আকাশ বন্ধ করার ক্ষমতা রয়েছে, যাতে তাদের ভবিষ্যদ্বাণীর দিনে বৃষ্টি না হয়: এবং জলের উপর তাদের ক্ষমতা রয়েছে যাতে সেগুলিকে রক্তে পরিণত করা যায় এবং যতবার তারা ইচ্ছা করে সমস্ত মহামারী দিয়ে পৃথিবীকে আঘাত করে।
7 এবং যখন তারা তাদের সাক্ষ্য দেওয়া শেষ করবে, তখন সেই জন্তুটি যে অতল গর্ত থেকে উঠে আসছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং তাদের জয় করবে এবং তাদের হত্যা করবে৷
8 এবং তাদের মৃতদেহ সেই মহান শহরের রাস্তায় পড়ে থাকবে, যাকে আধ্যাত্মিকভাবে সদোম এবং মিশর বলা হয়, যেখানে আমাদের প্রভুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল৷
9আর লোকেরা, গোষ্ঠী, ভাষা ও জাতির লোকেরা সাড়ে তিন দিন তাদের মৃতদেহ দেখবে এবং তাদের মৃতদেহকে কবরে ফেলতে দেবে না।
10 আর যারা পৃথিবীতে বাস করবে তারা তাদের দেখে আনন্দ করবে, আনন্দ করবে এবং একে অপরকে উপহার পাঠাবে; কারণ এই দুই ভাববাদী পৃথিবীতে যারা বাস করত তাদের কষ্ট দিয়েছিল৷

11 আর সাড়ে তিন দিন পর ঈশ্বরের কাছ থেকে জীবনের আত্মা তাদের মধ্যে প্রবেশ করল এবং তারা তাদের পায়ে দাঁড়াল। যাঁরা তাদের দেখেছিল, তাদের ওপর ভীষণ ভয় হল।
12 আর তারা স্বর্গ থেকে একটা বড় কণ্ঠস্বর শুনতে পেল যে, 'এখানে উপরে এস।' এবং তারা মেঘে স্বর্গে উঠে গেল; এবং তাদের শত্রুরা তাদের দেখেছিল।
13 আর সেই সময়েই একটি প্রচণ্ড ভূমিকম্প হল, এবং শহরের দশমাংশ পড়ে গেল, এবং ভূমিকম্পে সাত হাজার লোক নিহত হল; আর অবশিষ্টরা ভয় পেয়ে গেল এবং স্বর্গের ঈশ্বরের গৌরব করল।
14 দ্বিতীয় দুর্ভোগ অতীত; আর, দেখ, তৃতীয় দুর্ভোগ তাড়াতাড়ি আসছে।
15 আর সপ্তম ফেরেশতা বাজালেন; এবং স্বর্গে বড় কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'এই জগতের রাজ্যগুলি আমাদের প্রভুর এবং তাঁর খ্রীষ্টের রাজ্যে পরিণত হয়েছে। এবং তিনি চিরকালের জন্য রাজত্ব করবেন।
16 আর সেই চব্বিশজন প্রবীণ, যারা ঈশ্বরের সামনে তাদের আসনে বসেছিলেন, তারা মুখের উপর উপুড় হয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করলেন।
17 বলছিলেন, হে প্রভু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই, যা শিল্প, অপ্রচলিত এবং ভবিষ্যতের শিল্প; কারণ তুমি তোমার মহান ক্ষমতা তোমার কাছে নিয়েছ এবং রাজত্ব করেছ।
18 এবং জাতিগুলি রাগান্বিত হয়েছিল, এবং আপনার ক্রোধ এবং মৃতদের সময় এসেছে, তাদের বিচার করা হবে এবং আপনি আপনার দাসদের, ভাববাদীদের, পবিত্র লোকদের এবং যারা আপনার নামকে ভয় করে তাদের প্রতি পুরষ্কার দেবেন, ছোট এবং বড়; এবং পৃথিবী ধ্বংস যারা তাদের ধ্বংস করা উচিত.
19 এবং স্বর্গে ঈশ্বরের মন্দির খোলা হল, এবং তাঁর মন্দিরে তাঁর নিয়মের সিন্দুকটি দেখা গেল: এবং সেখানে বজ্রপাত, কণ্ঠস্বর, বজ্রপাত, ভূমিকম্প এবং বড় শিলাবৃষ্টি হল।

অধ্যায় 12

1 আর স্বর্গে এক বিরাট আশ্চর্য দেখা গেল; সূর্যের পোশাক পরা একজন মহিলা, এবং তার পায়ের নীচে চাঁদ, এবং তার মাথায় বারোটি তারার মুকুট:
2 আর সে সন্তানের সঙ্গী হয়ে কেঁদে উঠল, প্রসবের সময় প্রসব করছিল এবং প্রসবের জন্য ব্যাথা পেয়েছিল।
3 আর স্বর্গে আর এক আশ্চর্য দেখা গেল; এবং দেখ, একটি বড় লাল ড্রাগন, যার সাতটি মাথা এবং দশটি শিং এবং তার মাথায় সাতটি মুকুট রয়েছে।
4 এবং তার লেজ আকাশের তারার তৃতীয় অংশ টেনে এনে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করল: আর ড্রাগনটি সেই মহিলার সামনে দাঁড়াল যে প্রসবের জন্য প্রস্তুত ছিল, তার সন্তানের জন্মের সাথে সাথে তাকে গ্রাস করার জন্য।
5 এবং তিনি একটি পুরুষ শিশুর জন্ম দেন, যিনি লোহার রড দিয়ে সমস্ত জাতিকে শাসন করতেন, এবং তার সন্তানকে ঈশ্বরের কাছে এবং তাঁর সিংহাসনে তুলে নেওয়া হয়েছিল।
6 আর সেই স্ত্রীলোকটি মরুভূমিতে পালিয়ে গেল, যেখানে ঈশ্বরের পক্ষ থেকে তার জন্য একটি জায়গা প্রস্তুত করা হয়েছে, যাতে তারা সেখানে তাকে এক হাজার দুইশত তিরিশ দিন খাওয়াতে পারে।
7 এবং স্বর্গে যুদ্ধ হয়েছিল: মাইকেল এবং তার ফেরেশতারা ড্রাগনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন; এবং ড্রাগন এবং তার ফেরেশতাদের যুদ্ধ,
8 এবং জয়ী হয় নি; স্বর্গে তাদের স্থান আর পাওয়া যায়নি।
9 এবং সেই মহান ড্রাগনটিকে, সেই পুরানো সাপটিকে, যাকে ডেভিল এবং শয়তান বলা হয়, যাকে সমস্ত জগৎকে প্রতারিত করে। তাকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, এবং তার দূতদেরকে তার সঙ্গে বাইরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।
10 এবং আমি স্বর্গে একটি উচ্চস্বরে বলতে শুনলাম, এখন এসেছে পরিত্রাণ, শক্তি, এবং আমাদের ঈশ্বরের রাজ্য এবং তাঁর খ্রীষ্টের শক্তি, কারণ আমাদের ভ্রাতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগকারীকে নিক্ষেপ করা হয়েছে, যে আমাদের ঈশ্বরের দিনের সামনে তাদের দোষারোপ করেছিল। এবং রাত
11 এবং তারা মেষশাবকের রক্তের দ্বারা এবং তাদের সাক্ষ্যের বাক্য দ্বারা তাকে পরাস্ত করেছিল; এবং তারা মৃত্যু পর্যন্ত তাদের জীবন ভালবাসে না.
12অতএব, হে স্বর্গবাসীরা এবং তোমরা যারা তাদের মধ্যে বাস কর তারা আনন্দ কর। পৃথিবী ও সমুদ্রের বাসিন্দাদের জন্য ধিক্! কারণ শয়তান তোমাদের কাছে নেমে এসেছে, তার প্রচণ্ড ক্রোধ রয়েছে, কারণ সে জানে যে তার অল্প সময় আছে।
13 আর ড্রাগনটি যখন দেখল যে তাকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হয়েছে, তখন সে সেই মহিলাকে অত্যাচার করতে লাগল, যে পুরুষ শিশুটিকে প্রসব করেছিল।
14 এবং মহিলাটিকে একটি বড় ঈগলের দুটি ডানা দেওয়া হয়েছিল, যাতে সে মরুভূমিতে তার জায়গায় উড়ে যেতে পারে, যেখানে সে সাপের মুখ থেকে কিছু সময়, বার এবং অর্ধেক সময়ের জন্য পুষ্ট হয়।
15 আর সাপটি তার মুখ থেকে বন্যার মতো জল ছুঁড়ে দিল স্ত্রীলোকের পিছনে, যাতে সে তাকে বন্যার মধ্যে নিয়ে যেতে পারে।
16 আর পৃথিবী সেই স্ত্রীলোকটিকে সাহায্য করল, আর পৃথিবী তার মুখ খুলে দিল এবং ড্রাগন তার মুখ থেকে যে বন্যা বের করেছিল তা গিলে ফেলল।
17 আর সেই ড্রাগনটি সেই স্ত্রীলোকের উপর ক্রুদ্ধ হল এবং তার বংশের অবশিষ্টাংশের সাথে যুদ্ধ করতে গেল, যারা ঈশ্বরের আদেশ পালন করে এবং যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষ্য দেয়।

অধ্যায় 13

1 এবং আমি সমুদ্রের বালির উপর দাঁড়িয়েছিলাম, এবং একটি জন্তুকে সমুদ্র থেকে উঠতে দেখলাম, যার সাতটি মাথা এবং দশটি শিং রয়েছে এবং তার শিংগুলিতে দশটি মুকুট এবং তার মাথায় নিন্দার নাম রয়েছে।
2 আর আমি যে জানোয়ারটিকে দেখেছিলাম তা ছিল চিতাবাঘের মতো, এবং তার পা ছিল ভাল্লুকের পায়ের মতো, এবং তার মুখ সিংহের মুখের মতো: এবং ড্রাগন তাকে তার শক্তি, তার আসন এবং মহান কর্তৃত্ব দিয়েছিল।

3 এবং আমি দেখলাম তার একটি মাথা মারা গেছে; এবং তার মারাত্মক ক্ষত নিরাময় করা হয়েছিল: এবং সমস্ত বিশ্ব জন্তুটির পিছনে অবাক হয়েছিল।
4 আর তারা সেই ড্রাগনের উপাসনা করলো যে পশুকে ক্ষমতা দিয়েছিল৷ কে তার সাথে যুদ্ধ করতে সক্ষম?
5 এবং তাকে এমন একটি মুখ দেওয়া হল যা বড় বড় কথা ও নিন্দার কথা বলে৷ এবং তাকে বিয়াল্লিশ মাস চলার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল।
6 আর তিনি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, তাঁর নাম, তাঁর তাঁবু এবং স্বর্গে বসবাসকারীদের নিন্দা করতে তাঁর মুখ খুলেছিলেন৷
7 এবং তাকে সাধুদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য এবং তাদের পরাস্ত করার জন্য দেওয়া হয়েছিল: এবং তাকে সমস্ত জাতি, ভাষা এবং জাতির উপর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল৷
8 আর পৃথিবীতে যারা বাস করে তারা সকলেই তাঁর উপাসনা করবে, যাদের নাম পৃথিবীর ভিত্তি থেকে নিহত মেষশাবকের জীবন পুস্তকে লেখা নেই।
9যদি কারো কান থাকে সে শুনুক৷
10 যে বন্দীদশায় নিয়ে যায় সে বন্দীদশায় যাবে; এখানেই ধৈর্য এবং সাধকদের বিশ্বাস।
11 আমি আর একটা জন্তুকে পৃথিবী থেকে উঠে আসতে দেখলাম৷ এবং তার একটি মেষশাবক মত দুটি শিং ছিল, এবং তিনি একটি ড্রাগন মত কথা বলতে.
12 এবং তিনি তার সামনে প্রথম জন্তুর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেন এবং পৃথিবী এবং সেখানে যারা বাস করেন তাদের প্রথম জন্তুটির উপাসনা করতে বাধ্য করেন, যার মারাত্মক ক্ষত নিরাময় হয়েছিল৷
13 এবং তিনি মহান আশ্চর্য কাজ করেন, যাতে তিনি মানুষের দৃষ্টিতে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে আগুন নামিয়ে দেন,
14 এবং সেই সমস্ত অলৌকিক কাজগুলির মাধ্যমে যারা পৃথিবীতে বাস করে তাদের প্রতারিত করে যেগুলি পশুর দৃষ্টিতে করার ক্ষমতা তার ছিল৷ পৃথিবীতে যারা বাস করে তাদের বলছি, তারা যেন সেই পশুর প্রতিমূর্তি তৈরি করে, যাকে তরবারি দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছিল এবং সে বেঁচে ছিল৷
15 এবং তার কাছে সেই পশুর প্রতিমাকে জীবন দেওয়ার ক্ষমতা ছিল, যাতে সেই পশুর মূর্তিটি কথা বলে এবং যত লোক সেই পশুটির প্রতিমাকে পূজা না করে তাদের হত্যা করা হয়৷
16 এবং তিনি ছোট-বড়, ধনী-গরীব, স্বাধীন ও দাস সকলকেই তাদের ডান হাতে বা কপালে একটি চিহ্ন প্রাপ্ত করেন:
17 আর যাতে কেউ ক্রয়-বিক্রয় করতে না পারে, সেই ব্যক্তি ছাড়া যার চিহ্ন ছিল, বা পশুর নাম বা তার নামের সংখ্যা।
18 এখানেই প্রজ্ঞা। যে বুদ্ধিমান সে পশুর সংখ্যা গণনা করুক, কারণ এটি একজন মানুষের সংখ্যা; এবং তার সংখ্যা ছয়শত ষাট ছয়।

অধ্যায় 14

1 আর আমি তাকিয়ে দেখলাম, দেখ, সিয়োন পর্বতে একটি মেষশাবক দাঁড়িয়ে আছে, এবং তার সঙ্গে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার লোক, তাদের কপালে তাঁর পিতার নাম লেখা রয়েছে৷
2 এবং আমি স্বর্গ থেকে একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, অনেক জলের কণ্ঠস্বর এবং একটি প্রচণ্ড বজ্রধ্বনির মতো; এবং আমি বীণাবাজদের বীণা বাজাতে শুনলাম৷
3 এবং তারা সিংহাসনের সামনে, চারটি জন্তু এবং প্রাচীনদের সামনে একটি নতুন গানের মতো গেয়েছিল: এবং পৃথিবী থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার ছাড়া আর কেউ সেই গান শিখতে পারেনি৷
4 এরা সেইসব লোক যাঁরা নারীদের দ্বারা অপবিত্র হন নি৷ কারণ তারা কুমারী। এরা হল মেষশাবক যেখানেই যায় তাকে অনুসরণ করে৷ তারা ঈশ্বরের কাছে এবং মেষশাবকের কাছে প্রথম ফলস্বরূপ, মানুষের মধ্যে থেকে মুক্ত করা হয়েছিল৷
5 আর তাদের মুখে কোন ছলনা খুঁজে পাওয়া গেল না, কারণ ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে তাদের দোষ নেই৷
6 আর আমি স্বর্গের মাঝখানে আরেকজন ফেরেশতাকে উড়তে দেখলাম, পৃথিবীতে যারা বাস করে তাদের কাছে এবং প্রত্যেক জাতি, আত্মীয়স্বজন, ভাষা ও লোকেদের কাছে প্রচার করার জন্য চিরস্থায়ী সুসমাচার আছে।
7 উচ্চস্বরে বললেন, ঈশ্বরকে ভয় কর এবং তাঁর মহিমা কর। কারণ তাঁর বিচারের সময় এসে গেছে: এবং যিনি স্বর্গ, পৃথিবী, সমুদ্র এবং জলের ফোয়ারা সৃষ্টি করেছেন তাঁকে উপাসনা কর৷
8 আর একজন ফেরেশতা তাঁর পিছু পিছু এসে বললেন, ব্যাবিলনের পতন হয়েছে, সেই মহান শহরটি পড়ে গেছে, কারণ সে সমস্ত জাতিকে তার ব্যভিচারের ক্রোধের দ্রাক্ষারস পান করিয়েছিল৷
9তৃতীয় স্বর্গদূত তাদের অনুসরণ করে উচ্চস্বরে বললেন, যদি কেউ সেই পশু ও তার মূর্তিকে পূজা করে এবং তার কপালে বা হাতে তার চিহ্ন গ্রহণ করে,
10 সে ঈশ্বরের ক্রোধের দ্রাক্ষারস পান করবে, যা তার ক্রোধের পেয়ালায় মিশ্রিত ছাড়াই ঢেলে দেওয়া হয়৷ এবং তাকে পবিত্র ফেরেশতাদের সামনে এবং মেষশাবকের উপস্থিতিতে আগুন এবং গন্ধক দিয়ে যন্ত্রণা দেওয়া হবে:
11 এবং তাদের যন্ত্রণার ধোঁয়া চিরকালের জন্য উপরে উঠে যায়: এবং তাদের কোন দিন বা রাত্রি নেই, যারা পশু ও তার মূর্তিকে পূজা করে এবং যে কেউ তার নামের চিহ্ন গ্রহণ করে।
12 এই হল সাধুদের ধৈর্য: এখানে তারা আছে যারা ঈশ্বরের আদেশ এবং যীশুর বিশ্বাস পালন করে৷
13 এবং আমি স্বর্গ থেকে একটি কন্ঠস্বর শুনতে পেলাম যে আমাকে বলছে, লেখ, ধন্য মৃতরা যারা এখন থেকে প্রভুতে মারা যাচ্ছে: হ্যাঁ, আত্মা বলেন, যাতে তারা তাদের পরিশ্রম থেকে বিশ্রাম পায়; এবং তাদের কাজ তাদের অনুসরণ করে।
14 এবং আমি তাকিয়ে দেখলাম, এবং একটি সাদা মেঘ দেখলাম, এবং সেই মেঘের উপরে মনুষ্যপুত্রের মতো একজন বসে আছেন, তাঁর মাথায় সোনার মুকুট এবং তাঁর হাতে একটি ধারালো কাস্তে৷
15 আর একজন স্বর্গদূত মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন, যিনি মেঘের ওপর বসে আছেন, তাঁর কাছে জোরে জোরে চিৎকার করে বললেন, 'তোমার কাস্তে মেরে ফসল কাট,

কারণ তোমার ফসল কাটবার সময় হয়েছে৷ কারণ পৃথিবীর ফসল পাকা।
16 আর যিনি মেঘের উপর বসেছিলেন তিনি পৃথিবীতে তাঁর কাস্তে চাপলেন; এবং পৃথিবী কাটা হয়েছিল।
17 আর স্বর্গের মন্দির থেকে আর একজন স্বর্গদূত বেরিয়ে এলেন, তাঁরও একটা ধারালো কাস্তে ছিল৷
18 আর একজন স্বর্গদূত বেদী থেকে বেরিয়ে এলেন, যাঁর আগুনের ওপর ক্ষমতা ছিল৷ আর যার ধারালো কাস্তে ছিল তাকে জোরে চিৎকার করে বলল, তোমার ধারালো কাস্তে ঠেলে মাটির দ্রাক্ষালতার গুচ্ছ জড়ো কর। কারণ তার আঙ্গুর সম্পূর্ণ পাকা।
19 আর স্বর্গদূত তার কাস্তে মাটিতে ছুঁড়লেন এবং পৃথিবীর দ্রাক্ষালতা জড়ো করে ঈশ্বরের ক্রোধের বিশাল আঙ্গুরের কুণ্ডে ফেলে দিলেন৷
20 এবং দ্রাক্ষারসটি শহর ছাড়াই মাড়ানো হয়েছিল, এবং দ্রাক্ষারস থেকে রক্ত বের হয়েছিল, এমনকি ঘোড়ার লাগাম পর্যন্ত, এক হাজার 600 ফারলাং ব্যবধানে।

অধ্যায় 15

1 আর আমি স্বর্গে আর একটি চিহ্ন দেখলাম, মহান ও আশ্চর্যজনক, সাতজন ফেরেশতাকে সাতটি শেষ মহামারী রয়েছে৷ কারণ তাদের মধ্যে ঈশ্বরের ক্রোধ পূর্ণ।
2 এবং আমি দেখলাম যেন আগুনে মিশে যাওয়া কাচের সমুদ্র; এবং যারা জন্তু, তার প্রতিমা, তার চিহ্ন এবং তার নামের সংখ্যার উপর বিজয় অর্জন করেছে, তারা কাচের সমুদ্রের উপর দাঁড়িয়ে আছে। , ঈশ্বরের বীণা আছে.
3 এবং তারা ঈশ্বরের দাস মোশির গান, এবং মেষশাবকের গান গাইছে, এই বলে, প্রভু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান তোমার কাজ মহান এবং আশ্চর্যজনক; হে সাধুদের রাজা, তোমার পথ ন্যায় ও সত্য।
4 হে প্রভু, কে তোমাকে ভয় করবে না এবং তোমার নামের মহিমান্বিত করবে? কেননা কেবল তুমিই পবিত্র; কেননা সমস্ত জাতি আসিয়া তোমার সম্মুখে উপাসনা করিবে; কারণ তোমার বিচার প্রকাশিত হয়েছে৷
5 এর পরে আমি তাকিয়ে দেখলাম, স্বর্গে সাক্ষ্য-তাম্বুর মন্দিরটি খোলা হয়েছে:
6 আর সাতজন ফেরেশতা মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন, সাতটি মড়ক নিয়ে, শুদ্ধ ও সাদা লিনেন পরা এবং তাদের বক্ষগুলো সোনার কোমরে বাঁধা।
7 আর চারটি জন্তুর মধ্যে একজন সেই সাতজন স্বর্গদূতকে ঈশ্বরের ক্রোধে ভরা সাতটি সোনার শিশি দিলেন, যিনি চিরকাল বেঁচে আছেন৷
8 আর মন্দিরটি ঈশ্বরের মহিমা ও তাঁর শক্তির ধোঁয়ায় ভরে গেল৷ সাতজন স্বর্গদূতের সাতটি আঘাত পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কেউ মন্দিরে প্রবেশ করতে পারেনি৷

অধ্যায় 16

1 আর আমি মন্দির থেকে এক মহান রব শুনতে পেলাম যে, সাতজন স্বর্গদূতকে বলছে, তোমরা যাও এবং ঈশ্বরের ক্রোধের শিশিগুলো পৃথিবীতে ঢেলে দাও।
2 আর প্রথমজন গিয়ে তার শিশি মাটিতে ঢেলে দিল৷ এবং সেই পশুর চিহ্ন ছিল এবং যারা তাঁর মূর্তি পূজা করত তাদের উপরে একটি শোরগোল ও মর্মান্তিক ঘা পড়ল।
3 আর দ্বিতীয় দেবদূত তার শিশিটি সমুদ্রের ওপর ঢেলে দিলেন৷ এবং এটি একটি মৃত মানুষের রক্তের মত হয়ে গেল: এবং প্রতিটি জীবন্ত প্রাণ সমুদ্রে মারা গেল৷
4 আর তৃতীয় স্বর্গদূত তার শিশিটি নদী ও জলের ফোয়ারার ওপর ঢেলে দিলেন৷ এবং তারা রক্তে পরিণত হয়েছিল।
5 আর আমি জলের ফেরেশতাকে বলতে শুনেছি, হে প্রভু, তুমি ধার্মিক, যা ছিল এবং ছিলে এবং থাকবে, কারণ তুমি এইরকম বিচার করেছ৷
6 কারণ তারা সাধু ও ভাববাদীদের রক্তপাত করেছে এবং আপনি তাদের পান করার জন্য রক্ত দিয়েছেন; কারণ তারা যোগ্য।
7আর আমি বেদীর মধ্য থেকে আর একজনকে বলতে শুনেছি, হে প্রভু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তোমার বিচার সত্য ও ন্যায়সঙ্গত৷
8 আর চতুর্থ দেবদূত তার শিশিটি সূর্যের ওপর ঢেলে দিলেন৷ এবং মানুষকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলার ক্ষমতা তাকে দেওয়া হয়েছিল৷
9 এবং লোকেরা প্রচণ্ড উত্তাপে ঝলসে গেল, এবং ঈশ্বরের নামের নিন্দা করলো, যাঁর এই মহামারীর উপর ক্ষমতা রয়েছে, এবং তারা তাঁকে মহিমান্বিত না করার জন্য অনুতপ্ত হয়েছিল৷
10 আর পঞ্চম দেবদূত তার শিশিটি সেই পশুর আসনে ঢেলে দিলেন৷ এবং তার রাজ্য অন্ধকারে পূর্ণ ছিল; এবং তারা ব্যথার জন্য তাদের জিহ্বা কামড়েছিল,
11 এবং তাদের যন্ত্রণা ও ঘাগুলির জন্য স্বর্গের ঈশ্বরের নিন্দা করেছিল এবং তাদের কাজের জন্য অনুতপ্ত হয়নি৷
12 আর ষষ্ঠ স্বর্গদূত তার শিশিটি ইউফ্রেটিস বড় নদীর উপর ঢেলে দিলেন; আর তার জল শুকিয়ে গেল, যাতে পূর্বের রাজাদের পথ প্রস্তুত হয়৷
13 আর আমি দেখলাম যে ড্রাগনের মুখ থেকে ব্যাঙের মতো তিনটি অশুচি আত্মা বের হচ্ছে, সেই পশুর মুখ থেকে এবং ভণ্ড ভাববাদীর মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে৷
14 কারণ তারা শয়তানদের আত্মা, অলৌকিক কাজ করে, যারা পৃথিবীর রাজাদের কাছে এবং সমগ্র বিশ্বের রাজাদের কাছে যায়, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সেই মহান দিনের যুদ্ধে তাদের একত্রিত করতে।
15 দেখ, আমি চোরের মত আসছি। ধন্য সেই ব্যক্তি যে জেগে থাকে এবং তার পোশাক রক্ষা করে, পাছে সে উলঙ্গ হয়ে চলাফেরা করে এবং তারা তার লজ্জা দেখতে পায়৷
16 আর তিনি তাদের এক জায়গায় একত্র করলেন যাকে হিব্রু ভাষায় আরমাগেডন বলা হয়৷
17 আর সপ্তম দেবদূত তার শিশিটি বাতাসে ঢেলে দিলেন; আর স্বর্গের মন্দির থেকে, সিংহাসন থেকে একটি মহান রব বেরিয়ে এল৷
18 এবং সেখানে কণ্ঠস্বর, বজ্রপাত এবং বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল; এবং সেখানে একটি মহান ভূমিকম্প হল, যেমন মানুষ পৃথিবীতে ছিল না, এত শক্তিশালী একটি ভূমিকম্প, এবং এত বড়.
19 এবং মহান শহরটি তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়েছিল, এবং জাতিগুলির শহরগুলি ভেঙে পড়েছিল: এবং মহান

ব্যাবিলন ঈশ্বরের সামনে স্মরণে এসেছিল, তাকে তার
ক্রোধের প্রচণ্ড মদের পেয়ালা দিতে।
20 এবং প্রতিটি দ্বীপ পালিয়ে গেল, এবং পর্বতগুলি খুঁজে
পাওয়া গেল না।
21 এবং স্বর্গ থেকে মানুষের উপর একটি বড় শিলাবৃষ্টি
পড়ল, প্রতিটি পাথর প্রায় এক তালন্ত ওজনের; এবং মানুষ
শিলাবৃষ্টির কারণে ঈশ্বরের নিন্দা করল৷ কারণ এর মহামারী
ছিল ভয়ানক।

অধ্যায় 17

1 আর সেই সাতজন স্বর্গদূতের মধ্যে একজন এসে আমার
সঙ্গে কথা বললেন, 'এখানে এস৷' আমি তোমাকে সেই
মহান বেশ্যার বিচার দেখাব যে বহু জলের উপর বসে
আছে:
2 যার সাথে পৃথিবীর রাজারা ব্যভিচার করেছে এবং পৃথিবীর
বাসিন্দারা তার ব্যভিচারের মদ পানে মাতাল হয়েছে৷
3 তাই তিনি আমাকে আত্মায় মরুভূমিতে নিয়ে গেলেন:
এবং আমি দেখলাম একজন মহিলা একটি লাল রঙের
জন্তুর উপরে বসে আছেন, যেটির সাতটি মাথা এবং দশটি
শিং রয়েছে৷
4 আর সেই স্ত্রীলোকটি বেগুনি ও লালচে রঙে সাজানো
ছিল, এবং সোনা, মূল্যবান পাথর ও মুক্তো দিয়ে সজ্জিত
ছিল, তার হাতে একটি সোনার পেয়ালা ছিল তার
ব্যভিচারের জঘন্য ও নোংরাতায় ভরা:
5 এবং তার কপালে একটি নাম লেখা ছিল, রহস্য, মহান
ব্যাবিলন, পৃথিবীর বেশ্যা ও ঘৃণ্য কাজগুলির মা৷
6 এবং আমি সেই মহিলাকে সাধুদের রক্তে এবং যীশুর
শহীদদের রক্তে মাতাল হতে দেখেছি: এবং যখন আমি
তাকে দেখেছিলাম, আমি খুব প্রশংসা করে অবাক
হয়েছিলাম৷
7 আর দেবদূত আমাকে বললেন, কেন তুমি আশ্চর্য হলে?
আমি তোমাকে সেই স্ত্রীলোকের রহস্য এবং তাকে
বহনকারী জন্তুটির কথা বলব, যার সাতটি মাথা ও দশটি
শিং রয়েছে৷
8 তুমি যে জন্তুটিকে দেখেছিলে সে ছিল, আর নেই৷ এবং
অতল গহ্বর থেকে আরোহণ করবে, এবং ধ্বংসের মধ্যে
যাবে: এবং পৃথিবীতে যারা বাস করে তারা বিস্মিত হবে,
যাদের নাম পৃথিবীর ভিত্তি থেকে জীবন পুস্তকে লেখা হয়নি,
যখন তারা সেই জন্তুটিকে দেখবে, এবং হয় না, এবং এখনও
হয়.
9 আর এখানেই সেই মন যার জ্ঞান আছে৷ সাতটি মাথা
সাতটি পর্বত, যার উপরে মহিলাটি বসে আছেন।
10 আর সাতজন রাজা আছে: পাঁচজন পতিত হয়েছে,
একজন আছে, আর অন্যজন এখনও আসেনি৷ এবং যখন
তিনি আসবেন, তাকে অবশ্যই একটি ছোট জায়গা চালিয়ে
যেতে হবে।
11 এবং যে পশু ছিল, এবং নেই, এমনকি সে অষ্টম, এবং
সপ্তম, এবং ধ্বংস হয়ে যায়.
12 আর আপনি যে দশটি শিং দেখেছেন তা হল দশটি
রাজা, যারা এখনও পর্যন্ত কোন রাজ্য পায়নি; কিন্তু জন্তুর
সাথে এক ঘন্টা রাজা হিসাবে ক্ষমতা পান।
13 তাদের এক মন আছে, এবং তারা তাদের শক্তি ও শক্তি
পশুকে দেবে৷
14 এরা মেষশাবকের সাথে যুদ্ধ করবে, এবং মেষশাবক
তাদের পরাস্ত করবে: কারণ তিনি প্রভুদের প্রভু এবং
রাজাদের রাজা: এবং যারা তাঁর সাথে আছে তারা ডাকা
হয়েছে, নির্বাচিত এবং বিশ্বস্ত৷
15 আর তিনি আমাকে বললেন, তুমি যে জল দেখেছ,
যেখানে বেশ্যা বসে আছে, তা হল জাতি, গোষ্ঠী, জাতি ও
ভাষা।
16 আর যে দশটি শিং তুমি পশুর উপরে দেখেছ, তারা সেই
বেশ্যাকে ঘৃণা করবে এবং তাকে উজাড় ও উলঙ্গ করে
দেবে এবং তার মাংস খাবে এবং আগুনে পুড়িয়ে ফেলবে।
17 কারণ ঈশ্বর তাদের হৃদয়ে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য,
এবং সম্মত হওয়ার জন্য, এবং পশুকে তাদের রাজ্য প্রদান
করেছেন, যতক্ষণ না ঈশ্বরের কথা পূর্ণ হবে৷
18 আর তুমি যে মহিলাকে দেখেছ সেই সেই মহান শহর,
যেটি পৃথিবীর রাজাদের উপর রাজত্ব করে৷

অধ্যায় 18

1 এই ঘটনার পর আমি আর একজন স্বর্গদূতকে স্বর্গ থেকে
নেমে আসতে দেখলাম, তিনি মহান শক্তির অধিকারী৷ এবং
পৃথিবী তাঁর মহিমায় আলোকিত হয়েছিল৷
2 আর তিনি জোরে জোরে চিৎকার করে বললেন, মহান
ব্যাবিলন পতিত হয়েছে, পতন হয়েছে, এবং শয়তানের
আবাসস্থল, এবং সমস্ত অশুচি আত্মার আধিপত্য এবং
প্রতিটি অশুচি ও ঘৃণ্য পাখির খাঁচায় পরিণত হয়েছে।
3 কারণ সমস্ত জাতি তার ব্যভিচারের ক্রোধের দ্রাক্ষারস
পান করেছে, এবং পৃথিবীর রাজারা তার সাথে ব্যভিচার
করেছে, এবং পৃথিবীর ব্যবসায়ীরা তার সুস্বাদু খাবারের
প্রাচুর্যে ধনী হয়েছে৷
4 আর আমি স্বর্গ থেকে আর একটি রব শুনতে পেলাম, এই
বলে, হে আমার প্রজা, তার মধ্য থেকে বেরিয়ে এস, যাতে
তোমরা তার পাপের অংশীদার না হও এবং তার
মড়কগুলো গ্রহণ না কর৷
5 কারণ তার পাপ স্বর্গে পৌঁছেছে এবং ঈশ্বর তার পাপ
মনে রেখেছেন৷
6 তাকে পুরস্কৃত করুন যেমন সে আপনাকে পুরস্কৃত
করেছে, এবং তার কাজ অনুসারে তার দ্বিগুণ পুরস্কৃত
করুন: তিনি যে পেয়ালায় পূর্ণ করেছেন তার দ্বিগুণ পূর্ণ
করুন৷
7 সে নিজেকে কত মহিমান্বিত করেছে, এবং সুস্বাদুভাবে
জীবনযাপন করেছে, তাকে এত যন্ত্রণা এবং দুঃখ দেয়:
কারণ সে মনে মনে বলে, আমি একজন রাণী বসে আছি
এবং আমি বিধবা নই, এবং কোন দুঃখ দেখব না৷
8 সেইজন্য তার মহামারী একদিনে আসবে, মৃত্যু, শোক ও
দুর্ভিক্ষ; এবং তাকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হবে, কারণ প্রভু
ঈশ্বর শক্তিশালী যিনি তার বিচার করেন।
9 আর পৃথিবীর রাজারা, যারা ব্যভিচার করেছে এবং তার
সাথে সুস্বাদু জীবনযাপন করেছে, তারা তার জন্য বিলাপ
করবে এবং তার জন্য বিলাপ করবে, যখন তারা তার
জ্বলনের ধোঁয়া দেখবে,

10 তার যন্ত্রণার ভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে বলেছিল, হায়, হায়, সেই মহান শহর ব্যাবিলন, সেই শক্তিশালী শহর! কেননা এক ঘণ্টার মধ্যে তোমার বিচার আসবে।
11 আর পৃথিবীর ব্যবসায়ীরা তার জন্য কাঁদবে ও শোক করবে; কারণ কেউ তাদের পণ্যদ্রব্য আর কিনবে না।
12 সোনা, রূপা, মূল্যবান পাথর, মুক্তা, সূক্ষ্ম লিনেন, বেগুনি, রেশম, লাল কাপড়, এবং তোমার সমস্ত কাঠ, এবং হাতির দাঁতের সমস্ত রকমের পাত্র এবং সবচেয়ে মূল্যবান কাঠের সমস্ত রকমের পাত্র। , এবং পিতল, এবং লোহা, এবং মার্বেল,
13 আর দারুচিনি, গন্ধ, মলম, লোবান, দ্রাক্ষারস, তেল, মিহি আটা, গম, পশু, ভেড়া, ঘোড়া, রথ, দাস এবং মানুষের আত্মা।
14 আর তোমার আত্মা যে সব ফল কামনা করেছিল তা তোমার কাছ থেকে চলে গেছে, আর যা কিছু সুন্দর ও সুন্দর ছিল তা তোমার কাছ থেকে চলে গেছে, আর তুমি সেগুলি আর পাবে না।
15 এই জিনিসের ব্যবসায়ীরা, যারা তার দ্বারা ধনী হয়েছিল, তারা তার যন্ত্রণার ভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে কাঁদবে এবং হাহাকার করবে,
16 আর বলছিলেন, হায়, হায়, সেই মহান শহর, যা ছিল সূক্ষ্ম মসীনা, বেগুনি ও লাল রঙের কাপড়ে এবং সোনা, মূল্যবান পাথর ও মুক্তো দিয়ে সজ্জিত!
17 কারণ এক ঘণ্টার মধ্যে এত বড় ধন নষ্ট হয়ে যায়। এবং প্রত্যেক জাহাজের মালিক এবং জাহাজের সমস্ত সংস্থা, নাবিকরা এবং সমুদ্রপথে যত বাণিজ্য ছিল, তারা দূরে দাঁড়িয়ে ছিল,
18 তারা তার জ্বলন্ত ধোঁয়া দেখে চিৎকার করে বলল, এই মহান শহরের মত কি শহর!
19 এবং তারা তাদের মাথায় ধুলো ঢেলে কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে বলল, হায় হায়, সেই মহান শহর, যেখানে তার দামি দামের কারণে সমুদ্রে জাহাজ ছিল তাদের সবই ধনী হয়েছে! এক ঘন্টার মধ্যে সে জনশূন্য হয়ে গেছে।
20 হে স্বর্গ, এবং হে পবিত্র প্রেরিতরা ও ভাববাদীরা তার জন্য আনন্দ কর; কারণ ঈশ্বর তার উপর তোমার প্রতিশোধ নিয়েছেন।
21 আর একজন পরাক্রমশালী স্বর্গদূত একটা বড় চাঁতির মত একটা পাথর তুলে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে বললেন, এইভাবে সেই মহান নগর ব্যাবিলনকে নিক্ষিপ্ত করা হবে, আর তাকে আর পাওয়া যাবে না।
22 আর তোমার মধ্যে বীণাবাদক, বাদক, বাঁশিবাজ ও তূরীবাজদের কণ্ঠ আর শোনা যাবে না; আর কোন কারিগর, সে যে কোন কারুকার্যই করুক, তোমার মধ্যে আর পাওয়া যাবে না; এবং তোমার মধ্যে আর কোন জাতের শব্দ শোনা যাবে না;
23 এবং মোমবাতির আলো তোমার মধ্যে আর জ্বলবে না; তোমার মধ্যে বর ও কনের কণ্ঠস্বর আর শোনা যাবে না, কারণ তোমার বণিকরা পৃথিবীর মহান পুরুষ ছিল; তোমার যাদু দ্বারা সমস্ত জাতি প্রতারিত হয়েছিল।
24 এবং তার মধ্যে ভাববাদীদের এবং সাধুদের এবং পৃথিবীতে নিহত সকলের রক্ত পাওয়া গিয়েছিল।

অধ্যায় 19

1 এই ঘটনার পর আমি স্বর্গে অনেক লোকের একটি বড় রব শুনতে পেলাম, 'আলেলুইয়া; আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে পরিত্রাণ, গৌরব, সম্মান ও শক্তি।
2 কারণ তাঁর বিচার সত্য ও ধার্মিক: কারণ তিনি সেই মহান বেশ্যার বিচার করেছেন, যিনি তার ব্যভিচারে পৃথিবীকে কলুষিত করেছিলেন এবং তার হাতে তাঁর দাসদের রক্তের প্রতিশোধ নিয়েছেন।
3 তারা আবার বলল, আলেলুইয়া। এবং চিরকালের জন্য তার ধোঁয়া উঠল।
4 আর চব্বিশজন প্রাচীন ও চারটি জন্তু উপুড় হয়ে সিংহাসনে বসে থাকা ঈশ্বরের উপাসনা করে বলল, আমেন; অ্যালেলুইয়া।
5 আর সিংহাসন থেকে একটি রব বেরিয়ে এল, এই বলে, আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসা কর, তাঁর দাসরা, এবং তোমরা যারা তাঁকে ভয় কর, ছোট ও বড় উভয়ই।
6 এবং আমি শুনতে পেলাম যে এটি একটি বিশাল জনতার কণ্ঠস্বর, এবং অনেক জলের কণ্ঠস্বর এবং শক্তিশালী বজ্রধ্বনির মতো, বলছে, আলেলুইয়া: কারণ প্রভু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান রাজত্ব করেন।
7 আসুন আমরা আনন্দিত হই এবং আনন্দ করি এবং তাকে সম্মান করি: কারণ মেষশাবকের বিবাহ এসেছে, এবং তার স্ত্রী নিজেকে প্রস্তুত করেছে।
8 এবং তাকে মঞ্জুর করা হয়েছিল যে তাকে সূক্ষ্ম লিনেন, পরিষ্কার এবং সাদা পোশাকে সাজানো উচিত: কারণ সূক্ষ্ম লিনেন পবিত্র লোকদের ধার্মিকতা।
9 এবং তিনি আমাকে বললেন, লেখ, ধন্য তারা যাঁরা মেষশাবকের বিবাহের নৈশভোজে ডাকা হয়েছে। এবং তিনি আমাকে বললেন, এগুলি ঈশ্বরের সত্য বাণী।
10 আর আমি তাঁকে উপাসনা করতে তাঁর পায়ের কাছে পড়লাম। এবং তিনি আমাকে বললেন, দেখ তুমি এটা করো না: আমি তোমার সহকর্মী এবং তোমার ভাইদের মধ্যে যাদের যীশুর সাক্ষ্য রয়েছে: ঈশ্বরের উপাসনা কর, কারণ যীশুর সাক্ষ্য হল ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মা।
11 এবং আমি স্বর্গ খোলা দেখলাম, এবং একটি সাদা ঘোড়া দেখ; এবং যে তার উপরে বসেছিল তাকে বিশ্বস্ত ও সত্য বলা হত এবং তিনি ন্যায়ের সাথে বিচার করেন এবং যুদ্ধ করেন।
12 তার চোখ ছিল আগুনের শিখার মত, এবং তার মাথায় ছিল অনেক মুকুট; এবং তাঁর একটি নাম লেখা ছিল, যা তিনি নিজে ছাড়া কেউ জানত না।
13 এবং তিনি রক্তে ডোবানো একটি পোশাক পরেছিলেন এবং তাঁর নাম ঈশ্বরের বাক্য বলা হয়।
14 আর স্বর্গের সৈন্যরা সাদা ঘোড়ায় চড়ে তাঁহার পিছনে চলল, তারা সূক্ষ্ম লিনেন পরিহিত, সাদা ও পরিষ্কার।
15 এবং তার মুখ থেকে একটি ধারালো তলোয়ার বের হয়, যা দিয়ে সে জাতিদের আঘাত করবে এবং লোহার রড দিয়ে সে তাদের শাসন করবে এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রচণ্ডতা ও ক্রোধের দ্রাক্ষারস মাড়িয়েছে।
16 এবং তার পোশাকে এবং উরুতে একটি নাম লেখা আছে, রাজাদের রাজা এবং প্রভুদের প্রভু।

17 আর আমি একজন দেবদূতকে সূর্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম; এবং তিনি উচ্চস্বরে চিৎকার করে স্বর্গের মাঝখানে উড়ে আসা সমস্ত পাখীকে বললেন, এসো এবং মহান ঈশ্বরের নৈশভোজে একত্র হও;
18 যাতে তোমরা রাজাদের মাংস, সেনাপতিদের মাংস, বীরদের মাংস, ঘোড়ার মাংস এবং তাদের উপরে যারা বসে তাদের মাংস এবং স্বাধীন ও দাস উভয়েরই মাংস খেতে পার। ছোট এবং মহান।
19 এবং আমি সেই জন্তুটিকে, পৃথিবীর রাজাদের এবং তাদের সৈন্যদলগুলিকে ঘোড়ায় বসে থাকা লোকটির বিরুদ্ধে এবং তার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য একত্রিত হতে দেখলাম৷
20 এবং সেই জন্তুটিকে নিয়ে যাওয়া হল, এবং তার সাথে সেই ভণ্ড ভাববাদীকে নিয়ে যাওয়া হল যে তার সামনে অলৌকিক কাজ করেছিল, যা দিয়ে সে তাদের প্রতারিত করেছিল যারা সেই পশুর চিহ্ন পেয়েছিল এবং যারা তার মূর্তি পূজা করেছিল৷ এই দুজনকে গন্ধক দিয়ে জ্বলন্ত আগুনের হ্রদে জীবন্ত নিক্ষেপ করা হয়েছিল।
21 যে ঘোড়ায় চড়েছিল, তার মুখ থেকে যে তলোয়ার বেরিয়েছিল তার তরবারির আঘাতে অবশিষ্টদেরকে হত্যা করা হয়েছিল এবং সমস্ত পাখী তাদের মাংসে পূর্ণ হয়েছিল৷

অধ্যায় 20

1আর আমি একজন স্বর্গদূতকে স্বর্গ থেকে নেমে আসতে দেখলাম, যার হাতে অতল গর্তের চাবি ও একটি বড় শিকল রয়েছে।
2 আর তিনি ড্রাগনটিকে, সেই পুরানো সাপটিকে, যেটি শয়তান এবং শয়তানকে ধরেছিলেন এবং তাকে এক হাজার বছর ধরে বেঁধে রেখেছিলেন,
3 এবং তাকে অতল গর্তে নিক্ষেপ করুন, তাকে বন্ধ করুন এবং তার উপর একটি সীলমোহর স্থাপন করুন, যাতে হাজার বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি জাতিদের আর প্রতারণা করবেন না: এবং তার পরে তাকে কিছুটা সময় ছাড়াতে হবে।
4 এবং আমি সিংহাসন দেখেছি, এবং তারা তাদের উপর বসেছিল, এবং তাদের কাছে বিচার দেওয়া হয়েছিল: এবং আমি তাদের আত্মাদের দেখেছি যারা যীশুর সাক্ষ্যের জন্য এবং ঈশ্বরের কথার জন্য শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল, এবং যারা পশুর পূজা করেনি, না তার মূর্তি, না তাদের কপালে, বা তাদের হাতে তার চিহ্ন পায়নি; এবং তারা বেঁচে ছিল এবং খ্রীষ্টের সাথে এক হাজার বছর রাজত্ব করেছিল৷
5কিন্তু হাজার বছর শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাকি মৃতেরা আর জীবিত হল না। এটিই প্রথম পুনরুত্থান।
6 ধন্য ও পবিত্র সেই ব্যক্তি যাঁর প্রথম পুনরুত্থানে অংশ রয়েছে: এই ধরনের দ্বিতীয় মৃত্যুর কোন ক্ষমতা নেই, কিন্তু তারা ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের যাজক হবেন এবং তাঁর সাথে এক হাজার বছর রাজত্ব করবেন৷
7 এবং যখন হাজার বছর শেষ হবে, শয়তান তার কারাগার থেকে মুক্তি পাবে,
8 এবং পৃথিবীর চতুর্দিকের জাতিগুলিকে, গোগ ও মাগোগকে প্রতারিত করার জন্য বের হয়ে যাবে, তাদের যুদ্ধের জন্য একত্রিত করবে: যাদের সংখ্যা সমুদ্রের বালির সমান৷
9 এবং তারা পৃথিবীর প্রস্থে উঠে গেল, এবং সাধুদের শিবির এবং প্রিয় শহরকে ঘিরে ফেলল; এবং স্বর্গ থেকে ঈশ্বরের কাছ থেকে আগুন নেমে এসে তাদের গ্রাস করল৷
10 আর যে শয়তান তাদের প্রতারণা করেছিল, তাকে আগুন ও গন্ধকের হ্রদে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, যেখানে জন্তু এবং ভণ্ড ভাববাদী রয়েছে এবং চিরকালের জন্য দিনরাত যন্ত্রণা ভোগ করবে৷
11 এবং আমি একটি বড় সাদা সিংহাসন দেখলাম, এবং যিনি তার উপর বসেছিলেন, যাঁর মুখ থেকে পৃথিবী ও স্বর্গ পালিয়ে গিয়েছিল৷ এবং তাদের জন্য কোন জায়গা খুঁজে পাওয়া যায় নি.
12 এবং আমি মৃত, ছোট এবং বড়, ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াতে দেখেছি; আর বইগুলো খুলে দেওয়া হল: আর একটা বই খোলা হল, সেটা হল জীবনের বই।
13 আর সমুদ্র তার মধ্যে থাকা মৃতদের ছেড়ে দিল৷ এবং মৃত্যু ও নরক তাদের মধ্যে থাকা মৃতদের সমর্পণ করেছিল এবং প্রত্যেকের কাজ অনুসারে তাদের বিচার করা হয়েছিল৷
14 আর মৃত্যু ও নরককে আগুনের হ্রদে ফেলে দেওয়া হল৷ এটি দ্বিতীয় মৃত্যু।
15 আর যাকে জীবন পুস্তকে লেখা পাওয়া গেল না তাকে আগুনের হ্রদে ফেলে দেওয়া হল।

অধ্যায় 21

1 এবং আমি একটি নতুন স্বর্গ ও একটি নতুন পৃথিবী দেখলাম, কারণ প্রথম স্বর্গ ও প্রথম পৃথিবী বিলুপ্ত হয়েছে৷ আর সমুদ্র ছিল না।
2 এবং আমি যোহন পবিত্র শহর, নতুন জেরুজালেম, স্বর্গ থেকে ঈশ্বরের কাছ থেকে নেমে আসতে দেখেছি, তার স্বামীর জন্য সাজানো কনের মতো প্রস্তুত৷
3 এবং আমি স্বর্গ থেকে একটি মহান কণ্ঠস্বর শুনলাম যে, দেখ, ঈশ্বরের তাঁবু মানুষের সঙ্গে আছে, এবং তিনি তাদের সঙ্গে বাস করবেন, এবং তারা তাঁর লোক হবে, এবং ঈশ্বর নিজেই তাদের সঙ্গে থাকবেন এবং তাদের ঈশ্বর হবেন৷
4 এবং ঈশ্বর তাদের চোখের জল মুছে দেবেন; আর কোন মৃত্যু হবে না, দুঃখ বা কান্নাকাটিও হবে না, আর কোন বেদনা থাকবে না, কারণ আগের জিনিসগুলো চলে গেছে।
5 আর যিনি সিংহাসনে বসেছিলেন তিনি বললেন, দেখ, আমি সব কিছু নতুন করে তৈরি করছি। এবং তিনি আমাকে বললেন, লেখ, কারণ এই কথাগুলি সত্য এবং বিশ্বস্ত৷
6 আর তিনি আমাকে বললেন, হয়ে গেছে। আমি আলফা এবং ওমেগা, শুরু এবং শেষ। যে তৃষ্ণার্ত তাকে আমি জীবনের জলের ফোয়ারা অবাধে দেব।
7 যে জয়ী হয় সে সব কিছুর উত্তরাধিকারী হবে; আমি তার ঈশ্বর হব এবং সে আমার পুত্র হবে৷
8 কিন্তু ভীতু, অবিশ্বাসী, জঘন্য, খুনি, ব্যভিচারী, যাদুকর, মূর্তিপূজক, এবং সমস্ত মিথ্যাবাদী, আগুন ও গন্ধক দিয়ে জ্বলতে থাকা হ্রদে তাদের অংশ থাকবে: যা দ্বিতীয় মৃত্যু।

9 আর সেই সাতজন স্বর্গদূতের মধ্যে একজন আমার কাছে এসেছিলেন যার কাছে সাতটি শেষ মহামারীর সাতটি শিশি ভর্তি ছিল এবং আমার সাথে কথা বলেছিল, এখানে এসো, আমি তোমাকে মেষশাবকের স্ত্রীকে দেখাব৷
10 এবং তিনি আমাকে আত্মার মধ্যে নিয়ে গেলেন একটি বড় এবং উচ্চ পর্বতে, এবং আমাকে সেই মহান শহর, পবিত্র জেরুজালেম, ঈশ্বরের কাছ থেকে স্বর্গ থেকে নেমে আসা দেখালেন,
11 ঈশ্বরের মহিমা আছে: এবং তার আলো ছিল একটি সবচেয়ে মূল্যবান পাথরের মতো, এমনকি একটি জাস্পার পাথরের মতো, স্ফটিকের মতো পরিষ্কার;
12 এবং একটি বড় এবং উঁচু প্রাচীর ছিল, এবং তার বারোটি দরজা ছিল, এবং দরজাগুলিতে বারোজন ফেরেশতা ছিল, এবং তার উপর নাম লেখা ছিল, যা ইস্রায়েলের বারোটি গোত্রের নাম:
13 পূর্ব দিকে তিনটি দরজা; উত্তর দিকে তিনটি দরজা; দক্ষিণ দিকে তিনটি দরজা; এবং পশ্চিম দিকে তিনটি দরজা।
14 এবং শহরের প্রাচীরের বারোটি ভিত্তি ছিল এবং তাদের মধ্যে মেষশাবকের বারোজন প্রেরিতের নাম ছিল৷
15 আর যে আমার সঙ্গে কথা বলত, তার কাছে শহর, তার দরজা ও প্রাচীর মাপবার জন্য একটা সোনার নল ছিল।
16 আর শহরটি চারকোণা, এবং দৈর্ঘ্য প্রস্থের সমান; এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ এবং উচ্চতা সমান।
17 আর তিনি তার দেওয়ালটি মাপলেন, একশো চল্লিশ হাত, একজন লোকের মাপ অনুসারে, অর্থাৎ দেবদূতের মাপ অনুসারে৷
18 আর এর প্রাচীরের দালান ছিল জাসপারের, আর শহরটা ছিল খাঁটি সোনার, পরিষ্কার কাঁচের মতো।
19 এবং শহরের প্রাচীরের ভিত্তি সমস্ত মূল্যবান পাথর দিয়ে সজ্জিত ছিল। প্রথম ভিত্তি ছিল জ্যাস্পার; দ্বিতীয়, নীলকান্তমণি; তৃতীয়, একটি চ্যালসেডনি; চতুর্থ, একটি পান্না;
20 পঞ্চম, সার্ডনিক্স; ষষ্ঠ, সার্ডিয়াস; সপ্তম, ক্রিসোলাইট; অষ্টম, বেরিল; নবম, একটি পোখরাজ; দশম, একটি ক্রাইসোপ্রাসাস; একাদশ, একটি জ্যাকিন্থ; দ্বাদশ, একটি অ্যামিথিস্ট।
21 আর বারোটি দরজা ছিল বারোটি মুক্তা; প্রত্যেকটি ফটক ছিল একটি করে মুক্তার; এবং শহরের রাস্তাটি স্বচ্ছ কাঁচের মত খাঁটি সোনার ছিল।
22 এবং আমি সেখানে কোন মন্দির দেখিনি: কারণ প্রভু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান এবং মেষশাবক এর মন্দির৷
23 এবং শহরের সূর্যের প্রয়োজন ছিল না, চাঁদেরও প্রয়োজন ছিল না, এতে আলোকিত হবে: কারণ ঈশ্বরের মহিমা এটিকে আলোকিত করেছে, এবং মেষশাবক তার আলো।
24 এবং তাদের মধ্যে যারা পরিত্রাণ পেয়েছে তারা এর আলোতে হাঁটবে এবং পৃথিবীর রাজারা তাদের গৌরব ও সম্মান এতে নিয়ে আসবে৷
25 এবং এর ফটকগুলি দিনে বন্ধ করা চলবে না, কারণ সেখানে কোন রাত থাকবে না।
26 আর তারা তাতে জাতিদের গৌরব ও সম্মান আনবে।
27 এবং সেখানে কোনভাবেই প্রবেশ করবে না এমন কোন জিনিস যা অপবিত্র করে, না যা কিছু জঘন্য কাজ করে বা মিথ্যা বলে; কিন্তু মেষশাবকের জীবন বইয়ে যা লেখা আছে।

অধ্যায় 22

1 এবং তিনি আমাকে জীবনের জলের একটি বিশুদ্ধ নদী দেখালেন, যা স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ, ঈশ্বরের এবং মেষশাবকের সিংহাসন থেকে বেরিয়ে আসছে৷
2 এর রাস্তার মাঝখানে এবং নদীর দু'পাশে জীবন গাছটি ছিল, যা বারোটি ফল ধরে এবং প্রতি মাসে তার ফল দিত: এবং গাছের পাতাগুলি রোগ নিরাময়ের জন্য ছিল। জাতিগুলি
3 এবং আর কোন অভিশাপ থাকবে না; কিন্তু ঈশ্বরের এবং মেষশাবকের সিংহাসন এতে থাকবে; এবং তার দাসেরা তার সেবা করবে:
4 তারা তার মুখ দেখতে পাবে; এবং তাঁর নাম তাদের কপালে থাকবে।
5 সেখানে কোন রাত থাকবে না; এবং তাদের কোন মোমবাতি, সূর্যের আলোর প্রয়োজন নেই; কারণ প্রভু ঈশ্বর তাদের আলো দেন এবং তারা চিরকাল রাজত্ব করবে৷
6 এবং তিনি আমাকে বললেন, এই কথাগুলি বিশ্বস্ত এবং সত্য: এবং পবিত্র ভাববাদীদের প্রভু ঈশ্বর তাঁর স্বর্গদূতকে তাঁর দাসদের কাছে যা কিছু শীঘ্রই করা হবে তা দেখানোর জন্য পাঠিয়েছিলেন৷
7 দেখ, আমি তাড়াতাড়ি আসছি: ধন্য সেই ব্যক্তি যে এই বইয়ের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা পালন করে৷
8 আর আমি যোহন এসব দেখেছি, শুনেছি। আর আমি যখন শুনলাম ও দেখলাম, তখন যে ফেরেশতা আমাকে এই সব দেখাচ্ছিল, তার পায়ের সামনে উপাসনা করতে পড়লাম।
9 তখন তিনি আমাকে বললেন, দেখ তুমি এটা করো না, কারণ আমি তোমার সহকর্মী এবং তোমার ভ্রাতাদের ভাববাদীদের এবং যারা এই বইয়ের বাণী পালন করে তাদের মধ্যে: ঈশ্বরের উপাসনা কর৷
10 এবং তিনি আমাকে বললেন, এই বইয়ের ভবিষ্যদ্বাণীর কথাগুলো সিল করো না, কারণ সময় কাছে।
11 যে অন্যায়, সে এখনও অন্যায় থাকুক, আর যে নোংরা, সে নোংরা থাকুক, আর যে ধার্মিক, সে ধার্মিক থাকুক, আর যে পবিত্র, সে পবিত্র থাকুক।
12 আর দেখ, আমি তাড়াতাড়ি আসছি; এবং আমার পুরস্কার আমার সঙ্গে আছে, প্রত্যেক মানুষকে তার কাজ অনুসারে দিতে হবে৷
13 আমিই আলফা ও ওমেগা, শুরু ও শেষ, প্রথম ও শেষ।
14 ধন্য তারা যারা তাঁর আজ্ঞা পালন করে, যাতে তারা জীবন বৃক্ষের অধিকার পায় এবং শহরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারে৷
15 কারণ বাইরে কুকুর, এবং যাদুকর, এবং ব্যভিচারী, এবং হত্যাকারী এবং মূর্তিপূজক এবং যে কেউ ভালবাসে এবং মিথ্যা বলে।

16 আমি যীশু আমার স্বর্গদূতকে পাঠিয়েছি যাতে মন্ডলীতে
তোমাদের কাছে এই বিষয়গুলো সাক্ষ্য দেয়৷ আমি দায়ূদের
মূল ও বংশধর, এবং উজ্জ্বল ও সকালের তারা।
17 আর আত্মা ও নববধূ বলেন, এস। আর যে শোনে সে
বলুক, এস। আর যে তৃষ্ণার্ত সে আসুক। এবং যার ইচ্ছা, সে
যেন নির্দ্বিধায় জীবনের জল গ্রহণ করে৷
18কারণ আমি এই বইয়ের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা শুনে
প্রত্যেকের কাছে সাক্ষ্য দিচ্ছি, যদি কেউ এইসবের সাথে
যোগ করে, তবে ঈশ্বর তার কাছে এই বইতে লেখা
মহামারীগুলি যোগ করবেন:
19 আর যদি কেউ এই ভবিষ্যদ্বাণীর বইয়ের কথাগুলি
থেকে সরিয়ে নেয়, তবে ঈশ্বর জীবন বই থেকে, পবিত্র
শহর থেকে এবং এই বইয়ে যা লেখা আছে তা থেকে তার
অংশ কেড়ে নেবেন৷
20 যে এই সব সাক্ষ্য দেয় সে বলে, নিশ্চয়ই আমি
তাড়াতাড়ি আসছি৷ আমীন। তবুও, আসুন, প্রভু যীশু।
21 আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সকলের
সঙ্গে থাকুক৷ আমীন।